2-5

L. C. Sharma

বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি

['রঞ্জন'-সংস্করণ]

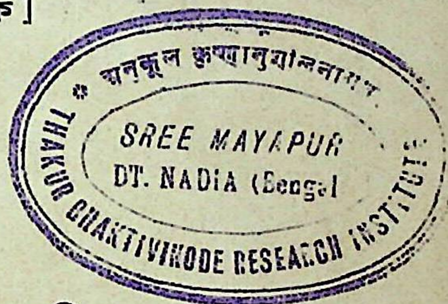
—ঃ বৃন্দাবন-লীলাবিষয়ক প্রাচীন মহাজন-পদাবলী ঃ—

রস-শাস্ত্রসঙ্গত, অথচ, বর্ত্তমান ভাবোপযোগী,

অভিনব প্রণালীতে সজ্জিত

এবং বিবৃত

[প্রথম স্তবক]



শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ,

সম্পাদিত

১৩৩১

[মূল্য ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা

[প্রাপ্তি-স্থান]

(1) M. C. Sarkar & Sons
90-2A Harrison Road, Calcutta.

(2) A. C. Ghose Esq.
'TARA'-VILLA
119 B Justice Chunder Madhab Road
P. O. Elgin Road, Calcutta.

কুন্তলীন প্রেস
৬১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—: রস-ভূমিকা :—

[প্রবেশিকা]

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং লীলা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সাধারণ শক্তিতে অবোধ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে আমরা বৃন্দাবনের শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণকে বুঝিতেছি। ইনি প্রাচীন মতানুসারে পূর্ণতম এবং দ্বি-ভুজ মুরলীধর, নবকিশোর, নটবর—কেবল রসময়। মথুরা ও দ্বারকায় এই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর; কুরুক্ষেত্রে, পূর্ণ। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল—এই ধামত্রয়কে বলা হয় কৃষ্ণলোক। এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়, স্বগণ সহ অনন্তকাল ক্রীড়া করেন।

বৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণ রহস্য। আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করি, সেই ভাবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে গেলে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন যে, কেবল বৃন্দাবন ও কৃষ্ণ কেন, সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই এক রহস্য। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম পাওয়া যায় না।

আমাদের হৃদয় স্বভাবতঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত না হইলে, বৈষ্ণব শাস্ত্রে যাহাকে বলে "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা", সেই অবস্থা না আসিলে, শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। যেমন, জগতের এক একটী ভূতের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, এক একটী ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, অর্থাৎ, চক্ষু দ্বারাই আলোকের জ্ঞান হয়, কানের দ্বারা নহে, কর্ণের দ্বারাই শব্দের জ্ঞান হয়, হস্তের দ্বারা নহে, সেইরূপ "প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ত" দ্বারা আনন্দের বা প্রেমের অনুভব হয়, মেধার দ্বারা বা বহুশাস্ত্রের পরিচয় দ্বারা নহে। উচ্চশ্রেণীর গীতিকাব্য কি সকলেই বুঝিতে পারে?

অধ্যাত্ম-রাজ্যে—spiritual sense, যোগ-দৃষ্টি, দিব্যচক্ষু বা বোধি বলিয়া একটা জিনিষ আছে—ইহা কল্পনা বা অনুমান নহে। পাশ্চাত্য জগতেও, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বোধের জন্য ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন হইয়াছে।

কৃষ্ণভাব-ভাবিত ("আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিত") মতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতত্ত্বে পর্য্যটন করিলে অনেক আপাতঃ-দুর্বোধ্য বিষয়ও সুগম হয়।

প্রচলিত কথা আছে:--

" প্রেম চক্ষে করে তাঁর স্বরূপ দর্শন।
চর্ম্মচক্ষে করে দর্শন প্রপঞ্চ সব॥ "

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন "ভাবুক" ও "রসিক" হইয়া ভাগবত রস পান করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের লীলার তাৎপর্য্য যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তাঁহারা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণই 'রসরাজ' আর শ্রীমতী রাধিকাই 'মহাভাব'; সুতরাং, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের "যুগল-পিরীতি" যাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে তাঁহারা এই ভাগবত শাস্ত্র আস্বাদনের অধিকারী।

[কৃষ্ণ-লীলা]

কি সকাম, কি নিষ্কাম—যে উপাসনাই ধরি না কেন—হিন্দুর উপাস্য দেবতা বিশ্ব-স্বরূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এক অদ্বিতীয় সত্তা। 'দিব' হইতে 'দেব' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দিব' এই ধাতুর অর্থ প্রকাশ এবং ক্রীড়া। স্বয়ং-প্রকাশশীল, সর্ব্বপ্রকাশহেতু তিনি। ভগবানের প্রকাশ দুই রূপে হয়, এক 'প্রকাশ', আর এক 'বিলাস'। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

" দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ
একেতে প্রকাশ হয় আরেতে বিলাস ॥ "

[প্রকাশ]—" একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারেতে ভেদ নাই একই স্বরূপ ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ "

ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র গোপীর সহিত একই সময়ে একই স্বরূপে ["যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ মন্যেরন্"] রাস-বিহার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গোপীই বুঝিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে—এবং আমারই একান্ত-বল্লভ।

[বিলাস]—যথা শ্রীচরিতামৃতে—

" একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥ "

এই প্রপঞ্চ তাঁহারই লীলাবিলাস মাত্র। এই বিশ্বজগৎটা আদি পুরুষ গোবিন্দের অঙ্গকান্তি মাত্র। যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

" অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভীষ্মদেবের বচন যথা—এই ভগবান জন্মরহিত হইয়াও স্বয়ং স্বনির্ম্মিত জীবকুলের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন। একমাত্র ভাস্কর যেরূপ প্রত্যেক দৃষ্টিতে বহু প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ইনিও অধিষ্ঠান বিশেষে অনেকরূপে প্রকাশমান হয়েন। আমরা যাহা কিছু দেখি ও যাহা কিছু শুনি সেই সমুদয় বস্তুই শ্রীভগবানের বিভূতি বলিয়া শ্রীভগবানের রূপ।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আত্মপুরুষোত্তম, 'রসো বৈ সঃ' রস-স্বরূপ, রস-লোলুপ, ভাবগ্রাহী ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন তিনি। রসই তাঁহার স্বরূপ, ভালবাসাই তাঁহার স্বরূপ, ক্রীড়াই তাঁহার স্বরূপ।

যথাহি শ্রীচরিতামৃতে :—

" যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥

সঙ্গীতে আছে—"খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা" ; "পুরুষ পুরাণ

বালক সমান, ক্রীড়ত, দেখ, কতই রঙ্গে" ; [যথা রবীন্দ্রনাথ—"এই যে খেলা খেলচ কত ছলে, এই খেলা ত আমি ভালবাসি"—"আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চলচে রসের খেলা"—"নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে"—"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান" (গীতাঞ্জলি) "প্রাণেশ আমার লীলা ভরে খেলেন প্রাণের খেলা-ঘরে"—(গীতিমাল্য)]

বেদান্ত বলেন, আদিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—"সোহ্কাময়ত, একোহহং বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"—তিনি কামনা করিলেন বহু হই, প্রসৃষ্ট হই। "ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ—তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—এই যাহা কিছু সমস্তই সৃষ্টি করিলেন—সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন।

এক হইয়াও বহু-লীলাভিনয়ী—"নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে"

কেন এই খেলা খেলেন ? ইহার কৈফিয়ত দিতে তিনি কাহারও নিকট বাধ্য নহেন। বেদান্ত বলেন "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্"—ইহা তাঁহার খেয়াল বা ইচ্ছা। মালিকের ইচ্ছার উপরে অন্য কাহারও কথা চলে না। তবে কি না, ইহাতে আনন্দ আছে, রস আছে,—তাই, এইরূপ করেন।

এই দ্বৈতাদ্বৈত খেলা অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে এবং চলিবে। এক দিকে [ব্রহ্ম পক্ষে] 'সিসৃক্ষা', অর্থাৎ, নিজকে বহুরূপে প্রসৃষ্ট করা এবং অপর দিকে [জীব এবং প্রকৃতি পক্ষে] 'মুমুক্ষুত্ব,' অর্থাৎ, দ্বৈত ঘুচাইয়া নিবিড় ঐক্যে মিশিয়া যাওয়া। এই যে জীব-ব্রহ্মে রসের খেলা, দোল-লীলা, ঝুলন-খেলা—ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা নিত্য লীলা। সিন্ধু হইতে বিন্দু উঠে—দিগ্‌দিগন্তর ঘুরে ফিরে পুনরায় সিন্ধুতে মিশে যায়।

অনাদিকাল হইতে বিশ্বজগৎ জুড়ে দুইটা তত্ত্বের (Principles) খেলা চলেছে। সাধনা-বলে দেবতাকে ধরিবার জন্য মানবের ক্রমিক অধিরোহণ, দেবত্বে উন্নয়ন ; আর মানবকে ধরিবার এবং ধরা দিবার জন্য দেবতার অবতরণ—নরলীলাকরণ—apotheosis and anthropomorphism.

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ এবং স্বয়ং-দৌত্য—শ্রীরাধার অভিসার, মিলন এবং বিরহ, প্রেমের লুকোচুরি খেলা, নিকটে আবার দূরে –নিবিড় নিকুঞ্জ-মিলনে রসরাজ-মহাভাবের চিন্ময় আনন্দ-সুষুপ্তি, পুনরায় জাগরণ, দ্বৈত আবার অদ্বৈত, এই যে রসের খেলা, ইহার পৌনঃ পুন্যই বৃন্দাবন-লীলা – ইহাই সত্য, ইহাই নিত্য। এই রসের লোভেই—[যথা রবীন্দ্রনাথ বলেন] 'আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে, বাঁধা সবার কাছে"। "তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে, হাতে লয়ে বরণমালা, মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে নাথ থেমে"—"তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছ নীচে" "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে"—"তোমার খুসী চেয়ে আছে আমার খুসীর আশে—"প্রেমের হাতে ধরা দিব তাই রয়েছি বসে"।

রসের দেবতা বৃন্দাবনের যমুনাকূলে এই নিত্যলীলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ভক্ত তাঁহার শ্রীমুখদিয়া তাই বলাইয়াছেন :—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"।

বয়ো-ধর্ম্মের, অর্থাৎ, বাল্য-পৌগণ্ডাদির বৈচিত্র্য বিদ্যমানেও সর্ব্বভক্তিরসের আশ্রয় শ্রীভগবান্ হরি বৃন্দারণ্যে কৈশোরধর্ম্মী হইয়া নিত্যলীলায় নিযুক্ত আছেন। "নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়"।

যথাহি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ :—

"বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ২০শ, ২১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[কৃষ্ণ]

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

একই অদ্বয় তত্ত্ব বিভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্ন স্বরূপে প্রকটিত। বৈদান্তিকের নিকট যিনি [ব্রহ্ম] তিনিই যোগীর [পরমাত্মা] এবং ভক্তের [ভগবান]।

ভাগবতকার আরও বলেন যে, কৃষ্ণই 'স্বয়ং ভগবান' এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত অবতার হইয়াছেন, তন্মধ্যে, কেহ বা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ বা তদীয় কলা বা ঐশ্বর্য্য—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন "সর্ব্ব-অবতারী"
"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস"

যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান॥"
"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার"
"উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা"
"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥"
"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ॥"
"উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল"
"জ্ঞান যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাঁরে করে অনুভব॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান
পর ব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম ॥"
"বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যার সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাহার দর্শন॥"

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিগ্রহ কেবল দ্বিভুজ—নারায়ণরূপে যখন বিলাস করেন তখন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভিত চতুর্ভুজ।

শ্রীচরিতামৃতে যথা :—

" নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইঁহো ত দ্বিভুজ তেঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে তেঁহো চক্রাদিক সাথ॥
তেঁহ চতুর্ভুজ ইঁহ মনুষ্য আকার॥"

লঘুভাগবতামৃতে আছে :—

" সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি
শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণঃ
রূপমেষা রস-স্থিতিঃ॥"

তত্ত্বতঃ, যিনি রমাপতি বিষ্ণু তিনিই কৃষ্ণ। কিন্তু, রসোৎকর্ষ বশতঃ কৃষ্ণ স্বরূপই শ্রেষ্ঠতর।

ব্রহ্মসংহিতায় আছে :—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

" ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান "
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের বিগ্রহে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সব স্থিতি।
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
আত্মা অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব ভগবানের, কৃষ্ণ সে কারণ॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥"

এইত হইল সহজ কথায় কৃষ্ণের [বৈদান্তিক স্ব-রূপ]।

উপনিষদের রস-স্বরূপ, রসামোদী, পরম পুরুষ, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"—যিনি, "আনন্দরূপমমৃতম্"—ঋগ্বেদের ঋষির মধুময় দেবতা যিনি, যাঁহার মধুময় সত্বা সর্ব্বভূতে অনুভব করিয়া উচ্ছসিত কণ্ঠে ঋষি গাহিয়াছেন "মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মধুবৎ পার্থিবং রজঃ"—সেই মধুময় আনন্দময় রসময় রসের ঠাকুরই বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রকটিত। "স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন"—"নন্দ-সুত বলি যারে ভাগবতে গাই"।

[কৃষ্ণের রূপ]

কৃষ্ণ জগদাকর্ষক ('কৃষ'—আকর্ষণে) অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি—ত্রিভুবনমোহন "কৃষ্ণ রূপামৃত-সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু, এক বিন্দু জগত ডুবায়"—"যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ"—"অপ্রাকৃত নবীন মদন"—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 'সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ', অর্থাৎ, যাঁহার মাধুর্য্য মন্মথেরও মনকে মথিত করে—সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক—একাধারে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সর্ব্ব মাধুর্য্যের, নিখিল সৌন্দর্য্যের, সর্ব্ব রসের আশ্রয় :—

" কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ্য অধর রস
যার মাধুর্য্য কথন না যায়।
পঞ্চ গুণে করে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ।"
" তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্য সার"
" কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য-পুর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে সুমধুর।"

[শ্রীচরিতামৃত]

এক কথায় বলিতে—কৃষ্ণ মধু-ব্রহ্ম—আনন্দ-ব্রহ্ম—রস-ব্রহ্ম—"শুধই সুধাময়"—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—"কেবল রস-নিরমাণ"—"মধুরং মধুরং মধুরং" :—

" মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ "
(বিল্বমঙ্গলকৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

চিরনবীন, চিরসুন্দর :—

" ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির, তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরছা পায়॥ "

[বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর কেমন]

না, ছোট্টখাট্ট দুষ্টু ছেলেমানুষটীর মতন, আবার—"তরুণ তরল চির-নব কিশোর"—"সব হিঁ মনোহর"— 'বরণ চিকণকালা'—"অঞ্জন-গঞ্জন, জগজন-রঞ্জন, জলদপুঞ্জ জিনি

বরণা"—'মধুর-মূরতি, পিরীতি রসের সার'—মুখখানি "মরকত মুকুর, রতন নব লাবণি, প্রতি তনু পিরীতি পসার"—"নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া"—"তরুণী-নয়ন-অলি-লোভা"—"না দেখিলে প্রাণ কান্দে, দেখিলে না হিয়া বান্ধে"—"অধর বাঁন্ধুলী ফুল"—"রমণীক ধৈরজ-ভঙ্গ"—"হাসিখানি তাহে ভায়,আপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়—বিদগধ মোহন-রায়"—"অমিয়া বচন, শ্রবণ-অনুরঞ্জন, গঞ্জন-নীরদ ভাষ"—"এক অনুপম, জগমন মোহন, হাসি যেন বিজুরি প্রকাশ"—"তিলেকে হরয়ে কুলকামিনী মান, বায়বসন্ত ইছে নিছিতে পরাণ"—শিরে মোহন চূড়া, "কপালে চন্দন চাঁদ, কামিনী-মোহন ফাঁদ"—"শ্রুতিযুগে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল, দোলত মকর আকার"—"জোড়া ভুরু যেন কামের কামান, কে না কৈল নিরমাণ"—"তরল নয়ানে, তেরছ চাহনি বিষম কুসুম-বাণ"—"জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর, ভুবন-মোহন ফাঁদ"—অধরে মুরলী, "শুধই সুধাময় মুরলী-বিলাস, জগজন-মোহন মধুরিম হাস"—"মুরলীর আলাপনে, পবন রহিয়া শুনে, যমুনায় বহয়ে উজান"—"ধীর সমীরে যমুনা-তীরে, বসতি বনে বনমালী"—সঙ্কেত-বাঁশীতে প্রিয়জনকে নাম ধরে ডাকা "নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্"—আপন গানে আপনি বিভোর—"আস্বাদ্যমান-নিজ-বেণু-বিনোদ-নাদম্"—"পল্লবারুণপাণিপঙ্কজ-সঙ্গি-বেণুরবাকুলম্"—"চন্দন-চর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী"—"কাঞ্চন-বঞ্চন, বসন মনোরঞ্জন, অলিকুল-মিলিত ললিত বনমাল"—"গলে বনমালা, কি বা করে আলা, যমুনা দুকূল ভরি"—"মালতী ফুলের মালাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে, (বিনোদিয়ার বিনোদ মালা হিয়ায় আপনি দোলে) উড়িয়া পড়িয়া, মাতল ভ্রমরা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে"—"বাজন নূপুর পায়"—"তরুণারুণ-থল-কমল-দলারুণ-মঞ্জীর-রঞ্জিত-চরণা"—"অরুণিত চরণে রণিত-মণি-মঞ্জীর, আধ আধ পদ চলনি রসাল"—"রহিয়া রহিয়া যায়, তেরছ নয়ানে চায়"—"চমক চলনি, ও গীম-দোলনি, রমনী-মানস-চোর" "লীলা-ললিত ত্রিভঙ্গিম ঠাম"—"কালা নহে জগ-মনহারী"—"কমনীয় কিশোর, কুসুম জিতি কোমল, কেবল-রস-নিরমাণ"—"রাধা-রমণ রমণী-মন-মোহন, বৃন্দাবন-বন-দেব"—'মুনি-মন-মোহন'—"মুরলীরব—তরলীকৃত-মুনি-মানস-নলিনম্"—রমনী-বিমোহন—"রাধা-প্রেমরসে ভোর"—"নারী-বরত সেহ কান"—"বল্লবীকুল-হৃদয় আকুল-করণ"—"আধ-চরণে, আধ চলনি আধ মধুর হাস"—"কানু সে বিনোদরায়"——"লখিল নহে রূপ লখিল নয়, যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয়"—"দেখিতে দেখিতে মনে এমন লয়, সকল অঙ্গেতে যদি নয়ান হয়"—"বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর, শূন কয়ল বিহি মদন ভাণ্ডার"—"সুপুরুখ ঐছন নহি জগমাঝ, অতে তাহে অনুরত বরজ সমাজ"—"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর"—"রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি, পুলক না তেজই অঙ্গ"।

"রাই কহে মোর জীবন কানু
সে গুণ কহিতে অবশ তনু।
শেখর কহয়ে রহিয়ে তাই
এমন প্রেমের বালাই যাই॥"

এ রূপ যে দেখেছে সে মজেছে—তার কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন যায়।

"রূপ নিরখিয়ে আঁখির লাজ
ভাসল আনন্দ জলে।"

যমুনা-কূলে কদম্ব-মূলে এ এক অপরূপ কাল মেঘ :—

"আর অপরূপ কহিতে নারি।
যথা মেঘ তথা না হয় বারি॥
হৃদি মাঝে মেঘ উদয় করি।
নয়নের পথে বরিখে বারি॥
হেন মনে লয় বিজরী হয়ে।
জড়ায়ে রহি গো ও মেঘে গিয়ে॥"

অ-বশে আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই—"কি মোহিনী জানে কালা কানু"

"কদম্ব হিলনে, বংশী আলাপনে
চাহিতে চেতন চুরি"

——:০:——

"নাহি পরিচয় বংশী সবে কয়
এ কি হল পরমাদ।
ও রাঙা চরণে নূপুর হইতে
লোচন দাসের সাধ॥"

——০:✻:০——

"এ সখি অতয়ে না পায়লুঁ ওর।
কৈছনে চিত চোরায়ল মোর॥
লোচন যুগল লোরে পরিপূর।
কহইতে বয়ান কথন না ফুর॥
চলইতে চলনে অচল সব ভেল।
কুলবতী ধরম করম দূরে গেল॥"

——:✻:——

"শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিলুঁ
তিল তুলসী দিয়া"

তখন, ঘর অরণ্য-তুল্য বোধ হয়—

"ঘর নহে ঘোর যেন
জাগিয়ে স্বপন হেন।"
"আরতি কহনে না যায়
জ্ঞানদাস কহ মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নীপ ছায়॥"

তখন, ঘর বাহির, আপন পর বোধ থাকেনা :—

"ঘর কৈলুঁ বাহির, বাহির কৈলুঁ ঘর
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর
রাতি কৈলুঁ দিবস, দিবস কৈলুঁ রাতি"

তখন, ভুলিতে চাহিলেও ভুলিতে পারা যায় না।—

" রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"
" গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥"

—০—

" পরাণ অধিক নয়ান পুতলী
তিলেকে বাসিয়ে হারা
গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া
শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া"

—০—

" কি কহব রে সখি কানুক লেহা
ও সুখে মুগধ মন মুগধ মঝু দেহা"

—০—

" পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি।"
" পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মন কেন টানে গো॥
খাইতে বসিয়ে যদি, খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি, নয়ান কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সম্মুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাঁপে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই, কোথা আমি যাব গো॥
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো।
চণ্ডিদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জন তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো॥"

—০—

" বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥.
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী॥
চণ্ডিদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিয়া জগত সুখী॥"

—০—

[গীতাঞ্জলি]

রবীন্দ্রনাথের কথার হেঁয়ালি, ভাবের কুজ্ঝটিকা এবং (রসশাস্ত্র যাহাকে বলে) 'রসাভাস' ভেদ করিয়া, বৃন্দাবনের রসের দেবতা, সহজে নয় একটু কষ্ট পেয়ে—প্রকাশিত হইয়াছেন যথাহি গীতাঞ্জলি এবং গীতি-মাল্যে :—

" আমার মিলন লাগি তুমি
আসচ কবে থেকে
সকাল সাঁঝে
তোমার চরণ ধ্বনি বাজে
গোপনে দূত গেছে আমায় ডেকে"

—০—

" এসহে এস সজলঘন
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে"

—০—

" বুকে লহ তুলি সেই
মেঘ-উত্তরী
লঘু সে চপল
কোমল শ্যামল কালো"

—০—

" লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু
তোমারি নাম বঁধু"

—০—

" আমার নয়নভুলানো এলে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
আলোছায়ার আঁচল খানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে
তোমায় মোরা করব বরণ
মুখের ঢাকা কর হরণ
ঐ টুকু ঐ মেঘাবরণ
কোথায় সোনার নুপুর বাজে
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে
আমার নয়ন-ভুলানো এলে "

—০—

" তোমার বাঁশী নানা সুরে আমায়
খুঁজে বেড়ায় দূরে "

" কে গো তুমি বিদেশী
সাপ খেলানো বাঁশী তোমার
বাজালে সুর কি দেশী
নৃত্য তোমার দুলে দুলে
কুন্তল পাশে পড়ছে খুলে
ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
উত্তরী যে যাচ্ছে উড়ে
ইন্দ্র ধনুর বরণে
তোমার বাঁশী উঠছে বেজে
ধৈর্য্য নারি রাখিতে "

—০—

" বাঁশীতে তান দাওহে পূরে
একলা বসে শুনবো বাঁশী
অকূল তিমিরে "

—০—

" চল্‌রে ঘাটে, কলস খানি ভরে নিতে
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া
জানি না আর ফিরব কি না
কার সাথে আজ হবে চিনা
ঘাটে সেই অজানা
বাজায় বীণা তরণীতে "

—০—

" জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে
সকল প্রা। '। নিছে পথ পানে "

" কতদিন যে তুমি আমায়
ডেকেছ নাম ধরে "

—০—

" সে যে আসে আসে আসে
তোরা শুনিস্ নি কি শুনিসনি কি
তার পায়ের ধ্বনি
আসে যখন একলা আসে
গলায় তার ফুলের মালা দোলে
সেই মালাতে বাঁধবে যখন টেনে
হৃদয় আমার নীরব হয়ে রবে "

—০—

" অপূর্ব্ব তার চোখের
চাওয়া
অপূর্ব্ব তার গায়ের
হাওয়া
অপূর্ব্ব তার আসা যাওয়া
গোপনে "

—০—

" ওগো আপন ভোলা
ফুলের মালা দোলে গলে
এস আমার আপন ঘরে
বস আমার আসন পরে
লহ আমায় পাশে
এমনি তর লীলার বেশে
তুমি দাঁড়াও এসে
দাও আমায় দোলা
ওগো আপন ভোলা "

" ওগো পথিক দিনের শেষে
চলছ যে এমন হেসে
কিসের বিলাস সেইখানে
জগৎ জোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে
আর সেখানে
ঠাঁই নাইত কিছুরি "

—০—

" কত বেশে আমার ঘরে ঢুকে
কত রূপে নিয়েছ মন হরি "

" তনু মন প্রাণ দিনে দিনে তুমি নিতেছ "

—০—

" নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলে নি কেউ আমাকে
আছ যেন কাছের কোণে
একটু খানি আড়ালে
ছুঁতে পারি বসন খানি
একটুকু হাত বাড়ালে
একি গভীর, এ কি মধুর
একি হাসি পরাণ বঁধুর
এ কি নীরব চাহনি
এ কি স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
নয়ন-অবগাহনি
সকল রাজার রতন সজ্জা
বিনা সাজের কি বেশে
আমার চির জীবনেরে
লও গো তুমি লওগো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমেষে "

—০—

" পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরি যোগ্য করে "

" মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে
এস নির্ম্মল, উজ্জ্বল, কান্ত,
এস প্রাণে "

—০—

" চরণ পদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করহে
নন্দিত কর, নন্দিত কর হে "

—০—

" সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি
কি ঘুম তোর পেয়েছিল, হতভাগিনি
এসেছিল নীরব রাতে, বীণাখানি ছিল হাতে
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগেনি
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনি "

—০—

" জানি আমার কঠিন হৃদয়
তোমার চরণ রাখার যোগ্য সে নয় "

—০—

" ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু "

" এই ত তোমার আলোক ধেনু
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহাগগন তলে
আলোয় চরা ধেনু এরা
সকাল বেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে
আঁধার হলে সাঁজের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দিবে কি সন্ধ্যা হলে "

—০—

" আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জান্‌তো
তখন ছিলনা ভয় ছিলনা লাজ মনে
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মত
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলাম ছুটে
সে দিন কত না বন বনান্ত "

—০—

" সুন্দর তুমি এসেছিলে
অরুণ বরণ পারিজাত লয়ে হাতে
বারেক থামিয়া, মোর বাতায়ন পথে
চেয়েছিলে "

—০—

" হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে "

—০—

" এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণ ভেসে কেবল ভেসে
কখন তুমি আস্‌বে ঘাটের পরে "

—০—

" ওগো শেফালি বনের মনের কামনা
আজ লুকায়ে আপন মায়াতে
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামনা "

—০—

" আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি
নামো জলে ছায়া ছবি সৃজনে
এস সৌরভ ভরি আঁচলে
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামনা
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা "

চির-কিশোর, চির-নবীন, চির-সুন্দর এই দেবতা। চির-কিশোর, চির-সরস, চির তরুণ প্রাণ খানিই এই দেবতার উপভোগ্য অর্ঘ্য, লোভনীয় নৈবেদ্য এবং একমাত্র পূজোপ-করণ। সারা জীবনের উচ্ছ্বসিত রসটুকু [সংসার] পতির পরিচর্য্যায় নিঃশেষে ব্যয় করিয়া বানপ্রস্থের নীরস বৈরাগ্যটুকু দিয়া, সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিয়া, এ প্রেমের ঠাকুরের আরতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলিতে বলেন —

" আর বিলম্ব নয়
যে টুকু এর রং ধরেছে
গন্ধে সুধায় বুক ভরেছে
তোমার সেবায় লও সেটুকু
থাকতে সুলগ্ন
আর বিলম্ব নয় "
" ভরা আমার পরাণ খানি
সম্মুখে তার দিব আনি
কত শরৎ বসন্ত রাত
কত সন্ধ্যা কত প্রভাত
জীবনপাত্রে কত যে রস বরষে
কতই ফলে কতই ফুলে
হৃদয় আমার ভরি তুলে
যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
সাজিয়ে দিব উপহারে "

[তথাহি গীতিমাল্যে]

" আমার লজ্জা যাবে তখন
যখন পাব দেবার মত ধন
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তারে করবে এসে
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তার লুটবে "

তখন, যেন হৃদয়-কুসুমের শুষ্ক "পাপড়ি শত শত ঝরিয়ে" দিয়ে মাত্র তাঁর আরাধনার পর্য্যবসান করিতে না হয়—রসে ভরা পূর্ণ হৃদয় দলগুলি সব যেন তাঁর চরণে লুটিয়ে দিতে পারা যায়—" আজ বুঝি তার ফল ধরেছে—পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে—রসের ভারে তাই সে অবনত"। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, যথা, গীতাঞ্জলিতে :—

" আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাইত আমি এসেছি এই ভবে
মিলে গিয়ে তোমার এক প্রেমে
ও গো জানি না কি নন্দন রাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে "

—০—

" তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
এ জীবন খানি উজার করে
সঁপে দে তার চরণমূলে "
" হে মোর দেবতা
ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান"

—:—

" হে একা সখা, হে প্রিয়তম ওগো সুন্দর বল্লভ কান্ত
হে হৃদয়-হরণ, মনো-হরণ
গোপন তব চরণ ফেলে, সবার দিঠি এড়ায়ে এলে
রয়েছে খোলা এ ঘর মম"

—০—

" টুট্‌ল বাঁধন টুট্‌লরে
হৃদয় শতদলের
দলগুলি এই ফুট্‌লরে
নয়ন জলে ভেসে হৃদয়
চরণতলে লুট্‌লরে"

—০—

" আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার"
" আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত, এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে "

—০—

" তোমায় একলা ঘরের
নিরালাতে বসাবো
দ্বারের আড়াল হ'তে
শোনে বা কেউ না শোনে
কল্যাণ-রস সরসে শতদল সম ফুটিল
পরম হরষে "

—০—

" সব মধু তার, চরণে তোমার ধরিয়া
রইব বাঁধা তোমার বাহু ডোরে
যেথা বাহিরের আবরণ নাহি রয়
যেথা আপনার উলঙ্গ পরিচয় "

—০—

" নিবিড় নীল অন্ধকারে জড়ালরে
অঙ্গ আমার "
"অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝঙ্কারে "

—০—

" আসে যখন একলা আসে
গলায় তার ফুলের মালা দোলে
সেই মালাতে বাঁধবে যখন টেনে
হৃদয় আমার নীরব হয়ে রবে "

—০—

" ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মিলন হবে তোমার সাথে একটি শুভ দৃষ্টিপাতে
জীবন-বধু হবে তোমার নিত্য-অনুগতা
বরণ-মালা গাঁথা আছে আমার চিত্তমাঝে
কবে নীরব হাস্য মুখে, আস্‌বে তুমি বরের সাজে
সে দিন আমার রবে না ঘর
কেই বা আপন, কেই বা অপর
বিজন রাতে পতির সাথে
মিল্‌বে পতিব্রতা"

—০—

" রইব বাঁধা বাহু-ডোরে
তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে"

—০—

" তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমার হিয়ায় চল্‌ছে রসের খেলা"

—০—

" তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহর বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি
তাই ত, প্রভু, সেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে"

—০—

" তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
তোমার অন্ত নাই গো, অন্ত নাই
বারে বারে নুতন লীলা তাই "

—০—

"আবার তুমি জানিনা কোন্ বেশে
পথের মাঝে দাঁড়াবে নাথ হেসে
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে
লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর"

—•—

"তোরা শুনিস্ নি কি
শুনিস্ নি কি
তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে সে আসে, আসে. আসে
যুগে যুগে, পলে পলে, দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে"

"কত কালের ফাগুন দিনে
বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে
কত শ্রাবণ অন্ধকারে
[illegible] রথে
সে যে [illegible], আ[illegible]সে"
"দু[illegible] পরে পর [illegible]
[illegible] চরণ বাজে বুকে
কখন বুলিয়ে সে দেয়
পরশ-মণি
সে যে আসে, আসে, আসে"

ইহাই ব্রজ-মাধুরী—বৃন্দাবনে যমুনা-কূলে যুগল-কিশোরের "পিরীতি-আরতি," জীব-ব্রহ্মের মিলন-বিলাস। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনগণের রসানুভব অতি স্পষ্ট এবং সহজ :—

"লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোরী কিশোর"
নরোত্তমদাস-পহুঁ আনন্দে বিভোর"
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর"

—•—

"দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর
দুহুঁ মন মানস সফল ভেল জীবন
দুহুঁক গলয়ে প্রেম-লোর"

—•—

"রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর
দাসঅনন্ত-পহুঁ না পাওল ওর"

—•—

"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমায়ল
প্রেম-পহরী রহুঁ জাগি
গুরুজন গৌর চোর সদৃশ ভেল
দূরহুঁ দূরে রহ ভাগি"

—•—

"হৃদয়-মন্দিরে পিরীতি-পালঙ্ক
রসের বালিশ তায়
আরতি তোষাণ তাহাতে অননি
শুতল রসিক রায়"

—•—

"কেবল রসময় মধুর পিরীতিময়
হয় প্রতি অঙ্গ
নরোত্তম দাসে কয় যার অনুভব হয়
সে জানে ও রস-রঙ্গ"

—•—

"আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর
করি কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ"

—•—

"নিতই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়
ঠাঁই নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি ক্ষয়"

—•—

"দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ"

—•—

"দুহুঁ দোঁহা য়ৈছন দারিদ হেম
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম"

—•—

"নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস"

—•—

"নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস
কব হেরব রাধামোহন দাস"

—•—

"কো করু অনুভব প্রেম তরঙ্গ"

[ব্রজ-ভজন]

কৃষ্ণ কি করেন? রস-লোলুপ দেবতার যত স-তৃষ্ণ দৃষ্টি নিষ্কাম ভক্ত-হৃদয়ের প্রতি। ভক্ত-বৎসল তিনি, প্রেমের দায়ে, ভক্তের নিকট আবদ্ধ, আত্ম-বিক্রীত হয়ে আছেন। মধুর রসের আধার ভক্ত-হৃদয়ই তাঁহার চির-প্রিয় লোভনীয় আরাম-স্থল—"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম" [শ্রীচরিতামৃত]। রবীন্দ্রনাথ বলেন :—"তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী, হৃদয় পানে হাসিয়া চাও" [গীতাঞ্জলি]

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—[শ্রীভগবদ্‌বচনম্] :—

" সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্য মনাগপি "

সাধুগণ আমারই নিমিত্ত হৃদয় ধারণ করে—আমিও সাধুগণের হৃদয় স্বরূপ। আমাকে ভিন্ন তাহারা অপর কাহাকেও জানে না, আমি ও সাধুগণ ভিন্ন অপর কিছুমাত্র জানি না।

এ জগতে পূর্ব্বাপর যত ধর্ম্মসাধনা-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে হয় 'জ্ঞান' যোগে, নয় 'বৈধী-ভক্তি' যোগে, নয় 'কর্ম্ম' যোগে, যাগ যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা, ভগবানকে পাইতে হইত। সব পন্থাই অল্পাধিক স-কাম।

রস-স্বরূপ কৃষ্ণকে পাইবার একমাত্র পথ প্রেম-ভক্তি— অকপট আত্ম-সমর্পণ। কোন ফল কামনা নাই—কোনও প্রকারের আকাঙ্ক্ষা অভিসন্ধি নাই—মোক্ষ-বাঞ্ছা পর্য্যন্ত নাই— এমন কি, আত্মসুখেচ্ছা পর্য্যন্ত নাই—সবই কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে—তথাহি শ্রীচরিতামৃতে :—

" আত্ম সুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে সঙ্গেতে বিহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ "

এমন কি, ব্রজগোপীর নিজের দেহের প্রতি যে যত্ন ও আদর, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে। যথাহি শ্রীচরিতামৃতে :—

" তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন এই তাঁর সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥"

এ প্রেমে কাম-গন্ধ নাই। ইহা "বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম"। ইহাকে বলা যাইতে পারে "আধ্যাত্মিক কাম"।

" কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম "

রস-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—ব্রজগোপিকাদিগের শুদ্ধ প্রেমের নামই কাম—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা :—

" সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া সাম্যে তারে কহি প্রেম নাম॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণ-সুখ দিতে করে সঙ্গেতে বিহার॥ "

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার 'কাম'—'প্রেম' এই দুইয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ এইরূপ করিয়াছেন :—

" কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
লোক-ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণেতে সম্বন্ধ॥ "

ইহাই নির্ম্মল ব্রজের রাগ। ইহাকেই বলে 'অহৈতুকী' ভক্তি, ভাব-ভক্তি, প্রেম-ভক্তি, নিরুপাধি কৃষ্ণ-প্রেম, অকৈতব প্রেম, শুদ্ধ অনুরাগ।

এই ভজনকেই বলা হইয়াছে রাগ-মার্গে ভজন। শ্রীমদ্ভাগবত কলির যুগধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যাহাকে বলিয়াছেন "প্রোজ্ঝিত-কৈতব" পরম ধর্ম্ম, অর্থাৎ, যাহাতে মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত পোষণ করা নিষিদ্ধ, তাহাই এই ব্রজ-ভজন।

রমণী-হৃদয়ই এই অকপট প্রেমের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। সেই রসের ঠাকুরটীও "রমণী-মানস চোর" [জ্ঞানদাস]।

কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, জগতের আর সব যাহা কিছু নারী বা প্রকৃতি। ব্রজ-আরাধনার চূড়ান্ত সীমা "রাধা," 'মহাভাব'-স্বরূপিণী, গোবিন্দানন্দিনী, কৃষ্ণের অত্যন্ত-বল্লভা, প্রধানা গোপিকা—"ব্রজ-রঙ্গিণীগণ-মুকুটমণি"—হ্লাদিনী-শক্তি মূর্ত্তিমতী। রবীন্দ্রনাথ বলেন প্রাণের আরাধনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাহিরে প্রকটিত হয়—"রূপ ধরিয়া বিকশিবে প্রাণের আরাধন"। অন্তরঙ্গা সখীগণ "কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি অষ্ট সখী আশ পাশ" এবং গোপিকা-মণ্ডলী—শ্রীরাধার অঙ্গ-কান্তি, কায়-ব্যূহ—the Principle of Divine worship by pure love personified, বিশ্বজগতে যে যেখানে আছেন, দেশ-কাল-পাত্র-জাতি—ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে—সকলেই স্ব স্ব অধিকারানুসারে কৃষ্ণারাধিকা-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।

[রাধা]

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের লক্ষ্য এবং সাধ্য-সীমা। 'স্বয়ং ভগবান' কৃষ্ণ প্রেমময়, মধুময়, রস-স্বরূপ, রস-লোলুপ। একমাত্র প্রেমোপচারে ভগবানের ভজনই শ্রেষ্ঠতম ভজন। স্বরূপতঃ, "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"।

নারী-প্রকৃতি লইয়া এই প্রেম সাধিতে হয়। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সকলেই নারী বা প্রকৃতি। অবিকৃত নারী-হৃদয়ই নিষ্কাম প্রেমের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। এ পথে কাম-রূপা গোপীদের ভজনই ভজনের আদর্শ। ব্রজগোপীর শুদ্ধা প্রীতিই কাম—"ব্রজগোপী-প্রেম, নিকষিত হেম, কাম-গন্ধ নাহি তায়"—যথাহি শ্রীচরিতামৃতে :—

" কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী "

" গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত
প্রেমসেবা পরিপাটী ইষ্ট সমাহিত
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা "

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ব্রজের কৃষ্ণ এবং বৈদান্তিকের সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম একই তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন "সৎ চিৎ আনন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।" নির্ব্বিকল্প অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব অনুমানের বিষয় মাত্র (a metaphysical abstraction) আমরা উহার ধারণা করিতে পারি না। শক্তির জ্ঞান ব্যতীত শক্তিমানের ধারণা অসম্ভব, অপরন্তু, শক্তিমান্‌কে আশ্রয় করিয়াই শক্তির বিলাস হয়।

বেদান্তের সৎ চিৎ আনন্দ, প্রেমতত্ত্বে—বৃন্দাবন-লীলায়—সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী, শক্তিরূপে প্রকটিত।

হ্লাদিনী অর্থাৎ ভগবানের আনন্দ-দায়িনী শক্তির চরম স্ফূর্ত্তি এবং পরিণতিই 'রাধা' — "কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী"। 'রাধ'—আরাধনে, এই ধাতু ইহতে 'রাধা' [আরাধিকা] এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

" কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে
অতএব রাধা নাম পুরাণে বাখানে "

যে উপাসক আত্মসুখেচ্ছা-বর্জ্জিত হইয়া ভগবদিচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে 'সমর্থা' তিনিই 'রাধা'। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রমতে 'রতি' বা কৃষ্ণপ্রীতি ক্রমিক উৎকর্ষ অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) 'সাধারণী' আত্মসম্ভোগেচ্ছা-প্রধান (যথা মথুরায় কুব্‌জাতে পরিলক্ষিত) (২) 'সমঞ্জসা', সংসার এবং কৃষ্ণ, আত্ম-সুখ এবং কৃষ্ণ-প্রীতি (যথা, দ্বারকায় পট্টমহিষীগণে পরিলক্ষিত) (৩) 'সমর্থা', অর্থাৎ, যে নিষ্ঠাময়ী ঐকান্তিকী কৃষ্ণ-প্রীতি বৃন্দাবন-লীলায় ব্রজগোপীগণে প্রস্ফুটিত।

ভগবানের বিশেষ প্রীতির পাত্র, আরাধিকা-শ্রেষ্ঠা গোপীই রাধা, অথবা, কৃষ্ণের একান্ত-বল্লভা, প্রধানা গোপীই রাধা। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মত। যথাহি শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে :—

" অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ "

৩

গোপিকারা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে সখিবৃন্দ ! এই নারী নিঃসন্দেহ ঈশ্বর ভগবান হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। নতুবা কি কৃষ্ণ আমাদিগকে পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্নমনে ইহাকে বিজন প্রদেশে আনয়ন করেন ?

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র বলেন,—"রাধিকা কৃষ্ণময়ী দেবী কৃষ্ণ সম্মোহিনী"। 'রাধিকা' অর্থ, যে কৃষ্ণ-তন্ময়ী প্রকৃতি কর্ত্তৃক কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব সংসিদ্ধ বা সার্থক হয়—"অনয়া রাধয়া রাধ্যতি কৃষ্ণঃ সংসিদ্ধো ভবতি পরমচমৎকারদশাং প্রাপ্নোতীতি রাধিকা"— অর্থাৎ, কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তি কল্পে সর্ব্বাপেক্ষা 'সমর্থা, অর্থাৎ, প্রেমারাধিকা-শ্রেষ্ঠা।

শ্রীচরিতামৃত বলেন :—

" জগত-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী "
" কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে "
" রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ "

বৈষ্ণবরসশাস্ত্র উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে শ্রীরাধাকে "মহাভাব-স্বরূপিনী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

" সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কায্য তার "
" রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার "
" হলাদিনী করায়ে কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন
হ্লাদিনী দ্বারায় করেন ভক্তের পোষণ "
" হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব
ভাবের পরমা কাষ্ঠা নাম মহাভাব
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি "

ইহাই হইল 'রাধাত্ব'—মূর্ত্তিমতী আরাধনা-সীমা—মূর্ত্ত কৃষ্ণপ্রেম। "কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়"—কৃষ্ণময়ী দেবী—"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। এই রাধিকাই মধুর ভজনের আদর্শ এবং ব্রজের গোপী মহামণ্ডল অর্থাৎ মধুরোপাসক সম্প্রদায়ের মধ্য-মণি—আর সকলে এই আদর্শ আরাধিকার অঙ্গ-কান্তি বা কায়-বূ্যহ—যথা শ্রীচরিতামৃতে—"শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার।" "কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়"।

" ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী "

—o—

আনন্দ-খেলা—রস-ক্রীড়া—প্রেম-লীলাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কার্য্য নাই। রাধা এই "ক্রীড়ার সহায়" এবং "আর সব গোপীগণ রসোপকরণ"।

"কৃষ্ণ রসিক শেখর
রস-আস্বাদক রসময় কলেবর
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্ত-প্রেমাধীন
শুদ্ধ প্রেমরসগুণে গোপিকা প্রবীণ
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ
অতএব কৃষ্ণেরে করায় পরম সন্তোষ
বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা একগণ
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস-আস্বাদন
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী
নির্ম্মল উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্ন-খনি"

"রাধা সহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন
তাঁহা বিনু সুখ-হেতু নহে গোপীগণ"

[হ্লাদিনী শক্তি]

শ্রীচরিতামৃত বলেন, "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন—ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ"

সুখরূপ কৃষ্ণ সুখ আস্বাদন করিতেছেন—ইহাই চরম কথা। এই বিশ্বপ্রক্রিয়ার মূলে এক পরম পুরুষের আস্বাদন ও উপভোগ রহিয়াছে। আমার জীবনে তাহারই উপভোগ—আমাদের সকলেরই জীবনে তাঁহারই উপভোগ। আমরা যে রহিয়াছি, জানিতেছি, সকলেরই মূলে তাঁহারই আস্বাদন ও উপভোগ। তাঁহারই আস্বাদন ও উপভোগের জন্যই আমরা রহিয়াছি এবং থাকিব। জীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই। এই বোধই মানবের চরম বোধ। যাঁহার জীবনে তাঁহার উপভোগ ও আস্বাদন বাধা প্রাপ্ত হইতেছে – তিনি অ-ভক্ত। যাঁহার জীবনে তাঁহার উপভোগ ও আস্বাদন অব্যাহত—তিনি ভক্ত। যাঁহার জীবনে রস-আস্বাদক শ্রীগোবিন্দের আস্বাদন ও উপভোগ যে পরিমাণে অব্যাহত, তিনি সেই পরিমাণে ভক্ত এবং সত্যপথে অগ্রসর।

ভক্ত সত্য, ভক্তিই সত্য, আর সব ব্যবহারিক। ব্রহ্মাণ্ডে অনেক ভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রহিয়াছেন। জল যেমন নানাস্থানে নানা আকারে রহিয়াছে—ঠিক সেইরূপ। আকাশে মেঘরূপে জল বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে; বায়ুমণ্ডলে বাষ্পরূপে জল অদৃশ্য-ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় পাথরের মত শক্ত হইয়া জল রহিয়াছে। তাহা ছাড়া নদীতে জল সরোবরে জল, প্রস্রবণে জল, আবার নারিকেল গাছের মাথায় জল। একই জল নানা মূর্ত্তিতে নানাস্থানে বিরাজিত। কিন্তু জল যেখানেই যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে সমুদয় জল সেই এক মহাসমুদ্র হইতে আসিয়াছে এবং সমুদয় জল চলিবার পথ পাইলে পুনর্ব্বার সমুদ্রে গিয়া পরিণতি ও সার্থকতা লাভ করিবে ঠিক্ সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্ত জন্মিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে জন্মিবেন, তাঁহাদের যাঁহারই যে ভাব হউক, সকলই সেই মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধারূপ মহাসমুদ্র হইতে আসিয়াছেন এবং সকলেই পরিণামে সেই মহাভাব সমুদ্রে সঙ্গতি লাভ করিয়া, তাহার চরম সার্থকতা লাভ করিবেন। "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ" ইহার এই অর্থ।

[বৃন্দাবন]

জগতে প্রেমভক্তি প্রচার—নিজের আচরণ দিয়া প্রচার—"আপনি করিব ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সভারে"—"আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়" এবং "প্রেম-রস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন"—এই দুইটাই হইল সাধের বৃন্দাবনে কৃষ্ণাবতরণের মূল কারণ। শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার কায়-ব্যূহ-স্বরূপ গোপী-মহামণ্ডল বা ভক্তসমাজ লইয়াই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব সফল হইল। শ্রীচরিতামৃত বলেন, "রাধিকাদি লৈঞা কৈল রাসাদি বিলাস বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস।"

এই জন্যই—"ত্রি-জগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা"

শ্রীমদ্ভাগবদ্ধর্ম্ম কলির যুগ-ধর্ম্ম। শ্রীচরিতামৃত বলেন—"যুগ-ধর্ম্ম কৃষ্ণ-নাম-প্রেম প্রচারণ। তঁহি মধ্যে প্রেম-দান বিশেষ কারণ"। কলির ধর্ম্মসাধন সঙ্ঘ-নিষ্ঠ বা সমষ্টি-নিষ্ঠ, পূর্ব্ব কালে ইহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ বা ব্যষ্টি-নিষ্ঠ ছিল। জীব ও জগৎকে বাদ দিয়া শ্রীভগবান নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নাগ-পত্নীগণের স্তবে শ্রীভগবানকে "সর্ব্ব-জীবঃ" বলা হইয়াছে আর এই "সর্ব্ব-জীব" ভগবানের সেবার বিধান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "সর্ব্বজনানুকম্পা"। আত্ম-বিকাশ এবং বিশ্ব-সেবা এই উভয়ের সামঞ্জস্য-সাধনই কলির যুগধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ এক দিকে যেমন শ্রীরাধার প্রেমে ক্রীতদাস, তেমনই আবার "বহু-বল্লভ কান"—"নিখিলের বঁধু"—জাতি-কুল-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে ভজিতে জানে তিনি তাহারই। আরও দেখিতে পাই যে, শ্রীবৃন্দাবনে "বহু কান্তা বিনু নহে রসের উল্লাস"। শুধু, শ্রীরাধাকে লইয়া বৃন্দাবন এত সাধের বৃন্দাবন হইতে পারিত না। প্রেমের পরাকাষ্ঠা গোপী-যূথ এবং রাস-মণ্ডলের মধ্য-মণি শ্রীরাধা এই উভয়ের ভিতর দিয়াই শ্রীরাধার রাধাত্ব সার্থক, শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব সফল।

মহাভাবের সাধক শ্রীচৈতন্যদেব তিনটী জিনিষ চাহিয়াছিলেন :—

" সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ "

কেবল কৃষ্ণ নহে, কেবল কৃষ্ণ লইয়া কি হইবে ? সেই ভাব চাই, সেই কৃষ্ণ চাই—তাহাতেও হইবে না—সেই বৃন্দাবন চাই। বৃন্দাবন বলিতে সেই ঐক্য, সামঞ্জস্য ও প্রীতি পূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সমাবেশ—(environment) বুঝায়—যাহাতে শ্রীভগবানের আহ্লাদিনী শক্তির 'অবন' বা রক্ষণ হয়॥

বৃন্দাবনে সকলই নবীন, চিরদিনই নবীন।

নব বৃন্দাবন   নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল
নবীন বসন্ত   নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥

বিহরই নওল কিশোর
কালিন্দী-পুলিন   কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম বিভোর॥

নবীন রসাল   মুকুল-মধু-মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়
নব যুবতীগণ   চিত উনতায়ই
নব রসে কাননে ধায়॥

নব যুবরাজ   নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি
নিতি নিতি ঐছন   নব নব খেলন
বিদ্যাপতি-মতি মাতি॥

হৃদয় যখন নবীন ও রসপূর্ণ, মানুষ যখন আপনাকে ছড়াইয়া ও বিলাইয়া দিবার জন্য আকুল, যে অবস্থায় বিশ্বের সকলই সুন্দর ও মধুময়, সেই অবস্থারই নাম "প্রসন্নোজ্জল-চিত্ততা।" এই অবস্থায় সেই মধু-ব্রহ্মের উপলব্ধি ও আস্বাদন হয়। সেই মধু-ব্রহ্মই মথুরার বা মধুরার অধিপতি, তাঁহার সকলই মধুময় :—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং

বেণুর্মধুরঃ বেণুর্মধুরঃ
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং

করণং মধুরং তরণং মধুরং
রমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং

নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং

পাণির্মধুরো পাদৌ মধুরৌ
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং

হরণং মধুরং রমণং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং
যমুনা মধুরা বীচি মধুরা
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং

গোপী মধুরা লীলা মধুরা
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
গোপা মধুরা গাবো মধুরা
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং

যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং
যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই মধু-ব্রহ্মের আস্বাদন করিয়াছেন :—

মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং

———

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আস্বাদন এইরূপ—

"সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু
মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশ দিগে বহে যার পুর

—০—

[রাধা-কৃষ্ণ]

রাধা এবং কৃষ্ণ, তত্ত্বতঃ, অভিন্ন; কারণ, "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ"—শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

" প্রেম-রসময় বপু কৃষ্ণের স্বরূপ
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ "
" রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদ করি

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ "

" রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ "

বস্তুতঃ, জীবই শিব, শিবই জীব, জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীব, রাধাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই রাধা।

যিনি আদি-তত্ত্ব, তিনি আনন্দময়। এই আনন্দ, মায়িক আনন্দ নহে। এই আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। এই আনন্দই শ্রীরাধা বা এই আনন্দের বিলসিত বা প্রকটিত অবস্থার নামই শ্রীরাধা। আনন্দময় পরম পুরুষ, আপনিই আপনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, আপনিই আপনার মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য, সর্ব্বদাই ব্যাকুল 'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।"

এই জন্যই যেন তিনি নিজকে নিজ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীরাধা কৃষ্ণ। সমগ্র সৃষ্টি সেই আত্মারামের রমণের আয়োজন মাত্র, অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য। চিন্তা করিলে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যে খুব কঠিন তাহা নহে—তবে চিন্তা করা আবশ্যক।

সেই যুগল-তত্ত্ব, আমাদের অন্তরে ও বাহিরে জয়যুক্ত হউক, বিশ্বব্যবস্থার সর্ব্বত্রই শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিজয়-গীতি ধ্বনিত হউক।

[শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ এবং শ্রীরাধা—মহাভাব]

ভাবের দ্বারাই রসের আস্বাদন বা উপভোগ হয়। রস-স্বরূপ কৃষ্ণকে পাইতে হইলে, জীবকে মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ব্রজ-ভজনের মূর্ত্তিমান আদর্শ শ্রীচৈতন্যদেব :—

" রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান "

তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামের অর্থ এই যে, তাঁহাকে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি বা চৈতন্য হয়। শ্রীচরিতামৃতে :—

" শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য "

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই বর্ত্তমান যুগে বৃন্দাবন-লীলায় প্রবেশ-দ্বার স্বরূপ "ব্রজের নিগূঢ় রস করিলা প্রচার"। তাই, প্রতি কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে—গৌর-চন্দ্রিকার সর্ব্বপ্রথম স্থান।

—০—

[বৃন্দাবন-লীলায় প্রবেশাধিকার পাইতে চাহিলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি একান্ত প্রণিধান সহকারে সর্ব্বাগ্রে অবশ্য-পঠিতব্য।

এতদ্ব্যতীত, আমি নিজের প্রাণে যেরূপ অনুভব পাইয়াছি, তদনুসারে এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে অল্পাধিক রস-বিবৃতি সন্নিবেশিত করিয়াছি। সেগুলিও সর্ব্বাগ্রে একবার দেখিয়া লইলে রসাস্বাদ সুগম হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি]

[প্রেম-লীলা]

জীব ভগবানে প্রেম-লীলার মূল তত্ত্ব বরণ-মাল্য—হৃদয়-বিনিময়—আত্মিক উদ্বাহ, স্বয়ম্বরণ—যথা উপনিষদে :—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"। পরম পুরুষ যাহাকে স্বয়ং বরণ করেন—তাহারই নিকটে আত্ম-স্বরূপ প্রকটিত করেন।

তাই, বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে কেলি-কদম্ব-মূলে প্রেমাধার তরুণী-হৃদয় লইয়াই রসরাজের যত লীলা খেলা :—

" রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি-কদম্বের হেলা
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা "

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্যে বলেন : –

" তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ কত মনোহর বেশে
নিত্য আছ জাগি "

" তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে
পরাণ আমার বধূর বেশে
চলে চির-স্বয়ম্বরা "

" তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে "

আর আমি হার-মানা
হার পরাব তোমার গলে

" প্রেমের হাতে ধরা দিব
তা ই রয়েছি বসে ''

" শতদল-দলখুলে যাবে থরে থরে
লুকানো মধু চিরদিন তরে
কিছুই সেদিন কিছুই রবেনা বাকি "

" বাহু পাশের কাঙ্গাল সে যে
চলেছে তাই সকল ত্যজে
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে
আপনি এসে দ্বার খুলে
দাও ডাক তারে "

" দূতী গাহিছে—ওরে প্রাণ
তোমার লাগি জাগেন ভগবান
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে "

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার"

"দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বারে
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার"

"বস বস লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা
নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা"

"আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী"

ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে"

"রাতের অন্ধকারে নিবে তারে বক্ষে তুলে
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার ফুটবে বাণী
যখন তুমি তারে বুকের পরে লবে টানি"

"এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান"

"আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে"

"আমার দিকে মুখ ফিরাও
তুমি আমার হৃদ্ বিহারী
হৃদয় পানে হাসিয়া চাও
বল আমায় বল কথা
গায়ে আমার পরশ কর
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে
আমায় তুমি তুলে ধর"

"তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে
মুখে আমার চোখ থুয়েছে
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ
এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ"

"রইব বাঁধা তোমার বাহু-ডোরে
বাঁধন আমার সেইটুকু থাক্ বাকী"

—.—

এই ত গেল ভক্ত-ভগবানের ব্যক্তিগত মধুর লীলা। সংঘনিষ্ঠ আরাধনা—পুরবাসীগণের সম্মিলিত প্রেম-পূজার নমুনা, বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের গীতিমালে; এইরূপ আছে :—

"তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো ওগো পুরবাসী
বুকের আঁচল খানি ধুলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো
পথে সেচন কর গন্ধ বারি
মলিন না হয় চরণ তারি
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো
আকুল হৃদয় খানি সম্মুখে তার
ছড়িয়ে ফেল ফেল গো
তোমার সকল ধন যে ধন্য হল গো
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোল গো
হের রাঙা হ'ল সকল গগন
চিত্ত হ'ল পুলক মগন
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে
এল এল এল গো।
তোমার পরাণ প্রদীপ তুলে ধরো
ঐ আলোতে জেলো গো"

রূপ এবং রূপক—কায়া এবং ছায়া—আসল এবং নকল—এই উভয়ের তারতম্য উপলব্ধি করিতে হইলে—আমাদের খাঁটি নিজস্ব বস্তু ৪০০।৫০০ বৎসরের প্রাচীন মহাজন-পদাবলীর দুই একটি এখানে আস্বাদ করা প্রয়োজন।

ভাব-সম্মিলনের দুই একটি পদ যথা :—

" যব্ হরি আওব গোকুল-পুর
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর
আলিগন দেয়ব মোতিন হার
মঙ্গল-কলস করব কুচভার
সহকার পল্লব চুচুক দেবি
মাধব সেবি মনোরথ সেবি
ধুপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে
লোচন নীরে করব অভিষেকে
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়াকর আগে
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে "

" পিয়া যব আয়ব মঝু এ গেহে
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে
কনয়া-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি
বেদী বানাব হাম আপন অঙ্গ মে
ঝাড়ু করব হাতে চিকুর বিছানে
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প
নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাট
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ
দয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ "

—○—

" আওল গোকুলে নন্দ-কুমার
আনন্দ কোই কহই জনি পার
দোহাঁর তুলহ দুহুঁ দরশন ভেল
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে
রময়ে রতন-শ্যাম রমণী-রতনে
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ
নয়ানে নয়ানে দোহাঁর বয়ানে বয়ান
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন গান
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগরী ভোর
ত্রিভুবন-বিজয়ী নাগর চোর "

" কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাও
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাও
শীতের ওঢ়নি পিয়া গিরিষীর বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি "

" সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয় "

—○—

" যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ
সো সব পুরল পিয়া পরসাদ
চিরদিনে বিহি আজু পুরল আশ
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ
ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নাহি আধি
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি "

—○—

" হাতক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার
দেহক সরবস গেহক সার "

" পাখীক পাখ মীনক পানি
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি
তুহুঁ কৈছে মাধব কহবি মোয়
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয় "

" জনম অবধি হাম, ও রূপ নেহারলুঁ
হৃদয় না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ   হিয়ে হিয় রাখলুঁ
হৃদয় জুড়ন নহি গেল "

—০—

[প্রেম-পূজা]

সম্মিলিত প্রেম-পূজার একটি অপূর্ব্ব পদ বর্দ্ধমানে একদিন শুনিয়াছিলাম। রবিবারের অলস বেলায় মানকরের একজন ভিখারী বৈষ্ণব গোপীযন্ত্র যোগে গাহিয়াছিলঃ—

" পূজিতে নটরাজ বনমাঝ সব সখীগণে
আয় তোরা   কে যাবি ত্বরা
রূপ-হরা রূপ দরশনে ॥
কনক মঙ্গল-ঘট   স্থাপনা করেছি বক্ষে
উরু গুরু কদলীতরু   স্থাপনা করেছি কক্ষে
দর্পণে বুঝাতে আমি   অঞ্জন পরেছি চক্ষে
ত্রিবলী রূপ আম্রশাখা সজ্জিত করি যতনে ॥
হৃদয়-মন্দির পরে   রত্ন বেদী সুসজ্জিত
" ইহ তিষ্ঠ " বলি কৃষ্ণ করবো তাহে প্রতিষ্ঠিত
অনুরাগ রূপ ধূপরাশি   বাদ্য হবে অধর-হাসি
নৈবেদ্য করিব সখি   জীবন-যৌবন ধনে ॥
তরল নয়ন জলে   অভিষেক করিয়া আগে
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি চরণে   দিব মনের অনুরাগে
অমিয়-মধুর হাসে   দাঁড়াব শ্যাম বাম পাশে
কৃষ্ণ পূজি কৃষ্ণ পতি বর লইব সযতনে ॥
করব হোম ' অহং '-শেষ কাম নাম অগ্নি জ্বেলে
পূর্ণাহুতি অরিগণে   দান করিব কুতূহলে
কৃষ্ণ-সঙ্গ শান্তিজলে   নির্ব্বাণ করি অনলে
কলঙ্ক-যজ্ঞের ফোঁটা যতনে পরিব ভালে ॥
[হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে]
[দু বাহু তুলে নাচব সবে কৃষ্ণ-প্রেম-আস্বাদনে]

—০—

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ]

ব্রজের কৃষ্ণ আর কি করেন ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

" অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিত :
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকুলের প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন মানবীয় শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক তাদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন যাহা শ্রবণ করতঃ লোকে তৎপর হয়। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নারী পুরুষের অন্তরাধ্যক্ষ হইয়াও, "ক্রীড়ণদেহভাক্", অর্থাৎ, লীলোপযোগী দেহ ধারণ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে আছে :—

" কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর-লীলা
নর-বপু তাহার স্বরূপ
গোপ-বেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নর-লীলার হয় অনুরূপ "

এই জন্যই, কৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি অস্ত্র এবং যান বাহন আসনাদি সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য-চিহ্ন-বর্জ্জিত হইয়া, সহজ মানবীয় বেশে, ভুবন-মোহনরূপে অবতীর্ণ। পাছে, সম্ভ্রম সঙ্কোচ বা গৌরব উদ্রেক বশতঃ রসভঙ্গ হয়, সেজন্য, বয়সেও সকলের ছোট হইয়া আসিলেন। সমানে সমানে প্রেমালিঙ্গনটি যেমন নিবিড় হয়—হৃদয়-বিনিময় যেমন সহজ সরস হয়, উচ্চ নীচ ভেদে তেমনটি অসম্ভব। সখ্য-রসে, বলরাম এবং সখারা [তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ] বয়োজ্যেষ্ঠ ; এমন কি, শ্রীরাধিকাও বয়োজ্যেষ্ঠা ; বাৎসল্য-রসে তো কথাই নাই—একেবারে বাল-গোপাল।

এ জগতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেবতার সিংহাসন, বাহনাদি নানা ঐশ্বর্য্য-চিহ্ন পরিকল্পিত হইয়াছে। দেবতা মানবীয় ভূমি হইতে উর্দ্ধে, সিংহাসনে, অবস্থিত। তিনি 'বিভু' 'প্রভু'—অর্থাৎ, নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ—সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। মানবকে উর্দ্ধে, করজোড়ে, তাঁহাকে আবাহন করিতে হয়—প্রণিপাত, সসম্ভ্রম ব্যবহার এবং সভয় আজ্ঞা-পালন দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে হয়।

[ভক্তাধীন ভগবান]

বৃন্দাবনে ঠিক ইহার বিপরীত বিধান। বৃন্দাবনের ঠাকুরটি সর্ব্বপ্রথমেই সর্ত্ত করিয়া লইলেন—"আমাকে বড় বলিয়া মানিতে পারিবে না, আমাকে [ছোট] জ্ঞানে ব্যবহার করিবে, বড় জোর, [সমান] জ্ঞান করিবে—শ্রীচরিতামৃতে যথা—"আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন—সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন"—স্তব স্তুতি করিতে পারিবেনা "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত"—যদি কর, তবে আমিও ছাড়িব না—আমিও তোমার স্তুতি স্তবন করিব। [শ্রীকৃষ্ণের নিবেদন এবং উভয়-নিবেদন পদ দ্রষ্টব্য]।

আদর-মিশ্র উচ্ছিষ্ট ফল দিলেও সাদরে গ্রহণ করিব, তোমরা প্রেমের মান করিবে, ধমক দিবে, ভৎর্সনা করিবে—আমি পায়ে ধরিয়া সাধিব—শ্রীরাধা, আমি তোমার জন্য আকুল ব্যাকুল হইব॥ সমস্ত ব্যবহারই সমানে সমানে হইবে—আমাকে যেই ভাবে ভজনা করিবে, আমিও ঠিক সেই ভাবে তোমাকে ভজনা করিব। "কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে, যে যৈছে ভজে তৈছে তাহাকে ভজিতে"—[শ্রীভগবদুক্তি যথা:—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"]——আমার সহিত মিলন জন্য তুমি "পূর্ব্ব-রাগবতী" হইবে—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা প্রভৃতি দশ দশাগ্রস্ত হইবে—শুধু তুমিই আমার জন্য হইবে, এরূপ

নহে—আমিও তোমার সহিত মিলন জন্য ঠিক ঐ সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া তোমাকে ভজনা করিব—যথা শ্রীচরিতামৃতে—"আপনি করিব ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে"—[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ এবং দশ দশা দ্রষ্টব্য]।

[রস-লীলা]

তুমি অন্তঃপুরচারিণী রাজ-নন্দিনী হইয়াও, কুল, শীল, লোক-লজ্জা, লৌকিক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া আমার জন্য ঘোর অরণ্যে—বেতস-কুঞ্জে—অভিসার করিবে, আমিও বৈকুণ্ঠের আরাম এবং রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া, যমুনা-পুলিনে—বৃন্দাবনের বনে বনে—তোমার জন্য 'অভিসার' করিব—লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পাদ-সেবিত—"নিখিল-ভুবনলক্ষ্মী-নিত্য-লীলাস্পদ" হইয়া সে সুখ পাইতাম. প্রেমের মানের খেলায়, তোমার কাছে হার মানিয়া, তোমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়া, তদপেক্ষা অধিক সুখ পাইব—তুমি ঘর সংসার ছাড়িয়া, নির্জ্জন কুঞ্জবনে আসিয়া মিলিবে, তেমনি আমিও "স্বয়ং-দৌত্য" করিয়া, নানা ছলে, তোমার গৃহে, অন্তঃপুরে, প্রাঙ্গণে, শয্যা-পার্শ্বে গিয়া তোমাকে ধরিব—রাত্রি দিবা তোমার হৃদয়ের প্রেম-নবনীত সম্ভোগ করিব, স্বেচ্ছায় না দিবে ত, চুরি করিয়া লইব, নয় ত বলপূর্ব্বক ভাণ্ড লুটিয়া লইব—হাটে, বাটে, ঘাটে, গৃহে, বনে বনে, তোমারি অন্বেষণে ঘুরিব—সময় নাই, অসময় নাই—যখনই প্রাণ চাহিবে, সঙ্কেত-বাঁশীতে তোমারি নাম ধরিয়া ডাকিব, সে ডাক অন্যে শুনিবে না, শুনিলেও বুঝিবে না, এ প্রেম-চাতুরী, এ খেলা, অরসিক যাহারা, সংসার-সেবী যাহারা—তাহারা বুঝিবে না—তুমি বুঝিবে, আর আমি বুঝিব—শুধু অন্তরঙ্গগণ বুঝিবে—প্রেম-দূতী বুঝিবে—প্রেমলীলার সহায়-কারিণী সখীরা বুঝিবে—[নর্ম্ম]—সখারা জানিবে—অনধিকারীরা, বিষয়-বধির যাহারা—জটিলা কুটিলা—তাহারা, বুঝিবে না, শুনিবে না—শুনিলেও বুঝিবে না—দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিবেনা—এ প্রেম-লীলার মর্ম্মে প্রবেশ করিবে না।

[সমর্থা রতি]

এ রসের খেলায় 'তন-মন-ধন'—সর্ব্বস্ব, নিঃশেষে সমর্পণ করিতে হয়—এ পথে 'লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকৃতে নয়'। লোক-লজ্জা, কুল শীল, গুরু-গৌরব, কিছুই, এ পথে অন্তরায় হইবে না। ইহা এক বেদ-বিধি-ছাড়া-লোকাচার-দেশাচার-বহির্ভূত বিপরীত বিধান। লাভ ও কিছুই নাই—ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ রূপ প্রচলিত চতুর্ব্বর্গ ফলের একটির ও আশা বা কামনা রাখিলে চলিবে না। 'লোভই' এ পথের একমাত্র প্রবর্ত্তক—'লোল্যই' [লালসা, লোলুপতা] একমাত্র মূল্য—ইহাই রস-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শুধু প্রেম-রস, কৃষ্ণ-প্রীতিই লোভ-নীয়—নিজের দিক—সংসারের দিক একেবারে শূন্য করিয়া—"কাম" বা আত্ম-সুখ—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি" একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ, নির্ম্মল, নিষ্কাম হইয়া, কৃষ্ণ-ভজন—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি" সাধন—"ব্রজেশ্বর শুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম, আত্ম-সুখের যাহে নাহি গন্ধ"—ষোল আনা আত্ম-সমর্পণ—"গোবিন্দায় নমঃ"—"শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু" ব'লে একেবারে আত্ম-বিসর্জন—আত্ম-নিমজ্জন।

"সমর্থা" রতিই এ ভজনের একমাত্র নৈবেদ্য এবং আরতি। যাহার সাহসে কুলাইবে, সেই অগ্রসর হইবে—"স্রোত বিথার জলে, এ তনু ভাসাঞেছি, কি করিবে কুলের (কূলের) কুকুরে"।

[ব্রজ-বিলাস]

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বিলাস সম্বন্ধে বিবৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন অংশ হইতে উদ্ধৃত করা গেল :—

" পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার
অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার "

" ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশ "

" দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা "

" ভক্তি বিনে জগতের নাহি অবস্থান
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজ-ভাব পেতে নাহি শক্তি "

" ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি-মার্গে ভজন করিয়া
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাঞা
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য "

" আপনি করিব ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় "

" যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে "

" স্বয়ং-ভগবানের কর্ম্ম নহে ভূ-ভার হরণ
স্থিতি-কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন
পূর্ণ ভগবান অবতার যেই কালে
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে
বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে "

"আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ"

"প্রেম-রস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন
রাগ-মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ
এই দুই হেতু হৈল ইচ্ছার উদ্গম"

"ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সর্ব্ব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন"

"আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে"

"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধা রতি
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন"

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম"

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন
বেদ-স্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন"

"এই শুদ্ধা ভক্তি লৈয়া করিব অবতার
করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার"

"মো বিষয়ে গোপীগণে উপপতি ভাবে
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ
দোহাঁর রূপ গুণে দোহাঁর নিত্য হরে মন

ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন
এই সব রস-সার করিব আস্বাদ
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম"
"দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার
চারিবিধ প্রেম চারি ভক্তই আধার
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি
সর্ব্ব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী"
"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে
যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে"

[রাস-লীলা]

শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ে একটী অপূর্ব্ব উক্তি আছে :—

"রেমে রমেশো ব্রজ-সুন্দরীভি
র্যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ"

শিশু যেমন দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব লইয়া খেলা করে—তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-বধূগণকে লইয়া আনন্দ-ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

ইহা নীরেট বেদান্ত। উপনিষদে আছে—শ্রীভগবান 'আত্ম-রতিঃ আত্ম-ক্রীড়ঃ'। "রসো বৈ সঃ"—আপনার রসে আপনি বিভোর—আপনাতে আপনি রমণ-শীল—নিজেকে লইয়া প্রতিবিম্ববৎ খেলা—"স্বকীয়া" শক্তিকে, "পরকীয়া" ইব প্রতীয়মান করাইয়া—সাজাইয়া লইয়া [যোগমায়ার সাহায্যে—"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"]—আনন্দ-সম্ভোগ। ইহাই বৃন্দাবন-লীলা এবং ইহা খাঁটি বৈদান্তিক তত্ত্ব। ইহার ভিতরে অসার কল্পনা বা দূষিত ব্যবহার কিছুই নাই। পুনশ্চ, শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—[ব্রহ্মা স্তব] 'হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর—তুমি ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ স্থানে কিরূপে কত লীলা কর—তাহা কে অবগত হইতে পারে? তুমি যোগমায়া [মায়া-শক্তি] বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছ "বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্" ॥

শ্রীচরিতামৃতে আছে :—

"রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম
চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদন-মোহন
জিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ"

এখানেও ঐ একই বৈদান্তিক সত্য। শ্রীচরিতামৃত বলেন :—

"কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল"

শ্রীভগবান কৃষ্ণে "প্রপন্ন" হইলেই, জীব মায়া-মুক্ত হয়—যথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং "দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ॥ "মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ" [চরিতামৃত]

[যুগ-ধর্ম্ম]

শ্রীমদ্ভাগবত, প্রকৃত প্রস্তাবে, বেদান্ত বা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। অতএব, ভাগবত ধর্ম্ম, অর্থাৎ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যে বেদান্ত-সম্মত ধর্ম্ম—ইহাতে সন্দেহ নাই; তবে, চরম লক্ষ্যে এবং সাধনে, একটু প্রভেদ আছে বটে।

বেদান্তের মূল ভিত্তি দুঃখ-বাদ। জগৎ নশ্বর এবং দুঃখময়। দুঃখ ত্রিবিধ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক। এই দুখঃত্রয় বা ত্রিতাপ জ্বালার ঐকান্তিকী এবং আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। ইহার সাধক—মায়াবাদী সন্ন্যাসী—ত্যক্ত বৈরাগী—সংসার-ত্যাগী; ইহার পন্থা—কঠোর তপশ্চর্য্যা, কৃচ্ছ্র সাধন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; লক্ষ্য—নির্ব্বিকল্প সমাধি—পরব্রহ্মে নির্ব্বাণ লয়—মোক্ষ-লাভ।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ধর্ম্ম বলেন—জীবের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ-প্রেম। উহাই তাহার সাধ্য-সীমা বা পরম পুরুষার্থ। উহা অহৈতুকী, অর্থাৎ, কোনওরূপ ফলাভিসন্ধি এ পথে প্ররোচক বা প্রবর্ত্তক নহে—"অ-কৈতব", অর্থাৎ, মোক্ষ-কামনা পর্য্যন্ত নাই। উহা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলেরও অতীত—অতএব, ইহা 'পঞ্চম পুরুষার্থ' বা 'পুরুষার্থ-শিরোমণি'। কলি-যুগের ইহাই "পরম ধর্ম্ম"। ইহা "তাপত্রয়োন্মূলন-কারী," "শিবদ" এবং "প্রোজ্ঝিত-কৈতব", অর্থাৎ, মোক্ষ বাসনার উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত—এবং "নির্ম্মৎসর" [হিংসাদি পরিশূন্য] সাধুগণের পালনীয়।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের আদি কথা। শ্রীচরিতামৃতে আছে :—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বাঞ্ছা আদি এই সব
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান
যাহা হৈতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অন্তর্ধান"

বৈদান্তিক সাধকের চরম লক্ষ্য যে মোক্ষ—তাহাও ব্রজ-সাধকের নিকট নগণ্য এবং তুচ্ছ মাত্র নহে—পরন্ত—লক্ষ্য লাভে অন্তরায় বলিয়া গণ্য।

[ভিখারী ভগবান]

ভাগবতধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ—মধুময়, রসময়—আনন্দময়—অমৃতস্বরূপ—ভুবন-মঙ্গল—জগদাকর্ষক দেবতা—নরলীলাকারী—দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর সম্বন্ধে জীবের সহিত অচ্ছেদ্যসূত্রে আবদ্ধ। তাঁহাকে পাইবার জন্য জীব যত ব্যগ্র, তিনি জীবকে সহজ প্রেমে ধরিবার জন্য—প্রেমালিঙ্গন দিবার জন্য—তাহার সহিত হৃদয়-বিনিময় করিবার জন্য—ততোধিক ব্যগ্র, ব্যাকুল, আকুল, অস্থির। তিনি প্রেম-ভিখারী প্রেমের হরি—প্রেমের কাঙ্গাল—[ভিখারী ভগবান] অপরন্তু তিনি [ভক্তাধীন]।

[শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বে এ জগতে ভগবান সম্বন্ধে এত বড় কথা কেহ বলিতে বা ধারণা করিতে পারে নাই]

যিনি যোগী ঋষির ধ্যায় বস্তু—অটল, অচল, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, গুণাতীত, অতীন্দ্রিয় মহাসত্তা-মাত্র পরব্রহ্ম—তিনিই ব্রজ-সখা, জীবন কানাই, গোপীজন-বল্লভ, নন্দ-দুলাল—যার কাছে যেমন—যে যে ভাবে ভজনা করে তাহার নিকট সেই ভাবে প্রকটিত—একই সময়ে পিতা নন্দের বাধা-বহনকারী কচি শিশু, মা যশোদার অঞ্চলের নিধি ননী-গোপাল, রাখাল গণের জীবন-সখা ভাই কানাই, শ্রীরাধা এবং ব্রজগোপীর নব-কিশোর নটবর প্রাণ-কান্ত হৃদয়-বল্লভ।

[সোঽহম্]

[ব্রহ্ম]—অতীন্দ্রিয়, গুণাতীত, অবাঙ্মনসগোচর নির্ব্বিশেষ সত্ত্বা মাত্র।

[কৃষ্ণ]—সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, সর্ব্ব-জীব,সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হইয়াও বিশিষ্ট স্বরূপে প্রকটিত—নর-লীলাকারী।

মায়া-বাদী বৈদান্তিকের নিকট এ বিশ্ব জগৎ একটা প্রহেলিকা, মিথ্যা বা মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। ভাগবত ধর্ম্মানুযায়ী ব্রজ-সাধকের নিকট, জীব এবং জগৎ সকলই বিষ্ণুর কায়া বা অঙ্গ-কান্তি অতএব, সত্য—বস্তুতঃ না হইলেও, ব্যবহারতঃ ত বটেই; অতএব, জীব জগৎ প্রকৃতি এবং এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্ব-সংসারকে লইয়াই, এই সকলের ভিতর দিয়াই, সেই বিশ্ব-রূপ ভগবানের আরাধনা করিতে হইবে—এবং ঠিক ইহার অনুকূল ভাবেই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-ভজন প্রকটিত হইয়াছে।

প্রচলিত সকল ধর্ম্মমতই অদ্বৈত স্বরূপে পৌছিবার পথ মাত্র।

গূঢ়মর্ম্মে—"অন্তরের অন্তঃপুরে"—অন্তঃপ্রবেশ করিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, বৈদান্তিকের 'সোঽহম্' আর ভক্তের "রাধা-কৃষ্ণ"—[আনন্দ] স্বরূপ আর [রস] স্বরূপ, তত্ত্বতঃ, একই জিনিষ। কেবল, সাধকের অধিকার এবং রুচি-ভেদে তারতম্য প্রতীয়মান। যেমন আস্বাদনের এবং পাকের তারতম্য অনুসারে, একই মূল বস্তু [ছানা] সন্দেশ এবং রসগোল্লা রূপ ধারণ করে। একটু সামান্য প্রকার ভেদ বর্ত্তমান।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, জীব এবং ব্রহ্মের চরম মিলন—অদ্বৈত নহে, বিশিষ্টাদ্বৈত ও নহে —কিন্তু, দ্বৈতাদ্বৈত বা "অচিন্ত্য ভেদাভেদ"—যে অবস্থায়, "নারী পুরুখ দুহুঁ লখই না পারিয়ে"—"ন সো রমণ ন হাম রমণী"—একেবারে নির্ব্বাণ-লয় নহে—একটু ভেদ-জ্ঞান অবশিষ্ট—সেবা সম্ভোগ বা আস্বাদনের জন্য—"চিনি হওয়ার চাইতে চিনি খেতে ভালবাসি" [রামপ্রসাদ]। কিন্তু এই জ্ঞান এবং সম্ভোগ প্রাকৃত নহে অপ্রাকৃত।

[শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্ম]

চণ্ডী-তত্ত্বে ও ঠিক অনুরূপ ভাব বর্ত্তমান। কীলক স্তোত্রে আছে—"কৃষ্ণায়াম্বা চতুর্দ্দশ্যা-মষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি। ইত্থং⋯যো চণ্ডীং জপতি স সিদ্ধঃ"। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমী তিথিতে দান এবং প্রতিগ্রহ করিতে হয়, অন্যথা, চণ্ডী প্রসন্ন হয়েন না⋯⋯এই প্রকারে যে ব্যক্তি চণ্ডী জপ করেন, তিনি সিদ্ধ হইয়া থাকেন।

এখানে, 'কৃষ্ণায়াং' 'চতুর্দ্দশ্যাং' 'অষ্টম্যাং'—এইটী সাধকের বিশেষণ। এই স্থানে [শাস্ত্র-টীকা অনুসারে] সপ্তমী বিভক্তিটী বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়াছে, অধিকরণে নহে। অর্থ—কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমী তিথি বিশিষ্ট পুরুষ বা সাধকই সিদ্ধিলাভ করেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই। চন্দ্র—মনের অধিপতি দেবতা [ইংরাজীতে যথা—Lunatic, from 'luna' moon] মন—ইন্দ্রিয়গণের নেতা, প্রবৃত্তি-রাজ্যের রাজা।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—এক কলামাত্র অবশিষ্ট চন্দ্র বা মন। অষ্টমী—অর্দ্ধক্ষীণ চন্দ্র বা মন। যাহারা মনের, অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়-গ্রামের, অর্থাৎ, প্রবৃত্তির, অর্দ্ধাংশ মাতৃচরণে উপহার দিতে পারিয়াছেন, আত্মাকে বা আমিকে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, অন্ততঃ, অর্দ্ধেক মন হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারাই কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিবিশিষ্ট সাধক। আর যাঁহাদের প্রায় সমগ্র মনটী মাতৃময় হইয়াছে—যাঁহারা নিবৃত্তি-শিখরে আরূঢ়—একটী কলা অবশিষ্ট আছে—শুধু মাকে ভোগ করিবার জন্য [উপাস্য, উপাসক, উভয়েই এক, অথচ, পরমানন্দরস আস্বাদন জন্য একটু ভেদ বোধ রাখিবার জন্য, মা কোন কোন সাধকের এক কলামাত্র মন অবশিষ্ট রাখিয়া দেন] এই শ্রেণীর সাধকই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী-তিথি বিশিষ্ট। এই উভয় অবস্থার অন্তরালটী [অর্থাৎ, অষ্টমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত] মাতৃসাধনার অনুকূল সময় বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

কৃষ্ণাষ্টমী বা মনের অর্দ্ধলয়াবস্থা হইতে মৃদু মৃদু ভাবে সমাধি আরম্ভ হয় এবং এক কলা অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত মাতৃ-সম্ভোগ বা আত্মসাক্ষাৎকার জনিত আনন্দ সম্ভোগের অবস্থা। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীই সমাধির বা মাতৃ-সম্ভোগের দৃঢ়াবস্থা।

[মহারাস—শ্যামাপূজা]

এখানে চণ্ডী এবং ভাগবতের সাধন-রহস্যে একটী অপূর্ব্ব তত্ত্ব আমরা পাই। ভাগবতীয় মহারাসোৎসব শারদীয় শুক্লা চতুর্দ্দশীতে। শারদোৎফুল্ল-মল্লিকা পরম-রমণীয় রজনী। চন্দ্র তাহার পূর্ণ গৌরবে এবং প্রভাবে ভুবনমোহন মধুরিমা লইয়া বিরাজিত—ষোলকলায় পূর্ণ—মানবীয় মন তাহার পূর্ণ প্রসার এবং উচ্ছ্বাস লইয়া উপস্থিত—সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের পূর্ণাহুতি—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বিষয়ক সমস্ত কামনার সম্পূর্ণ চরিতার্থতা—পরিসমাপ্তি—শেষ সার্থকতা—সাধিত—অর্জ্জিত—সমস্ত সম্ভোগের পূর্ণ পরিসমাপ্তি।

ইহাই কাম-বিজয়ী লীলা—[কাম-বিজয়]—মদন-ভস্ম নহে।

কাম-কাঞ্চন-বিজয়ই কলির জীবের পরম পুরুষার্থ। মদন ভস্মীভূত হইয়াও সুযোগমত পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে—রক্তবীজ অসুর মরিয়াও মরে না—আদি-রিপু-দ্যোতক ছাগ-শিশু শ্রীমহামায়ার চরণে বলিদান দিয়াও নিষ্কৃতি নাই—কিন্তু—কামকে বিজিত, পরাভূত, বশীভূত, সংশোধিত করিয়া লইতে পারিলে—শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত করিয়া—কামকে প্রেমে পরিণত করিয়া লইতে পারিলে—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃতে যেমন আছে—ইন্দ্রিয়-বৃত্তির স্বাভাবিক প্রবণতা বা মোড় ফিরাইয়া—ভগবানে আরোপ করিতে পারিলে—পদ-স্খলনের সম্ভাবনা কম। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি অতি সুন্দর নির্দ্দেশ

এইরূপ :—

" ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে,
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে "

শ্রীভগবদুক্তি এই যে—আমাতে তদ্গতচিত্ত ব্যক্তিগণের কামের স্বতন্ত্র কাম-শক্তি থাকে না—যথা—ভর্জ্জিত বা রন্ধিত যবাদির বীজ-শক্তি থাকে না—অর্থাৎ, পুনশ্চ অঙ্কুরোদ্গমে সমর্থ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের মহারাসোৎসব-লীলা—জীব-শিক্ষার জন্য—মহামুনি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রকটিত এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মুক্ত পুরুষ শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক আসন্ন-মৃত্যু পরমভাগবত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বিবৃত। এই কাম-জয়ী লীলা শ্রবণে—জীবের "হৃদরোগ কাম" আশু প্রশমিত হইয়া ভগবানে পরা-ভক্তি লাভ হয়। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত কথা।

[ত্বদীয়তা]

হিন্দুর সনাতন সাধন ত্রি-ধারা—(১) বেদান্তের (২) তন্ত্রের (৩) ভাগবতের—জগতে এক অতুলনীয় অধ্যাত্ম-সম্পদ। ত্রি-ধারারই চরম লক্ষ্য এক, অর্থাৎ, আমিত্ব-লোপ—"অহং"-নাশ—"তুমি"তে আরাম-বিশ্রাম, চরম লয়।

আদিতে—'একম্'—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অন্তে ও ঐ "একম্" "অদ্বৈতম্"—মধ্য ভাগে কেবল "দ্বৈত"—পরমার্থতঃ নহে—ব্যবহারতঃ—লীলা রস আস্বাদন জন্য—মায়া-যবনিকা যোগে, দ্বৈতবৎ প্রকটমান—ঐ "এক"ই দুই বা বহু রূপে বিরাজমান—"স্বকীয়া" শক্তি "পরকীয়া" রূপে প্রতীয়মান।

ব্রহ্ম সত্য ত বটেনই ; কিন্তু জগতও মিথ্যা নয়। সৃষ্টি ও স্রষ্টা কেহই কাহারও উপেক্ষার জিনিষ নহে। এই জগত ব্রহ্মেরই লীলা-ক্ষেত্র। আমাদিগের যেমন ব্রহ্ম ছাড়া গতি নাই—ব্রহ্মেরও তেমনি আমাদিগকে ছাড়া গতি নাই। রবীন্দ্রনাথ বেশ বলেছেন—'যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে—তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে'। বাস্তবিকই, যেখানে জীব-শিবের একাত্ম-বোধ সেই খানেই আনন্দ।

একে দুই, দুইয়ে এক—জীব ব্রহ্মের এই অভিন্ন যোগ এবং দ্বৈতাদ্বৈত খেলাই হিন্দুর বিরাট সনাতন ধর্ম্মের একটা মূল কথা এবং খুব বড় জিনিষ।

এই বেদান্ত-তত্ত্ব—জগতের অন্যান্য জাতির এবং ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অগোচর। হিন্দুর যত সাকার নিরাকার পূজা পদ্ধতি, সগুণ নিগুর্ণ উপাসনা, ধ্যান ধারণা—তেত্রিশ কোটী লোকের উপযোগী তেত্রিশ কোটী দেব দেবী—ষষ্ঠী মাকাল পূজা প্রভৃতি—সমস্তই, ঐ এক মৌলিক তত্ত্ব-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আপাতঃ-দৃশ্যমান যত বিরোধ বা তথা-কথিত স্থূল ব্যবহার বা অশুদ্ধ আচার—সকলই, ঐ এক মূল সত্যের বহিরাবরণ বা "বহিরঙ্গ" বিষয় লইয়া। রুচি এবং অধিকার ভেদে- দেশ কাল পাত্র অনুসারে, সাধন প্রণালীর তারতম্য—এই মাত্র।

[তুমি—আমি]

"তুমি"—"আমি", "ত্বম্"—"অহম্", "ত্বদীয়"—"মদীয়"—এই দুইয়ের খেলা লইয়াই জীব-ব্রহ্মের— নর-নারায়ণের এই সংসার-লীলা।

অঙ্কের একটা উদাহরণ দিয়া জীবনের এই খেলা-তত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এই মানব জীবন, ব্রহ্ম-সত্তার একটা ভগ্নাংশ-বিশেষ, যথা :—

ব্রহ্ম	ত্বম্	তুমি	ভগবান
জীব	অহম্	আমি	সংসার

ব্রহ্ম—সুবৃহৎ ["বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম"]—মহা-সমুদ্র।

জীব—ক্ষুদ্র অংশ, ঐ মহা-সিন্ধুর বিন্দু।

যাহার জীবন-লীলায় ঈশ্বরের স্থান শূন্য, যথা নাস্তিক—তাহার জীবনের মূল্য ও শূন্য।

জীবন-ভগ্নাংশের লব যে পরিমাণে বড় এবং ব্যাপক এবং হর ক্ষুদ্র এবং সঙ্কুচিত হয়—সেই পরিমাণে জীবনের মূল্য বাড়িতে থাকে—বিপরীত পক্ষে—কমিতে থাকে। অর্থাৎ, যে পরিমাণে আমার জীবনে "ত্বম্" কে বড় করি—আমার আমিত্ব-স্বামিত্ব খর্ব্ব করিয়া ভগবানের প্রাধান্য কায়মনোবাক্যে কার্য্যতঃ স্বীকার করি—সেই পরিমাণে, জীবনের সার্থকতা।

ক্রমশঃ, "আমিত্ব" একেবারে বিলুপ্ত এবং শূন্য হইয়া "তুমি"তে লয়—মহা-সিন্ধুতে এ জীবন-বিন্দুর চির বিরাম—উহাই জীবের পরম সফলতা।

[সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ]

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এবং বিশ্ব-ব্যবস্থার সর্ব্বত্রই—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রি-গুণের খেলা চলিতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এই ত্রি-গুণের খেলা বর্ণন করিয়াছেন। সত্ত্বগুণ—নির্ম্মল, প্রকাশক ও অনাময়; ইহা জীবকে সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে বন্ধন করে। রজঃ—আসক্তি তৃষ্ণা ও ভোগ-বাসনা জাগাইয়া দেয় ও কর্ম্মের সহিত বন্ধন করে। আর, তমোগুণ—জ্ঞানশূন্য ও জড়স্বভাব বলিয়া—প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রার সহিত বন্ধন করে। সুখ কর্ম্ম-চাঞ্চল্য ও প্রমাদ ইহাই যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের ফল।

আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্রম—স্থূল ভাবে ধরিতে গেলে—তমঃ সর্ব্ব নিম্নের স্তর; মধ্যবর্ত্তী স্তর রজঃ। সত্ত্ব সর্ব্বোপরি অবস্থিত। শ্রীভগবান স্বয়ং "শুদ্ধ-সত্ত্ব" "সত্ত্ব-তনু" সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ামক। ক্রমশঃ, তামসিক এবং রাজসিক ভাবের ক্ষয়লাভে—উত্তরোত্তর উন্নতি ক্রমে—শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠানই জীবের চরম লক্ষ্য এবং শেষ সফলতা।

[১] **সর্ব্ব নিম্নের অবস্থা**—তমঃ-প্রধান—'অহং'-স্ফীত ভাব—"ত্বম্"বা ভগবানের মর্য্যাদা নাম-মাত্র—জ্ঞানশূন্য জড় স্বভাব—ভোগ-সর্ব্বস্বতা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

বিরাট জনসমাজের কতক অংশ এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাকে বলা যাইতে পারে সাধারণী শ্রেণী।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে যাহাকে বলে [সাধারণী] রতি, যথা, মথুরায় কুবুজাতে পরিলক্ষিত, অর্থাৎ, কৃষ্ণ-সেবা অপেক্ষা আত্ম-সম্ভোগেচ্ছা অধিকতর বলবতী—উহা "সাধারণী" শ্রেণীর লক্ষণান্তর্গত ধরা যাইতে পারে।

[২] **মধ্যমাবস্থা**—"অহং" এবং "ত্বম্" সমান পরিমাণ—আত্ম-প্রভাব এবং দেব-প্রসাদ—নিজ সুখ, নিজ বুদ্ধি, নিজ পুরুষকার এবং ভগবৎ-প্রীতি-সাধন ভগবদিচ্ছা-পালন—এই উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন।

ইহাকে বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র-বর্ণিত "সমঞ্জসা" রতি [যাহা দ্বারকায় পট্টমহিষীগণে পরিলক্ষিত—আত্ম-সম্ভোগ এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবা—এই উভয়ের সামঞ্জস্য] বলা যাইতে পারে।

(৩) সর্ব্বোত্তম অবস্থা—শুদ্ধ-সত্ত্ব-"অহং"-শূন্য—কেবল ভগবৎ-প্রীতিই এক মাত্র ঐকান্তিক সাধনার বিষয়—"কৃষ্ণময়ী--কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে—যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"—মহাভাব-স্বরূপিনী—"সমর্থা"রতি—ব্রজদেবীগণে, বিশেষতঃ, শ্রীরাধিকায় পরিস্ফুট।

উপরোক্ত আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশ এবং সাধন-স্তর পূর্ব্ব-বর্ণিত ভগ্নাংশ-অঙ্কে দেখাইলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

$$\text{নাস্তিক} - \frac{০}{\text{অহম্}}$$

$$\text{তমঃ-প্রধান} = \frac{\text{ত্বম্}}{\text{অহম্}}$$

$$\text{রজঃ-প্রধান} = \frac{\text{ত্বম্}}{\text{অহম্}}$$

$$\text{সত্ত্ব-প্রধান} = \frac{\text{ত্বম্}}{\text{অহম্}}$$

$$\text{শুদ্ধ-সত্ত্ব, মুক্ত} = \frac{\text{ত্বম্}}{০}$$

—:০:—

[সাধন-ত্রিধারা]

বেদান্ত—তন্ত্র—পুরাণ সাধন-ত্রিধারার পরিসমাপ্তি একই মহা-সাগর—'ওঁ তৎসৎ'—'তত্ত্বমসি'।

সংসারের জীবের মনের যোল কলাই জগৎ-মুখী—'অহং'-গ্রস্ত। উহাকে মাতৃ-মুখী করা —'গোবিন্দায় নমঃ' বলিয়া সর্ব্ব-সমর্পণ করাই—সকল সাধনার [লক্ষ্য]। আর যত কিছু সব [উপ-লক্ষ্য] মাত্র।

মনকে নিয়াই ত যত গোল। এই মনের ঘুর-পাকেই সংসারের জীব উদ্ভ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত। পাশ্চাত্য জগতে ত মনই ইতি এবং শেষ। বিশ্ব-তত্ত্ব বুঝিবার পথে মন বা intellection এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপারই তাঁহাদের চরম সম্বল—শেষ আশ্রয়। হিন্দুর আত্ম-তত্ত্ব—ব্রহ্ম-তত্ত্ব—পরা বিদ্যা—"যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—যোগ, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—ষড় দর্শনের নানা তত্ত্ব-মীমাংসা—একটা প্রকাণ্ড আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য—পাশ্চাত্য জগতের অগোচর।

ইন্দ্রিয়-বর্গ এবং তাহাদের অধিপতি মন, এবং তাহাদের যত বহির্ম্মুখীন ব্যাপার, অর্থাৎ, এই দুনিয়া-দারী বা সাংসারিকতা, যাহা ইহ-সর্ব্বস্ব জড়বাদী জগতের নিকট অতি বাস্তব সত্য, হিন্দুর চোখে ঐ সমস্তই অতি অ-সার বস্তু। হিন্দু-সাধনার চরম লক্ষ্যে, মন আত্মার শত্রু বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ ক্ষেমায় নৈগুর্ণ্যমথো মনঃ স্যাৎ"—মন, গুণে অনুরক্ত হইলে, বিপদের কারণ হয়, আর গুণহীন হইলে, মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে। মন সামান্য শত্রু নহে—উপেক্ষা করিলে, অত্যন্ত বলবান হইয়া

উঠিবে। যদিও ঐ মন স্বয়ং মিথ্যা-স্বরূপ, তথাপি, আত্মাকে বিলুপ্ত করিতে সক্ষম। অতএব, গুরুরূপ যে হরি তাঁহার চরণোপাসনা-রূপ অস্ত্র দ্বারা অপ্রমত্ত হইয়া ঐ মনকে বিনাশ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

[বেদান্তে]র—'সোহ্হম্'——[তন্ত্র-ধারা]য়—-চণ্ডী-তন্ত্রে—মহাকালী-পূজা—-[ভাগবত-ধারা]য়—কৃষ্ণ-লীলা, মহারাস। তত্ত্বতঃ, একই জিনিষ—অর্থাৎ, ক্রমশঃ, মনের বিনাশ, আমিত্বের বিলোপ, আত্মার বিকাশ এবং প্রসার, চরমে সেই সচ্চিদানন্দসাগরে নিমজ্জন অথচ, বাহ্য দৃষ্টিতে, শ্যামাপূজায় এবং রাসে কত প্রভেদ !

এক দিকে—ভীষণ ঘোরা অমা-নিশা—অপর দিকে—শারদোৎফুল্লমল্লিকা পরম-রমণীয় পূর্ণিমা রজনী। সাধন-প্রণালীও আপাতঃ-দৃষ্টিতে কত পৃথক !

একটী—রুদ্র রস, অপরটী— মধুর। একটীতে—প্রথম পথে স-কাম সাধনা—ক্রমিক আত্মোন্নতিতে—মনের, অর্থাৎ, মনের অধিপতি চন্দ্রের, চতুর্দ্দশ কলার ক্ষয়ে, ভৈরবী আদ্যাশক্তি মাতৃ-সত্ত্বায় সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ-রূপ মহাপূজা।

অপরটীতে—প্রথমেই মনের লয়—আত্ম-কাম-বিসর্জ্জন অনন্য-সাধারণ-ত্যাগ-পূত ঐকান্তিকী নিষ্কাম সাধনা-ক্রমে, শুদ্ধ শান্ত সংযতেন্দ্রিয় নির্ব্বিকার অবস্থা—সেই দেবতা-বাঞ্ছিত ব্রজগোপী ভাব—"কামগন্ধ-হীন নিকষিত হেম"—যে অবস্থায়—কামই প্রেম, প্রেমই কাম—ভগবদারোপিত কাম—যে কাম "ন কামায় কল্পতে, বীজায় নেশতে"—'কামাবসায়িতা'য় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধ যোগীর ভাব। এই অবস্থা লাভের পর, মনকে তাহার ষোল কলায় পূর্ণ প্রসারে—"সমৃদ্ধিমান" সম্ভোগে—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের উচ্ছাসময় লীলার পূর্ণ চরিতার্থতায়—ছাড়িয়া দিয়া—অনন্ত অসীম রস-সাগরে আত্ম-নিমজ্জন। ইহাই ব্রজ-পরিকরের—ব্রজ-সাধক মহামণ্ডলীর—শেষ সফলতা।

প্রকৃত প্রস্তাবে—যেই কালী, সেই কৃষ্ণ। আমরা দেখিতে পাই, রাস-লীলায় প্রবেশাধিকার জন্য ব্রজ-গোপীর কাত্যায়নী-আরাধন। অপর পক্ষে—শ্রীচণ্ডীতন্ত্রে, অসুর-সমরে—শ্রীমহামায়ার বৈষ্ণবী-শক্তিরূপে প্রকটন।

প্রচলিত ভজন-সঙ্গীতে আছে—'নটবর বেশে, বৃন্দাবনে এসে, শ্যামা মা হ্লি তুই নট-বিহারী—অসি ত্যজে বাঁশী, মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা' ইত্যাদি—"হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হৈয়ে—নর-শির-মুণ্ডমালা ত্যজে পর মা বনমালা—এক বার অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী, ভক্তের প্রতি সদয় হৈয়ে।"

[বৈষ্ণবত্ব]

সত্ত্বগুণের বা তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিয়ামক শ্রীবিষ্ণুর উপসনাই বৈষ্ণব উপাসনা। যিনি মাতৃরূপে আদ্যা-শক্তির উপাসনা করেন, তিনি যদি সত্ত্ব-গুণের উপাসনা করেন, তাহা হইলে, তিনি বৈষ্ণবী শক্তিরই উপাসনা করিলেন—নামে কিছু আসে যায় না। বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনাই বিষ্ণু-উপাসনা।

এক দিকে—রজোগুণে সমুদয় গড়িয়া উঠিতেছে, আর এক দিকে—তমোগুণে, ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—আর এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যরূপে—সত্ত্ব-গুণ বা তাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু বিরাজ

করিতেছেন। প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ—বিশেষ বেশ-ভূষা বা কতকগুলি বাহ্য চিহ্ন ধারণ নহে। বেশ-ভূষাধারণ, মন্ত্র-গ্রহণ, তীর্থে বাস, তীর্থ-যাত্রা-উপবাসাদি উপায় হইতে পারে বটে। কিন্তু, প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে, জীবনকে সামঞ্জস্যে আনিয়া নিজের ইচ্ছা-শক্তি ক্রিয়া-শক্তি জ্ঞান-শক্তিকে বিশ্ব-স্থিতির ও বিশ্বের অভ্যুদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যতদিন গুণের রাজ্যে, অর্থাৎ, প্রাকৃত জগতে, থাকিব—ততদিন, এই গুণাবতার বিষ্ণুর দ্বারা বিশ্বে যে কার্য্য হইতেছে, সর্ব্বতোভাবে, অর্থাৎ, দেহ মন প্রাণ দিয়া, তাহাই সাধন করিব—ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। যিনি শিবের সহিত একাত্ম হইতে চাহেন, তাঁহাকে আগে জীবের সহিত একাত্ম হইতে হইবে—কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' হইতে হইবে—'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'—বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।

মানব দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক যে সমুদয় শক্তি পাইয়াছে, সে সমুদয় "শক্তি" তাহাকে দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিতে হইবে—আসক্তি-শূন্য হইতে হইবে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিতে হইবে। স্কন্দপুরাণের বচন যথা—"বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে"—যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়াছে তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া উক্ত হয়েন॥

বেদান্তাদি দর্শন মোক্ষ-শাস্ত্র বটে। কিন্তু, ঐহিক ও পারত্রিক ফলে বিরক্ত এবং একমাত্র মোক্ষাভিলাষী সংসার-বিরাগী সাধকই ঐ সকল শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত পন্থার অধিকারী।

দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী-সাধনা, কিন্তু, উভয় ফলের সাধক। এক কথায়—চণ্ডী ভোগ এবং অপবর্গ উভয়েরই সাধন। সুতরাং, যাহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ মহা ফলের অভিলাষী তাহারাই শক্তি-পন্থার পথিক।

ভাগবত ধর্ম্ম—সর্ব্ব প্রকারের ফল-কামনার উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত বৈষ্ণব শুধু কৃষ্ণকে চাহেন—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, বিভূতি বা সিদ্ধি তাঁহার গণনার বিষয় নহে—এমন কি, মোক্ষ-বাঞ্ছা পর্য্যন্ত নাই।

[শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের স্বরূপ]

বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ সম্বন্ধে একটী বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বিষয় আছে। তাহা এই—কৃষ্ণের স্বরূপ এবং গুণ অনন্ত। গুণের মধ্যে চৌষট্টি প্রধান "অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান"। তন্মধ্যে—পঞ্চাশৎ গুণ এবম্বিধ যে উহারা কোন কোন জীবকুলের মধ্যে অত্যল্প অংশে থাকিলেও পূর্ণরূপে কেবলমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানেই শোভিত আছে। পঞ্চ সংখ্য গুণ এবম্বিধ যে উহারা মহেশাদিতে সামান্যাংশে প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চ সংখ্য গুণ এবম্বিধ যে উহারা শ্রীশাদিতে বর্ত্তমান।

এই হইল ষাটটী গুণের হিসাব [বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৮১—১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য]। তদুপরি চারিটি গুণ একমাত্র ব্রজের শ্রীকৃষ্ণে চমৎকার রূপে ও অলৌকিক রূপে বিদ্যমান আছে—

"লীলা-প্রেম্নোঃ প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণু-রূপয়োঃ
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্"

অর্থাৎ—(১) লীলা-মাধুর্য্য (২) প্রেম-মাধুর্য্য (৩) বেণু-মাধুর্য্য (৪) রূপ-মাধুর্য্য—এই গুণ-চতুষ্টয় গোবিন্দের অসাধারণ নিজস্ব। এই হইল শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর সিদ্ধান্ত। তথাহি, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে :—

" ব্রজ আর মথুরা দ্বারকা তিন ধামে
পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে
লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী
রসের মাধুরী আর বংশীর মাধুরী
বস্ত্র-বেশ রসরাজ ব্রজেন্দ্র-নন্দনে
বিনে আর এ চারি নাহিক কোন স্থানে
অতএব পূর্ণতম শ্যাম নটরাজ
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ব্রজেতে বিরাজ "

[প্রার্থনা]

ব্রজ-সাধনার আর একটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য তত্ত্ব আছে—তাহা "প্রার্থনা" এবং "কৃপা" বিষয়ক।

জগতের আদিম কাল হইতে পরমেশ্বর মানবের প্রার্থনা পূরণ করিতে করিতে ব্যতিব্যস্ত। যাজ্ঞিক ঋষির প্রার্থনা 'পর্জ্জন্য-দেব বারি বর্ষণ কর'—আরণ্যক ঋষির প্রার্থনা "অসতো মা সদ্গময়"—কেহ বলিলেন 'প্রসীদ'—কেহ বলিলেন 'পাহি মে নিত্যম্—কেহ চাহিলেন 'ধর্ম্ম', কেহ 'অর্থ', কেহ 'কাম' এবং সকলেই চাহিলেন "মোক্ষ"—কেহ বলিলেন "Give unto us our daily bread," কেহ বলিলেন "রূপং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি—মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি"—কেহ বলেন 'দেহ জ্ঞান প্রেম দেহ' আবহমান কাল হইতে, যুগে যুগে, দেশ দেশান্তরে, কেবল 'দেহি দেহি' রব। কেহ বলেন– পরমেশ্বর ধর্ম্মরাজ বিচারপতি—Angel, Archangel প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনে [Throne] উপবিষ্ট আছেন, সেই ধর্ম্মাধিকরণে পাপপুণ্যের বিচার [Judgment] করেন। কেহ বলেন 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'– কেহ বলেন –[যথা ব্রাহ্মসঙ্গীতে] "নরকের আবর্ত্ত হ'তে তোমা বিনা কে তরায়"—"তার নিজ গুণে, পাপী তাপী জনে, এসেছি তাই শুনে, তোমারি দুয়ারে"—আমরা দীন হীন পাপী তাপী" "ঘোর পাপের পাপী মানব তনয়"– সভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার শরণাগত—"সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে শুন শুন পিতা"—"ডাকিছে সঘনে, দ্বার খোল খোল পিতা"—"কেমনে পাব তোমায়, আমি হে পাপে মলিন"—"করুণাভিখারী, সন্ততি তোমারি, দাঁড়ায়ে তব দুয়ারে"—"আমি যে প্রতি দিন তোমারি দ্বারের ভিখারী দীননাথ"—ক্ষুদ্র আমরা "অল্পমতি অল্পজ্ঞান সকলের বড় তুমি অনন্ত ভূমা মহান– তব শ্রীচরণতলে এসেছি সকলে মিলে"।

মোট কথা—প্রাচীনকাল হইতেই, ভগবান সম্বন্ধে জীবের মনে এরূপ ভাবটাই যেন প্রবল—"হে প্রভু পরমেশ্বর—তুমি স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, দীন হীনের আশ্রয়, পাপী তাপীর পরিত্রাতা, দণ্ড-পুরস্কারের কর্ত্তা। অনন্ত ভূমা মহান, সর্ব্বনিয়ন্তা—মহামহিমান্বিত—রাজ-রাজেশ্বর বিশ্বনাথ—আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, পাপে তাপে ক্লিষ্ট, দীনহীন কাঙাল, তোমার দ্বারে সভয়ে কাতর ক্রন্দন করিতেছি—আমাদের প্রতি কৃপা কর।"

[বৃন্দাবন-লীলা]

ভগবানের পক্ষে জীবের জন্য ব্যাকুলতা আকুলতা—সহজ রূপে, সহজ ভাবে, মানবীয় ভূমিতে অবতরণ—প্রাণের দোসর রূপে লীলা—ভক্তাপেক্ষা বড় ত নহেই—"সম কিংবা হীন" —প্রেমের কাঙাল—ব্রজবাসীর দ্বারে দ্বারে প্রেম-ভিখারীরূপে বিচরণ—যেখানে "সেই ভাব, সেই বৃন্দাবন" সেখানেই ব্রজের কৃষ্ণ তাহার অনন্য-সাধারণ স্বরূপটীতে প্রকটিত—তাঁহার

লীলা-মাধুর্য্য—প্রেম-মাধুর্য্য—বেণু-মাধুর্য্য—রূপ-মাধুর্য্য লইয়া বিরাজমান—যেখানে ভক্তি-যমুনা—যেখানে প্রেম-নদীতে উজান-তরঙ্গ—যেখানে [কেলি / পুলক] কদম্ব—যেখানে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের [পুলক অশ্রু স্বেদ কম্প প্রভৃতির] যুগপৎ সমাবেশ—যেখানে আনন্দশক্তির পূর্ণ প্রকাশ—যেখানে মহাভাব—সেখানেই কৃষ্ণ—আবাহন বা নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষা নাই—সমাদর যত্ন স্তব স্তুতির অপেক্ষা নাই—কেবল প্রেম—কেবল আনন্দ—ইহাই "বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্য লীলা।"

জীবের পক্ষেও ভগবানের প্রতি একান্ত 'মমত্ব'-বোধে—প্রাণের টানে মিলন—পাপ পুণ্যের বিচার নাই—ভয় সঙ্কোচ নাই—ফলাফলের গণনা নাই—কেবল প্রেমের দাবী—প্রেমের আবদার—প্রেম-ভৎর্সন—প্রেম-কলহ—প্রেমের মান—আর ভগবানের যত কাকুতি-মিনতি সাধ্য-সাধনা—মান-ভঞ্জন।

ইহাই ব্রজের নূতন কথা—সাধন-রাজ্যের অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব তত্ত্ব—ইহাই কলির যুগ-ধর্ম্ম—ভাগবত ধর্ম্ম—প্রেম-ধর্ম্ম—বৃন্দাবন-লীলা। ইহাই চণ্ডীদাস-বর্ণিত [নব বৃন্দাবন]

"নব বৃন্দাবনে নব নাম হয়
সকল আনন্দময়
নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে
মিলিত হইয়া রয়"

ইহা স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক—"আপনি ভক্তভাব করি অঙ্গীকার"—জীব শিক্ষার জন্য—ব্রজ-ভূমে—যমুনা-কূলে—কোন সুদূর যুগে—প্রথম-প্রচারিত—আর সে দিন—বাংলার জাহ্নবী-কূলে—"অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ" শ্রীগৌর-হরি কর্ত্তৃক "আপনি আচরি ধর্ম্ম"—জগতে পুনরুদ্‌ঘোষিত এবং প্রকটিত।

[মথুরা—বৃন্দাবন]

রাজকীয় বৈভবের মধ্যে ভক্ত-বৎসল রসময় দেবতার প্রাণে স্বস্তি নাই—সহজ ব্রজ-ভাবের জন্য লালায়িত—'সো পিয়ে বিছুর ন যায়'—'তাহে রহল মন লাগি'। বিদ্যাপতি তাহার অমৃত-লেখনীর একটী কথায় অতি সুন্দররূপে শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটী ফুটাইয়াছেন, মথুরার রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের প্রাণটী উদাস—'রাজসম্পদময়ে আছিয়ে যৈছে বৈরাগী'—ব্রজভাব-স্বরূপিণী "মহাভাব-সীমা" শ্রীরাধার জন্য মনটা আকুল—ব্রজ-দূতীকে বলিতেছেন 'বররামা হে চিত রহল সোই ঠামা'।

রাজ-দরবারে, প্রেমের খেলা জমে না—হাকিমের এজলাসে, বিচারপতির সমক্ষে, সরল সহজ রস-কৌতুক খোলে না—প্রেম স্ফূর্ত্তি পায় না—রাজৈশ্বর্য্য-যুক্ত গণ্যমান্য পূজ্য ব্যক্তির সমক্ষে চপলতা লঘুতা কিংবা তরল রসামোদ একান্ত অশোভন, এমন কি, দণ্ডনীয়। ইহাই লৌকিক ধারা। সহজ ভাবে ব্যক্তি-রূপী ভগবান [Personal God] জীবের নিকট উপস্থিত হইলেও—ঐশ্বর্য্য এবং দেবত্বের প্রভাবে, মানুষকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আচ্ছন্ন হইতে হয়। ভক্ত ভগবানের সহিত একান্ত আপন জনের মত সহজ স্বচ্ছ ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইয়াও

সঙ্কোচ এবং সম্ভ্রমে অল্পাধিক আচ্ছন্ন হওয়া বশতঃ, অল্পাধিক দূরতা এবং ব্যবধান অনুভব না করিয়া পারে না।

['ঐশ্বর্য্য'—'রস']

[বিষ্ণু—কৃষ্ণ]

বৃন্দাবনের ঠাকুরটীর—রসের খেলা, রস-কৌতুক, রসামোদ না পাইলে—স্বস্তি নাই। রাজ-দরবারের বা ঐশ্বর্য্যের গন্ধ মাত্র থাকিলে—পাছে, এই রস-কৌতুকের ব্যাঘাত ঘটে—প্রেম-লীলার সহজ বিকাশ সঙ্কুচিত হয়—সেই জন্যই, নিজের স্বরূপটী করিলেন কেবল রসময়—কেবল মাধুর্য্যময়—কেবল আনন্দময়—বেশটী ধরিলেন সহজ বন্য-বেশ—"বন্য-বেশ রস-রাজ ব্রজেন্দ্র-নন্দন"—"কেবল শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে"।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর-লীলা
নর-বপু তাহার স্বরূপ
গোপ-বেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নর-লীলার হয় অনুরূপ"

শ্রীচরিতামৃত বলেন ব্রজের কৃষ্ণ [ব্রজেন্দ্র-নন্দন] কেবল দুইটী স্বরূপে বিরাজ করেন :—

[স্বয়ং ভগবান] আর [লীলা-পুরুষোত্তম]
এই দুই নাম ধরে [ব্রজে] ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

ব্রজে ভিন্ন এই স্বরূপটী অন্যত্র কুত্রাপি প্রকটিত হয় নাই। জীব কেবলই আবেদন, নিবেদন, কাকুতি, মিনতি, স্তব, স্তুতি লইয়া ব্যস্ত—ভগবানও ব্যতিব্যস্ত। কামের উৎপীড়ন—পাপ তাপের জ্বালা—চিন্তার জ্বালা—নানা ভয় ক্লেশ, নানা উদ্বেগ, আর সেই সব আধি-ব্যাধির প্রশমনের জন্য ভগবানের দরবারে কেবল প্রার্থনা—হাহাকার হা হুতাশ—এ সব উদ্বেগ আন্দোলনের মধ্যে—না ভগবান স্বস্তি পায়েন—না জীবের স্বস্তি আছে—রস স্ফূর্ত্তির—আনন্দ-লীলার—প্রেমের খেলারই বা অবকাশ কই? তাই যেন, ভগবান বৃন্দাবন-লীলায় নিজের ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন রাখিলেন—দুষ্টদমন, শিষ্টপালন প্রভৃতি ঐশ্বরিক কার্য্য তাঁহার স্বকীয় [বিষ্ণুতত্ত্বে] ন্যস্ত করিলেন—"বিষ্ণু দ্বারে করে অসুর সংহারে"—আর 'স্বয়ং ভগবান' নিজে [কৃষ্ণতত্ত্বে] বিরাজ করিতে লাগিলেন—কেবল রসময়—প্রেমময়—আনন্দময়, সহজ মানবীয় ভাব—বন্য-বেশ—গোপ-বেশ এবং প্রেম-ভিখারী সাজিলেন। ভাবটি যেন এই যে—কোন ফাঁকেও যেন তৎ-সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্য-গৌরবযুক্ত ভাব কিম্বা সম্ভ্রম সঙ্কোচ আসিয়া, রস-ভঙ্গ না ঘটায়—নিজেই প্রার্থী, নিজেই ভিখারী, ভক্তের নিকট "সম কিংবা হীন"—অন্যে যেন আর ঐশ্বর্য্য বিভূতি চাহিতে না পারে—চাহিবার সুযোগ পর্য্যন্ত না পায়।

[মহাজন-পদাবলী ও কীর্ত্তন]

মহাজন-পদাবলী বাঙ্গালীর এক অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। প্রত্যেকটীই সুর তাল যোগে গেয় হইলেও—এগুলি উচ্চাঙ্গের কবিতা বা গীতমাত্র নহে—প্রত্যেকটীই সাধন-কণিকা এবং

৬

ভক্ত প্রেমিকের নিত্য-আস্বাদ্য বস্তু। শ্রীজয়দেবই পদাবলীর আদি-গুরু এবং তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দই এ বিষয়ে আদি সৃষ্টি।

'গীত' দ্বারা ভগবদারাধনার প্রথম প্রচার বৈদিক ঋষির সাম-গানে। সে আজ বহু সহস্র বৎসরের কথা। তাহার পরে—যুগে যুগে—কতই না Songs, Psalms, গাথা বিরচিত হইয়াছে। অধুনাতন কালে, ভারতের ইতিহাসে, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দই সর্ব্বপ্রথম। ইহা দ্বাদশ শতকের কথা। ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি।

ইহার ৩০০ বৎসর পরে, অর্থাৎ, পঞ্চদশ শতকে, একটী ভাব-প্রবাহ আসে—তাহাতে বাঙ্গলায় পাই—চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির পদাবলী—এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতে পাই—কবীরের দোঁহাবলী। ইহারই কাছাকাছি সময়ে বোধ হয়—সেখ সাদী এবং হাফেজের ফার্শী 'গজল'॥

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে—বাঙ্গলার এই মহাজন-পদাবলীর মর্য্যাদা প্রথম প্রচারিত হয়। ইহা ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের কথা। তিনি ১৮ বৎসর কাল—নীলাচলে—"অন্তরঙ্গ সনে"—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-গীতিকার রসাস্বাদ করেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ"

ব্রজ-রসের মূর্ত্তিমান সাধনা স্বরূপে নিজকে প্রকটিত করিলেন॥ আস্বাদের ক্রম এবং আদর্শ ও তাঁহার নিজ জীবনে প্রকটিত হইল।

"অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুরী মহিমা
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা"

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি বহু সাধক ক্রমান্বয়ে "পদ" রচনা করিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গলা হইতে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন হইতে ভারতের অন্যান্য খণ্ডে এই ব্রজ-লীলা-রসের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল।

১৭শ শতকে আমরা পাই—মহারাষ্ট্রে তুকারামের "অভঙ্গ"—বিঠ্ঠল দেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গীতিকা-পুঞ্জ—মোট সংখ্যা ৮০০০। মহারাজ শিবাজীও এই প্রেম-রস প্রবাহে আপনাকে ভাসাইবার পথে বসিয়াছিলেন।

[সঙ্কীর্ত্তন—কীর্ত্তন]

'সঙ্কীর্ত্তন' এবং 'কীর্ত্তন'—বাঙ্গালীর আর একটি বিশেষ জিনিষ—জগতের অন্যত্র অবিদিত। সংঘ-নিষ্ঠ কীর্ত্তনের ব্যাপার কতকটা বৌদ্ধ যুগে ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, শ্রীচৈতন্যদেবই ইহার সাধারণ বহুল প্রচারের প্রবর্ত্তক। যথাহি শ্রীচরিতামৃতে :—"সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য"। কলি-যুগে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞই প্রধান যজ্ঞ। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—"কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম"। পুনশ্চ তথাহি :—

"সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার
নাম বিনু কলি কালে নাহি ধর্ম্ম আর"

শাস্ত্র বলেন "নাম-নামিনোরভেদঃ"—নাম এবং নামী অভেদাত্মক তত্ত্ব। "নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি"—"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি"। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বলিতে বুঝায় :—

(১) [সঙ্কীর্ত্তন]—নাম-কীর্ত্তন, হরি-সঙ্কীর্ত্তন।

(২) [কীর্ত্তন]—রস-কীর্ত্তন, লীলা-কীর্ত্তন—অর্থাৎ—মহাজন পদাবলী অবলম্বনে বৃন্দাবন-লীলা বিষয়ক পালা-বন্দী গান।

শ্রীজয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মহাজনই বিচ্ছিন্ন ভাবে গোবিন্দলীলা-গীতি বা 'পদ' রচিয়াছেন—প্রাণে যখন যেমন রস আস্বাদ করিয়াছেন, তাহাই গীতাগুলি রূপে প্রকটিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে, রস-কীর্ত্তন বা লীলা-কীর্ত্তন বৈষ্ণব সাধনার একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়া উঠিল।

রসের একটা মূর্ত্তি আছে—কীর্ত্তন গানের ও একটা প্রাণ আছে—রস-স্ফূর্ত্তির একটা ক্রমিক ধারা—সুর-বিন্যাস বা পর্য্যায় আছে। উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি। ব্রজের রস - সখ্য বাৎসল্য মধুর—এই তিনটী। অতএব, প্রত্যেক রসটী সমগ্র ভাবে ফুটাইতে হইলে, কোন একজন মাত্র মহাজনের পদ যথেষ্ট নহে। কাহারও হাতে গোষ্ঠ, কাহার ও বা বাৎসল্য, কাহার ও বা সখ্য, মান, রাস কিম্বা মাথুর রস ভাল ফুটিয়াছে।

[কীর্ত্তন] জিনিষটা শুধু একটা কালোয়াতী কস্‌রত্ বিশেষ নহে। ইহা ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস। যেখানে প্রাণ নাই, সেখানে 'কীর্ত্তন' খুল্‌বেনা। যখন যে গানটী, যে 'পদ'টী গীত হইবে, তখন কীর্ত্তনীয়াকে সেই ভাবে ভাবিত হইতে হইবে—তবেই কীর্ত্তন সার্থক হইবে—অন্যথায় নহে। সুর তালটা কীর্ত্তনের বহিরাবরণ মাত্র। কীর্ত্তন কি শুধু সুরতালে সুমিষ্ট বা প্রাণ-স্পর্শী হয়? গায়ক যদি গানের প্রাণটী টেনে বাহির করিতে পারেন তবেই হইবে, নহিলে নহে। তাহার জন্য করিতে হয় কি? আপনা ভুলিতে হয়। শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হ'য়ে—আবিষ্ট হ'য়ে—অনুপ্রাণিত হ'য়ে—তন্ময় হ'য়ে—পদ-বর্ণিত ভাবটা প্রাণে অনুভব ক'রে—প্রাণের কান্নাটা বাহিরে টেনে বাহির ক'রে গাওয়াটাই যথার্থ কীর্ত্তনাঙ্গ গান বা পদাবলী-কীর্ত্তন—এবং এইরূপ ভাবে ভাবিত হ'য়ে, শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে—শ্রীমদ্ভাগবত যাহাকে বলিয়াছেন "শুশ্রূষু"—সেই ভাবে, শুনিতে পারিলে কীর্ত্তন শ্রবণ সার্থক। কীর্ত্তন-গায়ক এবং শ্রোতা উভয়েরই পরস্পর-সম্বন্ধ দায়িত্ব আছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়ের সূচনা হইল এবং তিনটী প্রধান কীর্ত্তন-ধারার উদ্ভব হইল—(১) মনোহর-সাহী—বীরভূম বোলপুর অঞ্চলের ঐ নামীয় একটা পরগণায় প্রথম সূচিত এবং পরিপুষ্ট। (২) গরণহাটী—রাজসাহী জিলার খেতুর [শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান] অঞ্চলে প্রচলিত। (৩) রেণেটী—উড়িষ্যায় প্রচলিত।

বঙ্গদেশে কেন, বলিতে গেলে অন্যত্রও, এখন, একমাত্র মনোহর-সাই কীর্ত্তনই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এবং সাধারণ্যে প্রচলিত। অন্য দুইটী ধারা লুপ্ত-প্রায়।

[রস-আস্বাদন]

(১) নাম-সঙ্কীর্ত্তন (২) রস-কীর্ত্তন (৩) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ মনন পরিচিন্তনের ভিতর দিয়া রস-সাধনা, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্ব। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা এই :—

"বহিরঙ্গ সনে নাম-সংকীর্ত্তন
অন্তরঙ্গ সনে রস-আস্বাদন"

[রসাস্বাদন] কথাটী প্রণিধান-যোগ্য। যাহা [আস্বাদন] করা যায়, তাহার নাম [রস]। রস অনুভূতির বিষয়। আত্মা যে ধর্ম্মের দ্বারা নিখিল বস্তু-সত্ত্বা হইতে আনন্দ আহরণ করে, তাহার নাম রস।

আনন্দও আস্বাদনীয়, রসও আস্বাদনীয়; সুতরাং, [রস] এবং [আনন্দ] মূলতঃ, একই বস্তু—আস্বাদের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন নাম মাত্র—যথা, রস-গোল্লা এবং সন্দেশ।

[জ্ঞান] ও [রস] এক জিনিষ নহে। রস জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু। জ্ঞান বিশ্লেষণ করে—তর্ক বিতর্ক করে—বিচার করে—খণ্ড খণ্ড পরিচয় দেয়। রস দেয় অখণ্ডের সন্ধান—সমগ্রের অনুভূতি—পূর্ণের পরিচয়—অরূপ-রতনের সঙ্গ লাভ। জ্ঞানের সাহায্যে রসে পৌছান যায় সত্য; কিন্তু, জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, পরান্ত—রস সেখানে সমর্থ। রস জ্ঞানা-তিরিক্ত বস্তু।

রস চিন্ময়, অখণ্ড, স্ব-প্রকাশ। রসের একটা মাদকতা আছে—মধুরতা আছে—হৃদয়-দ্রাবী মোহিনী শক্তি আছে। রস-শাস্ত্র বলেন—মধুপ যেমন মধু-লোভে উন্মত্ত হয়, রসে তেমনি ধীমান ব্যক্তিগণ মাতোয়ারা, আত্মহারা হয়েন।

রস এক লোকোত্তর চমৎকার বিস্ময়কর সামগ্রী। ইহা এই মর জগতের জিনিষ নহে। ইন্দ্রিয়গ্রামের পথে ইহার যাওয়া আসা বটে, কিন্তু, ইহার জন্মস্থান এবং বিলাস-ক্ষেত্র সেই লোকাতীত অতীন্দ্রিয় অমর-নিকেতন—সেই "অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং"—সেই "আনন্দরূপমমৃতং"—"রসো বৈ সঃ"—সেই "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"।

[অন্তরঙ্গ]

[অন্তরঙ্গ] কথাটীও ভাবিবার বিষয় বটে। ইহা যোগ্য অধিকারী ব্যক্তিকে বুঝায়। ইহাকে Inner Circle বা Esoteric Circle বলা চলে। সাধনার তারতম্যানুসারে অধিকারভেদ স্বীকার হিন্দুস্থানের একটা বড় সত্য কথা। এ দেশে aristocracyও যেমন আছে democracyও তেমন। ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রেও তাহা বাদ যায় নাই। সকলের জন্যই অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা আছে। সকলেরই সব বিষয়ে জন্মগত সমান অধিকার মানিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রেও তাহাই একেবারে চালাইলে মারাত্মক ফল অবশ্যম্ভাবী।

অপরন্তু, হিন্দু কাহাকেও চিরকালই নীচে রাখিবার ব্যবস্থা করেন নাই—বিশেষতঃ ধর্ম্মসাধন ক্ষেত্রে। হিন্দু বলেন "হরিভক্তি-পরায়ণঃ" হইলে, তথা-কথিত "চণ্ডালঃ" ও "দ্বিজ-শ্রেষ্ঠঃ"। গুহক চণ্ডালকে নারায়ণাবতার স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র কোল দিয়াছিলেন। যবন হরিদাস ব্রাহ্মণেরও নমস্য ছিলেন।

যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন সাধারণের জন্য অধিকার নির্ব্বিশেষে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু, শ্রীরাধামাধবের প্রেম-লীলা কীর্ত্তন—ঐ রস-লীলা আস্বাদন—যোগ্য অধিকারী ব্যক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিলেন।

তাঁহার "অন্তরঙ্গ" সঙ্গী মাত্র সাড়ে তিন জন ছিলেন। একজন ছিলেন স্বরূপ দামোদর, দ্বিতীয় ছিলেন রায় রামানন্দ, তৃতীয় ছিলেন শিখি মাইতি, এবং স্ত্রীলোক বলিয়া অর্দ্ধখানা গণ্য, শিখি মাইতির ভগ্নী—বৃদ্ধা তপস্বিনী-তুল্যা মাধবী বৈষ্ণবী।

[প্রকৃতি]

এ সংশ্রবে, 'প্রকৃতি'-ভাবে ভজন, অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণই জগতে একমাত্র পুরুষ—আর সকলেই নারী—এই জ্ঞানে, নিজকে 'প্রকৃতি'ভাবে ভাবিত করিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন শ্রীচৈতন্যদেব -প্রকটিত বৈষ্ণব সাধনার একটা বিশেষ তত্ত্ব এবং এ পথে ব্যবহারিক সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে 'প্রকৃতি'-সংস্রব ত্যাগই আদর্শরূপে প্রচারিত এবং নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এমন কি, উপরোক্ত তপস্বিনী-তুল্যা বৃদ্ধা মাধবী বৈষ্ণবীর হস্তে মাধুকরী-ভিক্ষা গ্রহণ অপরাধে, ছোট হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যদেব বর্জ্জন করিয়াছিলেন :—

"প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি দরশন
প্রভু কহে না করোঁ মুই তার মুখ দরশন"

[বৈষ্ণবের ধ্যান]

বৈষ্ণবের ধ্যান বলিতে বুঝায় "ধ্যানং রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনম্"—শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ লীলা সেবা ইত্যাদির সম্যক্ পরিচিন্তন।

"কীর্ত্তন" এ বিষয়ে একান্ত-সহায়কারী এবং সাধনের এক অপরিহার্য্য এবং অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কীর্ত্তন [রস-কীর্ত্তন] যত্র তত্র হয় বটে এবং যে সে যোগ দেয় বটে। কিন্তু, অন্তরঙ্গ ভাবের সাধক যিনি তাঁহারই উত্তম ফল লাভ হয়—অন্যের নিকট বিপরীত উৎপত্তি হয়।

বৈষ্ণব সাধকের নিকট—লীলা-কীর্ত্তন শ্রবণ, যাত্রা-শুনা অভিনয় দেখা কিম্বা কালোয়াতী সঙ্গীত শ্রবণের ন্যায়—বহিরঙ্গ বিষয় নহে। উহা একটা "হৃৎকর্ণরসায়ন"—"সর্ব্বাত্ম-স্নপন"—সম্ভোগের ব্যাপার।

রস-কীর্ত্তনের সদ্য ফল জীবের হৃদ্-রোগের শান্তি, কামের লোপ এবং শুদ্ধ প্রেমোদয়। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। শ্রীহরির রস-লীলা যিনি বর্ণন করেন তিনি ধন্য, যাঁহারা শোনেন তাঁহারা ধন্য, এমন কি—প্রশ্ন-কর্ত্তা বা জিজ্ঞাসু পর্য্যন্ত ধন্য। যথাহি :—

"বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ
পুমাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি
বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৄং
স্তৎপাদসলিলং যথা"

শ্রীহরির পাদপদ্ম-সম্ভূতা জাহ্নবী ত্রি-লোক পবিত্র করেন। তদ্রূপ, শ্রীহরি-বিষয়ক প্রসঙ্গ নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই পবিত্র করে—যিনি বলেন তিনি ধন্য, যিনি জানিতে চাহেন বা প্রশ্ন করেন তিনি ধন্য এবং শ্রোতৃবর্গ ধন্য ॥

[পদকল্প-তরু]

ভাব-জমাটের জন্য—এক একটা সমগ্র লীলা বা পালা [রস-পর্য্যায়] আনুপূর্ব্বিক গাহিবার রীতি হইল। এই উদ্দেশ্য-কল্পে, পদাবলী-সংগ্রহ পালানুযায়ী হওয়ার প্রয়োজন হইল। বর্ত্তমান-প্রচলিত [পদকল্প-তরু] গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্যে প্রথম চেষ্টা। সে আজ প্রায় ২০০ বৎসরের কথা। বটতলার অনুগ্রহে, এই অমূল্য সম্পত্তি রক্ষিত হইয়াছে। ঐরূপ পদাবলী-সংগ্রহ গ্রন্থ আর ও কয়েক খানা হইয়াছে [পদসমুদ্র, পদামৃত, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি]।

বর্ত্তমান নব্য যুগের ভাবধারানুযায়ী, অথচ, প্রাচীন রসশাস্ত্র-সঙ্গত, প্রণালী ধরিয়া নূতন ভাবে পদাবলী সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায়, বর্ত্তমান গ্রন্থ তৎ-কল্পে প্রথম চেষ্টা।

[বর্ত্তমান গ্রন্থ]

মহাজন-পদাবলীতে তথা-কথিত অশ্লীলতা বা আপাতঃ-দুর্ব্বোধ্যতা বা অন্যবিধ কুসংস্কারের বাধা বশতঃ, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজ এই অপূর্ব্ব রস-সায়রে আশানুরূপ প্রবেশ লাভ করেন নাই বা করিতে চেষ্টান্বিত হয়েন নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই অভাব পূর্ণ হইবে আশা করি।

এ গ্রন্থ যাহাতে গৃহে গৃহে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হস্তে নিঃসঙ্কোচে দিতে পারা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

প্রকাশিত অপ্রকাশিত বহুতর গ্রন্থ—কীর্ত্তনীয়াদের পাঁজি পুঁথি—যেখানে যাহা পাইয়াছি—কাজে লাগাইয়াছি। এখন, সকলে নিজ নিজ অধিকার এবং সাধন-সীমা অনুসারে, রসাস্বাদন—রস-বিতরণ—রস-পরিবেশন—করিয়া কৃতার্থ হউন, ইহাই কামনা।

গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, অনন্য-কর্ম্মা হইয়া এ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সময় এবং সুযোগ পাই নাই। ১০ বৎসর পূর্ব্বে—রাজকার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানে থাকা কালীন—বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম ভাবের স্ফুরণ হয়। তথা হইতে, বীরভূম সিউরীতে যাই। তথায় থাকা কালীন—এই লীলা-গ্রন্থের সূচনা আরম্ভ হয় এবং প্রেমিক-প্রবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের উৎসাহে, গ্রন্থন-কার্য্য দ্রুত গতি লাভ করে। সে আজ ৬।৭

বৎসরের কথা। আর আজ—স্বল্পাবকাশ উপলক্ষে—'দেব-গৃহে'—নিজ কুটীরে—ইহার পরিসমাপ্তি—সকলই শ্রীভগবল্লীলা।

প্রতি পদে "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" সার্থক এবং সত্য প্রতিপাদিত দেখিয়া—কৃতার্থ বোধ করিতেছি॥ ইতি॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু॥

'রঞ্জন-কুটীর'
নন্দন পাহাড়
দেওঘর
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ

পুনশ্চ—দেখিতে দেখিতে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। সকলই ঐ [লীলা] সায়রের [বেলা] ভূমিতে সেই বট-কৃষ্ণ [বটু] দেবতারই [খেলা] অলমতিবিস্তরেণ। ইতি। কলিকাতা, ভবানীপুর। শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা, ১৩৩১।

[নিবেদন]

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার প্রধান অধিনায়িকা—বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—পৌর্ণমাসী। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদেশে শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী-রচিত বিদগ্ধ-মাধব নাটকের উপসংহারে আনন্দাশ্রুধারাপ্লুতা পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন :—

"প্রথয়ন্ গুণবৃন্দমাধুরীমধিবৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরং
সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা শুভমভ্যস্যতু কেলিবিভ্রমং"

হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার সদ্গুণ সমূহের মাধুরী বিস্তার করিয়া বৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরে শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বদা শুভ কেলিবিভ্রম অভ্যাস কর।

"অন্তঃকন্দলিতাদরঃ শ্রুতিপুটীমুদ্ঘাটয়ন্ সেবতে
যস্তে গোকুলকেলিনির্ম্মলসুধাসিন্ধোস্যবিন্দুমপি
রাধামাধবিকামধোর্মধুরিমস্বারাজ্যমস্যার্জয়ন্
সাধীয়ান্ ভবদীয়পাদকমলে প্রেমোর্ম্মিরুন্মীলতু"

যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ মধ্যে সমাদরে শ্রুতিযুগল উদ্ঘাটন করিয়া তোমার এই গোকুল-কেলির নির্ম্মল সুধাসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও সেবা করিবে, তাহার রাধামাধবের মাধুরীরূপ স্বারাজ্য-অর্জ্জন-কারী দৃঢ়তর প্রেমতরঙ্গ তোমার পদকমলে উদিত হউক।

[যদুনন্দন দাসের অনুবাদ]

(১)

"বৃন্দাবন নিকুঞ্জকন্দর মনোহর
বিস্তারয়ে গুণবৃন্দ মাধুর্য্য সকল"
"রাধিকার সঙ্গে কেলি-বিভ্রম তোমার
অভ্যাস করহ সদা মঙ্গল বিচার"

(২)

"গোকুলনির্ম্মলকেলিসুধাসিন্ধুকণা
হৃদয়-শ্রবণ স্নিগ্ধে সেবে যেই জনা"
"হে রাধামাধবমধুমাধুরী স্বারাজ্য
এই নিবেদন মোর করহ সাহায্য"

"তুয়া পাদপদ্মে অতি প্রেম উদ্দীপনে
সদাই উদয় তার হউক মরমে"

[প্রার্থনা]

বৈষ্ণবের বৃন্দাবন শুধু বাহিরে নহে—তীর্থ-বিশেষে আবদ্ধ মাত্র নহে—বাহিরেও বটে, অন্তরেও বটে—গৃহ-পরিবারে, সংসারের নিত্য কর্ম্মে, ভাবে চিন্তায় হৃদয়ে—সর্ব্বত্রই এই আনন্দ-ক্ষেত্র—নিত্য বৃন্দাবন—নব বৃন্দাবন।

নিত্য-যুগল-লীলার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন—ইহার জাগ্রত অনুভব—শুধু নয়ন দিয়া—শুধু কর্ণ দিয়া নহে—হৃদয় দিয়া আস্বাদন [কারণ, ইহা যে "হৃৎ-কর্ণ-রসায়ণ"]—ইহাই বৈষ্ণবের চির-কাম্য বিষয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের চির-প্রসিদ্ধ প্রার্থনাগুলি এই ভাবেই ভরপুর।

জনসাধারণের ভিতরেও এই ভাব এ দেশে কিরূপ মজ্জাগত তাহার ইঙ্গিতস্বরূপ একটী মাত্র গ্রাম্য সঙ্গীত নিম্নে দিলাম।

[হরি হে আমার এই বাসনা]
সদাই হেরি নয়ন ভরি
বংশী-ধারী কালা সোণা।
মন-চোরা রাখাল বেশে
আমার [প্রাণের মাঝে] দাঁড়াও এসে
আমার এই দেহ হউক [কদম-তলা]
অশ্রুজল হউক [যমুনা]
বাজায়ে কুল-নাশা বাঁশী
ব্রজের খেলা খেলাও আসি
আমার এই দেহ হউক [ব্রজের মাটী]
এ প্রাণ হউক [ব্রজাঙ্গনা]
[হরি হে আমার এই বাসনা]

——০——

[চণ্ডীদাসের চারিটী নূতন প্রকাশিত পদ]

প্রথম পদটী অতি মূল্যবান। কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইহার চারিটী লাইন উদ্ধৃত আছে। মহাপ্রভু শান্তিপুরে এই গান শুনিয়াছিলেন।

(১)

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জ্বারে॥
দিবা নিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই।
যথা গেলে কানু পাই তথা উড়ি যাই॥
হেদেরে দারুণ বিধি তোরে যে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা॥
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল॥

(২)

একদিন আসি গিছিলাঙ যমুনা
সকল সখীর সনে।
আচম্বিতে হেদে আমারে দেখিয়া
হাসিল নয়ান বাণে॥
সে জন কে বটে না দেখি তাহাকে
আমারে না দেখে সে।
তাহার লাগিঞা সদা প্রাণ কান্দে
এ কথা বুঝিবে কে॥
সে দিন অবধি হেদে নিরবধি
আন নাহি মোর মনে।
কে কহ সে জনা বুঢ়ুক বেদনা
বল দেখি কোন্ জনে॥
কহে এক নারী শুন বিনোদিনী
যতনে শুনহ রাধে।
নন্দের নন্দন ব্রজের জীবন
জগতে এ নাম সাধে॥
এ নাম শুনি রাই বিনোদিনী
অমিয়া ভরল দেহা।
কহ কহ পুন মধুর বচন
কি বা সে তাহার লেহা॥
চণ্ডীদাস কহে সেই যে বটয়ে
নন্দের নন্দন কানু।
তরুয়া কদম্বে সে জন বসিঞা
পুরএ মোহন বেণু॥

(৩)

সখি কি কহব নিশির রঙ্গ।
যো নব নাগর রসিক শেখর
হইল তাহার সঙ্গ॥
বিনোদ জলদ বরণ যে জন
চূড়াটি বান্ধিঞা টানে।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
মুকুতা প্রবাল সনে॥
মধু মৃদু হাসি ঝরে কত রাশি
কটাক্ষ কি তার ভাতি।
হেন মনে করি গাগরি গাগরি
ভরিঞা ভরিঞা রাখি॥
মোহন মুরলী বদন সে জন
নিশিতে আসিঞা সেই।
ধর ধর পর অতি মনোহর
হার পরাইঞা দেই॥
হেন বেলায় জাগে পাপ ননদিনী
উঠিল আগিনা মাঝে।
আস্তে ব্যস্তে হেদে তাহারে উঠাত্যে
পাইল বড়ই লাজে॥
তরাসে তখনি কবাট ঘুচাঞা
কানু উঠাইঞা দিল।
চণ্ডীদাসে কয় হেন মনে লয়
ননদী জানিঞাছিল॥

(৪)

সই কে জানে এমনি হব।
পরিণাম সারা ভাবিতে সংশয়
তাহারে পরাণ দিব॥
হাসিতে হাসিতে শ্যামের সহিতে
করিলাঙ প্রেমের লেহা।
জাতি কুল ছিল সকলি মজিল
কবে হারাইব দেহা॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
কেবল বিষের রাশি।
কুটিল হৃদয় জানিল সদয়
মুখেতে অমৃত হাসি॥
সকল ছাড়িঞা সরল জনএ
তাহারে কর‍য়ে হেন
কে বলে দয়ার ঠাকুর সে জন
বিষের সমান জেন॥
যাবত জীবন যে নারী ধরয়ে
পাছে করে পর প্রেমা।
সে জনা মরিঞা যাউক তখনি
বুঝিঞা দেখিলাঙ রামা॥
বিষে সে কালিয়া মারিল ভালিঞা
কালিয়া প্রেমের ফান্দে।
তাহার লাগিঞা এ দুটী নয়ান
নিরবধি কেনে কান্দে॥

৭

ছারেখারে যাউক কুলের গরিমা
মরিঞা যাউক সে।
পরবশ হঞা যে নারী থাকয়ে
পিরীতি করয়ে যে॥

চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
ঐছন হি রীতি তার।
প্রেমের পাথার আ-পার সাঁতার
নাহিক উপায় পার॥

—০*০—

[শ্রীচৈতন্যদেবের অনুভব]

"এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত
বাহিরে বিষ-জ্বালা হয় অন্তরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত"

"এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন"

[শ্রীদঃ]

——:*:——

[রস-বিবৃতি]

—ঃ০ঃ—

[পৃষ্ঠা

——০:০——

[বিষয়-সূচী]

—:*:—

—:o:—

পদ-সূচী



[ঞ]

পৃষ্ঠা]

[ফ]

পৃষ্ঠা]

পৃষ্ঠা]

পৃষ্ঠা]

[য]

পৃষ্ঠা]

পৃষ্ঠা]

[স]

———:০:———

[শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ]

" রাধা প্রেম-ঘনা
কৃষ্ণঃ আনন্দঘন-বিগ্রহঃ
যতো রাধা ততঃ কৃষ্ণঃ
স যতঃ সা ততস্ততঃ "

যেখানে [প্রেম] সেখানেই [আনন্দ]—যেখানে [রাধা] সেখানেই [কৃষ্ণ]

প্রেম-আনন্দ এই দুইয়ের অচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধ লইয়াই নিত্যলীলা। রাধা-কৃষ্ণ যুগলই নিত্য সত্য।

[ভাব] যেখানে—"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"ও সেখানে। বিশুদ্ধ [প্রেম] যেখানে, [মহাভাব] যেখানে—রস-ব্রহ্ম, মধু-ব্রহ্ম অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, আনন্দ-ঘন ঠাকুরটীও সেখানে।

[প্রেম]কে দিয়াই [আনন্দ]কে ধরিতে হয়। অপরন্তু, প্রেমের দায়েই [আনন্দ] বশীভূত, আবদ্ধ।

ঋষি বলেন "যত্র জীবস্তত্র শিবঃ"। কিন্তু, ভক্ত বলেন "যতো রাধা ততঃ কৃষ্ণঃ"।

সকল আরাধনার চরম সফলতা আনন্দে। অপরন্তু, আনন্দ-স্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত্ত পূর্ণপ্রকাশ, সংসিদ্ধি, সার্থকতা শ্রীরাধাত্বে।

অতএব, জীবনে মরণে, জনমে জনমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি—এই নিত্য যুগল-কিশোরের নিত্যলীলাই জয়যুক্ত হউক।

——০*০——

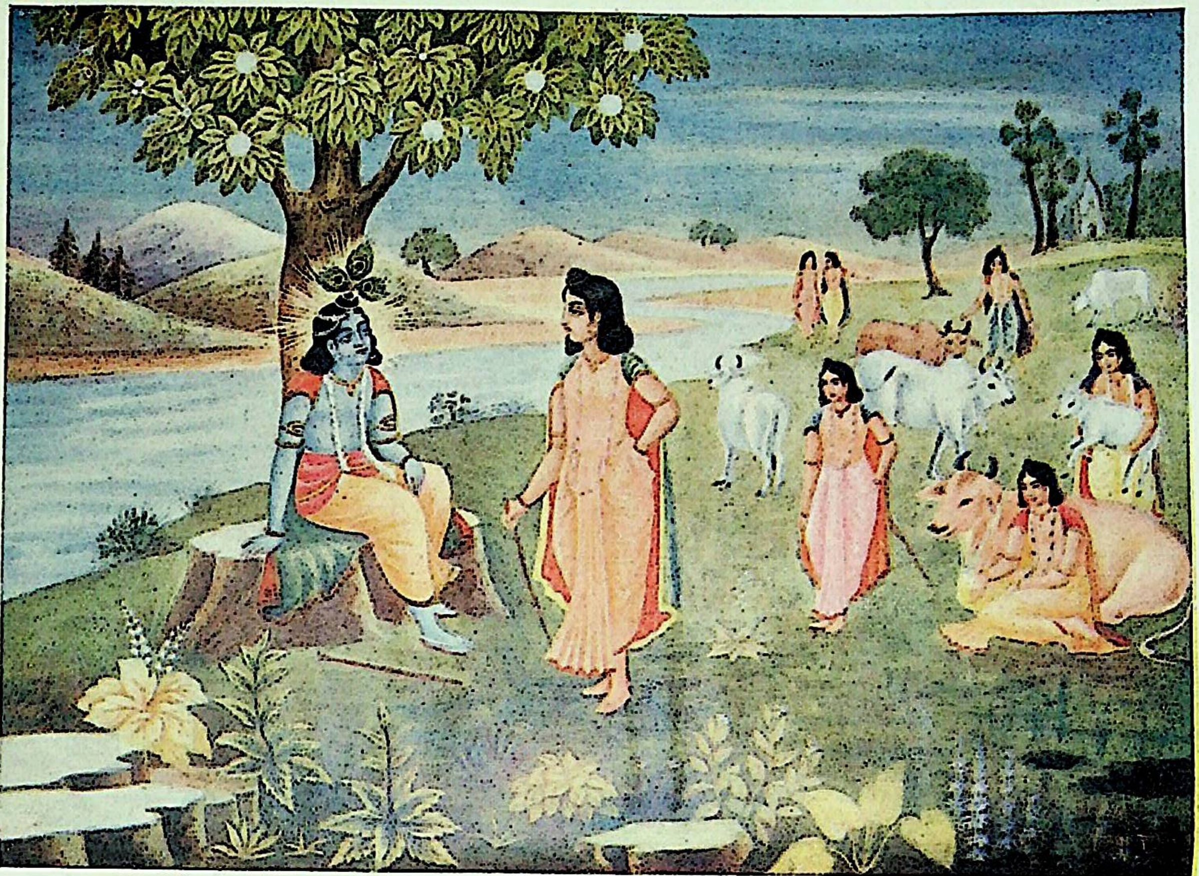
[প্রেম-মহিমা]

"শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে 'গোপী-গীত' পর্ব্বে আছে যে গোপীগণ যমুনা-পুলিনে গমন পূর্ব্বক দেহ-গেহাদি কিছুতেই অভিনিবেশ না রাখিয়া, সকলে মিলিত হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত অতি মধুর স্বরে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ইহাই জ্ঞানী ও যোগীর সহিত ভক্তের সাধন-বৈষম্য। জ্ঞানী ও যোগী কামোৎপত্তির ভয়ে নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে সাধন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ ভজন-বন্ধুদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া মদনমোহনের উপাসনা করেন। স্বয়ং ভগবান্ প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে ঐ তিন সম্প্রদায়েরই সাধন প্রণালী বলিয়াছেন। তিনি জ্ঞানীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"জ্ঞানী বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংযত হইয়া একাকী নির্জ্জনে অনন্যচিত্তে ধ্যান করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।" যোগীর প্রসঙ্গেও ঐরূপ বলিয়াছেন;—"যোগী সংযতচিত্ত নিরাশী ও অপরিগ্রহ হইয়া একাকী নির্জ্জনে আত্মসংযম করিবেন।" ভক্ত-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"ভক্তগণ একত্র মিলিত হইয়া মদ্‌গত চিত্তে ও মদ্‌গত প্রাণে পরস্পর আমার লীলা বুঝাইয়া ও বুঝিয়া, আমার কথা আলাপনেই পরিতুষ্ট ও পরম আনন্দিত হইয়া থাকেন।" ফলতঃ, জ্ঞানী অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় স্বকীয় সত্তা বিসর্জ্জন দেন, যোগী আপনাকেই সচ্চিৎস্বরূপ করিয়া একাকী অন্তরে অন্তরে আনন্দাস্বাদন করেন এবং ভক্ত বন্ধুভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া, অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

এখানেই প্রেমের মহিমা বুঝিতে পারা যায়। [আনন্দঘন]-মূর্ত্তি [ভগবান] সেব্য এবং [প্রেমঘন]-মূর্ত্তি [গোপী]—সেবক। আনন্দ জ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, যোগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, প্রেমকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। উত্তমর্ণ মরিয়া গেলে, অধমর্ণ বাঁচিয়া যায়; জ্ঞানী ব্রহ্মসত্তা-সাগরে ডুবিয়া মরিলেন,—ভগবান বাঁচিয়া গেলেন; যোগী সচ্চিৎ সমুজ্জ্বল হিরণ্যগর্ভে মিশিয়া গেলেন, ভগবান বাঁচিয়া গেলেন। পরন্তু, প্রেমিক মরিতে চাহেন না; মরিয়াও চিন্ময় নিত্য দেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল ভগবানকে তাগাদা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে। এই জন্যই ভগবান সহজেই মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি দিতে বড়ই ভয় করেন।"

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব রাগ





বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ

"বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্য লীলা"

একদিন গোচারণে [illegible] সুবল সখার সনে
বসি এক তরুয়ার তলে।
ন [illegible] [illegible] কিছু মৌন ধরি
সুবল সখার পানে চায়॥

(সুবল সখার উক্তি)

রাগ ধানশী

অরুণ নয়ন হেরিয়ে তোহে শ্যামচিত।
হরে গেও মুরলি-আলাপন গীত।
ময়ন না কহ কাহে প্রাণ-সাঙাতি।
ভুলা মুখ হেরি জনায় নহ [illegible]
মরকত জিনিয়া যো [illegible]
সো অব ঝামর কুবলয়-ভাতি।
হেরইতে নিরমল লোচন লোর।
কো জানে কৈছে করত উহি [illegible]
শুনইতে ঐছন সহচর বাণী।
ছোড়ি নিশাস উনতাবল [illegible]
দর-অবগাহ মরম-অভিলাষ।
সমুঝিয়া কহ ঘনশ্যাম দাস।

(কৃষ্ণের উক্তি)

সখা হে কহ [illegible] উপায়।
[illegible] কোন মত [illegible] না পারিয়ে [illegible]
[illegible] জানিতে হিয়ায়॥
[illegible] আমার বচন [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রী[illegible]র পূর্ব্ব রাগ





বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ

["বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্য লীলা"]

এক দিন গোচারণে সুবল সখার সনে
বসি এক তরুয়ার ছায়।
নন্দর নন্দন হরি রহে কিছু মৌন ধরি
সুবল সখার পানে চায় ॥

(সুবল সখার উক্তি)

বালা ধানশী

অনুখন হেরিয়ে তোহে আন-চিত।
দূরে গেও মুরলি-আলাপন গীত ॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ-সাঙ্গাতি।
তুয়া মুখ হেরি জলত মঝু ছাতি ॥
মরকত জিনিয়া যো কলেবর-কাঁতি।
সো অব ঝামর কুবলয়-ভাতি ॥
হেরইতে নিরমল লোচন জোর।
কো জানে কৈছে করত হিয় মোর ॥
শুনইতে ঐছন সহচর-বাণী।
ছোড়ি নিশাস উলটায়ল পাণি ॥
দূর-অবগাহ মরম-অভিলাষ।
সমুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ১ ॥

(কৃষ্ণের উক্তি)

সখা হে কহ দেখি কি করি উপায়।
হিয়া করে কোন মত সহিতে না পারিয়ে ত
নিরন্তর জলিছে হিয়ায় ॥
হৃদয়ের কথা জান আমার বচন শুন
কহ দেখি আমার মরম।
মরম-ব্যথিত তুমি কি আর বলিব আমি
নয়ানে হৈয়াছে এক ভ্রম ॥

(সুবলের উক্তি)

এমন কেনে বা হলে
কি বা কোথা দেখে এলে
কহ না মরম-কথা তুমি।

আমি যে তোমার দাস
পূরাব মনের আশ
নিশ্চয় কহি যে এই আমি ॥
শুন ওরে প্রাণের কানাই।
দেখিয়া তোমার মুখ
বিদরিয়া যায় বুক
প্রাণ ফাটে তুয়া মুখ চাই ॥

——:০:——

(কৃষ্ণের উক্তি)

তখন সখারে করিয়া কোরে
মরম কথাটি বলে।
দেখিয়া আইলাম এক নারী।
তাহার রূপের ছান্দে পরাণ পুতলি কান্দে
তিল আধ তারে না পাসরি ॥
সঙ্গের সঙ্গিণী যত তাহারা তাহারি মত
মরম কহিলুঁ আমি তোরে।
নিত্যানন্দ দাসে ভণে এ কথা না কহ কেনে
আমি মিলাঞা দিব তারে ॥

——০——

গান্ধার না ধানশী

কালিয়দমন দিন মাহ।
কালিন্দি-কূল কদম্বক ছাহ ॥
কত শত ব্রজ-নব-বালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা ॥
তোঁহে কহু সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জানু দিবা রাতি ॥
তঁহি ধনি-মণি দুই চারি।
তঁহি মনমোহিনী এক নারী ॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দিঠি ॥

অনুখন তঁহিক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ-বেয়াধি ॥
দিনে দিনে খীন ভেলা দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নব লেহা ॥ ২ ॥

—০§০—

তিরোতা—ধানশী

অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনক লতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণী-হীন হিম-ধামা ॥
নয়ন-নলিনি দৌ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙু বিভঙ্গি-বিলাস।
চকিত-চকোর- জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর-পাশ ॥
পয়সি পয়াগে জাগ-শত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক
গোপী-জন অনুরাগী ॥ ৩ ॥

—০০০—

ধানশী

কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশি-বয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুয় নয়না ॥

দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর ॥

মানস রহল হিয়া পর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥

শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব ॥

আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ ॥ ৪ ॥

—)০(—

অপূর্ব্ব সে অকস্মাতে
দেখিল নয়ান ভিতে
পূর্ব্বাপরে যা দেখিল ভাই।
শুন সখা মন দিয়া
যেমন করিছে হিয়া
শ্রবণ পরশে কিছু কই ॥

পূর্ব্বাপর যে দেখিল তাহা কিছু রাগ হৈল
সেইরূপ পূর্ব্বরাগ হৈল।
পূর্ব্বরাগ আগি হেন জলিয়া উঠিছে যেন
ইহার উপায় কিছু বল ॥
সেই হইতে জনু মোর মরমে হৈয়াছে ভোর
তনু মন সব হৈল চল।

[তার পর দিন বৃকভানুপুরে]

আচম্বিতে পর দিনে ধবলী চলিলা বনে
গেও বৃকভানুপুর দিয়া।
দেখিল ধবলী নাই খুঁজিল অনেক ঠাঁই
অনুসরি চলিল পাঁজিয়া ॥
দেখি সে খুরের চিহ্ন বহি যাই ভিন্ন ভিন্ন
পদ অনুসরি গেল চলি।
বৃকভানুপুর বনে আনের ধেনুর সনে
ধবলী মিলিয়া গেল ভালি ॥
তাঁহা যে দেখিল ভাই অকথ্য কথন এই
কহিতে উঠয়ে মনে রাগি।
ছায়া সম তা দেখিল বাহির হইয়া গেল
বৃকভানু মহলেতে উগি ॥

মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁখে।
ধনীর রূপের ছটা কোটি চাঁদ জিনি ঘটা
কত সুধা বরিখয়ে মুখে ॥
স্বপ্ন সম দেখি তারে ছায়ার সমান পুরে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।
চণ্ডীদাস কহে তাথে শুন প্রভু যদুনাথে
একথা বুঝি আন কাজে ॥ ৫ ॥

সুহই

দেখিয়া মূরতি রূপের আকৃতি
মরমে লাগল তাই।
যেই সে দেখিল তৈখন হইতে
কিছু না সম্বিত পাই ॥
ধবলি লইয়া আইনু চলিয়া
শুনত সুবল সখা।
সেই নব রামা আর পুন বেরি
কখন হইবে দেখা ॥
কহিলু মরম তোমার গোচরে
শুনহে সুবল তুমি।
মরম বেদন জানে কোন্ জন
বিকল হইল আমি ॥
সেই কথা মোর মনে পড়ি গেল
কহব কাহার আগে।
কালি হতে মন করিছে কেমন
হৃদয় ভিতরে জাগে ॥
শুইতে না হয় নিঁদের আলিস
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি মোর সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে ॥

কি হল অন্তরে হিয়া জর জর
বিন্ধল সন্ধান শরে।
জর জর কৈল পরাণ পুতলি
মন মত্ত হাতিবরে॥
চণ্ডীদাসে বলে শুনহ রসিক
নাগর চতুর কান।
হইবে দরশ করিবে পরশ
ইহাতে নাহিক আন॥ ৬॥

—(০)—

(কহেন সুবল সখা) :—

তোমার মরম বুঝিনু করম
শুন রসময় কান।
তা সনে মিলনে করাব যতনে
ইহাতে নাহিক আন॥
তোমার মরম আমি ভালে জানি
শুনহ মরম সখা।
বুঝিব চরিত জানিব বেকত
তোমারে করাব দেখা॥

—*—

(বিশাখা সখীর আগমন)

সুবলে নাগরে কহয়ে কথা
বিশাখা সুন্দরী আইলা তথা।
কি কথা কহিছ সুবল সনে
কহিতে কহিতে কাঁদিছ কেনে।
বলি শুন ওহে সুনাগর রাজ
আমারে কহনা মনের কাজ।
মনের মরম কহিবে যবে
বেদন বাটিয়া লইব তবে।
দূতীমুখে শুনি হরষ প্রাণ
দাস গোবিন্দে কহিছে জান।

—+—

(কৃষ্ণের উক্তি)

সকলি কহব তোমারি কাছে।
না কহিলে প্রাণ নাহিক বাঁচে॥
দেখিয়া আইলাম এক নব নারী।
আমার পরাণ সে কৈরাছে চুরি॥
কহিতে কহিতে সজল আঁখি।
নিত্যানন্দ দাস মরমে দুখী॥

—:(*):—

[আঙ্গিনা মাঝে]

তুড়ি

তড়িত বরণী হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন্ বা রাজে॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ॥

—]*[—

শ্রীগান্ধার

একে যে সুন্দরী কনক পুতলী
খঞ্জন লোচন তার।
বদন কমলে ভ্রমরা বুলয়ে
তিমির কেশের ধার॥
সই! নবীনা বালিকা সেহ।
দেব উপজিল দেখিতে না পাইল
সুমতি না দিল কেহ॥
নজরে নজরে পরাণে পরাণে
ধৈরজ উঠাল সে।
সঙ্গে কেহ নাই শুন কহি ভাই
কাহারে সুধাবে কে॥ (চণ্ডীদাস)

—:○:—

সুহই

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি-তরঙ্গ॥
কি হেরলোঁ অপরূপ গোরি।
পৈঠল হিয় মাহ মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন-বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল-পরকাশ॥
যাঁহা যাঁহা লহু হাস-সঞ্চার।
তঁহি তঁহি অমিয়া-বিকার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তঁহি তঁহি মদন-শর লাখ॥
হেরইতে সে ধনী থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কিএ দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥ ৭॥

—:*:—

মঙ্গল—রাগ

কিয়ে কান্তি-দৈবত তারুণ্য-সার অমৃত
কিয়ে মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমতী।
কিয়ে বা লাবণ্য-সার তনু কৈল অঙ্গীকার
সর্ব্বগুণ কি বা গুণবতী॥
কি এ হেরি অদ্ভুত রূপ।
মধুর মধুর প্রীতি কিবা হৈল উপনীতি
কি বা এই বর-রস-কূপ॥
কি আনন্দ-তরঙ্গিণী কিবা সুধা-সুরধুনী
প্রকট হৈলা মোর সুখময়।
এ নেত্র-চকোর-চন্দ্র নাসা-ভৃঙ্গ-পদ্মবৃন্দ
জিহ্বা-কোকিল-আম্রচয়॥
ফলিল মোর ভাগ্য-শাখী তেঞি সে প্রত্যক্ষ দেখি
সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণের দয়িতা।
এ রাধামোহনে কহে এ তো মুরতি নহে
রূপ-সিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥ ৮॥

—∞—

ধানশী

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোর।
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোর॥
কুটিল কটাখ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল॥
কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহ এই
হোয় নব অনুরাগ॥ ৯॥

—০০—

গান্ধার

সজনি! অপরূপ পেখলু বালা।
হিমকর মদন মিলিত মুখ মণ্ডল
তা-পর জলধর মালা॥
চঞ্চল নয়ানে হেরি মুঝে সুন্দরী
মুচকাই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে বিষম-জর উপজল
জীবইতে সংশয় ভেল॥
অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরিয়ে
অনুখণ সোই ধেয়ান।
তাকর পিরীতিকি রীতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ॥
মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুহুঁ অতি চতুরী সুজান।
সো পুন মধুর মুরতি দরশায়বি
রাধাবল্লভ গান॥ ১০॥

—০—

যব সে দেখলু হাম
রূপে গুণে অনুপাম
তাঁহে রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনি মোয় অনুকূল জানি
যব পুন হয় মোর ভাগি॥
ওই দিবস—খণ হোয়ব সুলখণ
মোহে মিলব ধনি রাই।
তব হাম জীবন পাই॥

[অপরাহ্নে দর্শন]

[প্রসাধন শেষে]

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনী মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥
ধনী অলপ বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহুপ মালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল
বাঢ়ল হৃদয়-জালা॥
গোরী কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনি মাঝারি খিনি
দুলহ লোচন কোণা॥
ঈষৎ হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ান-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥ ১১॥

তুড়ি

বেলি অসকালে দেখিলু ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়াল কেবল নয়ান যুগল
চিনিতে নারিলু কে॥
সই! সে রূপ কে চাহিতে পারে!
অঙ্গের আভা বসন শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত মাথে॥
পরি নীল সাড়ী মোহন কবরী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোপিলুঁ চরণে
দাস করি মনে আশ॥
ললিত আকার মুকুতা-হার
শোভিত হিয়ার মাঝে।
মন্দ মন্দ যায় চমকিয়া চায়
ঘন না চাহে লোক লাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা নাহিক উপমা
চলন কুঞ্জর-গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি॥
চণ্ডীদাসে কয় মূরতি এ নয়
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল বিধি অনুমানে॥ ১২॥

শ্রীগান্ধার

বদন সুন্দর যেন শশধর
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥

নয়ান চাহনি বিভঙ্গি সে জনি
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তর উপজিল জর
মদন পাইল ডর॥

আজানু-লম্বিত করিবর শুণ্ডিত
কনক-ভুজ যে সাজে।
চরণ-কমলে ভমরা বুলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁকে॥

অঙ্গুলির মাঝে যাবক সাজে
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয় কি জানি কি হয়
লখিতে নারিনু তনু॥ ১৩॥

—×—

হিন্দোল—ধানশী

নয়ুঞা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি
অমিঞা বরিখে জনু শরদ পূর্ণিম শশী॥
অপরূপ-রূপ রমণী-মণি

যাইতে পেখনু গজরাজ-গমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি
তনু অতি কোমলিনী
ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥

কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন বর
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি
সো বর নাগর
রাই রূপ হেরি
গর গর অন্তর॥ ১৪॥

—০—

কানাড়া

মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোণার পুতলি কায়া।
তাথে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ অনুপাম ছায়া॥

বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া
যেমত তড়িত দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি॥

কি আর কহব নয়ান চঞ্চল
নানা আভরণ গায়।
নানা পরিপাটী রসের সৌরভে
লাখ লাখ অলি ধায়॥

চলিল যখন দেখিল তখন
গমন হংসিনী প্রায়।
আপন গেয়ানে না দেখি নয়ানে
এমত রূপের কায়॥

সোণার নূপুর বাজয়ে মধুর
পঞ্চম শবদ করে।
চলিয়া যাইতে সে মন্দ গামিনী
হেলিয়া হেলিয়া পড়ে॥

যেমত কেশরী কটির মাঝারি
ঘটের মুটকে পাই।
ঐছন দেখিনু মধুর মূরতি
আপন নয়ানে চাই॥

হাসিতে অমিয়া পড়ে কত শত
দেখিলু নয়ান কোণে।
যেমত দেখিল রাজার কুমারী
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥ ১৫ ॥

—০—

[যমুনা-পথে]

তুড়ি

পথে জড়াজড়ি নবীন নাগরী
সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ প্রেম-তরঙ্গ
ঈষৎ নয়নে চায় ॥
সই! কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই এমতি হয়
তা সঞে করি যে লেহ ॥
নীল মুকুতার হার মনোহর
শোভিত দেখিয়ে ভাল।
যেন তারাগণ উদিত গগন
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল ॥
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা।
চণ্ডীদাসে কয় মনে করি ভয়
কে জানি মাগিবে তায়।
যে ধন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ রহি যায় ॥ ১৬ ॥

—০—

তুড়ি

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকে চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী
ততহি উদয় ভেল ॥
সই, জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
রঙ্গিম ভঙ্গিম ঘন যে চাহনি
গলে যে মোতিম হারি ॥
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কারে বেড়িয়া যায়।
অঙ্গের বসন ঘুচায়ে কখন
কখন ঝাঁপয়ে তায় ॥
মনের সহিতে মরম কৌতুকে
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি দেখাল কামিনী
পরাণ হারানু তহুঁ ॥
চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী
চাপটিল পরাণ মোর।
অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উছলি জোর ॥
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
বিঁধিয়া করল পার ॥
জর জর হিয়া রহল পড়িয়া
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি নয়
দেখিয়া হইলা ভোর ॥ ১৭ ॥

—০—

ধানশী

রতন-মঞ্জরি ধনী লাবণি-সায়র
অধরহিঁ বাঁধুলি-রঙ্গ।
দশন-কাঁতি কত দামিনী ঝলকত
হসইতে অমিয়া-তরঙ্গ ॥
সজনি, যাইতে পেখলু রাই।
মোহে হেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল
চকিতে চমকি চলি যাই ॥

পদ দুই চারি চলই বর-নায়রী
রহই নিমিখ শর জোরি।
কুটিল কটাখ কুসুম-শর বরিখণে
সরবস লেয়ল মোরি ॥
নয়ু মন যশ গুণ সুধি মতি সাধস
লেই চললি সব বালা।
গোবিন্দ দাস কহ বুঝই না পারিয়ে
জপতহিঁ তুয়া গুণ মালা ॥১৮॥

—০—

তুড়ি

চম্পক বরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে জনি
কপিলা চামর পারা ॥
সখি, যাইতে দেখিলু ঘাটে।
জগত-মোহিনী হরিণ-নয়নী
রাজার ঝিয়ারি বটে ॥
হিয়া জর জর খসিল পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী বঙ্কিম চাহনি
বিধিল পরাণ তটে ॥
না পাই সমাধি হইল বেয়াধি
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি হয়
পাইবে যবে তারে ॥১৯॥

—※—

[কনক-গাগরি লই কাঁখে]

মহল ছাড়িয়া আসি
সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক-গাগরি লই কাঁখে।
ধনীর রূপের ছটা
কোটি চান্দ জিনি ঘটা
কত সুধা বরিখয়ে মুখে ॥

স্বপ্ন-সম দেখি তারে
ছায়ার সমান পুরে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।
চণ্ডীদাসে কহে
শুন প্রভু যদুনাথে
একথা বুঝি আন কাজে ॥

—০—

কবরী-ভয়ে চামরী রহল গিরি-কন্দরে
মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে ॥
সুন্দরি ! কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুহু পুন কাহে ডরাসি ॥
ভুজ-ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহ
কর-ভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন-পরতাপে ॥ ২০ ॥

—(০)—

তুড়ি

থির বিজুরি বরণ গোরী
পেখলু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছাঁদে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে ॥
সই ! মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করিল মোরে ॥
চরণ কমলে মল্ল-তোড়ল
সুরঙ্গ যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে হৃদয় উল্লাসে
পুন কি হইবে দেখা ॥ ২১ ॥

—•—

তুড়ি

কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥

দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে ছুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল কুল॥

আঁখি তারা ছুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥

কিবা দন্ত ভাঁতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সিঁথায় সিন্দূর জিনিয়া অরুণ
কাণে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥

চরণ যুগল জিনিয়া কমল
জাবকে রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মূরছা পায়॥

কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য ফলে বল বল সখা
এ রামা পাইল সে॥

চণ্ডীদাসে বলে ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনী॥ ২২॥

[যমুনা যাইতে পথে]

(সিনানে)

তবে সহচরী সঙ্গে এক লই
যমুনা সিনান লাগি।
চলে বা না চলে রূপের আলসে
রসময়ী রসবতী।
ধনীর চলন সুচারু মন্থর
ভুবন করেছে আলা॥

—০—

ধানশী

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।
দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াস্ত না পাই॥
কিবা খণে আলো সখি দেখিলু তাহারে।
সে রূপ-লাবণি মোর নয়ান উপরে॥
মেলিয়া দীঘল কেশ
ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে ধনী
রস অবলম্বে॥

তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে।
কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥
তহি শ্রমে বিরাজয়ি ঘাম বিন্দু বিন্দু।
মুকুতা-ভূষিত জনু পূর্ণমিক ইন্দু॥
ফুয়ল নীলিম বাস
রহে আধ উরে।
হেম-গিরি মাঝে জনু
নব জলধরে॥

উর আধপরে দোলে মুকুতার হার।
সুধার সায়রে জনু সুরধুনী ধার॥
মঝু মন রহত
কি করত সিনান।
গোবিন্দ দাস কহ
তুহি পরমাণ॥২৩॥

—০—

সুন্দর বদনে সিন্দূর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥
রাগাহে অধিক চন্দিম ভেল।
কতনা যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায়॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা-দেবী-রমাণ॥২৪॥

—*—

তুড়ি

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চান্দ শোভিত
সিন্দূর অরুণ আর॥
সই! কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
মরমে রহল পশি॥
গুরু যে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরি যে সুন্দর ভার।
বহিয়া দুকূল কর্ণিকার ফুল
জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়া আঁখির কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন্ জনে॥২৫॥

——:*:——

আশাবরী

রমণীর মণি পেখলু আপনি
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই! চাহনি মোহনি থোর।
মরমে বান্ধিনু হেরিয়া ভুলিনু
রূপের নাহিক ওর॥
বদন ছাঁদ কামের ফাঁদ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চুম্বয়ে চাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন নাগিনী খোয়॥
দশন কাতি মুকুতা পাতি
হাস উগারয়ে শশী।
পরাণ পুতলী হইলু পাগলী
মরমে রহল পশি॥
শূন যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্ত্র রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয় পুন দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়॥ ২৬॥

—————

[রতন মন্দিরে—গবাক্ষ পথে]

সুহই

রতন মন্দির মাহা বৈঠল সুন্দরী
সখীসঞে রস চরচায়।
হসইতে খসয়ে কত যে মণি মোতিম
দশন কিরণ অবছায়॥

শুন সজনি কহইতে নাহি রহু লাজ।
সো বর নায়রী হামারি মন-বারণ
বাঁধল হিয়া-গিরি মাঝ॥
মঝু মুখ হেরি ভরম-ভরে সুন্দরী
ঝাঁপয়ি ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাখ বিষে তনু জর জর
জীবনে না বান্ধহি থেহা॥
করে কর জোড়ি মোড়ি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ তেঞি নন্দ-নন্দন
দোলতহি প্রেম-হিলোল॥ ২৭॥

—:॰—

ধানশী

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই॥
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি॥
মনমথ মন্ত্রী আগোরল বাট।
চকিত চরিত পঁহু বহু রসহাট॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা কবহুঁ না পাই॥
পরুছে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহব রসিক সুজান॥ ২৮॥

—:-:—

বালাধানশী

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই॥
পেখলু ব্রজ নব নারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মন-মাহা মোরি॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চাঁদক লাগি সুরয উপরাগ॥ ২৯॥

—০*০—

ধানশী

গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥ ৩০॥

———

গান্ধার

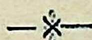
নিরমল বদন কমলবর মাধুরী
হেরইতে ভৈ গলুঁ ভোর।
অলখিতে রঙ্গিণী ভাঙ ভুজঙ্গিনী
মরমহি দংশল মোর॥

সজনি যব-ধরি পেখলু রাই।
মদন-মহোদধি নিমগন মঝু মন
আকুল, কূল নাহি পাই॥
বঙ্কিম হাস বিলোকন চঞ্চল
মঝু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী কিয়ে বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরমক বেদন মরমহি জানত
সদাই হৃদয় তহি যাই।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নব নৌতুন
মনে লাগল রসবতী রাই॥৩১॥

[যমুনা-সিনানে]

বরাড়ি

সহচরী মেলি চললি বর রঙ্গিণী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ-কুসুম জিনি তনুরুচি
দিনকর-কিরণে মৈলান॥
সজনি সো ধনী চিতক-চোর
চোরিক পন্থ থোরি দরশায়ল
চঞ্চল নয়নক ওর॥
কমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে
তুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চিত নয়ন মঝু এ তুহুঁ চোরায়লি
শূন হৃদয় অব্ মান।
মনমথ তাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥৩২॥



সিন্ধুড়া

আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
কামিনী পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥
বদন পোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥

—:*:—

অতি অপরূপ দেখলি রাই
মুখ মনোহর অধর সু-রঙ্গ।
বাঁধুলি-মাধুরি কমলক-সঙ্গ॥
লোচন-যুগল থির-ভৃঙ্গ-আকার।
মধু-মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঁউ হেরি কথা পুছহ জনু।
মদনে জোড়বি কাজর-ধনু॥ ৩৩॥
(বিদ্যাপতি)

—০—

যাইতে পেখলু নাহলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙারিতে বহে জলধারা
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥
অলকহিঁ তিতল তঁহি অতি শোভা
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর রহ পীনক সীমা
কনক কমলে জনি পড়ি গেও হিমা॥
ও নুকি করত হিঁ দেহা
অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥

বিদ্যাপতি কহ
শুনহ মুরারি
বসন লাগল ভাব
ওরূপ নেহারি ॥ ৩৪ ॥

—:::—

তিরোতা

নাহি উঠল তীরে সে ধনী রাই।
মঝুমুখ সুন্দরী অবনত চাই ॥
এ সখি! পেখলু অপরূপ গোরী।
বল করি চিত চোরায়ল মোরি ॥
একলি চলল ধনী
হই আগুয়ান।
উমতি কহই সখি
করহ পয়াণ ॥
কিয়ে ধনী রাগি বিরাগিণী হোয়।
আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয় ॥
কৈছে মিলব মোহে
সে ধনী অবলা।
চিত নয়ন মঝু
তুহুঁ তাহে রহলা ॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধরি রহ মিলব বরনারী ॥ ৩৫ ॥

—[০]—

শ্রীরাগ

সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা ॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী-
শ্রী-যুত খঞ্জন খেলা ॥
নাভি বিবর সঞে লোম-লতাবলি
ভুজগী নিশাস পিয়াসা।
নাসা-খগপতি- চঞ্চু ভরম ভয়ে
সান্ধি নিবাসা ॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দৌ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহর নয়ানে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কূপ যো জানে।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা-দেবী-রমাণে ॥ ৩৬ ॥

—:-০-:—

(পরস্পর সখ্যোক্তি)

বরাড়ি

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান ॥
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥
তঁহি পুন মোতি- হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল ॥
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া-রসপান।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥৩৭॥

—:*:—

(কৃষ্ণ উক্তি)

কামোদ

সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরি
সদাই মনেতে জাগে॥
সই সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিলু দড়।
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস
নাগর আতুর বড়॥৩৮॥

—০:০—

বালা ধানশী

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে
সে তনু জ্যোতি।
তঁহি তঁহি বিজুরী
চমকয় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-
-চরণ-যুগ চলই।
তঁহি তঁহি থল-
-কমলদল খলই॥
দেখ সখি! কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর
ভাঙ বিলোল।
তঁহি তঁহি উছলই
কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল
বিলোচন পড়ই।
তঁহি তঁহি নীল-
উৎপল-বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে
মধুরিম হাস।
তঁহি তঁহি কুন্দ-
কুসুম পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ
মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই
চিনল নাহি আন॥৩৯॥

—*—

করি জল কেলি আন সঙ্গে বালা
হেরিনু পথি জনু চাঁদকি মালা॥
অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি
মরমে হি মাধুরি অনুখণ জাগি॥
এ সখি এ সখি মোহে হেরি রাই
বিহসি রহল ধনি গীম মোড়াই॥
সো মুখ ঝলমল নিরমল জ্যোতি
ললিত নাসিক বেসর মোতি॥
রঙ্গিম অধর পর ঝলকত কাঁতি
মদন-মথন জৈছে ফাঁসক ভাঁতি॥
রঙ্গিণী কেশ বিথারলি পিঠে
চকিতহি তঁহি পড়ল মঝু দিঠে॥
ঐছে সুকেশিনী হাম নাহি দেখ
চিত মূরতি হিয়ে রহলহি লেখ॥
পদ অঙ্গুলি নখ জাবক শোভা
দশ ভই অরুণ চাঁদ রহু লোভা॥
সো পদ কমল নয়নে করি লেব
গোবিন্দদাস জব অনুমতি দেব॥৪০॥

—০—

ধানশী

সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী   নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
শুনহে পরাণ   সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে   বসি তার নীরে
পায়ের উপরে থুইয়া পা ॥
সিনিয়া উঠিতে   কটির তটিতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়া আঁধার   কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে ভুগুলি   শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে উদয়   সুধু সুধাময়
দেখিয়ে হইনু ভোলা ॥
চলে নীল শাড়ী   নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর   হিয়া নহে থির
মনমথ জরে ভোর ॥
কহে চণ্ডিদাসে   বাশুলী আদেশে
শুনহ নাগর চান্দা।
সে যে বৃকভানু   রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা ॥ ৪১ ॥

—:*:—

[সাক্ষাৎ রাধা-পরিচয়ে]

ধানশী

সরস সিনান   সমাপয়ি সুন্দরী
মন্দিরে হলু সখী সাথ।
নিরজন জানি   কান তহি উপনীত
সহচর সুবল সাঙ্গাত ॥
দেখবি মোহন গোকুল চন্দ।
রাধা রসবতী   রসিকা-শিরোমণি
নব পরিচয় অনুবন্ধ ॥
সহচরী পাশে   হাসি হরি পুছত
স্বরূপে কহবি বর রামা।
রমণী সমাজ মাঝে   গজবর গামিনী
এ ধনী কে অনুপামা ॥
সরস সম্বাদ   সম্বোধই সহচরী
কনক দাম রুচি গোরী।
মাঝহি মাঝ   বিরাজই রাধা ধনী
বৃকভানু-রাজ-কিশোরী ॥
শুনইতে নাম   প্রেমে পরিপূরল
মাধব অমিয়া সিনান।
জ্ঞানদাস কহে   আর কি বিছুরহে
নিশি দিশি ধরল ধেয়ান ॥৪২॥

—০:০—

[আদৌ নাম শ্রবণে]

(কৃষ্ণ উক্তি)

সুহিনী

সখি রাধা নাম কে কহিলে
শুনি মন কান জুড়াইলে ॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে
হেন হিয়া না করে আকুলে ॥
ঐ নামে আছে কি মাধুরি
শ্রবণে রহল সুধা ভরি ॥
চিতে নিতি মুরতি বিকাশ
অমিয়া-সায়রে যেন বাস ॥
আঁখিতে দেখিতে পুন সাধ
এ যদুনন্দন মন কান্দ ॥৪৩॥

—*—

যথা রাগ

নয়ান-পুতলী রাধা মোর।
মনমাঝে রাধিকা উজোর॥
ক্ষিতিতলে দেখি রাধাময়।
গগনেহ রাধিকা উদয়॥
রাধাময়ী ভেল ত্রিভুবন।
তবে আমি করিব কেমন॥
কোথা সেই রাধিকা সুন্দরী।
না দেখি ধৈরজ হৈতে নারি॥
এ যদুনন্দন মনে জাগ।
কি না করে নব অনুরাগ॥ ৪৪ ॥

—:-:—

(তথা বিদগ্ধ মাধবে)

রাধা পুরস্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা।
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী॥

—০:০—

(সখী-প্রতি কৃষ্ণ)

সখি কাহে কহলি উহ নাম।
মন মাহা নাহি লাগে আন॥
হামারি শপথ তোহে কহ কথি রূপ।
শ্রবণ-রসায়ন অমিয়া-স্বরূপ॥
নাম হি যাক অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন প্রেমতরঙ্গ॥৪৫॥

—০০—

(রাধার ভাবে তন্ময়তা ও কৃষ্ণের মূর্চ্ছা)

আকুল হরি মূরছিত ভেলা।
রোয়ত নীর বয়ান বহি গেলা॥
চিত্র পুতলী যেন
বেঢ়ল সখীগণ
নিরখয়ি শ্যামমুখচন্দ।
কি ভেল কি ভেল বলি
ধাওল বিশাখা আলী
সবজনে লাগল ধন্দ॥
সহচরীগণ কর বয়ানহি দেল।
শ্বাসহীন হেরি সবহুঁ বিভল॥
এক সখী যুকতি করল অনুপাম।
শ্রবণে কহত রাধা নাম॥
বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু মোর॥৪৬॥

—:০:—

(কৃষ্ণ উক্তি)

বিভাষ

মরি কোন বিধি আনি সুধানিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি
মূরছি পড়ল হামে॥
কি আর বলিব আমি।
সে তিন আখর কৈল জর জর
হইল অন্তরগামী॥
সব কলেবর কাঁপে থর থর
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
শুনহ পরাণ মিত।
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে
পরশে ঘুচব জ্বালা॥৪৭॥

—০—

গান্ধার

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চার।

সরবস লেই পালটি পুন বিহ্বল
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহার ॥
সজনি ! কো দেই দারুণ বাধা ।
নয়নক সাধ আধ না পূরল
পালটি না হেরলু রাধা ॥
ঘন ঘন আঁচর ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি
জনু মঝু মন হরি কনক কুম্ভ ভরি
মহুরি রাখল কত বেরি ।
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁপর
তাহি মিলল আন আন ।
কাঠক পুতলি তাহে মন মুরছিত
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥৪৮॥

—✣—

শুন শুন সখা কর অবধান ।
সে যে রমণী নিল হামারি পরাণ ॥
ঝর ঝর অনুখণ এ দুই নয়ান ।
জর জর অন্তর না যায় পরাণ ॥
তা সঞে মিলন যদি নাহি হোয় ।
নিচয় না জীয়ব কহল মো তোয় ॥
দুই এক পলকে মিলব বর নারী ।
যদুনন্দন তব যাউ বলিহারি ॥৪৯॥

—✣—

(কৃষ্ণের অত্যুৎকণ্ঠা)

আর কবে হবে
মোর শুভক্ষণ দিন ।
নয়ানে নেহারিতে
না বাসব ভিন্ ॥
এ সখি এ সখি
নিবেদন তোয় ।
সো কি সুধামুখী
মিলব মোয় ॥
আধ মুচকি হাসি
মিলব নয়ানে ।
সুমধুর বোল কিয়ে
শুনব শ্রবণে ॥
রাই রঙ্গিনী যব
মিলন হোয় ।
সফল জীবন তব
হোয়ব মোয় ॥
ঐছন কাতর নাগর ভাষ ।
শুনি কবি-রঞ্জন চলু ধনী পাশ ॥ ৫০ ॥

—:(✣):—

ধানশী

যব ধরি পেখলুঁ সো মুখ লাবণি
অপরূপ নয়ান সন্ধান ।
তব ধরি মঝু পরি বরিখে কুসুম-শর
দিন রজনী নাহি জান ॥
সখি সব শুন মোর মরমক বাত ।
বিরহক ধূমে ছট ফট অন্তর জীবন
না রহে সোয়াথ ॥
যদুনন্দন কহ অব দুখ বিরমহ, সবসখী
হোই একু ঠাম ।
চলতহিঁ যৈছনে রাই মানাইয়া পূরায়ব
তুয়া নিজ কাম ॥ ৫১ ॥

—:০:—

[মাধবী-কুঞ্জে প্রতীক্ষা]

ধানশী

শুন শুন সুন্দর নাগর রাজ ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ ॥
মুগধ গোরী কবহুঁ নাহি সঙ্গ ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ ॥
বিপরীত বাণী কহলি তুহুঁ মোয় ।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয় ॥

ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিহি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥
মাধবী-কুঞ্জে কুসুম অনুপাম।
তাহা তুহুঁ যাই অব করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দদাস কহত পরিণাম॥ ৫২॥

—:০:—

বরাড়ি

এ সখি বিহি কি পূরায়ব সাধা।
হেরব পুন কিয়ে রূপনিধি রাধা॥
যদি মোহে না মিলব
সো বর রামা।
তব জীউ ছাড়ব
ধরব কোন কামা॥

তুহুঁ ভেল দোতী
পাশ ভেল আশা।
জীউ রাখব কিয়ে
করব উদাসা॥

শুনই বচন দোতী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাহা রমণী কদম্বে॥

কহে বল্লভ শুন ব্রজ বালা।
শ্রীহরি জপয়ে তুয়া গুণমালা॥ ৫৩॥



রাধার পূর্ব্ব-রাগ



অপরদিকে—কৃষ্ণের ন্যায়, রাধাও পূর্ব্ব-রাগগ্রস্তা হইয়া,
ক্রমশঃ, আকুলতার চরম দশায় উপনীতা।

পূর্ব্ব-রাগ। সম্মিলনের পূর্ব্বে যে 'রাগ' বা উৎকণ্ঠাময়ী 'রতি', অর্থাৎ তীব্র লালসা—প্রেমময়ী তৃষ্ণা বা অভিলষিত বস্তুতে স্বাভাবিকী আবিষ্টতা, তাহার নাম পূর্ব্ব-রাগ।

ভজন দুইপ্রকার—
বিধি-মার্গ ও রাগ-মার্গ।
একটি ভক্তি—অপরটি প্রেম।

শাস্ত্র যে ভক্তিতে প্রবর্ত্তক হয় তাহাকে বৈধী-ভক্তি বা জ্ঞান-ভক্তি বলা যায়। আর যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্ত্তক হয়—'লোভ এব প্রবর্ত্তকঃ' এবং লোভই একমাত্র মূল্য—'লৌল্যমপি মূল্যমেকলম'—তাহাকে রাগানুগা ভক্তি—প্রেম-ভক্তি বা কেবল প্রেম বলা যায়।

ভাব বা ভক্তির পরিপাকাবস্থাকেই 'প্রেম' বলা যায়। শাস্ত্র বলেন—বৈধী-ভক্তির সাধনাঙ্গই রাগানুগা ভক্তির সাধনাঙ্গ জানিতে হইবে। যাবৎ ভাবের আবির্ভাব না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত, বিধিমার্গানুসারে, অর্থাৎ, শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধি নিষেধের অধীন হইয়া, সাধন করিতে হইবে। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সমস্ত অনুষ্ঠানক্রম পালন করিতে হইবে।



"ভগবদারাধনা অবশ্য কর্ত্তব্য—না করিলে পাপ"—এইরূপ শাস্ত্রানুশাসন হইতে তদ্ভয়ে ঈশ্বরভজনে যাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে তিনি এক অধিকারী; আর ভগবানের মাধুর্য্য শ্রবণে বা দর্শনে উহার লোভে তৎপ্রাপ্তি জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরভজনে যাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে তিনি আর এক অধিকারী।

বিধি-মার্গে ও রাগ-মার্গে সাধন-প্রণালী এবং সাধ্য বস্তুও পৃথক। ভক্তি-সাধনে শাস্ত্রের অনুশাসন, ফলাফল বিচার—লাভ-ক্ষতির গণনা—লৌকিক বিধিবিধান, দেশাচার, কুলাচার, প্রাচীন সংস্কার প্রভৃতি মানুষকে চালিত করে—প্রবর্ত্তিত করে—নিয়ন্ত্রিত করে। ব্রজের প্রেম—শঙ্কা-সঙ্কোচ-রহিত সহজ ভাব এবং উহা ফলাভিসন্ধি দ্বারা চালিত কিম্বা বাঁধা-বাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী নহে।

——:০:——

ভক্তি ও প্রেম

ভক্ত-প্রবর শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই এখানে উল্লেখ করি।

ভক্তি-সাধনেঐশ্বর্য্যশালী ভগবানকে পাওয়া যায়। প্রেমসাধনে যাঁহাকে লাভ হয়, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ নহেন, মাধুর্য্য-ময় বস্তু। ভক্তি-সাধনে যে ভাগবানকে পাওয়া যায়, তিনি করুণাময়, ন্যায়-পরায়ণ, বদান্যবর ও ক্ষমাশীল। প্রেম-সাধনে যে সাধ্যবস্তু তিনি পরমমিষ্ট, সুন্দর, রসিক, কৌতুক-প্রিয়, প্রেমময়, মিষ্টভাষী বন্ধু। ভক্তি-সাধন কর, বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে পাইবে। প্রেম-সাধন কর, গোলোকে শ্রীনন্দনন্দনকে পাইবে।

শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ নাই, সুতরাং সেখানে দুঃখ নাই। শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্য্যদ্বারা গঠিত। বৃন্দাবন "শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-রসে সর্ব্ব-রসময়।" সুতরাং, সেখানে বিমল আনন্দ। বৃন্দাবনের নায়ক—রসিক-শেখর মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান্। তিনি অতি মধুর-প্রকৃতি—অতি নিজজন; ভালবাসায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গঠিত। তিনি রসিক, কৌতুক-প্রিয় ও চঞ্চল—সর্ব্বদাই নিকটে আছেন অথচ আড়ালে রহিয়াছেন—একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে ধরা যায়।

শ্রীভগবানের রসিক-শেখর মধুর নামটি_কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে—জগতে আর কোন ধর্ম্মে নাই।

——:০:——

যে শ্রবণ এবং দর্শন হইতে পূর্ব্ব-রাগের উৎপত্তি হয় তাহা নিম্ন-বর্ণিত প্রকারের :—

শ্রবণ যথা—(১) মুরলী-ধ্বনি (২) দূতী মুখে, সখী-মুখে (৩) ভাটমুখে (৪) নাম শ্রবণ।

দর্শন যথা—(১) সাক্ষাদ্দর্শন (২) স্বপ্নে দর্শন (৩) চিত্রপটে দর্শন।

"মিলনের পূর্ব্বে যত বাঢ়য়ে আরতি। দর্শন শ্রবণাদিতে উপজে পিরীতি॥
দোঁহার স্বরূপ দোঁহে ভাবে নিরন্তর। তারে পূর্ব্ব-রাগ বলি কহে বিজ্ঞবর॥"

——*——

[সখীসঙ্গে রাধা]

অথ সখী-প্রশ্নে

সুহই

রাই কেনে বা এমন হৈলা
কি রূপ দেখিয়া আইলা ॥
মরম কহ না মোয়
বেয়াধি ঘুচাব তোয় ॥
না পারি বুঝিতে রীত
সব দেখি বিপরীত ॥
সোণার বরণ তনু
কাজর ভৈ গেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা
কহিতে বচন হারা ॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥৫৪॥

বালা ধানশী

এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥
মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে
বুঝিলুঁ নিশ্চয়
পশিল শ্রবণে বাঁশী
অত এ সে হয় ॥৫৫॥

(রাধা-উক্তি)

সিন্ধুড়া

কদম্বের বনে থাকে কোন্ জনে
কেমনে শবদ আসি।
একি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহল পশি ॥
সান্ধাঞা মরমে ঘুচাঞা ধরমে
করিলে পাগলী পারা।
চিত স্থির নহে সোয়াথ না রহে
নয়ানে বহয়ে ধারা ॥
কি জানি কেমনে সোই কোন্ জনে
এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে ॥
পরাণ না ধরে ধক ধক করে
রহে দরশন আশে।
যবহুঁ দেখব পরাণ পায়ব
কহয়ে উদ্ধব দাসে ॥৫৬॥

যথা রাগ

কদম্ব-কাননে উঠিছে সঘনে
এ কি ধ্বনি অনুপাম!
শ্রুতি-পথ দিয়া অন্তরে পশিয়া
চঞ্চল করিল প্রাণ ॥
সখি! এ তোরে কহিনু সার।
হেন সুমধুর ধ্বনি রস-পূর
জীবনে না শুনি আর ॥

না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি
কেন কাঁপে মোর গা।
ধৈরজ ঘুচিল অঙ্গ এলাইল
চলিতে না চলে পা॥

নয়নের বারি নিবারিতে নারি
বয়ানে না ফুরে কথা।
না জানি কেমনে করিছে পরাণে
মরমে হইল ব্যথা॥

সঙ্গের সঙ্গিনী
যতেক রমণী
সবাই শুনিছে ধ্বনি।
একা কেনে মোর
দহে কলেবর
যেমন দংশিল ফণী॥
হেন লয় চিতে
আমারে মোহিতে
কে ও সুনাগর-রাজ
এ ধ্বনি মিশালে
মন্ত্র পড়ে ছলে
নাশিতে ধৈরজ লাজ॥

এতেক শুনিয়া আশ্বাস করিয়া
বিশাখা সুন্দরী কহে।
মোহন মুরলী বাজয়ে সুন্দরী
অন্য কোন ধ্বনি নহে॥
শুনি বেণু-নাদ এত পরমাদ
হৃদয়ে ভাবিছ কেনে
স্থির কর মন ন হও উচাটন
কমলাচরিতে ভণে॥৫৭॥

—০—

সুহই

কদম্বের বন হৈতে
কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি
কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
সখিরে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনামন
গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা কৈল মোরে॥

শুনিয়া ললিতা কহে
অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে
হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥

রাই কহে কেবা কেন
মুরলী বাজায় হেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু
কাঁপাইছে সব তনু
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে
কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি
পোড়ায় আমার মতি
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥৫৮॥

—০—

(কালাচাঁদ-গীতা)

সজনি!
নির্জ্জন কাননে শুনি কোন দিনে
যেন কে শবদ করে।
মনে বোধ হয় আড়ালে দাঁড়ায়ে
কেবা যেন দেখে মোরে॥
ইহাতে কিঞ্চিত হইনু কুণ্ঠিত
পুন ভাবিনু অন্তরে।
দেখিছে আমায় ক্ষতি কিবা তায়
না দেখিব আমি তারে॥
কখন বা পাছে কখন বা পাশে
সদাই আড়ালে থাকে।
আন মনা হ'য়ে যবে দেখি চেয়ে
ছায়া মত দেখি তাকে॥
যখন সে যায় কিবা বাজে পায়
রুণু ঝুনু শুনি কাণে।
পাছে ফিরে চাই দেখিতে না পাই
অঙ্গ-গন্ধ পাই ঘ্রাণে॥
যেন বংশী-ধ্বনি দূর হতে শুনি
কেমন করয়ে মন।
শুনিবারে যাই ফিরি ভয় পাই
কি জানি সে কোন্ জন॥
দেখিবারে তারে কভু ইচ্ছা করে
কাঁপিয়া উঠয়ে প্রাণী।
আড় চোখে চাই দেখিতে না পাই
তবু কাছে আছে জানি॥
চির একাকিনী সঙ্গী নাহি জানি
এ কি দায় হ'ল মোরে।
কিবা ভাবে মনে সঙ্গীর চরণে
কেন পাছে পাছে ফিরে। ৫৭॥

[মাল্য-বিনিময়]

নির্জ্জন কাননে
প্রাণের সহজ টানে, বিনা পরিচয়ে, রাধার আত্ম-সমর্পণ ও কৃষ্ণের
মাল্য বিনিময়। আত্মিক উদ্বাহ।

যথা উপনিষদে—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—পরমাত্মা যাহাকে স্বয়ং বরণ করেন—সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে—এবং তাহার নিকটই তিনি স্বকীয় তনু প্রকাশিত করেন।

বস্তুতঃ, স্বয়ম্বরণ এবং হৃদয়-বিনিময় প্রেম-ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। পরমেশ্বর জীবের নিকট নিজকে বিলাইয়া দেন—জীবকে প্রেমের দোসর 'সাথের সাথী'-রূপে মনোনয়ন করেন। জীবও এইরূপে বৃত (chosen) হইয়া অবশে আত্ম-সমর্পণ করে—তাহার 'তনু মন প্রাণ'—জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ভগবানে অর্পণ করে। যুক্তি বিচার দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া—অথবা ফল কামনা বা অভিসন্ধি লইয়া এরূপ করে না; রস-স্বরূপের প্রেম-মাধুর্য্যে লুব্ধ মুগ্ধ হইয়া অনিবার্য্য-রূপে এইরূপ করে। ভাল না বাসিয়া পারে না—শান্তি পায় না—তাই ভাল বাসে। নদী যেমন সাগরে ধায়, ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প-মধুর লোভে ছুটে, তেমনি "সহজেই চিত ধায়"।

যথা গীতাঞ্জলি :—

ঝরণা যেমন বাহিরে যায় জানে না সে কাহারে চায় তেমনি করে ধেয়ে।

ব্রাহ্মসঙ্গীতে আছে—"চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই। অজ্ঞানে সজ্ঞানে, পরাণের টানে তাঁর পানে ছুটে ধাই।"

ইহাই সহজ প্রেম বা ব্রজ-ভাব।

কৃষ্ণ জগদাকর্ষক (কৃষ—আকর্ষণে)। তিনি টানেন, কেবলই টানেন—জড়, চেতন, স্থাবর, জঙ্গম, বিশ্বচরাচরকে টানেন। যথা :—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন
পুরুষ যোষিৎ কিংবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক কৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

ভগবান শ্রীহরিই একমাত্র পুরুষ। অসীম বিশ্বের প্রাণস্বরূপ হইয়া যিনি উহার বক্ষে বিরাজ করিতেছেন তিনিই কেবল পুরুষ অপর সকলই 'প্রকৃতি' বা নারী। সাধক মাত্রেই পরমেশ্বরের আরাধনা করেন—অতএব, 'রাধা'-স্থানীয়া—আরাধিকা।

কৃষ্ণ ডাকেন—বাঁশী বাজাইয়া ডাকেন—'রাধা' 'রাধা' বলিয়া নাম ধরিয়া ডাকেন।—দিবানিশি ডাকেন—তাঁর ডাকের দিন ক্ষণ নাই—সময় অসময় নাই। যিনি রাধা-ভাবে ভাবিত, তিনি ঠিক শোনেন—সায় দেন, আকুল হইয়া সব ফেলে ছুটেন—বন বনান্তে ছুটেন—গহন কাননে ধেয়ে আসেন। রাধা-বিরোধী যিনি—অনারাধিকা যিনি—তিনি এ আহ্বান শোনেন না—কিম্বা শুনিলেও ইহার মর্ম্ম বোঝেন না। তিনি সংসাররূপ পতির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন—কুল, শীল, লোক-ধর্ম্ম লইয়া থাকেন।

——:*:——

[ব্রাহ্ম সঙ্গীত]

সাড়া পেয়ে ছুটে আসিনু নিকটে
তেমনি করে দাঁড়াও না।
বড় ভালবাস সদা মনে রাখ
বিবেক-বংশীতে নামধরে ডাক।
সে রব শুনিয়ে সংসারে মজিয়ে
থাকিতে ত আর পারি না।
যতন করিয়া গেঁথেছি মালা
আদর করে একবার পর না।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে আছে—"জানি না কোথা অনেক দূরে, বাজিল গান গভীর সুরে, সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে"।

কৃষ্ণের বাঁশীতে ভক্তি-যমুনা উথলিত হয়—আবেগ উচ্ছ্বাসে উজান বয়। কৃষ্ণের গানে প্রেম নদীতে ঢেউ খেলে।

[গীতাঞ্জলি]

ওরে ডাকে আমায় পথের পারে
সেই ধ্বনিতে
ওরে প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া।

কৃষ্ণের 'পাগল' বংশী অন্তরে এক 'কলরোল' উৎপাদন করে—সকল 'অর্গল' ভগ্ন করে—

[গীতাঞ্জলি]

অন্তরে আজ কি কলরোল
দ্বারে ভাঙল আগল
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে
আজি এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।

কৃষ্ণের 'ভাষা-বিহীন অজানিতের গানে' মানুষকে উধাও করিয়া ছুটায়।

[গীতাঞ্জলি]

ভাষা-বিহীন অজানিতের গানে
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে

কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে!
জানিনে আর ফিরিব কি না
কার সঙ্গে আজ হবে চিনা
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা।

কৃষ্ণ শুধু যমুনার ঘাটে বাঁশী বাজাইয়া ক্ষান্ত হন না। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

[গীতাঞ্জলি]

'শয়নে স্বপনে,' 'নীরব রাতে,' 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার'—"কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার" 'কোন্ বিপুলবাণী বাজে ব্যাকুল সুরে' 'কোন্ বেদনায় বুঝি নারে।'

——

পরিয়ে দিতে চাই
কাহারে আপন কণ্ঠ হার।

——

নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে, বাঁশীতে তান দাও হে পুরে
একলা বসে শুনব বাঁশী অকূল তিমিরে।

——

এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী
সে যে পাশে এসে বসে ছিল
তবু জাগিনি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনি?
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া
পাগল করিয়া
কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি।

——o——

[বালাচাঁদ-গীতা]

(রাধা উক্তি)

করুণার স্বরে বাঁশী ধ্বনি করে
লুকাইয়া দূরে বনে।
কি জানি কেমনে দ্রব হয় প্রাণে
বাঁশীর করুণ-গানে॥
বৃক্ষ-তলে বসি শুনিলাম বাঁশী
নয়নে চলিল ধারা।
অবলা রমণী কিছু নাহি জানি
যেন কিবা ধনে হারা॥
ধৈরয ধরিয়া তাহার লাগিয়া
গাঁথিনু চিকণ হার।
বকুলের ডালে রাখিলাম তুলে
লবে ইচ্ছা হ'লে তার॥
বিপিন ঘুরিয়া দেখিনু আসিয়া
নাহিক আমার মালা।
নূতন গেঁথেছে সেখানে রেখেছে
বাসে ভৃঙ্গ মাতোয়ালা॥
আমার লাগিয়া রেখেছে গাঁথিয়া
লয়েছে আমার মালা।
নিব কি না নিব কিবা উপেখিব
হায় অবোধিনী বালা॥
হায় অভাগিনী কেমনে তা জানি
দেখিনু সুন্দর মালা।
জীর্ণ পুষ্প-হার এত শক্তি তার
ফাঁসেতে বান্ধিবে গলা॥
হাতে তুলি নিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া
গলায় পরিনু মালা।
মুখ তুলি চাই দেখিবারে পাই
মেঘের বরণ চিকণকালা॥
মুখ চেয়ে দেখি ছল ছল আঁখি
কে জানে কি তাঁর মনে।
নয়নে নয়নে হইল মিলন
মুখ অবনত করে!
বুঝিতে নারিনু মাথা হেঁট করে
কি কহিল ধীরে ধীরে॥ ৬০॥

দেখিতে দেখিতে না পাই দেখিতে
কোথা অদর্শন হল।
সত্য না স্বপন করিনু দর্শন
কেমনে বলিব বল॥

দেখিব শুনিব রহস্য বুঝিব
থাকিব তাহার পাশ।
খুঁজিয়া বিপিনে উদ্দেশ না পেয়ে
দুঃখে বহে ঘনশ্বাস॥

—০—

বাসে যদি ভাল তবে কেন বল
আনা দেখি যায় দূরে।
সর্ব্বদাই কাছে সঙ্গেতে ফিরিছে
দেখা ত না দেয় মোরে।

কাঁদিয়া কহিতে পাইনু শুনিতে
সেই মঞ্জীরের ধ্বনি।
মুখ তুলে চাই দেখিবারে পাই
সেই নীলকান্ত মণি॥

চাহি মোর পানে করুণ নয়নে
শুনিছে আমার কথা।
লজ্জা পাই মনে নমিত বদনে
আঁচলে ঝাঁপিনু মাথা॥

বিরল পাইয়া হৃদয় খুলিয়া
বলিতে হৃদয় ব্যথা।
যেন মোর পাছে দাঁড়াইয়া আছে
শুনে সে আমার কথা॥

মুখ ফিরি চাই দেখিতে না পাই
কোথা লুকাইল বনে।

পূর্ব্বকার মত শ্রবণ অমৃত
রুণু ঝুনু শুনি কাণে॥
অবাক হইয়া রহিনু চাহিয়া
ধারা বহে দুনয়নে॥

[গীতাঞ্জলি]

কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে
তাহার পায়ের ধ্বনি খানি।
তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি
তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে সে আসে, আসে, আসে!
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে!

—:*:—

[কালাচাঁদ-গীতা]

পুন চলিনু তাহারে বনে খুঁজিবারে
কোথায় খুঁজিব তায়।
দেখি দেখি দেখি কোথা যায় লুকি
রুণু ঝুনু বাজে পায়॥
সহজে স্বপনে কি দেখিনু বনে
সত্য কি পাইব তারে।
সত্য কি বনে থাকে সেই জনে
পরাণী বধের তরে।

না পারি যাইতে এ ক্লান্ত দেহেতে
বসিনু বৃক্ষের তলে।
আন্ধার ভুবন নমিত বদন
হিয়া ভাসে আঁখি জলে॥
কি হ'ল দুরাশা মোর ভালবাসা
সঁপিনু কাহার পায়।
আমি বাসি ভাল তার কিবা বল
তার কিবা এসে যায়॥

—)০(—

[গীতাঞ্জলি]

যদি তোমায় ভালবাসি
আপনি বেজে উঠবে বাঁশী।

ধরা দিয়ে দাও না ধরা
এস কাছে পালাও ত্বরা
পরাণ কর ব্যথায় ভরা
পলে পলে হে।

—০—

[কালাচাঁদ-গীতা]

বন-ফুল দিয়া বেণী সাজাইয়া
চলিনু গহন বনে।
যাই থাকি থাকি বিভীষিকা দেখি
কত ভয় হয় মনে॥

যবে হয় ভয় শুনিবারে পাই
মধুর মঞ্জীর ধ্বনি।
দূরে যায় ভয় ভরসা উদয়
কাছে কাছে মনে জানি॥

চৌদিকে বিজন দেখিনু বিপিন
গাইতে লাগিনু গান।
কোকিল ময়ূরী ভৃঙ্গ শুক সারি
সঙ্গেতে ধরিল তান॥

—০—

গাইতে গাইতে গীত পদ্মগন্ধ পাই।
নাসিকা মাতিল গন্ধে চারিদিক চাই॥

রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু বাজিয়া চলিল।
মাধবী লতার মাঝে যেন সে লুকাল॥

শুনিছে শুনিছে গীত নিশ্চয় জানিনু।
লজ্জায় কাতর হয়ে বদন ঝাঁপিনু॥

কি করিব কোথা যাব একাকিনী নারী।
ভাবিলাম যমুনায় ঝাঁপ দিয়া মরি॥

এমন সময় শুনি বনপ্রান্ত ভাগে।
মোহন মুরলী বাজে যেন মোরে ডাকে॥

স্তম্ভিত হইয়া শুনি দিক নাহি জানি।
এক দিকে বাজে চারিদিকে প্রতিধ্বনি॥

বৃক্ষ মঞ্জুরিত হল পরিমল ঝরে।
শুক শারী মৃগ সুখে কলরব করে॥

বাঁশী রবে ত্রি-জগত শীতল হইল।
আমার পরাণ সখি কাঁদিয়া উঠিল॥

এমন করুণ স্বরে মুরলী বাজায়।
কাঁদিয়া উঠয়ে প্রাণী কামগন্ধ নাই॥

কেন কান্দে কেন কান্দে কিবা দুঃখ মনে।
বংশী-চ্ছলে কেন কান্দে এ ঘোর কাননে॥

কার প্রেমে কান্দি বুলে অধীর হইয়া।
প্রেম বিনা কেন কান্দে এরূপ করিয়া॥

মতিচ্ছন্ন হল রাধা
ভাবিতে ভাবিতে।
যোড়-করে উর্দ্ধমুখে
ছুটে পথে পথে॥ ৬১॥

—]•[—

[গীতাঞ্জলি]

পাগল করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেউ না জানে

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো
পাগল ওগো ধরায় আস!

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই॥

—*—

[কালাচাঁদ গীতা]

(কবি-উক্তি)

ধিক্ ধিক্ নিঠুরা সে কালারে কান্দায়।
ক্রন্দন শুনিলে সেই বজ্র গলে যায়॥
হে প্রাণ-বল্লভ এ কি অসম্ভব
তোমার কিসের দুঃখ ?
তাপিত হইলে তোমারে ডাকিলে
হৃদয় জুড়ায়ে যায়।
দুঃখের সাগরে ডাকিলে কাতরে
আনন্দে ভাসাও তায়॥

—০—

(পুনশ্চ রাধা)

কোথায় লুকাল কোন্ কাজে গেল
এখনো না ফিরে কেন।
খুঁজিতে খুঁজিতে পাইনু দেখিতে
লুকায়ে নিকুঞ্জ বনে।

—০—

[গীতাঞ্জলি]

আজি কে এই আকাশ-তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মনে হরণ
ছড়ালে মন মোর !
কেমন খেলা হল আমার
আজি তোমার সনে।
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে!

—০০—

যখন ভাবি সব খেয়ালেন বুঝি
গভীর করে পাই তাঁহারে খুঁজি

—:০:—

দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে
তাহার পরে লুকাও যে কোন্ খানে
মনে করি এই হারালেন বুঝি
কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া

—০:০—

এই যে খেলা খেলছ কত ছলে
এই খেলাতে আমি ভালবাসি

—●—

অবশে আত্ম-সমর্পণ

[যমুনা পুলিনে]

কদম্ব-তরু মূলে

[কালাচাঁদ-গীতা]

বৃক্ষ হেলা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া
আছে দাঁড়াইয়া দেখি।
কি জানি প্রথমে ধান্ধায় নয়নে
দেখিতে নারিনু সখি॥

ক্রমেতে ফুটিল পরিষ্কার হ'ল
আগে দেখি পদ দুটি।
রাতুল চরণ পল্লব নবীন
পদ্ম আধ কিবা ফুটি।

নৃত্য করিবারে সোণার মঞ্জীরে
সাজিয়াছে পা দু'খানি।
ডাল ধরি আছে আঁটিয়া বেন্ধেছে
অতি ক্ষীণ মাজা খানি॥

অতি সুকুমার নবীন নাগর
গলে দোলে বন-মালা।
আদরে ভাসিছে গলিয়া পড়িছে
বরণ চিকণ কালা॥

—০—

বদন দেখিতে তারা নাহি উঠে
একি দায় মোর হল।
পালটে চাহিতে আঁখিতে আঁখিতে
তারা তারা মিলি গেল॥

নয়ন কমল রসে টলমল
আরোপিল মোর মুখে।
প্রসন্ন বদন প্রেম নিকেতন
বিন্ধে গেল মোর বুকে॥

কোন বা রসিকা অলকা তিলকা
দিয়াছে সে চাঁদ মুখে।
একি চমৎকার রূপ সরোবর
ধরিল না মোর চোখে॥

স্তম্ভিত হইয়া রহিনু চাহিয়া
আঁখি নাহি কথা শুনে।
রমণী গৌরব লজ্জা ভয় সব
টানি নিল নিজগুণে॥

বিম্ব ওষ্ঠাধর কাঁপে থর থর
কি কহিল ধীরে ধীরে।
বুঝিতে নারিনু চাহিয়া রহিনু
তমাল তরুটি ধরে॥৬২॥

[গীতাঞ্জলি]

টুটল যে ধন টুটল রে!
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়ন জলে ভেসে হৃদয়
চরণ-তলে লুটল রে!

এই ত তোমার প্রেম
ওগো হৃদয়-হরণ!
তোমারি মুখ ঐ ফুটেছে
মুখ আমার চোখ খুঁজেছে
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ!



[সাক্ষাদ্দর্শন ও মানস-মিলন]

যমুনা-তীরে

মাধবী-তলে

কৃষ্ণের ব্যগ্রতায়, সুবল-সখা কৌশলক্রমে যমুনা-তীরে স্নান উপলক্ষে রাধাকে আনয়ন করেন।
প্রেমোচ্ছ্বাসে কৃষ্ণ "মূরছিত ভেল তথা"।

সিন্ধু উথলিত হইয়া নদীকে আকৃষ্ট করে—স্বয়ং ভগবান জীবের প্রেমালিঙ্গন জন্য আকুল।

ইহাই বিপরীত বিধান বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ কথা।

ইহাই গোবিন্দ-লীলা।

কহে মুনি ভাগবত শুদ্ধচিত্তে পরীক্ষিত
শুন রাজা গোবিন্দের লীলা।
স্বয়ম্ভু শঙ্কর মুনি নবাধিয়া নাহি জানি
সে প্রভু রাধার ভাবে ভোলা॥

(দুঃখী শ্যামদাস)



শ্রীযমুনা ভক্তি-স্বরূপা

ভক্তি নদীর উপকূলে—প্রেম যমুনার তীরে—জীবের ভগবদ্দর্শন লাভ ঘটে, অন্যত্র নহে।

ভগবান সর্ব্বগ, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, বিশ্বানুগ, বিশ্বাতিগ। তিনি তাঁহার ভক্তকে 'কালিন্দীদমন দিন মাহ—কালিন্দী-কূল-কদম্বক ছাহ'তে কিম্বা 'রতনমন্দিরে' অথবা 'আঙিনা-মাঝে' বা যমুনা যাইতে পথে'—মঠে, মন্দিরে, সজনে, নির্জনে—যখন তাঁহার ইচ্ছা তখনই—দেখিয়া লইতে পারেন। তিনি করুণাময়, লীলা-রসময়; তাঁহাতে সকলই সম্ভবে।

কিন্তু, জীবের জন্য ভগবদ্দর্শনের উপায় একটী মাত্র। উহা ভক্তি-পথ।

জ্ঞান ও ভক্তি—ব্রহ্ম ও ভগবান

মুক্ত হইবার দুইটী পথ—এক জ্ঞান-পথ আর এক ভক্তি-পথ।

প্রকৃত কথা—যিনি ভগবান কৃষ্ণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে :—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি-পরমাত্মেতি-ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করেন। ঐ একই তত্ত্ব ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

তথা চৈতন্যচরিতামৃতে :—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।

প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মের বিভূতি। সেই ব্রহ্ম হয় গোবিন্দের অঙ্গকান্তি॥
পরমাত্মা যেঁহ তেঁহ কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংশ॥
আত্মা অন্তর্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়। সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে। তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥

সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞান-যোগ-ভক্তি এই তিন সাধনের বশে, সাধকের সম্বন্ধে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জ্ঞানী সকল তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গ-যোগী সকল তাঁহাকে অন্তর্যামী পরমাত্মা স্বরূপে এবং ভক্ত সকল তাঁহাকে পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ-রূপে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি ও পরমাত্মা তাঁহার অংশ। তিনি স্বয়ং আত্মার আত্মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে পূর্ণরূপে অনুভব করা যায়। বৃন্দাবনে তাঁহার পূর্ণতম প্রকাশ—মথুরা দ্বারকায় পূর্ণতর—এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি-কালে পূর্ণ।

ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ, নির্বিকার, মমত্ব-বর্জ্জিত। ব্রহ্মকে ভালবাসা যায় না। ব্রহ্ম বস্তু "সত্ত্বামাত্রনির্বিশেষমবাঙমনসগোচরম্"। পরমাত্মার সঙ্গে জীবের প্রীতির সম্পর্ক-স্থাপন চলে না। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি"। ব্রহ্মবস্তু এবং পরমাত্মা, যোগী ঋষির ধ্যান-ধারণা-সমাধির বিষয়।

—•—

মানুষে যাহা আছে তাহা ব্রহ্মে আছে। কিন্তু ব্রহ্মে এমন কিছু আছে যাহা মানুষে নাই। মানুষ হইতে বৃহত্তর বলিয়াই তিনি ব্রহ্ম; যথা শাস্ত্র বচন—"বৃহত্ত্বাদ ব্রহ্ম গীয়তে"।

ব্রহ্ম = মানুষ + আরও কিছু।

তিনি যতক্ষণ এই বৃহত্তর সত্ত্বাতে বিরাজিত থাকেন, ততক্ষণ তিনি মানুষের ধারণার অতীত। তাঁহার এই অতিরিক্ত বৃহত্ত্ব বা Super-সত্ত্বা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যখন রূপে গুণে নামে

প্রকটিত হয়েন—একব্যক্তি—person হয়েন—তখন মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে, ধরিতে পারে, ভালবাসিতে পারে। মানুষ তখন তাঁহাকে ভক্তি প্রীতির অঞ্জলি দেয়, অনুরাগ উচ্ছ্বাসে পূজা করে, সেবা করে, আরাধনা করে—আপনার জন ব'লে প্রাণের দোসর, সাথের সাথী ব'লে প্রেমালিঙ্গন দেয়।

ইহাই ভক্তি-তত্ত্ব এবং ইহার মূল কথা "আদৌ সম্বন্ধ-স্থাপনম্" অর্থাৎ দাস্য—সখ্য—বাৎসল্য—মধুর এই সম্বন্ধ চতুষ্টয়ের কোনও একটা সম্বন্ধে ভগবানের সম্পর্কে নিজকে আবদ্ধ করা।

লীলাকারী শ্রীহরি আপনি এসে আপনাকে ধরা দিয়াছেন—

আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে (গীতাঞ্জলি)

ভগবান্ ঈশ্বর জীবের সঙ্গে মমত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। ভগবান ভক্তাধীন। তিনি এক মাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য—"ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"—আমি একমাত্র ভক্তির দ্বারা গ্রাহ্য।

ভক্তির দুই শাখা—(১) বিধি-ভক্তি (২) রাগ বা ব্রজের সহজ প্রেম।

বিষয়াসক্ত মানবচিত্ত ভগবৎ-কৃপায় হঠাৎ জাগ্রত হইয়া ভগবানকে ঐশ্বর্য্যময় শক্তিময় দেবতারূপে, মহিমান্বিত রাজ-রাজ 'প্রভু' রূপে দেখিতে শিখে। ক্রমশঃ, সাধনবলে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, নিঃসঙ্কোচ প্রীতির ভাব জাগে। ইহাই সহজ প্রেম বা ব্রজভাব। তখন সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদয় হয়। ক্রমশঃ, সকল রসের সার 'মধু'-র রস (অর্থাৎ মধু-তুল্য রস) বা কান্ত-ভাব প্রকাশ পায়। তখন—পূর্ব্ব-রাগ, সম্ভোগ, বিরহ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য হৃদয়-রঙ্গ-ভূমিতে নানাবিধ অপূর্ব্ব রস-লীলা প্রকটন করে।

যমুনা-তীর-বর্ত্তিনী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ দরশন করিলেন। ভগবদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল রাগে রঞ্জিত হইল। তিনি প্রেম-ভক্তিতে আপ্লুতা হইলেন এবং কাহারও প্ররোচনার অপেক্ষা না করিয়া মনে মনে ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

"ও রাঙা চরণে আপনা বেচিনু তিল তুলসী দেই"

(জ্ঞানদাস)

রাগ পাহাড়ী

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা
ভুবন-মঙ্গল নাম ভব-জলে-ভেলা॥

একদিন নটবর বৈসে বনমালী
নবরঙ্গে ত্রিভঙ্গ কদম্বে অঙ্গ হেলি॥

বামে বিনোদিয়া চূড়া টাননি কপালে
বরহা চন্দ্রিকা শোভা নানারঙ্গ ফুলে॥

মধুরসে উড়ি পড়ে মত্ত অলিকুল
কস্তুরী তিলক চারু অলকা অমূল॥

ভুরু ফুল-ধনু জিনি রঙ্গিম বয়ান
অঞ্জন-রঞ্জন আঁখি ঠারে পঞ্চবাণ॥

নাসাপুটে গজমতি করে ঢল ঢল
কত কলানিধি নিন্দে শ্রীমুখ-মণ্ডল॥

অধর সুরঙ্গ রঙ্গ জিনিয়া বান্ধুলি
অল্প অল্প হাসি যেন পড়িছে বিজুলি ॥

কুণ্ডল কেয়ূর হার ভালে দোলে মণি
অতসী কুসুম জিনি শ্যাম তনুখানি ॥

অঙ্গদ বলয় ভুজে মোহন মুরলী
পীতাম্বর রুচির গভীর নাভিস্থলী ॥

চরণে বঙ্কিম রাজে বাজন নূপুর
মোহনিয়া বেশে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ॥

কত শশিকলা জিনি মস্তকে মুকুট মণি
কুণ্ডল দোলয়ে কর্ণ মাঝে ।
কপালে চন্দন চাঁদ অপাঙ্গ আনন্দ-ফাঁদ
তিলফুল জিনি নাসাবর ।

বদন মণ্ডল আভা নিন্দি শরদিন্দু শোভা
ঊষা রবি জিনিয়া অধর ॥
পীযুষ জিনিয়া ভায লীলায় মধুর হাস
ভুবনমোহন-দেহ হরি ।

তনু রুচি জলধর গলে দিয়া মণিবর
মাল্য দোলে জিনিয়া বিজুরি ॥
পীতাম্বর কটি মাঝে চরণে নূপুর রাজে
পদতলে কি দিব উপমা ।

রাতুল চরণরাজ রাখিয়া হৃদয় মাঝ
তবে লক্ষী না পাইল সীমা ॥
সেই দেব নিরঞ্জন তাহার মহিমা গুণ
কে কহিতে পারে তিনপুরে ।

ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি না জানে তাহার গতি
সিদ্ধ মুনি গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥
গোবিন্দ-মঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখী শ্যামদাস রস গানে ॥৬১॥

—※—

["হেন কালে রাধা
সঙ্গে সখীগণ লৈয়া
যমুনা জলেরে যায়"]

—০—

বৃষভানু-নৃপ-সুতা রাধা ঠাকুরাণী
রূপে গুণে অনুপমা ধনী শিরোমণি ॥

রাই মুখ মনোহর দিতে নাই সীমা
বেদ-ভেদে বিধি যার না পায় মহিমা ॥

কাঁচা সোণা জিনি তনু পরে নীল বাস
কমলবদন চারু মন্দ মন্দ হাস ॥

বিমলবদনী ধনী অঞ্জননয়নী
মরাল মন্থর গতি মাঝা সিংহ জিনি ॥

রাধা কানু আঁখি আঁখি হৈল দরশন ।
রাধিকারে দেখে কানু নয়নে নয়ন ॥

রাধা বিনু অন্য কিছু না ভায় নাগরে
নিরবধি রাধা রাধা জপয়ে অন্তরে ॥

রাধিকার অন্বেষণে বুলে শ্যামরায়
পথ আগুলিয়া থাকে যদি রাধা যায় ॥

রাইরূপ মনে পড়ে শয়নে স্বপনে
গোবিন্দ-মঙ্গল দুঃখী শ্যামদাসে ভণে ॥৬৫॥

—*—

বরাড়ী

যমুনা নিকট যথা বংশীবট
অতি সে সুন্দর থল ।
নানা পক্ষিগণ তরুগণ তাথে
ধরে নানা ফুল ফল ॥

নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে
কেতকি চামেলি কুন্দ ।
নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম
চাঁপা পারুলির গন্ধ ॥

গুলাল তুলাল ঝাটি গন্ধকুন্দ
কিংশুক আমলা কত।
কদম্ব দোসারি শোভা অতি বড়ি
লাখে লাখে ফুল কত॥

—•:•—

হংস হংসিনী চক্রবাক আদি
চকোর চকোরী ডাকে।
কতেক চামরী ভ্রমরা ভ্রমরী
গুঞ্জরিছে লাখে লাখে॥

তরুলতা আর লবঙ্গ লতায়ে
বেষ্টিত মাধবী তরু।
সেইখানে নব
নাগর কালিয়া
মোহন মূরতি ধরু।

সে হেন মূরতি জলধর অতি
হেলিয়া মাধবী লতা।
চূড়ার টালনি বঙ্কিম চাহনি
ভুবন করেছে আলা॥

বিনোদিয়া চূড়া মালতিয়া বেড়া
ময়ূর শিখণ্ড উড়ে।
ভালে সে চন্দন চাঁদ বিরাজিত
কে হেন বাঁধিল চূড়ে॥

নাসিকার আগে মাণিকের-চুণি
গজমতি তাহে দোলে।
ললিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হইয়া
দাঁড়ায়ে মাধবী তলে॥

গলে বনমালা কিবা করে আলা
দোলই হিয়ার মাঝে।
অলিকুল মত্ত লাখে লাখে কত
সতত তাহে যে রাজে॥

পীত পরিধান বিনোদ বন্ধান
চরণে নূপুর বায়।
পঞ্চধ্বনি শুনি মগন মেদিনী
মধুর মুরলী গায়॥

চণ্ডীদাস কহে অনুপ অপার
সুখের নাহিক ওর।
এলে সে এ বেশে পরাণ মোহিল
মরমে হইল ভোর॥ ৬৬॥

—•:•—

সিন্ধুড়া

পথের মাঝেতে আছেন সুবল
হেনই সময়ে রাই।
সহচরী সনে তুরিতে মিলিল
যমুনা সিনানে যাই॥

হংস-গমনী রাজার নন্দিনী
প্রবেশ করল তথা।
দেখিয়া নাগরে নাগরীর মুখ
মুরছিত ভেল তথা॥

অবশ পরশ নয়ানে নয়ান
হেরিয়া নাগরী পানে।
নাগরী নাগরে মরম ভিতরে
বাঁধল সে দুই জনে॥

কেবল দরশ হইলা হরষ
নয়ানে নয়ানে খেলা।
বচনে মিলন হইল যতন
হৃদয় ভিতরে মেলা॥

(শ্রীরাধার মানস-পূজা)

বৃকভানু-সুতা চরণ হইতে
নিরীক্ষণ করে চূড়া।
মনের মানসে আপনার চিতে
হৃদয়ে বাঁধল গাঢ়া॥

মনে মনে ফুল তুলি মন সাধে
পূজল চরণ দুই।
নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই॥

সূর্য্য-পূজা ছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥

এ কথা অনেক বিচার করিতে
রসের চাতুর্য্য বড়ি।
সুগড় হইলে এ সব জানিলে
বুঝিব চাতুরী তারি॥

চণ্ডীদাস বলে এ সব জানিলে
চাতুরী রসের সার।
রসিক হইলে জানিতে পারে
কিবা সে কি রসধার॥ ৬৭॥

—(০)—

[সাক্ষাদ্দর্শনান্তে রাধার অবস্থা]

ধানশী

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥

নিজ করোপর রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥

হেন কালে তথা আইলা ললিতা
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া
তুলিয়া লইলা কোরে॥

নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
আজ কেনে ধনি হয়েছ এমনি
কহ না কি লাগি শুনি॥

আ-জনম সুখে হাসি বিধুমুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেনে বল কান্দিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ॥

চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে আগেয়ান।
চণ্ডীদাসে কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামের পিরীতি বাণ॥ ৬৮॥

—০—

[ব্রাহ্ম সঙ্গীত]

ভাটিয়াল ঠুংরি

এ গো দরদি!
আমার মন কেন উদাসী হতে চায়!
যেন ডাক নাহি হাক গো নাহি
আপ্‌নে আপ্‌নে চলে যায়।
ওগো ধৈরজ না ধরে অন্তরে
সদা কেঁদে উঠে মন
শিহরি নয়ন ঝরে

যেন নীরবে সুরবে গো
সদা ডাকিতেছে আয় গো আয়।
যেমন ভাঁটি সোঁতে ভাটার গড়ান
সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরাণ
সে টান এতই সরল মনের গো গরল
অমৃত হইয়া যায়॥

সে যে কেমন করে দেয় গো মন্ত্রণা
উড়ায়ে দেয় মনের গো পাখী
মানা মানে না
পাখী উড়ে যায় বিমানের গো পথে
শীতল বাতাস লাগে গো গায়।
(কালী নারায়ণ গুপ্ত)

[পরস্পর সখ্যুক্তি]

শ্রীরাগ

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে॥

এবে দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে॥

সই বড়ি পরমাদ হৈল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল॥

ক্ষণে ধনী চমকয়ে ক্ষণে উঠে কাঁপ।
কর পরশিল নহে এত অঙ্গতাপ॥

মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে॥

সবে এক দেখিয়া করিয়ে পরতীত।
কালা নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত॥

কালা কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
জ্ঞানদাসে বলে কালা কানুর ভাবে আছে॥৬৯

—:*:—

ধানশী

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

রাই এমন কেনে বা হৈল।
গুরু দুরজনে ভয় নাহি মনে
কোথা বা কি দেবে পাইল॥

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়া পরে॥

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়ায় লালসে
না বুঝি তাহার ছলা॥

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলা চান্দে।
চণ্ডীদাসে ভণে করি অনুমানে
ঠেকিলা কালিয়া ফান্দে॥ ৭০॥

—※—

সিন্ধুড়া

আগো, রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু হাত তুলি॥

একদিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥ ৭১॥

—•—

খেণে খেণে নয়ন কোণ অনুসরই।
খেণে খেণে বসনধূলি তনু ভরই॥
খেণে খেণে দশন ছটাছট হাস।
খেণে খেণে অধর আগে করু বাস॥

চৌঙকি চলয়ে খেণে, খেণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥ ৭২॥

—○○○—

ভুড়ি

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদ গদ উতর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান॥

সখি হে, কি ভেল এ বরনারী!
কবহুঁ কপোল থকিত রহুঁ ঝামরি
জনু ধনহারী জুয়ারি॥

বিছুরল হাস রভস রস চাতুরী
বাউরী জনু ভেলি গোরী।
খণে খণে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরম ভেলি ভোরি॥

কাতর কাতর নয়ানে নেহারই
কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন্ দুখে দারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানী॥

ঘন ঘন নয়ানে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহিঁ কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলুঁ জগমাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥৭৩॥

—০—

ধানশী

কালিয়-বরণ হিরণ-পিঁধন
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥

কেহ কহে মাই ওঝা দে ঝাড়াই
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানু-সুতা॥

রক্ষামন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহি যে আনি দেও এবে
কালার গলার ফুলে॥

পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত-প্রেত আদি ঘুচিয়া যাইবে
যাইবে অঙ্গের জালা॥

কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জালা॥৭৪॥

—০—

ধানশী

ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে এই বৃষভানু-সুতা॥
কালিয় কোঙর হিরণ-পিঁধন যবে পড়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া কান্দে ধরি ভূম খানে॥
রক্ষা রক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বোলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় যারে কহ ভূত।
শ্যাম চিকণিয়া সে নন্দের ঘরের পুত॥৭৫॥

—:-:—

পঠমঞ্জরী গুর্জ্জরী

এইত গোকুল-বাসী কেহ কিছু জানসি
তাহার চরণে কর সেবা।
তোমরা আসিয়া দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ
রাইয়েরে পাঞাছে কোন দেবা ॥

সব দেব হাকারিয়া কহে শ্রুতি পুটে।
কালিয়া কোঙারের নামে কাঁপিঝাঁপি উঠে ॥
কালিয়া কোঙার থাকে কদম্বের ডালে।
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে ॥

তাহারে আনিয়া সবে তার পূজা কর।
পূজা পাইলে যাবে সে আপনার ঘর ॥
বংশীবদনে কহে এই কথা দঢ়।
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড় ॥ ৭৬ ॥

—০*০—

[বৃদ্ধা মুখরা উক্তি]

ধানশী

সোণার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলা বাউরী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে কদম্ব তলাতে
দেখিলা যে কোন্ জনে।
যুবতী জনার ধরম-নাশক
বসি থাকে সেই খানে ॥

সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি
চাহিয়া তাহার পানে ॥

একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুল-শীল নাশে
কালিয়া প্রেমের মধু ॥ ৭৭ ॥

———

কামোদ

সোণার নাতিনী কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি অঝরু ঝরয়ে আঁখি
জাতি কুল সকল পাছে যায় ॥

যমুনার জলে যাও কদম তলার পানে চাও
না জানি দেখিলা কোন্ জনে।
শ্যামল বরণ হিরণ-পিঁধন বসি থাকে যখন তখন
সে জন পড়েছে বুঝি মনে ॥

ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাঙ তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥

একে তুমি কুল নারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে
লাগিল কালিয়া-প্রেম মধু ॥ ৭৮ ॥

—:::—

তুড়ি

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
হেন অনুমানি কালা রূপ খানি
তোমারে করল ভোরে ॥

দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা
নয়নে বহয়ে লোরে।
সে বর নাগর গুণের সাগর
কিবা না করিতে পারে ॥

শুন শুন রাই কহি তুয়া ঠাঁই
ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি
আছয়ে গোকুল পুরে ॥

ইহাতে এখন দেখি যে কেমন
নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নব রসে
বুঝেও বুঝিতে নারে ॥ ৭৯ ॥

—:*:—

[অথ সখী-প্রশ্নে]

ত্রি-জগত-মনোহারী কৃষ্ণের মাধুরী হেরি
বৃষভানু-রাজার দুহিতা।
হয়্যাছেন মুগ্ধচিত অতিশয় উৎকণ্ঠিত
তাঁরে কন বিশাখা-ললিতা ॥

প্রিয়সখি! পুছিরে তোমায়।
দিন-দুই-তিন তোহে দেখি অন্যমন কাহে
কহ কহ তাহা মো-সবায় ॥

ভোজনে না দেখি সুখ সদাই মলিন মুখ
ছাড় মুহু দীঘল-নিশ্বাস।
নাহি কর অঙ্গবেশ বন্ধন না কর কেশ
নাহি পর মনোহর বাস ॥

শুক-শারী না পড়াও কভু বীণা না বাজাও
নাহি কর কখনো সঙ্গীত।
প্রিয়সহচরী মেলি নাহি দেখি পাশা-খেলি
হাস্য নাহি দেখি কদাচিত ॥

বসি একা নিরজনে কি ভাবহ মনে মনে
তাহা কিছু না পারি বুঝিতে।
শ্রীরঘুনন্দন রটে— তোমাদের যোগ্য বটে
প্রিয়সখী-হৃদয় জানিতে ॥ ৮০ ॥

—[০]—

বরাড়ি

নিশষি নহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥

ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুলে ভরু অঙ্গ ॥

এ ধনি মোহে না করু অরু ছন্দ।
জানলু ভেটলি শ্যামরু চন্দ ॥

ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই ॥

যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল ॥

আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত ॥

দূরে রহু গুরুজন গৌরব লাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ ॥৮১॥

———

বিভাস

চলিতে না পার রসের ভরে।
আসল নয়ানে অলস ঝরে ॥

ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও ॥

না জানিএ কিবা অন্তর সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে ॥

মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ ॥

কালর বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও ॥

কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখী ॥

জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায় ॥ ৮২ ॥

—(০)—

বালাধানশী

রাধে নিগদ নিজং গদ-মূলং।
উদয়তি তনু মনু কিমিতি পুলক-কুল
মনুকৃত-বিটপ-কুকূলং॥

প্রচুর-পুরন্দর- গোপ-বিনিন্দিত-
কান্তি-পটল মনুকূলং।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহু রপি
সংভৃতমুরসি দুকূলং॥

অভিনন্দসি নহি চন্দ্র-রজোভর-
বাসিতমপি তাম্বুলং।
ইদমপি বিকিরসি বর-চম্পক-কৃত
মনুপম-দাম সচুলং॥

ভজদনবস্থিতি মখিল-পদে সখি
সপদি বিড়ম্বিত-তূলং।
কলিত-সনাতন- কৌতুক মপি তব
হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং॥৮৩॥



বল রাধে আপনার পীড়ার কারণ।
উঠিতেছে দেহে কেন তুল্য হুতাশন॥

চন্দ্র-গোপ কীট বর্ণে করি তিরস্কার।
কান্তিময় হইয়াছে কাঁচলি তোমার॥

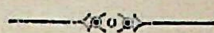
অহরহ বক্ষে যেই হয় অনুকূল।
ক্ষেপণ করিছ দূরে এমন দুকূল॥

কর্পূর মিশ্রিত মিষ্ট সুখাদ্য তাম্বূলে।
স্বরচিত মালা যাহা গাঁথা চাঁপা ফুলে॥

এসকলে দূরে তুমি করিছ ক্ষেপণ।
হেন অনবস্থা কারু না দেখি কখন॥

সর্ব্বস্থানে তব চিত্ত অস্থৈর্য্য হইয়া।
তুলনা-রহিত দুঃখে রয়েছে ডুবিয়া॥

যদি হয় সনাতন কৌতুকের স্থান।
স্ফূর্ত্তি পাইতেছে যেন শূলের সমান॥৮৪॥



ধানশী

নায়ানক নীর থির নাহি বান্ধই
ঘন-ঘন মেটসি তাই।
সচকিত লোচনে জলদ নেহারসি
মানসি হাত বাড়াই॥

খেণে ঘর বাহির করসি নিরন্তর
খেণে খেণে দশ দিশ হেরি।
ময়ূর ময়ূরী সনে হাসি সম্ভাষসি
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি॥

কেলি-কদম্ব পুনহিঁ পুন হেরসি
ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালন্দী নামে রোই উতরোলসি
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥৮৫॥



আড়ানা সুহিনী

কহ কহ সুবদনি রাধে।
কি বা তোর হইল বিয়াধে॥

কেনে তোরে আন মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লেখি॥
(নিঝরে ঝরয়ে দুটী আঁখি)
হেম কান্তি ঝামর হইল।
রাঙা বাস খসিঞা পড়িল॥
আঁখি যুগ অরুণ হইল।
মুখপদ্ম শুখাইয়া গেল॥
কি লাগিয়া এমন হইলা।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥

এত শুনি রহে ধনী রাই।
এ যদুনন্দন মুখ চাই॥৮৬॥



যথা রাগ

কিয়ে তুহুঁ ভাবসি রহসি একান্ত।
ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ॥

কহ কহ চম্পক গোরি।
কাঁপসি কাহে তনু মোরি॥

ঘাম-কিরণ বিন্দু ঘামই অঙ্গ।
না জানি এ কানুক প্রেম তরঙ্গ॥

জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে।
বিশোয়াস করু রাধামোহন দাসে॥৮৭॥

—:০:—

ধানশী

তোহারি বেদন ছেদন কারণ
পুন পুন পুছি তোয়।
তুহু উর ধরি ধরি মরি মরি বোলসি
শুধ বুধ সব খোয়॥

আলিরি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে।
যো তুয়া দুঃখে দুখায়ত শত গুণ
তাহারে কি বেদন না কহিয়ে॥

এ তুয়া সঙ্গিনী রঙ্গিনী রসিকিনী
কহিলে কি আওব লাজে!
ফণি-মণি ধরব শমন ভবনে যাব
যৈছে সিধায়ব কাজে॥

হাম আগুয়ানি আগুণি পৈঠব
বৈঠব যোগিনী-সাজে।
তন্ত্র মন্ত্র যত শত শত ঢুঁড়ব
বুড়ব সাগর মাঝে॥

ভাবনা অব তুয়া অন্তরে অন্তরু
কহিলে কি রহে তাপ-লেশ।
বিন্দু ইন্দুমুখি সিন্ধু উতারব
বোলহ বচন বিশেষ॥

—•::•—

সখীদের বাণী শুনি রাধা ঠাকুরাণী।
লজ্জা লাগি কহিতে নারেন কিছু বাণী॥

দীঘল নিশ্বাস ছাড়ি অধ করি মুখে।
লিখেন ধরণীতল কর-পদ্ম-নখে॥

তাহা দেখি পুনর্ব্বার বিশাখা-ললিতা।
কহিছেন অতিশয় হইয়া দুখিতা—॥

সখি! না কহিছ কেন হৃদয়ের কথা।
তোর দশা দেখি মোরা পাই বড় ব্যথা॥

'প্রিয়সখি প্রিয়সখি' বল মো-সবারে।
কিন্তু তাহা মিছা মানি এই ব্যবহারে॥

'প্রিয়সখী' বলয়ে তাহারে সবজন।
যাহার নিকটে কিছু না রহে গোপন॥

যদি প্রিয়সখী-মাঝে মোদিগে গণিবে।
তবেত হৃদয়-কথা কহিতে হইবে॥

শ্রীরঘুনন্দন কহে—এমত চাতুরী।
না থাকিলে হবে কেন রাই-সহচরী॥৮৮॥

—•-•—

[ততঃ রাধা ও সখীগণের কথোপকথন]

শুনি এত সখীদের বাণী।
কহিছেন রাধাঠাকুরাণী—॥

সখি! কি করিব নিবেদন।
কহিতে না স্ফুরয়ে বচন॥

মোর মন অতি দুরাচার।
কিছু কথা রাখে না আমার॥

করে এহ অভিলাষ যাহা।
লাজ খাই কে কহিবে তাহা॥

ইথে তোরা নাহি ভাব ব্যথা।
কহ কিছু অন্য ভাল কথা॥

শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয়—।
ইহা হত্যে ভাল কি আছয়? ৮৯॥

—:::—

রাধার বচন করিয়া শ্রবণ
অতিশয় দুখি-মন।
ছল ছল আঁখি রাই মুখ দেখি
ললিতা বিশাখা ক'ন॥

সখিরে! বুঝিলুঁ আশয় তোর।
তোমার পিরিতি বড় লাজ প্রতি
মো'সবার প্রতি থোর॥
সখীর সমাজ হত্যে যদি লাজ
হল্য তব বড় প্রিয়া।
তবে তারে লয়্যা থাক সুখী হয়্যা
মোদিগে বিদায় দিয়া॥

তব সহচরী বলি মোরা করি
মনে যেই অভিমান।
তাহা মিছা জানি ব্যথিত পরাণী
না রাখিব আর প্রাণ॥

শ্রীরঘুনন্দন করে নিবেদন
ধনি-ধনি দুই জনে।
গোপত আশয় বেকত না হয়
এমত চাতুরী বিনে॥২০॥

—:০:—

এত কহি ললিতা বিশাখা দুই জন।
উঠিয়া সেথান হত্যে করেন গমন॥

তাহা দেখি শ্রীরাধিকা করেতে ধরিয়া।
বসাইল পুনর্ব্বার যতন করিয়া॥
'কহিব কহিব' করি ভাবিছেন মনে।
কিন্তু লাজে নিসসরে না বচন বদনে॥
হেন কালে কৃষ্ণ-বাঁশী বাজিল কাননে।
তাহা শুনি রাধা ক'ন সজল নয়নে॥

কি কহিব প্রিয়সখি! আপন দশায়।
ডুবাইল কর্ণ আর নয়নে আমায়॥

মোর কাণ শুনি অই মুরলীর গান।
মোহিত হয়্যাছে নাহি শুনে শব্দ আন॥

অই ডাকাতিয়া বাঁশী যে জন বাজায়।
তাহারে দেখিয়া আঁখি ডুবাল্য রাধায়॥

এহ কিবা সুখ পাইয়াছে দেখি তায়।
সেই হত্যে অন্যপানে কখনো না চায়॥

ইহাদের সঙ্গী হইয়াছে দুষ্ট মন।
কিশোরীর বুঝি নাহি রহিল জীবন॥

—০—

[ব্রাহ্ম সঙ্গীত]

মিশ্র—ঝাঁপতাল

আমার প্রাণ-রমণ আমায় ডাকে ঐ
ডাক শুনে প্রাণ আকুল হ'ল
কেমনে আর তারে ছেড়ে রই।
যাঁর ডাকে প্রাণ শিহরে
একবার যদি পাই তারে
মনের সাধ কই।
তবে দেহ মন সমর্পিয়ে ও চরণে পড়ে রই।
সে যে আমার হৃদয়-স্বামী
তাহারি যে প্রিয় আমি
সে যে আমায় ছেড়ে থাকতে নারে
আমি থাকতে পারি কৈ॥

—০:০—

কহেন ললিতাঠাকুরাণী—
না বুঝিলুঁ সখি! তোর বাণী॥

কতজন মুরলী বাজায়।
কি করিয়া জানিব ইহায়॥
দেখিয়াছ যাহারে নয়নে।
কহ তাহা বিশেষ বচনে॥
তাহা শুনি 'কে বটে' জানিব।
তবে যে উচিত তা কহিব॥

—(০)—

[তত্র সাক্ষাদ্দর্শনোক্তি]

শুনিয়া কিশোরী এ বচন।
কহিছেন সজল-নয়ন।

দাসীজন সঙ্গে করি আনিতে যমুনা-বারি
আমি ঘাটে করিয়া গমন।
সেই কালিন্দীর কূলে কদম্ব-তরুর মূলে
দেখিলুঁ পুরুষ একজন॥

প্রিয়সখি! নাহি জানি তায়।
মনে অনুমান করি মদন শরীর ধরি
আসিয়াছে ভ্রমিতে এথায়॥

ইন্দীবর নীলমণি নবীন নীরদ জিনি
অঙ্গ-কান্তি করে ঢলঢল।
যাহার ছটায় করি গগন ধরণী বারি
হইয়াছে অধিক শ্যামল॥

কিবা সে মুখের ঠাট আলো করি আছে ঘাট
জিনি কোটি কোটি শশধর।
তাহে নাচে দুই আঁখি যেমন খঞ্জন পাখী
নীল শতদলের উপর॥

জোড়া ভুরু তদুপরি তাহা কি বর্ণিতে পারি
মনে হয় কামের কামান।
অধর বান্ধুলী জিনি তাহে দিয়া বাঁশীখানি
করিতেছে সুমধুর গান॥

বাহু পীন সু-দীঘল পরিসর বক্ষস্থল
মাঝা খীণ জিনিয়া কেশরী।
পীত ধটী পরিধান বনমালা লম্বমান
গুঞ্জা-হার তাহার উপরি॥

ময়ুর পাখের চূড়া তাহে গুঞ্জা মালা বেড়া
ললাটে অলকা বিলম্বিত।
কটাক্ষ-ভঙ্গীতে করি সেই ত লইল হরি
হরি হরি কিশোরীর চিত॥৯১॥
(রঘুনন্দন গোস্বামী)

—*—

রাগ পাহাড়ী

দেখ নাই কদম্ব-তলে চাহিয়া।
কত চাঁদ জিনি তনু বরণ কালিয়া॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া চম্পকের বেড়া।
কস্তুরী তিলক কুলবতী-কুল-ছাড়া॥
কোন্ বিধি কতকালে নিরমিল তনু।
আঁখি ঠারে মূরছিত কত ফুল-ধনু॥
শ্রবণে মকর-কড়ি গলে মণি-হার।
অধরে অলপ হাসি অমিয়া-পসার॥
কটিতে পিয়ল ধটি পাটনীর ডোর।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর॥
চরণে বঙ্কিম রাজ নাচনিতে বাজে।
লাগি রহু দুঃখী শ্যাম চরণের মাঝে॥৯২॥

—[*]—

যথা রাগ

কি রূপ দেখিলুঁ মধুর মূরতি
পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার॥

বড়ি বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন-চাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবন-মোহন ফাঁদ॥

নব জলধর রসে ঢর ঢর
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন
গলে মুকুতার মালা॥

জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কে না কৈল নিরমাণ।
তরল নয়ানে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম-বাণ॥

সুরঙ্গ অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে ও রূপ নাগরে
দেখে কি পরাণ রয় ॥৯৩॥

— ∞ —

যথা রাগ

কি রূপ হেরিলুঁ যমুনা-কূলে
অতি অপরূপ কদম্ব-মূলে।

নাচিছে ময়ূর ঘনের পরি
অলিকুল সব চাঁদেরে ঘেরি।

আর অপরূপ কহা না যায়
মৃগাঙ্ক-রহিত শশাঙ্ক উদয়।

আর অপরূপ কহিতে নারি
যথা মেঘ তথা না হয় বারি।

হৃদি মাঝে মেঘ উদয় করি
নয়নের পথে বরিখে বারি।

হেন মনে লয় বিজরি হয়ে
জড়ায়ে রহি গো ও মেঘে গিয়ে।

জ্ঞান কহে ইথে না কর আন
যে কহিলা ধনি সেই পরমাণ ॥৯৪॥

—:—

শ্রীরাগ

কি হেরিলুঁ কদম্ব-তলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে
জীতে কি পারিয়ে পাশরিতে ॥

কপালে চন্দন-চাঁদ কামিনী-মোহন ফাঁদ
আঁধারেতে করিয়াছে আলা।
মেঘের উপরে চাঁদ সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা ॥

কিশোর বয়েস বেশ আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥

যে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর
সুধুই সুধার তনুখানি।
দাস অনন্ত বলে রূপ হেরি কে না ভুলে
জগতে নাহিক হেন প্রাণী ॥৯৫॥

—:—

ধানশী

সজল জলধর অঙ্গ মনোহর
ছটায় চাহিল নহে।
ঈষৎ হাসিয়া মনের আকুতে
অরুণ নয়ানে চাহে ॥

কি আজ পেখলুঁ বর বিনোদ নাগর
কেলি-কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসল আনন্দ জলে ॥

বকুল মালা দিয়া কুন্তল টানিয়া
ময়ুর-পুচ্ছের ছাঁদে।
রঙ্গিণী-লোচন- খঞ্জন বাঁধিতে
পাতিল বিষম ফাঁদে ॥

মকর-কুণ্ডল সঙ্গে অনঙ্গ দোলে গণ্ডে
ভালে দরপণ ভাণে।
দেখি সে মদন তাহে প্রতিবিম্বিত
গোবিন্দদাস অনুমানে ॥৯৬॥

—∞—

শ্রীরাগ

ভালে সে চন্দন-চাঁদ কামিনী-মোহন ফাঁদ
আঁধারে করিয়া আছে আলা।

মেঘের উপরে কি বা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোল কলা॥
(নিশি দিবা) (নিশি নিশি) (দিশি দিশি)
সোই, কিবা সে নয়ান চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ-পুতুলি দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥
কি বা সে চূড়ার ঠাট দশ নখ চাঁদ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জীতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুল শীল যত ছিল মনে লেগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥৯৭॥

—•—

সুহই

কিশোর বয়েস মণি কাঞ্চনে আভরণ
ভালে চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ সায়রে মন ডুবল
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ॥
সখিহে, পেখলুঁ পন্থকি মাঝ।
হাম নারী অবলা একলা পথে যাইতে
বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ান-সন্ধান বাণে তনু জর জর
কাতর বিনি অবলম্বে।
বন্ধন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল মন
পানি না পূরলুঁ কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর যেন জাগিয়ে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নীপ ছায়॥৯৮॥

—:০:—

ধানশী বা তুড়ী

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে।
ধরম করম হরে আধ আধ বোলে॥
রূপ দেখি কি না সে করিলুঁ।
বল করি জাতি প্রাণ পর হাতে দিলুঁ॥
নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাঁচনি॥
কত না ভঙ্গিমা দুটি নয়ান নাচনি॥
কিসের ভয় কি বা গুরু জন লাজে।
মধুর মূরতি সে লাগিল হিয়ার মাঝে॥
ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ।
কহে বলরাম ইহা পিরীতের ফাঁদ॥৯৯॥

—০§০—

কামোদ

সহজেই বিষম অরুণ দিঠি তাকর
আর তাহে কুটিল কটাখি।
হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর
ছেদল ধৈরজ-শাখী॥
এ সখি, বিহরয়ে কো পুন এহ।
পীত-বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
সজল-জলদ-রুচি দেহ॥
মৃদু মৃদু ভাষি হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ-আগি।
যাকর ধূমে ধরম-পথ কুলবতী
হেরই রহ পুন ভাগি॥
তহিঁ পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন
আনল হৃদয়ক মাঝ॥১০০॥

—:০:—

কামোদ

ভালে সে চন্দন-চান্দ নাগরী-মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুন ঠেকিলুঁ ও না ফান্দে॥

সই, কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি নিয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥

দেখিয়া ও মুখ-চান্দ কান্দে পূর্ণমিক চান্দ
লাজে দ্বারে ভেজাঞা আগুলি।
নয়ান-কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কি বা দুটি ভুরুর নাচনি॥

আই আই মরু মরু কি রূপ দেখিয়া আইনু
কালা অঙ্গে পরিছে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়ালুঁ মনে এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥

কি খেণে দেখিলুঁ তারে না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে ও রূপ দেখিয়া গো
কোন্ পামরী রবে ঘরে॥১০১॥

—※—

ও না কে বল গো সজনি।
কত চাঁদ জিনি সুন্দর মুখানি
বরণ কাঞ্চন মণি॥

করিবর-কর জিনি বাহুর সুবলনি
আজানু-লম্বিত সাজে।
নখ কর পদ বিধু কোকনদ
হেরি লুকাইল লাজে॥

ভাঙ-যুগবর দেখিতে সুন্দর
মদন তেজয়ে ধনু।

তেরছ চাহিয়া হাসি মিশাইয়া
হানয়ে সভার তনু॥

কটিতে বসন অরুণ বরণ
গলে দোলে বনমালা।
বাসুঘোষ ভণে হও সাবধানে
জগত করেছে আলা॥১০২॥

—:•:—

বরাড়ি

তরু-অবলম্বন কে।
হৃদয়-নিহিত-মণি মাল বিরাজিত
সুন্দর শ্যামর দে॥

নব কুবলয়দল কিয়ে অতসী ফুল
নীল মুকুর মণি আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন কিয়ে নব ঘন
বরণে না পায়হ শোভা॥

কুসুমিত চিকুর বলিত বর বরিহা
চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ মলয়জ-তিলক
চাঁদ উয়ল ঘনমালে॥

কোটি ইন্দু জিনি বয়ান মনোহর
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত ও রূপ অবিরত
ভাবিতে যাউ মোর কাল॥১০৩॥

—]•[—

[দিনান্তরের কথা—সখীসঙ্গে যমুনায়]

শ্রীগান্ধার

সই, কি আজু দেখিল রঙ্গ।
আজু গিয়াছিলুঁ যমুনার জলে
দুই চারি সঙ্গ॥

এক কালা দেহ রতন-ভূষণ
চূড়াটি টলিয়া বামে।
হেরম্ব-অনুজ যাহে আরোহিত
বেড়িয়া কুসুম দামে॥

তার মাঝে দিয়া ময়ূরের পাখা
হেলিছে দুলিছে বায়।
যেমন রবির সুতার তরঙ্গ
লহরী তেমতি প্রায়॥

তাথে শশধর মলয় চন্দন
তার মাঝে গোরোচনা।
তাহার সৌরভ পেয়ে অলিগণ
করে আসি আনা গোনা॥

নাসা খগ জিনি কিবা কীর গণি
এই দুই নখিলে নয়।
আকর্ণ-পূরিত সে দুটি লোচন
চঞ্চল শোভিত তায়॥

কটাক্ষ মিশালে হাসির হিলোলে
অমিয়া বরিখে রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
সদা দেখি নিশি দিশি॥

গলে বনমালা কিবা করে আলা
যমুনা দু কূল ভরি।
পীত বাস অতি কাঞ্চন মুরতি
করেতে মুরলী ধরি॥

এত দিন বসি গোকুল নগরে
না দেখিলা শুনি কাণে।
এমন মুরতি গড়ে কোন্ বিধি
দ্বিজ চণ্ডিদাসে ভণে॥১০৪॥

—:(*):—

ভাটীয়ারী

আগে পাছে চলে মোর কত প্রিয় সহচরী
যমুনার জলে আজু যাই।
ঘোঙট কাড়িতে রূপ নয়ানে লাগিয়া গেল
সরম রহল সেই ঠাঞি॥

আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি জানি হৈল
নিরবধি ধিক ধিক জলে॥

কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গো
মন মোর থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে মুরুছা হইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে॥

ধীরে ধীরে পা খানি বাঢ়াই কত ছল করি
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশীবদনে কহে শুন অনুরাগিণি
পিরীতি অনল না নিভাই॥১০৫॥

—০§০—

তুড়ি

আলো সই! কেনে গেলাঙ জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিলুঁ বাটে
তিমিরে গরাসল মোরে॥

রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে ময়ুর-চন্দ্রিকা ঠামে
ললিত লাবণ্য রূপ-শেষ॥

ললাটে চন্দন-পাতি নব গোরোচনা ভাতি
তার মাঝে পূর্ণমিক চান্দ।
অলকা-বলিত মুখ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপ
কামিনী জনের মন ফান্দ॥

লোকে তারে কাল কয় সহজে সে কাল নয়
নীল মণি-মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা
ভুবন-মোহন রূপ ভাতি॥

সঙ্গে ননদিনী ছিল সকল দেখিয়া গেল
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয়
সে কি সতী বোলাইতে পারে॥১০৬॥

—(ঃ)—

ভাটিয়ারী

আলো মুঞি জানোঁনা
জানিলে যাইতাঙনা কদম্বের তলে।
চিত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রইল বান্ধা॥

কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া॥

কটি-তটে বসন কসন লাল বেঢ়া।
বিধি নিরমিল ঘাটে কনকের কোঁড়া॥

জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥

কুলবতী সতী হৈয়া দু কুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥১০৭॥

—ঃ০ঃ—

কি হেরিলাম কালিন্দীর ঘাটে।
সেই হৈতে প্রাণ মোর কেন্দে কেন্দে উঠে॥

কিবা সে রসের অঙ্গ সুধা ঢল ঢল।
চূড়ার উপরে চাঁদ করে ঝলমল॥

গগনে একই চাঁদ ইহাই মোরা জানি।
ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি॥

হাতে চাঁদ পায়ে চাঁদ আর চাঁদ কপালে।
এমন কভু শুনি নাই যে চাঁদের গাছ চলে॥

দশ চাঁদ নাচে গায় মুরলীর রন্ধ্রে।
আর দশ চাঁদ রাঙা চরণারবিন্দে॥

চরণে পড়িয়া চাঁদ হইল বিভোল।
মালতীর মালা তাহে চাঁদ দিছে কোল॥

চাঁদের গাছে চাঁদের পাতা তাহে চাঁদের ফুল।
কালা চাঁদে আলো কৈল কালিন্দীর কূল॥

এমন কালিয়া চাঁদ কে আনিল দেশে।
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক হৈল শেষে॥

যদুনাথ দাস কহে মনে ডরাইয়া।
চাঁদ নহে নন্দ-সুত ছিল দাঁড়াইয়া॥১০৮॥

—ঃ০ঃ—

ধানসী

চন্দ্রক চূড় শিখণ্ডি-শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতি মাল।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত
চৌদিশে করত ঝঙ্কার॥

সজনি! কে কহু কাম অনঙ্গ।
কেলি-কদম্ব তলে সো রতি-নায়ক
পেখলুঁ নটবর-ভঙ্গ॥

কতহুঁ কুসুম-শর নয়ন-তূণ ভর
সঞ্চরু ভাঙ-কামানে।

নাগরী নারী মরম মাহা হানই
লখই না পারই আনে॥

শ্রুতি-মূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর-আকার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
মদন-মোহন অবতার॥১০৯॥

—০:০—

তথা রাগ

আলো সই! কি হৈল মোরে প্রেম জ্বালা
যো মেনে আপনা খাইলুঁ কেনে বা যমুনা গেলুঁ
শয়নে স্বপনে দেখোঁ কালা॥

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ অঙ্গে
সাথে গেলাঙ জল ভরিবারে।
তে-মাথা পথের ঘাটে সেখানে ভুলিলুঁ বাটে
কাল মেঘে ঝাপ্যাছিল মোরে॥

যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদম্ব তাথে
বনচারী সে কোন্ দেবতা।
তার গলার মালা দিলে আচম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল বেথা॥

বংশীবদনে কয় যুবতী জীবার নয়
দেখিলে মরমে দেয় হানা।
সে কালা কালিয়া শ্যাম কালিয়া তাহার নাম
কালিন্দী-কদম্ব-তলে থানা॥১১০॥

—০:০—

যমুনার জলে যাইতে সজনি
কালা রূপ দেখিয়াছি।
সবে দুটী আঁখি দিয়াছে বিধাতা
রূপ নিরখিব কি॥

পহিলে মোর মনে নব জলধর
নাম্যাছে তরুর মূলে।
দেখিতে দেখিতে হেদে আচম্বিতে
দুআঁখি ভরল জলে॥

ইন্দ্র-ধনু জিনি চূড়ার টালনি
উড়িছে ভ্রমরা জলে।
আঁখি পালটিয়া না পেলুঁ দেখিতে
ঘোঙ্গট হইল কাল॥

বিজুরি বলিয়া রহিলুঁ ভাবিয়া
অনুখণ রূপ হেরি।
কদম্ব-হিলনে বংশী আলাপনে
চাহিতে চেতন চুরি॥

নাহি পরিচয় বংশী সবে কয়
একি হ'ল পরমাদ।
ও রাঙা চরণে নূপুর হইতে
লোচনদাসের সাধ॥১১১॥

—:০:—

ধানশী

অলখিতে গতি জিতি বিজুরি সঞ্চার।
চৌদিকে ধাবই লোচন তার॥

এ সখি, অতয়ে না পায়লুঁ ওর।
কৈছনে চিত চোরায়ল মোর॥

জানলুঁ অবহুঁ কয়ল মুঝে হাত।
অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত॥

লোচন যুগলে লোরে পরিপূর।
কহইতে বয়ানে কথন নাহি ফুর॥

চলইতে চরণ অচল সব ভেল।
কুলবতী ধরম করম দূরে গেল॥

পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ১১২॥

—:০:—

[কালাচাঁদ-গীতা]

(স্ব-গত)

চেতন পাইয়া চলিনু ধাইয়া
লুকাইনু গৃহ কোণে।
বিরলে বসিনু কান্দিতে লাগিনু
ধৈরয না মানে প্রাণে ॥

ফিরিল প্রকৃতি ফিরিল আকৃতি
সঙ্গিনী চিনিতে নারে।
চঞ্চল আছিনু গম্ভীর হইনু
কথা নাহি কহি কারে ॥

অন্তর নির্ম্মল আপনি হইল
কি লাগি বলিতে নারি।
আনন্দ হৃদয়ে খেলিছে সদায়ে
দিবস রজনী ঝুরি ॥

আমি কোন্ জন বুঝিনু তখন
আগে জানি না অন্তরে।
আছে নিজ জন বুঝিনু তখন
একা নাহি এ সংসারে ॥

আছে মোর ঘর সংসার আমার
এ বাড়ী আমার নয়।
আমি না আমার আমি হই তার
হইল এ জ্ঞানোদয় ॥

যত নিজ জন আপন আপন
আছয়ে সংসার লই।
শুদ্ধ সে আমার কেহ নাহি আর
সেই নিজ জন বই ॥

কেবল আমার কেহ নাহি আর
ইহাতে আনন্দ উঠে।
তার নাম কথা বাস তার যথা
সব মোর লাগে মিঠে ॥

তাহার সম্বন্ধ যে কোন প্রবন্ধ
যথা শুনি যাই চুপে।
নয়ন মুদিলে হৃদয়-কমলে
হেরি সেই রস-কূপে ॥

সম্মুখে দর্পণ দেখিতে বদন
চন্দ্র-মুখ দেখি তার।
অতি লজ্জা পাই মুখ ফিরি চাই
দেখিতে না পাই আর ॥

স্বপন নিশিতে দেখি কত মতে
প্রভাতে না থাকে মনে।
সদাই হুতাশ ঘন দীর্ঘশ্বাস
তার চিন্তা রাতি দিনে ॥

চমকি চমকি উঠি থাকি থাকি
সখিগণ পুছে মোরে।
"কি বা আগে ছিলি কিসে হেন হলি
কি ব্যথা হয়েছে তোরে ॥"

সখীরে কহিনু "বিপিনে দেখিনু
নবীন পুরুষ রত্ন।
সত্য কি দেখিনু কি ধান্ধায় পনু
কিবা দিবাভাগে স্বপ্ন ॥"

যাই বন মাঝে বুলি অতি লাজে
চকিত হরিণী মত।
আড় চোখে চাই উদ্দেশ না পাই
ফিরি আসি মর্ম্মাহত ॥

আর নাহি শুনি মুরলীর ধ্বনি
না শুনি মঞ্জীর রব।
কুসুম ফুটিলে গন্ধ নাহি মিলে
নিরানন্দ দেখি সব ॥

ঘরেতে বসিয়া গবাক্ষ খুলিয়া
আঁখি দিয়া বহে লোর।
স্থির হয়ে থাকি এক দিঠে দেখি
যদি যায় চিত্ত-চোর॥

রুণু ঝুনু ধ্বনি যদি কভু শুনি
চমকিয়া উঠি চাই।
দেখি দেখি দেখি কোথা প্রাণপাখী
আর না দেখিতে পাই॥

বনেতে খুঁজিব হবে প্রিয় লাভ
সংকল্প করিনু মনে।
যদি নাহি পাব ঘরে না ফিরিব
বনে রব চিরদিনে॥

নিজ জন সব ছাড়ি বনে রব
কান্দিয়া উঠিল প্রাণে।
আপন যে আছে সকলের কাছে
বিদায় লইনু মনে॥ ১১৩

—•::•—

[পুনঃ সখী-প্রতি]

ধানশী

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ান থুই সেই অঙ্গ হৈতে মুই
ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি॥

অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ ঝলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥

বিনি মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কি বা সে মোহন চূড়া দো-স্থতি মুকুতা বেড়া
মত্ত ময়ূর-পুচ্ছ তায়॥

গলায় কদম্ব-মালা জিনিয়া মদন-কলা
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী ধ্বনি অবলা পরাণে ঝুরি
বলিহারি যাউ বংশীদাস॥ ১১৪॥

—•-•—

নট নারায়ণ

নব নীরদ তনু তড়িত-লতা জনু
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতী বকুল বলিত অতি আকুল
মৌলি মিলিত বনমাল॥

পেখলুঁ কালিন্দি-কূল-বিলাসী।
হেলি কলপতরু তরুণী-মন-মোহন
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥

মণিময় আভরণ নূপুর রণ ঝণ
মদন-মন্থর গতি ভাতি।
গীম-বিভঙ্গিম নয়ান-তরঙ্গিম
কত কুলবতী-মতি মাতি॥

কমলা-লালিত চরণ-কমল-মধু
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপ নারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান॥ ১১৫॥

—•—

তুড়ি

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে।
কালিয়া-বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইলুঁ তার আঁখির ঠারে॥

নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই
কি ক্ষেণে বাড়াইলুঁ পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল নাশাইল কুলবতী
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে॥

কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়ার নয়ান বাণ মরমে হানিল গো
কালাময় আমি সব দেখি॥

চিকণ কালার রূপে আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মাজিল গো
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥ ১১৬॥

—০০০—

এ সখি কি পেখলুঁ এ অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥

কমল-যুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥

তাপর বেঢ়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥

শাখা-শিখর সুধাকর-পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাঁতি॥

বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥

তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী বেঢ়ল মোড়॥

এ সখি রঙ্গিণি কহ ত নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভাল জান॥ ১১৭॥

—:০:—

তুড়ী

সখি হে কি পেখলুঁ নীপ-মূলে ধন্দ।
একে সে বরণ কালা বিবিধ বিনোদ মালা
লাবণ্যে ঝুরয়ে মকরন্দ॥
ভবজ-অনুজ-রথ তা তলে বিনতা-সুত
কোরে কুমুদ-বন্ধু সাজে।
হরি-অরি সন্নিধানে অলি রস পূরে বাণে
রমণী মুনির মন বান্ধে॥
খগেন্দ্র নিকটে বসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।
কুন্তির নন্দন মূলে কশ্যপ-নন্দন দোলে
মনমথ-মনমথ তায়॥
জলধি-সুতা-পতি তা তলে যার স্থিতি
সে কেন যমুনার জলে ভাসে।
শচী-পতি-রিপু-সুতা বাহন বিজুরী লতা
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে। ১১৮॥

—:০:—

কামোদ

জনম অবধি হৈতে দেখি নাই হেন রীতে
কি বা দিয়া নিরমিল বিধি।
মুরলী লইয়া করে কি মধুর গান করে
কালা নহে রসময় নিধি॥

মনোহর বংশী-বদন বনমালী।
ত্রি-ভঙ্গ-ভঙ্গিমা ঠামে চূড়ার টালনি বামে
আর তাহে অলকা-আবলি॥

বরণ চিকণ কালা তাহে শোভে বনমালা
পীতাম্বর পরিধান করি।
কি বা সে মূরতি খানি অপরূপ লাবণি
কালা নহে, জগ-মন-হারী॥

———

(কৃষ্ণের বেণু)

"কৃষ্ণ-বংশী নারায়ণের
চিচ্ছক্তি-স্বরূপা।
যেই যৈছে বাঞ্ছে তারে
তৈছে করে কৃপা॥"
(গোবিন্দলীলামৃত)

—(০)—

গর গর বেণু বাজে কৃষ্ণের বদনে।
যার যেমন মনের ভাব সেই তেম্‌নি শুনে॥

যশোদা শুনেন বেণু
মাগে ক্ষীর ননী।
করপুটে সর লৈয়া
ধায় নন্দরাণী॥

ললিতা বিশাখা সবে শুনে বেণুর ধ্বনি।
রাই শুনে বেণু ডাকে 'বেঢ়াও কমলিনি'॥

—[০]—

বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র বলেন—শ্রীকৃষ্ণের দূতী মধ্যে বংশী—"সর্ব্বকার্য্য-সাধিকা"।

——০——

শ্রীরাগ

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত
অধর-সুধাধরে ধরিয়া।
ধ্বনি শুনি ধরণী ধয়ল কুল-কামিনী
চোঙক পড়ল জগ ভরিয়া॥

নীপ নিকটে নব-রঙ্গিয়া।
পদের উপরে পদ তরু-মূলে শ্যামচাঁদ
লীলা-ললিত-ত্রি-ভঙ্গিয়া॥

পঞ্চানন চতু- রানন নারদ
ধ্বনি শুনি সুর-পতি ধন্দে।
ফল ফুলে মগন সকল বৃন্দাবন
তরু সঞে ঝরে মকরন্দে॥

শুনিয়া বংশীর গান মুনিজন ভুলে ধ্যান
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরুছায়।
রায়শেখর বোলে বাঁশী শুনে কে না ভুলে
কুলবতী বাঁচিবে কি তায়॥ ১১৯॥

—:::—

শুনিয়া মুরলী ধ্বনি
ধ্যান ছাড়ে যত মুনি
জপ তপ কিছুই না ভায়।
তৃণ মুখে ধেনু যত
উর্দ্ধমুখে রহত
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায়॥

ময়ূর-পাখের চূড়া
মালতীর মালে বেড়া
ভুবন-মোহন তার বেশ।
অগোর চন্দন ঘন
তনু ঘন লেপন
সৌরভে ভরল সব দেশ॥

ব্রজরাজ-নন্দন
অনন্ত-জীবন-ধন
নাম তার সুন্দর কানাই।
যাহার আঁখির ঠারে
এ দেশে তাহার ডরে
ঘরের বাহির হৈতে নাই॥১২০॥

—০—

বংশী-ধ্বনি-সুমাধুরী শুনি সব প্রাণী।
ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় হৈল স্থিরতর জানি॥

নদীগণ না চলয়ে
স্রোত স্তম্ভ হৈল।
কঠিনতা হৈল জল
গ্রাহ ধর্ম্ম লৈল॥

পাষাণ হইল দ্রব-
-ভাব সুকোমল।
বৃক্ষগণ কাঁপে অতি
আনন্দ অন্তর॥

জঙ্গম হইল জড়
চলিতে না পারে।
স্বর-ভঙ্গ হৈল কারো
শব্দ নাহি সরে॥

বংশী-ধ্বনি-সুধা পান
কৈলা ধেনুগণে।
প্রচুর গলয়ে দুগ্ধ
দেখ সব স্তনে॥

দুগ্ধের কল্লোলে যেন
নদী বয়ে যায়।
নবীন কুসুম লতা
সেক করে তায়॥

অত্যন্ত আশ্চর্য্য দেখি কহে বলরাম।
দেখহ ভাব সভার হৈয়া গেল আন॥
যমুনার তটে কৃষ্ণ বংশী-ধ্বনি কৈলা।
তাতে হৈতে এই ধর্ম্ম সবার হইলা॥ ১২১॥

(বিদগ্ধ-মাধব)

তথাহি পুনশ্চ

পিবন্তীনাং বংশীরবমিহ গবাং কর্ণচুলুকৈঃ
পয়ঃ পরাদ্ভুরাদ্দিশি দিশি তথা সুস্রুবুরমী।
অকালে পুষ্পত্তিস্তরুভিরভিতঃ শোভিতমিদং
যথা বৃন্দারণ্যং দধিময়নদীমাতৃকমভূৎ॥

অস্যার্থঃ।

ধেনুগণ বংশীধ্বনি কর্ণে পান করি।
দুগ্ধ সব স্রবি যায় দশ দিগ ভরি॥
অকালে সকল তরু পুষ্পিত হইল।
মধু-রজ পড়ে সেই দুগ্ধের উপর॥
দধিময় নদী হৈল দেখ বৃন্দাবনে।
যমুনার স্রোত সব চলয়ে উজানে॥১২২॥

—:০:—

মোহন মুরলী শুনি তরুলতাগণ।
প্রেমেতে বরিষে ফুল ফল সুশোভন॥

তপন-তনয়া মগ্না মুরলীর স্বানে।
তরঙ্গ-লহরী স্রোতে বহিল উজানে॥

মৎস্য-কচ্ছপাদি যত জল জন্তুগণ।
কূলে উঠি শুনে বংশী পাতিয়া শ্রবণ॥

যোগেন্দ্র ধেয়ানে ত্যজে মুরলীর স্বানে।
মুনিগণ তপ ত্যজি ধায় বৃন্দাবনে॥

জীয়ন্তে মরেছে শুনি মুরলীর স্বান।
মৃত তরু মুঞ্জরয়ে গলয়ে পাষাণ॥

দশ দিক্ চরাচর হইল স্থগিত।
পবন অচল হয়ে শুনে বংশী গীত॥

বংশী শুনি রবি-রথ রহে অন্তরীক্ষে।
তুরঙ্গ মোহিত হৈয়া পথ নাহি দেখে॥

গোকুলে থাকিয়া গোপী শুনে বংশী স্বান।
মদনে মোহিত মতি চঞ্চল পরাণ॥

সাত পাঁচ সখী মিলি একত্র হইয়া।
কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ হৃদয়ে ভাবিয়া॥

শুন আগো হেদে সখি স্বরূপ বচন।
কানুর মুরলী স্বানে হরয়ে চেতন॥

মধুর মুরলী শুনে বলে ব্রজনারী।
ভজিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি॥

অন্য চিত্তে নাহি লয় গোবিন্দ বিহনে।
আমরা কৃষ্ণের দাসী হব কতদিনে॥

এতেক ভাবিয়া মনে যত ব্রজনারী।
মনে দৃঢ়ভাব কৈল ভজিব মুরারি॥ ১২৩॥

(দুঃখীশ্যামদাস)

[শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—কৃষ্ণের বেণুরব 'সর্ব্বভূত-মনোহর'।

বেণু-প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

—:০:—

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভার॥

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণ ব্যাপে সব ত্রিভুবন
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর॥

স্মিত-কিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুপুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে॥

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সবা মাতোয়া'ল ক'রি বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ তরুণীর গণে॥

ধ্বনি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত
গৃহকোণ হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কে বা গোপীগণে॥

লোক-ধর্ম্ম লজ্জা ভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ধরি বলে আনে কৃষ্ণ-স্থানে॥

কাণের ভিতর বাসা করে
আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ
আন বুলিতে বোলায় আন্
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥ ১২৪॥

—০·০—

(তথা বিদগ্ধ-মাধবে)

"আত্মা পরমাত্মা সঙ্গে বিলাস করিতে।
এই বংশী-ধ্বনি হৈল বেদ-ধ্বনি তাতে॥"

(পুনশ্চ)

লজ্জা-ত্যাগ করাইতে এই বংশী-ধ্বনি।
পরম আশ্চর্য্য-সিদ্ধি-মন্ত্র-বিমোহিনী॥

—:০:—

[বৈষ্ণব সাধন তত্ত্বে প্রত্যেক সাধক নারী বা প্রকৃতি। নারীর শেষ ধন লজ্জা। লজ্জার্পণ নারীর পক্ষে নিঃশেষ আত্ম-সমর্পণের চূড়ান্ত। "বস্ত্র-হরণ" নামক রূপকচ্ছলে ভাগবতকার গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বার্পণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম

স্কন্ধের ২২ শ অধ্যায় দেখিয়া লইবেন। উহার একটী শ্লোক বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

(ভগবদুক্তি)

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥

আমাতে আবেশিতচিত্ত জীবগণের কাম পুনর্ব্বার সংসার-বিষয় ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হয় না। দগ্ধ বা রন্ধিত যবাদি পুনশ্চ অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না।

ভগবানে আরোপিত বা অর্পিত 'কাম' রূপান্তরিত হইয়া 'প্রেম' হইয়া যায়।

ব্রজ-গোপীর কাম এবং প্রেমে স্বতন্ত্রতা নাই। প্রেমই তাহাদের কাম।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বলেন :—'প্রেমৈব গোপ-রামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্'।

বিশেষ তত্ত্ব 'চৈতন্য চরিতামৃতে' দ্রষ্টব্য।]

—:০:—

[রাধা-উক্তি]

কালিয়া বরণ নাগর সুজন
কদম্ব-তলাতে সদাই থাকে।
যে ধনী যমুনা যায় তার পানে ফিরে চায়
তার জাতি কুল নাহি রাখে॥

আর এক অসম্ভব শুনি মুরলির রব
সদাই রাধা রাধা বলে বাঁশী।
সে ধ্বনি শুনিয়া কাণে বিকাইলাম শ্রীচরণে
বিনি মূলে মোরে কৈল দাসী॥

তাহার মধুর স্বরে ভুবন ভুলাইতে পারে
ইথে কি আর কুলশীল রয়।
শুনিয়া বাঁশীর গান উচাটন করে প্রাণ
যমুনার বেগ ধীরে বয়॥

বরণ চিকণ কালা ত্রিভুবন করে গো আলা
কি করিবেক পূর্ণিমার চাঁদে।
ভুবন-মোহন ছাঁদ মুরলিতে দশ চাঁদ
দশ চাঁদ চরণ-তলে কাঁদে॥

চরণে চরণ ছাঁদা বামে চূড়া ঢলে বাঁধা
তার মাঝে বনমালা ছাঁদা।
তাপরে বকুলের ফুল মজাইতে অবলা কুল
জ্ঞানদাস তাহে রৈল বান্ধা॥ ১২৫॥

—:০:—

ত্রি-ভঙ্গী হইয়া সখি! দাঁড়াইয়া
কদম্ব-তরুর ছায়।
মুরলী বাজায় সেই শ্যামরায়
তাহা কি কহনে যায়॥

কি বা সে মধুর ধ্বনি।
যাহা করি পান করি অনুমান
এই সুধা-তরঙ্গিণী॥

সেই ধ্বনি শুনি অমর-কামিনী
সকল মোহিত হয়।
খসে কেশপাশ পরিধান-বাস
তাহা কিছু না জানয়॥

যমুনার জল করি কলকল
কূল-অভিমুখে ধায়।
হরিণী সকল নেত্রে ঝরে জল
শ্যামের নিকটে যায়॥

শুনিয়া সে রব কুলের গৌরব
ধৈরজ রাখিতে পারে।
হেন কুলনারী ভুবন ভিতরি
নাহি পাই দেখিবারে॥

সাত পাঁচ সখী মিলি একত্র হইয়া।
কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ হৃদয়ে ভাবিয়া॥

শুন আগো হেদে সখি স্বরূপ বচন।
কানুর মুরলী স্বানে হরয়ে চেতন॥

মধুর মুরলী শুনে বলে ব্রজনারী।
ভজিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি॥

অন্য চিত্তে নাহি লয় গোবিন্দ বিহনে।
আমরা কৃষ্ণের দাসী হব কতদিনে॥

এতেক ভাবিয়া মনে যত ব্রজনারী।
মনে দৃঢ় ভাব কৈল ভজিব মুরারি॥ ১২৩॥

(দুঃখীশ্যামদাস)

[শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—কৃষ্ণের বেণুরব 'সর্ব্বভূত-মনোহর'।

বেণু-প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

—:০:—

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভার॥

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণ ব্যাপে সব ত্রিভুবন
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর॥

স্মিত-কিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুপুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে॥

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সবা মাতোয়াল করি বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ তরুণীর গণে॥

ধ্বনি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত
গৃহকোণ হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কে বা গোপীগণে॥

লোক-ধর্ম্ম লজ্জা ভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ধরি বলে আনে কৃষ্ণ-স্থানে॥

কাণের ভিতর বাসা করে
আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ
আন বুলিতে বোলায় আন্
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥ ১২৪॥

—০•০—

(তথা বিদগ্ধ-মাধবে)

"আত্মা পরমাত্মা সঙ্গে বিলাস করিতে।
এই বংশী-ধ্বনি হৈল বেদ-ধ্বনি তাতে॥"

(পুনশ্চ)

লজ্জা-ত্যাগ করাইতে এই বংশী-ধ্বনি।
পরম আশ্চর্য্য-সিদ্ধি-মন্ত্র-বিমোহিনী॥

—:০:—

[বৈষ্ণব সাধন তত্ত্বে প্রত্যেক সাধক নারী বা প্রকৃতি। নারীর শেষ ধন লজ্জা। লজ্জার্পণ নারীর পক্ষে নিঃশেষ আত্ম-সমর্পণের চূড়ান্ত। "বস্ত্র-হরণ" নামক রূপকচ্ছলে ভাগবতকার গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বার্পণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম

স্কন্ধের ২২ শ অধ্যায় দেখিয়া লইবেন। উহার একটী শ্লোক বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

(ভগবদুক্তি)

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥

আমাতে আবেশিতচিত্ত জীবগণের কাম পুনর্ব্বার সংসার-বিষয় ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হয় না। দগ্ধ বা রন্ধিত যবাদি পুনশ্চ অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না।

ভগবানে আরোপিত বা অর্পিত 'কাম' রূপান্তরিত হইয়া 'প্রেম' হইয়া যায়।

ব্রজ-গোপীর কাম এবং প্রেমে স্বতন্ত্রতা নাই। প্রেমই তাহাদের কাম।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বলেন :—'প্রেমৈব গোপ-রামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্'।

বিশেষ তত্ত্ব 'চৈতন্য চরিতামৃতে' দ্রষ্টব্য।]

—:০:—

[রাধা-উক্তি]

কালিয়া বরণ নাগর সুজন
কদম্ব-তলাতে সদাই থাকে।
যে ধনী যমুনা যায় তার পানে ফিরে চায়
তার জাতি কুল নাহি রাখে ॥

আর এক অসম্ভব শুনি মুরলির রব
সদাই রাধা রাধা বলে বাঁশী।
সে ধ্বনি শুনিয়া কাণে বিকাইলাম শ্রীচরণে
বিনি মূলে মোরে কৈল দাসী ॥

তাহার মধুর স্বরে ভুবন ভুলাইতে পারে
ইথে কি আর কুলশীল রয়।
শুনিয়া বাঁশীর গান উচাটন করে প্রাণ
যমুনার বেগ ধীরে বয় ॥

বরণ চিকণ কালা ত্রিভুবন করে গো আলা
কি করিবেক পূর্ণিমার চাঁদে।
ভুবন-মোহন ছাঁদ মুরলিতে দশ চাঁদ
দশ চাঁদ চরণ-তলে কাঁদে ॥

চরণে চরণ ছাঁদা বামে চূড়া ঢলে বাঁধা
তার মাঝে বনমালা ছাঁদা।
তাপরে বকুলের ফুল মজাইতে অবলা কুল
জ্ঞানদাস তাহে রৈল বান্ধা ॥ ১২৫ ॥

—:০:—

ত্রি-ভঙ্গী হইয়া সখি! দাঁড়াইয়া
কদম্ব-তরুর ছায়।
মুরলী বাজায় সেই শ্যামরায়
তাহা কি কহনে যায় ॥

কি বা সে মধুর ধ্বনি।
যাহা করি পান করি অনুমান
এই সুধা-তরঙ্গিণী ॥

সেই ধ্বনি শুনি অমর-কামিনী
সকল মোহিত হয়।
খসে কেশপাশ পরিধান-বাস
তাহা কিছু না জানয় ॥

যমুনার জল করি কলকল
কূল-অভিমুখে ধায়।
হরিণী সকল নেত্রে ঝরে জল
শ্যামের নিকটে যায় ॥

শুনিয়া সে রব কুলের গৌরব
ধৈরজ রাখিতে পারে।
হেন কুলনারী ভুবন ভিতরি
নাহি পাই দেখিবারে ॥

সেই বেণুগান হরিয়াছে কাণ
রূপ হরিয়াছে আঁখি।
রহিতে না পারি অতয়ে কিশোরী-
মোহনেরে নাহি দেখি ॥ ১২৬ ॥

(রঘুনন্দন গোস্বামী)

সিন্ধুড়া

সজনি, ও কে নাগর তরুমূলে!
এত দিনে নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি
হেন জন আছয়ে গোকুলে ॥

মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে
যমুনায়ে বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ বাজী নাহি পায় পথ
দরবয়ে দারু পাষাণ ॥

রমণী-রমণ-বর গতি মদ-মন্থর
মনোহর মোহনিয়া বেশ।
মৃগমদ চন্দন তনু ঘন লেপন
পরিমলে ভুলায়ল দেশ ॥

দাস অনন্তের মন সেই নন্দের নন্দন
নাম উহার সুন্দর কানাই।
এ দেশে উহার ডরে মরয়ে আঁখির ঠারে
ঘরের বাহির হৈতে নাই ॥ ১২৭ ॥

[স্বপ্নে দর্শন]

তুড়ি

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই ॥

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেই গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিঁদ যাই মনের হরিষে ॥

শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরি বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝি ঝাঁ ঝিনিকি বাজে ডাহুকি সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহুঁ কুলের কামিনী ॥

রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
'আমা কিন, বিকাইলুঁ' বোলে ॥

কি বা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥

রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাসে ভাবিতে লাগিল ॥১২৮॥

—(০)—

বিভাস

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিলুঁ
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে ॥

পিঙল বরণ বসন খানি
মুখানি আমার মুছে ॥
অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তূরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইলুঁ হারা ॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডিদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয় ॥ ১২৯ ॥

তুড়ি।

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥
শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম-বরণ এক পুরুষ আসিয়া গো
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই ॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
কি বা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিলুঁ নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥১৩০॥

বিভাষ

আমি ত অবলা তাহে এত জালা
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি গুমরিয়া মরি
তোমারে কহিলুঁ দঢ় ॥
সহজে আপন বয়স যেমন
আর নহে হাম জানি।
স্বপনে ভালিয়া সে রূপ কালিয়া
না রহে আপন প্রাণী ॥

সই, মরণ ভাল।
সে বর নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল ॥
কহে চণ্ডিদাসে বাশুলী আদেশে
এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ ॥ ১৩১ ॥

"এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ"

রূপগুণাদির বিশেষরূপ চিন্তনই ধ্যান—"ধ্যানং রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনম্।" বস্তুতঃ, তীব্র মনঃ-সংযোগের ফল অতি বিস্ময়-জনক। বিষয়-বিশেষে অনবচ্ছিন্ন তীব্র মনঃ-সংযোগে জীবের দৈহিক আকারেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—(১১।৯।২৩)

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাৎ ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুট্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥

অর্থাৎ, দেহী স্নেহে হউক, দ্বেষে হউক বা ভয়েই হউক, অনবচ্ছিন্ন তীব্র মনঃ-সংযোগ করিলে তৎসরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, কোন কীট যখন পেশস্কৃত (কুমরে পোকা) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহার আবাসে প্রবেশিত হয়, সে তখন পূর্ব্বরূপ ত্যাগ করিয়া উহার রূপ ধারণ করে।

গোপীগণ স্নেহ পরবশে, কংশ ভয়ে, শিশুপাল দন্তবক্রাদি বিদ্বেষে,—শ্রীকৃষ্ণে নিরন্তর মনঃ-সংযোগ করিয়াছিলেন, সেই মনঃ-সংযোগ ধ্যানে,—এমন কি সময়ে সমাধিতে, পরিণত হয়। উহার ফল তৎসাক্ষাৎকার জন্য মোক্ষ। কিন্তু, মোক্ষের তারতম্য আছে। গোপীদের মোক্ষ আনন্দময়ের আনন্দলীলাসম্ভোগ। এই সম্ভোগ ভীত বা বিদ্বেষীর ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু, ধ্যানের ফল যে শ্রীকৃষ্ণ-লাভ তাহা প্রগাঢ় ধ্যানাবলম্বিমাত্রের পক্ষেই সম্ভবপর।

[রাধিকার ভাব-পরীক্ষা]

(সখী-কর্ত্তৃক)

রাধিকার কথা শুনি সখী দুইজন।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মন॥
কিন্তু পিরিতির রীতি পরীক্ষা করিতে।
কহিছেন কিছু কথা কর্কশ শুনিতে॥

প্রিয়সখি! বুঝিলাম তোমার আশয়।
তুমি দেখিয়াছ যারে—সে নন্দ-তনয়॥
শ্রীকৃষ্ণ তাহার নাম - দেখিতে সুন্দর।
সেই ত বাজায় এই বেণু মনোহর॥

কিন্তু করি মোরা তোরে হিত-উপদেশ।
নাহি কর তুমি তাহে মনের আবেশ॥
আয়ানের ভার্য্যা তুমি রাজার নন্দিনী।
'পতিব্রতা' কহে তোহে সকল কামিনী॥

পিরিতি করিলে পর-পুরুষের সনে।
অধর্ম্ম হইবে আর অযশ ভুবনে॥
অতএব স্থির কর আপনার মন।
কিশোরি! শুনহ তুমি মোদের বচন॥

—※—

রাধিকার কাছে কথা প্রসঙ্গ হইতে।
কৃষ্ণ নাম শুনিতেই লাগিল কাঁপিতে॥
রোমাঞ্চ হইল অঙ্গে নানা ভাবগণ।
উদয় করিল তাতে অতি বিলক্ষণ॥
এই হয়ে নামের স্বভাব।
উদয় করিল নানা ভাবের বিভাব॥

(বিদগ্ধ-মাধব)

—০:০—

[বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী কর্ত্তৃক রাধার ভাব-পরীক্ষা]

(বিদগ্ধ-মাধবে)

পীড়াভিনবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

অস্যার্থঃ

নন্দনন্দনের প্রেম যার মনে জাগে।
সে জন জানয়ে কটু মাধুর্য্য বিভাগে॥

নবকালকূট-কটু-গর্ব্ব-নির্ব্বাসনা।
করে হেন পীড়া হয় কৃষ্ণ অদর্শনা॥

যবে কৃষ্ণ সঙ্গ হয় নবসুধা গর্ব্ব।
নিস্যদন সুধা-মাধুরী করে সর্ব্ব খর্ব্ব॥

অতএব বিষামৃতে একত্র মিশাল।
যাতে জন্মে সেই জানে বিক্রম বিশাল॥

—:০:—

অতএব রাধাচিত্তে কি জাতীয় ভাব।
পরীক্ষা করিব আজি সকল স্বভাব॥
বিচারিয়া রাধিকার নিকটেতে গেলা।
যাইয়া তাহারে কিছু পুছিতে লাগিলা॥

শুন বাছা কিছু আমি পুছিয়ে তোমারে।
সতীত্ব খেয়াতি তুয়া গোকুল নগরে॥
পতিতে অধিক প্রীত সুচরিত কথা।
লক্ষ্মী-কুল জিনি তুয়া শুদ্ধতা সর্ব্বথা॥
ইহাতে এমন মতি কেমন সাহস।
নিজ চিত্ত কেনে তুমি কৈলে পরবশ॥
গুরু পরিজনে লজ্জা নহে কি তোমার।
ইহাতে নাচয়ে চিত্ত অধিক আমার॥ ১৩২॥

—:※:—

শুনি রাধা সুধা-মুখী কাতর হইয়া।
ললিতার কর্ণ-মূলে রহিল লাগিয়া॥
এই রূপে রহে রাই অতি সলজ্জিতা।
তাঁর মন-বাক্য কিছু কহয়ে ললিতা॥

শুন ভগবতি যেই কহয়ে রাধিকা।
যাতে চেষ্টা হৈল নিজ চিত্ত যে অধিকা॥
তুমি দোষোদ্গার করি কহ যত কথা।
শুনিতে আমার চিত্তে লাগে বড় ব্যথা॥
তোমার পায়ের দিব্য শুন সত্যি কহি।
আমি শুদ্ধ সাধ্বী কভু অপরাধী নহি॥
শ্যামতনু যবে মোর নিকটে আইসে।
কর্ণের উৎপলে তারে তাড়িয়ে বিশেষে॥
তথাপিহ ধূর্ত্ত মোর পরিসঙ্গ রঙ্গ।
না ছাড়য়ে তবে কি বা করিব প্রবন্ধ॥
হৃদয়ে প্রবিষ্ট হৈয়া করে উনমত।

(বিদগ্ধ-মাধব)

[সখী প্রতি রাধা]

প্রিয়সখি-বচন শ্রবণ করি কতি ক্ষণ
মৌন ধরিয়া রহি রাই।
দীঘ নিশাস বহত ঘন লোচন
ঝরত কহত মুখ চাই॥

সখিরে! কি করব অভাগিনী হাম।
করলুঁ যতন বহু তবহুঁ না বিছুরত
মঝু মন নব-ঘন-শ্যাম॥

যহিঁ যহিঁ পড়তঁহি অবুধ হামারি দিঠি
তহিঁ তহিঁ ফুরতহিঁ সোই।
তহিঁ তহিঁ পুন দর- শন নহি পাওত
তাহে চিত থির নাহি হোই॥

নয়ন মুদিত করি রহিয়ে যবহিঁ হম
তব হৃদি করত প্রকাশ।
তহিঁ পুন সোয়ত যব অন্তরহিত
তব সব হোত উদাস॥

শ্রবণ মুরলী-রব বিনু নহি শুনতহিঁ
আন-রব মানত শূল।
শ্রীরঘুনন্দন কর জোড়ি বোলত
হোই প্রেম দৃঢ়-মূল॥ ১৬৩॥

—০—

কি করিব সখি! লয়্যা কুল।
সেই রত্ন পাইবারে যেই কুল বিঘ্ন করে
তারে আমি মানি মহা শূল॥

কি করিব লইয়া ধরম।
সেই রত্ন পাইবারে যে ধরমে বিঘ্ন করে
তারে আমি মানি অধরম॥

কি করিব সখি! লয্যা লাজ।
সেই রত্ন পাইবারে যেই লাজ বিঘ্ন করে
সেই লাজে মানি আমি বাজ॥

কি করিব লয়্যা গুরুজন।
সেই রত্ন পাইবারে যেই গুরু বিঘ্ন করে
তারে আমি মানি দুরুজন॥

কি করিব সখি! লয়্যা পতি।
সেই রত্ন পাইবারে যেই পতি বিঘ্ন করে
শ্রীকিশোরী কহে—সে বিপতি॥

গুরুর গঞ্জন আমি না করি গণন।
সখি! পাই যদি তার শুনিতে বচন॥

লোকের নিন্দন আমি মনে নাহি গণি।
যদি শুনিবারে পাই তার বেণু ধ্বনি॥

পতির তর্জ্জনে আমি ভয় নাহি করি।
যদ্যপি দেখিতে পাই তারে আঁখি ভরি॥

ধরম করম সব পারি ছাড়িবারে।
যদি কালা-চান্দ কৃপা করয়ে আমারে॥

কোনো লোক হত্যে তবে লাজ নাহি বাসি।
যদি বংশী-বদন আমারে করে দাসী॥

শ্রীরঘুনন্দন কহে করজোড় করি।
মরি মরি ভাবের বালাই লয়্যা মরি॥

আর যে কহিছ সখি! ফিরাইতে চিত।
তাহা ত হইতে নারে কখনো উচিত॥

শুনিয়াছি আমি বহু পণ্ডিতের ঠাঁই।
দত্ত-অপহরণ হৈতে পাপ নাই॥

আমিহ দেখিয়া মাত্র তাহার চরণে।
সঁপিয়াছি ধন মন শরীর জীবনে॥

তবে তাহা কি করিয়া ফিরিয়া লইব।
ফিরিয়া লইলে পাপে নিমগ্ন হইব॥

যদি সেই এ সকল না করে স্বীকার।
তথাপি ফিরিয়া নেয়া অযোগ্য আমার॥

শ্রীরঘুনন্দন বলে—নাহি ভাব ধনি!
তোমার প্রেমেতে বান্ধা যাবে নীলমণি॥১৩৪॥

—:০:—

এই রূপ শ্রীরাধিকা কহিতে কহিতে।
কোকিল লাগিল কুহু-নিনাদ করিতে॥

তাহা শুনি শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিত হইয়া।
ভূমিতলে পড়িলেন অঙ্গ আছাড়িয়া॥
তাহা দেখি শ্রীললিতা 'এ কি এ কি' বলি।
বাহু পসারিয়া কোলে লইলেন তুলি॥

পাখালেন বিশাখা শ্রীমুখ শীতজলে।
তথাপি প্রবল মোহ কিছু নাহি টলে॥
তবে তারা কান্দিয়া উঠিলা 'হা হা' করি।
তাহা শুনি আইলেন যত সহচরী॥
কেহ চন্দনের পঙ্ক অঙ্গেতে মাখায়।
কেহ জলে আর্দ্র করি চামর ঢুলায়॥
কেহ অঙ্গে দেয় সুকোমল পদ্মদল।
কেহ উচ্চরবে ডাকে হইয়া বিকল॥

ললিতা কহেন—এ কি বিধি-বিঘটন।
দেখ 'কৃষ্ণ'-বর্ণ হল্য সে চান্দ বদন॥
যেই মাত্র এই কথা কাণে প্রবেশিলা।
কৃষ্ণনামাভাস শুনি কিশোরী চাহিলা॥

তাহা নিরখিয়া সব সখীগণ
কিঞ্চিত আশাস পাই।
এককালে সবে কোলাহল করে
'আছে গো আছে গো রাই'॥

এক সখী জল আনি দেয় রাধার বদনে।
শ্রীবিশাখা শ্যাম নাম ফুকরে শ্রবণে॥
শ্যাম নামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়।
না হেরিয়া চাঁদ মুখ কাঁদে উভরায়॥

—:০:—

কামোদ

সই, কে বা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কি বা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয়॥

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥ ১৩৫॥

—:০:—

হও সবে সাবধান।
পুনরপি যাহে মোহ নাহি হয়
কর সবে সে বিধান॥

গদ গদ রবে শ্রীরাধিকা ক'ন—
কিছু না করিতে হবে।
যে নাম কহিল শ্রীমতী বিশাখা
তাই গান কর সবে॥

শুনিতে শুনিতে যদি অই নাম
ঘটে মোর প্রাণ-ক্ষয়।
অপর জনমে তবে তারে পাব
এই আশা মনে হয়॥

—:০:—

(সখ্যুক্তি—জনান্তিকে)

আহা মরি মরি নামের মাধুরী
দেখিলে ত সহচরি!
উহাই গাইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া
মরিবেক এ কিশোরী॥

—:০:—

(পুনশ্চ রাধা)

যদি কোনো মতে স্থির করিতাম মন।
তোরা তাহা ঘুচাইলি করি কি মন্ত্রণ॥

শুনাইলি কি দুই-অক্ষর-ময় নাম।
মজিল তাহাতে কর্ণ মন অনুপাম॥

কি বা দুই অক্ষরের বিচিত্র মাধুরী।
যার আগে বীণার নিনাদে তুচ্ছ করি॥

শ্রবণে অমৃত-ধারা যেন ঢালি দিল।
গাইবারে রসনার লোভ বাড়াইল॥

মন মোর ডুবাইল আনন্দ-পাথারে।
এ কি গড়িয়াছে নাম অমৃতের সারে॥

মরি মরি এমত মধুর যার নাম।
না জানি সে বটে কত মাধুর্য্যের ধাম॥

অতএব আস্বাদিতে সে মাধুর্য্যরাশি।
হইব তাহার কাছে বিনামূলে দাসী॥

শ্রীরঘুনন্দন কহে—এই ত উচিত।
কৃষ্ণ-লাভ নাহি হয় বিনা এ পিরীত॥১৩৬॥

—:০:—

[নাম-আস্বাদনে]

(অথ বিদগ্ধ-মাধবে)

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নোজানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

যথা রাগ

মুখে লৈতে কৃষ্ণ নাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাঢ়য়ে অতিশয়।
নাম-সুমাধুরী পিয়ে ধরিবারে নারে হিয়ে
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥

কি কহব নামের মাধুরী!
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গঢ়ল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি॥

আপন মাধুরী গুণে   আনন্দ বাঢ়ায় কাণে
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ   যবে হয় তার নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥

কৃষ্ণ তু আখর দেখি   জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি   তবে কৃষ্ণ-রূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥

চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে   প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ   করে অতি আহ্লাদন
নাম করে প্রেম-উনমাদ ॥

যে কাণে পরশে নাম   সে তেজয়ে আন কাম
সম ভাব করায় উদয়।
সকল-মাধুর্য্য-স্থান   সব-রস কৃষ্ণ-নাম
এ যদুনন্দন দাসে কয় ॥ ১৩৭ ॥

—:০:—

"নাম-নামিনোরভেদঃ"

"নামের সহিতে ফিরেন আপনি শ্রীহরি"

—:০:—

[চিত্রপটে দর্শন]

কামোদ

কালিয়ার রূপ   মরমে লাগিয়া
সোয়াথ না হয় মনে।
বিরলে বসিয়ে   সখিরে কহই
দেখাইলে রহে প্রাণে ॥
এ বোল শুনিয়া   বিশাখা ধাইয়া
শ্যাম-কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে   দেখাবার তরে
পটের উপরে লেখি ॥

——

রাধে দেখ এক মূরতি মোহন।
অনেক যতন করি লিখিয়া এনেছি গো
এক মনে কর দরশন ॥

কানড়া-কুসুম জিনি   দলিত অঞ্জন গো
নব জলধর জিনি ছটা।
কটিতে কিঙ্কিণী পীতা-   ম্বর পরিধান গো
ভালে শোভে চন্দনের ফোঁটা ॥

চাঁচর চিকুর চূড়ে   শিখি-পুচ্ছ উড়ে গো
গলে দোলে বিনোদ বনমালা।
বিম্বাধরে বংশী লয়ে   কত তান গায় গো
চরণে নূপুর করে আলা ॥

আর কত ভঙ্গী তার   লিখিতে নারিলুঁ গো
লিখিব কতেক পরকার।
গোবিন্দ দাস কহে   ঐ সে উচিত গো
করিতে গলার মণি-হার ॥ ১৩৮ ॥

—:০:—

আনি চিত্রপট
রাইয়ের নিকট
সমুখে ধরিলা সখী।

সে রূপ দেখিয়া
মূরছিত হৈয়া
পড়িলা কমল-মুখী ॥

মন্দাকিনী পারা
শত শত ধারা
ও দুটী নয়ানে বহে।

করহ চেতন
পাবে দরশন
এ দাস উদ্ধবে কহে ॥ ১৩৯ ॥

—০ঃ০—

এমন মাধুরী কেমন করি
লিখিলি বিশাখা ধৈরজ ধরি।
জগত ছানিয়া বুঝি কি বিধি
নিরমিল এত রসের নিধি।
দেখি দেখি পট আন্ আন্ কাছে
(সত্য বল্ সখি আমার কাছে)
এমন পুরুষ কি জগতে আছে।
দেখিতে দেখিতে পটের লেখা
পরাণ হরিলে বিষম ডাকা।
মোহন কহয়ে লিখিল যে
তাহার নিছনি আপন দে।
(পরাণ নিছনি তাহারে দে) ॥১৪০॥

—::—

চিত্রপট করে লয়ে রসবতী রাই।
মিলিয়া দেখয়ে ধনী অনিমিখে চাই॥
দেখিল অপূর্ব্ব রূপ পটের উপর।
জগত-মোহন বেশ অতি মনোহর॥
চরণে চাহিয়া দেখে সোণার নূপুর।
নখ-চন্দ্র শোভা করে অতি সুমধুর॥
কটিতটে পীতবাস মেঘেতে বিজুরি।
নিতম্বে কিঙ্কিণী কি বা আছে সারি সারি॥
দর্পণে মণ্ডিত কি বা হৃদয়-বলনি।
বনমালা মাঝে শোভে কৌস্তুভ-মণি॥
দেখিয়া রাধার আঁখি ডুবিয়া রহিল।
চিত্রপট পানে ধনী চাহিয়া রহিল॥
আপনা পাসরি রাধা দেখয়ে মাধুরী।
এ যদুনন্দনে কহে আকুল কিশোরী ॥১৪১॥

—]:[—

রহ রহ সখি ভাল করে দেখি
নয়ান পিছলে মোর।
এই যে নাগর গুণের সাগর
বয়সে নব কিশোর॥
আলো সই কি বা সে দেখাইলি মোরে।
এই যে আকৃতি পিরীতি মূরতি
আন নাহি চাহি তোরে॥
দেখায়ে সুন্দরি করিলে বাউরী
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হিয়া পর ধর্ জুড়াক অন্তর
কহিছে ধরণী ধরি॥

লোচন যুগল লোরেতে ভরল
মূরছিত তঁহি ভোর।
"হা হা প্রাণ-ধন" বলি অচেতন
ললিতা করল কোর॥

কহয়ে বচন চিত্রের রচন
পুরুষ এমন আছে।
ধরি তুয়া পায় যদি সত্য হয়
লৈয়া চল তার কাছে॥

এ দাস শেখর সঙ্গে চলু মোর
বুঝিতে রসিক রায়।
প্রতিবিম্ব দেখি লোরে পূরে আঁখি
কেমনে পরশি তায় ॥ ১৪২ ॥

—:০:—

(চেতন ও পুনর্মূর্চ্ছা)

সুহিনী

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥

যার নাম কহিলে বিশাখা।
সেই এই পটে আছে লেখা॥

যাহার মুরলী-ধ্বনি শুনি।
সেই এই রসিক-চূড়ামণি॥

ভাট-মুখে যার গুণ-গাথা।
দূতী-মুখে শুনি যার কথা॥

এহ মোর হরিয়াছে প্রাণ।
এহ বিনু নহে কেহ আন॥

এত কহি মূরছি পড়য়ে।
সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুন কহে পাইয়া চেতনে।
কি দেখিলুঁ দেখাও সে জনে॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস।
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥ ১৪৩॥

—:০:—

(সখ্যুক্তি)

কেমন শুনিলা নাম কেমন মুরলী
কি রূপ দেখিয়া পটে সব গেলা ভুলি॥
কেমন দেখিলা তারে কি বা অভিলাষ
শুনিয়া সকল তোর পূরাইব আশ॥

তিন জন নহে সে বুঝিহ মন দিয়া
উপায় করিয়া তোরে দিব মিলাইয়া॥
থির হৈয়া সুবদনি কহ সব বাত
কহরে মাধুরি মোর শিরে ধর হাত॥১৪৪॥

—:০:—

[রাধা-উক্তি]

সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি
জীবনে কিয়ে সুখ লাগি॥

যবহুঁ শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥

না জানিয়ে কো অছু পটে দরশাওলি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥

গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরুলীরব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥১৪৫॥

—:::—

[তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে]

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি
মতিং কৃষ্ণেতিনামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরাম
পুনয়ত্যহন্যস্য বংশীকলং।
এষা স্নিগ্ধঘনদ্যুতি র্মনসি মে
লগ্না সকৃদ্বীক্ষণাৎ কষ্টং
ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিং শ্রেয়সীম্॥

যথা রাগ

কৃষ্ণ দুআখর অতি মনোহর
পহিলে শুনিলুঁ কার।
তাতে গরাসল মতি যে সকল
ধরম করম আর॥
আন পুরুষের বংশী মনোহর
শুনিলুঁ মধুর গান।
তাহে পরমাদ চিত্ত উনমাদ
আন না শুনয়ে কাণ॥
এ চিত্র পটে ত নবীন মূরত
নব ঘন জিনি তনু।
ইহার দরশে পরম হরিষে
মগ্ন ভেল মন জনু॥

সই গো, কহিলুঁ এ তোঁহে সার।
এ তিন পুরুষে চিত্তের আরতি
কি কাজে জীবন আর॥
এতেক শুনিয়া সখীগণ-হিয়া
হরষি পাওল অতি।
যদুনন্দন দাস তঁহি ভণ
ভালে সে চিন্তিত-মতি॥১৪৬॥

—০:০—

সুহই

রাধার বদনে এ কথা শুনি।
সখিগণ কহে শুন গো ধনি॥

সখি-মুখে নাম শুনেছ যার।
মুরলি-গান মধুর তার॥

তাহার মুরতি পটেতে লেখা।
তিন জন নহে কানু সে একা॥

ইহা শুনি রাই সখীর পাশে।
পরাণ-পুতলি জুড়ায় এসে॥

নিজ সখীগণ প্রবোধ দিছে।
ধৈর্য্য কর রাই মঙ্গল আছে॥

ইদানি হইল জীবন আশ।
কহে মনোহর আগুলি ত্রাস॥১৪৭॥

—:০:—

[পুনশ্চ রাধা]

ধানশী

পহিলে শুনিলুঁ অপরূপ ধ্বনি
কদম্ব-কানন হৈতে।
তার পর দিনে ভাটের বর্ণনে
শুনি চমকিত চিতে॥

আর এক দিন মোর প্রাণ-সখী
কহিলে যাহার নাম।
গুণি-গণ-গানে শুনিলুঁ শ্রবণে
তাহার এ গুণ-গান॥

সহজে অবলা তাহে কুলবালা
গুরু-জন-জ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগরে আরতি বাঢ়য়ে
কেমনে পরাণ ধরে॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইলুঁ
পরাণ রহব নয়।
কহত উপায়ে কৈছে মিলয়ে
দাস উদ্ধবে কয়॥১৪৮॥

—০—

তিরোতা

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লেখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥

হরি হরি এমন কেন বা হৈল।
বিষম বাড়বা আনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥

বয়সে কিশোর বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ান যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ॥

নিজ পরিজন সে হেন আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি॥

চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডিদাসে শ্যাম-নব রসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥১৪৯॥

——•*•——

শ্রীরাগ

ব্রজকুল-নন্দন- চান্দ হাম পেখলুঁ
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতি অঙ্গ রঙ্গ তরঙ্গিম শোভন
পুরুষ হি এতহুঁ না হেরি॥

সজনি, কো ইহ মাধুরী অপার।
যো সুধা-সিন্ধু বিন্দু নব পুন পুন
মঝু আঁখি পিবই না পার॥
তনু তনু অতনু- যূথ কিয়ে সেবই
কিয়ে রূপ আপহি সেব।
কিয়ে সুমনোহর কান্তি-রূপ-ধর
কিয়ে বর-রস-অধিদেব॥

এত কহি গোরী ভোরি পুন অনিমিখ
নয়ন-চষকে করু পান।
সো বচনামৃত কিয়ে রাধামোহন
শ্লাঘই পাতব কান॥১৫০॥

—(০)—

কামোদ

সজনি, কি হেরলোঁ যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন
ত্রি-ভঙ্গ দাঁড়াঞা তরু-মূলে॥

গোকুল নগর মাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়ল বাধা।
নিরমল কুল খানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে 'রাধা' 'রাধা'॥

মল্লিকা চম্পক দামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে॥

সে কি রে চূড়ার ঠাম কেবল যেমন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।
শির বেড়ল বৈলান জালে নবগুঞ্জ-মণি-মালে
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥

পায়ের উপর থুইঞা পা কদম্বে হেলাঞা গা
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডিদাসে কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা॥১৫১॥

—*—

ধানসী

কাহারে কহব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত॥

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিঙ্ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥

সখীর সহিতে জলেরে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়॥

কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ
কহিলুঁ সবার আগে।
কহে চণ্ডিদাসে শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে॥১৫২॥

—:০:—

শ্রীরাগ

কি রূপ দেখিলুঁ সোই কদম্বের তলে
লখিতে নারিলুঁ রূপ নয়ানের জলে ॥

কি বুদ্ধি করিব সোই কি বুদ্ধি করিব
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥

কি বা নিশি কি বা দিশি কালা পড়ে মনে
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥

গৃহ-কাঁজে নাহি মন কাজ নাহি সরে
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥

তাহাতে সে মোহন বাঁশী 'রাধা' 'রাধা' বাজে
পরাণ কেমন করে মলুঁ লোক-লাজে ॥১৫৩॥

—:০:—

গান্ধার

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ-নয়ান-গতি বিজুরি-চমক জিতি
দগধল কুলবতি-লাজ ॥

সজনি, যাইতে পেখলুঁ কান।
তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুম-শর
নয়ানে না ধরয়ে আন ॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয়-দলে করু দংশ ॥

অতএ সে মঝু মন জলতঁহি অনুখণ
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল
অবহুঁ না মিলল কান ॥১৫৪॥

—[*]—

সুহই

আধকি আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ ॥

সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে বাম
নাথ-নয়ান দুহুঁ যো ধনী আগয়ে
তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥

সুনয়নি কহত কাঁহে ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জনু আগি ॥

প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ শ্রী-বল্লভ জানত
রসবতি-রস-মরিযাদ ॥১৫৫॥

—(:)—

ভাটিয়ারী

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥

সই, কি জানি কদম্ব-তলে।
ও রূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলি
দিলুঁ যমুনার জলে ॥

বঙ্কিম নয়ানে রঙ্গিম চাহনি
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি নিশ্চয় জানিলুঁ
মজিল কুলের নারী ॥

চাঁচর চুলে সে ফুলের কাঁচনি
সাজনি ময়ুর পাখে।
বলরাম বলে কোন্ বা দারুণী
কুলের ধরম রাখে ॥১৫৬॥

—০০০—

শ্রীরাগ

শ্যাম রূপ দেখিয়া আকুল হইয়া
দু কুল ঠেলিলুঁ হাতে।
ভুবন ভরিয়া অপযশ-ঘোষণা
নিছিয়া লইলুঁ মাথে ॥

সজনি, কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ-বয়ানে নয়ান ভুলল
আন্ মনে নাহি লয় ॥

অপযশ-ঘোষণা যাকু দেশে দেশে
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙা পায় এ তনু সোঁপিলুঁ
তিল তুলসী-দল দিয়া ॥

কি মোর সরম ঘর ব্যবহার
তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে এ তনু নিছিলুঁ
শ্যামের ও রাঙা পায় ॥১৫৭॥

—০৪০—

ইমন

শ্যাম-রূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে ॥

কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায় ॥

ঐ রূপে আছে কি মাধুরী।
মদন-মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি ॥

তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে কুল-বতী মজিল সব দেশ ॥

রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনী ॥

তাহে হাসি কয় কথা খানি।
অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী ॥

জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক-মণি ॥১৫৮॥

—:(*):—

ধানশী

নব জলধর তনু থির বিজরী জনু
পীত-বসনাবলি তায়।
চূড়া-শিখি-পুচ্ছ-দল বেড়িয়া মালতী-মাল
সৌরভে মধুকর ধায় ॥

শ্যাম-রূপ জাগএ মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥

কি বা সেই মুখ-শশী উগারে অমিয়া-রাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায় ॥

এ তিন ভুবনে যত রস-সুধা-নিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়া ফেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেন-রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে ॥১৫৯॥

——

শ্রীরাগ

শুন গো মরম সোই মরম কথা তোরে কই
সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে।

নন্দের নন্দন কাহু করে লৈয়ে মোহন বেণু
দাঁড়াইয়া ছিল কদম-তলে ॥
না চাহিলাম তরু-মূলে ভরমে নামিলাম জলে
ভরি জল কলসী হেলায়ে।
কলসীতে বারি পূরি কূলে উঠি সহচরি
কদম তলা দেখিলুঁ হেরিয়ে ॥

—❀—

সুহই

তরু-মূলে কি রূপ দেখিলুঁ কালা কাহু।
যে রূপ দেখিলুঁ সই স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিলুঁ ॥
একে সে কালিন্দী-কূল ত্রি-ভঙ্গিম তরু-মূল
সজল-জলদ-শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই ফিরিয়া ফিরিয়া চাই
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু ॥
জল ফেলিয়া যাই লোক-লাজে ভয় পাই
কি করিব কি বা লয় মন।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
ভজি গিয়া ও রাঙা চরণ ॥১৬০॥

—০০০—

তিরোতা—ধানশী

যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ না ভায় গৃহবাস
তিল আধ পাশরিতে নারি ॥

মাথায় করি কুল-ডালা ঘুচাব কুলের জ্বালা
তবহুঁ পূরব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিদ্ধি
যবে হবে কানু-পরিবাদে ॥

কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ানের কোণে চায়।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মন জাতি যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায় ॥

মনেতে করিএ সাধ যদি হয় পরিবাদ
জীবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসেতে কয় এমত যাহার হয়
ত্রিভুবনে তাহার নিছনি ॥১৬১॥

—•-০—

সুহই

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্ব-মূলে
চিকণ-কালা করিয়াছে থানা।
নব জলধর রূপ মুনির মন মোহে গো
তেঞি জলে যেতে করি মানা ॥

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ভাতি বহিয়া মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবন-বিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী-কলা
শোভা করে শ্যাম-চাঁদের গলে ॥

নয়ান-কটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবে পরাণ ॥

কানড়া কুসুম জিনি শ্যামের বদন খানি
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দ পানে
পরাণে বাঁচিবে সখি কে ॥ ১৬২ ॥

—০০০—

বরাড়ি

নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই
কি খেণে বাড়াইলুঁ পা জলে।
গুরুয়া—গরব কুল নাশয়িতে কুলবতী
কলঙ্ক আগে আগে চলে॥

বড়ি মাই, কি দেখিলুঁ যমুনার ধারে।
কালিয়া-বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইলুঁ তার আঁখি-ঠারে॥

শ্যাম-চিকণিয়া দে রসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দামিনী।
ভুবন-বিচিত্র ঠাম দেখিয়া কাঁপয়ে কাম
কান্দে কত কুলের রমণী॥

না জানি না শুনি তায় সে বা কোন দেবতায়
তেজিঞা সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কয় না করিলে পরিচয়
কে জানিবে তাহার চরিত॥ ১৬৩॥

—:০:—

মল্লার

সই কি আর কথার বাদে।
মো পুনি ঠেকিয়া গেলুঁ ও নয়ান-ফাঁদে॥

কুন্দে কুন্দাইল দেহ বিদগ্ধ বিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণ-নিধি॥

চূড়ায় চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা।
চান্দের অধিক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা॥

আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলিয়া যায় ও মধুর বোলে॥

নীলমণি হেম গায় মুকুতা খিচনি।
আই আই মরিয়া যাই রূপের নিছনি॥

কালা পাট গলে দোলে কটিতে প্রবাল।
তমাল-শ্যাম সুতে নব গুঞ্জা-মাল॥

নাসা স্থলে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃকভানু-সুতা॥ ১৬৪॥

——

কেনে গেলাঙ যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চান্দ পাতিয়া রূপের ফান্দ
ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে॥

দিয়া হাস্য-সুধা-চার অঙ্গ-ছটা-আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগী হেন কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ-পিঞ্জর রহিল॥

লজ্জা-শীল-হেমাগার গুরু-গৌরব-সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীধ্বনি-বজ্রাঘাতে পড়ি গেল আচম্বিতে
সম ভূম করিল আমায়॥

গর্ব্ব-শালে মত্ত হাতী বান্ধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত হৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি চতুর্দ্দিগে যায় ছুটি
পলাইয়া গেল কোন্ দেশে॥

কালিয়া-ত্রিভঙ্গ-বাণে কুল শীল সব হানে
আমার উঠিল ব্রজের বাস।
অবশেষে প্রাণ বাকী তাও বুঝি যায় সখি
ভাবয়ে জগদানন্দ দাস॥ ১৬৫॥

—০§০—

(আর এক দিন)

একা কাঁখে কুম্ভ করি যমুনাতে জল পূরি
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটী মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন শ্যাম জলেতে লুকায়॥

যমুনাতে দিতে ঢেউ সঙ্গে নাহি ছিলি কেউ
জল স্থির হৈতে দেখি কানু।
কতেক প্রবন্ধ করি ধরিবারে চাই হরি
ধীরে ধীরে কর বাঢ়াইনু॥

কর বাঢ়াই নাহি পাই ডুবিয়া ধরিতে যাই
আকুল হৈয়ে জলেতে ডুবিলাম।
ঢেউ কাল হৈল মোরে দেখিতে না পেলাম তারে
কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে এলাম॥

গোবিন্দ দাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি
অকারণ খুঁজেছিলে জলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে॥ ১৬৬॥

—:০:—

বেলি অবসান কালে একা গিয়াছিলুঁ জলে
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
মোহন চূড়াটী মাথে মোহন মুরলী হাতে
থেপে শ্যাম জলেতে লুকায়॥

যমুনাতে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্ব মধ্যে শ্রীনন্দের নন্দন।
কর বাঢ়াই ধরিতে চাই ধরিবারে নাহি পাই
মনে ভাবি এ আর কেমন॥

দেখি রূপ খণে খণে অদর্শন হয় খণে
জীবনে দাঁড়ায়ে রহিলাম।
ঢেউ মোর হৈল কাল না পাইলাম নন্দলাল
কান্দিয়া ঘরেতে ফিরে এলাম॥

যদুনাথ দাসের বাণী শুন রাধে বিনোদিনী
কেনে তুমি গিয়েছিলে জলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে লেগেছিল ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে॥ ১৬৭॥
(তোমার হৃদ্-কদম্ব-তরু ডালে)

—*—

(দিনান্তরে)

সজনি, শুন এক মনের মরম।
এত দিন জাতি কুল রেখেছিলাম হাতে হাতে
মজাইলাম কুলের ভরম॥

কানু সে কালিন্দী তীরে মুই গেলেম যমুনা নীরে
গাখানি মাজিতেছিলুঁ একা।
কুলবতী-চিত-চোরা জলের ভিতর গো
অকলঙ্ক কুলে দিল দাগা॥

কাল সে কালিন্দী-জল কাল তার কলেবর
তাথে কাল পরিয়াছে বাস।
কাল জলে কাল তনু লখিতে নারিলুঁ গো
ছুইঞা করিল জাতি নাশ॥

প্রচার করিব বলি বহুত মিনতি করি
তরাসে ধরিতে চায় পায়।
শ্যামের বিকলি দেখি মনে মনে গুণি সখি
লুকায়ে রাখিয়ে গোরা গায়॥

হিয়ার মাঝারে শ্যাম লুকায়ে রাখিয়ে গো
উপরেতে ঝাঁপি নীল বাস।
হেন কালে গুরুজন ধরিতে নারিছে মন
অনুমানে কহে কানুদাস॥ ১৬৮॥

——:*:——

রূপোল্লাস

[এই পর্য্যায়ের অনেক পদ 'রূপানুরাগ' পর্য্যায়েও প্রযোজ্য]

কামোদ

জলদ-বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন-চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥

সখি, দেখিলুঁ শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী হয়েছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে॥

কি বা সে চাহনি ভুবন-ভুলনি
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে
বেড়িয়া তঁহি রসাল॥

দুইটি নয়ান মদনের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচাঞা ধরমে
পরাণ সহিতে টানে॥

চণ্ডিদাসে কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সে জন ভুলিল
কি তার কুল বিচার॥ ১৬৯॥

—:০:—

সোহিনী

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লেগ্যাছে গো
ধরণে না যায় আর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মেজ্যাছে গো
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥

অধরের দুটি কূল জিনিয়া বান্ধুলি ফুল
হাসি খানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি সঞ্চার গো
জাতি কুল মজাইল তায়॥

ভুরু-যুগ সন্ধান কামের কামান বাণ
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি।
অরুণ-নয়ান-কোণে চাঞাছিল আমা পানে
সেই হৈতে শ্যামময় দেখি॥

যমুনার ঘাটে হৈতে উঠিয়া আসিতে পথে
সখি, কি বা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয় সুধুই যে সুধাময়
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥ ১৭০॥

—০—

কামোদ

সুধা ছানিয়া কে বা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কে বা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥

সে থেহা নিঙ্গাড়ি কে বা মুখ বনাইল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কে বা ওষ্ঠ গঢ়ল রে
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥

কম্বু জিনিয়া কে বা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কে বা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

বিস্তারি পাষাণে কে বা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কে বা সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥

আদলি উপরে কে বা কদলি রোপল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কে বা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডিদাস দেখে যুগে যুগ॥ ১৭১॥

—০·০—

সিন্ধুড়

কি পেখলুঁ বরজ- রাজ-কুল-নন্দন
রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রস-নিধি আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥

একে সে চিকণ তনু কাঞ্চন-আভরণ
কিরণ হি ভুবন উজোর।
দরশনে লোরে আগোরল লোচন
না চিহ্নলুঁ কাল কি গোর॥

সহজে দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জ-দল
তাহে কত ফুল-শর সাজে।
ও রূপ বিলাস হাস নাহি পেখলুঁ
শেল রহল হৃদি-মাঝে॥

সরস কপোল দোলত মণি-কুণ্ডল
ঝাঁপল দিনকর ভাস।
ও রূপ-লাবণি দিঠি ভরি না পেখলুঁ
দুখিয়া অনন্ত দাস॥ ১৭২॥

—০—

ধানশী

শ্যামের বদন ছটার কি বা ছবি।
কোটি মদন জনু জিনিয়া শ্যামের তনু
উদইছে যেন শশী রবি॥

কি বা সে শ্যামের রূপ সুধাময় রস-কূপ
নয়ান জুড়ায় যাহা চাঞা।
হেন মোর মনে লয় যদি লোক-ভয় নয়
কোলে করি যাঞা ধাঞা॥

তরুণ মুরলী করিল পাগলী
রহিতে না দিল ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় হৈলাম
কি করে দোসর পরে॥

ধরম করম দূরে তেয়াগলুঁ
মনেতে লাগল যে।
চণ্ডিদাস ভণে আপন পরাণে
বুঝিয়া করিবে সে॥ ১৭৩॥

—:০:—

কামোদ

উজর হার উর
পীত বসন ধর
ভাল হি চন্দন-বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী
তড়িত-জড়িত ঘন
উপরি উজোরল ইন্দু॥
সজনি, অপরূপ শ্যাম রূপ-ধাম।
(পেখলুঁ অপরূপ মোহন শ্যাম)
কুঞ্জ-সমীপ নীপ
অবলম্বনে রহই
মোহন ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥
চরণ অবধি বন-
নাল বিরাজিত
হেরইতে উনমত হোই।
মধুকর ছলে কত
ব্রজ-রমণী-চিত
তাঁহি রহুঁ মতি গতি খোই॥

মুরলী আলাপয়ি
ঝাঁপি গগনাবধি
গাওত কতহুঁ সুতান।
ভণ ঘনশ্যামদাস
চিত ঝুরত কত
মদন-রায় পরমাণ ॥ ১৭৪ ॥

—[০]—

ধত্তিশ্রী

যাইতে দেখিল শ্যামে কি করিবে কোটি কামে
ভাঙ ভঙ্গিম সুঠাম।
চাঁদ-বদনে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে কুল-অভিমান ॥

সই, এমন সুন্দর কান।
হেরি কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি
তেজি লাজ ভয় মান ॥

অতি সে শোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিয়ে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল শোভি আছে ভাল
উপজে মদন-বিকার ॥

নাভির উপরে জনু তমাল জিনিয়া তনু
দলিত অঞ্জন জিনি আঁভা।
বড় কারিগরে কুন্দিয়াছে ভাল
রাম কদলীর শোভা ॥

চরণ-নখের কোণে রঞ্জিত শোভিত মনে
মণিময় নূপুর তায়।
চণ্ডিদাসের হিয়া ও রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥ ১৭৫ ॥

—(০)—

কি বরণের কত রূপের কানু।
কিয়ে দলিতাঞ্জন কিয়ে রূপ নব ঘন
কানড়া কুসুম জিনি তনু ॥

মস্তকে মোহন চূড়া তাহে নব গুঞ্জ বেড়া
শিখি-পাখীর পাখা তার উপর।
শ্রুতি-যুগে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর আকার ॥

কামের কামান বাণ ভুরু-যুগ সন্ধান
হিঙ্গুলে মুণ্ডিত দুটী আঁখি।
শয়নে স্বপনে মোর সদা রূপ পড়ে মনে
নিশি দিশি কৃষ্ণময় দেখি ॥

চিকণ শ্যামের রূপ হৃদয়ে পশিল গো
ধরণে না যায় আর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মেজ্যাছে গো
না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥

জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধরের দুটী কূল
হাসি খানি মুখেতে মিলায়।
নবীন মেঘের আড়ে যেন বিজুরি সঞ্চারে
কুল শীল মজাইলুঁ তায় ॥

বক্ষে ভৃগু-পদ চিহ্ন কটিতে পীত বসন
সোনার নূপুর চরণ-কমলে।
বসু রামানন্দ বলে মরি গো রূপ দেখিলে
রাখি রূপ হৃদয়-কমলে ॥ ১৭৬ ॥

—:০:—

জলদ শ্যামের রূপ নয়ানে লাগ্যাছে গো
ধরণে না যায় আর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মু খানি মাজ্যাছে গো
না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥

কামের কামান ভুরুর সন্ধান
হিঙ্গুলে মুণ্ডিত দুটী আঁখি।
তাহার আঁখির ঠারে পরাণ কেমন করে
নিরবধি শ্যাম-রূপ দেখি ॥

অধরের দুটী কূল জিনিয়া বান্ধুলি ফুল
হাসি খানি মুখেতে মিলায়।
কালিয়া মেঘেতে যেন বিজুরি-সঞ্চার গো
জাতি কুল মজাইলুঁ তায়॥

চরণে চরণ থুঞা কদম্বে হিলন দিঞা
ত্রি-ভঙ্গ হৈয়া পূরে বেণু।
জগন্নাথ দাসে কয় সকলি শ্যামেরে দিয়া
ঘরে আইলাম নিয়া শুধু তনু॥ ১৭৭॥

—[*]—

কতই রূপের কি বরণের কানু।
কিয়ে দলিতাঞ্জন কিয়ে রূপ নব ঘন
অতসি কুসুম জিনি তনু॥

কি মোহিনী ভঙ্গী তার গলে গজ-মতি হার
আন্ধারে রতন হেন জ্বলে।
কদম্বে হিলান দিঞা অধরে মুরলী লঞা
তদুপরি দশ চাঁদ চলে॥

পিয়ল পাটের ধটী পরিধান পরিপাটী
তাহে কত বিজুরি সঞ্চরে।
নয়নের কোণে কত এড়িয়াছে বাণ শত
কামিনী কেমনে প্রাণ ধরে॥

বিনোদ চূড়ার পাশে কত সৌদামিনী ভাসে
তাহে কত অলিগণ উড়ে।
বসু রামানন্দের বাণী কোটি কন্দর্প জিনি
হেরিয়া কেমনে যাব ঘরে॥ ১৭৮॥

—:::—

শ্রীরাগ

রাজিত চিকুর উপরে নব মালতী
অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে সাজে মৃদু মৃগমদ
তরুণী-নয়ান বিলাসে॥

সজনি, কি পেখলুঁ শ্যামর চান্দে।
তপন-তনয়া তীরে তরু অবলম্বনে
তরুণ ত্রি-ভঙ্গিম ছান্দে॥

ও মুখ-মণ্ডল ও মণি-কুণ্ডল
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্র-নীলমণি মুকুর উপরে জনি
করু অবলম্বন অরুণে॥

তরুণ তারাবলী অনিবার ঝলমলি
উরে গজ-মোতিম হারে।
জ্ঞানদাস কহত পীত ধটি অঞ্চল
বিজুরী ঘন আন্ধিয়ারে॥১৭৯॥

—

বেলোয়ার

বিকচ সরোজ ভাণ মুখ-মণ্ডল
দিঠি-ভঙ্গিম নট-খঞ্জন-জোর।
কিয়ে মৃদু মধুরিম হাস উগারই
পিয়ি পিয়ি আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর॥

বরণি না হোয়ে রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন-পুঞ্জ কিয়ে কুবলয়-দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্র-নীল-মণিয়া॥

অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল
কনক নূপুর কটি-কিঙ্কিনী কলনা।
আভরণ বরণ কিরণ কিয়ে ঢর ঢর
কালিন্দী-জলে যৈছে চাঁদ কি চলনা॥

কুঞ্চিত কেশ খচিত কুসুমাবলি
তছু পর শোভে শিখি-চাঁদ কি ছান্দে।
অনন্তদাস-পহুঁ অপরূপ লাবণি
সকল যুবতি-মন পড়লহুঁ ফান্দে॥১৮০॥

—(০)—

শ্রীরাগ

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমরা বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

কালিন্দীর কূলে কি পেখলুঁ সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিলুঁ সই
আকুল করিল প্রাণ॥

চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখ
চূড়ায় উড়য়ে যায়।
ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী
মধুর মধুর বায়॥

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি-কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥

শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল
পিন্ধন পীয়ল বাস।
রাতা উতপল চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥ ১৮১॥

—:০:—

শ্রীরাগ

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরুছা পায়॥

কি বা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥

মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥

কপালে চন্দন চাঁদের ছটা
লাগল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বান্ধল
না কহি লোকের লাজে॥

এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম
দাস গোবিন্দে কয়॥ ১৮২॥

—০—

মায়ূর

কুন্দন কুসুম কলেবর কাঁতি।
মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুল কি মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদন-মোহন মূরতি কান।
হেরি উনমতি যুবতি-পরাণ॥
ভাঙ-বিভঙ্গিম লোচন-জোর।
নাসা উন্নত মোতিম-জোড়॥
বঙ্কিম গীম অমিয়-মিঠ বোল।
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীতহি নিচোল তাঁহি পর সাজ॥
অরুণ চরণে মণি মঞ্জীর বাওয়ে।
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে॥১৮৩॥

—:০:—

সুহই

বদন চান্দ কোন্ কুন্দারে কুন্দিল গো
কে না কুন্দিল দুই আঁখি ?
দেখিতে দেখিতে মোর যেমতি করিছে গো
সেই সে পরাণ তার সাথী ॥
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার ভাঁতি ॥
যতন করিয়া কে বা রতন কাটিয়া গো
কে না গড়াইয়া দিল কাণে ?
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণ গো
যোগী হৈল ওহারি ধেয়ানে ॥
নাসিকার আগে দোলে এ গজ-মুকুতা গো
সোণায় মঢ়িত চারু পাশে।
বিজুরি সহিতে যেন চান্দের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥
করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মঢ়িত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
ওহারি পরশ-রস মাগে ॥
মদনের ফান্দ-তুল চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়াছে কোথা ?
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে রৈল বেথা ॥
অমিয়া-মধুর বোল সুধা-খনি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাঙ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥
রহিয়া রহিয়া যায় তেরছ নয়ানে চায়
যেন গজরাজ মদ-মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয় লখিলে লখিল নয়
রূপ-সিন্ধু গঢ়ল বিধাতা ॥১৮৪ ॥

ভাটিয়ারি

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মূরুছা পায় ॥
মরোঁ মরোঁ সই ওরূপ নিছনি লৈয়া।
কি জানি কি খেনে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ-মাধুরী দিয়া ॥
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ান নাচনি
চাহনি মদন-বাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে ॥
চন্দন তিলক আধ আধেক ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটাঞা লোটাঞা
কাতরে পরাণ কান্দে ॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভাল সে বুঝিয়া
মরে বলরাম দাস ॥ ১৮৫ ॥

—(:)—

সুহই।

দুই ভুরু কামের কামান।
নট কৈল কুল-অভিমান ॥
কত ছাঁদে নয়ান ঢুলায়।
মন সনে পরাণ দোলায় ॥
সে মোহন নাগর কিশোর।
পরমে পশিয়া রৈল মোর ॥
কত না নাগরপণা জানে।
নিরখয়ে আধ নয়ানে ॥
আধ মুচকি কথা কয়।
অবলা পরাণে কি তা সয় ॥

কে না কৈল মনোহর বেশ।
সেই সে মজাইল সব দেশ॥
নারী-বধে তার নাহি ভয়।
বলরামের মন হেন লয়॥ ১৮৬॥

———

গান্ধার

সজনি, মূরতি পিরীতি বরদাতা।
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ স্থখ-সায়র নায়র
কি বা নিরমিল ধাতা॥
রূপ হেরি মোর আঁখি পুন নাহি লেউটাহি
মন অনুগত নিজ লাভে।
অপযশ দেই পর সুখ সম্পদ
শ্যামরু সহজ স্বভাবে॥
লীলা লাবণি অবনী অলঙ্কৃ
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহু অবলোকনে কত কুলকামিনী
শুতল মনসিজ-শয়নে॥
অলখিতে হৃদয়ক অন্তর অপহর
পাসরণ না হোয় স্বপনে।
জ্ঞানদাস কহ তবহুঁ কৈছন হোয়
তনু তনু যব হোয় মিলনে॥ ১৮৭॥

—:০:—

সখি হে

কৃষ্ণ মুখ দ্বিজ-রাজ রাজ।
কৃষ্ণ বপু-সিংহাসনে বসি রাজ্য শাসনে
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ॥

দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণি দর্পণ
সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু তাহাতে চন্দন বিন্দু
সেহ এক পূর্ণ চন্দ্র মানি॥

কর নখ চাঁদের ঠাট বংশী উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্র গণ তলে করে নর্ত্তন
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥

নাচে মকর-কুণ্ডল নেত্র নীল কমল
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ-ধনু নাসিকা বাণ ধনুর্গুণ দুই কান
নারী-মন লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥

এই চাঁদের বড় নাট পশারি চাঁদের হাট
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহো স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে কাহাকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত॥

বিপুল আয়তারুণ মদন-মদ-ঘূর্ণ-
মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন।
লাবণ্য-কেলি-সদন যার নেত্র-রসায়ন
সুখময় গোবিন্দ-বদন॥

যার পুণ্য-পুঞ্জ ফলে সে সুখ-দর্শন মিলে
দুই আঁখি কি করিবে পান।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ পিতে নারে মনক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দন॥

না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটি
তাহে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন রস-শূন্য তার মন
নাহি জানে সুযোগ্য সৃজনে॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন তারে করে দ্বি-নয়ন
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে কোটি আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য-সিন্ধু মুখ সুমধুর ইন্দু
অতি মধুর স্মিত সুকিরণ।
এ তিন লাগিয়া মনে লোভ করে আস্বাদনে
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন॥ ১৮৮॥

— —

(তথা হি কর্ণামৃতে)

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

—[*]—

সনাতন! কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য-পুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণ ব্যাপে সব ত্রিভুবন
দশদিক ব্যাপে যার পুর॥১৮৯॥

—(০)—

যথা রাগ

জনম অবধি হৈতে দেখি নাই হেন রীতে
কি বা দিয়া নিরমিল বিধি।
মুরলী লইয়া করে কি মধুর গান করে
কালা নহে, রসময় নিধি॥

মনোহর বংশী-বদন বনমালী।
ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে চূড়ার টালনি বামে
আর তাহে অলকা-আবলী॥

বরণ চিকণ কালা তাহে শোভে বনমালা
পীতাম্বর পরিধান করি।
কি বা সে মুরতি খানি অপরূপ লাবণি
কালা নহে, জগ-মন-হারী॥১৯০॥

—❀—

তিরোতা বা ধানশী

শ্যাম-রূপ হেরি প্রাণ কান্দে।
নাগরী-মোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে॥

দোসুতী মুকুতা-মালা কেশের সাজনি।
রতনে জড়িত মণি মাণিকের খেচনি॥

মল্লিকা-কলিকা শোভে চূড়ার দুই পাশে।
ভুবন ভুলালে ময়ূর পাখার বিলাসে॥

নব ঘন জিনি অঙ্গ পীত পরিধান।
আগে পাছে কত মত্ত অলি করে গান॥

মুকুরে নিরখে রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর॥

রহই ত্রি-ভঙ্গ হই হিলন কদম্ব।
দাস অনন্ত চিতে লাগি গেল ধন্দ॥১৯১॥

—:০:—

সজনি!

মনে মোর লাগল নন্দ-কিশোর।
অনিমিখ লাখ নয়ানে যব্ যুগ শত
হেরই না পাউ ওর॥
ইন্দ্র নীলমণি মুকুর কান্তি জিনি
জগ-মন-মোহন বয়না।
শরদ ইন্দু অমল মুখ-পঙ্কজ
পূজন অম্বু দুহুঁ নয়না॥
বান্ধুলি-বন্ধু অধরে অতি মোহন
বিলসই রসময় বংশে।
বঙ্কিম গীম- ভরে মন মোহন
অবতংস বিরাজিত অংশে॥

চন্দন-তিলক উপরে অলকাবলি
তছু পরি মুকুতার ঝারা।
অনন্ত কহয়ে ঘন চাঁদের উপরে যেন
সঘনে বরিখে জলধারা॥ ১৯২॥

—(*)—

ইমন

কি মোহন নন্দ কিশোর।
হেরইতে রূপ মদন-মন ভোর॥
অঙ্গ হি অঙ্গ তরঙ্গ-বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসি-মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥
গলে গজ-মোতিম মাল।
করিবর-কর কিয়ে বাহু বিশাল॥
শুনিতে বচন সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥১৯৩॥

—ꝏ—

সিন্ধুড়া

দেখ সখি, শ্যাম সুনাগর রায়।
মরমে লাগল রূপ আন্ নাহি ভায়॥

মরকত স্তম্ভ জিনি সু-বলিত অঙ্গ।
অলসে মধুর হাসি নয়ান তরঙ্গ॥

কটিতে পিয়ল ধটী কিঙ্কিণী বাছনি।
যাচিয়া যৌবন দিব আপন নিছনি॥

মধুর ধৈরজ গতি পূরে মন্দ বেণু।
চরণেতে বঙ্ক রাজ বাজে রুণু ঝুনু॥

নয়ানের কোণে কহে মনের আকুতি।
অনন্ত জানায় দোঁহে দোঁহার পিরীতি॥১৯৪॥

—(*)—

আশোয়ারী

ব্রজ-রাজ কোঙর।
গোকুল-উদয়গিরি চাঁদ উজোর॥

কোটি ইন্দু জিনি মুখ তনু জলধর।
একত্র উদয়ে মিলি করিয়াছে ঘর॥

মুখ নীল-সরোরুহ বিম্ব অধর।
অরুণ-কমল শ্রুতি নয়ান ভ্রমর॥

করভ জিনিয়া বাহু রক্ত-পদ্ম কর।
নীল ধরাধর উর নাভি সরোবর॥

সিংহের শাবক কটি অতি মনোহর।
উলটি কদলী উরু দেখিতে সুন্দর॥

ও থল-কমল জিনি চরণ রাতুল।
হেরিয়া উদ্ধব পহুঁ চিত মন ভুল॥১৯৫॥

—ঃ০ঃ—

শ্রীরাগ

নীল রতন কিয়ে নব ঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা॥
কদম্বের তলে সোই শ্যাম চিকণিয়া।
রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন-মহেন্দ্র-ধনু কিবা দিল দেখা॥
বদন-কমল কিয়ে পূর্ণিমিক চাঁদ।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলী গানে।
ভুলল আঁখির লাজ সামাইল কাণে॥
নয়ান-যুগলী কিয়ে মত্ত অলিরাজ।
অলখিতে দংশয়ে যুবতি-হিয়া-মাঝ॥
গোবিন্দদাস কহে সেন দিঠি বিষে।
না পীলে অধরসুধা কে বা জীয়ে আশে॥১৯৬॥

—[*]—

কানু সে বিনোদ রায়।
বিনোদ চূড়ায় বিনোদ বরিহা
উড়িছে বিনোদ বায়॥

বিনোদ কপালে বিনোদ তিলক
বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী
বিনোদ বিনোদ বাজে॥

বিনোদ গলায় বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ দোলে।
(বিনোদিয়ার বিনোদ মালা আপ্‌নি দোলে)
কোন্ বিনোদিনী বিনোদ গাঁথুনি
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে॥

বিনোদ কটিতে বিনোদ ধটিতে
বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর
বিনোদ বিনোদ বাজে॥

কহে শ্যামানন্দ কানু সে বিনোদ
বিনোদ কদম্ব তলে।
কত বিনোদিনী বিনোদ দেখিতে
কলসী ভাসালে জলে॥ ১৯৭॥

—:০:—

বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা
বিনোদ গলে দোলে।
(মালা আপ্‌নি দোলে—না দোলাইলেও)
কোন্ বিনোদিনী গাঁথিল মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে॥

বিনোদ কেশ বিনোদ বেশ
বিনোদ বরণ খানি।
বিনোদ মালা গলায় আলা
বিনোদ দোলনি॥

বিনোদ বন্ধন বিনোদ চিকুর
বিনোদ মালায় বেড়া।
বিনোদ নয়ানে বিনোদ চাহনি
বিনোদ আঁখির তারা॥

বিনোদ বুক বিনোদ মুখ
বিনোদ শোভা করে।
বিনোদ নগরে বিনোদ নাগর
বিনোদ বিহরে॥

বিনোদ বলন বিনোদ চলন
বিনোদ সঙ্গিয়া সঙ্গে।
লোচন বোলে বিনোদিনীর
বিনোদ শ্যাম অঙ্গে॥ ১৯৮॥

—০-০—

শ্রীরাগ

দেইখা আইলাম তারে সই
দেইখা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহ কর্ম্ম করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নব লেহ॥ ১৯৯॥

—:০:—

কামোদ

বরণ দেখিলুঁ শ্যাম জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনু-ভঙ্গী ঠাম নয়ান কোণে পুরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥

সই! এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥
এ বড় কারিগরে কুন্দিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতি-ধরম ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিলুঁ দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে লোম-লতাবলী
সাপিনী-আকার শোভা।
ভুরুর বলনী কাম ধনু জিনি
তমাল জিনিয়া আভা॥
চরণ নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডিদাস হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥ ২০০॥



শ্রীরাগ

মরকত-দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর॥

না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ানে।
হানল অতয়ে কুসুম-শর বাণে॥

এ সখি কাহে ভেটলুঁ নন্দ-নন্দা।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দা॥

তৈখনে দখিন পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর-নাম॥

সাজহ শেজ কমল দল পাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ শাতি॥

তাঁহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরজ লাজ গেল দুহুঁ ভাগি॥

কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ মিলব কান॥২০১॥

—] * [—

সুহই

শ্যাম পানে চাহিয়া অকাজ কৈলাম।
দিবস রজনী আন নাহি জানি
ভাবিতে গুণিতে মৈলাম॥

দাঁড়াইয়া তরু-মূলে আকুল করিল মোরে
ঈষৎ বঙ্কিম দিঠে চাইঞা।
ঘরেতে না রয় মন যাকু জাতি-কুল ধন
চিকণ শ্যামের বালাই লৈঞা॥

অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি প্রেমে পূরিত আঁখি
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি বিরলে বসিয়া থাকি
মন কেনে শ্যামপানে ধায়॥

খাইতে শুইতে নাহি লয় চিতে
শুনিয়া বংশীর গীতে
না জানি কি হৈল হিয়া মাঝে।
মনে অনুমান করি ছাড়িতে নারিলুঁ হরি
জলাঞ্জলি দিলুঁ কুল-লাজে॥

কি ক্ষেণে জলেরে গেলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ
ঘরেতে আসিয়া হৈলুঁ জরি।
গোপতে অনন্ত কহে জর জালা কিছু নহে
কালা করিয়াছে মন চুরি॥২০২॥

—:০:—

রামকেলি

মনু মনু শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

জীতে পাসরিতে নারি বল সে কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জলয়ে ধিকে ধিকে॥

চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি দোলায়ে শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥

কিছু না মোর সহে গায় কে বা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবা নিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি॥২০৩॥

—:*:—

এমন হইবে কে বা জানে।
তবে কি চাইতাম শ্যাম পানে॥

লোক চরচায় ডর কুলের ধরম ঘর
সে জনা কিছুই নাহি মানে।
আমার যুগল আঁখি যেন সে চাতক পাখী
লাগিয়া রয়েছে শ্যাম পানে॥

বেকত হয়েছে অঙ্গে যেন আইসে সঙ্গে সঙ্গে
পাছে যেন লোকে কিছু বলে।
উলটিয়া পুন দেখি সঙ্গে আর নাহি দেখি
পুন দেখি কদম্বের তলে॥

তাহার মোহন বেশে সচেতন রহে দেশে
বুঝিলাম জাতি কুল গেল।
এমন মোহন কালা জানি গো নন্দের বালা
গৌর তনু শ্যাম মিলাইল॥

কালা কানুর বরণ হিয়ায় জাগে অনুক্ষণ
কালা বিনে অন্য না লয় মনে।
দাস বৃন্দাবনে কয় এই মোর মনে লয়
চল রূপ দেখি গিয়া বনে॥২০৪॥

—:•:—

সিন্ধুড়া

কি বা সে মোহন বেশ ভুলাইল সব দেশ
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে তারে জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা॥

সই হাম কি করিলুঁ কেনে বা সে বাঢ়ায়লুঁ
কি শেল হানিল যেন বুকে।
জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো
কালা-রূপ দেখি চোখে চোখে॥

কি বা সে নয়ান বাণ হিয়ায় হানিল গো
গরল ভরিয়া রৈল বুকে।
কোন্ বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো
আগুন জালিয়া দি তার মুখে॥

খাইতে সোয়াস্ত নাই নিঁদ দূরে গেল গো
হিয়া দহে দেহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনচান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥

রসের মুরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বলে সে অঙ্গ পরশ হলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥২০৫॥

—:•:—

(কবি-উক্তি)

কত রঙ্গ জান হে কানাই।
তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই॥

কাল অঙ্গে দোলে মণি-মুকুতার মালা।
সতীপণা ছাড়ল গোকুলের কুল-বালা॥
আঁখির নিমিখে শ্যাম জাতি কুল নিলে।
মুরলির ঘোরে ঘরে রহিতে না দিলে॥
সে ধনী কেমনে জীয়ে না দেখিলে তোমা।
ও রাঙ্গা চরণে ধূলি মাগে দুঃখী শামা॥২০৬॥

—:০:—

ললিতা কহেন—সখি! স্থির কর চিত।
এতেক উদ্বেগ করা না হয় উচিত॥

রমণীর ধৈর্য্য হয় সানা দৃঢ়তর।
তাহাই পরিয়া সহি থাক দুখ-শর॥

রাধিকা কহেন—যে কহিলে সত্য বটে।
কিন্তু সখি! মোর প্রতি ইহা নাহি ঘটে॥

কোটি কোটি বাণ-বৃষ্টি করি পঞ্চশর।
ধৈরয-সানারে করিয়াছে জরজর॥

তাহাতে মলয়-বায়ু হইয়া সহায়।
দগ্ধ করিতেছে নিরবধি মোর কায়॥

দহিতে পারয়ে বায়ু দহনের মিত।
সুধাকর দাহ করে এত অনুচিত॥

কিম্বা সেহ হয় গরলের সহোদর।
এ লাগি কিরণে করি দহে কলেবর॥

শ্রীরঘুনন্দন কর জোড় করি কহে।
এ সকল তাপের কারণ কভু নহে॥ ২০৭॥

—০*০—

জল বরিখন করি জগত জুড়াওত
অতি শীতল নব মেহা।
সো মঝু লোচন- পথ যব আওত
তবহুঁ দহত হত দেহা॥
কিয়ে মেরে করমকি দোষ।
জগমহ রহতহিঁ শীতল যো কছু
সব করু মঝু তনু শোষ॥
মধুকর-গুঞ্জিত শিখি-কোকিল রব
শ্রবণহিঁ বজর সমান।
সুরভি কুসুমকুল নব নীরজ-দল
পরশনে দহতহিঁ প্রাণ॥
কর্পূর চন্দন কুসুমকি সৌরভ
যব প্রবিশত মঝু নাসা।
বিষভক্ষণ জনু তনু জরি যাওত
ন রহত জীবন-আশা॥
ইহ সব দুখ আর সহন না যাওত
অতয়ে কহিয়ে বেরি বেরি।
অনুমতি দেহ সকলে মিলি যমুনা
অবগাহউ এ কিশোরী॥ ২০৮॥
(রঘুনন্দন)

—:০:—

এত কহি শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন।
ললিতা-বিশাখা তাঁরে করেন সান্ত্বন॥

প্রিয়সখি! না কান্দ না কান্দ তুমি আর।
তোর দুখ দেখি বুক ফাটে মোসবার॥

করিব সকলে মোরা উচিত উপায়।
যেরূপে তোমাতে প্রেম করে শ্যামরায়॥

যাব মোরা তার কাছে কোনো ছলা করি।
কহিব তোমার দশা সকল বিবরি॥

তাহা শুনি অবশ্য হইবে দয়া তার।
সব জন কহে তারে 'কৃপা-পারাবার'॥

এত কহি যাইতে উদ্যত দুই জন।
হেন কালে বৃন্দা দেবী কৈলা আগমন॥

(বৃন্দা দেবী)

রাধিকার কথা শুনি আনন্দিত মতি।
বৃন্দা দেবী কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ॥
রাধে! তোহে 'মধুর-ভাষিণী' সবে কহে।
তোমাতে মধুরবাণী অসম্ভব নহে ॥
বৃন্দাবনে আছে যত তরু পশু পাখী।
তব কৃপাদৃষ্টি-বলে তারা সব সুখী ॥
একমাত্র আছে বড় দুখের কারণ।
বৃন্দাবন-চন্দ্র সদা অতিদুখি-মন ॥
বনেতে আসিয়া তিঁহ ধেনু না চরান।
না জানি বিজনে বসি কি করেন ধ্যান ॥
মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন ঘনেঘন।
জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু নাহি ক'ন ॥
কখনো কহেন কিছু বিলাপ-বচন।
কহিব কিশোরি! তাহা করহ শ্রবণ ॥

—:০:—

আহা মরিমরি জনম ভিতরি
সে দিন হবে কি আর।
যাহে সে রমণী সবগুণ-খনি
নিরখিব আর বার ॥
কি বা সে বরণ জিনি সুবরণ
বিজুরি জিনিয়া ছটা।
কি বা সে বদন যার এক কণ
নহে শশধর-ঘটা ॥
কি বা সে নয়ান হরিণী-সমান
বঙ্কিম চাহনি তায়।
অতি বিলক্ষণ সে ভুরু-নাচন
সদাই হৃদয়ে ভায় ॥
কি বা সে অধর মুনি-মনোহর
জাগিছে সদাই চিতে।
কিশোরী রমণী- কুল-শিরোমণি
বটে সে ভুবন-মাঝে ॥

—:::—

এত শুনি শ্রীরাধিকা নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিতে লাগিলা শ্রীবৃন্দারে সম্বোধিয়া ॥

সখি! তিঁহ হন সর্ব্বগুণের ভাজন।
ত্রিভুবনে অতুলিত পুরুষ-রতন ॥

লাগিয়াছে হেন মতে যে তাঁর অন্তরে।
তেন নারী নাহি দেখি গোকুল-নগরে ॥

অতএব আমি মনে অনুমান করি।
দেখিয়া থাকিবা তিঁহ কোনহ অমরী ॥

বৃন্দাদেবী কহিছেন তাঁহে পুনর্ব্বার।
নরেন্দ্র-নন্দিনি! মোর কথা শুন আর ॥

এই তাঁর বিলাপ শুনিয়া কাছে গিয়া।
পুছিলাম আমি বহু যতন করিয়া ॥

তাহাতে আমার প্রতি যে কহিলা হরি।
কিশোরি! শুনহ তাহা অবধান করি ॥

—:০:—

সে দিন যমুনা-কূলে কদম্ব-তরুর মূলে
আমিহ ছিলাম দাঁড়াইয়া।
হেন কালে এক নারী লইতে যমুনা-বারি
আল্য স্বর্ণ-কলস লইয়া ॥
তার রূপ করি নিরীক্ষণ।
হইলাম প্রায় অচেতন ॥
পরে তারে জানিবারে পুছিলাম সুবলেরে
সেহ মোরে দিল পরিচয়।
বৃষভানু-নৃপ-সুতা অভিমন্যু-পরিণীতা
'রাধা' নাম অই নারী হয় ॥
সেই রমণীর লাগি আমি হয়্যা অনুরাগী
ফিরি সদা কানন-মাঝার।
কোথাও না পাই সুখ কিসে যাবে এই দুখ
উপায় না দেখি কিছু তার ॥

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা   আমি পাই বড় বেথা
আশ্বাসিয়া আসিয়াছি তায়।
কিশোরি! আমার গর্ব্ব   যাহে নাহি হয় খর্ব্ব
তাহা তোহে করিতে যুয়ায়॥
(রঘুনন্দন গোস্বামীর 'গীত-মালা')

—:০:—

(পৌর্ণমাসী উক্তি)

সত্য কথা শুন   হরি বিবরণ
যৈছন ভৈ গেল ভোরে॥
যে হরি-বৈভব   নহে অনুভব
দরশ রসের আশে।
করে জপ তপ   ক্ষিতি-গুরু ভব
সতত যোগীর বেশে॥
তুমি পুণ্যবতী   কি কহিব অতি
সে হরি তোমার ভাবে।
করয়ে অতনু   জাগ দিয়া তনু
তোমা বিনা দরশনে॥
তোমার চরিত   গায় অবিরত
বেণু করি নিজ মুখে।
তোমার সমান   করে বেশগণ
তোমা মানে আপনাকে॥
ডাকে ধেনুগণে   ভরমে যেখানে
লইয়া তোমার নাম।
শয়নে স্বপনে   কিবা জাগরণে
তোরে নিরখয়ে শ্যাম॥
এ ভূমি গগন   তরুলতাগণ
তোঁ-ময়ী মানয়ে হরি।
এ যদুনন্দন   কহয়ে নবীন
অনুরাগ বলিহারি॥ ২০৯॥
(বিদগ্ধ-মাধব)

—০:০—

[পুনশ্চ রাধা—সখী প্রতি]

দেখিয়া নাগর-শিরোমণি।
না জানিয়ে দিবস রজনী॥
কি হৈল মরমে বেথা।
কাহারে কহিব কথা॥
কি আর পুছসি মোরে।
মরম কহিলুঁ তোরে॥
যদি সে মিলয়ে মোয়।
তবে সে সফল হোয়॥
নহিলে না জীব আর।
তোঁহারে কহিলুঁ সার॥

—: * :—

ধানশী

রাই মুখে শুনল হি   ঐছন বোল।
সখীগণে কহে ধনি   ন হ উতরোল॥

তুয়া মুখ দরশনে   পাওল সেহ।
কৈছন আছল কছু   সমঝল এহ॥

তুহুঁ কাঁহে এত   উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোঁহে হেরি সো   আকুল ভৈ গেল॥

—:০:—

(ইত্যবসরে কৃষ্ণের নিকট হইতে দুতী উপস্থিত)

ঐছে বিচার করত যাহা রাই।
তুরিত হিঁ এক সখী মিলল তাঁই॥

এ ধনি পদুমিনি
কর অবধান।
তোঁহারি নিয়ড়ে মুঝে
ভেজল কান॥

—::—

কামোদ

নাগর নিকট- সঞে দোতি আওল
রাই স্থনাগরি ঠাম।
শ্যামক কত দুখ দেখি না পারিয়ে
কহইতে আয়লুঁ হাম॥
কো জানে কখন দেখল তোহে শ্যামর
তুয়া রূপ করত ধেয়ান।
রাধা নামে দ্বিগুণ তনু মোড়ই
ধৈরজ না ধরে পরাণ॥
শুন কহি সুন্দরি তোয়।
সো হেন স্থনাগর সবগুণ-সাগর
তোহে সে পুরুখ-বধ হোয়॥
তুহুঁ রমণী-ধনি- মুকুট-শিরোমণি
মোহে না করু আন ছন্দ।
কহ ব্রজানন্দ বিলম্ব না কর ধনি
হেরহ শ্যামর-চন্দ॥ ২১০॥

—:-:—

(কৃষ্ণের নিকট দূতী-গমন)

রাইক ঐছে দশা হেরি
এক সখী তুরিত হিঁ কয়ল পয়ান।
সে সখী আকুল হৈঞা চলিল আপনি ধাঞা
যেখানে নাগর শ্যাম।
মিললি যো সোই ঠাম॥
রাইক যে সব দশা কহে গদ গদ ভাষা
মোহন তাহার পাশে।
কহে কিছু মৃদু ভাষে॥

—:*:—

সখী-সম্বাদ

সখী ও দূতী

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলায় সখী ও দূতী এক অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাদিগকে বাদ দিয়া লীলা-বিলাস হইতেই পারিত না। বৈষ্ণব মতে, মানবাত্মার প্রধানতম লক্ষ্য—শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। মধুর ভজনের লক্ষ্য—শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিলাস-আস্বাদন। ইহার সাধনা—রাগানুগা ভক্তিতে সখীর অনুগা হইয়া দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিলাস পরিচিন্তন।

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা-বিলাস এক অতি নিগূঢ় তত্ত্ব। উহা ইন্দ্রিয়গ্রামে অবস্থিত কামাধীন সাধারণ জীবের জ্ঞানগম্য নহে। উহা আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা সখীগণেরই একমাত্র উপলব্ধির বিষয়। সখীগণই কুঞ্জসেবার সহায়। রাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জসেবায় তাহাদেরই একমাত্র প্রবেশাধিকার। ঐ লীলায় দাস্য বাৎসল্যাদির প্রবেশাধিকার নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল রামরায়-মিলন প্রসঙ্গে এইরূপ আছে :—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্য বাৎসল্য ভাবের না হয় গোচর।
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।
সখী বিনু এই লীলা-পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি। সখী-ভাবে তাহা যেই করে অনুগতি।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।

শ্রীকৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দ-ঘন, অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি, রস-স্বরূপ—"রসো বৈ সঃ।" 'চৈতন্য চরিতামৃত' বলেন—"কৃষ্ণ রসিক-শেখর-রস-আস্বাদক রসময় কলেবর—প্রেমময়-বপু কৃষ্ণভক্ত-প্রেমাধীন"।

রাধিকা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। যথা 'চৈতন্যচরিতামৃতে' :—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার।
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি।
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।

সখীরা সচ্চিদানন্দময়ের স্বরূপশক্তিরূপিনী—তাঁহারই আনন্দ-লীলাময়ী শ্রীমূর্ত্তি—অতএব, রাধিকার কায়-ব্যূহ। যথা 'চৈতন্যচরিতামৃতে' :—

আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়-ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ।
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।

সখীরাই লীলার সহায়, সখীরাই পুষ্টিকারিণী, তাহারাই আস্বাদিকা। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন :—

প্রেমলীলা বিহারাণাং সম্যক্ বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে।

যাঁহারা প্রেমলীলা-বিহারের সম্যক্ বিস্তার করেন তাঁহারাই সখী। কেবল দৌত্যই সখীগণের কার্য্য নহে। সখীগণ রস-লীলার পুষ্টিকারিণী। ইহারা উভয়ের প্রেম-লীলা-বিস্তারের সহায়। তাঁহাদের সহায়তা ভিন্ন নানা রসের সম্পুষ্টি হয় না। ব্রজ-রসের মধুর সাধনাই অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র সাধনা। এই পথে রাগময়ী ব্রজসুন্দরীগণই একমাত্র সহায়। তাহাদের আনুগত্যে ভজনই রাগানুগা ভক্তিমার্গের উপাসনা। সখীগণের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত রাগানুগা ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। সখীরাই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ ভজনের আদর্শ।

[ব্রজ-গোপী]

গোপী-ভাব ভিন্ন ব্রজরস-আস্বাদনের আর দ্বিতীয় পথ নাই। যথা—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়।
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে সেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে।
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ শ্রুতিগণ। রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহার সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।
গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে।
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।

বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের প্রামাণ্য গ্রন্থ বিখ্যাত উজ্জ্বলনীলমণি বলেন যে, ব্রজগোপীগণের মধ্যে কতকগুলি নিত্য-সিদ্ধা ও কতকগুলি সাধন-সিদ্ধা ছিলেন। শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী নিত্য-সিদ্ধা। সাধন-সিদ্ধা আবার কতকগুলি মুনি-পূর্ব্বা, কতকগুলি শ্রুতি-পূর্ব্বা ও কতকগুলি দেবী ছিলেন। শ্রীচরিতামৃত বলেন—"শ্রুতি সব গোপীগণের অনুগত হঞা। ব্রজেশ্বরী সুত ভজে গোপীভাব লঞা।"

গোপীগণের প্রেম অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ। প্রেমই তাঁহাদের কাম। যথা—'ভক্তি-'রসামৃতসিন্ধৌ' ঃ—প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-প্রিয়াঃ।

গোপ-রমণী গণের পবিত্র প্রেমই 'কাম' এই আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবৎ-প্রিয় উদ্ধবাদি মহাত্মারাও ঐ প্রেম বাঞ্ছা করেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

কাম-গন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম। নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম।
আত্ম সুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-সুখ হেতু চেষ্টা সব ব্যবহার।
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।

শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য বিশুদ্ধ-প্রেমময়। গোপীগণ তাঁহারই আহ্লাদিনী শক্তির শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীরাধিকার কায়-ব্যূহ; সুতরাং, কৃষ্ণ-সুখই গোপীপ্রেমের তাৎপর্য্য। তাঁহাদের চিত্ত কামগন্ধলেশ-বিবর্জ্জিত। তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির লেশমাত্র নাই। তাঁহারা যাহা কিছু করেন তাহা সকলই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের জন্য।

নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য।
নিজে প্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার। কৃষ্ণ-সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার।

[কাম ও প্রেম]

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল; কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল।
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্ম-সুখ মর্ম্ম।
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ নিজ পরিজন। স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন।
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন।

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম; প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ। কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥

এমন কি, গোপিকাগণের অঙ্গ-মার্জ্জন, ভূষণ-পরিধান পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে।

তবে যে দেখিবে গোপীর নিজ দেহে প্রীত। সেহ ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন ॥
এই দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ। এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার আরও বলেন—)

আর এক অদ্ভুত গোপী-ভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। সুখ বাঞ্ছা নাহি; সুখ হয় কোটি গুণ ॥
গোপী-প্রেম করে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি। মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহা তুষ্টি ॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাহা নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধি প্রেমে যাহা তাহা এই রীতি। প্রীতি-বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥

ইহাকেই বলে 'অকৈতব' (প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাশূন্য) কৃষ্ণ-প্রেম। ইহাই 'নিরুপাধি' নিষ্কাম প্রেম বা বিশুদ্ধ ব্রজ-রাগ। "শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধ-হীন। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন ॥" জগতে ইহার তুলনা মিলে না। তাই, ইহা ভক্ত-প্রেমিকের এত লোভের বস্তু। ইহাকেই বলে 'সমর্থা'-রতি।

'উজ্জলনীলমণি' বলেন—মধুরা রতিই উজ্জল-রসের স্থায়ী ভাব। ঐ মধুরা রতি আবার 'সাধারণী', 'সমঞ্জসা' ও 'সমর্থা' ভেদে ত্রিবিধা। কুব্জাতে সাধারণী রতি। ঐ রতি মণির সদৃশী, অর্থাৎ, মণির ন্যায় উজ্জলা। পট্টমহিষীবর্গে সমঞ্জসা রতি। ঐ রতি চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্ট-প্রসবিনী। আর ব্রজদেবীতে 'সমর্থা' রতি। সমর্থা রতি কৌস্তুভমণির ন্যায় অপ্রাকৃত-গুণ-শালিনী। সামান্য ভাবে, নিজসুখ-তাৎপর্য্যযুক্ত রতিকেই সাধারণী রতি বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ও নিজের সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট পত্নী-ভাবময়ী রতিকেই সমঞ্জসা রতি বলা যায়। আর কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যান্বিতা পরাঙ্গনা-ভাবময়ী রতিকেই সমর্থা রতি বলা যায়।

যথা—শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে :—

যে শৃঙ্গার রসে তিন মত হয়। তিন ধামে ব্যক্ত সেই তিন গুণোদয় ॥
সমর্থা সমঞ্জসা আর সাধারণী। মধুর রতির গুন অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
কুব্জার সামান্য রতি সাধারণী তেঁহ। দ্বারকামহিষীগণ সমঞ্জসা সেহ ॥
ব্রজ-গোপীগণের সমর্থা রতি হয়। অতি চমৎকার শুকদেব প্রশংসয় ॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী আত্ম-সুখের তাৎপর্য্য। সাধরণী-লক্ষণ সাধয়ে নিজ কার্য্য ॥
স্বকীয়া মহিষীগণে নিজ নিজ কাম। অলপ বাসনা যাতে সমঞ্জসা নাম ॥
সমর্থা- শ্রীব্রজ-গোপী কামগন্ধ-হীন। প্রিয়-সুখ-তাৎপর্য্য শুদ্ধপ্রেম-চিন ॥

তাহাতে প্রণয় মান স্নেহ রাগ অনুরাগ। মহাভাব জন্মে যথা ইক্ষু-রসভাগ ॥
ক্রমে যথা জন্মে গুড় শর্করা মিছরি। তেমতি বাড়য়ে প্রেমরসের মাধুরী ॥

ধাম-ত্রয় যথা—গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকা। উজ্জলনীলমণি বলেন—"নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণঃ গোকুল-মথুরা-দ্বারকাসু ক্রমেণ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিবিধঃ"—অর্থাৎ, বৃন্দাবনে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর ও দ্বারকায় পূর্ণ। "ভাগবতামৃতকণা" বলেন— 'শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনাখ্য-ধামত্রয়ে নরলীলাধিক্যের তারতম্য হেতু, ক্রমে মাধুর্য্যাধিক্যেরও তারতম্য হইয়াছে'। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"। কিন্তু, বৃন্দাবনলীলায় তিনি নরোত্তম পুরুষোত্তম রূপে প্রকটিত। ঈশ্বর-ভাব বা ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন। দ্বিভুজ মুরলী-ধর রূপই তাঁর স্বরূপ। ঐ রূপই তাঁর নিত্য রূপ।

শ্যামসুন্দর শিখি পিঞ্ছ গুঞ্জা-বিভূষণ। গোপ-বেশ ত্রি-ভঙ্গিম মুরলীবদন ॥
ইহা ছাড়া কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার। গোপীকার ভাব না যায় নিকটে তাহার ॥

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর লীলা
নর-বপু তাহার স্বরূপ।
গোপ বেশ বেণু-কর নব কিশোর নটবর
নর-লীলা হয় অনুরূপ।"

বস্তুতঃ, 'সখী ভাব'-অঙ্গীকার বৈষ্ণব সাধনার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। সখীগণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের কোনও দেহের সম্বন্ধ নাই; সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহারা লীলাপর নহেন। শ্রীরাধার সঙ্গে একাত্ম হইয়া রাধাভাব-ভাবিত দেহ-মন-প্রাণ লইয়া ইঁহারা কৃষ্ণলীলা-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। গোপী-প্রেম নিষ্কামত্বের আদর্শ। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণ-সহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটী সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥
কৃষ্ণ-লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয়॥

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ এই অপূর্ব্ব সখীভাবে ভাবিত হইয়াই রাধাকৃষ্ণের লীলা অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া ভাষায় ও গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের পদাবলীর নিগূঢ় অর্থ ব্যক্ত করিতে হইলে কীর্ত্তনীয়াকেও এই সখী ভাবটী সাধন করিয়া, আপনার অন্তরে এই অপূর্ব্ব লীলা-রস প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করিতে হয়। নতুবা, পদাবলীর নিগূঢ় মর্ম্ম ও সত্য রস কিছুতেই ফুটাইতে পারা যায় না।

সখীরা কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরূপিনী হইয়াও লীলা-প্রয়োজনে স্বতন্ত্ররূপে বিরাজমানা—অর্থাৎ, তত্ত্বতঃ, 'স্বকীয়া' হইয়াও, রস-লীলা জন্য 'পরকীয়া ইব' প্রতীয়মানা। এই সখী-ভাবই সত্য 'পরকীয়া' ভাব।

এ সম্বন্ধে একজন খ্যাতনামা লেখক সে দিন এইরূপ লিখিয়াছেন:—

'হীনবুদ্ধি লোকের হাতে এই পরকীয়া শব্দটী অতি জঘন্য অর্থ লাভ করিয়াছে। কিন্তু, বৈষ্ণব-

সাধনের পরকীয়ার আদর্শ বস্তুতঃ এরূপ হীন নহে। খৃষ্টীয় সাধনে ও খৃষ্টীয়ান মুক্তিতত্ত্বে যাহাকে vicarious বলিয়াছে, বৈষ্ণব-সাধনার পরকীয়া ও বস্তুতঃ তাহাই। যীশু খৃষ্ট নিজে নিষ্পাপ হইয়াও আপনার মস্তকে জগতের সকল পাপের বোঝা গ্রহণ করিয়া, আপনি জগতের পাপী সমাজের জন্য জীবন দিয়া তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। নিজে নিষ্পাপ হইয়াও অপরের পাপের বেদনা আপনি গ্রহণ করিলেন। এটী পরকীয়া (vicarious)। প্রেম মাত্রেই এই পরকীয়া-বৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে। আপনার সুস্থ শরীরে স্নেহময়ী জননী রুগ্ন সন্তানের রোগ যাতনা অনুভব করেন। পিতা অপরাধী পুত্রের লাঞ্ছনার ভার আপনার প্রাণে বহন করেন। আবার, জনক জননী পুত্র কন্যার সুখ সম্পদেও আপনারা সুখী হইয়া থাকেন এ সকলই vicarious বা পরকীয়া। মার্কিণ কবি এমার্সন এক জায়গায় লিখিয়াছেন—I thank ye, oh young excelient lovers, ye keep the world young for me. যুন-দম্পতির প্রেমাভিনয় দেখিয়া বৃদ্ধ সুরসিকেরা আপনাদের যৌবন যেন ফিরাইয়া পান—ইহাও পরকীয়ারই লীলা। নিষ্কাম প্রেম মাত্রেই পরকীয়া বৃত্তি অবলম্বন করে'।

[সখী]

উজ্জ্বলনীলমণি মতে—সখী পঞ্চবিধা—(১) সখী (২) নিত্য-সখী (৩) প্রাণ-সখী (৪) প্রিয়-সখী (৫) পরমপ্রেষ্ঠা-সখী।

ইহাদিগের মধ্যে কেহ সম-স্নেহা কেহ-অসম-স্নেহা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহ করেন, তাঁহারা সখী। বৃন্দা, কুন্দলতা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা, কুসুমিকা, কামোদা ও আত্রেয়ী প্রভৃতি সখী। যাঁহারা শ্রীরাধিকার প্রতি অধিক স্নেহ করেন, তাঁহারা নিত্য-সখী। কস্তুরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দুরা, চন্দনবতী, কৌমুদী ও মদিরা প্রভৃতি নিত্য-সখী। ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা, তাঁহারাই প্রাণ-সখী। তুলসী, কেলিকন্দলী, কাদম্বরী, শশীমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোন্মদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী, মালতী ও কর্পূরলতিকা প্রভৃতি প্রাণ-সখী। ইহাঁরা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর তুল্য-রূপা। মালতী চন্দ্রলতিকা, গুণচূড়া, বরাঙ্গদা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা ও কন্দর্পসুন্দরী প্রভৃতি সখীগণই প্রিয়-সখী। মাধবী, চন্দ্রিকা ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধানা, তাঁহারাই পরমপ্রেষ্ঠা সখী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী যদিও সম-স্নেহাই বটেন, তথাপি ইহাঁদিগের সময়ে সময়ে শ্রীরাধিকাতেই পক্ষপাত দেখা যায়।

[প্রধানা অষ্ট সখীর রূপ গুণাদি]

ললিতা—প্রখরা, শিখিপুচ্ছ-বসনা, গৌর-বর্ণা। বিশাখা—বামা, মধ্যা, তারাবলী-বসনা গৌর-বর্ণা। চিত্রা—দক্ষিণা, মৃদ্বী ও নীল-বসনা। চম্পকলতা—বামা, মধ্যা, নীল-বস্ত্রা। রঙ্গদেবী ও সুদেবী—বামা, প্রখরা, রক্ত-বসনা গৌর-বর্ণা। তুঙ্গবিদ্যা—দক্ষিণা, প্রখরা, শুক্ল-বস্ত্রা। ইন্দুরেখা—বামা, প্রখরা, অরুণ-বসনা, গৌর-বর্ণা। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—নায়িকাগণ মধ্যে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধিকার বিপক্ষা। চন্দ্রাবলী—দক্ষিণা, মৃদ্বী ও নীল-বসনা। শ্রীরাধিকা—বামা, মধ্যা, নীল-বস্ত্রা ও রক্ত-বস্ত্রা, গৌর-বর্ণা।

'চৈতন্যচরিতামৃত' বলেন—শ্রীরাধিকা তাঁহার আশে পাশে, অর্থাৎ, অষ্ট দিকে, কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-রূপ অষ্ট সখী দ্বারা পরিবৃতা—"কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ।"

বৈষ্ণব মতে, শ্রীগোলোক নিত্যধামে শ্রীমতী রাধা রসপুষ্টি জন্য নিজাঙ্গ কায়ব্যূহ-স্বরূপ অষ্টাঙ্গ হইতে অষ্টসখী, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মঞ্জরীগণে প্রকাশ করিয়া নিত্য বিলাস করেন।

[সখা]

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মতে)

সখা চতুর্ব্বিধ—(১) সুহৃৎ (২) সখা (৩) প্রিয়সখা (৪) প্রিয়নর্ম্মসখা। তন্মধ্যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত তাঁহারাই সুহৃৎ। ব্রজে—সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্র তাঁহারাই সখা। ব্রজে বিশাল, বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি সখা। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাঁহারাই প্রিয়সখা। ব্রজে শ্রীদাম সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতি প্রিয়সখা। আর যাঁহারা প্রেয়সী-রহস্যের সহায় ও শৃঙ্গারভাবশালী তাঁহারা প্রিয়নর্ম্মসখা। ব্রজে সুবল মধুমঙ্গল ও অর্জ্জুন প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্মসখা।

শ্রীকৃষ্ণ দশ বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত ব্রজে প্রকট বিহার করিয়াছিলেন।

[দূতী]

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—দূতী, স্বয়ং-দূতী ও আপ্ত-দূতী ভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে, আপ্ত-দূতী আবার অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারিণী ভেদে ত্রিবিধা। যিনি বাক্যদ্বারা উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল ইঙ্গিত দ্বারাই দৌত্য করেন, তাঁহার নাম অমিতার্থা। যিনি আজ্ঞানুসারেই সমস্ত কার্য্য করেন ও কার্য্যভার বহন করেন, তিনি নিসৃষ্টার্থা। আর যিনি পত্র দ্বারা কার্য্য সাধন করেন তিনি পত্রহারিণী।

(তথা শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থে)

"অতি অন্তরঙ্গা মন বুঝি কার্য্য করে। প্রিয়ংবদ চতুর আপ্ত-দূতী কহি তারে॥
সেই আপ্ত-দূতী হয় তিন প্রকারিণী। অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রীহারিণী॥"

ব্রজে বীরা বৃন্দা ও বংশী এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের দূতী। তন্মধ্যে বীরা প্রগলভ-বচনা, প্রিয়বাদিনী এবং বংশী—সর্ব্বকার্য্য-সাধিকা। দূতীগণ—শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, তপোবেশধারিণী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী ও সখী ভেদে বিবিধ। সখীরা দূতীও বটেন। তাহারা রাধা-কৃষ্ণের জন্য অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন।

(যথা)

তোহারি বেদন, ছেদন কারণ, পুন পুন পুছি তোর।
তুহু উর ধরি ধরি, মরি মরি বোলসি শুধ বুধ সব থোর॥
আলিরি! হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে।
যো তুয়া দুঃখে, দুখায়ত শত গুণ, তাহারে কি বেদনা না কহিয়ে॥
এ তুয়া সঙ্গিনী, রঙ্গিনী রসিকিনী কহিলে কি আওব লাজে।
ফণি-মণি ধরব, শমন ভবনে যাব, যৈছে সিধায়ব কাজে॥
হাম আওয়ানি, আগুনি পৈঠব, বৈঠব যোগিনী সাজে।
তন্ত্র মন্ত্র যত, শত শত ঢুরব, বুড়ব সাগর মাঝে॥
ভাবনা অব তুয়া, অন্তরে অন্তরু, কহিলে কি রহে তাপ লেশ।
বিন্দু কহে ইন্দুমুখি সিন্ধু উতারব, বোলত বচন বিশেষ॥

[প্রকৃতই, সখীরা অতি সুনিপুণ 'প্রেম-কারিগর']

প্রেম কারিগর হই যত সখীগণ। নিতি নিতি ভাঙ্গি গড়ি পিরীতি রতন ॥
মোদের অন্তর—হাঁফর, মান—অঙ্গারের খনি। বিরহ-নিশ্বাস দিয়ে ভেজাই আগুনি ॥
সোনাতে সোহাগা হয়ে সোনাতে মিশাই। রসের পায়ান দিয়ে ভাঙ্গিয়ে জোড়াই ॥
গোবিন্দ দাস কহে রাই-কেনে ভাব। সোনাতে সোহাগা হয়ে মিলাইয়া দিব ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—পৃথানন্দন! গোপিকারা আমার যে কি নহে তাহা বলিতে পারি না। তাহারা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, দাসী, বন্ধু, প্রেয়সী—যাহা বল তাহাই। তথাহি 'গোপীপ্রেমামৃতে'—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥

(শ্রীচরিতামৃতে)

কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী।
গোপিকা জানেন কৃষ্ণ মনের বাঞ্ছিত।
প্রেম-সেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত ॥

বস্তুতঃই, সখীদের প্রেমসেবা-পারিপাট্য ও নিষ্ঠা অতুলনীয়। স্বীয় সুখ কাহাকে বলে তাঁহারা জানেন না। শ্রীরাধা-মাধবের লীলা-বিহারের রস-পুষ্টি করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের সুখ। শ্রীমতী মানিনী হইলেন, সখীরা মান-প্রশমনের উপায় করিতে লাগিলেন, পদ-পতিত নাগর-রাজের পক্ষাশ্রয় করিয়া শ্রীমতীকে কত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আবার শ্যাম-বিরহে রাই পাগলিনী প্রায় হইলেন, এমন কি, তাঁহার অন্তিমদশা উপস্থিত হইল, সখীরা তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণ নাম জপ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধার চেতনা হইল, তিনি পাগলিনীর মত ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন। সখীরা তাঁহাকে সাজাইতে বসিলেন, কিন্তু শ্যামের অভিসারে শ্যামোন্মাদিনী শ্রীমতী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া চলিলেন, সখীরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন, শ্রীমতী তখন জ্ঞানহারা। পাছে ব্রজের পথে কাঁটায় কাঁকরে শ্রীমতীর কুসুম কোমল চরণ দু খানি ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, সখীরা সেই ভয়ে অস্থির।

হংস-গমনে চলিল রাই।
যাইরে রূপের বলোই যাই ॥
সমান গোপী সমান চলে।
সমান পিঠে বেণী দোলে ॥
চলে গো চলে রাজ-বালা রাজ-পথ করে গো আলা
ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!
ধীরে চল গো রাজ-নন্দিনি!
একে ব্রজের কঠিন মাটি তাহে রাঙা চরণ দুটি
আমরা ফুল ফেলে যাব গো পথে।
রাঙা চরণ দুটি দিও গো তাথে ॥

ধীরে চল গো রাজ-নন্দিনি !
ধীরে চল গো রাজ-নন্দিনি !
পথে অলি রাজের আবার ভয় আছে।
সোনার কমল ব'লে দংশে পাছে ॥
ধীরে চল গো রাজ-নন্দিনি !
ধীরে চল গো রাজ-নন্দিনি !
ধীরে গেলে কৃষ্ণ পাবে দ্রুত গেলে প্রাণ হারাবে
বাম ভিতে যমুনা আছে
(কৃষ্ণ) অনুরাগে ধনি পড় পাছে ॥
ধীরে চল গো রাজ-নন্দিনি !
ধীরে চল গো রাজ-নন্দিনি !

কুঞ্জ-বনে রাধা-শ্যামের মিলন হইল, সখীদের আর আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা নানাপ্রকারে কুঞ্জ-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, নানাপ্রকারে রসবতী-রসরাজের রস-সেবা সুখে নিমগ্ন হইলেন। এই সেবাতেই তাঁহাদের পরম সুখ ও চরমা তৃপ্তি।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বলেন)

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী নাম শক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যা মমুষ্যাম্
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্।

সখীগণ ব্রজকুমুদ-বিধু শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সার প্রেম-রূপিণী শ্রীরাধিকা-লতিকার কিশলয় পত্র এবং পুষ্পাদি সদৃশ। তাঁহারা ও তত্তুল্যা। কৃষ্ণ-লীলামৃত-রস দ্বারা স্বয়ং লতা পরিষিক্ত ও উল্লাসযুক্ত হইলে পত্র-পুষ্পাদি-তুল্য সখীগণের যে স্বীয় সেক অপেক্ষা শত গুণে অধিক উল্লাস উপজাত হয়, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

সখীদের দৌত্য-কার্য্যও অতি অপূর্ব্ব। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিলাস সংঘটনই তাঁহাদের ধ্যান জ্ঞান তন্ত্র মন্ত্র। একবার কৃষ্ণ-কথা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া রাধিকার নিকট উপস্থিত—'শুনই বচন দোতী অবিলম্বে, আওলি চলি যাহা রমণী কদম্বে,' "তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান্"—"শুন গো রাজার ঝি তোরে কহিতে আসিয়াছি"—ইত্যাদি ; আবার, রাধিকার পক্ষ হইয়া কৃষ্ণ-সমীপে ছুটিলেন—"তুরিতহি কয়ল পয়ান। নিরজনে নিজগণ সঙ্গে যাঁহা মাধব, যাই মিলল সোই ঠাম। শুন মাধব" ইত্যাদি। প্রকৃতই, পদ-কর্ত্তা যে বলিয়াছেন—'অপরূপ দোতীক রীত' ॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ—প্রেম-রস-সিন্ধুর এক মহা তরঙ্গ ! প্রেমে, বিরহ—এক মহাশক্তি।

ব্রজ-রসে—প্রবাস, মান ও মাথুরের ন্যায় পূর্ব্ব-রাগ ও বিরহ ভাবের তরঙ্গে অধীর করিয়া তোলে। বিরহে বিরহে শ্রীরাধার কি যাতনাময় দশাই বিঘটিত হয় !

রস-শাস্ত্র মতে, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে উজ্জ্বল রস দ্বিবিধ। বিপ্রলম্ভ শব্দের অর্থ—বিচ্ছেদ। সম্ভোগ

শব্দের অর্থ—মিলন। বিচ্ছেদ মিলনের পুষ্টিসাধন করে বলিয়া বিপ্রলম্ভকে সম্ভোগের উন্নতিকারক বলা হয়। বিপ্রলম্ভ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে চতুর্ব্বিধ। বস্তুতঃ, বিরহান্তে মিলন, মিলনের পর বিরহ, আবার মিলন, আবার বিরহ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের পৌনঃ-পুনিকতার উপরে রস-লীলা প্রতিষ্ঠিত।

সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ। পূর্ব্বরাগের পরবর্ত্তী সম্ভোগের নাম 'সংক্ষিপ্ত' সম্ভোগ, মানের পরবর্ত্তী সম্ভোগের নাম 'সঙ্কীর্ণ' সম্ভোগ। প্রেম-বৈচিত্ত্যের পরবর্ত্তী সম্ভোগের নাম 'সম্পন্ন' সম্ভোগ। প্রবাসের পরবর্ত্তী সম্ভোগের নাম "সমৃদ্ধিমান্" সম্ভোগ।

প্রথম মিলনের পূর্ব্বে দর্শনাদিজনিত রতি বিভাবাদির সম্বলনে আস্বাদবিশেষময়ী হইলে, ঐ রতিকে পূর্ব্ব-রাগ বলা হয়। পূর্ব্বরাগও বিরহ, মাথুরও বিরহ। রসশাস্ত্রের ভাষায়, পূর্ব্বরাগকে 'অযোগ'-বিরহ মাথুরকে 'বিয়োগ'-বিরহ এবং মিলনকে 'যোগ' নামে অভিহিত করা চলে।

বিরহে—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা ঘটে। পূর্ব্বরাগ-বিরহেও এই দশ দশা ঘটে, মাথুর-বিরহেও ঘটে। তবে কিনা, মাথুর-বিরহের দশা অপেক্ষাকৃত ভয়ঙ্কর। যোগাবস্থায়, অর্থাৎ, মিলনে অশ্রু-প্রলয়-স্বেদ-কম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব হয়।

'দূতী-সংবাদ' রসশাস্ত্রে 'বিরহ-নিবেদন' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

পদাবলীতে, পূর্ব্বরাগের 'বিরহ-নিবেদন-সখীগণ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে ; যদ্যপিও, তৎকালের জন্য তাহারা 'আপ্ত-দূতী'র কার্য্য করিল। অতএব, পূর্ব্ব-রাগ প্রকরণে 'বিরহ-নিবেদন' বিষয়টী 'সখী-সংবাদ' সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করাই অধিকতর উপযোগী।

—:o:—

[শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতী]

—*—

(শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগের ক্রমানুবৃত্তি)

—:o:—

কৃষ্ণস্য প্রিয়সখাঃ ধনিষ্ঠা-কুন্দলতাবৃন্দাদয়ঃ কাশ্চিৎ তত্রাগতাঃ তৎসম্বোধনং কথয়তি

—:*:—

রামা হে শপথি করহুঁ তোর।
সেই গুণবতি-গুণ গুণি গুণি
না জানি কি গতি মোর॥

—[ধ্রু]—

সজনি
পর ছে শুনলুঁ হাম রূপে গুণে অনুপাম
যব সে দেখলুঁ হাম
তাঁহে রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনি মোয় অনুকূল জানি
যব পুন হয় মোর ভাগি॥

ওই দিবস—খন হোয়ব সুলখন
মোহে মিলব ধনি রাই।
সো তনু পরশএে তাপ সব মেটয়ে
তব হাম জীবন পাই॥

ঐছন নাগর বচন শুনি কাতর
দিঠে ভেল ছল ছল লোর।
কানু পরবোধি তুরিতে ধনি চললহ
জ্ঞানদাস চলু ভোর॥ ২১১॥

—:o:—

ধানশী

মাধব ঐছে বচন শুন সো সখী
চললিহুঁ রাইক পাশ।
মন মাহা বচন রচন করি বৈছনে
নাহক পূরয়ে আশ ॥

অপরূপ দোতীক রীত।
সখীগণ সঙ্গে রাই যাহা বৈঠয়ে
তাহি যাই উপনীত ॥
শুন শুন রমণী- শিরোমণি মুগধিনি
তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম।
তুয়া রূপ হেরি সোই ভেল আকুল
কহই দাস বলরাম ॥ ২১২ ॥

—:০:—

তিরোতা

শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি ॥

বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলি জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে ॥

দেখাঞা বদন চাঁদে
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে।
তুহুঁ তুরিতে আওলি লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে ॥

তার মন কয়লি চুরি।
বিদ্যাপতি কহ শুন লো সুন্দরি
কানু জীয়াব কি করি ॥২১৩॥

—:০:—

তিরোতা ধানশী

ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥

কেশ পসারি যবহুঁ তুহুঁ আছিলি
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥

হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি
করে কর জোরহিঁ মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখী করি কোর ॥

এতহুঁ নিদেশ কহল তোঁহে সুন্দরি
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ২১৪ ॥

—:(*):—

বরাড়ী

কত যে কলাবতী যুবতী সুমুরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি অব্ হাসি রভসে পুন কাহুঁ কে
কুটিল নয়ানে নাহি চাহ ॥

সুন্দরি, অতএ কয়লুঁ অনুমান।
সুখনে স্বামি- বরত তুহুঁ ছোড়লি
নারী-বরত সেহ কান ॥

তুয়া নিজ নাম গান ঘন গাবই
সো এক আখর রঙ্গ।
শুনইতে 'রাতি' 'রতন', 'রতি', 'রাতুল'
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥

তুয়া গুণ গাম ঘন কত গাবই
আর কত মুরলী-নিসান।
সহচর কোরে ভোরি তোহেঁ ডাকই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ২১৫॥

[শ্রীকৃষ্ণ তোমার নাম সমূহ গান করিতেছেন এবং তিনি একটী 'র' অক্ষরের দরিদ্র হইয়াছেন; যেহেতু 'রাত্রি' 'রত্ন' 'রতি' 'রাতুল' প্রভৃতি 'র' অক্ষর-যুক্ত শব্দ শ্রবণ করিলেই তোমার আতঙ্কে চমকিত হইতেছেন]

—:-:—

[প্রেমে সখী-শিক্ষা]

শঙ্করাভরণং

এ ধনি কমলিনী শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥

সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥

টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোয়িল-বাণী॥

সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥২১৬॥

——

ভূপালী

সুপুরুখ-প্রেম কবহুঁ জনি ছোড়ি।
দিনে দিনে চাঁদ-কলা সম বাঢ়ি॥
তুহুঁ সে নাগরী কানু রসকন্দ।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
অতে তাহে অনুরত বরজ-সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপগুণবতী কা ইহ বড় কাজ॥ ২১৭॥

—০০০—

ধানশী

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম রতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার॥

ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত
শুনবি গুরুজন ভাষ।
আপনক মান আগে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস॥

তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুল-শীল-গুণবন্ত।
ঐছন তুহুঁ কুল হেরইজে উজোর
ধন জন গরব অন্ত॥

ভাব অন্তরে যব হোয়ত অঙ্কুর
আনতহি দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে প্রেম নহ
অনুরাগ-গতি বিপরীত॥ ২১৮॥

—*—

ভাটিয়ারী

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥

বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥

সহচরি মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥

কভু নাহি শুনিয়ে পিরীতি কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥

সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥

বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়॥ ২১৯॥

—০—

এ সখি এ সখি না বোলহ আন।
তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান॥

নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।
বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ॥

অনতহি গমনে এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার॥

বিদগধ নেহ তোঁহে তনু তুল।
এক নলে গাঁথা জনু দুই ফুল॥

ভনহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
এক শরে মনমথ দুই জীব মার॥ ২২০॥

—*—

দূর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ।
নামহিঁ যাক অবশ কর অঙ্গ॥

—]*[—

সুহই

আধ কি আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটী কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥

সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
নাথ-নয়ান তুহুঁ যো ধনী মাগয়ে
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥

সুনয়নি কহত কাঁহে ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জনু আগি॥

প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ শ্রী-বল্লভ জানত
রসবতী রস-মরিযাদ॥

—:*:—

শ্রীরাগ

না জানি প্রেম-রস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশু-মতি তাহে অপযশ-ভীত॥
ভনহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥ ২২১॥

—:০:—

বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট।
কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ॥

[তথা শ্রীল রায় রামানন্দ-কৃত গীতম্]

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ্যা ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥
ন খোজলুঁ দোতী ন খোজলুঁ আন
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ॥

'ন সো রমণ—ন হাম রমণী'—ইহাই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত বা রাধা-কৃষ্ণ-লীলার দ্বৈতাদ্বৈত-তত্ত্বের মূল কথা। ইহাই সাধ্য-সার-সীমা। তথাহি শ্রীচরিতামৃতে :—

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥
প্রভু কহে সাধ্য বস্তু এই অবধি হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥

—০§০—

[পুনশ্চ সখ্যুক্তি]

সুহই

হেদেলো সুন্দরি প্রেমের আগরি
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া তোঁহারি লাগিয়া
কাঁন্দিয়া আকুল তথা॥

রাই রাই করি ফুকরি ফুকরি
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে কহয়ে কাতরে
কেমনে সে ধনি মিলে॥

রাই অতএ আইলুঁ আমি।
কানুর পিরীতি যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি॥

প্রেম অমিয়া বাড়াও উহারে
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডিদাসে বলে রাখি কুল শীলে
পূরাহ মনের সাধা॥ ২২২॥

—:০:—

সুহই

আজু হাম পেখলুঁ নন্দ কিশোর।
কেলি বিলাস সবহুঁ অব তেজই
অহনিশি রহত বিভোর॥
যব ধরি চকিত বিলোকি বিপিন তটে
আওলি তুহু মুখ মোড়ি।
তব ধরি মদন- মোহন তনু কাননে
লুঠই ধীর পুন ছোড়ি॥
পুন তুহুঁ সোই নয়নে যদি হেরবি
চেতন পায়ব নাহ।
ভুজগিনী দংশি পুনহুঁ যদি দংশই
ততহি সময়ে বিষ যাহ॥
অব ধনি শুভ খন মণিময় ভূষণ
সাজে রচহ অভিসার।
কহ হরিবল্লভ তুহুঁ নিজ বল্লভ
কণ্ঠে লাগই মণিহার॥

—:০:—

পঠমঞ্জরী

মাধবী লতার তলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী॥
তোহারি চরিত অনুমানে।
যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে॥
জল গেলে কি করিবে বান্ধে।
নিশি গেলে কি করিবে চান্দে॥
জীউ গেলে কি কাজ শরীরে।
রাধা বিনু কি নন্দ-কুমারে॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম।
না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম॥ ২২৩॥

—০::০—

ধানশী

শুন শুন এ সখি কহন না হোই।
রাই রাই করি তনু মন খোই॥
করইতে নাম প্রেমে ভই ভোর।
পুলক কম্প তনু ঘরমহি লোর॥
গদ গদ ভাখি কহই বর কান।
রাই দরশ বিনু নিকশে পরাণ॥

যব নাহি হেরব তাকর মুখ।
তব জীউ ভার ধরব কোন্ সুখ॥
তুহুঁ বিনু আন নাহিক ইথে কোই।
বিছুরিতে চাহি বিছুরি নাহি হোই॥
বিদ্যাপতি কহে নাহিক বিবাদ।
পূরব তোঁহারি সব মন সাধ॥ ২২৪॥

——

সুহই

রাধা নাম আধ — শুনি চমকই
ধরই না পারই অঙ্গ।
লোচন-লোর — লহরী ভরি আকুল
কো কহুঁ মরকত রঙ্গ॥

সুন্দরি, দূর কর হৃদয়ের বাধা।
রাধা, মাধব — তুয়া অবধারলুঁ
মাধবক তুহুঁ রাধা॥

তোহারি সম্বাদ- — সুধা রসে উনমত
হাসি হাসি ঘন তনু মোর।
লেখত পাঁতি — দেখত নাহি কাজর
গদ গদ রোধল বোল॥

গীমক ভঙ্গি — পন্থ দরশায়ল
তুহুঁ দিঠি-পঙ্কজ মুদি।
গোবিন্দদাস — কহই ধনি ধনি
তুহুঁ বুঝবি ইঙ্গিত শুধি॥ ২২৫॥

——০:৽:০——

[অথ পূর্ব্ব-রাগের দশ দশা]

(যথা উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে)

লালসোদ্বেগজাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥

——:০০:——

—অথ শ্রীকৃষ্ণের দশ দশা—

[লালসা]

সুহই

চম্পকদাম হেরি — চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে — জাগয়ে নিরন্তরে
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥

বৃষভানু-নন্দিনী — জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী — বোলয়ে মধুর বাণী
সপনে না পাতয়ে কান॥

"রা" কহি "ধা" পহুঁ — কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি — লোটায় ধরণী পুনি
কো কহ আরতি ওর॥

গোবিন্দদাস তুয়া — চরণে নিবেদল
কানুক এতহুঁ সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ — তছু দুখ খণ্ডয়ে
কেবল তুয়া পরসাদ॥ ২২৬॥

——০:০——

[উদ্বেগ]

আড়ানা

কাঞ্চন-জ্যোতি-কুসুম-ময় গোরী।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনু-তাপে ভসম ভই যায়॥
শুন শুন ও বৃষভানু-কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি॥
ঝামর নীল-উতপল-দল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়ন তরঙ্গ॥

বিগলিত মুরলি খুরলি রহু দূর।
অনুখন মদন-দহন ভরিপূর॥
বিছুরল পিঞ্ছ-মুকুট পরিপাটি।
সহচরী হেরি মরত জীউ ফাটি॥
জীউ রহত অব তুয়া অভিলাষে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে॥২২৭॥

কানোদ

করতল মধ্যমে সো মুখ মাজল
অলক তিলক লেখি ভোর।
সজল বিলোকনে ঘন ঘন হেরইতে
ভৈ গই গদ গদ বোল॥

ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই!
লোচন-ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই॥

লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি-মূলে।
অতসী কুসুম স্মরি ললিত হৃদয়ে ধরি
কৃপণ হেম সমতুলে॥

যাবক চিত্র চরণোপরি লেখই
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভেল কামুক
লেখইতে আর কত হাত॥২২৮॥

—:-:—

[জাগর্য্যা]

গহন বিরহ-দাহ লাগি।
রজনী পোহায়ই জাগি॥
করতহিঁ তোহারি ধেয়ান।
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান॥
এ ধনি জনি কহ আন।
তো বিনু বেয়াকুল কান॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর॥
সো রস-পরশ না পায়ে।
মূরুছিত ধরণী লোটায়ে॥
মদন দহন তরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ॥
কহত হুঁ গদ গদ ভাষ।
না বুঝল গোবিন্দ দাস॥২২৯॥

—·—

[তানব]

ভথা রাগ

শুন শুন গুণবতি রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে॥
চান্দ দিনহি দীন হীনা।
সো পুন পালটি খেনে খেনে খীনা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥২৩০॥

—:০:—

[জড়িমা]

আড়ানি

মুদিত-নয়নে হিয়ে ভুজ-যুগ চাপি।
শুতি রহল হরি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহি আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥
যোই নয়ন-ভঙ্গি না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে স্রবে লোর তরঙ্গ॥

যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নিরস ভেল দীঘ নিশ্বাস॥
বিদ্যাপতি কহে মিছু নহে ভাখি।
গোবিন্দ দাস রহু তহিঁ কৃত সাখি॥ ২৩১॥

—:০:—

[বৈয়গ্র্য]

ত্রিরোতা ধানশী

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি।
কহিয়ে তোহারি রীতে।
আন না বুঝবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডিদাসে গায়॥ ২৩২॥

—:০—

কেদার

মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে জপহুঁ মন্তরে
একলি তোহারি নাম॥

রামা হে তেজহ কপট ছন্দ।
মদন হিলোলে তো বিনু দোলত
নন্দ-নন্দন চন্দ॥

হিম হিমকর সলিল শীকর
নিন্দয়ে কালিন্দী-তীর।
সরস চন্দন পরশে মুরছই
সজল জলদ চীর॥

কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত
পন্থ হেরত তোর।
অমল কমল নয়ন যুগল
সঘনে গলয়ে লোর॥

এতহুঁ যতনে পুরুখ রতনে
চিতে নাহি অশোয়াস।
গহন বিরহ দহনে দহই
কহই গোবিন্দদাস॥ ২৩৩॥

—:০:—

ধানশী

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত
জীবইতে সংশয় কান॥
বৈঠলি তরুতলে পন্থ নেহারই
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
"রাই" "রাই" করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর॥
শীতল নলিনী-দল তাহে মলয়ানিল
অগোরে লেপই অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি উঠত কত বেরি
হানত মদন-তরঙ্গ॥
চলহ বিপিনে ধনি রমণী-শিরোমণি
ঝাট করি ভেটহ কান।
গোবিন্দ দাসের বাণী তুরিতে চলহ ধনি
কানু ভেল বহুত নিদান॥ ২৩৪॥

—:০:—

[ব্যাধি]

তিরোতা—ধানশী

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কাহ্নাই ॥

সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনী জাগি ॥

খীন তনু মদন-হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে ॥

চিত-পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ ॥

পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটী আঁখি ॥

জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার ॥২৩৫ ॥

—:০:—

শ্রীরাগ

চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই
কৈছে করব অভিসার ॥

সুন্দরি তুয়া লাগি সম্বাদল কান।
বিরহে ক্ষীণ তনু অনুখন জর জর
অব ইথে বিহি ভেল বাম ॥

যতনহি মেঘ- মল্লার আলাপই
তিমির-গুপতি প্রতি-আশে।
(তিমির পয়ান গতি আশে।)
আওত জলদ তবহি উড়ি যাওত
উতপত দীঘ নিশাসে ॥

তুয়া গুণ গাম নাম জপি জীবই
রহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দ দাস কহুঁ ইহ অপরূপ নহুঁ
কিয়ে না করু নব লেহা ॥ ২৩৬ ॥

————

সুহই

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নির্ঝরি ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জলতহিঁ চন্দন-পঙ্ক ॥

সুন্দরি কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।
নায়রি কোরে সোঙরি তোহে মুরছই
নয়নহি লোর তরঙ্গে ॥

জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ই
আকুল চিকুর বিথারি।
রাধা নামে নয়ন ঘন বরিখয়ে
আরতি কহই না পারি ॥

ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রমণী-শিরোমণি
কানু সে তোহারি একান্ত।
তুয়া পদ-পঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত
গোবিন্দদাস মতিমন্ত ॥ ২৩৭ ॥

—(০)—

[উন্মাদ]

তুড়ি

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান ॥

কারণ বিনু খেনে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ ॥

আকুল অতি উতরোল।
'হা-ধিক,' 'হা-ধিক' বোল ॥

কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ ॥

বিদ্যাপতি কহে ভাখি।
রূপনারায়ণ সাখী ॥ ২৩৮ ॥

—:০:—

[মোহ]

গান্ধার

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
কানুক নবমী দশা হেরিয়ে সহচরি
ধরই না পার পরাণ ॥

কতয়ে ক্ষীণতনু কহই না পারিয়ে
তেজত তাহে ঘন শ্বাসে।
তেজত পরাণ ঐছে অনুমানিয়ে
রহত তোহারি আশোয়াসে ॥

কি জানিয়ে কি খেনে নেহারল তুয়া রূপ
তব ধরি আকুল ভেলি।
খেনে খেনে চমকি চমকি অব মূরুছয়ে
হেরি রোয়ত সখী মেলি ॥

কোই যব তোহারি নাম কহে শ্রবণহিঁ
ক… তবহিঁ নয়ন পরকাশ।
… নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি
পামরি বল্লভ দাস ॥ ২৩৯ ॥

—⚘—

—অন্য এক দূতীর আগমন—

[দশমী দশা]
(মৃত্যু-তুল্য)

শ্রীরাগ

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন ॥

না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর ॥

দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি ন হয় সুধি ॥

সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম ॥

না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি আছয়ে চাই ॥

তুলা খানি দিলুঁ নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিলুঁ শোয়াস আছে ॥

আছয়ে শোয়াস না রহে জীব।
বিলম্ব না সহে আমার দিব ॥

চণ্ডিদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরণে ঔখদ রাধা ॥ ২৪০ ॥

———

[শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জে শ্রীরাধার গমন]

ভূপালী

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদ গদ বোল ॥

নয়ানে বহই ঘন আনন্দ-লোর।
পদ আধ চলে রাই সখী করি কোর ॥

আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে অতি রসের তরঙ্গ॥

জ্ঞানদাস কহে চল ঝাট কুঞ্জে যাই।
প্রেম ধন দিয়া তুমি কিনহ কাহ্নাই॥২৪১॥

—:::—

কামোদ

কানুক শেষ- দশা শুনি মুগধিনী
কাতরে সখী মুখ চাই।
ঐছন ইঙ্গিত বুঝিতে সহচরী
যতনহি বেশ বনাই॥

সখীগণ সঙ্গে চলহি বররঙ্গিণী
শোভা বরণি না হোয়।
কত কত চাঁদ চরণ তলে নিছই
লাখ মদন তহি রোয়॥

দেখ দেখ পহিল সমাগম রঙ্গ।
পদ দুই চারি চলত পুন ফিরই
ভীতহিঁ কম্পিত অঙ্গ॥

ঐছন ভাতি আওল যাহা মাধব
দ্বারহি রহু পুন ঠারি।
অদভূত মনহি বিলাসন উন্মুখ
তবহিঁ নয়ন ঝরু বারি॥

দেখ দেখ পহিল সমাগম-রীত।
চলইতে কত কত সংশয় মন মাহা
ঐছে কুঞ্জে উপনীত॥

রাইক আগমন হেরি চতুর দূতী
তুরিতে সম্বাদল কান।
শুনইতে চমকি উঠল বর নাগর
যৈছন পাওল পরাণ॥

দূরে গেও বিরহ সকল দুখ মেটল
কানুক হৃদয় উল্লাস
কহ রাধামোহন আর কিয়ে শুভদিন
ঐছন হোয়ব মোরি।
নিজ জন জানি সেবনে নিয়োজব
সদয়-হৃদয় মোহে গোরী॥ ২৪২॥

—[*]—

আনন্দে আগুসরি আয়ল কান।
কুঞ্জ মাঝে সবে কয়ল পয়ান॥
পহিল সমাগম রাধা কান।
মোহন দুরহি দুহুক গুণগান॥

—:০:—

ভূপালী

সখির বচনে ধনী থির কর চিত।
কহইতে গমন ভেল উপনীত॥
পদ দুই চারি চলই সখী মেলি।
ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলি॥
খেনে খেনে চৌঙকি পাদ পালটায়।
খেনে কাতর দিঠে সখীমুখ চায়॥
সখীগণ পুন পুন করে আশোয়াস।
রহি রহি ধনী-হিয়ে উপজে তরাস॥
ঐছনে কুঞ্জে মিলল হরি-পাশ।
দূরে হেরই যদুনন্দন দাস॥ ২৪৩॥

—০.০—

ধানশী

নূপুর-কলরব শুনইতে মাধব
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই পড়ই সব আভরণ
অম্বর নহত সম্ভার॥

সজনি, অদভুত কানুক ে
আগুসরি আদর ভাবি
কি করব না পায়ই ে

কর গহি সঙ্কেত লেই পর বেশই
করু নীরাজন নিজ হাত।
শীকর যুত বীজই সরসিজ-দলে
মলয়জ লেপই গাত ॥
রাই পুন দরশ- পরশ রসে মগন
লাজহি অবনত মুখ।
হেরি রাধা মোহন সোই সুশোভন
মিটব পূরুবক দুখ ॥ ২৪৪ ॥

—:০:—

[অথ মিলন-বিলাস]

কামোদ

নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল
নব নাগর কানু সঙ্গ।
পন্থ ঘটিত দুখ সবহুঁ দূরে গেও
বাঢ়ল মনোভব রঙ্গ ॥

—:০:—

—ঃ অথ সাত্ত্বিক ভাবোদয় ঃ—

দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
দুহুঁক দরশাবেশে ভোরল হরি সঞে
উছলত প্রেমক সিন্ধু ॥

দুহুঁক আলোকনে দুহুঁ পুলকায়িত
লোচনে আনন্দ-লোর।
বি-বরণ কাঁপ ঘাম ভেল গদ গদ
শুবধ ভেল পুন ভোর ॥

ঐছন ভাব না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
ঐছন নিরূপম লেহ।
দাস রাধামোহন চিতে নিচয় করু
এক পরাণ ভিন দেহ ॥ ২৪৫ ॥

—০—

সুহই

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহে পায়ল পরশ-মণি ॥

দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দুহাঁর আনন্দ-লোর ॥

সরস সম্ভাষণ উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন প্রেম-তরঙ্গ ॥

সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস ॥ ২৪৬ ॥

—(*)—

পঠমঞ্জরী

দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর।
আপদ মস্তক দুহুঁ পুলকে আগোর ॥

সজনি হের দেখ প্রেম-তরঙ্গ।
কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ ॥

দুহুঁকর দেহে ঘাম বহি যাত।
গদ গদ কাহুঁক না নিকসয়ে বাত ॥

দুহুঁ জন কম্পন হেরি লাগে ধন্দ।
রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ ॥ ২৪৭ ॥

——:*:——

কহে

[সাত্ত্বিক ভাব]

বৈষ্ণব রস-গ্রন্থ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" বলেন—চিত্তের ও তনুর ক্ষোভক যে স্তম্ভস্বেদাদি
' 'সাত্ত্বিক ভাব'। ঐ সাত্ত্বিক ভাব আটটি। যথা—'স্তম্ভ—স্বেদ—রোমাঞ্চ—স্বরভেদ—

১৮

বেপথু— বৈবর্ণ্য—অশ্রু—প্রলয়।' প্রলয় অর্থ—চেষ্টা ও চৈতন্যের অভাব। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে উদিত স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের নাম মুখ্য এবং পরম্পরায় অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে উদিত স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের নাম গৌন। ঐ সকল ভাব আবার 'ধূমায়িত', 'জলিত', দীপ্ত, 'উদ্দীপ্ত' ও 'সুদ্দীপ্ত' ভেদে পঞ্চবিধ। ধূমায়িত—অত্যন্ত প্রকাশিত অথচ গোপন-যোগ্য একটি বা দুইটি সাত্ত্বিক ভাবের নাম ধূমায়িত। জলিত—এক সময়ে উদিত দুই তিনটি সাত্ত্বিক ভাবের নাম জলিত। এই ভাবকেও কষ্টে গোপন করা যায়। দীপ্ত—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যুগপৎ উদিত তিন চারি বা পাঁচটি সাত্ত্বিক ভাবের নাম দীপ্ত। এই দীপ্ত ভাব গোপন করা যায় না। উদ্দীপ্ত—পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত যুগপৎ উদিত ছয় সাত বা আটটী সাত্ত্বিক ভাবের নাম উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব। মহাভাব—এই উদ্দীপ্ত ভাবই মহাভাবে সুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। মহাভাবেরই নামান্তর 'দিব্যোন্মাদ'।

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—শ্রীরাধা "মহাভাব-স্বরূপিণী। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব। ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

(শ্রীরাধা—কৃষ্ণ-ময়ী)

কৃষ্ণ-ময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

[তথাহি প্রচলিত গ্রাম্য সঙ্গীত]

সখি !

আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখি।
বৃক্ষ গুল্ম শাখা শিখি পুচ্ছ পাখা
কৃষ্ণ-রূপে মাখা-মাখি॥
যে সময়ে আমি যে দিকেতে চাই
অধো উর্দ্ধ আদি দশ দিকে ধাই।
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই
যে দিকে ফিরাই আঁখি॥
নয়ন মুদিয়ে থাকি যে সময়ে
অন্তরেতে কৃষ্ণ-রূপ দৃষ্ট হয়।
শ্রীকণ্ঠ কয় ব্রজের মহাভাব উদয়
তন্ময় ভাবের সাক্ষি॥

—[০]—

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ (মহাভাব) সুবিখ্যাত।

প্রেমার স্বভাব এক জানিহ নিশ্চয়। মহা ভাগবত যাঁহা দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ। স্থাবর জঙ্গম দেখেনা দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি। কৃষ্ণ নাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—স্থায়িভাব-রূপ কৃষ্ণ-রতি, 'বিভাব' 'অনুভাব' 'সাত্ত্বিক-ভাব' ব্যভিচারি ভাব দ্বারা, শ্রবণাদি কর্ত্তৃক ভক্তের হৃদয়ে আস্বাদনীয়তা প্রাপিত হয়—তখন উহাকে 'রস' (ভক্তি-রস) বলে—'বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিকভাব-ব্যভিচারী-ভাব-মিলনেন রসো ভবতি'; অর্থাৎ, কৃষ্ণ-রতিরূপ স্থায়িভাব, বিভাব-সাত্ত্বিকভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া ভক্তের হৃদয়ে আস্বাদনের উপযুক্ত হইলেই তাহাকে ভক্তি-রস বলা যায়। তথাহি শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে 'অথ সাত্ত্বিক লক্ষণ'—

প্রিয়েতে যে রতি প্রেমা উপজে বিকার। সাত্ত্বিক কহয়ে তারে সে অষ্ট প্রকার॥
স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, আর স্বর-ভেদ। কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়, বিভেদ॥

'সাত্ত্বিক-ভাব' ভগবৎ-প্রেম-রসের একটী বিশিষ্ট উপকরণ। উহা মর জগতের নায়ক-নায়িকার-প্রেমের অগোচর। ইহা একটী বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য তত্ত্ব।

—(:)—

[শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাদর]

কামোদ

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি॥

পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সোই আপনে কর সেবা॥

হিমকর-শীতল নীরহি তীতল
কর-তলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ॥

[illegible]ল চিবুক ধরি বদনে তাম্বুল পূরি
কহে মধুর সম্ভাষই কান।
[illegible]ণ নিতি নব নৌতুন
[illegible]মিয়া সিনান॥ ২৪৮॥

—[*]—

পঠমঞ্জরী

আইস আইস সুবদনি রসময়ি রাধা।
দরশনে দূরে গেও মনসিজ-বাধা॥

তুহুঁ মোর সরবস নয়ানের তারা।
তো বিনে সকল দিকে লাগে আন্ধিয়ারা॥

করে ধরি রাই লই বসাইল বামে।
পীত বাসে মোছই রাই-মুখ-ঘামে॥

পন্থকি দুঃখ পুছত বর কান।
আনন্দে মগন তুহুঁ কিছু নাহি জান॥

অপরূপ রাধা কানুক বিলাস।
দূরহি নেহারত দ্বিজ হরিদাস॥ ২৪৯॥

—:০:—

"কানুর পিরিতির বালাই লৈয়া মরি"

আউলাঞা চাঁচর কেশ করে বহুবিধ বেশ
সিন্দুর চন্দন দেই ভালে।

১৫

মুখ-চাঁদে দেখি ঘাম   আকুল হইয়া শ্যাম
মোছায়ই বসন অঞ্চলে ॥

সখিগণ করে হৈতে   চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায় ।
দেখি রাই মুখ-শশী   সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরে নাগর অনিমিখে চায় ॥

আর যত সখীগণ   সবে করে নিরীক্ষণ
দূরে রহুঁ নরোত্তমদাস ॥ ২৫০ ॥

—:॰:—

কামোদ

আইস আইস বিনোদিনি প্রেমময়ি রাধা ।
তুয়া দরশনে গেও মনসিজ বাধা ॥

তুঁহি মোর সরবস নয়নের তারা ।
তুয়া বিনে দশ দিগ লাগে আন্ধিয়ারা ॥

তুঁহি মোর জপ তপ তুঁহি মোর ধ্যান ।
তুঁহি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুঁহি হরিনাম ॥

তোঁহার লাগিয়া বৃন্দাবন সিরজিলাম ।
গাইতে তোঁহার গুণ মুরলী শিখিলাম ॥

আশী চৌরাশী ক্রোশ বৃন্দাবন সীমা ।
যত কিছু লীলা খেলা তোঁহারি মহিমা ॥

জানে সব ব্রজ জন না জানে ব্রজাঙ্গনা ।
সবে জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা ॥

নিজ পীত বাসে শ্যাম চরণ-ধূলি ঝাড়ে ।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে ॥

শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জুরী ।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী ॥ ২৫১ ॥

—॰—

[যুগল-মিলন]

ভূপালী

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দা ।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা ॥

পুলকে পূরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস ।
নয়ান ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস ॥

দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা ।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা ॥২৫২॥

[জ্ঞানদাস দূরে হেরি দুহুঁ গুণগান]

—॰—

ধানশী

দুহুঁ মুখ সুন্দর   কি দিব উপমা ।
কানু মরকত মণি   রাই কাঁচা সোনা ॥

নব গোরোচনা গোরী   কানু ইন্দীবর ।
বিনোদিনী বিজুরি   বিনোদ জলধর ॥

কনকের লতা যেন   তমালে বেড়িল ।
নব ঘন মাঝে যেন   বিজুরি পশিল ॥

রাই কানু রূপের   নাহিক উপমা ।
কুবলয় চান্দ   মিলল এক ঠামা ॥

রসের আবেশে দুহুঁ   হইলা বিভোর ।
দাসঅনন্ত-পহুঁ   না পাওল ওর ॥২৫৩

—:॰:—

সুহই

ও নব জলধর অঙ্গ ।
ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ ।

ও নব মরকত ঠাম
ইহ কাঞ্চন দশব

দেখ রাধা মাধব মেলি।
পিরীতি মূরতি রসকেলি॥

ও মুখ চন্দ্র উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥

ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম জ্যোতি রসাল॥

ও তনু পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥

গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ।
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ॥ ২৫৪॥



[সখীর সেবাধিকার]

"বৈঠল মাধব রাধা বামে"

হেরি সহচরী কোই চামর বীজই।
বয়ান পাখালি বসনে কোই মোছই॥
কোই সখী দেয় তাম্বূল বয়ানে।
আনন্দে হেরই ঢর ঢর নয়ানে॥
কোই সখী দেয়ত গন্ধ সুবাসে।
চরণ সেবন করু বলরাম দাসে॥ ২৫৫॥

—:০:—

কেদার

অপরূপ রাধা-মাধব মেল।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল॥
আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেলি।
কো কহু দুহুঁ জন নিরুপম কেলি॥

কহে দুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে
পূরল দুহুঁ তনু।
যৈছন চাঁদের হাট
শোভে রাধা কানু॥

দোঁহার রূপের ছান্দে মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোঁহার মুখের বাণী অমিয়া অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥

দোঁহার মাধুরী-গুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোহাঁরে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া
বিশাখিকা দোহাঁরে যোগায়॥

ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা নর্ম্মদা আইল ধাঞা
বিনি সুতে গাঁথি ফুল-হার।
দেয়ল দোহাঁর গলে হিয়ার উপরে দোলে
দেখি আঁখি শীতল সবার॥

শেখর মধুর করি কহে কথা ধীরি ধীরি
কানন শোভন দেখিবারে।
শুনিয়া চতুর কান মনে করি অনুমান
উঠিলা ধনীর ধরি করে॥ ২৫৬॥

—:০:—

কেদার

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভোরি।
নারী পুরুখ দুহুঁ লখই না পারই
হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দুহুঁ জন
দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥ ২৫৭॥

—০—

(কবি-প্রশ্ন)

কি বা তপ করেছিল ললিতা বিশাখা।
জানিতে পারিলে আমি করিতাম তাহা॥

১৫

(উত্তর)

ললিতা বলেন—শুন তপ মো সবার।
সেবা করি মোরা সদা এই ত রাধার॥
সেই বলে হইয়াছি এভাগ্য-ভাজন।
ইহা বিনে অন্য নাহি ইহার সাধন॥
তুমি যদি এমন হইতে কর মনে।
তবে কিশোরীর সেবা করহ যতনে॥

(রঘুনন্দন)

—:*:—

(সখীর আকাঙ্ক্ষা)

"আমাদের দিবানিশি এই বাঞ্ছা মনে
রাধা-কৃষ্ণ-বিলাস দেখিয়ে বৃন্দাবনে"

(তথা বৃন্দাবনেশ্বরী)

আমি বৃন্দাবন করিয়ে রক্ষণ
বহু দিন আশা করি।
রাধা-শ্যামরায় বিহরিবে তায়
দেখিব নয়ন ভরি॥

—:-:—

দোঁহার তুলহ তুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগর চোর॥ ২৫৮॥

—:০:—

[উভয়-নিবেদন]

(শ্রীরাধা)

নাগর-শেখর সবগুণাকর
পুরুষ-রতন তুমি।
আনাইয়া দূরে কানন ভিতরে
কত দুখ দিলুঁ আমি॥
নাহি কর মোরে রোষ।
আপন কিঙ্করী বলি মনে করি
ক্ষমা কর সব দোষ॥

আমি মুগধিনী কিছুই না জানি
তব সুখ হবে যায়।
তাহে মোর প্রতি কভু অপিরিতি
করয়না নাগররায়॥

আমি গুণ-হীন পরের অধীন-
তাহে নানাদোষাশ্রয়।
তুমি যে স্বীকার করিলে আমার
এ কেবল দয়া হয়॥

যদি জন্মান্তরে বিশুদ্ধ অন্তরে
করি থাকি পুণ্যচয়।
কিশোরী-মোহন তবে এই জন
প্রতি ন হ নিরদয়॥

(রঘুনন্দন)

—:০:—

(শ্রীকৃষ্ণ)

শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে! কহ এ কি কথা।
তোমা লাগি বনে আসি মোর নাহি ব্যথা॥

তোহে পাব বলি যদি পারিয়ে জানিতে।
তবে পারি আমি দাবানলে প্রবেশিতে॥

তুমি মোর প্রাণ-ধন কণ্ঠে হেম-দাম।
সদাই হৃদয়ে ধরি—এই হয় কাম॥

তুমি যে তেজিলে মোর লাগি ধর্ম-কু[illegible]
বিকাইলুঁ তব কাছে আমি এই [illegible]

তোমার যে রূপ-গুণ-লাব[illegible] ব[illegible]
ইহার তুলনা নাহি ভুবন [illegible]

এই সকলেতে মুগ্ধ হয়্যা মোর মন।
তোমা বিনে অন্য নাহি ভাবে এক ক্ষণ॥
আঁখি তোমা বিনে অন্য দেখিতে না চায়।
প্রিয়ে! জান আপনার অধীন আমায়॥
কৃতাঞ্জলি হয়্যা কহে শ্রীরঘুনন্দন। দোঁহার অধীন বট তোমা দুই জন॥ ২৫৭॥

—:*:—

শ্রীরাধার আপ্ত-দূতী

—*—

(শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগের ক্রমানুবৃত্তি)

——০*০——

বালা ধানশী

রাইক ঐছে দশা হেরি একু সখী
তুরিত হি কয়ল পয়ান।
নিরজনে নিজ জন সঞে যাঁহা মাধব
যাই মিলল সোই ঠাম॥

শুন মাধব

আর হাম কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু- কুমারী বর সুন্দরী
অহনিশি তুয়া লাগি রোয়॥
তুয়া অনুরূপ এক পটে লেখিয়া
দেয়লু তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
মানই করম অভাগে॥
অম্বরে নব জলধর হেরি সো ধনি
কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অব সহই না পারই
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥
ঐছে দশা হেরি সকল সখীগণ
রোয়ত যামিনী জাগি।
কহে যদুনন্দন শুন নন্দ-নন্দন
মিলহ সব জন ভাগি॥২৬০॥

—*—

[তথা বিদগ্ধ-মাধবে]

আনুসঙ্গে দূরে হৈতে তুয়া নাম শুনইতে
খঞ্জন-নয়নী ধনী রাই।
অতি উনমত হৈঞা কান্দে বহু বিলপিঞা
পুন পুন কাঁপে ক্ষমা নাই॥

শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে।
অখণ্ড কুলের নারী কৈলে তুমি সুবাউরী
যেন ভেল কুলটা চরিতে॥

বহু কি কহিব আর দেখিয়া মেঘের জাল
উড়িবারে চাহে পাখা করি।
দলিত অঞ্জন দেখি সঘনে ঝরয়ে আঁখি
শ্যামা সখী নিজ কোরে ধরি॥
গহন বনেতে যাঞা তমালেরে কোলে লঞা
মনে মানে তোমা কৈল কোর।
অতিশয় হরিষে গাঢ় আলিঙ্গন রসে
ধনী রহে হইয়া বিভোর॥

সুনীল বসন পরে নীলমণি হার ধরে
নেহারয়ে কালিন্দীর নীর।
এই রূপে অনুক্ষণ নাহি হয়ে অন্য মন
তিলেক না রহে গৃহে স্থির॥

সদাই কদম্ব বন করইতে নিরীক্ষণ
পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে।
বদন না তেজে হাত সঘন অবনীনাথ
অকারণ হাসে কত ভঙ্গে॥

অঙ্গে অতিশয় তাপ পরশিল নহে তাত
বরণ হইল যেন আন।
কেহ লখিবারে নারে কি ব্যাধি হইল বোলে
কে বা জানে নিগূঢ় বিধান॥

কি গুণ করিলে তুমি জানিলাও এবে আমি
তেজ্ঞি সে তাঁহার হেন কাজ।
কতেক কহিব আর যতেক দেখিল তার
দু কুলে হৈয়া গেল লাজ॥

না করে ভোজন পান নিন্দ গেল অন্য স্থান
না শুনয়ে বচন কাহার।
এ যদুনন্দনে ভণে না জানিয়ে এত ক্ষণে
কি জানি হৈয়া রহে আর॥ ২৬১॥

—:*:—

বরাড়ি

কি কহব মাধব পুণ ফল তোর।
তোঁহর মুরলি-রবে রাই বিভোর॥

তাহি পুন শুনল নাম তোঁহার।
সে সব ভাব হাম কহই না পার॥

অঙ্গ অবশ ভেল কাঁপি আগেয়ান।
মূরছিত ভেল ধনি কিছু নহি জান॥

বুঝই না পারিয়ে কৈছন রীত।
কিয়ে ভেল কিছু নহ পরতীত॥

আবয়ে সে অব কাল কি আজ।
বিদ্যাপতি কহ আবইতে কাজ॥ ২৬২॥

—০:::০—

এ হরি এ হরি কর অবধান।
দরশ-দান দই রাখহ পরাণ॥

খনে খন বর তনু ঝাগর ভেল।
সরস বিলাস হাস সব দূর গেল॥

চরকি চরকি বহ লোচন-লোর।
অধর শুখায়ল নহি নিকসই বোল॥

দূর গেও বসন দূর গেও লাজ।
তোহর সিনেহ ভেল এতেক অকাজ॥

উঠই ধরণী ধরি তেজই নিশাস।
জীবন অছয় পুন তুয় প্রতি-আশ॥ ২৬৩॥

—০:০—

মাধব

কি কহব সে বিপরীতে।
তনু ভেল জর জর ভাবিনি অন্তর
চিত রহল তছু ভিতে॥
নীরস কমল মুখ করে অবলম্বই
সখী মাঝে বৈসলি গোই।
নয়নক নীর থির নহি বান্ধই
পঙ্ক কমল সহী রোই॥
মরমক বোল বয়ানে নহি বোলত
তনু ভেল কুহু-শশী-খীনা।
অবনী উপর ধনি উঠয় ন পারই
ধয়লি ভুজা ধরি দীনা॥
তপত কনয়া জনি কাজর ভেল তনু
অতি ভেল বিরহ হুতাসে।
কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাষত
কাহ্নু চলহ তছু পাশে॥ ২৬৪॥

—:※:—

বেলোয়ার

অনধিগতাকস্মিক-গদ-কারণ-
মর্পিত-মন্ত্রৌষধি-নিকুরম্বম্।
অবিরত-রুদিত-বিলোহিত-লোচন
মনুশোচতি তামখিল-কুটুম্বম্॥

দেব হরে ভব কারুণ্যশালী।
সা তব নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত-
হৃদয়া জীবতু কৃশতনুরালী॥
হৃদি বলদবিরল সংজ্বর-পটলী-
স্ফুটদুজ্জ্বল মৌক্তিক সমুদায়া।
শীতল-ভূতল-নিশ্চল-তনুরিয়-
মবসীদতি সম্প্রতি নিরুপায়া॥
গোষ্ঠ-জনাভয়-সত্র-মহাব্রত-
দীক্ষিত ভবতো মাধব বালা।
কথমর্হতি তাং হন্ত সনাতন-
বিষম-দশাং গুণ-বৃন্দ-বিশালা॥ ২৬৫॥
(সনাতন-গীতা)

—০*০—

ওহে দেব বংশী-ধারি এক বার কৃপা করি
হও তুমি করুণা-নিধান।
তোমার নয়ান শরে আহত হয়ে অন্তরে
কৃশাঙ্গিনী ছাড়ে বুঝি প্রাণ॥
হৃদয়েতে করে বল সন্তাপ অগ্নি সকল
তাহে স্ফুটে মুক্তা সমুদায়।
শীতল ভূতলে সেহ হইয়া নিশ্চল দেহ
অবসন্ন দেখি নিরুপায়॥
অকস্মাৎ রোগ সেই কারণ জানিনা কেই
মন্ত্রৌষধি যে করে সমর্পণ।
সর্ব্বদা করে রোদন লোহিত তাহে লোচন
করে শোক কুটুম্বের গণ॥
বিশাল বিষম দশা করে তারে দুরদশা
তার জ্বালা সহিতে না পারে।
ওহে ব্রজ-জনাভয়- দান-ব্রতী মহাশয়
হেন দশা উচিত কি তাহারে॥

—[❀]—

(অনুবাদ)

(১—৪) (শ্রীরাধার) আকস্মিক রোগের কারণ বুঝিতে না পারিয়া নানাবিধ মন্ত্র ও ঔষধের প্রয়োগ করিয়া (কোন ফল না পাইয়া), অবিরত রোদনে নয়ন আরক্তিম করিয়া শ্রীরাধার পরিজনবর্গ তাঁহার জন্য অনুতাপ করিতেছেন। (৫—৭) হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি (শ্রীরাধার প্রতি) করুণাপরায়ণ হও; তোমার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-বাণে বিদীর্ণ-হৃদয়া আমাদিগের কৃশাঙ্গী সখী (কোনও প্রকারে) বাঁচিয়া থাকুন। (৮—১১) তাঁহার অন্তরের দারুণ সন্তাপে উজ্জ্বল মুক্তাসমূহ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; তিনি সম্প্রতি নিরুপায় হইয়া শীতল ভূমি-তলে নিশ্চল-দেহে অসহ্য ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। (১২—১৫) গোকুল-বাসীদিগের অভয়-দান রূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হে মাধব! হায়! গুণ-গুণ-বরেণ্যা বালিকা শ্রীরাধা তোমার নিকট কিসে সেই সনাতন শোচনীয় দশা পাইবার যোগ্যা হইল?

'সনাতন শোচনীয় দশা'—এই শ্লিষ্ট শব্দটির এক অর্থ—চিরস্থায়ী শোচনীয় দশা; অপর অর্থ—কৃষ্ণ-বিরহার্ত্ত পদ-কর্ত্তা সনাতনের ন্যায় শোচনীয় দশা।

ধানশী

সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস।
অনুখন ধরণী-শয়নে অভিলাষ॥

এ হরি যব ধরি পেখলু তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয়॥

নয়ন-কমল-জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায়॥

তঁহি যদি প্রিয় সখী আওত কোই।
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই॥

যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোয়ে উতরোল॥

কিয়ে পুন আছয়ে হিয়া অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥২৬৬॥

—ঃ০ঃ—

সুহই

অপরূপ তুয়া মুরলি-ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি॥

কি রূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ॥

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥

জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ।
অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ॥

পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি-বাধা।
মূরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥

অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল-মঙ্গল সভাই গায়॥

জ্ঞানদাস কহে শুনহে শ্যাম।
জীবন-ঔখদ তোঁহারি নাম ॥২৬৭॥

—০ঃ০—

[অথ শ্রীরাধার দশ দশা]

লালসোদ্বেগ-জাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্রাং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥

—০-০—

[লালসা]

গান্ধার

মন্দির মাঝে বৈঠল বর সুন্দরী
দিনকর উপর ঠানে।
যব হাম পুছলুঁ পিরীতি সম্ভাষণ
প্রেম জলে ভরল নয়ানে॥

মাধব! তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা॥

ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত
ভুয়ে শুতয়ে পুন বেরি॥

ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমঝত
কোন করব চিতে আনে ॥২৬৮॥

—০ঃ০ঃ০—

কড়খা

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি জাগি জনু অন্তর
জীবন রহুঁ কিয়ে যাব॥

মাধব

তোহে কি কহব করি ভঙ্গি।
প্রেম-অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহই পতঙ্গি॥

কহত সম্বাদ কহই না পারই
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখন ধরণী শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনু-শর-জালা॥

কালিন্দী-কূল কদম্ব কি কানন
নামে নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
কৈছে জীয়ব বর নারী॥২৬৯॥

—ঃ০০ঃ—

পঠমঞ্জরী

লোচনে শ্যামরু   বয়ানহি শ্যামরু
শ্যামরু চারু নিচোল।
শ্যামরু হার   হৃদয়ে মণি শ্যামরু
শ্যামরু সখী করু কোর॥

মাধব ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতি-   মতি উমতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥

মরমহি শ্যামর   পরিজন পামর
ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝর-ঝর লোরহি   লোলিত কাজর
বিগলিত লোচন-নিন্দ॥

মনমথ সাগর   রজনী উজাগর
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস   কতহুঁ আশোয়াসব
মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥ ২৭০॥

—০-০—

ধানশী

রঙ্গিনী সঙ্গে   তুঙ্গ মণি-মন্দিরে
দশ দিশ হেরই রামা।
কো জানে কো ক্ষণে   তুহে দিঠি লাগল
মূরছি পড়ল সোই ঠামা॥

মাধব, কি তুয়া নয়ান-সন্ধান।
কুল গিরি-রাজ   লাজ ঘন-কণ্টক
ভেদি মরম পর হান॥

বিরহ বিষানলে   জলত কলেবর
সঘনে লুঠহুঁ মহী-পঙ্ক।
তুহুঁ সু-পুরুখমণি   তোঁহে চড়য়ে জানি
তিরী-বধ বিপুল কলঙ্ক॥

সব সখী মেলি   কতহুঁ আশোয়াসব
বেদন কোই না জান।
গোবিন্দদাস ভণ   তোহারি পরশ বিনু
কৈছনে ধরব পরাণ॥ ২৭১॥

—:০:—

[লালসোদ্বেগ]

বরাড়ী

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।
তুয়া মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব॥

নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥

কাহাঁ তুহুঁ গোরী আরাধলি কান।
জানলুঁ রাই তোহে মন মান॥

স্বামিক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥

পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥

মুরলি-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন-বচন বধির সম শুনই॥

ঐছন যতহুঁ মরম অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দদাস॥ ২৭২॥

—০::০—

[জাগর্য্যা]

তিরোতা

তুহুঁ মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥

কিয়ে পুন আছয়ে হিয়া অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥২৬৬ ॥

—:০:—

সুহই

অপরূপ তুয়া মুরলি-ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি ॥

কি রূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ ॥

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চান্দের উদয় দিন ॥

জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ।
অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ ॥

পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি-বাধা।
মূরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥

অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল-মঙ্গল সভাই গায় ॥

জ্ঞানদাস কহে শুনহে শ্যাম।
জীবন-ঔখদ তোঁহারি নাম ॥২৬৭ ॥

—০:০—

[অথ শ্রীরাধার দশ দশা]

লালসোদ্বেগ-জাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥

—০-০—

[লালসা]

গান্ধার

মন্দির মাঝে বৈঠল বর সুন্দরী
দিনকর দুপর ঠানে।
যব হাম পুছলুঁ পিরীতি সম্ভাষণ
প্রেম জলে ভরল নয়ানে ॥

মাধব ! তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা ॥

ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত
ভুয়ে শুতয়ে পুন বেরি ॥

ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমঝত
কোন করব চিতে আনে ॥২৬৮ ॥

—০:০:০—

কড়খা

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি জাগি জনু অন্তর
জীবন রহুঁ কিয়ে যাব ॥

মাধব

তোহে কি কহব করি ভঙ্গি।
প্রেম-অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহই পতঙ্গি ॥

কহত সম্বাদ কহই না পারই
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখন ধরণী শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনু-শর-জ্বালা ॥

কালিন্দী-কূল কদম্ব কি কানন
নামে নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
কৈছে জীয়ব বর নারী ॥২৬৯ ॥

—:০০:—

পঠমঞ্জরী

লোচনে শ্যামরু বয়ানহি শ্যামরু
শ্যামরু চারু নিচোল।
শ্যামরু হার হৃদয়ে মণি শ্যামরু
শ্যামরু সখী করু কোর॥

মাধব ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতি- মতি উমতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥

মরমহি শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝর-ঝর লোরহি লোলিত কাজর
বিগলিত লোচন-নিন্দ॥

মনমথ সাগর রজনী উজাগর
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব
মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥ ২৭০॥

—০-০—

ধানশী

রঙ্গিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণি-মন্দিরে
দশ দিশ হেরই রামা।
কো জানে কো ক্ষণে তুহে দিঠি লাগল
মুরছি পড়ল সোই ঠামা॥

মাধব, কি তুয়া নয়ান-সন্ধান।
কুল গিরি-রাজ লাজ ঘন-কণ্টক
ভেদি মরম পর হান॥

বিরহ বিষানলে জলত কলেবর
সঘনে লুঠহুঁ মহী-পঙ্কা।
তুহুঁ সু-পুরুখমণি তোঁহে চড়য়ে জানি
তিরী-বধ বিপুল কলঙ্কা॥

সব সখী মেলি কতহুঁ আশোয়াসব
বেদন কোই না জান।
গোবিন্দদাস ভণ তোহারি পরশ বিনু
কৈছনে ধরব পরাণ॥ ২৭১॥

—:০:—

[লালসোদ্বেগ]

বরাড়ী

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।
তুয়া মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব॥

নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥

কাহাঁ তুহুঁ গোরী আরাধলি কান।
জানলুঁ রাই তোহে মন মান॥

স্বামিক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥

পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥

মুরলি-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন-বচন বধির সম শুনই॥

ঐছন যতহুঁ মরম অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দদাস॥ ২৭২॥

—০::০—

[জাগর্য্যা]

তিরোতা

তুহুঁ মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥

নিশি দিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়য়ে সোই ঠাম ॥

যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয়ে তব রোয় ॥

সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাপে ততহিঁ নাহি ভায় ॥

ইহ কবিশেখর তাক উপায়।
রচইতে তবহিঁ রজনী বহি যায় ॥ ২৭৩ ॥

—:*:—

শ্রীরাগ

ধরণী-শয়নে ঝরয়ে নয়নে
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ।
চম্পক বরণ তাপে মলিন
হৃদয় দহ অনঙ্গ ॥

কিছু করুণা করহ কানাই।
তোহারি কটাখ- শরে জর জর
অতি খীন-তনু রাই ॥

এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী
জপিয়া তোহারি নাম।
না জানিয়ে কিয়ে বেয়াধি হইল
শ্বাস বহে অবিরাম ॥

সব সখীগণ করয়ে রোদন
কারণ কিছু না জানি।
গৌরীদাস বিধি রচে মহৌষধি
দেবের আবেশ মানি ॥ ২৭৪ ॥

—(০)—

[তানব]

বরাড়ি

মাধব ধৈরজ না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী অন্তর জর জর
মানস মিলল শমনে ॥

ধূলি-ধূসর ধনী ধৈরজ না রহ
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরী-ভার হার তেয়াগল
তাপিত তিষিত পরাণে ॥

বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
সুর-সুতা শ্রবয়ে নয়ানে।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল
সোই নয়ন-বর বয়ানে ॥

মা বোলই ধনী ধরণী-তলে মুরছলি
প্রাণ প্রবোধ না মানে।
কহই চতুরি ধনী আর কিয়ে হোয় জানি
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥ ২৭৫ ॥

—:০:—

গান্ধার

সঙ্কজে হুনিক পুতলি গোরি।
জারল বিরহ-আনলে তোরি ॥

বরণ কাঞ্চন এ দশ-বাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোঁহারি নাম ॥

শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
শমতি না দেই দিন রজনী রোয় ॥

অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ॥

গলায় এ গজ-মোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার ॥

অঙ্গুল-অঙ্গুরি বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল ॥ ২৭৬ ॥

—০—

[জড়িমা]

তিরোতা

থোরি বয়স ধনি ভাল মন্দ নাহি জানি
খেলই সহচরী সাথ।
বাট ঘাট কত তুয়া কামদ রূপ হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ ॥

শুন মাধব

ইথে কাহে বোলসি আন।
ও অচপল-মতি পুন তাহে কুলবতী
নিচয়ে তুহুঁ সে নিদান ॥

তাহে তুহুঁ সুমধুর মুরলী আলাপলি
মুনি-জন-মোহন সোয়।
মুরলী নিসান শ্রবণে যব পৈঠল
তবহুঁ চঞ্চল ভই রোয় ॥

তব ধরি জাগর ক্ষীণ কলেবর
দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম বিষসেঁ জড়িত ভেল অন্তর
কিছুই না শুনই কান ॥

বরজ-সুধাকর বোলয়ে সব জন
তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ অব যাই মিলহ
মরমে রহয়ে জানি শেল ॥ ২৭৭ ॥

—০:—

ধানশী

কাঞ্চন গোরী ভোরি বৃন্দাবনে
খেলই সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠে গরলে তনু জারল
তৈখনে শ্যামরী ভেলি ॥

মাধব সো অবিচল কুল রামা।
মরমহি গোই রোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়া গুণ গামা ॥

গুরু জন অবুধ মুগধ-মতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মণিমন্ত্র-মহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি ॥

ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গে তনু মোড়ই কহত
ভরম-ময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥ ২৭৮ ॥

—০—

[বৈয়গ্র্য]

সুহই

তুয়া রূপ জগ জন করত ধেয়ান।
সো অব বিষ-ধর ধনি মন মান ॥

মাধব তুয়া খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার ॥

তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আন জন তাহা লাগি করে পরকার ॥

মন অবধারি কহ সুসম্বাদ।
ভণে রাধামোহন যাউক বিষাদ ॥২৭৯॥

—:০:—

সুহই

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জালা ॥

অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥

পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডিদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥২৮০॥

—০—

[ব্যাধি]

তথা রাগ

নিরমল কুল শীল কাঞ্চন-গোরী।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহ-জর তোরি॥

অনুখন খল খল নিগদই রাই।
নিশি দিশি রোই সখী মুখ চাই॥

শুন শুন গোকুল-মঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক হৃদয় ভেলি বাম॥

তুয়া রূপ জগজন-লোচন-লোহ।
একলি তাক নয়ন মন মোহ॥

রসবতী নিরখি নয়ন পসারি।
সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি॥

আন ধনী বিছুরি করত আন কাম।
তাকর মনহি না ভাওত আন॥

তুহুঁ বর-নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন॥ ২৮১॥

—:০:—

[উন্মাদ]

করুণা মঙ্গল

অদভূত রূপ দৈবে হেরি দূর সঞে
উনমতি পরশক লাগি।
বরজক সীম করত গতাগতি
লাজ কুল-ভয় দূর ভাগি॥

মন তনু কাঁপি চপল ভেল অন্তর
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তব ধরি জাগর- শোষিত অন্তর
বড়ই বেকত গদ ভায়॥

শুনব মাধব

তুয়া রূপ অপরূপ ফান্দ।
সে ধনি দুবরি খীয়ত যৈছন
অসিত চতুর্দ্দশী চান্দ॥

কবহি গেয়ান- শূন হোই চাহই
না চিহ্নই নিজ সখিবৃন্দ।
রমণিক হুঙ্কতি কতিহুঁ না পেখলুঁ
শুনইতে লাগই ধন্দ॥

প্রেম-গজ-দলন সহই নাহি পারই
জীবইতে করই ধিকার।
অন্তর-গত তুহুঁ নিরগত করইতে
কত কত করত সঞ্চার॥

অথির নয়নশর- ঘাতে বিষম জর
ছটফট জলজ শয়ান।
রাধামোহন কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহে লাগয়ে পাঁচ-বাণ॥ ২৮২॥

—:০:—

সুহই

আচরে মুখ-শশী গোয়। ঝর ঝর লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু খেনে হসই। উতপত দীঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর-শ্যাম। প্রেমক ইহ পরিণাম॥

তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোআশে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥২৮৩॥

—:০:—

সুহিনী

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়।
দিশি দিশি হেরই তোয়॥

খেনে আকুল খেনে থির।
খেনে ধাবই খেনে গীর॥

খেনে খেনে হরি হরি বোল।
সহচরী ধরি করু কোর॥

ঐছন হেরি আগেয়ান।
সবহুঁ দগধ করু প্রাণ॥

গুরুজন-ভয়ে সখী মেল।
মন্দির মাঝহি নেল॥

তাহি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায়॥২৮৪॥

—:০:—

[মোহ]

ধানশী

যব তুয়া নয়ন মুরলী বিষে জারল
তব মন মোহন ভেল।
নিচল কলেবর পুন ধরণীতল
পরিজনে লাগল শেল॥

আন উপদেশে তোহারি নামে তৈখনে
দৈবহি উপনীত কেল।
সোই শবদ পুন কানে সান্ধায়ল
ঐছনে চেতন ভেল॥

মাধব কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাতি দিশই মোহে পুন পুন
না বুঝিয়ে জাগ না জাগ॥

কিয়ে জানি দশমী- দশা যদি নিচয়ে
ইছয়ে তুয়া অভিলাষে।
আশা পরম দুখদ পুন মেটউ
নহ কহ সুখদ নৈরাশে॥

যাচিত লখিমী উপখেয়ে যো জন
কভু নহে তাক কল্যাণ।
অতয়ে তুরিতে চল রমণী-রতনে মিল
রাধামোহন রস গান॥২৮৫॥

—(০)—

তিরোথা

তোহারি বিরহময় বাধা।
মূরুছলি মৃগধিনী রাধা॥
বরজ-মঙ্গল তুয়া নাম।
মোহে অব বিপরীত ভান॥
নবমী দশা অব ভেল।
গদ গদ নিশবদ কেল॥
তিরী-বধ লাগব তোয়।
বুঝি করব অব সোয়॥২৮৬॥

—:০০:—

আড়ানি

সোনার বরণ দেহ পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ।
গলয়ে সঘনে লোর মূরুছে সখীক কোর।
দারুণ-বিরহ জরে সো ধনী গেয়ান হরে।
জীবনে নাহিক আশ কহয়ে জ্ঞানদাস॥২৮৭॥

—০::০—

ঘরের বাহির হয়ে দণ্ডে শতবার।
ব্রজের সীমায় গিয়া ফিরে পুনর্ব্বার ॥
ঘন দীর্ঘ বহে শ্বাস ঘন কাঁপে কায়।
কদম্ব-কানন পানে এক দৃষ্টে চায় ॥
দূর হৈতে তব নাম করিলে শ্রবণ।
সঘনে কাঁপয়ে ধনি করয়ে রোদন ॥
অম্বরে নবীন মেঘ হলে দরশন।
উৎসুক হইয়া যেন করে আলিঙ্গন ॥
সদাই থাকয়ে সখী চিন্তায় মগন।
উত্তর না দেয় যদি ডাকে কোন জন ॥
সদা কালে জাগরণ নাহি নিদ্রা লেশ।
স্বেদাশ্রু পুলক কম্প অশেষ বিশেষ ॥
যদবধি বংশীধ্বনি শ্রবণে পশিল।
চতুর্দ্দশী-শশী-সম কৃশাঙ্গী হইল ॥
নাহি ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান তোমা বিস্মরণে।
সদাই করয়ে যত্ন সখী কায়মনে ॥
তোমার বিরহানলে তাপিত শরীর।
হইল বিবর্ণ রাধা সদাই অস্থির ॥
অস্থানে রোদন হাস্য উন্মাদের প্রায়।
কভু অচেতন হৈয়ে ধূলায় লোটায় ॥
কখন বা স্পন্দহীন মৃত্যু তুল্য রহে।
তব নাম শ্রবণেই প্রাণ আসে দেহে ॥
তোমা বিনা শ্রীরাধার না দেখি উপায়।
সত্বর বিহিত কর বাঁচাও রাধায় ॥ ২৮৮ ॥

(যদুনন্দন)

—:০:—

(বিভাষ রাগ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥)

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥
করে মনসিজ-শর-কুসুম-শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥
আল কাহ্নাঞিল। রাধা বিরহ দহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শরণে ॥
অহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনী দল সংনাহা করে ॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥
নয়ন সলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুঞ গিলিল যেন চান্দ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্নু মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি অধিক চিন্তনে।
হাসে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখীগণে।
নিশ্বাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে।
দশ দিশি দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥
দয়া করি এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলীগণে ॥২৮৯॥

—:০:—

[দশমী দশা]

(মৃত্যু-তুল্য)

তিরোতা

লুঠতি ধরণী ধরি সোয়।
শ্বাস-বিহীন হেরি সহচরী রোয় ॥
মুরুছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ॥
এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই।
বিনহি পরশে তুয়া ন জীবই রাই ॥
কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহ পূজে জ্যোতিখ আনি ॥
কেহ নাসা ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহ-বিঘন কেহ লখই না পারি ॥
শেষ-দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি হই পরিণাম ॥২৯০॥

—:০:—

শুনিয়া সখীর বাক্য কহে শ্যাম রায়।
শ্যাম কভু পর-নারী পানে নাহি চায়॥
কে রাধা—তাহার কথা কেনে কহ মোরে।
শুনাও রাধার বার্ত্তা যে শুনে তাহারে॥

—০—

লোটই ধরণী ধরণী ধরি সোই।
খনে খনে শাস খনে খন রোই॥
খনে খন মূরছই কণ্ঠে পরাণ।
ইথি পর কি গতি দৈবে সে জান॥
এ হরি পেখলো সে বর নারি।
ন জীবই বিনু কর-পরশ তোহারি॥
কেহো কেহো জপয় দেব-দিঠি জানি।
কেহো নবগ্রহ পূজ জোতিখ আনি॥
কেহো কেহো ধরি ধাতু বিচারি।
বিরহ বিঘিন কোই লখই না পারি॥২৯১॥

(বিদ্যাপতি)

—ঃ০ঃ—

নয়ানক নীর চরণতল গেল।
থলহুক কমল অম্ভোরুহ ভেল॥
অধর অরুণ নিমিখি নহি হোয়।
কিসলয় শিশিরে ছাড়ি হলু থোয়॥
শশী-মুখী লোরে ওর নাহি হোয়।
তুয় অনুরাগে শিথিল সব কোয়॥২৯২॥

(বিদ্যাপতি)

—০—

[শ্রীকৃষ্ণের কৃত্রিম ঔদাসীন্য]

মল্লার

রাইক রাগ কহলি বহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয়॥

সখী-সম্বাদ

(শ্রীরাধার আপ্ত-দূতী)

পর-নারী গ্রহণ দহন সম তাপ।
ধরম-মরম-জ্ঞানী কো করু পাপ॥
তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে লব দোখ।
জাগর দূরে রহু সপনহি রোখ॥
শুনি সখি কানু-বচন-অনুবন্ধ।
কহ রাধামোহন লাগল ধন্ধ॥২৯৩॥

—০·০—

কহে সুধামুখী ছল ছল আঁখি
শুন হে গোকুল-চন্দ্র।
তুয়া মুখে শুনি ধরম কাহিনী
এ বড়ি মনের ধন্ধ॥

যে বা কুলবতী কি তার শকতি
মুরলী হইল কাল।
কুল-মৃগী পেয়ে ব্যাধ-রূপী হৈয়ে
ফেলেছ মদন জাল॥

তুমিই ত জগত তোমাতেই জগত
তুমিই হে জগত পতি।
তুমি বিনা কেহ অন্য নহে কভু
কে বা কোথা পরপতি॥

—০ঃ০—

(তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে)

হিত্বা দূরে পথি ধর্ম্মতরোরস্তিকং ধর্ম্মসেতো
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণবং নব-রসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবস্তস্যাস্তনোষি॥

ওহে বরাঙ্গনা-নদীগণের সাগর!

রাধা-সুধানদী আইসে কৃষ্ণ-সরোবরে।
পথে পতি-তরু ধর্ম্ম-সেতু লঙ্ঘে ছলে॥
গুরু-কুল-শৈল অনায়াসেতে লঙ্ঘিয়া।
মিলনে আইসে লাজ কায় তেয়াগিয়া।

পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ-সাগর ! নবরস-সমন্বিতা রাধা-তরঙ্গিনী পতি-তরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুল-ধর্ম্ম-সেতু ভগ্ন করিয়া বেগে,গুরুজন রূপ গিরি লঙ্ঘন করতঃ তোমাতে মিলিত হইতে আসিতে-ছিল। তুমি বাক্‌তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক তাহায় বিমুখীভাব করিলে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ—'বিদগ্ধ-শিরোমণি', 'কৌতুকী', 'রসিক-শেখর'। প্রেম-কাপট্য ব্রজ রসের উপাদান।

—০০:়০০—

[শ্রীকৃষ্ণোক্তি]

গুর্জ্জরী

গোপ-কুমার-সমাজমিমং সখি
পৃচ্ছ কদানুগতোঽহম্।
কথমিব মামনুপশ্যতি দিশি দিশি
কথমিব কলয়তি মোহম্॥
সখি হে পরিহর বচন বিলাসম্।
গোপ-শিশূনাং বিদিতমিদং মম
জনয়তি গুরু-পরিহাসম্॥
যদিচ কুলাবলয়াপি কুল-স্থিতি-
রনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতিবিকলা
বালে কিল করণীয়া॥
গজপতি-রুদ্র-মুদে মধুসূদন-
বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং
জনয়তু মুদমখিলেষু॥২৯৪॥

—০:০—

(অনুবাদ)

(১—৪) সখি ! তুমি এই গোপবালকসমূহকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কবে (তোমাদের সখীর প্রতি) অনুরক্ত হইয়াছি ! তবে কি জন্য তিনি চতুর্দ্দিকে যেন আমাকে দেখেন এবং কি জন্যই বা যেন মোহ প্রাপ্ত হন। (৫—৭) হে সখি ! তুমি কথার কৌশল পরিত্যাগ কর। ইহা গোপবালকদিগের বিদিত হইলে আমাকে অত্যন্ত পরিহাসভাজন হইতে হইবে ! (৮—১১) যদিই বা কুলাঙ্গনার কুল-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলেও আমার ন্যায় বালকের প্রতি এই রূপ নিস্ফল আসক্তি করা কি কর্ত্তব্য ? (১২—১৫) গজপতি প্রতাপ-রুদ্র নৃপতির প্রীতির জন্য রামানন্দ রায় কবি-কর্ত্তৃক বর্ণিত এই কৃষ্ণ-বাক্য নিখিল সহৃদয় জনের চিত্তে আনন্দ উৎপাদন করুক।

সুহিনী

সখি কাহে কহ বিপরীত।
হাম নহ চপল চরিত॥

জগতে বিদিত মঝু নাম।
মদন-পরাজয়ী শ্যাম॥

কৈছন রাধা নাম।
কভু নাহি শুনি গুণগাম॥

পর নারী নয়ানে না হেরি।
ঐছন না বোলহ ফেরি॥

না করহ ও পরসঙ্গ।
শুনইতে দগধয়ে অঙ্গ॥

পুন যদি কহ অনুচিত।
ব্রজ মাহা করব বিদিত॥

এত কহি পদ দুই যাই।
বটু পরবোধল তাই॥

যদুনন্দন দাসক দাস।
শুনইতে ভেল নৈরাশ॥ ২৯৫ ॥

—০—

শ্রীরাগ

কানুক ঐছন বাত।
শুনি সখী অবনত মাথ॥
কছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি॥
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞানদাস॥ ২৯৬॥

—:০:—

বালা ধানশী

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী
আওল রাইক পাশ।
পন্থ ঘটিত দুখ লোচন ছল ছল
কহতহিঁ গদ গদ ভাষ॥

সুন্দরি দূরে কর কানু আশোয়াস।
ঐছে নিঠুর সঞে লেহ নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাষ॥

তোহারি নিদান হাম কতয়ে শুনায়লুঁ
তাহে যে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায় কতয়ে নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরাণী॥

ঐছন বচন রাই তব দোতী-মুখে
শুনইতে মুরছিত ভেল।
ইহ পরমানন্দ দাস হৃদয় মাহা
কো জানি রোপল শেল॥ ২৯৭॥

—[❀]—

আড়ানা

সখীগণে বিভোর হইয়া।
কান্দয়ে ধরণী লোটাইয়া॥
ললিতা প্রবোধ করে তায়।
বহু মত রচিয়া উপায়॥
হাম অব করব পয়ান।
যৈছে মিলয়ে তোহে কান॥
ঐছন কহি পুন তায়।
নহে বা ধরব তছু পায়॥
ইথে সকরুণ হই শ্যাম।
আপে মিলব তুয়া ঠাম॥
এত কহি চলে তছু পাশ।
কহতহিঁ মোহন দাস॥ ২৯৮॥

—:●:—

[কানুক নিঠুর বাণী সখী মুখে শুনে ধনি
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমে।
দেখি ত্রস্ত সখীগণ বহু যত্নে সচেতন
করিলা তাহারে 'শ্যাম' নামে।]

চেতন পাইয়া রাই বলে শুন সখি কই
শ্যাম যদি মোরে উপেখিল।
কি করিবে সখিজন বিধি-লিপি এ কারণ
তনু-ত্যাগ নিশ্চিত হইল॥

সবে মাত্র অভিলাষ যবে বাহিরিবে শ্বাস
বান্ধিয়া থুইবে মোর দেহ।
তমাল তরুর ডালে এই বাঞ্ছা মৃত্যু-কালে
এই হার সখি গলে দেহ॥

এত বলি স্মরি হরি মল্লি আলিঙ্গন করি
পুন রাই মূর্চ্ছিত হইল।
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ কান্দি কান্দি
পুন শ্যাম নাগরে মিলিল॥ ২৯৯॥

—(০)—

(পুনঃ শ্যাম নামে চেতনা লাভ করিয়া)

গান্ধার

নিজ সখি-বদন হেরি সুধামুখী
বুঝি কহে গদ গদ বাত।
রসিক সু-নাহ মোহে যদি উপেখল
কাহে তাপায়সি আঁত॥

মঝু লাগি যতন কয়লি দুখ পায়লি
দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাহে বিরস বদন ঘন রোয়সি
কিয়ে পুন কয়লি অকাজ॥

শুন সখি কর তুহুঁ পর উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব
মৃত তনু রাখবি হামার॥

কবহুঁ শ্যাম-তনু- পরিমল পায়ব
তবহুঁ মনোরথ পূর।
ইব সব বচন শুনই নাহি পারই
রহুঁ রাধামোহন দূর॥ ৩০০॥

—০০—

তথা রাগ

মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর
এ সব শুনিলুঁ কাণে।
দুরাশা বিরোধী হৈয়া নিরবধি
তথাপি দগধে মনে॥

সখি হে দঢ়াইলুঁ এই সার।
সে হরি দুর্ল্লভ না হয় সুলভ
মরণ সে প্রতিকার॥
কালিন্দী গম্ভীর জলের ভিতর
প্রবেশ করিব আমি।
তবে সে পিরিতি রহয়ে কীরিতি
নিচয়ে জানিহ তুমি॥

এমতে রাধিকা ব্যাকুল অধিকা
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
অনুরাগী মন ধৈর্য্য গেল ভগ
এ যদুনন্দন দাসে॥ ৩০১॥

—০§০—

বরাড়ী

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগ-জন-লোচন-অমিয়া-স্বরূপ॥

রূপ চাহি গুণ নহ উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন॥

সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলিহারি জাঙ তুয়া মুখ-চন্দ॥

হাম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহি পূরব মনোরথ তোহারি॥

যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥

গোবিন্দ দাস ভাল জান।
কানুক জলত পরাণ॥ ৩০২॥

——*——

সুহই

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কে বা দোষ দিবেক তোমারে॥

না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥

উত্তর কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥

তমালের কান্ধে মোর ভুজ-লতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া॥

কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস॥ ৩০৩ ॥

——:০:——

(তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে)

"অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তর-কৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিত-ভুজা-বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥"

——

[শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীরাধার রাগ-পরীক্ষা]

ভক্তের পরীক্ষার শেষ নাই। নর-লীলায় শ্রীভগবান সহজ হইয়াও সহজ নহেন। "নিকষিত হেম কাম-গন্ধ নাহি তার"—"নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম"—এমন যে প্রেম, সে প্রেম বিনা তিনি ধরা দেন না। ক্রমান্বয়ে, অগ্নি-পরীক্ষায় বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া গ্রহণ করেন। ভক্তি-রাজ্যের প্রবেশ দ্বারে পরীক্ষা—মধ্য পথে পরীক্ষা—ক্রমাগতই পরীক্ষা—কঠিন হইতে কঠিনতর পরীক্ষা। পরীক্ষা যত শক্ত হয়—পরীক্ষান্তে, অধিকার লাভও তত উচ্চ এবং মূল্যবান। প্রেমের পথ দুঃসাহসের পথ। এ পথে ভীত হইলে চলে না। তাই, যে সে ব্যক্তি এ পথে অগ্রসর হইতে 'সমর্থ' নহে। এ পথের ভগবদুক্তি

"যে করে আমার আশ। তার করি সর্ব্ব-নাশ।
তবুও যে না ছাড়ে পাশ। তার হই দাসানুদাস।"

অমন যে মহাপুরুষ যীশু-খৃষ্ট—যাঁহাকে তাঁহার অনুচরবর্গ পরমেশ্বরের এক মাত্র পুত্র (only begotten son) বলিয়া বিশ্বাস করেন—তাঁহাকেও কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া—ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া—শেষ শোণিত-বিন্দু পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। সারা জীবনের ঐকান্তিক ঈশ্বরানুগত্যের পরেও তাঁহার মনে আশঙ্কা উপস্থিত— বুঝি বা শ্রীভগবান তাঁহাকে পরিহার করিলেন—যথা তদুক্তি "Father hast Thou forsaken me !"

প্রেম-রাজ্যে—পরীক্ষাই ক্রমিক আদর-অধিকারের সোপান বা ছাড়-পত্র (pass-port) স্বরূপ। এ জীবনে শ্রীভগবান যাঁহাকে যত কঠোর পরীক্ষার জন্য মনোনীত করেন, তিনি তাঁহার তত প্রিয়। প্রেম-পরীক্ষা-চিহ্ন ধারণ প্রেমিকের গৌরব। উহা শ্রীভগবানের স্বহস্ত-অর্পিত চাপরাস (badge) বা আদরের দান। চিহ্নিত বিশ্বস্ত নিজ জন ব্যতীত প্রেমের অন্তঃপুরে যাহার তাহার প্রবেশাধিকার নাই। প্রেমের বহিঃ-সীমা পর্য্যন্ত সাধারণের অধিকার। এইখানেই 'অন্তরঙ্গ' ভক্ত আর 'বহিরঙ্গ' ভক্তের তারতম্য।

রাগ বিষয়টা বড় সহজ নহে। ভালবাসার আকর্ষণে ভালবাসার বস্তুতে চিত্তের আপন টানে যে পরম আবেশ তাহাই—রাগ। আবেশ বা আবিষ্টতা কি কম কথা! সকল ভুলিয়া যদি চিত্ত কোনও এক বিষয়ের দিকে ঝোঁকে তাহাই—আবেশ বা আবিষ্টতা। এই আবিষ্টতা যখন পরম আবিষ্টতা প্রাপ্ত হয় এবং এই পরম আবিষ্টতা যখন স্বারসিকী পরমাবিষ্টতায় পরিণত হয়, তাহাই—রাগ। অর্থাৎ, ভালবাসায় চিত্তের যে স্বাভাবিক আপন টান বা আবিষ্টতা তাহা যখন চরম সীমায় উঠে তখন উহাকে রাগ বলা যায়। শ্রীভগবানের ব্রজ-লীলায় এই পূর্ব্ব-রাগের যেরূপ উচ্ছ্বাস দেখা যায়, সেরূপ ভাব অন্য কোথায়ও দুর্ল্লভ। শ্রীরাধা রাগ-ময়ী। তিনি জীবনে মরণে শ্যাম ভিন্ন জানেন না। প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নাই—আত্ম-কাম নাই। শ্যাম উপেক্ষা করিলেন তবুও শ্যাম নাম লইয়া, তমাল তরু ধরি-

রাই মরিতে প্রস্তুত—আবার শ্যাম নামেই প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠেন। মরিবার মুহূর্ত্তেও কৃষ্ণ-গত-প্রাণ —"এমতে রাধিকা, ব্যাকুল অধিকা, ভাবের তরঙ্গে ভাসে।"

এ ভাবের তুলনা নাই। তাই—"রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।"

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা। ত্রি-জগতে নাহি রাধা প্রেমের উপমা॥

অধিরূঢ় মহা-ভাব সদা রাধার প্রেম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দগ্ধ হেম।

বস্তুতঃ, এ জগৎটা ভাবময়, আর "ভাব-গ্রাহী জনার্দ্দন" এই ভাবময় জগতের অধিনায়ক। তিনি ভাবুকের ভাব-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া বেড়ান। বিশুদ্ধ ভাব-রস ভিন্ন এ লীলায় তাঁহাকে আয়ত্ত করা যায় না বলিয়াই ভাবুক ভক্তগণ নিয়ত কাল ভাবাবেশে উন্মত্ত থাকেন। কিন্তু, এই দুর্ল্লভ জিনিবটি কাহারও জোর করিয়া বা সাধ্য সাধনা বা যোগ তপস্যা দ্বারা আয়ত্ত হইবার নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভগবৎ-কৃপা সাপেক্ষ। (তথাহি শ্রীচরিতামৃতে)

"কৃষ্ণ রসিক-শেখর। রস-আস্বাদক রসময় কলেবর।

প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমাধীন। শুদ্ধ প্রেম-রস-গুণে গোপিকা প্রবীণ।

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ। অতএব কৃষ্ণের করে পরে পরম সন্তোষ।

গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী। নির্ম্মল-উজ্জ্বল রস-প্রেম-রত্ন-খণি।"

শ্রীরাধা রাগ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধরা দিলেন।

[রাগ-পরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপঃ]

শ্রীগান্ধার

হামারি নিঠুরপনা শুনই ইন্দু-মুখী
ভাঙ্গই প্রেম-অঙ্কুর।
দুখিত হৃদয় যাহা ধৈরজ করি পুন।
ও রস করয়ে জনি দূর॥
কিয়ে জানি পাপহি মদন-কদন-শরে
তেজই নিরুপম দেহ।
হা হা মনোরথ সব কৈল আন মত
কি করব অব হাম থেহ॥
অব মঝু অন্তর জলত তুষানল
সহই না পারই অঙ্গে।
হোই সমীরণ বাঢ়ই পুন পুন
দারুণ মদন-তরঙ্গে॥
ধিক রহু জীবন রূপ বেশ আভরণ
ধিক মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন অনুগত বঞ্চিলে
পরিণাম ঐছন ফল॥ ৩০৪॥

—০—

(তথা বিদগ্ধ-মাধবে)

হা হা রাধে তোমার লাগিয়া।
নিরবধি পোড়ে মোর হিয়া॥
না জানি কি জানি হয়ে আজ।
বেকত বা হয় সব কাজ॥
তুয়া সঙ্গে মনোহর লীলা।
গোকুলে বেকত ভৈ গেলা॥

—০—

—শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে দূতীর আগমন—

সুহই

যাহা বিলপয়ে বর কান।
তাহা সখী কয়ল পয়ান॥
মিলল নাগর পাশ।
দীঘল তেজই নিশ্বাস॥

নাগর হেরি বিভোর।
নয়নহি আনন্দ লোর॥

কানু কহই মৃদু ভাষ।
পূরব কি মঝু অভিলাষ॥
কৈছে আছয়ে ধনি রাই।
শুনইতে মঝু নিঠুরাই॥
হাম কয়ল পরিহাস।
তাকর বিরহ হুতাস॥
অতয়ে গমন করু তাই।
তুরিত হিঁ আনবি রাই॥ ৩০৫॥
(যদুনন্দন)

—০—

শুনিয়া নিঠুর বচন হামার
সে চন্দ্র-বদনী রাধা।
হইল প্রেমের অঙ্কুর সুন্দর
ভাঙ্গে পাছে পাঞা বাধা॥
সখি আর কি কহিব তোরে।
কেনে পরিহাস বচন নৈরাশ
কহিলুঁ হইয়া ভোরে॥
কিম্বা সেই ধনি ধৈর্য্য ধরে জানি
হৃদয়ে ধরিয়া বেথা।
পাছে সে বেথায়ে সে তনু জারয়ে
উপায় কি করি এথা॥
কিম্বা সে দারুণ কামের কামান
বিন্ধয়ে বিষম-শরে।
শিরীষের ফুল জিনিয়া কোমল
সেহ কি সহিতে পারে॥
হা হা সে মুগধী রূপের অবধি
ফলি মনোরথ-লতা।
হা হা কেন হেন বঞ্চন-বচন
কহি কৈলুঁ উন্মূলিতা॥
অমৃত পুতলি রূপের আগলি
না জানি কি জানি হয়।
এ যদুনন্দন- দাস মনে ভণ
দর্শনে পরাণ রয়॥ ৩০৬॥

—০*০—

ধানশী

শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ।
ধনি যদি দেখবি না সহে বেয়াজ॥

নব কিশলয়-দলে শুতলি গোরী।
বিষম-কুসুম-শর সহই না পারি॥

হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে দরশন লাগি॥

অনেক যতনে কহ আধর আধ।
না জানিয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ॥

নরোত্তমদাস-পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলা-গুরু তুহুঁ সব জান॥ ৩০৭॥

—০—

[পুনর্দূত্যাগমনং]

রাইক জীবন শেষ শুনি সহচরী
বহু পরবোধল তায়।
ধৈরজ ধরি পুন কানু নিয়ড়ে চলু
না দেখিয়া আনহি উপায়॥

মাধব নিলজহি কহি পুন বেরি।
সো কুল-কামিনী নিচয় মরণ জানি
কহইতে আওলুঁ ফেরি॥

শুনইতে কানু নয়ন-যুগ ঝর ঝর
আকুল তনু মন প্রাণ।
গণি গণি কাতর ধৈরজ পরিহরি
বোলত নাগর কান॥

সজনি তোহে হাম কি কহব আর।
মঝু লাগি সো ধনি ভেলহি যৈছন
ঐছন ভেলহুঁ হামার॥
ভাবিনী ভাব মনহি মন গণইতে
ধনি ধনি আপনাকে মানি।

সহচরী সঙ্গে চলল বর নাগর
কহইতে গদ গদ বাণী ॥
কত কত ভাব বিভাবিত অন্তর
সোঙরিতে সো গুণগাম।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি আকুল
যাই মিলল সোই ঠাম ॥
কুঞ্জক দ্বারে রাখি বর নাগর
সখী কহে মুগধিনী পাশ।
চেতন করহ তুরি উঠি বৈঠহ
কহ গৌরসুন্দর দাস ॥ ৩০৮ ॥

—০—

[শ্রীরাধার নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের মিলন]

যথা রাগ

চলিলা নাগর-রাজ ধনি দেখিবারে।
অথির চরণ-যুগ আরতি বিথারে ॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ ॥
সুশীতল কুঞ্জ-বনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনি-মুখ-চাঁদ হেরই পুন সাধে ॥
অধর কপোল আঁখি ভুরু-যুগ মাঝ ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধ রাজ ॥
অচেতন ছিল রাই সচেতন ভেল ।
বিরহ-জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥
নরোত্তমদাস-পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর ॥ ৩০৯ ॥

—০—

[প্রকারান্তরং]

কামোদ

রাইক কুঞ্জ গমন শুনি মাধব
অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন কয়ল বর নাগর
আনন্দে আপনা না জানি ॥
চলইতে খলই চলই না পারই
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম কদলি হেরি আকুল
গদ গদ পুছে সেই নারী ॥
ঐছন বহুত যতনে পহুঁ মিলল
দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মানস সফল ভেল জীবন
দুহুঁক গলয়ে প্রেম-লোর ॥ ৩১০ ॥

(রাধামোহন)

—০—

গুর্জ্জরী রাগ

হরষিত অন্তর চলু বর নাগর
হেরইতে রঙ্গিনী রাধা।
সুন্দরী-পাশ যব সুন্দর মিলল
পূরল সব মন সাধা ॥

দোঁহে দোঁহা হেরি বিভোর।
দুহুঁ জন বয়ানে বাত নাহি ফুরই
চরকই নওল কিশোর ॥
বৈঠলি সুবদনী লোরে মহী পূরল
কান বৈঠল তছু পাশ ॥ ৩১১ ॥

(মুরারি)

—০—

[মিলন-বিলাস]

নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে করত বিলাস।
হেরত দুহু রূপ নরোত্তম দাস ॥

—০—

ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥

—:০:—

রসোদ্গার

(সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ)

পূর্ব্ব-রাগ হৈতে যত ক্রমে রস হয়। তাহার উদ্গার কৈলে রসোদ্গার কয়।
রাধা সব রস কথা কহেন সখীকে। সখীও সকল কথা কহেন রাধাকে।
রাধা ও সখীকে সব কহেন মরম। প্রবোধ বচনে সখী করে নিবারণ।
অতএব রসোদ্গার বিবিধ প্রকারে। এই মত রস-পুষ্টি হয় রসোদ্গারে।

(রস-কল্পবল্লী)

নিভৃত নিকুঞ্জে প্রাণ বল্লভের সঙ্গে যে লীলা-বিহার সম্ভোগ ঘটে, তাহা যখন ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবের সমক্ষে বিবৃত করা হয়, তখন উহাকে 'রসোদ্গার' বা 'সম্ভোগ-স্মৃতি বলে। উহার নামান্তর—সজন আরাধনা। সাধন-রাজ্যে দুইই প্রয়োজন—নির্জন সম্ভোগ—নীরব ধ্যান সমাধি, এবং সজন আরাধনা—সশব্দ উপাসনা, অর্থাৎ, ভগবৎ-রূপ-গুণাদির আলোচনা, ব্যাখ্যা, বিবৃতি, বন্দনা, নামগান, কীর্ত্তন ইত্যাদি। একে অন্যের পুষ্টি-কারক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ যথা—"অন্তরঙ্গগণ সঙ্গে রস-আস্বাদন। বহিরঙ্গগণ সঙ্গে নাম সঙ্কীর্ত্তন"॥ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে রস-প্রসঙ্গ করিতে করিতে সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয়—অনুরাগ প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। এই 'রসোদ্গারানুরাগ' হইতে পুনরায় নির্জ্জন মিলন-সম্ভোগ জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। ব্যাকুলতার মাত্রা বাড়িলেই সঙ্কেত-নিকুঞ্জে প্রাণবল্লভের অন্বেষণে ছুটিতে হয়। ইহাই 'অভিসার'। অভিসার অনুরাগের অনিবার্য্য পরিণাম। যেখানে অনুরাগ বলবান সেখানে অভিসার অপরিহার্য্য। ব্রজ-রসের অভিসার অপূর্ব্ব রসময়। অভিসারান্তে নিকুঞ্জে মিলন এবং অদ্বয়ানন্দরসোৎসব। তখন, মুখে কথা নাই—অন্য ভাবনা চিন্তা নাই—কেবলমাত্র সম্ভোগ বর্ত্তমান। সাধক তখন 'প্রেমে ভাসে—রসে ডুবে'—একেবারে আত্মহারা—দেহ-স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত। এই সম্ভোগ-রসের ক্রমিক উৎকর্ষতা আছে। উহা চতুর্ব্বিধ—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। পূর্ব্ব-রাগের মিলনে—'সংক্ষিপ্ত', মানান্তে—'সঙ্কীর্ণ', প্রেমবৈচিত্ত্যে—'সম্পন্ন' এবং প্রবাসান্তে—'সমৃদ্ধিমান'। সম্ভোগের স্মৃতিই রসোদ্গার। অতএব, সম্ভোগের ন্যায় রসোদ্গারও চতুর্ব্বিধ—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান।

সজন উপাসনা মুখের কথামাত্র নহে। নির্জন সম্ভোগ বা সত্য রসানুভূতির সহিত উহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সম্ভোগ যে জাতীয় হয়—সঙ্ক্ষিপ্ত, সম্পূর্ণ ইত্যাদিরূপ, রসোদ্গারও তদনুরূপ হয়। তাই, সকলের রসোদ্গার বা সজন উপাসনা সমান চিত্তাকর্ষক হয় না।

কুঞ্জ-ভঙ্গে, সখীসমাজে—জনসমাজে—প্রত্যাবর্ত্তন। ইহা 'বিপ্রলম্ভ' বা বিরহ। বিরহ-দশায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-মিলন না ঘটিলেও, সম্ভোগ-স্মৃতি এবং নানা রস-কেলি-বিবৃতির

ভিতর দিয়া এক প্রকার সম্ভোগ ঘটে উহাকে 'গৌণ, বা 'পরোক্ষ' মিলন বলিলে অসঙ্গত হইবে না। বিপ্রলম্ভও রস—মিলনও রস। একটি—বিষ; অপরটি—অমৃত। তাই, কৃষ্ণপ্রেম-রস "বিষামৃতে একত্র মিলন।" মিলনে—অমৃতের সুখ; বিরহে বিষের জ্বালা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই ভাবটাই একটু অন্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে :—

কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত।
বাহে বিষ-জ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়
এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।

ভগবৎ-মিলন সম্ভোগই মানবজীবনের একমাত্র—লক্ষ্য; আর যাহা কিছু সবই—উপ-লক্ষ্য। বিপ্রলম্ভ বা বিরহ রস ঐ সম্ভোগেরই পুষ্টিকারক। কথায় বলে—'বিরহ-আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জলে না'। বস্তুতঃ, বিরহ ও মিলন, মিলন ও বিরহ—এই উভয় রসের পৌনঃ-পুন্যই রস-লীলার প্রাণ।

——:*:——

বিভাষ

শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা
আইল রাধার পাশে।
যদি স্বতন্তরে তথাপি রাধারে
পরাণ অধিক বাসে॥
দেখি সুবদনী উঠিল অমনি
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে রতন আসনে
বসায় আদর করি॥

রাই মুখ দেখি হয়ে মহাসুখী
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী বিলাস শুনিতে উল্লাস
অমিয় অধিক গাঁথা॥
হাস পরিহাসে রসের আবেশে
মগন হইলা রাধা।
চণ্ডিদাস বাণী নিশির কাহিনী
শুনিতে লাগয়ে সাধা॥ ৩১২॥

——

[অথ সখী-প্রশ্নে]

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥

অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥

সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥

যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥

আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥

বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পীরিত বিষম বড়॥ ৩১৩॥

—০:০—

বিভাষ

চৌদিকে চকিত- নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাহাঁ শিখলি ইহ রঙ্গ॥

সুন্দরি, কি ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেম-ধন
জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি॥

এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি-অঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই

এত দিনে পেখলুঁ আঁখি॥

গহন মনোরথে পন্থ নেহারসি
জিতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহিঁ সমুঝলুঁ কাজ॥ ৩১৪॥

—:—

(তথা জ্ঞানদাস)
"আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে"

—:০:—

ধানশী

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলুঁ অদভুত কাজে॥

তুহুঁ বর-নারী চতুর বর-কান।
মরকতে মিলল কনক দশবাণ॥

এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজ জন জানি না কহ বেভার॥

খেনে খেনে আলসে মুদসি আধ আঁখি।
নিজ তনু-ছাহে চাহি কর সাখী॥

জলধর হেরি ভেলি চমকিত।
শ্যামর-চান্দে চোরায়ল চিত॥
খেনে পুলকিত তনু রহসি সাঁভারি।
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়।
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায়॥ ৩১৫॥

—:০:—

বরাড়ি

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই॥

অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ।
লাজ কপাট কয়ল মুখ বন্ধ॥

এ সখি এ সখি মানহ মোয়।
পরতেক জানি পুছলুঁ হাম তোয়॥

তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই।
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই॥

নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীতি দেখিয়ে আন রঙ্গ॥

কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদ তোঁহে কয়ল অনঙ্গ॥

মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥ ৩১৬॥

—:০:—

[কচিদ্দিবসে শ্রীরাধা সম্ভোগান্তে একাকিনী সখী নিকটং আগচ্ছতি ইতি দৃষ্টে সখী পৃচ্ছতি।]

বরাড়ি

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি
পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতি পতি সঞে মিলল রঙ্গভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি॥

ধনি হে বুঝলুঁ এ সব বাত।
এত দিনে তুহুঁক মনোরথ পূরল
ভেটলি কানুক সাথ॥

যব তোহে সখীগণ নিরজনে পুছল
তব তুহুঁ ছাপলি কায়।
অব বিহি সো সব বেকত কয়ল সখি
কৈছনে গোপবি তায়॥

চৌরিক বচন কহত সব গুরুজন
সো সব পায়লুঁ সাথী।
দশ দিন দুরজন এক দিন সুজনক
আজু দেখলুঁ পরতেকি॥

হাম সব নিজ জন কহসি রাতি দিন
সো সব বুঝলুঁ আজু কাজে।
জ্ঞান দাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ
রাই পাওল বহু লাজে॥ ৩১৭॥

—::—

কামোদ

রূপ কলা গুণ সব সম্পূরণ
ঐছন কানু বর নাহ।
আছিল আমার চিতে তুয়া সঞে মিলাইতে
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ॥

সখি হে কাহে তুহু মানসি লাজে।
বিহি-পরসাদে সাধ সব পূরল
বুঝল মো অপরূপ কাজে॥

যাকর কাহিনী ছাড়ি তুহুঁ আন দিন
আন না শুনসি কানে।
বচন রচন করি সব উলটায়সি
আজু দেখি আন সন্ধানে॥

সব আন চিত রীত তুয়া অন্তর
বয়ান ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ বচন আন নহ
কো পাতিয়ায়ব ইথে॥৩১৮॥

—:—

শ্রীরাগ

সুন্দরি, বেকত গোপত লেহা।
বঞ্চিত আজু করণে নাহি পারবি
সাখি দেয়ল তুয়া দেহা॥
নব কবিশেখর কহই না পারত
ঘোষ শপতি করি জানি।
কত শত বেরি চোরি করু গোপন
বেরি এক বেকত বাণি॥ ৩১৯॥

——০:০——

[পুনশ্চ দিনান্তে—প্রকারান্তরং]

যথা রাগ

হেদেলো তোমারে ভাল না দেখিয়ে আজি।
কাল মাণিকের বাতাসে সে বুঝি
মজিল গোকুল রাজি॥
ভাবে ভরল সকল অঙ্গ
মুখেতে না সরে রা।
আবেশে অবশ অথির চরণ
ধরণে না যায় গা॥
ঢর ঢর রাঙা নয়ন যুগল
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
বসনে ঝাঁপিয়া
অঙ্গ সদা কেনে মোড়॥
পুছিলে মনের মরম না কহ
মাথা তুলি নাহি চাও।
যদুনাথ কহ এ দোষ বড়ই
সঙ্গের সঙ্গী ভাড়াও॥৩২০॥

—:-:—

সুহই

সুন্দরি বুঝিল তোমার ভাব।
প্রেম-রতন গোপতে পাইয়া
ভাড়িলে কি হবে লাভ॥
আন ছলে কহ আনের কথা
বেকত পিরীত রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢল ঢল
এ অতি প্রেম-তরঙ্গ॥
ভাবের ভরেতে চলিতে না পারে
চরণ হইল হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জ-বনে
রঙ্গেতে হৈয়াছে ভোরা॥
পুছিলে না কহ মনের মরম
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিবে
ভাবেতে মজিত চিত॥ ৩২১॥

[অথ নিজোক্তি]

সুহই

আধক আধ- আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥

সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥

সুনয়নি কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জনু আগি॥

প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানত
রসবতি-রস-মরিযাদ॥ ৩২২॥

—*—

[তথাহি]

সো ধনি মানি সুরত অধিদেবী।
তাকর চরণ-কমল পরে সেবি॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরহুঁ সমুঝাব॥
(গোবিন্দদাস)

—

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
হৃদয় জুড়ন নাহি গেল॥
(কবিবল্লভ)

—০—

কহ কহ সুন্দরি রজনী বিলাস।
কৈছে নাহ পূরল তুয়া আশ॥
কতহু যতনে বিধি করি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহা তুহু বর নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥

পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥
আপনক গজমোতি হার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।

তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ-জলে পরিপূরল নয়ান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ॥৩২৩॥

—(০)—

ভূপালী

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয় ॥

এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥

দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেক বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে ॥

দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই ॥

জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥৩২৪॥

—০০০—

[দিনান্তে]

শুন শুন আরে সখি আজুক রঙ্গ।
রজনী গোঙায়ল প্রাণ-বল্লভ সঙ্গ ॥
মদন-মনোহর সুন্দর সুন্দর বেশ।
মন্দিরে মোর কয়ল পরবেশ ॥
হৃদয়ক দারিদ তৈখনে গেল

—:০:—

পঠমঞ্জরী

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপলু লাজে ॥
কি কহব রে সখি কানুক লেহা।
ও সুখে মুগধ মন মুগধ মঝু দেহা ॥

প্রেম পরশ-রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতি পসার ॥
উপজিল আরতি সহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায় ॥ ৩২৫ ॥

——

শ্রীরাগ

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল ॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন-চাঁদ চিত রহি গেল ॥

এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
সুধুই সুধায়সি চকিত ভেল অঙ্গ ॥
আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর ॥
করি কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ ॥
॥ ৩২৬ ॥

—:০০:—

বিভাষ

নিজ মন্দিরে ধনি বৈঠলি সখী মেলি।
কহতহি পিয়া-গুণ রজনীক কেলি ॥
ভাবে অবশ ধনি পুলকিত অঙ্গ।
গদ গদ কহে কত বচন-বিভঙ্গ ॥
নয়নে বহয়ে জল কাঁপয়ে শরীর।
ঘামে ভিগল সব অরুণিম চীর ॥
কত কত ভাব বিথারল রাই।
কহিতে না পারে ধনি প্রেম অবগাই ॥
ধৈরজ ধরি ধনি কহয়ে বিলাস।
প্রেম অনুরূপ কহই কানু দাস ॥ ৩২৭ ॥

——

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীতি।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিতি ॥

—:০:—

ধানশী

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ।
দেখি সখী কহে কহ না দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডিদাস নাগর ধান্দা॥ ৩২৮॥

—০ঃ০—

শ্রীরাগ

কি পুছ সখি প্রেমের কথা।
কহিতে না জানি কহিয়ে এথা॥
পিয়ার পিরীতি কি না জান তুমি।
এত দিনে তাহে ঠেকিলুঁ আমি॥
যত যত শ্যাম বঁধুর গুণ।
সোঙরি পাজরে বিন্ধল ঘুণ॥
দিবস রজনী কিছু না জানি।
মনে পড়ে চাঁদ-বদন খানি॥

———

মরম কহিলুঁ মো পুন ঠেকিলুঁ
সে জনার পিরীতি-ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥

—:(*):—

কো রাগিণী

বেণুক ফুকে বুক মদনানল
কুল-ইন্ধন যাহা জারি।
দরশন পাণি তুহুঁ পরশে সোহাগল
শ্রম-জলে জারল বারি॥

সজনি কানু সে হৈল সোণার।
মঝু মন-কাঞ্চন আপন প্রেম-মণি
জোরি পিন্ধায়ল হার॥

নব অনুরাগ রঙ্গে পুন রঞ্জল
মূল না জানই কোই।
গুরুজন-নয়ন চৌর পরে ছাপিয়ে
প্রাণনাথ সম গোই॥

যো রস আগরি বিদগধ নাগরী
হের তুহুঁ মন সাধ।
গোবিন্দদাস কহই আনে হেরিলে
জানি হোয়ত পরমাদ॥ ৩২৯॥

—০ঃ০—

শ্রীগান্ধার

কাজর ভরম তিমির জনু তনু-রুচি
নিবসই কুঞ্জ-কুটীর।
বাঁশী নিশাসে মধুর বিষ উগারই
গতি অতি কুটীল সুধীর॥

সজনি কানু সে বরজ-ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয় চন্দন-রুহে লাগল
ভাগল ধরম-বিহঙ্গ॥

লোচন-কোণে পড়ত যব নাগরী
রহই না পারই থির।
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পিবই
কুলবতী-বরত সমীর॥

এক অপরূপ নয়নে বিষ তাকর
মেটয়ে দশনক দংশে।
বিষ ঔষধ বিষ অবধারল
গোবিন্দদাস পরশংসে॥ ৩৩০॥

—(০)—

ধানশী

পহিলহি কুল তুল সম উয়ল
যাকর বেণুক ফুকে।
ধরম করম মতি ভরম সদৃশ ভেল
নারী গিরি সম দুখে॥

সজনি কি হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু আপনি আপনা তনু
কাহে করত অন্তরায়॥

নয়নহুঁ নিদহুঁ নয়নে না হেরই
হানল ফুলশর-বাণ।
যত পরমাদ কহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৩৩১॥

—০:০—

সুহই

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন পৌর চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥

সজনি এত দিনে ভাঙল দ্বন্দ্ব।
কানু অনুরাগ- ভুজগে গরাশল
কুল-দাদুরী মরু মন্দ॥

আপনক চরিত আপে নাহে সমুঝিয়ে
আন করিতে হয়ে আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহ-পতি সপতিক ঠাম॥

নিন্দউ নিঁদ নয়নে নাহি হেরিয়ে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাই পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাখী॥ ৩৩২॥

—:০:—

কামোদ

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন
পরশ-রসায়ন সঙ্গ॥

এ সখি রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর গুণগণ আগর
কো ধনি বিছুরয়ে পার॥

গুরুজন গঞ্জন গৃহপতি গরজন
কুলবতী কুবচন ভায।
কত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটব
মধুর মুরলী আশোয়াস॥

কিয়ে করব কুল দিবস দীপ তুল
প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত
লাজক জলে আগোল॥ ৩৩৩॥

—•—

ধানশী

পিরীতির রীতি কোন অবগাহক
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে ধস ধস অন্তর
পঞ্জর জর জর হোই॥

সজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি চিতে মঝু উঠয়ে
ভাবিতে বিয়াকুল দেহা॥

পরশ হোই যো ধনী জীয়য়ে
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ লালস
নিচয়ে মরণ অভিলাষে॥

মরমক বোল কহত হিয়া ডোলত
কো কহ জনি পরবাদে।
গোবিন্দদাস বচনে হাম ভুললুঁ
তাহে এত পরমাদে ॥ ৩৩৪ ॥

—:০:—

ধানশী বা গান্ধার

ঘন রসময় তনু অন্তর গহিন।
নিমগন কতহুঁ রমণী-মন-মীন ॥

শ্রবণ মকর গীম কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত ফণিরাজ ॥

যছু মুখচাঁদ সুধাময় হাস।
গরল হি ভরল নয়ন পরকাশ ॥

অধর পঙার দশন মণি মোতি।
রোচন তিলক মৈনাকক জ্যোতি ॥

সুরতরু কুসুম সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ, পিঞ্ছ ধনু-ভাস ॥

গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥৩৩৫ ॥

—:·:—

[নানা রস-কৌতুক-স্মৃতি]

ধানশী

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয় ॥

আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে পিরীতি করয়ে
কি জানি কি তার হয় ॥

সহজে রসের আকার সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায় ॥

চমক চলনি ও গীম দোলনি
রমণী-মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে সো পিয়া পিরীতি
মরমে পশিল তোর ॥ ৩৩৬ ॥

—:০:—

পঠমঞ্জরী

সিনান দোপর সময় জানি।
তপত পথে গিয়া ঢালয়ে পানী ॥

কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা ॥

তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে ॥

লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্ন তলে লুটয়ে তাই ॥

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভমরা বুলে ॥

গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন ॥৩৩৭ ॥

—:০:—

পঠমঞ্জরী

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদ-চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥

প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥

লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাশা পরশিয়া রহিলুঁ দূরে ॥

হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস ॥৩৩৮ ॥

—০—

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায় ॥
আজু অতি নিয়ড়ে কয়ল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস ॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যাম রাজ।
মূল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ ॥
আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর ॥
খনে খনে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম ॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝ ইহ রস রোল ॥ ৩৩৯ ॥

—:০:—

গান্ধার

কাহে কানু ঘন ঘন আওত যাওত
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি।
হাসি হাসি মুখ-শশী উগারে অমিয়া রাশি
তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি ॥
সুন্দরি কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে না জানি কাহার ভিতে
আছয়ে পিরীতি নব লেশ ॥
সহজে রসিক-রাজ অলখিতে সব কাজ
অনুভবি ওর না পাই।
যাহার নয়ন-শরে জাতি কুল শীল হরে
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥

একই নগরে বৈসে কখন এ দিগে আইসে
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বলে কহ দেখি কোন ছলে
করিতে না পারি অনুমান ॥ ৩৪০ ॥



ধানশী

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয় ॥
একলি শুতিয়া ছিলুঁ কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুল-বাণ ॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহলুঁ নয়ান ॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়লুঁ হাস ॥
কুন্তল-কুসুম-দাম হরি নেল।
বরিহা গাল পুনহি মুঝে দেল ॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহু রসবতী পহু সব রস জান ॥ ৩৪১ ॥

—০—

পঠমঞ্জরী

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয় ॥

একলি আছিলুঁ ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান ॥

এ দিকে ঝাঁপিতে তনু ও দিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ ॥

ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥ ৩৪২॥

—:::—

ললিত

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিলুঁ সই।
যে ছিল মরমে বঁধুর ভরমে
মরম তাহারে কই॥

নিঁদের আলসে বঁধুর ধাধসে
তাহারে করিলুঁ কোরে।
ননদী উঠিয়া রুষিয়া বলিছে
বঁধুয়া পাইলি কারে॥

এত ঢীটপনা জানে কোন জনা
বুঝিলুঁ তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া পরপতি লৈয়া
এমতি করহ নিতি॥

যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে
নয়ানে দেখিলুঁ তাই।
দাদা ঘরে এলে করিব গোচর
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥

নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণ
মরিয়া রহিলুঁ লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি
সঘনে আমারে যজে॥

এক হাতে সখী কচালিয়া আঁখি
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডিদাস কয় কি বা তার ভয়
কানুর পিরীতি যার॥ ৩৪৩॥

—:০:—

ললিত

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিলুঁ।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিলুঁ॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতী কুলবতী কুলে জালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাতে॥
দ্বিজ চণ্ডিদাস বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জালা তার ততই পিরীতি॥৩৪৪॥

—[*]—

[স্বপ্ন-রসোদ্গার]

বিভাস

ঘন ঘন কিরণ বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ান কোণে রস জাগাওল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥
সজনি কি কহব রজনী-আনন্দ।
স্বপন বিলোকনে কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥
(গোবিন্দ দাস)

—:০:—

বিভাস

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিলুঁ
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥

পিঙল বরণ বসন খানি
মুখানি আমার মুছে।
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইলুঁ হারা॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডিদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়॥ ৩৪৫॥

—:—

মল্লার

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম॥

প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥

মলুঁ মলুঁ কি বা রূপ দেখিলুঁ স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥

অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতি কুল নাশে॥

দেখিয়া বিদরে বুক দুটী ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥

মন্থর চলন-খানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব কায়॥

পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥ ৩৪৬॥

—:০:—

অঙ্গে যদি মিশাইত কালিয়া।
রাখিতাম হিয়ার মাঝে লুকাইয়া॥

চন্দন হইত যদি শ্যাম রায়।
মাখিয়া রাখিতাম সব গায়॥

শ্যাম যদি অঞ্জন হইত।
চোখে থুইতাম এ জনমের মত॥

শ্যাম হৈত মুকুতার ঝুরি।
গলে থুইতাম এ জনম ভরি॥

শ্যাম যদি বেশর হইত।
নাসিকার আগেতে দুলিত॥

অতসি কুসুম হইত শ্যাম।
কানে কেশের লোটনে বান্ধিতাম॥

যদু কহে চল রূপ দেখি।
কালা চাঁদকে বুকে মুখে
অঙ্গে মেখে রাখি॥ ৩৪৭॥

—:::—

[বর্ত্ম-রোধনং]

ধানশী

যাইতে জলে কদম্ব তলে
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ হিরণ পিঁধন
বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥

মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে গোপের বালা
দাঁড়াইল সেই পথে॥

যাও আন বাটে গেলে এ ঘাটে
বড়ই বাধিবে লেঠা।
সখী কহে নিতি এ পথে যাই
আজি ঠেকাইবে কেঠা॥

হয় বোলা বুলি করে ঠেলাঠেলি
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডিদাস কহে কালিয়া নাগর
ছি ছি লাজে মরি মোরা ॥৩৪৮॥

—:০:—

[যমুনা-পথে]

ধানশী

শুন সজনি বড় রভসের কথা।
অতি সে সকাল বেলে মুঞি গেলুঁ যমুনা জলে
কালিয়া গো গিয়াছিল তথা ॥

জানয়ে কতেক কলা লইয়া চন্দন মালা
দাঁড়াইয়া ছিল পথ পাশে।
আমার গমন দেখি উলসিত ঢুটী আঁখি
রসের হিল্লোলে কত ভাসে ॥

নিকটে আসিয়া বলে পরহ চন্দন মালে
কোথাও না শুনি হেন বোল।
না জানি পিরীতি করি আর এসে হেসে মরি
যমুনার ঘাটে মাগে কোল ॥

অতি মতি দুরাশয় কাহারে না করে ভয়
কদম্ব কাননে বৈসে একা।
যদুনাথ দাস বলে আর না যাইও জলে
নয়লি পরাণে দিবে দাগা ॥ ৩৪৯ ॥

—)০(—

ধানশী

যাইতে যমুনা সিনানে।
সঙ্গহি কাল সমানে ॥
অলখিতে আওল কান।
হাম তব বঙ্ক নয়ান ॥
ননদিনী আগে আগে যায়।
তহিঁ কছু কহিতে না পায় ॥
ও বর বিদগধ নাহ।
ইথে যে কয়ল নিরবাহ ॥
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেরিয়ে শ্যাম দেহ ॥
অলখিতে রঙ্গ যে কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল ॥
কয়লহুঁ যমুনা সিনান।
জ্ঞান কহে সহে কি পরাণ ॥৩৫০॥

—০—

ভূপালী

একেশ্বরী যাইতে যমুনা-তীর।
অলখিতে আওল শ্যাম-শরীর ॥

অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস ॥

এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দিঠহি দিঠ পড়ল রহি লাজে ॥

আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়ানে খনে বয়ান লাগায় ॥

আন ছলে কতয়ে করয়ে পরিহাস।
হেন বুঝি কত কুলজা-কুল নাশ ॥

শুনইতে মধুর মুরলী-রব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ পরাণ বিভোর ॥

কি দেখিলুঁ কি শুনিলুঁ কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি যাহায় ॥৩৫১॥

—:০:—

[পরস্পর সখ্যুক্তি]

ধানশী

সহজ কানুর চরিত যে।
তা দেখি জগতে না ভুলে কে॥
সই, বলিব কি।
প্রেম-পরসঙ্গ দেখিতেছি॥
পিরীতি আহারে না পড়ে কে।
দোতী পাইয়াছে পরতেক দে॥
নহিলে এমন চরিত নয়।
আন ছলে এত কথা কি কয়॥
হাসির মিশালে চাহনি আন।
তা দেখি কাহার না হয় ভান॥
জ্ঞানদাস অনু-ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥৩৫২॥

—:০:—

ভূপালী

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছে কতিহুঁ না হেরিয়ে আর॥
গুরুজন সনে আজি চলইতে বাট।
অন্তরে উপজল কানুর নাট॥
পুলকে পূরল তনু ঝর ঝর ঘাম।
অবসন হৈয়া কহে কানু কানু নাম॥
ননদী কহয়ে তুহিঁ কানু কাঁহা হেরি।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুন বেরি॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম।
তাহে পুন পুন সে কহলু ভানু নাম॥
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল॥৩৫৩॥

—:-:—

বরাড়ী

নাহি উঠল তীরে রাই কমল-মুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নত-মুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥

সখী হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি॥

তঁহি পুন মতি- হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল॥

নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া-রসপান।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান॥৩৫৪॥

—:০:—

[পুনশ্চ নিজোক্তি]

সুহই

এক দিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ে গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থর হরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিলুঁ বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হ্যালো কি না তোর হৈল।
চণ্ডিদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥৩৫৫॥

—০—

সুহই

পিয়ার পিরীতে জাগি ঘুমায়লুঁ
না জান বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ
ননদী পাওল আসি।

ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের এমন বিতথা
লোকে না বলিবে কি ॥ ৩৫৬ ॥
(জ্ঞানদাস)

———

গান্ধার

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে বসিয়া ছিলাম রঙ্গে
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে তার কাছে ডাকে
আইসহ শ্যাম-সোহাগিনী ॥

রাধা বিনোদিনি তোমারে বলিতে কি।
চাই দুই তিন কথা যে কথা তোমার
বড়ই শুনিয়াছি ॥

তুমি কোন দিনে যমুনা সিনানে
গিয়াছিলা নাকি একা।
শ্যামের সহিতে কদম্ব তলাতে
হৈয়াছিল নাকি দেখা ॥

সেই দিন হৈতে সেহ ত পথেতে
করে নাকি আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি বাজায় মুরলী
তাহে হৈল জানা শুনা ॥

যে দিন দেখিব আপন নয়নে
তা সঞে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা ॥

এ কি পরমাদ দেয় পরিবাদ
এছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায় যে থাকে সদায়
সাপে খাক্ তার বুকে ॥

গোকুল নগরে গোপের মাঝারে
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিলুঁ কভু না শুনিলুঁ
শ্যাম কাল কি গোরা ॥

বড়ুয়ার ঝিয়ারি বড় নাম ধরি
তাহে বড়ুয়ার বৌ।
নিরমল কুলে এ কথা যে তোলে
সেই নারী গরল খাউ ॥

চিত দড় করি থাকলো সুন্দরি
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায় কার কি বা হয়
বড়ু চণ্ডিদাস বলে ॥ ৩৫৭ ॥

—:*:—

ধানশী

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিলুঁ গেহ ॥
অধর আচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর ॥
ঢীট নাগর চোর।
ধরিতে ধায়ল মোয় ॥ ৩৫৮ ॥
(বিদ্যাপতি)

—:o:—

[দিনান্তরে]

মল্লার

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

সই! কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিলুঁ॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডিদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী॥ ৩৫৯॥

—*—

[পাঠান্তর]

মল্লার

সই কি আর বলিব তোরে।
অনেক পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥
এ ঘোর রজনী মেঘ ঘটা বঁধু
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
নহি স্বতন্তর গুরুজন ডর
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিলুঁ॥
বঁধুর পিরীতি আদর দেখিতে
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডিদাস কহে কানুর পিরীতি
শুনিতে জগৎ সুখী॥ ৩৬০॥

—(*)—

বিভাষ

রজনী কাহিনী কহিতে রমণী
পুলকে পূরল দেহ।
কনক রমণী কি হৈল না জানি
সোঙরি সে সব লেহ॥
অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন
নয়ানে ভরয়ে লোর।
বিষাদে বিকল বিছুরি সকল
চরণ না চলে থোর॥
হৃদয়-মন্দিরে পিরীতি পালঙ্ক
রসের বালিস তায়।
আরতি তোষাণ তাহাতে অমনি
শুতল রসিক রায়॥
পিয়ার পিরীতি কহয়ে যুবতী
ধরিয়া সখীর করে।
শেখর সম্বরে কহয়ে রাধারে
দেখিবে নাগর বরে॥ ৩৬১॥

—০—

সুহই

কহিতে কানুর বিলাস কথা।
ছল ছল ভেল নয়ন রাতা॥
গদ গদ কণ্ঠে না সরে বাণী।
বি-বরণ ভেল কি হৈল জানি॥
পুলকে পূরল সকল দেহ।
অবশ হইল না চলে সেহ॥

ঝর ঝর বাহি পড়য়ে ঘাম।
ক্ষণে থর থর কম্পিত নাম॥
মুরছি পড়ল সখীর গায়।
হেরি সহচরী চমক পায়॥
কোরে করিয়া রহল তাই।
ক্ষণেকে চেতন পাওল রাই॥
সখী কহে একি বিপরীত দেখি।
কহিতে এমন কোথা না লখি॥
আমরা কহিতে সুখের কথা।
কহিতে তোহার কি ভেল বেথা॥
রাই কহে মোর জীবন কানু।
সে গুণ কহিতে অবশ তনু॥
শেখর কহয়ে রহিয়া তাই।
এমন প্রেমের বালাই যাই॥ ৩৬২॥

—]*[—

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
(জ্ঞানদাস)

—০ঃ—

টোড়ী

মুঞি যদি বলি　　পাসরি কানু
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ তার　　মুখ নাহি দেখি
নিঝর ঝরয়ে নয়ান॥
শুন শুন শুন　　পরাণের সই
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন জীবন　　ভেল পরাধীন
কি আর করিবে লাজে॥
মনের মানসে　　পরাণ উছলে
ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহি　　কানুর বচন
কানে সে মুরলী বাজে॥
যদি চলিতে না চাহি　　কানুর পাশে
চরণ থির না বাঁধে।
গোবিন্দদাস কহ　　কানুর লাগিয়া
ভাল সে পরাণ কাঁদে॥ ৩৬৩॥

—(০)—

[সখ্যুক্তি]

সুহই

শুন অনুরাগিণি　　কি তোহে কহব বাণী
সদাই ভাবহ কাল তনু।
নিরবধি আঁখি ঝরে　　পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে ক্ষীণ কত তনু॥
যদি তুহুঁ শুন মোর কথা।
সে কালা কানুর প্রেমে সদা সাবধানে রবে
তবে সে ঘুচিবে সব ব্যথা॥
একে তুহুঁ কুলবতী　　তাহে দুরজন পতি
জানিলে পড়িবে পরমাদ।
এ পাড়া পড়সী যত　　বিপক্ষ আছয়ে কত
জগতে ঘুষিবে পরিবাদ॥
যব তাহে পড়ে মনে চিত দিবে আন কামে
যেন লোকে নহে উপহাস।
ধরিবে আর কথা　　মনে না ভাবিহ ব্যথা
যতনে কহয়ে প্রেমদাস॥ ৩৬৪॥

—ঃ*ঃ—

[নিজোক্তি]

ভাটিয়ারি

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে　　আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও॥

নয়ান পুতলি করি   লৈঞাছি মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুনি জালি সকলি পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে   এ তনু ভাসাঞাছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥

খাইতে শুইতে রৈতে   আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে   পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥৩৬৫॥

—:০:—

ধানশী

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

সোই কি আর বলিব।
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥৩৬৬॥

—০—

পিয়া-গুণ যে কহিলুঁ সেই ভাল আর কব না।
গুণ কহিলে কি জানি হয় তেঞি কহিব না॥

—:০:—

[শ্রীগোবিন্দলীলামৃত]

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দসন্দোহানন্দমন্দিরম্।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতম্॥
যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥
শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
যা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি
কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ
॥৩৬৭॥

—০—

শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দ   আনন্দমন্দির-কন্দ
শ্রীরাধিকাসঙ্গানন্দময়।
বন্দ বৃন্দাবনাধীশ   বাঞ্ছাকল্প-তরু ঈশ
সর্ব্বানন্দ যাঁহার আশ্রয়॥
অজ্ঞানমত্ততা ক্ষিতি   দেখি কৃপা কৈল অতি
নিজ প্রেম-সুধা অদভুত।
দিয়া মাতাইল যেই   শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই
তাঁর পদে প্রণতি বহুত॥
শ্রীরাধিকা-প্রাণবন্ধু   পাদপদ্মনখ-ইন্দু
ব্রহ্মাশিবশেষ-অগোচর।
প্রেম-সেবা সাধ্য যেই গাঢ় লোভে মিলে সেই
ব্রজবাসি-চরিততৎপর॥
রাগ-পথে পথি হৈয়া   ব্রজ-ভাবে প্রবেশিয়া
যে লভিল নৈত্যিক সেবন।
মানসের সেবা সেই   বিস্তার করিয়া এই
প্রণমিয়া তাঁহার চরণ॥

—:০:—

নিশা অন্তে কুঞ্জে হৈতে প্রবেশয়ে গোষ্ঠে নিতে
গো-দোহন-ভোজনাদি লীলা।
প্রাতঃকালে সায়ংকালে খেলে সব সখা মিলে
গোচারণ সঙ্গবের বেলা॥

মধ্যাহ্নে রজনী কালে রাধা সঙ্গে সুবিহারে
বৃন্দাবনে সেই মহানন্দে।
অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান্ প্রদোষে সুহৃদ স্থান
সেই কৃষ্ণ রাখ রস-কন্দে॥

রাধাকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম সেবা অভিলাষে।
এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ-বিলাসে॥৩৬৮॥

—০:::০—

মুহূর্ত্ত গোবিন্দ-লীলা সমুদ্র গম্ভীর।
কে বুঝিতে পারে তাহা বিনা ভক্ত ধীর॥

গোবিন্দ-চরিতামৃত-পরামৃত-রসে।
সদাই বিহরে কৃষ্ণ-ভকতি-পিয়াসে॥

বহির্ম্মুখগণে যেন ইহা নাহি শুনে।
এ লাগি বিনয় করি বৈষ্ণব চরণে॥

রাধা-কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম সেবা অভিলাষে।
গোবিন্দ-চরিত কহে যদুনন্দন দাসে॥৩৬৯॥

—:০:—

[যথা শ্রীমদ্ভাগবতে]

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ব্রজবধূবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই যে লীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি তাঁহাতে পরমোৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরেই ধৈর্য্যান্বিত হইয়া হৃদ্গত কামরোগ আশু উন্মূলন করিয়া থাকেন।

—০:০—

[তথা শ্রীচরিতামৃতে]

ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥

হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে মহা ধীর হয়॥

উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম-ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

—০-০—

[তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে]

ভাগবতাদি শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-কথা উক্তি যাহে
তাতে সর্ব্ব পাপ বিনাশয়।
বর্ণনে গোবিন্দ-লীলা মন্দ বাক্য আর্য্যশীলা
সাধুগণ সদা আদরয়॥
মোর মুখ মরুস্থল বাণী খিন্ন রূপ চল
গোকুল-উন্মুখী বাক্যগণ।
বৈষ্ণবের কর্ণ-নদী প্রবেশ করয়ে যদি
পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন॥
না জানি শ্লোকার্থগণ যৈছে তৈছে সংঘটন
করি গুরু বৈষ্ণব বন্দিয়া।
গোবিন্দ-লীলামৃত সার নিগূঢ়ার্থগণ তার
পণ্ডিতেহো না ইহা বুঝিয়া॥
আমি অতি তুচ্ছমতি না জানিয়ে স্থান স্থিতি
ভাল মন্দ বিচার উদ্দেশে।
শুনি কৃষ্ণ-গুণ তথি বিহ্বল হইল মতি
গায় যদুনন্দন হরিষে॥৩৭০॥

—:০:—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—
"নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।"

[তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ]

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্॥

বয়োধর্ম্মের-(বাল-পৌগণ্ডাদির) বৈচিত্র্য বিদ্যমানেও সর্ব্বভক্তিরসের আশ্রয় ভগবান্ হরি বৃন্দারণ্যে কৈশোর-ধর্ম্মী হইয়া নিত্য লীলায় নিযুক্ত আছেন।

[তথাহি তত্র]

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠ মধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্নাট্যৈর্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

[তথা তত্রৈব]

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥

পূর্ণতর শব্দে সর্ব্বপ্রকাশকে এবং পূর্ণ শব্দে অল্পগুণ-প্রকাশককে বুঝায়; সুতরাং সর্ব্বগুণ-প্রকাশক বলিয়া সুধীগণ তাঁহাকে পূর্ণতম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

[তথা তত্রৈব]

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥

গোকুলাখ্য পদেই কৃষ্ণের পূর্ণতমতা প্রকাশিত। তদীয় পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা মথুরা দ্বারকাদি স্থানে প্রকটিত।

এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান।
আর সমস্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিত গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

—[❀]—

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্,
যোগেশ্বরোতীর্ভবত স্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি,
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে ভূমন্! হে ভগবান্! হে পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! আপনি ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ স্থানে কিরূপে কত লীলা করেন, তাহা কে অবগত হইতে পারে? অহো! আপনি যোগমায়া (মায়া-রূপশক্তি) বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন।

এই মত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং,
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকাদ্যু ভাসঃ॥

হে ভগবন্! আপনি নিখিলগুণের অধিষ্ঠান-স্থল, আপনি বিবিধ গুণ প্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্বের রক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, কোন্ ব্যক্তি আপনার গুণ পরিমাণ করিতে সক্ষম? অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বহুজন্মেও বরং ধরণীর পরমাণুকণা, শূন্যের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির পরিমাণ করিতে পারেন, কিন্তু আপনার গুণ পরিমাণে কখনই সমর্থ হন না।

ব্রহ্মাদি বহু সহস্র বদনে অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে,
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ,
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।

ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মা হইয়াও সেই ভগবানের মায়াবলের অন্ত জানিতে পারি নাই; ত্বদীয় অগ্রজ এই মুনিরাও জানেন না। তোমার পশ্চাজ্জাত কনিষ্ঠেরা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? আদিদেব অনন্ত সহস্রমুখে নিরন্তর তদীয় গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু অধুনাও তাহার পার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি কৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না হয়ে ত সতৃষ্ণ॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া,
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্নু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥

শ্রুতিগণ কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! আপনি অনন্ত, কাজেই অমরগণও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। নভোমার্গে পরমাণুভ্রমণবৎ সাধারণ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কালচক্রসহ ত্বদীয় অন্তরে যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই জন্যই শ্রুতিসমূহ ভবদীয় কথা তন্ন তন্নরূপে বর্ণন দ্বারা সমাপ্তি করিতে না পরিয়া শেষে আপনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

সেই রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারেতে মনে না পায় পার॥

—:০:—

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম্॥

হে প্রভো! বৃথা বহূক্তিতে কি ফল? "তোমার বৈভব অবগত আছি" এই কথা যে সকল ব্যক্তি কহেন, তাঁহারা জানুন, কিন্তু উহা আমার কায়মনোবাক্যের অগোচর।

কৃষ্ণের মহিমা রহু কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবনস্থানের আশ্চর্য্য বিভূতা॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পরকাশে।
তার একাদশে ব্রহ্মাণ্ডাণ্ডগণ ভাসে॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য-সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা প্রভু হইলা ফাঁপর॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

স্বয়স্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ,
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ,
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তাঁহার তুল্যও কেহ নাই, তদপেক্ষা প্রধানও কেহ নাই। আনন্দলক্ষ্মীলাভার্থ তিনি অখিল-ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপালবর্গ তাঁহাকে পূজোপচার প্রদান করত প্রণাম করিলে তাঁহাদিগের কিরীটাগ্র তদীয় পাদ-পীঠে সংলগ্ন হইয়া প্রতিধ্বনিত হওয়াতে সর্ব্বদা তাঁহার বন্দনা হয়।

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড় তার সম কেহ নাহি আন॥

[তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়ম্]

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দো সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

—ঃ০ঃ—

এই অর্থ বাহ্য গূঢ় শুন অর্থ আর।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥
অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্য স্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য কৃপাদিভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাহা রাসাদিলীলাসার ॥

—০—

গোলোকাখ্য স্থানই ভগবানের নিজ ধাম।

—০—

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভাগর্দ্ধেঃ,
পরং পদং ভূষণং ভূষণাঙ্গম্ ॥

বিদুরের প্রতি উদ্ধব বলিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ মর্ত্ত্যলীলার যোগ্য, কৃষ্ণ নিজ যোগমায়াবল-প্রদর্শনার্থই ঐ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ঐরূপে ঈশ্বর নিজেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, উহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) এবং পরমসুন্দর।

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা,
নর-বপু তাহার স্বরূপ।
গোপ-বেশ বেণু-কর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলা হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তাঁর ধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ-মন ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে, মন্মথের মন্মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
যিনি পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গো-গণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥
মুক্তাহার বকপাতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছেন জানাইতে,
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরা নাগরী ॥

—০ঃঃ০—

যশোদা নরদেহধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্‌কে পুত্র-জ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জু-দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।

[তথাহি তত্রৈব]

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিনীসুতম্॥

ভগবান্ শ্রীহরি ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেনকে এবং প্রলম্বাসুর রোহিনীসুতকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন।

[তথা হি পদ্যাবল্যাম্]

কং প্রতি কথয়িতুমীশে,
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গো-পতি-তনয়াকুঞ্জে।
গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥

কালিন্দী-তটবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে পূর্ণব্রহ্ম গোপ-গণের মনশ্চোররূপে বিরাজ করেন, এ কথা কাহার নিকট বলি? কেই বা ইহাতে বিশ্বাস করিবে?

[তথা হি পদ্যাবল্যাম্]

শ্রুতিমপরে স্মৃতিপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

কেহ কেহ ভবভীত হইয়া শ্রুতিকে (শ্রুত্যানুমোদিত নিরাকার ব্রহ্মকে,) কেহ কেহ স্মৃতিকে (স্মৃত্যানুমোদিত ঈশ্বরকে,) কেহ কেহ ভারতকে (ভারতপুরাণপ্রোক্ত সাকারকে) ভজনা করেন; কিন্তু আমি সেই নন্দকে বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে (প্রাঙ্গণে) পরব্রহ্ম বিহার করেন।

[তথাহি কর্ণামৃতে]

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃতস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন, অহো! এই ভগবান্ কৃষ্ণের দেহ অতীব মধুর, আননপদ্ম অতীব মধুর, মৃদুহাস্যই বা কি মনোহর সুগন্ধি! কি আশ্চর্য্য! ইহার সমস্তই মধুর! মধুর! মধুর!

[তথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

[তথাহি তত্র]

কেবল শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে]

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিস্তু সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজম্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, ইন্দ্রাদি নামে বেদে, ব্রহ্ম নামে উপনিষদে, পুরুষ নামে সাংখ্যে, পরমাত্মা নামে যোগ-শাস্ত্রে এবং ভগবান্ নামে ভক্তিশাস্ত্রে যাঁহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সেই হরিকে যশোদা পুত্র-জ্ঞান করিয়াছিলেন।

[তথা তত্রৈব]

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোদূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥

[অথ জাগরণ]

প্রাতঃকালে নিত্য কৃত্য করি পৌর্ণমাসী। অচ্যুত-জননী স্থানে মিলিলেন আসি॥
আসি দেখে নন্দালয় অতি মনোহর। প্রেম চন্দ্রে পূর্ণ পৌর্ণমাসী-কলেবর॥
গোবৎস-পূরিত স্থল নানা রত্নময়। গব্যের মন্থন-বিন্দু লাগিয়াছে গায়॥
দুগ্ধফেণ সম শয্যা কোমল নির্ম্মল। তাতে শুইয়াছেন কৃষ্ণ শ্যামল সুন্দর॥
শ্বেতদ্বীপ প্রায় সেই আলয় দেখিয়া। রহিয়াছেন পৌর্ণমাসী হরষিত হঞা॥
ব্রজেশ্বরী দেখি পৌর্ণমাসী আগমন। অভ্যুত্থান করি তথা কৈল গমন॥
ব্রজেশ্বরী যায়ে তাঁরে প্রণাম করিল। কৃষ্ণের মাতাকে তেঁহো আলিঙ্গন কৈল॥
আশীর্ব্বাদ করি তাঁরে পৌর্ণমাসী বলে; পতি পুত্র ধেনুগণের পুছয়ে কুশলে॥
তেঁহো কহেন কুশল সব তোমার প্রসাদে। চল পুত্র দেখি ভাঙ্গি মনের বিষাদে॥
এত বলি দোঁহে অতি উৎকণ্ঠিত হয়ে। কৃষ্ণ-শয্যালয় গেলা দর্শন লাগিয়ে॥
হেনই সময়ে সব কৃষ্ণ-সখা-গণে। আসিয়া ডাকয়ে কৃষ্ণে রহিয়া অঙ্গনে॥
গোভট ভদ্রসেন সুবল স্তোককৃষ্ণ। অর্জ্জুন শ্রীদাম আর উজ্জ্বল সতৃষ্ণ॥
দাম কিঙ্কিণী আর সুদামাদি সখা। সবেই আইল তার কে করিবে লেখা।
বলরাম অঙ্গনে তোমার এখনও শয়ন। প্রভাত হইল তবু না হয় চেতন॥
সখাগণ বাক্যে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হৈল। জানিলেন সব সখা অঙ্গনে আইল॥
হিহি হিহি শব্দে মধুমঙ্গল উঠিলা। গমন স্খলনে কৃষ্ণ নিকটে আইলা॥
নিকটে যাইয়া বটু উচ্চ করি ডাকে। উঠ উঠ উঠ কৃষ্ণ চলহ গোষ্ঠকে॥
তার বাক্যে গত নিদ্রা কৃষ্ণের হইল। ঘূর্ণ পূর্ণ চক্ষে তবু উঠিতে নারিল॥
ক্ষীরোদকশায়ী যেন রতন মন্দিরে। অনন্ত রতনশয্যায় যোগনিদ্রা ছলে॥
প্রলয়কাল অবসানে বেদমাতা যায়ে। চেতন করায় তাঁরে স্তবন করিয়ে।
এই মত ইহা এই ব্রজেশ্বরী মাতা। জাগায়েন কৃষ্ণচন্দ্র সুস্নেহ মমতা॥
পর্য্যঙ্ক উপরে দিল নিজ বাম কর। অঙ্গভার দিল সেই হস্তের উপর॥
অন্য হস্ত পদ্মনালে কৃষ্ণ প্রতি অঙ্গ। ও মুখ দর্শনে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
নয়নে আনন্দজল বহে অবিরাম। স্তনদুগ্ধ-ধারায় সেই শয্যা কৈল স্নান॥
বাৎসল্যে ব্যাকুলা হয়ে গদগদ বাণী। উঠ পুত্র মুখপদ্ম দেখুন জননী॥
তোমার নিদ্রার ভঙ্গ ভয়ে তুয়া পিতা। আপনেই গোষ্ঠে গেলা গাভী বৎস যথা॥
উঠ পুত্র কর নিজ মুখ প্রক্ষালন। সখা সঙ্গে যায়ে কর গাভীর দোহন॥
কালিন্দী ইত্যাদি করি যত গাভীগণ। সবই করিছে তব পথ নিরীক্ষণ॥
স্তব্ধ-কর্ণ উর্দ্ধমুখে স্তনদুগ্ধ ভরে। পীড়া পায় তবু বৎস আহ্বান না করে॥
তুমি গেলে তা সবার দুঃখ যায় দূর। তৃষার্ত্ত বাছুরে পিয়ে তবে দুগ্ধ পূর॥ ৩৭১॥

[শ্রীগোবিন্দলীলামৃত]

"সচকিত তবে কৃষ্ণ তাহা শুনি"

কৃষ্ণের সঙ্কোচ দেখি শ্রীমধুমঙ্গল। কহিতে লাগিলা কিছু মাতার গোচর।
সত্য মাতা কত কেলি চঞ্চল হইয়া। বনে বনে ভ্রমেণ কৃষ্ণ ফুল উঠাইয়া॥
কুঞ্জের ভিতরে কত করে নানা খেলা। আমার নিষেধ কথায় হাসে করি হেলা॥
এমন বচন কৃষ্ণ শুনিয়া সকল। মাতার আগে করে বাল্য প্রকাশের ছল।
ঈষৎ হাসিয়া যত্নে চক্ষু প্রকাশয়। পুনঃ চক্ষু মেলে পুনঃ নিদ্রালস হয়।
তবে পৌর্ণমাসী শুনি ব্রজেশ্বরী বাণী। দেখি কৃষ্ণে বাল্য চেষ্টা মনে অনুমানি।
ব্রজেশ্বরীর ভাবান্তরাচ্ছাদন করিতে। হাসি পৌর্ণমাসী কিছু লাগিলা কহিতে।
নিরন্তর সখা সঙ্গে বিহার করিতে। শ্রান্ত হয়ে শুয়ে আছ এই ত প্রভাতে।
তাহাতে তোমার আর কিবা দিব দোষ। কিন্তু তোমার দরশনে সবার সন্তোষ।
ধেনুগণ দুগ্ধভরে স্তনে পায় পীড়া। তৃষিত আছয়ে বৎস ত্যজি নিজ ক্রীড়া॥
সঙ্কর্ষণ অঙ্গনেতে সখাগণ লঞা। আছয়ে তোমার সবে মুখ নিরখিয়া।
অতএব উঠ কৃষ্ণ গোদোহন কাল। জাগিয়া করহ যত প্রাতঃকৃত্য আর।
এই মত কত কব প্রণয় বচনে। জাগাইল কৃষ্ণচন্দ্রে উঠিলা তখনে॥
দুই হস্তে মুষ্টি বান্ধি অঙ্গ বিমোড়ন। ঢুসালস অঙ্গ করে জৃম্ভা বিসর্পণ।
দশনাংশু যেন চন্দ্র চন্দ্রিকামোহন। নূতন তমাল তনু মদনমোহন।
পালঙ্কের এক দিকে বসিলেন আসি। পদাব্জযুগল তবু পৃথিবী পরশি।
জৃম্ভা বিসর্পণ করে গদ্গদবচন। যোড় হস্তে কৈল পৌর্ণমাসীকে বন্দন।
এলাইল কেশ মঞ্জু অঞ্জনের পুঞ্জ। খসিল কুসুমাবলি সব মনোরঞ্জ।
স্নেহভরে ব্রজেশ্বরী সেইত কুন্তল। সম্বরণ করি বান্ধে ঝুটি মনোহর।
নিকটে স্বর্ণের ঝারি জল সুশীতল। মুখ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর।
মাতা নিজ পটাঞ্চলে বদন মুছিল। অলসে ঘূর্ণিত চক্ষু দেখি সুখ পাইল॥
মধুমঙ্গলের কর ধরি বামকরে। ডাহিনে ধরিল বংশী অতি মনোহরে॥
মাতা পৌর্ণমাসী সঙ্গে শয্যালয় হৈতে। অঙ্গনে আইল কৃষ্ণ অতি হরষিতে॥ ৩৭২॥

(যদুনন্দন)

—*—

[শ্রীকৃষ্ণ ও সখাগণ]

দেখি সখাগণ সব আইল ধাইয়া।
কৃষ্ণাঙ্গ পরশ কৈল হরষিত হৈয়া॥
কেহ আসি কর স্পর্শে কেহ বা পটান্ত।
কেহ অঙ্গ স্পর্শে কেহ দর্শনে সুশান্ত॥
প্রেমোৎসাহ সবাকার প্রফুল্ল বয়ান।
এই মত বেঢ়িল সখা কমল-বয়ান॥
ব্রজেশ্বরী কহে কৃষ্ণ গোষ্ঠকে যাইয়া।
তৎকালে আইস ঘরে গাভী দোহাইয়া॥
কৃষ্ণ বলে শীঘ্র মাতা আসিতেছি ঘরে।
এই কহি সখা সঙ্গে নানা লীলা করে॥
এত বলি ব্রজেশ্বরী গেলা নিজ ঘর।
পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ লৈঞা গেলা নিজস্থল॥
তবে যত সখা সঙ্গে গাভী দোহাইতে।
গোষ্ঠকে চলিলা কৃষ্ণ অত্যন্ত ত্বরাতে॥

কহিতে লাগিল কিছু মধুমঙ্গল সে বটু।
পরিহাস করে সেই বাক্যে অতি পটু ॥৩৭৩॥
(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত)

[সখীগণ]

রামকেলি

গুরু জন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহ নিজ কাজ সমাপল জান ॥
কো সখী দধি-মন্থন করু যাই।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাই ॥
কোই সখী গুরুজন সেবন কেলি।
কনক-কুম্ভ লই কোই চলি গেলি ॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার ॥
নিতি নিতি করত হিঁ ঐছন রীত।
গোবিন্দ দাস কহে অনুপ চরিত ॥৩৭৪॥

—০-০—

[গোপিকাগণ]

বৃন্দাবন নাম ভূমি ত্রিলোক অনুপাম।
উপবন আদি যত নানা-সুখ-ধাম ॥

উপমা দিবার কিছু নাহি সমতুল।
সুখদ সুগন্ধ নানা রূপে ফল ফুল ॥

নানা কুতূহলে নিশি হৈল সমাপন।
নিজ নিজ গৃহে গেল গোপাঙ্গনাগণ ॥
কৃষ্ণমায়া লখিতে না পারে কোন জন।

শুন রাজা পরীক্ষিত কহিনু তোমারে।
নানা কেলি করে কৃষ্ণ গোকুলনগরে ॥

গোপিকার মনে কৃষ্ণ জাগে নিরন্তর।
ভাবে গুণনিধি কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর ॥

নটবর বেশে শ্যাম বুলে বেড়াইয়া।
কুলের কামিনী সব চাহে উকি দিয়া ॥

কুম্ভ লৈয়া যায় গোপী যমুনার জলে।
মুরলী বাজায় কৃষ্ণ কদম্বের তলে ॥

কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ যৌবন দর্শনে।
পাসরিতে নারে গোপী শয়নে স্বপনে ॥

হৃদয়ে সদাই জাগে সে কানুর লেহা।
অনুরাগে গোপিনী ধরিতে নারে দেহা ॥

দেখিলে জীয়ায় গোপী মরে না দেখিলে।
সঘনে ঝুরয়ে প্রেম নয়ান যুগলে ॥

এক দিন গোপী গিয়া নন্দের আগারে।
কৃষ্ণের লাবণ্য কহে গিয়া যশোদারে ॥

শুন গো যশোদা তোর পুত্রের বন্ধান।
গোবিন্দ-মঙ্গল দুঃখী শ্যামদাস গান ॥৩৭৫॥

—০*০—

রাগ বসন্ত বরাড়ি

বিহানে সকল বনিতামণ্ডল
গোরস মথন করে।
ছান্দনি মথনি মথয়ে গোপিনী
ঘন ঘন জয় পুরে ॥

গোপীগণ রসবতী গোবিন্দ যাহার পতি
দেখিতে মূরতি মনোহরে।
লাবণ্য ললিত রসে বসন্ত কোকিল ভাষে
নৃত্য গীত পঞ্চম সুস্বরে ॥

নবনী নিকর করি ঘোল রাখে ভাণ্ড ভরি
তবে গোপী সাজায় পসরা।
ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি সর ছানা নানাবিধি
ক্ষীর রাখে ভরি সরা সরা ॥

পসরা সাজন করি বেশ করে ব্রজনারী
কুন্তলে কবরী বান্ধে বামে।
স্বর্ণ সীতি পরে শিরে সীতিতে সিন্দুর পরে
লোটন টানিয়া ফুলদামে ॥

কৃষ্ণ-কথা সুধাময় শ্রবণে আনন্দ হয়
একান্ত ভজিলে জন্ম নাই।
গোবিন্দ মঙ্গল রসে দুঃখী শ্যামদাস ভাসে
পার কর কাণ্ডারী কানাই ॥৩৭৬॥

—[❁]—

--ঃ যশোদার নিকট গোপীগণের ঃ—
কৃষ্ণানুরাগ প্রকাশ

—০০—

রাগ করুণা

গোকুলের যত গোপী শত শত
নন্দের মন্দিরে গিয়া।
যশোদার আগে কহে অনুরাগে
শ্যাম রসে বশ হৈয়া ॥

শুন নন্দরাণি কানুর কাহিনী
কহি তোমা বরাবরে।
মধুর মূরতি নিন্দি রতি-পতি
মোহন মুরলী করে ॥

তরুয়া কদম্ব করি অবলম্ব
রহে ত্রিভঙ্গিম ছান্দে।
মুরলীতে গায় ধ্বনি শুনি তায়
কুলের কামিনী কান্দে ॥

বংশী-নাদ শুনি তপ ছাড়ে মুনি
পবন হইল স্থির।
তপন-তনয়া মগন হইয়া
উজানে বহিল নীর ॥

বন-জন্তুগণ না ধরে জীবন
শুনিয়া বংশীর স্বান।
খগ মৃগ যত হইল মোহিত
তৃণ-মুখে ধেনু ধ্যান ॥

মুরলী শুনিয়া সলিল ত্যজিয়া
কূলে উঠে মীন চয়।
জীয়ন্তে ঝুরয়ে মৃত মুঞ্জরয়ে
পাষাণ গলিয়া যায় ॥

মুরলীর নাদ অতি পরমাদ
মরমের কথা কয়।
রসিক রমণী কেমনে না জানি
পরাণ ধরণ লয় ॥

দেখিলে সে কান চমকে পরাণ
নয়নে ঝরয়ে বারি।
হেন গুণনিধি কত কালে বিধি
গঠিল কেমন করি ॥

যে দেখে তাহারে পরাণ না ধরে
হেন বেশ ধরে কানু।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে মোহে রতি-নাথে
রমণী না ধরে তনু ॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব মোহিত এ সর্ব্ব
মোহন বংশীর স্বানে।
কানুর চরিতে মজিল সু-ব্রতে
দুঃখী শ্যামদাস গানে ॥ ৩৭৭ ॥

—ঃ০ঃ—

না জানি কেমন কানু কি জানে সাধন।
তার অনুরাগে নারি ধরিতে জীবন ॥

গুরু পরিজন ভয় মনে লাগি লাগে।
হেন মনে করি থাকি সে কানুর আগে ॥

তাহার লাবণ্যে প্রাণ ধরিতে না পারি।
মনে করি কানুর নিছনি লৈয়া মরি ॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি ত্রিভুবন বাসী।
কানুর মুরলী শুনে বৃন্দাবনে আসি ॥

বনচর জলচর সবে হয় ভোলা।
এমন রসের বেণু বায় তোর বালা॥

কত পরিপাটি জানে বানাইতে বেশ।
দরশনে পুলকিত শরীর আবেশ॥

কানুর তুলনা দিতে অখিলে না দেখি।
হেন জন তোর পুত্র শুন চন্দ্রমুখি॥

অনেক কামনা তোর ছিল পূর্ব্বকালে।
সেই ফলে গোবিন্দ বিহরে তোর কোলে॥

বড় ভাগ্যবতী তুমি নন্দের ঘরণী।
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে না জানি॥

ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র রুদ্র ধেয়ানে না পায়।
পুত্র-ভাবে কোলে কাঁধে তুমি কর তায়॥

কানুর লাবণ্য দেখি আমরা সকল।
ধৈরয ধরিতে নারি হৃদয় বিকল॥

এত শুনি যশোদা আপনা ভাগ্য মানি।
জগতে বাখানে ধন্য ধন্য যদুমণি॥

হেন রূপে গোপ-পুরে
গোবিন্দ বিহরে॥ ৩৭৮॥
(দুঃখী শ্যামদাস)

—:০:—

[শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার]
ও
গো-দোহন লীলা

সুহই

নিজ গৃহে শয়ন কয়ল যব কান
জননী জাগায়ল ভৈ গেল বিহান॥

আলস ত্যজি উঠ যদুরায়।
আগত ভানু রজনী চলি যায়॥

শয়ন উপেখি চলল বরকান।
নূপুরের নাদে জাগল পাঁচবাণ॥

প্রাতহি দোহন করত যদুচাঁদ।
তুরিতঁহি দেয়ল দোহন ছাঁদ॥

নিকটহি গোঠ মিলল যব আয়।
গোবিন্দদাস মুটকি লই ধায়॥ ৩৭৯॥

—:—

রামকেলী

প্রভাতে উঠিয়া বরজ-রাজ।
সকালে চলিলা ধেনু সমাজ॥

সখাগণ আসি মিলল তাই।
আনন্দ বাঢ়ল ও মুখ চাই॥

গাভী দোহন করিয়া কান।
সুবলের সনে নিভৃতে যান॥

পুছত সুবল হেরিয়া মুখ।
কি ভেল আজুক রজনী সুখ॥

কহত নাগর করি প্রকাশ।
ভণতহিঁ রস শেখর দাস॥ ৩৮০॥

—::—

সুবল মিতা হে কি কব সে সব রঙ্গ।
সে যে মৃগখিনী হেরিয়া মুখানি
বাঢ়ল রস-তরঙ্গ॥

—:-:—

সুহিনী

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥

সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
বহু বিধ কেলি করল সোই॥
সে সব স্বপন হোয়ল মোই।

রভসে বিহসি মন্দ মন্দ।
রঙ্গ করল কতহুঁ ছন্দ॥

কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর-ভঙ্গিমা কুটিল দিঠ॥

ধনী হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥৩৮১॥

—০ঃ০—

পঠমঞ্জরী

কি কহব রাইয়ের গুণের কথা।
সব গুণে তারে গড়িল ধাতা॥
এ রস-বিলাস করিল যত।
এক মুখে তাহা কহিব কত॥
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে।
দরশন লাগি পরাণ কান্দে॥
শুন হে পরাণ-বল্লভ সখা।
সে ধনি পুন কি পাইব দেখা॥
নয়ান-বাণ সে হানিল যবে।
বিভোর হইয়া রহিলুঁ তবে॥৩৮২॥
(কবিরঞ্জন)

—০০০—

সুহই

গোঠ মাঝহি কয়ল পয়াণ।
গোধন-দোহন করতহিঁ কান॥
ঘন ঘন হাম্বা-রব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজে ধেনু সব ধাব॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ॥
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ॥
গোধন গরজত বড়ই গভীর।
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর॥
গোরস ক্ষীর বিরাজিত অঙ্গ।
তমালে বিথারল মোতিম রঙ্গ॥
মুটকি মুটকি ভরি রাখত চারি।
গোবিন্দদাস পহুঁ করত নেহারি॥৩৮৩॥

—০—

কত রঙ্গে গো-দোহন করে যদুমণি।
পাদপদ্ম অগ্রে ভর করিয়া আপনি॥

দোহয়ে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সখারে।
বাছুরে পিয়ায় স্তন হারষ অন্তরে॥

লালন করয়ে যত ধেনু বৎসগণে॥
অঙ্গ মুছে করে কৃষ্ণ অঙ্গ কণ্ডুয়নে॥

এই রূপে করে কৃষ্ণ গো দোহন লীলা।
বৎসচারণ আর সখা সঙ্গে খেলা॥

—ঃ০ঃ—

ভূপালি

সহচর সঙ্গহি নাগর কান।
গোধন-দোহনে আওল বিহান॥

গো গণ মাঝে চলল যদু-বীর।
ঘন হাম্বা রবে গরজে গভীর॥

ধেনু-চরণে দেই ছান্দন ডোর।
দোহত গো-রস নন্দকিশোর॥

তনু তনু লাগল দুধক ধার।
মরকতে যৈছন মোতি বিথার॥

গাগরি ভরি ভরি ভার সাজাই।
ভার-বাহক দেহ গেহ পাঠাই॥

কো কহু গোধন-দোহন রঙ্গ।
খেলই পুন সব সহচর সঙ্গ॥

শিশুগণ যুঝত করে লই দণ্ড॥
তবহি আনাওল সমরক যণ্ড॥

কত কত কৌতুক হেরই তথাই।
শ্রবণে সুবল কহে আওত রাই॥

শুনইতে সচকিত নাগর কান।
তাকর সঙ্গহি কয়ল পয়ান॥

দুহুঁ জন পন্থ নেহারত ঠারি।
কহ মাধব হাম যাউঁ বলিহারি ॥৩৮৪॥

—※—

[শ্রীরাধিকার জাগরণ]

তবে ওথা শ্রীরাধিকা করিয়া শয়ন।
রসাল সে নিদ্রা আর কুঞ্জ-পথ-শ্রম ॥
মুখরা জাগিয়া যায় নাত্নী জাগাইতে।
জটিলা আইসে তথা দেখা হৈল পথে ॥

রতন মন্দিরে রসালস ভরে
শয়নে আছয়ে রাই।
মুখরা বচনে জাগিয়া বিশাখা
জাগায়ে তাহারে যাই ॥
অতি ত্বরা ডাকি কহে উঠ সখি
ঘুচাই অলস কাজ।
তার বাণী শুনি মুগধী সুধনী
জাগে ঘুমে দিঠি রাজ ॥
রাজহংসী যেন নদীতে শয়ন
তরঙ্গে ঢালয়ে ঘন।
রতন পালঙ্কে রাই এই রঙ্গে
হিল্লোল এ দুই নয়ন ॥
হেন কালে রতি- মঞ্জরী সুমতি
জানে অবসর কাল।
বৃন্দাবনেশ্বরী পদ-যুগ ধরি
সেবন করয়ে ভাল ॥
কতেক প্রকার করি বারেবার
জাগায় সকলে সখী।
উঠি ত্বরা করি বসিলা সুন্দরী
ক্ষিতিতলে পাদ রাখি ॥৩৮৫॥
(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত)

—०:::०—

[গোষ্ঠ-বিরহে শ্রীরাধা]

সুহই

কহে সুবদনী শুন গো স :
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন জুড়াই জীবন
বদন দেখিব তার ॥
তাহার আরতি কি বা দিবা রাতি
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ ফেটে যায় বুক
গুমরে গুমরে মরি ॥
সহেনাক আর করি অভিসার
আজি হই বলরাম।
যশোদা-মন্দিরে যাইব সত্বরে
ভেটিব নাগর কান ॥
শুনিয়া ললিতা হাসি কহে কথা
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডিদাস ভণে যশোদা যতনে
সঁপিবে তোমার করে ॥৩৮৬॥

—:•:—

[স্নান-চ্ছলে শ্রীরাধার অভিসার ও মিলন]

ভাটিয়ারি

সকালে সিনানে চলিলা গোরী।
সখীগণ সঞে আনন্দে ভোরি ॥
সুগন্ধি তৈল হলদি লইয়া।
কোন সখী আগে চললি ধাইয়া ॥
কেহ ত বসন ভূষণ নিলা।
রাইয়েরে বেড়িয়া সভে চলিলা ॥
দূর সঞে হেরি নাগর রাজ।
তুরিতে আওল ধেনু সমাজ ॥
রাই রূপ হেরি বিভোর হৈয়া।
দোহনের ছাঁদ পড়ে আউলাঞা ॥

কহয়ে শেখর রসিক-রাজ।
ভুলল গোধন-দোহন কাজ ॥৩৮৭ ॥

—:০:—

কর্ণাট বা পুরবী

রাধা বদন- চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামেরু নয়ন-চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু ধবলী দোহত
বাছুরী কোরে আগোর ॥

শুনহি দোহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলি করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজ-নারী ॥

লাজহিঁ লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন লেই ছান্দন-ডোর।
ধবলীক ভরমে ধবল পদ ছান্দই
গোবিন্দদাস পহুঁ ভোর ॥ ৩৮৮ ॥

—:*:—

শঙ্করাভরণ

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে ॥

চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে।
রাই প্রেমরসে ভাসল রে ॥

মূরুছি অবনী তলে পড়ল রে।
অরুণিম লোচন ঢর ঢর রে ॥

করে পহু কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে ॥

দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস মন-মোহন রে ॥ ৩৮৯ ॥

—:*:—

[গো-দোহনে মিলনং]

যথা রাগ

যে পথে নাগর শিরোমণি।
সে পথে চলিলা সুবদনী ॥

নাগর সহচর মেলি।
গোঠহি করু কত কেলি ॥

ধেনু চরণে দেই ছন্দ।
দোহন করু অনুবন্ধ ॥

গো রসময় সব অঙ্গ।
তমালেহ মোতিম রঙ্গ ॥

মুটকি মুটকি ভরি ঢারি।
সুবল সখা সহকারী ॥

দূর সঞে হেরল রাই।
হেরি মাধব বলি যাই ॥ ৩৯০ ॥

—০:০—

মায়ুর

রাধা-মুখ-শশী হেরইতে আকুল
ভৈ গেল নন্দকিশোর।
নিজ কুল ধরম করম সব বিছুরল
বিছুরল ছান্দন-ডোর ॥

হরি হরি ইহ কিয়ে ভেলহিঁ রঙ্গ।
বিছুরল শৃঙ্গ বেত্রবর পাচনি
বিছুরল অগ্রজ সঙ্গ ॥

বিছুরল শ্রীদাম সুবল মধুমঙ্গল
বিছুরল যুদ্ধক ষণ্ড।
মন মাহা মদন- মহোদধি উছলল
বিছুরল দোহন-ভাণ্ড ॥

হেরইতে ভাবিনী সো রূপ-লাবণি
তনু মন রুরু অনুবন্ধে।
খিড়িক সমীপ সুধামুখী মিলল
রায়শেখর পদ ছন্দে॥৩৯১॥

—০:০—

যথা রাগ

নিরজনে দুহুঁ জন দরশন ভেল।
হেরইতে বদন বিবশ ভৈ গেল॥

দুহুঁ জন পুলকিত গদ গদ ভাষ।
দূরে গেও গুরু-ভয় দূরে রহু লাজ॥
উদ্ধবদাসে কহ পড়ল অকাজ॥৩৯২॥

—:০:—

[স্নানচ্ছলেন মিলনং]

(দিনান্তরে)

বিভাস

রজনী প্রভাতে চলল বর-রঙ্গিনী
নদী অবগাহন-রঙ্গে।
সুবাসিত তৈল হলদী লই আমলকী
প্রিয় সহচরী সঙ্গে॥
গজবর-গতি জিনি গমন সুমন্থর
চাঁদ জিনিয়া মুখ-জ্যোতি।
কবরী বিরাজিত মণিময় সুরচিত
সীঁথে উজোরল মোতি॥
নীল বসন মণি- বলয়া বিরাজিত
সুন্দর কঞ্চুক ভার।
শ্রবণক টাঁটক মণিময় হাটক
কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ কমল সম রাতুল আতুল
রুণু ঝুনু নূপুর বাজ।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
ভুলল বিদগধ-রাজ॥৩৯৩॥

—০:০—

ভাটিয়ারি

সুন্দরী সখী সঞে কয়ল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥

দশনক জোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন কহয়ে পিক-বাণী॥

কর-পদ তল থল- কমল-দলারুণ
মঞ্জীর রুনু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতল মনমথ-রাজে॥৩৯৪॥

—:০:—

সুহই

সখি বড় অপরূপ ভেলি।
রাই যমুনা সিনানে গেলি॥
কানু দরশন ভেল।
কিয়ে ইঙ্গিত কেল॥
বুঝিয়া সে সব রীত।
সবে গেল আন ভিত॥
যব হোত নিরজনে।
পৈশলি নিকুঞ্জ বনে॥
কি দুঁহু কয়লি লেহ।
জ্ঞান কি বুঝিব থেহ॥৩৯৫॥

—:০:—

[জল-কেলি]

যথারাগ

বিপিন হি কেলি কয়ল দুহুঁ মেলি।
জল মাহা পৈঠি কয়ল জল-কেলি॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়ান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥৩৯৬॥

—(০)—

কূলে বসি দেখে গোপী গোবিন্দের লীলা।
রাধা-কানুর যমুনা-তরঙ্গে রস-খেলা॥
হাস্য লাস্য কটাক্ষ কৌতুক কেলি-রসে।
রাধা কানু দুই জন প্রেম-রসে ভাসে॥
দুহুঁ মুখ মনোহর অমিয়া বরিখে।
পুষ্প ভ্রমে অলি তাঁহে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
কূলে বসি দেখে গোপী রাধা কানু জলে।
দোঁহা রূপ শোভা সম না দেখি অখিলে॥
ভাগ্যবতী যমুনার জলে রাধা কানু।
কেলি কলা আরতি পিরীতিময় তনু॥
গোপীগণ বলে কানু জান ভাল রঙ্গ।
রাধার লাগিয়ে এত রসের তরঙ্গ॥
রাধার পিরীতে তুমি পরম কৌতুকী।
কূলেতে বসি আমরা দোঁহার রঙ্গ দেখি॥

গোপীগণের পাশে গেলা রাধা কানু।
গোপিকামণ্ডল মাঝে সাজে দোঁহা তনু॥
আনন্দে আহিরী নারী রাধিকা সংহতি।
বরণ করিলে শ্যামে বড় হৃষ্টমতি॥
গোপিকামণ্ডল মাঝে সাজে শ্যামরায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখী শ্যামদাস গায়॥ ৩৯৭॥

—০:০—

[তথা শ্রীচরিতামৃতে]
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥

—:০:—

রাধা সহ ক্রীড়া রসবৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥
[তথা হি পদ্মপুরাণে]
"সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা"
গোপীগণমধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা।

—০:০—

[গোপীগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বরণ]

নটবর বেশে মনের হরষে
গোপিকা-মণ্ডলে কানু।
মধুর মূরতি নিন্দে রতি-পতি
ভুবন মোহন তনু॥

বরজ যুবতী বর-মালা গাঁথি
বরণ করি গোপালে।
বন্ধুয়া বলিয়া বাহু পসারিয়া
রাই কানু কৈল কোলে॥
পিরীতি দুর্লভ গোপিকা-বল্লভ
জানে সবাকার মন।
স্থল অনুপাম বৃন্দাবন ধাম
বিহরে গোপী-রমণ॥

বেদ-পতি যাঁরে ভাবে নিরন্তরে
যোগেন্দ্র জপে ধেয়ানে।
গোপীগণ ভাগ্যে বহু অনুরাগে
হাস্য রস আলিঙ্গনে।

শুক সনাতন শিব সুরগণ
সদা যাঁর গুণ গান।
কমলা ভারতী ছাড়িয়া আরতি
গোপীগণে মাগে দান॥

কালিন্দীর তটে রত্নময় ঘাটে
জল-ফুল নানা ভাতি।
হংস কারণ্ডব ডাহুকী ডাহুক
জলচর কত জাতি॥

ইন্দীবর নীল অম্বুজ সকল
শতদলে করে শোভা।
অলি উনমত্ত পরাগ-ভূষিত
মধু-রসে মনোলোভা॥

সুর-তরু মূলে কুসুম বহুলে
নানা কল্প তরু-লতা।

শুক পিক ধ্বনি নাচে শিখণ্ডিনী
দয়েল ফুকরে তথা ॥
যমুনার তীর গহন গভীর
অমৃত অধিক পানী।
যার কূলে কেলি করে বনমালী
সঙ্গে রাধা ঠাকুরাণী ॥

দয়ার ঠাকুর কৃপার অঙ্কুর
করুণা-সাগর হরি।
সবাকার মন হইল পূরণ
ভাবের বশ মুরারি ॥

মায়ার নিদান পুরুষ প্রধান
পতিত-পাবন হরি।
লীলাময় শ্যাম তনু অনুপাম
যার প্রিয়া ব্রজ-নারী ॥

শুন নরপতি পুরাণ ভারতী
শ্রবণে অমিয়া রাশি।
দুঃখী শ্যাম কয় যদি করে লয়
নিধি পায় ঘরে বসি ॥৩৯৮॥

—(০)—

"নিতি নিতি নব অনুরাগ"

—:০:—

বিহাগড়া

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ ॥

দুহুঁ দোহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম ॥

নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস ॥৩৯৯ ॥

—:০:—

ভূপালী

দুহুঁ রসে হেরি ভোর পাঁচ-বাণ।
কেলি-কলা নিয়ে করত সন্ধান ॥
বিপুল পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার।
চির থির নয়ানে নীর অনিবার ॥
কাঁপই থরহরি বিদগধ-ভায।
দুহুঁ দুহাঁ পরশনে কতহুঁ উল্লাস ॥
আন আন সঙ্গে রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস ॥ ৪০০ ॥

—০—

"নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস"

—:০:—

"কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ"

—*—

সওয়ারি

নিতই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঁই নাহি পায় তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাহি ক্ষয় ॥
সখি হে অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঁই অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম ॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবারে করিল অন্ধ ॥
চণ্ডিদাস কহে দুহুঁ সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন-কোন জনে
শুনি না দরবে চিত ॥ ৪০১ ॥

—০০—

[শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য সম্ভোগ]

[বাজিকর]

"কানুর পিরীতি কুহকের রীতি
সকলি মিছাই রঙ্গ।
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডিদাস কয় বাজি মিছে নয়
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥

—*—

"কত বড় রঙ্গ তুমি জান হে কানাই।
তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই॥
(দুঃখী শ্যামদাস)

—০—

[নাপিতানী]

"হেন নাপিতানী দেখি যে নাই"—"ভাল নাপিতানী পরাণ-চুরি"—"নাপিতানী নহে রসিক-রাজ।" "শ্যাম-নাম কহে মোরে—জগৎ মোহিবার তরে ফিরি আমি নগরে নগরে।"

—০—

[যোগী-বেশে]

নব অনুরাগী যোগী এসেছে কুঞ্জের দ্বারে।
প্রেম-ভিক্ষা চায় সবারে প্রেমের নামে আঁখি ঝরে।
প্রেমিক যোগী ভিক্ষা তরে দাঁড়ায়ে কুঞ্জের দ্বারে।
যোগীর গায়ে ভস্ম মাখা
জোড়া ভুরু নয়ন বাঁকা
রমণীর কুল যায়না রাখা এক বার যদি চায় ফিরে।
(নীলকণ্ঠ)

—:০:—

[বাজিকর-মিলন)

তুড়ি
কানুর পিরীতি কুহকের রীতি
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লৈঞা গ্রামেতে চড়িয়া
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ ॥

সই কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ-বংশী-ধারি মদন সঙ্গে করি
ঢোলক ঢালক সাজি ॥

মদন ঘুরিয়া বেড়ায় ফিরিয়া
যুবতী বাহির করে।
দুইটা গুটিয়া ফেলাঞা লুকিয়া
বুকের উপরে ধরে ॥

ধীরি ধীরি যায় ভঙ্গি করি চায়
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়ায়ে পায়ে উঠয়ে তাহে
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে ॥

মুকুতা প্রবাল উগারে সকল
আর বহুমূল্য হীরা।
এক বার আসি উগরয়ে রাশি
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা ॥

কত ক্ষণ রই বাঁশ হাতে লই
যুবতী হিয়ায় গাড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া পায়েতে ছান্দিয়া
বাঁশের উপর চড়ে ॥

বাঁশের উপরে ঝুলিয়া পড়য়ে
হেলিয়া যুবতী মুখে।
মুখে মুখ দিয়া পান গুয়া নিয়া
ঘুরিয়া বুলয়ে সুখে ॥

লোকে নহে রাজি কেমন এ বাজি
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডিদাস কয় বাজি মিছে নয়
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥ ৪০২ ॥

—০§§০—

কামোদ

নাগিল আসিয়া বসিল হাসিয়া
কহয়ে বেতন দেও।
বেতনের কালে হাত দিয়া গালে
যুবতী সকলে কয় ॥

সই বাজিকরে নিবে যে কি
যত কিছু দিয়ে কিছুই না নিয়ে
বলে মোর যোগ্য সে কি।

মনে এই করি দেহ সুখ-সুধা
আর এক হয় মোর মনে লয়
তাহা মোরে দেহ জুদা ॥

সুন্দরীগণে বুঝিল মনে
ইহার গ্রাহক তুমি।
ঢিটের ঢিটানি খেতের মিঠানি
সকলি জানি যে আমি ॥

চণ্ডিদাসে কয় তবে কেন নয়
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে কহিলে না সুঝে
তাহারে বলি যে কালা ॥ ৪০৩ ॥

—:০:—

তথা রাগ

রসিক নাগর সাজি বাজিকর
সঙ্গেতে সুবল সখা।
ঢোলক বাজাঞা দড়ি দড়া লৈঞা
ভানু-পুরে দিলা দেখা ॥

ধূলা মাখি গায় জুলুপ ঝুলায়
নটপটি পাগ শিরে।
সুবল সখার কান্ধে দিয়া ভার
নামাইল ধীরে ধীরে ॥

কুহুক লাগাঞা ঝুলি যে খুলিয়া
মুকুতা বাহির করে।
উগারে বদনে বহুমূল্য ধনে
রাখে সব থরে থরে ॥

পেটে গুয়া দিয়া বাঁশেতে চড়িয়া
ঘুরয়ে কতেক পাকে।
দড়া দড়ি তায় হাঁটি হাঁটি যায়
সুতা উগারয়ে নাকে ॥

দেখিতে যতনে সব গোপীগণে
সঙ্গে রসবতী রাই।
আমার মহলে এস এস বলে
সভাই দেখিতে চাই ॥

শুনি বাজিকর চলে তার ঘর
লইয়া সকল সাজে।
শিরে পদ দিয়া পড়ে উলটিয়া
রাইয়ের আঙ্গিনা মাঝে ॥

কতেক কুহুক দেখায় কৌতুক
শিরে হাঁটি হাঁটি চলে।
ধনি হাসি মন বিচিত্র বসন
বাজিকর শিরে ফেলে ॥

বসন না লয় আর ধন চায়
কহে সুবদনী পাশে।
হিয়ার মাঝারে যে ধন আছয়ে
দিয়া পুর অভিলাষে ॥

শুনিয়া নাগরী বুঝিলা চাতুরী
চমকিত হৈলা মনে।
হেন বাজিকর না দেখি যে আর
কত টিটপণা জানে॥

যমুনার কূলে সুর-তরু মূলে
সকল সাধিবা তথা।
এ উদ্ধব সাথে চলিলা তুরিতে
বুঝিয়া সঙ্কেত কথা॥ ৪০৪॥

—:০:—

[নাপিতানী-মিলন]

ধানশী

ধরি নাপিতানী-বেশ মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী খোলে নখ-রঞ্জণী
বোলে বৈস দেই কামাই॥

বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটী আনিয়া বিমল ঘটী
ঢালিলেক সুবাসিত বারি॥

করে নখ-রঞ্জণী চাঁছয়ে নখের কুণি
শোভিত করল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ-প্রায় ঘুম লাগে আধ গায়
হাত দিলা নাপিতানী কাঁধে॥

নাপিতানী একে শ্যামা ননীর পুতলী ঝামা
বুলাইছে মনের আনন্দে।
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায় আলতা লাগায় তায়
রচয়ে মনের হরষেতে॥

রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি হাসয়ে ঈষৎ হাসি
নিরখি নিরখি অবিরাম॥

নাপিতানী বলে ধনি দেখহ চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার।
দেখি সুবদনী কহে কি নাম লিখিলা উহে
পরিচয় দেও আপনার॥

নাপিতানী কহে ধনি শ্যাম নাম ধরি আমি
বসতি যে তোমার নগরে।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় এহ নাপিতানী নয়
কামাইলা যাহ নিজ ঘরে॥

—*—

(শেষ অংশের পাঠান্তর)

রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লেখে নাম আপনার।
নাপিতানী বলে ধনি দেখহ চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার॥

তবে শুনি তার বাণী দেখয়ে চরণ খানি
তাহার হেঁটে শ্যামের যে নাম।
বুঝি আন-মনে চাহে নাপিতানী পানে কহে
বোলে কহ আপনার নাম॥

শ্যাম নাম কহে মোরে জগৎ মোহিবার তরে
ফিরি আমি নগরে নগরে।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে নাপিতানী এহ নহে
কামাইয়া যাহ নিজ ঘরে॥ ৪০৫॥

—০:০—

সুহিনী

নাপিতানী কহে শুনলো সই।
অনাথী জনের বেতন কই॥

কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে॥

যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেয় তা সাক্ষাতে পাই॥

শুনি সখি কহে রাইক কাছে।
নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে॥

রাই কহে তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায়॥

সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস॥

আসি নাপিতানী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দেও আমায়॥

রাই কহে কি বা হইবে তোঁর।
সে কহে বেতন নাহিক ওর॥

হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
হেন নাপিতানী দেখি যে নাই॥

এমতে ধন যে করেছ কত।
সে কহে ভুবনে আছয়ে যত॥

এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥

তাহার পরশ রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লেহ॥

হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
ভাল নাপিতানী পরাণ-চুরি॥

পরশ রতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে॥

চণ্ডিদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতানী নহে রসিক-রাজ॥ ৪০৬॥

—:০:—

[দেয়াসিনী-মিলন]

কামোদ

গোকুলে দেব দেয়াসিনী আওল
নগরহিঁ ঐছে ফুকারি।
অরুণ বসন পরি জটিলি বেশ ধরি
কানু দ্বার মাহা ঠারি॥

শুনি ধ্বনি জটিলা তুরিতে চলি আওল
হেরইতে চমকিত ভেল।
হামারি বধূর রীতি হেরি জনু আন মতি
কহি নিজ মন্দিরে নেল॥

দেব দেয়াসিনী কান।
জটিলা বচনে সুধামুখী নিয়ড়হি
এক দিঠে নেহারে বয়ান॥

কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল
হৃদিমাহ পৈঠল কাল।
নিরজনে সোই মন্ত্রে যব ঝারিয়ে
তব ইহ হোয়ব ভাল॥

এত শুনি জটিলা ঘরহুঁ দুহুঁ লেয়ল
নিরজনে দুহুঁ এক ঠাম।
সব জন নিকসল বাহিরে বৈঠল
পূরল কানু মন কাম॥

বহু খন অতনু- মন্ত্র পড়ি ঝাড়ল
ভাগল তব সোই দেবা।
দেব দেয়াসিনী ঘর সঞে নিকসল
চাতুরী বুঝব কে বা॥

জটিলা বহুত ভকতি করি হরষিতে
কতহুঁ ভীখ আনি দেল।
কহ কবি শেখর বর ভীখ লেই তব
সোই দেয়াসিনী গেল॥ ৪০৭॥

—০—

[শ্রীরাধিকার রসোদ্গারোক্তি]

ধানশী

কহ সখি কিয়ে ভেল।
দেয়াসিনী কাঁহা গেল॥

হাম মুগধিনী নারী।
না শুনি অতনু ঝারি॥

ঐছন লুবধ কান।
কত না চাতুরী জান॥

সহজে আমরা বালা।
কে জানে এতহুঁ কলা॥

পহিল পিরীতি তায়।
বহু দিন নাহি যায়॥

ইথেই ঐছন কেল।
কুহক সমান ভেল॥

অপরে কি সুখ পাব।
কত না হোয়ব লাভ॥

শেখর কহয়ে ভাষা।
কানুনে পুরিবে আশা॥ ৪০৮॥

—০০০—

[প্রকারান্তরং]

[দেয়াশিনী-মিলন]

সিন্ধুড়া

দেয়াশিনী বেশে মহল প্রবেশে
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন
কুণ্ডল কর্ণেতে পরে॥
নাগর সাজি বাম করে ধরে।
পিন্ধিয়া বিভূতি সাজল যুবতী
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥

কহে জয় দেবি ব্রজপুর সেবি
গোকুল রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী সুভগ-দায়িনী
পূজ দেবী ভগবতী॥
আশীর্ব্বাদ শুনি গোপের রমণী
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে যত মনে লয়ে
বোলে গোপ ভাল আছে॥
সভাকার জয় শত্রু হউ ক্ষয়
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি
সভাকার ভাল হবে॥
সঙ্গেতে কুটিলা আইলা জটিলা
পড়য়ে চরণ ধরি।
আমার বধুর পতির মঙ্গল
বর দেহ কৃপা করি॥
শুনি দেয়াশিনী হরষিত বাণী
জটিলা সমুখে কয়।
বর যে লইবে ভালই হইবে
নিকটে আনিতে হয়॥
জটিলা যাইয়া আনিল ধরিয়া
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরিষে দেয়াশিনী পাশে
ঘুচাঞা বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী বোলে শুভ বাণী
সর্ব্ব সুলক্ষণ যুতা।
গন্ধর্ব্ব পাবনী জগদানন্দিনী
রাধা নাম ভানু সুতা॥
ধরি ধনি হাতে মনের আকুতে
নিরখি বদন তার
সাজিটি খুলিয়া ফুলটি তুলিয়া
বান্ধেন নাগরী চুলে।

আনন্দে থাকিবে সকলি পাইবে
কলঙ্ক নহিবে কুলে ॥
শুনিয়া সুন্দরী কহে ধীরি ধীরি
একথা কহলি মোয় ।
আমার হিয়ায় বেথাটি ঘুচায়
তবে সে জানিএ তোয় ॥
একটি শপতি রাখহ যুবতি
কহিতে বাসিয়ে ভয় ।
পরপতি সনে বেঁধেছ পরাণে
ইহাই দেবতা কয় ॥
হাসিয়া নাগরী চাহে ফিরি ফিরি
দেয়াশিনী ঘর কোথা ।
আমার ঘর হয় যে নগর
কহিব বিরলে কথা ॥
সঙ্কেত বুঝিয়া নয়ান ফিরায়্যা
তাক্ করে এক দিঠে ।
নিরখি বদন চিহ্নল তখন
শ্যাম নাগর ঢিটে ॥
ধীরি ধীরি করি বসন সম্বরি
মন্দিরে চললা লাজে ।
চণ্ডিদাস কয় সুবুদ্ধি যে হয়
বেকত করয়ে কাজে ॥ ৪০৯ ॥

—:০:—

[বণিকিনী-মিলন]

সিন্ধুড়া

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে ।
চুয়া যে চন্দন আমলকী বর্ত্তন
যতন করিয়া আনে ॥
কেশর যাবক কস্তূরী দ্রাবক
আনিল বেণার জড় ।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম কর্পূর চন্দন
আনিল মূথা শিকড় ॥

থালিতে করিয়া আনিল ভরিয়া
উপরে বসন দিয়া ।
মিছামিছি করি ফিরে বাড়ী বাড়ী
ভানুর দুয়ারে গিয়া ॥
চুবক লইয়ে ফুকরি কহয়ে
আইল দাসী যে ভবে ।
মোদের মহলে আসি দেহ বোলে
অনেক নিতে যে হবে ॥
থালিতে ধরিয়া আইল লইয়া
যেখানে নাগরী বসি ।
চুয়া সুচন্দন করহ রচন
বেণ্যানী মনেতে খুসি ॥
চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহিয়ে আমি ।
সকলি লইব বেতন সে দিব
যতেক আনহ তুমি ॥
আমলকী হাতে দিল সে যে মাথে
ঘষিতে লাগিল কেশ ।
ঘষিতে ঘষিতে শ্রম যে হইল
নাগরী পাইল ক্লেশ ॥
সুমধুর বাণী কহে সে বেণ্যানী
চুয়া মাখিবার তরে ।
চুল যে ঝাড়িয়া হাত নামাইয়া
মাথায় হৃদয়পরে ॥
পরশে নাগরী হইলা আগরী
পড়িলা বেণ্যানী কোরে ।
নিন্দ সে আইল অতি সুখ হৈল
সব শ্রম গেল দূরে ॥
বেণ্যানী বলে গেল যে বেলে
যাইতে চাহি যে ঘরে ।
উঠিলা নাগরী বসন সম্বরি
কহে কি লাগিবে মোরে ॥

দট আনিবারে কহিলা সখীরে
শুনিয়া নাগর-রাজে।
কহে না লইব আর ধন নিব
না কহি তোমারে লাজে॥

কহ না কেনে কি আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি।
থাকিলে পাইবে নতুবা যাইবে
থির হৈয়া কহ তুমি॥

বেণ্যানী কহয়ে হিয়ার ভিতরে
বড় ধন আছে সেহ।
সে ধন আমারে দেহ॥

তখনে নাগরী বুঝিলা চাতুরী
হাসিয়া আপন মনে।
গন্ধের বেতন হইল এমন
জীবন যৌবন টানে॥

কর সমাধান বুঝিলাম কান
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে মারহ পরাণে
কে বা শিখাইল তোঁরে॥

পরের নারী আশয়ে করি
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে কে বা পেয়েছে
না দেখিয়ে কোন স্থানে॥

চণ্ডিদাসে কয় কত ঠাঁই হয়
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবন ধনে কি বা বা মানে
সুঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥ ৪১০॥

—:০:—

[পসারী-মিলন]

বালা-ধানশী

গোকুল নগরে ইন্দ্র পূজা করে
দেখি আইল যতেক নারী।
নগর ভিতরে মহা কলরব
নাগর হইলা পসারী॥

দোকান দোকান মেলিলা তখন
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী বহু দ্রব্য আছে
যে নিতে চাহে যে ধন॥

মুকুতা প্রবাল মণিময় মাল
পোতিক মাণিক যত।
বহু দিন মেনে আনিল যতনে
তোমাদের অভিমত॥

খন্তিকা পুতিয়া মুকুতা ঝুলায়া
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী আসিয়া আপনি
দোকান নিকটে লাগে॥

সুমধুর বাণী বলে সে দোকানী
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতার মাল লইবে যে ভাল
কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥

শুনি নারীগণ বলয়ে বচন
গাহকী নহিয়ে মোরা।
কি বা ভাগ্য মেনে দেখিছি জনমে
এমন ধন যে তোরা॥

যুবতী রসাল নিল এক মাল
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হৈল আনন্দ বাড়িল
কতেক লইবে বলে॥

আর এক জনে সাধ করি মনে
লইল সোণার সূচ।
লই চলি যায় বেতন না দেয়
পসারী ধরিল তারে ॥
ফেরা ফেরি করে তবু নাহি ছাড়ে
কহে মূল্য দেহ মোরে।
কাড়াকাড়ি ঘন না মানে বারণ
অরাজক হৈল পারা।
যাহার যে বল কাটে সেই জন
রক্ষক হইবে কারা ॥

রজকী-সঙ্গতি চণ্ডিদাস গীতি
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান হৈল সমাধান
সকলি গেল যে লুটে ॥ ৪১১ ॥

—০—

[বাদিয়া-মিলন]

বরাড়ি

বাদিয়ার বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি বাহির করয়ে ফণী
তুলিয়া লইল এক গলে ॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা দেখিতে আইল খেলা
খেলাইছে মাল পুরন্দর ॥
সাপিনীরে দেয় থোব সাপিনী বাড়য়ে কোপ
দন্ত করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় সাপিনী ফিরিয়া চায়
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা ॥
খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
কহে তুমি থাক কোন্ স্থানে।
থাকি বনের ভিতরে নাগ-দমন বলে মোরে
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে আইলুঁ তোমার ঘরে
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল এক খানি পাব
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি ॥
বটের ভিখারী হও বহু মূল্য নিতে চাও
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
সদাই বেড়াও নদী-তটে ॥
বেদে কহে ধীরে ধীরে তোমার বস্ত্র নিব শিরে
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥
চুপ করে থাক বেদে যা পাও তা নেও সেধে
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।
চুরি দারি নাহি করি ভিক্ষা মাগি পেট ভরি
আমি ভয় করিব কাহারে ॥
তোমা লৈঞা করি ক্রীড়া তুমি কেন মান পীড়া
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় বাদিয়া যে এই নয়
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥৪১২॥

—:০:—

[বৈদ্য-মিলন]

ভাটিয়ারি

গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার দেখি এক বার
ভাল যে করিতে পারি ॥
শিরে শির-শূল পিরীতির জর
হৈয়া থাকে যে রোগীর।

বচন না চলে আঁখি নাহি মেলে
তাহারে পিয়াই নীর ॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি এমন ঔষধি
পিয়াইলে যায় জরি ॥
ঔষধ খাইয়ে ভাল যে হইয়ে
বট দিও তবে পাছে।
এক জন তথা শুনিয়া সে কথা
কহিল রাধার কাছে ॥
পরের মুখে শুনিয়া সুখে
হরষিত হৈল মন।
বলে যে যাইয়া আনহ ডাকিয়া
দেখি সে কেমন জন ॥
এ কথা শুনিয়া বাহির হইয়া
কহে এক সখী ধাই।
মোদের ঘরে রোগী আছে জরে
দেখ এক বার যাই ॥
শুনিয়া নাগরে ভাসিল সাগরে
আপন মনেতে খুসি।
এই বাড়ী হৈতে আসি যে তুরিতে
এখানে থাকহ বসি ॥
সাজ যে সাজিতে চলিলা নিভৃতে
চণ্ডিদাস কহে হাসি ॥৪১৩॥

—:—

ভাটিয়ারি

আপন বসন ঘুচাঞা তখন
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তকল্লবি ছান্দে বসন পিন্ধে
সঙ্গে চলয়ে হাঁটি ॥
মনোহর ঝুলি কান্ধে ॥
তাহার ভিতর শিকড় মিকড়
যতন করিয়া বান্ধে।
ঘুচাইয়া লাজে চিকিৎসক সাজে
বসিয়া রোগীর কাছে।
ঘুচাঞা বসন নিরখে বদন
(বলে) রোগ যে ইহার আছে ॥

বাম হাত ধরি অঙ্গুলি মুড়ি
দেখে ধাতু কি বা বয়।
পিরীতের জরে জেরেছে ইহারে
পরাণ রহে না রয় ॥

হাসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মোড়ি
ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে হইব সবলে
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥

ঔষধ যে হয় মনে করি ভয়
এখনি খাওয়াইয়া যেতাম।
ভাল যে হইত জর সে যাইত
যদি সে সময় পেতাম ॥

তখন নাগরী বুঝিলা চাতুরী
টাট নাগর-রাজ।
বাশুলী নিকটে চণ্ডিদাস রটে
এমন কাহার কাজ ॥৪১৪॥

—

[তথা দাশুরায়ের পাঁচালী]

ধনি, আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার বৈদ্যনাথ আমার
বিশেষ গুণ সে জানে ॥

ওহে ব্রজাঙ্গনা কর কি কৌতুক
আমারই সৃষ্টি করা চতুর্মুখ
হরি-বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ
ভ্রমণ করি ভুবনে ॥

চারি যুগে মম আয়োজন হয়
একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়
গঙ্গাধরচুর্ণ আমারই আলয়
কে বা তুল্য মম গুণে ॥
সংসার-কুপথ্য ত্যজে যে বৈরাগ্য
জনমের মত করি তায় আরোগ্য
বাসনা-বাত্তিক প্রবৃত্তি-পৈত্তিক
ঘুচাই তার যতনে ॥
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর
আমারই জানিবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর
জয়মঙ্গল আদি কোথা পাবে নর
সে কেবল আমারই স্থানে ॥
দৃষ্টিমাত্রে দেহে রাখি না বিকার
তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার
মরণের তার কি থাকে অধিকার
সদা আমায় ডাকে যে জনে ॥

—:০:—

[মালিনী-মিলন]

সুহিনী

এক দিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইলা রসিক-রাজ ॥

ফুল-মালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
কে নিবে কে নিবে ফুকারে পথে ॥

তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে কত লইবে কড়ি ॥

মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥

মালিনী কহয়ে সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥

এত কহি মালা পরায়া গলে।
বদন চুম্বন করয়ে ছলে ॥

বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
এত ঢীটপনা আসিয়া ঘরে ॥

নাগর কহয়ে নহি যে পর।
চণ্ডিদাস কহে কি কর ডর ॥৪১৫॥

—০:০—

[গ্রহ-বিপ্র মিলন]

ধানশী

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহ-বিপ্র বেশে যান ভানুর ভবন ॥

পাজি লয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানু-রাজ পুরে ॥

বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে ॥

বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তীনা নগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর ॥

প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে ॥

দ্বিজ চণ্ডিদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য ॥

তোমাদের মনেতে যে আছে যে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে ॥৪১৬॥

—:০:—

অনুরাগ

"ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥"

মিলনের পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার অনুরক্তিকে 'পূর্ব্ব-রাগ' এবং মিলনের পরে যে অনুরক্তি, তাহাকে 'অনু-রাগ' বলে।

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সদাই অনুভূত হয়েন এবং প্রত্যেক অনুভবেই নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়েন, তাহারই নাম অনুরাগ।

[তথাহি শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে]

প্রিয়-মুখ কমল যে যখন দেখয়।
নূতন নূতন বুদ্ধি প্রতি ক্ষণে হয়॥
দেখিয়াও দেখি নাই মনে উপজয়।
তৃপ্তি নাই হয় অনুরাগের বিষয়॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, নিত্য-নূতনত্ব একটি গুণ। যিনি সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও আপন মাধুর্য্যের দ্বারা অননুভূতের ন্যায় বিস্ময় জন্মাইয়া থাকেন তিনিই নিত্য-নূতন—

সদানুভূয়মানোঽপি করোত্যননুভূতবৎ।
বিস্ময়ং মাধুরীভির্যঃ স প্রোক্তো নিত্য-নূতনঃ॥

—(০)—

'উজ্জ্বলনীলমণি' বলেন—বীজ ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড শর্করা, সিতা ও সিতোপলের ন্যায় সমর্থা রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তিতে রতি, প্রেম, স্নেহ, মান প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ও মহাভাব এই আটটি দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, পূর্ব্ব সংস্কার বশেই হউক বা শ্রবণ দর্শনাদি দ্বারাই হউক, প্রীতি হেতুক শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সংলগ্ন হওয়ার নামই [রতি] ভাবের অপর একটী নাম 'রতি'। ভাবের পরিপাকাবস্থাকেই [প্রেম] বলে। চিত্ত সম্যক নির্ম্মল ও অভীষ্ট ভগবানে অতিশয় মমতা-সম্পন্ন হইলেই প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বিঘ্নাদি দ্বারা হ্রাস না হওয়াই প্রেমের চিহ্ন। মহিম-জ্ঞানযুক্ত ও কেবল ভেদে প্রেম দ্বিবিধ। বিধিমার্গানুসারী ভক্তের প্রেম মহিম-জ্ঞানযুক্ত এবং রাগমার্গানুসারী ভক্তের প্রেম 'কেবল' অর্থাৎ, শুদ্ধ মাধুর্য্য-জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর মমতার আতিশয্যে প্রেমের ও উত্তরোত্তর কয়েকটি অবস্থা হইয়া থাকে।

[তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ]

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে।

পবিত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষীকৃত হইলে, প্রেমরূপ আদিত্য-তেজের সাম্যভাব পরিগ্রহ করিলে, আর রুচিশক্তির প্রভাবে মাংস নির্ম্মল হইলে তাহাকেই [ভাব] কহে।

এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন।

[তথা হি তত্রৈব]

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।

যাহাতে মানস সম্যক্ প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, যাহা স্নেহাতিশয্যযুক্ত এবং যাহা ঘনীভূতস্বরূপ, পণ্ডিতেরা তাদৃশ ভাবকে [প্রেমা] বলিয়া থাকেন।

—:০:—

[ভক্তি]

[যথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ]

অন্যাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

অস্যার্থ :—অন্যাভিলাষজ্ঞানকর্ম্মাদিরহিত। শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্যানুকূল্যেন কায়বাঙ্মনোভির্যাবতী ক্রিয়া সা ভক্তিঃ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ, স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য লীলা দ্বারা চরাচর বিশ্বের আকর্ষণকারী, পরমপ্রেমাস্পদ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি আনুকূল্যবিশিষ্ট অনুশীলনই ভক্তি বা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। যে বস্তু যাহা, তাহাই তাহার স্বরূপ। স্বরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ তাহাই স্বরূপ লক্ষণ বা মুখ্য বিশেষণ।

অনুশীলন শব্দের অর্থ, প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা এবং প্রীতিবিষয়ক মানস ভাব। ভাব—বৃত্তি। মানস ভাব—মনোবৃত্তি।

[তথা হি হরিভক্তি বিলাসে]

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

শরীরাদি অপরাপর বিষয়ে মমতা না হইয়া একমাত্র ঈশ্বরে প্রেমসঙ্গত মমতা হইলেই তাহার নাম [ভক্তি]। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ কর্ত্তৃক ইহা কথিত হইয়াছে।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥

রুচি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

[তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ]

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

অগ্রে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তৎপরে সাধন প্রবৃত্তি, পরে অসৎক্রিয়া-কাপট্যাদিনিবৃত্তি, তদনন্তর আসক্তি, পরে শুদ্ধভাব, এইপ্রকারে যথাক্রমে সাধকগণের প্রেমোদয় হয়। প্রেমের প্রাদুর্ভাবে সাধকগণের এইরূপ ক্রম হইয়া থাকে।

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

[তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ]

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

যে ব্যক্তির ভাবাঙ্কুর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার অন্তরে এই সকল অনুভাবের উদয় হয়, যথা—তিনি ক্ষমবান্ হন, মিথ্যা সময়ক্ষেপ করেন না, তাঁহার বিষয়ভোগে স্পৃহা ও অভিমান থাকে না, ভগবৎলাভ-বিষয়ে তদীয় অন্তরে দৃঢ় আশা সংবদ্ধ হয় ও তাহাতে সম্যক্ উৎকণ্ঠা জন্মে। নিরন্তর ভগবানের নামকীর্ত্তনে রুচি ও গুণকথনে আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতি হয়।

—:০:—

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।

[তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ]

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি।

ভক্তবৃন্দ অহর্নিশি বচন দ্বারা স্তুতিবাদ করিয়া, মন দ্বারা স্মরণ করিয়া এবং দেহ দ্বারা প্রণতি করিয়াও তৃপ্ত হন না, তাঁহারা অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ু ভগবানের জন্যই অর্পণ করেন।

—•—

প্রেমের উপরিতন অবস্থার নাম [স্নেহ] স্নেহের চিহ্ন চিত্তের দ্রবীভাব। উজ্জ্বলনীলমণি মতে—স্নেহ ঘৃত-স্নেহ এবং মধু-স্নেহ ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে যে স্নেহ, তাহার নাম ঘৃত-স্নেহ। যে স্নেহ অতিশয় আদরময়, যাহাতে স্নেহের পাত্রকে মদীয় বলিয়া বোধ না হইয়া অস্মদীয় বলিয়া বোধ হয়, অতএব যাহার মধুরতা বস্তন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে, তাদৃশ ঘৃতের ন্যায় স্নেহকেই [ঘৃত-স্নেহ] বলা যায়। আর যে স্নেহ আদর শূন্য যাহাতে স্নেহের পাত্রকে মদীয় বলিয়াই বোধ হয়, অতএব যাহার মধুরতা বস্তন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে না, পরন্তু যাহা স্বতঃই মধুর তাদৃশ মধুর ন্যায় স্নেহকেই [মধু-স্নেহ] বলা যায়। এই মধু-স্নেহ শ্রীরাধাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই খাটি 'মধু'-রস অর্থাৎ, মধুর রস। স্নেহের আধিক্য হেতু সকারণে বা অকারণে যে কৌটিল্য, তাহারই নাম [মান]। কান্তের দেহাদির সহিত নিজ দেহাদির ঐক্য-ভাবনাময় সম্ভ্রমবর্জ্জিত বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের নামই [প্রণয়]। প্রণয়ের চিহ্ন গাঢ় বিশ্বাস। প্রণয়ের উৎকর্ষ হেতু যখন দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখরূপে অনুভূত হয়, তখন তাহাকে [রাগ] বলা যায়। ঐ রাগ নীলিমা ও রক্তিমা ভেদে দ্বিবিধ। যে রাগের ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই অথচ যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া আত্মলগ্ন ভাবকে আবরণ করে তাহাকেই [নীলিমা রাগ] বলা যায়। আর যে রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না, এবং যাহা অন্যকেও অপেক্ষা করে না অথচ যাহা স্বীয় কান্তি দ্বারা সদাই বৃদ্ধিশীল ও ভাবাবরণ-শূন্য তাহাকেই [রক্তিমা রাগ] বলা যায়। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে ভাবাবরণযুক্ত নীল রাগ। শ্রীরাধা প্রভৃতির রক্তিমা রাগেরই অন্তর্গত [মঞ্জিষ্ঠা রাগ]। মঞ্জিষ্ঠা রাগের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, উহা ভাবাবরণ-শূন্য ও অনন্যাপেক্ষ।



[অনুরাগ]

পাত্রের গুণ অনুসারেই রাগের স্থিতি জানিতে হইবে। যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সদাই অনুভূত হয়েন, এবং প্রত্যেক অনুভবেই নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়েন, তাহারই নাম [অনুরাগ]। তদবস্থায় অপ্রাণী বা নিকৃষ্ট প্রাণীতেও জন্ম-লালসা, প্রেম-বৈচিত্ত্য, বিচ্ছেদের অবস্থাতেও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া হয়। ভাবের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ ভাব যতদূর বৃদ্ধি পাইতে পারে, ততদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভাবের নামই [মহাভাব]। মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সুখের পীড়াশঙ্কায় নিমেষ মাত্র কালও তাঁহার অদর্শন সহ্য হয় না তাহারই নাম [রূঢ় মহাভাব] আর যে অবস্থায় কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখই তদ্দর্শনাদি জন্য সুখের নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়, এবং যে অবস্থায় তদ্দর্শনাদি জন্য দুঃখকে সর্পবৃশ্চিকাদি-দংশনাদি জন্য দুঃখ হইতেও অত্যন্ত অধিক বোধ হয়, সেই অবস্থার নামই [অধিরূঢ় মহাভাব] এই অধিরূঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দ্বিবিধ। যাহাতে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব সকল দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপ্রেয়সী-বর্গেরও ক্ষোভাভিভব জন্মে তাহারই নাম [মোদন]। এই মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধিকার যূথেই দৃষ্ট হয়। অন্যত্র দেখা যায় না। এই মোদনই আবার বিচ্ছেদের অবস্থায় [মাদন] হয়েন। মাদনের উদয়ে পট্টমহিষীগণ কর্ত্তৃক

আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধা-বিরহ-তাপে মূর্চ্ছা হয়। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভ উৎপাদন করে এবং তরুলতাকেও রোদন করাইয়া থাকে। এই মাদন-নাখ্য মহাভাব শ্রীরাধাতে প্রায়ই উদিত হয়। [দিব্যোন্মাদ] এই মাদনেরই বৃত্তিভেদ। তদবস্থায় উদ্ঘূর্ণা ও প্রলাপাদি প্রেমময়ী অবস্থা সকল দেখা যায়। এই দিব্যোন্মাদের অবস্থায় অনন্ত ভাবের উদ্গম হয়। তখন বনমালাতে ঈর্ষা পুলিন্দ জাতিতেও শ্লাঘা এবং তমাল-স্পর্শিনী মালতীর সৌভাগ্য বর্ণনাদি বিবিধ ব্যাপারই দৃষ্ট হইতে থাকে। এই মাদনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই উদিত হইয়া থাকে, অন্যত্র হয় না।

—] * [—

[ভক্তি-রস]

স্থায়ীভাবরূপ কৃষ্ণ-রতি—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারি-ভাব দ্বারা, শ্রবণাদি কর্তৃক ভক্তের হৃদয়ে আস্বাদনীয়তা প্রাপিত হইলে, তাহাকে ভক্তিরস বলা হয়; অর্থাৎ, কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব—বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া, ভক্তের হৃদয়ে আস্বাদনের উপযুক্ত হইলেই তাহাকে ভক্তিরস বলা যায়। যথাহি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ'—'বিভাবানুভাব--সাত্ত্বিকভাব—ব্যভিচারি ভাব—মিলনেন রসো ভবতি'।'

উক্ত কৃষ্ণ-রতি 'শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর' ভেদে পঞ্চবিধ। 'বিভাব'—যাহাতে ও যদ্দ্বারা রতি বিভাবিত অর্থাৎ আস্বাদ্যরূপে প্রকাশিত হয় তাহারই নাম বিভাব। তন্মধ্যে যাহাতে রতি বিভাবিত হয়, তাহার নাম 'আলম্বন' বিভাব এবং যাহা দ্বারা রতি বিভাবিত হয় তাহার নাম 'উদ্দীপন' বিভাব। আলম্বন বিভাব, আবার 'বিষয়ালম্বন' ও 'আশ্রয়ালম্বন' ভেদে দ্বিবিধ। যাহার উদ্দেশে রতির প্রবৃত্তি হয় তিনিই বিষয়ালম্বন, এবং যিনি ঐ রতির আধার তিনিই আশ্রয়ালম্বন। মধুর রসে—রূপমাধুর্য্য বেণুমাধুর্য্য-লীলামাধুর্য্য-প্রেমমাধুর্য্য—এই মাধুর্য্য সকলের আধারভূত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, স্বসুখ-তাৎপর্য্য-বর্জ্জিত সম্ভোগ-ভাবময় শ্রীভগবন্নিষ্ঠ নিজ আচরণদ্বারা অন্যের উপকারক, কান্ত-সেবাপরায়ণ প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। যদ্দ্বারা রতির উদ্দীপন হয়, অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি কৃষ্ণ-স্মারক বস্তু সকলই 'উদ্দীপন' বিভাব। গুণ, নাম, নৃত্য, বেণুবাদ্য, গো-দোহন, বিভূষণ, গীত, চরণচিহ্ন, অঙ্গগন্ধ, নির্ম্মাল্য, বর্হাবতংশ, গুঞ্জাবতংশ কৃষ্ণমেঘ, চন্দ্র প্রভৃতি উদ্দীপন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' মতে—মুরলী-রব, বসন্ত, কোকিলধ্বনি, নবমেঘ, ময়ূর কণ্ঠ প্রভৃতি ও দর্শনাদি উদ্দীপন-বিভাব। অনন্তর 'অনুভাব'। ভাবের জ্ঞাপক যে নৃত্য-গীতাদি তাহাদিগকেই অনুভাব বলা যায়। ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই বিংশতিটি অলঙ্কারের নামই অনুভাব। লীলা—"কান্তচেষ্টানুকরণং লীলা।" কটাক্ষ ও হাস্য প্রভৃতি অনুভাব। 'ব্যভিচারি' ভাব—তেত্রিশটি যথা নির্ব্বেদ (আত্মনিন্দা), বিষাদ (অনুতাপ) দৈন্য (আপনাতে অযোগ্য বোধ), গ্লানি (শ্রমজনিত দৌর্ব্বল্য), শ্রম (নৃত্যাদি জনিত ঘর্ম্ম), গর্ব্ব (অহঙ্কার), শঙ্কা (অনিষ্টাশঙ্কন), ত্রাস (অকস্মাৎ ভয়), আবেগ (চিত্তসম্ভ্রম), ব্রীড়া, বিতর্ক (অনুমান), চিন্তা (কি হইবে, এরূপ ভাবনা) অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা) অসূয়া (গুণে দোষারোপ) ইত্যাদি ইত্যাদি।

—০:০—

[তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে]

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।
যৈছে বীজ ইক্ষু রস গুড় খণ্ড সার।
শর্করাসিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর।

ইহা বৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাঢ়ে স্বাদ।
রতি-প্রেমাদি তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী-ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদিতে ত্রিংশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য॥
শান্ত রসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্য রতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য়॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের রূঢ় অধিরূঢ় গোপীকানিকরে।
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।
সম্ভোগ মাদন বিরহে মোহন নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্প মোহন দুই ভেদ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমর গীতা দশ শ্লোক তাহার প্রমাণ॥

উদঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেম-বৈচিত্র্য আখ্যান॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেম-বৈচিত্র্য শ্রীদশমে মহিষীগণে॥

—০—

অনুরাগ তিন প্রকার—(১) রূপানুরাগ (২) আক্ষেপানুরাগ (৩) অভিসারানুরাগ।

অনুরাগো ভবেত্ত্রিধা রূপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ;
অভিসারানুরাগশ্চ জ্ঞায়ন্তে রসিকৈর্জনৈঃ॥

—:০:—

আদৌ রূপানুরাগঃ। বৈষ্ণবের ভজন চিররসময়। অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি রসিকশেখর শ্রীভগবান্ বৈষ্ণবের উপাস্য। তাঁহার লীলা-কথা চিরমধুর অনন্তরসরঙ্গময়ী। রসের ভজন একাকী হয় না—সাথী চাই—সাথী ভিন্ন রসের পুষ্টি হয় না। ইষ্ট-গোষ্ঠি ভিন্ন—অন্তরঙ্গগণ ব্যতীত—কৃষ্ণ-কথারঙ্গের আস্বাদ উথলিয়া উঠেনা। তাই, সখি সঙ্গে রস-আলাপন।

—০:০—

[তথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ।
সম্যক আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥

—:০:—

[পুনশ্চ তথাহি]

এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য—"নিত্য নব নব হয়।" বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ—"অপ্রাকৃত নীবন মদন"—"অভিনব কন্দর্প"—"মদন-মোহন"—"মদন-গোপাল"—"কোটি কন্দর্প-লাবণ্য।"

"যিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
নাম ধরে মদন-মোহন।"

—:o:—

[অথ রস-তত্ত্ব]

[তথা শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে]

রস যে কেমন কি বিধানে কি বা নাম।
কিঞ্চিৎ লিখিব যুগলের পদকাম।
শ্রীল-রূপগোস্বামীর চরণকমল।
স্মরণ করিয়া যাতে হইবে সফল।

[অথ রসভেদলক্ষণ]

গৌণ মুখ্য দুই ভেদ রস যে দ্বাদশ।
তার মধ্যে পাঁচ মুখ্য সপ্ত গৌণ রস ॥

[অথ গৌণ রস]

হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ আর রৌদ্র।
ভয়ানক বীভৎস এই সাত ভদ্রাভদ্র ॥
অভদ্র যে সেহ ভদ্ররূপে প্রকাশয়।
পাত্রবিশেষে চমৎকার রস হয়।

[মুখ্য পঞ্চ]

শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য শৃঙ্গার।
পঞ্চ-মুখ্য-মধ্যে যে শৃঙ্গাররস সার ॥
সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ যে মধুররস হয়।
তাহাই কহিব কিছু শক্তি-অনুযায়।

[অথ রস-উৎপত্তিলক্ষণ]

বিভাব অনুভাবে মেলি সাত্ত্বিক সঞ্চারী।
স্থায়ী ভাব হয় চমৎকারকারী ॥

[তত্র বিভাব]

বিভাব যে দুই অবলম্বন উদ্দীপন।
আশ্রয় বিষয় দুই বিধি আলম্বন ॥
বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ রসময়রূপ।
রসিকশেখর সর্ব্বনায়কের ভূপ।

[তত্র শ্রীকৃষ্ণ যথা]

মনমোহন সুন্দরচরণ
কমলদ্যুতি হেরিয়া যুবতী।
কুলগৌরব লাজ বৃহতি
তেজিয়া করে কাননে বসতি ॥
কেলিকলানিধি দুর্লভ শ্যামরু
যুবতীগণমে জাক মিলে।
ধন্য ধন্য সেই পুণ্যপুঞ্জকৃত
ধরণী জনমে অতি ভাগ্যফলে ॥
অতি রমণীয় মধুর দেহ
সকল সুলক্ষণ অতি বলবন্ত।
নবযুবা নীল— লাবণ্য প্রিয়ংবদ
মধুর হাস বদনে রসবন্ত।
বহু প্রতিভা অতি বিদগধ চতুরক
শিরোমণি ললিত সুধীর।
করুণাময় দক্ষিণ প্রেমবশ্য সুখী
সুবাবদূক গভীর ॥
সুন্দর বুদ্ধি প্রতিক্ষণ নৌতুন
ত্রিভুবনমোহন পুরুষবর।
অনুপম সুন্দর মোহন মুরলী
করকমলে শোভিত মনোহর ॥
সকল কীর্ত্তিধর অতুলিত ত্রিভুবনে
সবগুণসাগর নায়কনিধি।

নিত্য বেহারত শ্রীবৃন্দাবন—
ভুবি উজ্জ্বল-সরসে নিরবধি ॥৪১৭॥

—*—

[অথ নায়কভেদ]

ব্রজ আর মথুরা দ্বারকা তিন ধামে
পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে ॥
লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী।
রসের মাধুরী বংশী মাধুরীর ধুরী ॥
বন্যবেশ রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে।
বিনে আর এ চারি নাহিক কোন স্থানে ॥
অতএব পূর্ণতম শ্যাম নটরাজ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রজেতে বিরাজ ॥
ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরশান্ত আর।
ধীরললিত এই চারি যে প্রকার ॥
এ চারি স্বভাব কৃষ্ণচন্দ্রে এক বর্ত্তে।
সাহজিক কিন্তু ধীরললিত কৃষ্ণেতে ॥
দ্বাদশ রস আর চারি যে স্বভাব।
আগে আর কহিব কৃষ্ণের রসভাব ॥

——০:০——

[রসশাস্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ]

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ ॥
[তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্]

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেম-বশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বজনের নায়ক, মনোহরাঙ্গ, নিখিল সুলক্ষণবিশিষ্ট, রুচির, তেজস্বী, বলিষ্ঠ, কিশোরবয়স্ক, নানাবিধ ভাষাবিৎ, সত্যভাষী, প্রিয়বাদী, বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী, সুরসিক, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশকাল-পাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রদৃষ্টি, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, স্থির, দান্ত, ক্ষমাবান্, গম্ভীর, ধৃতিশীল, সাম্যপরায়ণ, বদান্য, ধর্ম্মশীল, শূর, দয়ালু, মানদ, বিনয়বান্, লজ্জাশীল, শরণাগতরক্ষক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ, সর্ব্বজনমঙ্গলকারী, মহাপ্রতাপবান্, কীর্ত্তিশালী, লোকানুরঞ্জক, ও সাধুগণের আশ্রয়। তিনি রমণীমোনরঞ্জন, সর্ব্বজনারাধ্য, মহাসমৃদ্ধিমান্, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ভগবান্ কৃষ্ণের গুণ-রাশি অগাধ সাগরবৎ গভীর; তন্মধ্যে এই পঞ্চাশৎসংখ্যকমাত্র বর্ণিত হইল।

[তথা হি তত্রৈব]

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥

পূর্ব্বকথিত পঞ্চাশদ্বিধ গুণ কোন কোন জীবকুলের মধ্যে অত্যল্প অংশে থাকিলেও পূর্ণরূপে কেবলমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানেই শোভিত আছে।

[তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্]

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ॥

আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারি-লীলাকল্লোলবারিধিঃ ॥

অতুল্যমধুরপ্রেম-মণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ ॥

অসমনোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ।
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ ॥

ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥

গোবিন্দের যে পঞ্চসংখ্য গুণ মহেশাদিতে অতি সামান্যাংশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই,—তিনি নিরন্তর মায়া জয় করত স্বরূপাবস্থাতে সংস্থিত, সর্ব্বান্তর্যামী, সুতরাং সর্ব্ববিৎ; চিরনূতন ঘনীভূতসচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, আর অনিমাদি যাবতীয় সিদ্ধি তাঁহার অনুগত। গোবিন্দের যে পঞ্চগুণ নারায়ণাদিতে বিদ্যমান, তাহা এই,—তিনি অচিন্ত্য মহাশক্তিমান্‌ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তদীয় শরীরে নিহিত, তিনি অখিল অবতার সমূহের উৎপত্তিস্থান, শিশুপালাদি বিনষ্ট শত্রুকুলেরও সদ্‌গতিদাতা এবং আত্মারাম যোগিকুলেরও মানসাকর্ষক। বক্ষ্যমাণ চারিটী গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে চমৎকাররূপে ও অলৌকিকরূপে বিদ্যমান আছে, যথা—তিনি অদ্ভুত ও চমৎকারময় লীলাতরঙ্গের মহাসাগরস্বরূপ; তিনি মনোরম-বংশীনিনাদে ত্রিভুবনের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার অসমানোর্দ্ধ রূপচ্ছটায় চরাচর বিশ্ব বিমুগ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণে এই চতুরধিক চতুঃষষ্টি গুণ বর্ণিত হইল।

—০০—

[শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ]

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার।
সচ্চিদানন্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ।
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন।
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।

[তথাহি শ্রীভাগবতে]

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্‌! শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহনিবন্ধন নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রকার লীলা করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ পূর্ব্বক ভক্তজন ভাবপরায়ণ হইবেন।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর।
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি শক্তি-কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়।
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।
কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুণ সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

[তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্‌]

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্‌ ॥
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর পূর্ণ নিত্যধাম ॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

—::—

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥

[তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্]

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

পরমাত্মা যেঁহো তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন রাজন্! এই কৃষ্ণকে নিখিলশরীরধারীর আত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে! তিনি জগতের হিতার্থ মায়া-শক্তি দ্বারা শরীরীবৎ প্রকাশিত হইতেছেন।

[তথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্]

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥

—*—

[শ্রীভগবদুক্তি]

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তার সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥

[তথাহি গীতায়াম্]

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

যাহারা যে ভাবেই আমাকে আরাধনা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি সেই ভাবেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করি। হে পার্থ! সকল ব্যক্তিই মৎপ্রদর্শিত পথের অনুগামী।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

—০—

কৃষ্ণ নামে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম ॥

[হরিভক্তিসুধোদয়ে]

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥

হে জগদ্গুরো! আমি তোমার সাক্ষাৎকার-সঞ্জাত বিমল আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। ব্রহ্মানুভব-জনিত আনন্দও আমার সমীপে গোষ্পদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহা রসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ববিস্মরণ ॥
ভক্তিসুখ মুক্তিসিদ্ধি ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তি গুণে কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহা সিদ্ধান্তবিচার।
এই স্বভাবগুণে যাতে মাধুর্য্যের সার ॥
গুণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ চিৎ রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারও মন কোন গুণে করে আকর্ষণ।
সনকাদির মন হরিত সৌরভাদি গুণে।

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভনক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ ॥

শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে ॥

[তথাহি তত্রৈব]

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ-শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! নির্গুণ ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত থাকিলেও উত্তমঃ-শ্লোক ঈশ্বরের গুণলীলাদি আকর্ণনে আকৃষ্টমনা হইয়া তদীয় লীলাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি।

—:*:—

"শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপিকার মন"

[তথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

যথা রাগঃ

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচাঁদ পাতিয়াছে মুখ-ফাঁদ
তাতে অধর মধুরস্মিত-চার।
ব্রজনারী আসি আসি ফাঁদে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ-পতি-ঘর-দ্বার ॥

বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম
করে নানা উপায় তাহার ॥

গণ্ডস্থল ঝলমল নাচে মকর-কুণ্ডল
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত-কটাক্ষ-বাণে তা সভার হৃদয়ে হানে
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥

অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সভার মনোবক্ষ
হরি দাসী করিবারে দক্ষ ॥

সুললিত দীর্ঘার্গল কৃষ্ণের ভুজ-যুগল
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈলছিদ্রে পৈশে নারীর হৃদয়ে দংশে
মরে নারী সে বিষম জ্বালায় ॥

কৃষ্ণ-করপদতল কোটিচন্দ্র সুশীতল
জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে স্মরজ্বালা-বিষ নাশে
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীমন ॥

—*—

[তথা হি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে]

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু,
মাধুর্য্যমেব মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু,
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥

ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প? মধুরদ্যুতি-সমূহ কি? মাধুর্য্য কি? মনোনয়নের অমৃত কি? আমার বেণীসংস্কারকারী কি? না না সখি! এ যে আমার জীবিতবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লোচনসুখসম্পাদনার্থ সমুদিত হইতেছেন।

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম কিবা দ্যুতি মূর্ত্তিমান
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব কিবা প্রাণের বল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥

—০§§০—

[তথাহি গোবিন্দলীলামৃত]

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ,
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গক
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যানিমে।

সৌন্দর্য্যরূপ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত অবলাগণের চিত্তগিরি প্লাবিত করিয়া, সস্মিত মধুরবচনে শ্রবণদ্বয়ের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া, কোটিচন্দ্রসদৃশ শীতল অঙ্গবিন্যাস করিয়া, সৌগন্ধ্যের সুধাপ্রবাহে

জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া এবং অমৃতবৎ অধরশোভা বিস্তার করিয়া গোপরাজনন্দন মদীয় ইন্দ্রিয়পঞ্চককে সবলে আকর্ষণ করিতেছেন।

—০—

যথা রাগঃ

কৃষ্ণ রূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায়॥

সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ॥
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহা লম্পট দস্যুগণ
সবে কহে, হর পরধন॥

এক অশ্ব এক ক্ষণে পাঁচ পাঁচ দিকে টানে
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এককালে সবে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
এ দুঃখ সহন না যায়॥

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহা সভার কাঁহা দোষ
কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচ টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু তাহার তরঙ্গ-বিন্দু
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী তার চিত্ত উচ্চ গিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥

কৃষ্ণের বচন মাধুরী নানা রস-নর্ম্মধারী
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কাণে মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥

কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বল
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥

কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্যভর মৃগমদ-মদহর
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগতনারীর নাসা তার ভিতর পাতে বাসা
নারীগণের করে আকর্ষণ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত তাতে কর্পূর মন্দস্মিত
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ না পাইয়ে মনক্ষোভ
ব্রজনারীগণের মূলধন॥

—০—

[তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে]

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং,
বংশীন্যস্তাধরকিসলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে,
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ।

সখে! যদি তোমার স্ত্রীপুত্রাদি বান্ধববৃন্দের সহিত বাস করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি এই কেশীতীর্থসমীপে অবস্থিত নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ—যাহা ত্রিভঙ্গসুন্দর, বঙ্কিম-বিশাল-নয়ন-বিশিষ্ট, অধরপল্লবে বংশী-সুশোভিত, শিখিপিচ্ছে সমুজ্জ্বল—সেই শ্রীবিগ্রহ অবলোকন করিও না।

—০—

"মন্মথ-মন্মথ রূপে যাঁহার প্রকাশ"

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন,—শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজবনিতাবৃন্দের সমীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল, পরিধান পীতবাস, গলে বনমালা, রূপ সাক্ষাৎ মদন-মোহন।

—: * :—

কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্য হরে জগৎ-নেত্র-মন॥

—(০)—

[তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে]

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ,
সুচিত্রমুরলীস্ফুরশ্চরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥

শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিয়াছিলেন, হে সখি বিশাখে! মদনমোহন কৃষ্ণ মদীয় নেত্রের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছেন। নবনীরদবৎ তদীয় অঙ্গকান্তি সমুজ্জ্বল; তদীয় পীতাম্বর নবতড়িদ্বৎ মনোহর, রত্ননির্ম্মিত বংশী তদীয় বদনদেশে শোভা পাইতেছে, তদীয় মুখকমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রমাবৎ স্নিগ্ধ, মস্তক ময়ূরবর্হে বিভূষিত এবং মনোহর মুক্তাহারের দীপ্তিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥

কোন গোপী কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার অলকাবৃত কুণ্ডলশ্রীযুক্ত গণ্ডবিশিষ্ট পীযূষ-মণ্ডিত অধরসম্পন্ন ও সস্মিত দৃষ্টিযুক্ত বদনমণ্ডল, অভয়প্রদ বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীর রতিস্থল বক্ষঃ-প্রদেশ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইতে ইচ্ছা করি।

—:০:—

[শ্রীকৃষ্ণ জগদাকর্ষক]

—(০)—

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

হে অঙ্গ! তোমার সুধাসিক্ত, মধুরপদ-সমন্বিত বংশীনাদ শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলে ত্রিভুবনতলে কোন্ নারী নিজ কুলধর্ম্ম হইতে বিচলিতা না হয়? কেন না, ত্বদীয় ত্রিভুবনমোহন রূপ দেখিয়া ধেনু, হরিণ, তরুলতা ও পক্ষী প্রভৃতিও পুলকে পূরিত হইল।

[তথা হি তত্রৈব]

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্,
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥

কোন গোপী বেণুগীত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, হে অম্ব! কি বিস্ময়ের বিষয়! যে সকল পক্ষী এই বনে অবস্থিতি করিতেছে, বোধ হইতেছে, তাহারা মুনি হইবার যোগ্য; কারণ, তাহারা সুন্দর নবপল্লবাবৃত বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইয়া হরিদর্শন করিতে করিতে যেন কতই আনন্দে নিমগ্ন হওত মুদিত-লোচনে নীরবে মোহনবংশীগীত শুনিতেছে।

[তথা হি তত্রৈব]

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥

তৎকালে সেই সরোবরে সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষীরা মনোহর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া আগমন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে নিমীলিত-নেত্রে ও নীরবে কৃষ্ণসমীপে উপবিষ্ট হইত।

[তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ]

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা,
ব্যর্থানি মোঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন ভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদির সেবন ব্যতিরেকে, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত সময় (জীবন) অতিশয় বৃথাই হইতেছে। অহো! আমি নির্লজ্জ হইয়া পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠ সদৃশ সেই সকল ইন্দ্রিয়াদিকে কেমন করিয়া ধারণ করিতেছি ?

যথা রাগঃ

শ্রীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কি বা কাজ পড়ু তার মাথে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥

সখি হে শুন মোর হতবিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল॥

কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা...-ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হইল অকারণে॥

মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥

কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সুচরিত
সুধাসার স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥

কৃষ্ণ কর-পদতল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার
সেই বপু লৌহ সম জানি॥

—*—

"শ্যামমেব পরং রূপম্"

[তথা শ্রীচরিতামৃতে]

প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায়॥

শ্যামভক্তের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
পুরী মাধুপুরী কহে উপাধ্যায়॥

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং কহে উপাধ্যায়॥

রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
আদ্য এব পরোরস কহে উপাধ্যায়॥

প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্গদস্বরে॥

[তথাহি পদাবল্যাম্]

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।

রূপের মধ্যে শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ, পুরীর মধ্যে মধুপুরীই প্রধান, বয়সের মধ্যে কৈশোরবয়সই ধ্যেয় এবং রসের মধ্যে আদিরসই শ্রেষ্ঠ।

[ধ্যানং]—সুষ্ঠু রূপ-লীলাদিচিন্তনম্।

—o-o—

শ্রীকৃষ্ণস্য রূপম্

—⊶—

[সর্ব্বরসোচিত]

কামোদ

মুখ-মণ্ডল জিতি শারদ সুধাকর
তনু রুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু শিখণ্ডক মণ্ডিত
মালতী বেঢ়ল মধুকর মাল॥

ধনি ধনি বনি নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন মনোমোহন
মধুর মুরলী করু গান॥

টলমল অলক তিলক ঝলমলকই
ভাঙ কি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী-বরত বিমোচন লোচন
বিষম কুসুম-শর বাণ॥

বান্ধুলি বন্ধু অধরে মধু মাখল
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদ মদন মদ মন্থর
গাওত গোবিন্দদাস॥ ৪১৮॥

—:০:—

বেলোয়ার

অরুণিত চরণে রণিত মণি-মঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরঞ্জন
অলিকুল-মিলিত ললিত বন-মাল॥

ধনি বনি আওয়ে মদন-মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম
রঙ্গিম-ভঙ্গিম নয়ান-নাচনিয়া।
রহই ত্রিভঙ্গিম গীম-দোলনিয়া॥

মাঝহি ক্ষীণ পীন-উর-অম্বর
প্রাতর-অরুণ কিরণ মণি-রাজ॥
কুঞ্জর-করভ- করহি কর বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥

অধর-সুধা-ঝরু মুরলী-তরঙ্গিণী
বিগলিত-রঙ্গিনী-হৃদয়-দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-মূল॥

গোরোচন-তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেঢ়ল রমণী-মন-মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগর-বর তরুণ তমাল॥৪১৯॥

—০—

সিন্ধুড়া

অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ-থল- কমল-দলারুণ
মঞ্জীর-রঞ্জিত চরণা॥

দেখ সখি নাগর-রাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥

ইন্দীবর-বর- গরব-বিমোচন
লোচন-মনমথ-ফান্দে।
ভাঙ-ভুজগ-পাশে বান্ধল কুলবতী
কুল-দেবতী মন কান্দে॥

ভ্রমর-ঝঙ্কৃত আহু অবলম্বিত
কেলি-কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস-চিতে, নিতি নিতি বিহর
ঐছন মুরতি রসাল ॥ ৪২০ ॥

—(০)—

ধনশ্রী

তনু ঘন গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন
কঞ্জনয়নি-নয়ন-ললিতাঞ্জন।
নন্দ-সুনন্দন ভুবন আনন্দন
নাগরী-নারী-হৃদয়-ঘন চন্দন ॥
লোচন খঞ্জন জগ অনুরঞ্জন
কুলবতী-যুবতি-বরত-ভয়-ভঞ্জন।
গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ণ
রসবতি-ভূপতি রূপ নারায়ণ ॥৪২১॥

—০—

সুহই

অভিনব জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হিলন কলপ-তরু ললিত-ত্রিভঙ্গ ॥

মদন মুরছি ধনু ভাঙ-বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম-শর নয়ান তরঙ্গ ॥

চূড়ায় উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
চঞ্চল কুন্তল ঢল ঢল গণ্ড ॥

শুনই সুধাময় মুরলী-বিলাস।
জগজন-মোহন মধুরিম হাস ॥

অবনি-বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহিঁ রসাল ॥

তরুণ অরুণ জিনি চরণারবিন্দ।
নখমণি নিছুনি দাস গোবিন্দ ॥৪২২॥

—:০:—

বেলোয়ার

বিকচ সরোজ ভান মুখ-মণ্ডল
দিঠি-ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পি পি আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর ॥

বরণি না হয়ে রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কিয়ে কুবলয়দল
কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া ॥

অঙ্গদ বলয়া হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিনী-কলনা।
আভরণ-বরণ- কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর
কালিন্দী-জলে যৈছে চাঁন্দকি চলনা ॥

কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলী
তছু পর শোভে শিখি-চান্দকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণি
সকল যুবতি-মন পড়লহুঁ ফান্দে ॥৪২৩॥

—০০—

ইমন্

মরকত-মণি নব ঘন জিনি
নীল-উৎপল শোভা।
দলিত অঞ্জন অধিক চিক্কণ
রূপে ত্রিভুবন-লোভা ॥

শিরে মোহন চূড়া নব
মল্লিকা মালতী বেড়া।
ময়ূর-চন্দ্রিকা শোভে তছু পর
কুলবতী-কুল-চোরা ॥

কুটিল কুন্তল কিয়ে কাম-জাল
অলকা-উরগ পাশে।
শোভে স্বেদকণ যেন উড়ুগণ
উদিত ভেল আকাশে ॥

ভালে চন্দন- চান্দ কিয়ে
কামিনী-মোহন ফান্দ।
তিলক রুচির মোহে পঞ্চ-শর
যুবতী-বন্ধন ছান্দ॥

যুগল নয়ান গঞ্জে মৃগ মীন
কটাক্ষ কাম-সায়ক।
ভুরু-চাপে ধরি বিন্ধে বরনারী
মদন-মোহন এক॥

নাসায় মুকুতা দোলয়ে যেন
হিম-কণ তিল ফুলে।
অধর যুগল জিনি নব-দল
মণ্ডিত বন্ধুক ফুলে॥

দশন দাড়িম কুন্দ-কলি সম
বিকচ কমল হাসি।
কিয়ে নিশাপতি নিশাকরী স্থিতি
ঢালিছে অমিয়া রাশি॥

গণ্ডে দোলয়ে হেরিয়ে কুণ্ডল
মকর আকুল ভেল।
শ্রুতি-যুগোপরি কদম্ব মঞ্জরী
যুবতী-ভরম গেল॥

আজানু লম্বিত ভুজ সুবলিত
করি-সুত-শুণ্ড জিনি।
রচিত কাঞ্চন নানা মণিগণ
বলয় কঙ্কণ পাণি॥

তাহে শোভয়ে বাঁশরী কিয়ে
যুবতী-ধরম-গ্রাসী।
রাতা উতপল জিনি কর-তল
নখরে উদিত শশী॥

উর পরিসর শ্রীবৎস সুন্দর
কৌস্তুভ কুসুম হারা।
মুকুতা মাণিক কুন্দন কনক
জড়িত বহে ত্রিধারা॥

কিয়ে তরু তমালে যেন
স্থকিত বিজুরী খেলে।
মলয়জ ঘন অঙ্গে বিলেপন
চান্দ জ্যোতি যামী জলে॥

জিনি মৃগপতি ক্ষীণ কটি অতি
রোমাবলী কাম-দণ্ড।
নাভি সরোবরে কাম-মীন চরে
ত্রিবলী তরঙ্গ খণ্ড॥

শোভে পীত বসন নব
ঘনেতে তড়িত যেন।
কটিতে কিঙ্কিণী ঘণ্টিকার ধ্বনি
মোহিত যুবতী-গন॥

উরু রাম-রম্ভা মুনি মনলোভা
চরণে অরুণ সাজে।
নখর মুকুর রতন নূপুর
রুণুর ঝণুর বাজে॥

গতি মদমত্ত মাতঙ্গ।
হেরি মুরছিত ভেল অনঙ্গ॥

মনে অভিলাষ তুয়া পদে আশ
বঞ্চিত ভেল আনন্দে।
আনন্দী চান্দের চিত মধুকর
পিবতহিঁ মকরন্দে॥ ৪২৪॥

—০—

নটন রাগ

মৃদুল-মলয়জ- পবন-তরলিত-
চিকুর-পরিগত-কলাপকং।
সাচি-তরলিত-নয়ন-মন্মথ-শঙ্ক-সঙ্কুলচিত্ত-
সুন্দরী-জন-জনিত-কৌতুকং॥

মনসিজ-কেলি-নন্দিত-মানসং।
ভজত মধুরিপুমিন্দু-সুন্দর-বল্লবীমুখ-লালসং॥
লঘুতরলিত-কন্দরং হসিত-লবমতি-সুন্দরং
গজপতি-প্রতাপরুদ্র-হৃদয়ানুগতমনুদিনং।
সরসং রচয়তি রামানন্দ রায় ইতি
চারু সঙ্গীতং॥ ৪২৫॥

—:০:—

কেদার

মৃদুতর-মারুত- বেল্লিত-পল্লব-
বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত- মরকত-মণিতল-
বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্॥

যুবতী-মনোহর-বেশম্।
কলয়-কলানিধি- মিব ধরণীমনু-
পরিণতরূপবিশেষম্॥

খেলা-দোলায়িত- মণিময়-কুণ্ডল-
রুচিরানন-শোভম্।
হেলা-তরলিত মধুর-বিলোচন
জনিত-বধূজন-লোভম্॥
গজপতি রুদ্র- নরাধিপ-চেতসি
জনয়তু মুদমনুবারম্।
রামানন্দ- রায়-কবি-ভণিতং
মধুরিপু-রূপমুদারম্॥ ৪২৬॥

—:০:—

কৌ রাগিণী

জয় জয় গোকুল-চন্দ।
ব্রজ-নব-যুবতীক মানস-ফন্দ॥

পিরীতি-মূরতি কিয়ে নব-রস-কন্দ।
নব-ঘন-রুচির বরণ-অনুবন্ধ॥

সুখময় শীতল চন্দন অঙ্গ।
নব নব ভাব-তরঙ্গিত রঙ্গ॥

অভিনব-নাগরী-জীবিত-বন্ধু।
রাধামোহন পহুঁ রূপক সিন্ধু॥ ৪২৭॥

—০::০—

শ্রীগান্ধার

ব্রজ নন্দকি নন্দন নীলমণি।
হেরি চন্দন-তিলক ভালে বনি॥

শিখি-পুচ্ছক বন্ধনী বামে টলি।
ফুল-দাম নেহারিতে কাম ঢলি॥

অতি কুঞ্চিত-কুন্তল-লম্বী চলি।
মুখ নীল-সরোরুহ বেঢ়ি অলি॥

ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি।
নব-বারিদ বিদ্যুত স্থির জনি॥

অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি।
কল-কিঙ্কিণী সংযুত পীত কটি॥

পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ স্বরে।
কর বাদন নর্ত্তন গীত বরে॥

পদ-নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
বেণু-রাব বেয়াপিত দিগ দশে॥

যোগী যোগ ভুলে মুনি ধ্যান চলে।
ধায় কামিনী কাননে তেজি কুলে॥

গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে।
সুখ-রূপ সুবীরুধ পুষ্প-ফলে॥

সুরাসুর লজ্জিত শান্তমনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ ৪২৮॥

—০—

শ্রীরাগ

ঘন শ্যাম শরীর কেলিরস
যমুনাক তীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী॥

ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল ডাল
অঙ্গে গিরি লাল কিয়ে চলনি।
লুফিছে পাচনি বাজিছে কিঙ্কিণী
পদ-নূপুর ঝুনুরুনু শুনি॥

কত যন্ত্র সুতান কলারস গান
বাজায়ত মান করি সুমেলে।
যব বেণু পূরে মৃগ পাখী ঝুরে
পুলকে তরু পল্লব-পুষ্পফলে॥

কেহ রূপ চাহে কেহ গুণ গায়ে
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
চণ্ডিদাস মনে অভিলাষ
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে॥৪২৯॥

—:০:—

সারঙ্গ

মরকত-মঞ্জু- মুকুর মুখ-মণ্ডল
মুখরিত-মুরলী-সুতান॥
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান॥

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরুচন্দ।
কামিনী-মনহি মুরতিময় মনসিজ
জগ-জন-নয়ন-আনন্দ॥

তনু অনুলেপন ঘন-সার চন্দন
মৃগ-মদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত অবনী-বিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক॥

অতি সুকোমল চরণ-তল শীতল
জিতল শরদরবিন্দ।
রায়-বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ॥৪৩০॥

—::—

সিন্ধুড়া

ফুল্লেন্দীবর- কান্তি-মনোহর
মুখ-বর-শারদ-চান্দ।
কৃত-অবতংস প্রশংস সুমাধুরী
শিখণ্ডি-শিখণ্ড-সুছান্দ॥

ভজ মন পরমানন্দ।
নিজ নিজ অভিমত গো গোপাবৃত
অপরূপ নাম গোবিন্দ॥

শ্রীবৎসাঙ্ক বর বক্ষ কৌস্তুভ-ধর
পীতাম্বর পহিরাণ।
ত্রিভুবন-সুন্দর অদ্ভুত বেণু-কর
মনোহর সুললিত গান॥

গোপী-নয়নোৎ- পদ-দল-পূজিত
বৃন্দাবন-নবকাম।
ক্ষোভিত মানস রাধামোহন
পূরল অভিমত কাম॥৪৩১॥

—০—

তুড়ি

শ্যাম-সুধাকর ভুবন-মনোহর।
রঙ্গিনী-শোহন ভঙ্গী-নটবর॥

সজল-জলদ-তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুম-ধনু॥

থল-কমল-দল-অরুণ চরণ-তল।
নখ-মণি-রঞ্জিত মঞ্জু-মঞ্জীর-কল॥

প্রেম-ভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলী-ধ্বনি মন্মথ-মন্তর ॥

অভিনব নাগর গুণ-মণি-সাগর।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি জাগর ॥৪৩২॥

—:০:—

শ্রীরাগ

অভিনব নীল জলদ তনু ঢর ঢর
পিচ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ
নূপুর রুণু ঝুনু বাজনি রে ॥

জয় জয় জগজন-লোচন-ফাঁদ।
রাধারমণ বৃন্দাবন-চাঁদ ॥

ইন্দীবর যুগ বিলোচন সুভগ
চঞ্চল অঞ্জন কুসুম-শরে।
অবিচল কুল- রমণীগণ মানস
জর জর অন্তর প্রেম ভরে ॥

বনি বনমাল আজানু বিলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গায়ত গোবিন্দদাস-পহুঁ ॥৪৩৩॥

—০:::০—

যথা রাগ

ইন্দীবর বর করভ-গরব হর
রুচির কলেবর কাঁতি।
চাঁচর চিকুর চূড়াপরি চঞ্চল
মোর শিখণ্ডক পাঁতি ॥

জয় জয় জয় বৃন্দাবন-চন্দ।
কুলবতী তৃষিত নয়ন মধুপাবলী
চুম্বিত মুখ অরবিন্দ ॥

উছলিত অলীক সঝম্পিত চুম্বনে
কম্পই লম্বিত মাল ॥
অধর সুধাকণ মিলিত সমীরণে
বাওই বেণু রসাল ॥

ভাবিনী-সরম- ভরম-ভয়-ভঞ্জন
ভূষণে ভরু সব অঙ্গ।
জগদানন্দ চিতে নিতি নিতি বিহরতু
ঐছন ললিত ত্রিভঙ্গ ॥৪৩৪॥

—:০:—

গান্ধার

দেখ দেখ গোকুল-মঙ্গল শ্যাম।
ব্রজ-নব-নাগরী- ভাবে বিভাবিত
মুরলী খুরলী সোই নাম ॥

রূপ অনুপ ভুবন-জন-মোহন
শোহন নটবর বেশ।
কালিয়-দমন মদন জিতি লাবণি
চূড়হি কুঞ্চিত কেশ ॥

নবঘন ইন্দ্র- মণীন্দ্র-কলেবর
লোচন কমলক ভান।
কত কোটি শরদ- চাঁদ জিনি শোভিত
ঢল ঢল বিমল বয়ান ॥

পদ-তল অরুণ কমল জিনি উজোর
মুনি-মানস মুরছান।
রাধামোহন পহুঁ প্রেমহি আগোর
নাগর অবহি সুজান ॥৪৩৫॥

—:০:—

সারঙ্গ

অভিনব-জলধর-রুচির সুদেহ।
পীতাম্বর-বর তড়িত-থির-রেহ ॥

জয় জয় গোবিন্দ গোকুল ভাগি।
ব্রজ-নব-রমণী যাক মন লাগি॥

কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ।
যাকর দরশে মিটয়ে সব দুখ॥

নিরুপম রূপ জলধি অবতার।
রাধামোহন-পহুঁ মূরতি শিঙ্গার॥৪৩৬॥

—০—

মধ্য রাগ

ব্রজ-কুল-কুমুদ-সুধাকর নাগর।
নাগর পিরীতি-মূরতিময়-সাগর॥

জয় জয় গোকুল-বল্লভ শ্যামর।
ভাবিনী-ভাব-বিভাবিত-অন্তর॥

কান্তি-কদম্বিত জিত-নব-জলধর।
চূড়হি চূড় শিখণ্ড-খণ্ড-বর॥

ঢর ঢর লোচন নীর-কমল-দল।
কত কোটি অরুণ জিতল কর-পদ-তল॥

কাঞ্চন-রুচি রুচি ধৃত-পীতাম্বর।
হৃদয়ে ধবল নখ-রেহ-সুধাকর॥

তহিঁ মণি-রাজ রোম-রাজি-ভুজগবর।
মোতি-মাল সহ নাভি-সরোবর॥

ক্ষীণ কটি-তট কাঞ্চী-মনোহর।
জনু জিতল কিয়ে রাম-কদলীবর॥

চরণ-নখর-মণি-মুকুর-নিকর-হর।
দাস-অনন্ত-চিতে নিতি নিতি জাগর॥৪৩৭॥

—] * [—

মায়ূর

কুন্দন কুসুম কলেবর কাঁতি।
মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি॥

আকুল অলিকুল বকুল কি মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥

মদন-মোহন মূরতি কান।
হেরি উনমতি যুবতি-পরাণ॥

ভাঙ-বিভঙ্গিম লোচন-জোর।
নাসা উন্নত মোতিম-জোড়॥

বঙ্কিম গীম অমিয়-মিঠ বোল।
কাঞ্চন কুন্তল গণ্ড হিলোল॥

মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীতহি নিচোল তাঁহি পর সাজ॥

অরুণ চরণে মণি মঞ্জীর বাওয়ে।
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে॥৪৩৮॥

—০·০—

কামোদ

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-
গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥

প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল-
কুল-কামিনী-কান্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল-
কুঞ্জ-মন্দিরে সন্ত॥

গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত
বাহু দণ্ডিত দণ্ড॥

কঞ্জ-লোচন কলুষ মোচন
শ্রবণ-রোচন ভাষ।
অমল কমল চরণ-কিশলয়
নিলয় গোবিন্দ দাস॥৪৩৯॥

—:০:—

বেলোয়ার

কুবলয়-নীল- রতন দলিতাঞ্জন
মেঘ-পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি-চন্দ্রক
অলকা-তিলকা ললিতানন-চান্দ॥

আওত রে নব নাগর কান।
ভাবিনী-ভাব- বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন।

মধুরাধরহি ধর হাস অতি মনোহর
তহিঁ অতি সুমধুর মুরলী বিরাজ।
ভাঙ-বিভঙ্গম কুটিল নেহারণি
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ॥

গজপতি-ভাতি গমন অতি মন্থর
মণি-মঞ্জীর বাজত রণু-ঝুনিয়া।
হেরইতে কতহি মনমথ মুরছই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥৪৪০॥

—০—

সিন্ধুড়া

চাঁচর চিকুরে চূড়ে মণি চন্দ্রক
গুঞ্জ-মঞ্জুল মাল।
পরিমলে মিলিত ভ্রমরাকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল॥

নীপে বনি আওয়ে হো নন্দ দুলাল।
মনমথ-মথন ভাঙ-যুগ-ভঙ্গিম
কুবলয়-নয়ন বিশাল॥

বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম রমহুঁ রসাল।
গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর
শ্যাম তরুণ তমাল॥৪৪১॥

—:০:—

ধানশী

মুদির মরকত মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লী মালতী মালে মধুমত
মধুপ মনমথ ফান্দ॥

শ্যামসুন্দর সুগড়-শেখর
শরদ শশধর-হাস।
সঙ্গে সম-রস সুবেশ সম-বয়
সতত সুখময় ভাষ॥

চিকণ চাঁচর চিকুর-চুম্বিত
চারু-চন্দ্রক-পাতি।
চপলা-চমকিত চকিত চাহনি
চিত-চোরক ভাতি॥

গিরিক গৈরিক গৌরজ-গোরচন
গন্ধ-গরবিত বাস।
গোপ-গোপন- গরিম-গুণগণ
গাওত গোবিন্দ দাস॥৪৪২॥

—০—

সারঙ্গ

কুন্দন কনক কলিত কর কঙ্কণ
কালিন্দী-কূল-বিহারী।
জয় জয় জগ জীবন যদুবীর।
জলধর জিতিয়া জ্যোতি যছু মোহিত
যুবতী-যূথ অথির॥
পদুমিনী-পাণি পরশে পুলকাইত
পরিজন-প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত পতনি পতিতাঞ্চল
পদ পঙ্কজ পরচারী॥
রমণী-রমণ রতন-রুচিরানন
রসনা-রোচন রসিক-রসায়ন
রচয়তি গোবিন্দ দাস॥৪৪৩॥

—:০:—

তথা রাগ

রাধা-রমণ রমণী-মনমোহন
বৃন্দাবন-বনদেব।
অভিনব রসে রসিক বর নাগর
নাগরীগণ কৃত সেব॥

ব্রজপতি-দম্পতি- হৃদয়-আনন্দন
নবঘন বর শ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর পরিত পটাম্বর
রামানুজ গুণধাম॥

গোবর্দ্ধন-ধর ধরণী-সুধাকর
মুখরিত-মোহন-বংশ।
শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর
চন্দ্রক-চারু অবতংস॥

কালীয়-দমন গমন জিত কুঞ্জর
কুঞ্জ রচিত রতি-রঙ্গ।
গোবিন্দ দাস হৃদয়মণি মন্দির
অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ॥৪৪৪॥

—০:০—

শ্রীরাগ

সুর-পতি-ধনু কিয়ে শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতি ঝুরি কিয়ে বলাকিনী উড়ে॥

ভালে কিয়ে ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড।
করিবর-কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড॥

ও কিয়ে শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপতরু তরুণী সমাঝ॥

কর কিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ।
মুরলী খুরলী কিয়ে চাতক ভাষ॥

হাস কিয়ে ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কিয়ে তারক দোতিক ছন্দ॥

পদ-তলে থল-কমল কিয়ে ঘন-রাগ।
তাহে কলহংস কিয়ে নূপুর জাগ॥

গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজ-রাজ বসন্ত॥৪৪৫॥

—:—

কেদার

বহন বারিদ বরণ বন্ধুর
বিজুরী-বিলাসিত-বাস।
বিকচ বান্ধুলি বলিত বারিজ
বদন বিম্ব বিকাশ॥

বিহরই বৃন্দাবনে বনমালী।
বেঢ়ল ব্রজবধূ বৃন্দ বিমোহিত
বোলত বলি বলিহারি॥

বকুল রঞ্জন বল্লী বলরিত
বিলোল বর্হাবতংস।
বিমল বিভূষণ বেশ সুবাসিত
বেকত বাওত বংশ॥

বিশদ বারণ বাহু বৈভব
বলয় বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধি বচন বিরচনে
বিবশ দাস গোবিন্দ॥৪৪৬॥

—০—

জয়জয়ন্তী

নন্দ নন্দন নট নাগর
নবীন ঘন-রস মেহ।
নীল উৎপল নবীন নীরদ
নিন্দি নিরুপম দেহ॥

নিরখি সো রূপ ঠাম।
নলিন-নায়ক- নন্দিনী তট
নটত জনু নব কাম॥

নূতন নীপ নিকেত নিকটহি
নিয়ত করতহিঁ নাট।
নবীন নায়রী নাগর না রহ
নিয়ড়ে নিরন্তর হাট॥
নয়ান-নাচনে নিজহিঁ নব রাগ
করায়ে যো নিতি নিত।
নিজক পদতলে নিতই বান্ধউ
এ রাধামোহন-চিত ॥৪৪৭॥

—০:০—

বরাড়ি

নব কিশোর বয়স নব সুকোমল
সুললিত মুখ অরবিন্দ।
বান্ধুলি রঙ্গ অধরহি মোহন
মুরলী বাজত মন্দ॥

কুঞ্জে নিরমল শ্যামর চন্দ।
কত শত কোটী কাম জিনি সুন্দর
জোরত মানুষ ফন্দ॥

চূড়হি চূড়ে চারু চারু চন্দ্রক
কুণ্ডল-গণ্ড বিরাজ।
নীলমণি কিরণ মিলিত মণি আভরণ
পীন উর অম্বর সাজ॥

পীতাম্বর ধর নাগর-শেখর
রাতুল চরণে মঞ্জীর।
দাস যদুনন্দন চিতি নিতি ঐছন
মূরতি রহই সদা থির ॥৪৪৮॥

—:০:—

বরাড়ী

কুটিল কুন্তল কুসুম কাঁচনি
কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর কুমুদ কৌমুদী
কুন্দ কৈরব হাস রে॥

কালিন্দী-কূল কদম্ব কাননে
কুঞ্জে কুঞ্জ-রাজ রে।

কাম-কোটি বিরাজ রে॥
কনক-কিঙ্কিণী কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঞ্চিত অংস রে।
কেকী কোকিল কণ্ঠী-কুণ্ঠক
কাকলী-কৃত-বংশ রে॥

কেশরি-কটি কম্বু-কন্ধর
কুন্দ-কেশর-দাম রে।
কলি কাল-কালিয়- কবল-কম্পিত
দাস গোবিন্দ নাম রে॥ ৪৪৯॥

—:—

কামোদ

কালিন্দী সলিল কান্তি কলেবর
কৃত কুসুমাবলি বেশ।
কান্তি করম্বিত করবী-কুট্মল
কলিত সুকুঞ্চিত কেশ॥

জয় জয় কৃষ্ণ নব কাম।
কামিনী-কাম কলাগুরু-কৌশল
করণ কারণ শ্যাম॥

কর্ণ করম্বিত কুণ্ডল কিশলয়
কনক কটক-বর ধারী।
কুসুমিত কানন কেলি-কলপতরু
কালিন্দী-কুঞ্জ-বিহারী॥

কুন্দন কেয়ূর কর্হি কর্হি ধর
কিঙ্কিণী কটিতটে ধারী।
কৃপণ-কৃপানিধি কাম-পূরণ কর
রাধামোহন বলিহারি॥ ৪৫০॥

—০০০—

সারঙ্গ

কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু কানন
মণিময় মন্দির মাঝ।
রাস বিলাস কলা উৎকণ্ঠিত
মনোমোহন নটরাজ॥

গিরিবর কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিম হার বিরাজিত কন্ধরে
কুঞ্জর গতি অনুপাম॥

বহুবিধ বৈদগধি বিনোদ বিশারদ
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জর-গমনী রমণীগণ ধাওত
বিগলিত সকল নিবন্ধ॥

কামিনীকর কিশলয় বলয়াঙ্কিত
রাতুল পদ-অরবিন্দ।
রায় বসন্ত মধুপ অনুসঙ্গিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ॥ ৪৫১॥

—:০:—

যথা রাগ

করুণা বরুণ নয়ন অরুণারুণ
তনু জনু তরুণ তমাল।
মারুত মিলিত চলিত অলকাবলী
কবলিত সুললিত ভাল॥

জয় জয় নটবর নাগর কান।
যুবতীক হৃদয় পয়োনিধি উছলই
হেরইতে চান্দ বদন॥

চৌদিশে চঙকি চঙকি করু চুম্বন
চঞ্চরিচয় বনমাল।
পীত বসন ছলে কেলি করত ঘন
কটিতটে বিজুরী রসাল॥

যাহে হেরি হরিণী- নয়ানী হরু চেতন
হুঁকরি তেজই নিশাস।
জগদানন্দ মূঢ় মুরুখ তছু গুণ
বরণিতে করতহি আশ॥ ৪৫২॥

—০—

ধানশী

সোই লো মনোহর ললিত ত্রিভঙ্গ।
ও রূপ হেরিতে প্রাণ কি জানি কেমন করে
মুরছই কতহুঁ অনঙ্গ॥
অগুরু-কর্পূর-ভার মৃগমদ কেশর
সৌরভে শোভিত অঙ্গ।
উরে বনমাল মলয়-ঘন-চন্দন
আবৃত অলিকুল সঙ্গ॥
রঙ্গিণী-যূথ নিশি বাসর আগোরলি
আরোপলি নয়ন-চকোর।
রায় বসন্ত পহুঁ রসিক-শিরোমণি
বীচহি করত উজোর॥ ৪৫৩॥

—০—

বেলোয়ার রাগ—কন্দর্পতাল

আকুল চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল
কুণ্ডল গণ্ডহি দোল।
পীতাম্বর উরে পহিরণ অঞ্চল
চঞ্চল মদন হিলোল॥

সজনি অপরূপ সুন্দর শ্যাম।
মুনি-মন-মোহন রমণী-বিমোহন
মোহিত রাইক নাম।

ব্রজ নব নাগর বর গুণ আগর
সাগর রূপহি ওই।
নিখিল কলা গুরু কেলি-কলপতরু
ত্রিভুবনে আর নাহি কোই।

ভাব-বিভাবিত অন্তর গর গর
মন্থর পদ গতি ভঙ্গী।
রাধা-মোহন-পহুঁ মনহিঁ জাগ এ মুহু
আপন নিজ রস সঙ্গী॥ ৪৫৩॥

—০—

কল্যাণ

দেখ সখি মোহন-মধুর-সুবেশং।
ভব-নারদ-অজ-ভাব-অভাব বিশেষং।
ব্রজ বনিতাগণ মোহন কারণ
বিরচিত-বিবিধ-বিলাসং॥
পঞ্চম রাগং তালতরঙ্গিতং
অধরে-মিলিত-বরবংশং।
অভিনব কমল জিতল পঙ্কজ
বীরবাহু-মনোহংসং॥ ৪৫৫॥

—০—

তথা

নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর শোভা।
পীতবসন জনু বিজুরী বিরাজিত
তাহে কুলবতী চাতকী মনোলোভা॥

পেখলুঁ সুন্দর নন্দকিশোর।
কালিন্দীতীরে ধীরে চলি আওত
রাধা-প্রেম-রসে ভোর॥

মণিময় হার বিরাজিত উর পর
ভালে এক চন্দন বিন্দু।
নীল গগনে জনু নখত বিরাজিত
তাহে উজোরল ইন্দু॥

পদ-পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
চলত নাচন ঘন বাজে।
ধরণীক আশ ক্ষণহি ক্ষণ পূরণ
ঐছে মূরতি হিয়া মাঝে॥ ৪৫৬॥

—০—

[তত্র মানোপযুক্তম্]

বেলাবলী

মরকত-মঞ্জুল- কান্তি মনোহর
মানিনী-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর- মুকুট ধর সুন্দর
মোহন পীত পট শোহ॥

মাধব মধুর-মূরতি জনু কাম।
মাধবী মল্লী মুকুলবর-মাধুরী
মালতী নিলু ঠাম ঠাম॥

মোহন মধুর মধুর বচন মধু-
মোহিত-মুনিজন-মান।
মহা মহাদেব দেবগণ মুরছন
মোহন মুরলী মাহা গান॥

মণিময় মকর- কুণ্ডল তছু শোহন
মণিময় হারহি সাজ।
মরকত মুকুর মলিন কর-পদ-নখ
রাধামোহন-মন রাজ॥ ৪৫৭॥

—:—

মায়ুর

মুখরিত মুরলী মিলিত মুখ মোদনে
মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনী মান মথন মুচুকায়নি
মুনি মানস মুরুছান॥

সই, মোহন মূরতি মুরারি।
মনইতে মরমে মনোরথ মাধুরী
মনমথ মনমথ মারি॥

মুকুলিত মল্লী মধুর মধু-মাধুরী
মালতী মঞ্জুল মাল।
মন্দ-মকরন্দ- মুদিত মত্ত মধুকর
মণ্ডিত মৌলি-মন্দার॥

মাথহিঁ মোর- মুকুট মদ-মন্থর
মণি-মণ্ডন মন মান।
মঞ্জু-মঞ্জীর- মহিমা মহিমাময়
গোবিন্দ দাস গুণ গান ॥৪৫৮॥

—:০:—

সুহই

সোই লো, কি মোহন রূপ সুঠাম।
হেরইতে মানিনী তেজই মান ॥
উজোর নীলমণি মরকত ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভান।
কিয়ে নব নীল নলিনী কিয়ে উতপল
জলধর নহত সমান ॥
কমনীয় কিশোর কুসুম জিতি কোমল
কেবল-রস-নিরমাণ।
জিনিয়া যমুনা জল নিরমল ঢল ঢল
দরপণ জিনিয়া রসাল ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ।
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ
রায় বসন্ত-পহুঁ রঙ্গিণী-বিলাস ॥৪৫৯॥

—০:০—

[তদেব ভাবিবিরহোচিতম্]

জয়জয়ন্তী

জয় জয় নন্দ-নন্দন চন্দ।
অঙ্গ-দীপতি নিন্দি নীরদ
নীলজ-নীরজ-কন্দ।
পীত অম্বর কনক-ভূষণ
মকর-কুণ্ডল-ধারী।
বৃষ্ণি-দূষণ কংস-মারণ
করণ-মানস-কারী ॥
বল্লবীকুল- হৃদয় আকুল-
করণ-উদ্গমবন্ত।
ততহিঁ কিঞ্চিত মসৃণ মানস
নিজহি মন্দির বসন্ত ॥
চরণ-পঙ্কজ ভকত-মানস-
সরসী উদয়-কারী।
এ রাধামোহন- পাপ-বিমোচন
এ ভব-সাগর-তারী ॥৪৬০॥

—:০:—

[ভবদ্বিরহোচিতম্]

কর্ণাট রাগ

মঞ্জুর মরকত নিন্দি সুন্দর
সুভগ কলেবর শ্যাম।
ইন্দু-নিন্দিত যাক রূপহি
ঐছে বদনক ঠাম ॥
জয় নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ।
বিরহ আকুল গোপ গোকুল
ততহিঁ মানস তৃষ্ণ ॥
গান্ধিনীসুত হৃদয়ানন্দন
স্যন্দন-কৃত রোহ।
বল্লবীগণ বলবন্ত তাপহিঁ
হৃদয় কৃত বরমোহ ॥
ভকত চাতক নীল নীরদ
অধিক পূরণ আশ।
কহই পাতক দুখিত অন্তর
এ রাধামোহন দাস ॥৪৬১॥

—:০:—

[ভূতবিরহোচিতম্]

মায়ূর

কুবলয় কুন্দল কুসুম কলেবর
কালিম কান্তি কলোল।
কোমল কেলি কদম্ব করম্বিত
কুণ্ডল কান্তি কপোল ॥

জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালীয় কেশী কংসকরি কর্ষণ
কেশব কুঞ্চিত কেশ॥
কুসুমিত কুন্তল বন্ধ।
কালিন্দী কমল কলিত কর কিশলয়
কৌতুক কুন্দন কন্দ॥
কমলা-কেলি কলপ-তরু কামদ
কামিনী-কোটি করীন্দ্র।
কৃপণ-কৃপা-কর কলি কলুষাঙ্কুশ
কহতহি দাস গোবিন্দ॥৪৬২॥

—:০:—

[তদেব ভাবোল্লাসোচিতং যথা]

গান্ধার

জয় জয় সুন্দর শ্যাম।
জলধর-রুচির রুচিরানন শোহন
মোহন কত কোটি কাম॥
পূর্ণিমক-চাঁদ- কান্ত মুখ-মণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণ বিলাস।
ব্রজ-জন-ভাব বিভাবিত অন্তর
মন্থর মন্থর হাস॥
কেলি-কলা গুরু অন্তরে অন্তরু
গতি অতি বারণ-বার।
রাধা রমণ রমণীগণ শোহন
মোহন-প্রেম বিথার॥
রাধা রসবতী রসিক বর-শেখর
শেখর জগ মন জান।
রাধা মোহন মোহন বন্ধুক
নিন্দক পদ-তল মান॥৪৬৩॥

—০—

বিভাষ

জয় জয় গোকুলচন্দ্র।
পিরীতি সুধাময় আনন্দ-কন্দ॥
রাধা-নখতর হৃদয়ানন্দ।
ব্রজরমণী-কুল-কুমুদিনী-ইন্দু।
গোপী-বাস-হারী ব্রজ বন্ধু॥
মুরতি-শিঙ্গার বর-রূপ-নিধান॥
রাধামোহন গুণ করু গান॥৪৬৪॥

—:০:—

[খণ্ডিতারসোচিতং যথা]

শ্রীরাগ

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতং।
ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতং॥

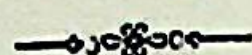
বন্দে গিরি-বর-ধর-পদ-কমলং।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলম্॥

মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ং।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ং॥

অতিলোহিত-মতিরোহিত-ভাষং।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসং॥৪৬৫॥

—:*:—

শ্রীবৃন্দাবনলীলা



[তথাহি শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্]

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।

যদি হরিস্মরণবিষয়ে মন সানুরাগ থাকে, যদি হরির বিলাস কলার কথা শ্রবণে কৌতূহল জন্মে, তাহা হইলে মধুর, কোমল ও কমনীয় পদ সমূহে গ্রথিত জয়দেবের কথা শ্রবণ কর।

—০—

[গীতম্]

[মালব-গৌড়রাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে]

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥১॥

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥২॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥৩॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥৪॥

ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥৫॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥৬॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিকপতিকমনীয়ম্,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥৭॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্,
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥৮॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয় দরশিত-(দর্শিত)-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥৯॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥১০॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্,
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥১১॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে
কারুণ্যমাতন্বতে ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে
দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥৪৬৭॥

[অনুবাদ]

হে জগদীশ! হে হরে! হে কেশিনিসূদন! তুমি প্রলয়-পয়োধিজলে পোতকার্য্যসম্পাদনকারী

মীনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অক্লেশে বেদরাশিকে ধারণ করিয়াছ, অতএব তোমার জয়। ১।

হে জগদীশ! হে হরে! হে কেশব! তুমি কচ্ছপমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে, তাই যিনি আমাদিগকেও ধারণ করিয়াছেন, সেই দুর্ব্বিষহ পৃথ্বীর ধারণ দ্বারা সঞ্জাত ব্রণচক্রে সুশোভিত গুরুতর ও অতি বিপুলতর তোমার পৃষ্ঠদেশে পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছেন। অতএব তোমার জয়। ২।

হে জগদীশ! হে হরে! হে শূকররূপধারিন্! হে কেশব! যেমন শশধরমণ্ডলে কলঙ্ককলা নিমগ্ন হইয়াই বাস করে, সেইরূপ তোমার শুভ্রদশন-শিখরে উদ্ধ্রিয়মাণ ধরণী সংলগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। এ হেতু তোমার জয়। ৩।

হে পাপহরণকারি জগদীশ! হে নৃসিংহরূপধারি কেশব! তোমার শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্রই! কারণ তোমার কর-কমলবরে যে আশ্চর্য্যকর অতি সূক্ষ্মাগ্র নখ বিরাজিত আছে, তদ্দ্বারা হিরণ্যকশিপুর তনু-ভৃঙ্গ একেবারে বিদলিত হইয়াছে। ৪।

হে তাপহারি জগদীশ! হে বামনরূপধারি কেশব! তুমি অতীববিস্ময়কর ক্ষুদ্রদেহ অবলম্বন করিয়া পদনখ-জলে লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছ ও বিক্রমে বলিরাজকেও ছলিত করিয়াছ। অতএব তোমার জয়। ৫।

হে ভক্তমনোহারি জগদীশ! হে পরশুরামমূর্ত্তিধারি কেশব! তুমি ক্ষত্রিয়শোণিতময় জলে সংসারের তাপত্রয়প্রশমন জন্য জগৎকে পাপহীন করিয়া স্নান করাইয়াছ। অতএব তোমার জয়। ৬।

হে অভাবহারি জগদীশ, হে দাশরথিরূপধারি কেশব! তুমি সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইয়া দশাননের দশটী মস্তককে প্রত্যেক দিকে দিক্‌পতিগণের কমনীয় রম্য উপহাররূপে বিতরণ করিয়াছ। এজন্য তোমার জয়। ৭।

হল-প্রহার-ভয়ে ভীত হইয়া তোমার সঙ্গে মিলিত যমুনার আভার ন্যায় আভাসম্পন্ন, নীল-নীরদ-নিভ বসন তুমি শুভ্রকলেবরে বহন করিতেছ। হে জগদীশ! হে হরে! হে কেশব! হে হলধররূপধারিন্! তোমার জয়। ৮॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, হে জগদীশ্বর! তোমার জয় ঘোষণা করিতেছি, তুমি বুদ্ধরূপধারণ করিয়া পশু-বধদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বেদোক্ত যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিয়াছিলে॥ ৯॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, হে জগদীশ্বর, তোমার জয় ঘোষণা করিতেছি তুমি কল্কিরূপ ধারণ করিয়া ম্লেচ্ছসমূহের সংহার কারণ ধূমকেতুর ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর তরবারি ধারণ করিবে॥ ১০॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, হে জগদীশ্বর, তোমার জয় ঘোষণা করিতেছি, হে দশবিধরূপধারি! শ্রীজয়দেব-কবি-বিরচিত উদার মঙ্গলপ্রদ সুখদায়ক সংসারের সার প্রবন্ধ তুমি শ্রবণ কর॥ ১১॥

তুমি মৎস্যাবতারে বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে, কূর্ম্মাবতারে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলে, বরাহ অবতারে ধরণীকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিলে, নরসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলে, বামন-অবতারে বলিরাজকে ছলনা করিয়াছিলে, ভার্গব-অবতারে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলে, রাম অবতারে রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করিয়াছিলে, বলরাম-অবতারে হল ধারণ করিয়াছিলে, বুদ্ধাবতারে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলে, অবশেষে কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছকুলের বিনাশসাধন করিবে; হে দশাবতারধারি শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণিপাত করি॥

—।—

[গীতম্]

[গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে]

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ ॥

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান ॥

জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥৪৬৮॥

হে কমলার হৃদ্‌বিহারি, হে কুণ্ডল-ধারি, হে মনোহর-বনমালাধারি, হে দেব, হে হরে! তোমার জয় হউক। হে সূর্য্যমণ্ডলের অলঙ্কার, হে ভব-যন্ত্রণাদূরকারি, হে ঋষি গণের হৃদয়সরোবরে রাজ-হংস—অর্থাৎ, ঋষিচিত্তস্থ পরব্রহ্ম, হে কালিয়সর্প-বিনাশন, হে লোকরঞ্জন, হে যদুকুল-পদ্মের সূর্য্যদেব, হে মধু-মুর-নরকাদি-দৈত্য-বিনাশকারি, হে গরুড়-বাহন, হে অমরবৃন্দের কেলিকলাপের আদি কারণ, হে প্রস্ফুটকমললোচন, হে ভববন্ধন-মোচন-কারি, হে ত্রিজগতের আধার, হে জনক দুহিতার অলঙ্কার, হে দূষণরাক্ষসসংহারকারি, হে দশাননবিজয়ি, হে নবজলধরোপম সুন্দর, হে মন্দরপর্ব্বতধারি, হে কমলার বদনচন্দ্রের চকোর, আমারা তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি, এই প্রণত ব্যক্তির কল্যাণবিধান কর। শ্রীজয়দেব কবির এই মঙ্গল-জনক উজ্জ্বল গীতি (সকলের) আনন্দপ্রদ হইবে॥

[গীতম্]

[বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে]

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে, নৃত্যতি
যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥৪৬৯॥

মলয়-সমীর ললিত লবঙ্গলতিকার আলিঙ্গনে কেমন কমনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, ভ্রমরসমূহের ঝঙ্কারে এবং কোকিলের কুহুধ্বনিতে কুঞ্জকুটীর কেমন পরিপূর্ণ; হে সখি! এই বিরহিগণের পক্ষে দারুণযন্ত্রণাময় মধুর বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ যুবতীগণের সহিত বিহার করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন॥

[গীতম্]

[বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে]

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী,
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী।
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে,
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥৪৭০॥

বিলাসিনী মুগ্ধ গোপবধূবৃন্দের সহিত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস-কেলি করিতেছেন; তাঁহার চন্দনানু-লিপ্ত নীলদেহ পীতবর্ণ বসনে আবৃত এবং বনমালায় শোভিত এবং তাঁহার ক্রীড়া-সঞ্চালিত মণিময় কুণ্ডল শোভিত কপোলদ্বয় অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন॥

হরিং পরিরভ্য সরাগং
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্।
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিত-
মনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্॥

কোন কোন গোপাঙ্গনা অনুরাগ ভরে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উন্নত পঞ্চমস্বরে সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

কোন কোন গোপিকা বিলাস-চঞ্চল-লোচন

ভঙ্গিমায় শোভিত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম মুগ্ধভাবে একান্তে ধ্যান করিতেছে।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ
মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

হে সখি! এই বসন্তকালে মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ মনোরঞ্জন করা হেতু বিশ্ব জগতের আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক নীলোৎপলদলোপম শ্যামল কোমল অঙ্গের সৌকুমার্য্যে (গোপবালাগণের) কামোৎসব বিধান করত ব্রজাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক নিঃশঙ্কভাবে ইতস্ততঃ আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রসের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন।

হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরম্॥
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্॥
তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি
তড়াগম্॥
বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডল-
শোভম্
স্মিতরুচিরুচিরসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতি-
লোভম্॥
শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুম-
কেশম্।
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্ম্মলমলয়জতিলক-
নিবেশম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্।
প্রণমত হৃদিনিধায়হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্

যমুনা-বক্ষে ফেন পুঞ্জের ন্যায় তাঁহার নীলবক্ষে মুক্তাহার শোভা পাইতে লাগিল॥

তাঁহার সুকোমল শ্যাম অঙ্গের পীতবসন, মৃণালের উপর নীলোৎপলের পীত পরাগবৎ শোভিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কমলাননের চঞ্চল কটাক্ষে রতিরাগ বৃদ্ধি করিল; যেন শরতের নির্ম্মল সরোবরে বিকসিত কমলদলে খঞ্জনদ্বয় নৃত্য করিতে লাগিল।

তাঁহার উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল দ্বয় তাঁহার বদন-কমলে দিবাকরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল; তাঁহার অধরপল্লবে উল্লাস-মধুর-হাস্যে রতিলোভ বর্দ্ধিত করিল।

তাঁহার কৃষ্ণ-কুন্তলে কুসুমদাম নবমেঘে চন্দ্র-রশ্মিবৎ প্রতীয়মান হইল। তাঁহার নির্ম্মল ললাট-তিলক অন্ধকার মধ্যে চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল।

শ্রীজয়দেব-বিরচিত এই গীতিকা শ্রীহরির ভূষণ-সমূহকে দ্বিগুণ শোভান্বিত করিয়েছে। হরিপরায়ণ ভক্তগণ সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক প্রণত হউন॥

—०—

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু
শুভানি যশস্যম্॥

শ্রীজয়দেবকবি-বিরচিত বনবিহার-লীলা-সমন্বিত যশপ্রদ এই অদ্ভুত কৃষ্ণ-কেলি-রহস্য-গীতি (সকলের) কুশল বিধান করুন।

শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দরমোহনমধুরিপুরূপম্।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সম্প্রতিপুণ্যবতামনুরূপম্॥

মদনমোহন কৃষ্ণরূপ বর্ণনাযুক্ত জয়দেব-রচিত এই পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্মরণ বিষয়ে সম্প্রতি পুণ্যবান্‌দিগের অনুরূপ।

'শ্রীজয়দেব ভনিতমিদমুদয়তি
হরিচরণস্মৃতিসারম্।'

—:-:—

[গীতম্]

[গুর্জ্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে]

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্,
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্,
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥
চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্॥
বন্ধুজীব মধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্॥
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্॥
জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্।
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজ-
সুরাসুরবরপরিবারম্॥
বিশদকদম্বতলে মিলিতং
কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্।
মামপি কিমপি তরঙ্গবদনঙ্গদৃশা
মনসা রময়ন্তম্॥ ৪৭১॥

হে প্রিয়সখি! সেই শারদীয় রজনীর রাসবিলাস, শ্রীকৃষ্ণের সেই পরিহাস সততই আমার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধাসিক্ত সেই মধুর বংশীধ্বনি যেন আমার আবার মনে হইতেছে! যখন বঙ্কিমদৃষ্টি সঞ্চালনে তাঁহার চূড়া চঞ্চল হইত, কর্ণকুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান হইত, তখন তাঁহার গণ্ডদেশ কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিত॥

সেই চন্দ্রক-শোভিত শিখিপুচ্ছ-বেষ্টিত চিক্কণ কেশদাম দেখিলে মনে হয় যেন স্নিগ্ধ নবীননীরদে এক পূর্ণ ইন্দ্রধনু শোভমান হইয়াছে॥

তদীয় অধর-পল্লবে যেন বন্ধুলি-কুসুম বিকসিত হয়, মৃদুহাস্যে বদন উল্লাসিত হয়,—তাঁহার সেই মোহন মুখ আমার মনে পড়িতেছে॥

তিনি যখন পুলকে সহস্র গোপাঙ্গনাকে ভুজযুগে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করেন, তখন তাঁহার চরণ, বাহু ও বক্ষঃস্থিত মণিময় অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে অন্ধকার বিনষ্ট করে॥

তাঁহার বিশাল ললাটে চন্দনতিলক, মেঘ নির্ম্মুক্ত শশাঙ্ককেও উপহাস করে।

মনোহর মণিময় মকরকুণ্ডলে ভূষিত তাঁহার গণ্ডদ্বয় কি অপরূপ শোভা ধারণ করে; সেই পীতবসন শ্রীহরির সৌকুমার্য্যে দেবী মানবী ও মুনি-পত্নী, সকলেরই মন মোহিত হয়।

যে সময়ে কুসুমিত কদম্বতলে বসিয়া আমার প্রতি বঙ্কিম-কটাক্ষপাত করেন তাহাতে যেন কামের তরঙ্গ উত্থিত হয়; সে সময়ে যেন আমারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁহার সেই মনোহর বেশ দর্শন করিলে কলিকলুষভয় উপশম হয়।

—০:০—

[শ্রীরাধা-সম্বোধনে সখ্যুক্তি]

ধ্যায়ন্তামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরম্,
—মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু গমনবিলম্বমনুসর তং হৃদয়েশম্
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবন চলিতম-
পিরেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।

নিকুঞ্জেই তিনি তোমার ধ্যানে দিবানিশি নিমগ্ন রহিয়াছেন; এবং অনুক্ষণ তোমার নাম জপ করিতেছেন॥

তোমার হৃদয়েশ্বর মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন; তুমি শ্রীহরির অনুসরণ কর। বনমালী যমুনাকূলে লীলাকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন॥

তোমার নাম উচ্চারণে মনোহর বংশীধ্বনি করিয়া অভীষ্ট স্থানে যাইবার জন্য তোমাকে সঙ্কেত করিতেছেন, তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত সমীরণ সহ যে ধূলিকণা চালিত হইতেছে, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ আপনা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন ॥

পত্র স্খলনে, পতত্রির পক্ষ সঞ্চালনে চমকিত হইয়া তিনি মনে করিতেছেন, যেন তুমিই আসিতেছ, মনে মনে শয্যা রচনা করিতেছেন, চঞ্চলনয়নে পথপানে চাহিয়া দেখিতেছেন ॥

অতএব—"চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্"—

সখি এখন কুঞ্জগৃহ তমসাচ্ছন্ন নীলাম্বর পরিধান করিয়া আশু প্রস্থান কর।

—০:০—

[গীতম্]

[দেশবরাড়িরাগ-রূপকতালাভ্যাং গীয়তে

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥

বিকশিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতে ন সা মনসিজবিশিখেন ॥

অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন।
জলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥

স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন।
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥

সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥

সকলভুবনজনবরতরুণেন।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৪৭২ ॥

সখি! সমীরণ-সঞ্চালিত ইন্দীবর-লোচন বিপিনবিহারী কৃষ্ণ যে কামিনীর সহিত কেলি করিয়াছেন, সে নবপল্লব-শয্যায় শয়ান হইয়া সন্তপ্ত হয় না।

আহা! বনমালীর বদনকমল বিকসিত পদ্মের ন্যায় মনোহর; তিনি যাহার সহিত রমণ করিয়াছেন, সে কামশরে জর্জ্জরিত হয় না।

সেই কৃষ্ণের বচন অমৃত অপেক্ষাও মধুর ও মৃদু, তিনি যে রমণীর বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, মলয় সমীর কখনই তাহার অঙ্গে সন্তাপ প্রদানে সমর্থ হয় না।

বনমালীর করদ্বয় স্থলপদ্মের ন্যায় সুদৃশ্য; তিনি যে বিলাসিনীর সহিত কেলি করিতেছেন, সে শশাঙ্ককিরণে দগ্ধ হইয়া তাপশান্তির জন্য ধরা লুণ্ঠিত হয় না।

সজল-নীরদকান্তি হরি যাহাকে পরিরম্ভণ করিয়াছেন, বিরহভরে সেই রমণীকে বিদীর্ণ হইতে হয় না।

নিকষ পাষাণে লগ্ন স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল-পীতাম্বরধারী-বনমালী যে নারীর মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সে কদাচ গুরুজনের উপহাসে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে না।

ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় যুবার মধ্যে বনমালীই প্রধান, তিনি যাহার সহিত বিহার করিয়াছেন, তাহাকে দীনভাবে কামযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না।

শ্রীজয়দেব কবি-বিরচিত এই গীতের সহিত শ্রীহরি সর্ব্বজনহৃদয়ে নিয়ত বিরাজ করুন।

—:০:—

রাধামুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনীভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরম্,
কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥

শ্রীরাধার কমনীয়-বদন-কমলে ভৃঙ্গরূপী, ত্রিভুবনের মুকুটমণি নীলমণিরূপী, ধরিত্রীর দুর্ব্বহ ভার তুল্য পাপাত্মাদিগের সংহাররূপ, গোপাঙ্গনাগণের মনোভিলাষপূর্ণকারী সন্ধ্যাসমাগমরূপী কংসরাজের পক্ষে ধূমকেতুরূপী, সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্॥

জয়দেব-কবি-বিরচিত এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ভক্ত রসিকবৃন্দের আনন্দ উৎপাদন করুক।



[তথাহি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে]

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর-লীলা
নর-বপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ॥

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপে তাঁর নিত্য ধাম॥

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তাহার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্তবাণ তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম তাঁহার যে স্বরূপগণ
তা সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥

চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন্মথে
নাম ধরে মদনমোহন।
যিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ॥

নিজ সম সখা সঙ্গে গো-গণ-চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥

মুক্তাহার বকপাতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার॥

মাধুর্য্য ভগবত্তা সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছেন জানাইতে
যাহা শুনি নাচে ভক্তগণ॥

তারুণ্যামৃত পারাবার তরঙ্গ লাবণ্যসার
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত নারীর মন তৃণ পাত
তাহা ডুবায় না হয় উদ্গম॥

সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণে।
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে॥

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন নাহি যার সমান
পর ব্যোম স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব অবতরী পরব্যোমের অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥

তাহে সাক্ষী সেই রমা   নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তেঁই যে মাধুর্য্য লোভে ছাড়ি সব কাম ভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা॥

সেইত মাধুর্য্য সার   অন্য সিদ্ধি নাহি তাঁর
তেঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে   তার দত্ত গুণ ভাসে
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি॥

গোপীভাব দর্পণ   নব নব ক্ষণে ক্ষণ
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি   বাঢ়ে মুখ নাহি মোড়ি
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান   বিধি ভক্তি জপ ধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে   ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

সেইরূপ ব্রজাশ্রয়   ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা   কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥

শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি   ধৈর্য্য বৈশারদী মতি
এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য   কৃষ্ণ সম নাহি অন্য
কৃষ্ণ করে জগতের হিত॥
কৃষ্ণ দেখি যত জন   কৈল নিমেষ নিন্দন
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।

—*—

[তথা চ শ্রীচরিতামৃতে]

লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে।
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবনক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবনক্রীড়ার সহায় গোপীগণ।
গোপী বিনা অন্য কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥

—০:০—

[পুনশ্চ তত্রৈব]

আত্মা-শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরমস্বরূপ॥
সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

[ব্রহ্ম]

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহিক যার সম॥

[তথা হি বিষ্ণুপুরাণে]

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।
বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব নিবন্ধনই পরমব্রহ্ম শব্দ কীর্ত্তিত হয়।

[পরমাত্মা]

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে]

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।
বিস্তৃতত্ব ও মাতৃত্ব অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপত্ব নিবন্ধন হরিই পরমাত্মা শব্দে কীর্ত্তিত।

[ভগবান]

সেই ব্রহ্মশব্দ কহে স্বয়ং ভগবান।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাই আন।
ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥

রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশ দুইত স্বরূপ।
রাগভক্তে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়।

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়।

[যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে]

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥

ব্রজভূমির পুণ্য আছে; কারণ, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার চরণ অর্চ্চনা করেন, সেই পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যনাট্য দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদন পূর্ব্বক বনজ বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়া গোচারণ ও বেণুবাদন করিতে করিতে বলদেবের সহিত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ঐ স্থানে ভ্রমণ করেন॥

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥

গোপীরা কি তপস্যা আচরণ করিয়াছিল, যে এই শ্রীকৃষ্ণের দুর্লভ নিত্যনূতন রূপ নেত্রসমূহ দ্বারা পান করে? তাঁহার এই রূপ লাবণ্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ; ইহার সমান বা অধিক নাই। আভরণাদি হইতে এই রূপের উৎপত্তি হয় নাই॥

প্রাতর্ব্রজাদ্ ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্।
নির্গম্য তূর্ণমবলা পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্॥

বেণুবাদন করিতে করিতে গোপগণের সহিত প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে বহির্গমন ও সায়ংকালে ব্রজে প্রবেশ করিবার সময় ইহাঁর বেণুরব শ্রবণে সত্বর গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যে সকল ব্রজাঙ্গনা পথে ইহাঁর সদয় দৃষ্টি সহিত মুখ নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগের প্রচুর পুণ্য'।

—০০—

[গোপী-প্রেম অহৈতুকী]

[যথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে।
ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চ বিধাকার।
এই যাঁহা নাহি সেই [ভক্তি অহৈতুকী।]
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী।
ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন প্রেমভক্তি নব প্রকার॥
রতি লক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা মহাভাব লক্ষণারূপা আর।
শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্যভক্তের রতি রাগদশা অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ মাতৃ স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
ভক্তি শব্দের কহিল এই অর্থের মহিমা।

—০:০—

স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥

কিশোর-শেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে॥
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে॥

[তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ]

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্॥

বয়োধর্ম্মের (বাল্যপৌগণ্ডাদির) বৈচিত্র্য বিদ্যমানেও সর্ব্বভক্তিরসের আশ্রয় ভগবান্ হরি বৃন্দারণ্যে কৈশোরধর্ম্মী হইয়া নিত্যলীলায় নিযুক্ত আছেন।

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন।
কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধর।
শেষ লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে কৈশোর নিত্য স্থিতি॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

—*—

[যথা রাগ]

নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি দলিত অঞ্জন কাঁতি
ইন্দ্রনীলমণি জিনি তনু।
পীতাম্বর পরিধান বিজুলী কুঙ্কুম ঠাম
সূর্য্যোদয় যেন প্রাতে জনু॥
সখি হে সুমধুর মূরতি গোবিন্দ।
সদা মন্দ মন্দ হাসি উগারে অমিয়া রাশি
সুশীতল জিনি কত চন্দ্র॥
কর্পূর চন্দনগণ আরো কত বিলেপন
প্রতি তনু শোভয়ে মুরারি।
কৃষ্ণের বদন কান্ত গর্ব্ব হরে পদ্ম চান্দ
রহে কত মাধুর্য্য মাধুরী॥

মকর কুণ্ডল গণ্ডে তাণ্ডব করয়ে রঙ্গে
বাঢ়য়ে বল্লবী গূঢ় ভাব।
প্রেম রত্ন আভরণ বদ্ধ তায় সখীগণ
তাহাতে মানয়ে বহু লাভ॥
লোক পাল সুবন্দিত কাল সৃষ্টি অবিরত
গৌরব রাখয়ে বিপ্রগণে।
নিত্য নব্য রূপ বেশ মনোহর কেলি দেশ
নর্ম্মকেলি মিত্রবৃন্দ সনে॥
ইন্দ্রের নন্দন গুণ জিনি বৃন্দাবন
সদা কৃষ্ণ যাতে বিলসয়ে।
ইন্দ্রের নাশিলা গর্ব্ব কালিমদ কৈল খর্ব্ব
বলে কংস সবংশে ঘাতয়ে॥
আত্মকেলি বৃষ্টি করি ভকতচাতকাবলি
পুষ্ট করে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
বীর্য্য-শীল লীলা যত আত্মঘোষবাসী কত
আনন্দিত করে জনে জনে॥
কুঞ্জরাসকেলিগণ সুধা করি নির্ম্মঞ্ছন
রাধিকা তোষণ করে যাতে।
করে নানা পরিহাস রাধা সহচরী পাশ
সখীগণ সন্তোষ করিতে॥
কৃষ্ণপ্রেম-শীল কেলি সুকীর্ত্তি মোহন মেলি
বিশ্ব চিত্ত নন্দন সমানে।
করি রাস-কেলি খেলা নিজ শুদ্ধ ভক্তি মেলা
দেখাইল শুদ্ধ ভক্তগণে॥
রূপ বেশ চিত্র ঠাম মন্মথ মন্মথ নাম
বহয়ে লাবণ্য রূপ রাশি।
আপন নয়ন কোণে যত ব্রজাঙ্গনাগণে
ভাববৃন্দ হৃদি পরকাশি॥
রাই পুষ্প উঠাইতে কৃষ্ণ তারে পরশিতে
তৃষিত হৃদয় হয়ে যায়।
রাই প্রেম বাম্য মুখ সুরম্য নয়ন সুখ
দেখি কৃষ্ণ কোটি সুখ পায়॥

রাই বক্ষ সুচন্দনে কৃষ্ণ অঙ্গ বিলেপনে
যে আনন্দ তার নাহি ওরে।
বল্লবেশ সুচন্দন চরণ কমল ধন
দাস্য দান করহ আমারে॥

শ্রীরাধিকা সুবল্লভ লক্ষ্মী আদি সুদুর্ল্লভ
যেই ইহা সদা পান করে।
রাধাকৃষ্ণ সদানন্দ বৃন্দাবনে সখীবৃন্দ
সঙ্গে দোঁহে পদসেবাচরে॥

অনন্ত মহিমা গুণ রূপেতে না হয় ঊন
কেবা পারে করিতে বর্ণন।
দিগ মাত্র দেখাইতে কিছু প্রকাশিল ইথে
কহে দাস এ যদুনন্দন॥ ৪৭৩॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত অর্থের সাগর।
সতত সাঁতার বার যত আছে বল॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে।
এ যদুনন্দন কহে শ্রীরাসবিলাসে॥



[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে]

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥

যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া স্বয়ং আত্মারাম হইলেও করুণা সহকারে সেই গোপীদিগকে ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করাইতে লাগিলেন।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

সেই রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে সহাস্য-বদনকমল পীতাম্বরপরিহিত প্রসূনমালালঙ্কৃত সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।

অপরানিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥

তদীয় চরণ পুনঃ পুনঃ সেবা করিয়া যেমন সাধু সকল তৃপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ অনিমিষনয়নে সম্যক্ পান করিয়াও তন্মুখপদ্ম-সেবাকারিণী অপর কোন গোপী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥

কোন গোপী নেত্ররন্ধ্রপথে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া যোগীর ন্যায় রোমাঞ্চিতাঙ্গী ও আনন্দব্যাপ্তা হইলেন।

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥

ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিসকলের ন্যায় অথবা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারী ব্যক্তি-সকলের ন্যায় কিম্বা সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাবস্থ ও তৈজসাবস্থ জীবসকলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনজনিত পরমানন্দে নির্বৃত গোপী সকল বিরহজনিত সন্তাপ নিবারণ করিলেন।

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥

হে তাত, শক্তিবর্গ দ্বারা পরিবৃত পুরুষের ন্যায় বিধূতশোকা গোপী সকলে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমধিক শোভা ধারণ করিলেন।

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈ-
রচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে॥

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনজনিত আনন্দে হৃদ্গতপীড়া-রহিত গোপী সকল শ্রুতিসমূহের ন্যায় পূর্ণমনোরথ হইলেন। এবং তাঁহারা কুচকুঙ্কুমলিপ্ত নিজ নিজ

উত্তরীয় বসন দ্বারা আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আসন রচনা করিয়া দিলেন।

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ॥

যোগেশ্বরদিগের হৃদয়মধ্যে কল্পিতাসন সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত ত্রৈলোক্যসৌন্দর্য্যের একাধারস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক গোপীমণ্ডলে পরিবৃত ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥

হে রাজন্, মনুষ্যদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত অব্যয় অপ্রমেয় নির্গুণ গুণাত্মা ভগবানের প্রাকট্য।

পরম মঙ্গলের নিমিত্ত—নিখিল সাধনের ফলসিদ্ধির নিমিত্ত। অব্যয়—অক্ষয়। অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন। নির্গুণ—মায়াগুণাতীত। গুণাত্মা—গুণ-সমূহের প্রবর্ত্তক; স্বরূপভূতকল্যাণগুণময়। প্রাকট্য—প্রকাশ।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

যাঁহারা নিত্য শ্রীহরিতে কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐক্য অথবা সৌহার্দ্দ বিধান করেন, তাঁহারা নিশ্চয় তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন।

[তথা শ্রীভগবদুক্তি]

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥

আমাতে আবেশিতচিত্ত জীবগণের কাম পুনর্ব্বার সংসার-বিষয়ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হয় না। দগ্ধ বা রন্ধিত যবাদি প্রায় পুনশ্চ অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না।

—•—

[অথ শ্রীরাসোৎসব]

—*—

বাদরায়ণিরুবাচ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

শুকদেব কহিলেন—শ্রীভগবান (অষ্টবর্ষ বয়সে) শরদাগমে কার্ত্তিকপূর্ণিমায় প্রফুল্লমল্লিকান্বিত পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাত্রি সকল সন্দর্শন করিয়া যোগমায়া উপাশ্রয় পূর্ব্বক রমণ করিতে মানস করিলেন।

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥

প্রীত পরস্পর বদ্ধবাহু অনুব্রত স্ত্রীজাতিভূষণ গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ যমুনা-পুলিনে রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্॥

মণ্ডলরূপে অবস্থিত দুই দুই গোপীর মধ্যে একৈকরূপে প্রবিষ্ট, অতএব সকল গোপীই যাঁহাকে নিজের নিকটস্থ মনে করিতেছিলেন, সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সামালিঙ্গিত গোপীদিগের মণ্ডলসমূহে সুশোভিত রাসোৎসব আরব্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ আকাশ দর্শনৌৎসুক্য হেতু অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত সস্ত্রীক দেবগণের শত শত বিমানে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল।

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্॥

অনন্তর দুন্দুভি সকল নাদিত হইতে লাগিল; পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল; এবং প্রধান গন্ধর্ব্ব সকল শ্রীকৃষ্ণের অমল যশ গান করিতে লাগিল॥

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥

রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারকারিণী গোপীদিগের বলয় নূপুর ও কিঙ্কিণীসমূহের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল ॥

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥

এইরূপে রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায় আলিঙ্গন করস্পর্শ সানুরাগ নিরীক্ষণ উদ্দাম বিলাস ও হাস্য সংকারে গোপীগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥

গোপীগণের সহিত—হ্লাদিন্যাখ্যস্বরূপশক্তিত্ব হেতু নিজপ্রতিমূর্ত্তিরূপা অতএব প্রতিবিম্বস্থানীয়া গোপীগণের সহিত। রমণ—ক্রীড়ানন্দানুভব।

অনন্তশক্তি শ্রীভগবানের শক্তি সকল প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। উক্ত শ্রেণীত্রয় যথা—স্বরূপশক্তি, তটস্থশক্তি ও মায়াশক্তি। তন্মধ্যে স্বরূপশক্তি আবার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ভেদে ত্রিবিধ। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যুগপৎ উক্ত শক্তিত্রয়প্রধান। আর এক একটি শক্তিপ্রধান মূর্ত্তিকেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বলা যায়। তন্মধ্যে হ্লাদিনীশক্তিপ্রধান মূর্ত্তিসমূহের নাম [কৃষ্ণকান্তা] সন্ধিনীশক্তিপ্রধান মূর্ত্তিসমূহের নাম [কৃষ্ণগুরু] এবং সম্বিৎশক্তিপ্রধান মূর্ত্তিসমূহের নাম [কৃষ্ণসখা] কান্তাবর্গের প্রধান শ্রীমতী রাধিকা, অপর কান্তা সকল তাঁহারই [কায়ব্যূহ]; গুরুবর্গের প্রধান শ্রীনন্দ ও শ্রীমতী যশোদা, অপর গুরুগণ তাঁহাদেরই কায়ব্যূহ; আর সখাবর্গের প্রধান শ্রীবলরাম, অপর সখা সকল তাঁহারই কায়ব্যূহ।

কান্তাবর্গ আবার যূথেশ্বরী সখী উপসখী মঞ্জরী ও উপমঞ্জরী বা নর্ম্মসখী ভেদে পঞ্চবিধ। শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলী ইহাঁরাই [যূথেশ্বরী]। ললিতা বিশাখা চম্পকলতা চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী ও সুদেবী ইহাঁরাই [সখী]। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের অধীনে যে আটটি করিয়া সখী আছেন তাঁহাদিগকেই [উপসখী] বলা যায়। সখীর ন্যায় মঞ্জরীও প্রধানতঃ আটটি। উক্ত [অষ্ট মঞ্জরী] যথা—শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী, শ্রীমদনমঞ্জরী, শ্রীকেলিমঞ্জরী ও শ্রীভৃঙ্গমঞ্জরী। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী এই অষ্ট মঞ্জরীর প্রধান মঞ্জরী যূথেশ্বরী। উক্ত মঞ্জরীগণের প্রত্যেকের অধীনে যে আটটি করিয়া মঞ্জরী আছেন, তাঁহাদিগকেই [উপমঞ্জরী বা নর্ম্মসখী] বলা যায়। এতদ্ব্যতীত [দূতী] বলিয়া যে আর একপ্রকার কান্তাবর্গের কথা শুনা যায়, ঐ কান্তাবর্গকে অপেক্ষাকৃত হীনশক্তি জানিতে হইবে। কান্তাবর্গের ন্যায় গুরুবর্গ পিতা মাতা ও ধাত্রী প্রভৃতি ভেদে এবং সখাবর্গ [সুহৃৎ] [সখা] ও [প্রিয়সখা] প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ। এই সকল এবং অপর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত হীনশক্তি ব্রজবাসী পরিকর লইয়াই

[শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনলীলা]

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়নদেহভাক্ ॥

যিনি গোপীদিগের এবং তৎপতিদিগের ও সমস্ত প্রাণীর অন্তরে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত, সেই সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ লীলার্থই দেহধারণ করিয়াছেন, অতএব গোপীদিগের বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সামান্য দৃষ্টিতেও কোন দোষেরই সম্ভাবনা দেখা যায় না ॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো
ভবেৎ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ভক্তবর্গের

প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই মনুষ্যশরীর ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ঐ সকল লীলা শ্রবণে, মুক্ত ও মুমুক্ষুর কথা দূরে থাকুক, বহির্মুখ বিষয়ী পর্য্যন্ত সকলকেই ভগবৎ-পরায়ণ হয় ॥

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মায়া দ্বারা মোহিতচিত্ততাবশতঃ নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে নিজ নিজ সমীপেই অবস্থিত জানিয়া ব্রজবাসী গোপ সকলই যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই, তখন উক্ত লীলা শ্রবণে বহির্মুখ ব্যক্তিদিগেরও ভগবৎপরতা অবশ্যম্ভাবিনী ॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

ব্রজবধূবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই যে লীলা এবং তাঁহার অপরাপর লীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি তাঁহাতে পরমোৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরেই ধৈর্য্যান্বিত হইয়া হৃদ্-গত কামরোগ আশু উন্মূলন করিয়া থাকেন ॥

শ্রীরাধার রূপানুরাগ

['রূপোল্লাস' পর্য্যায় দ্রষ্টব্য]

একদিন বসিয়া সন্ধ্যায়।
রাধিকা কহেন ললিতায় ॥
শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুরী।
সখি ! করে আঁখি মন চুরি ॥
কাঁতি নব জলধর জিনি।
চুয়াইয়া পড়য়ে লাবণি ॥
মুখ-শশী জন-মনোহারী।
তাহার তুলনা দিতে নারি ॥
তাহে ভুরু-ভঙ্গিম চাহনি।
যাহা দেখি মজয়ে কামিনী ॥
অধর রঙ্গিম সুগঠন।
বলিহারি শ্রীরঘুনন্দন ॥৪৭৪॥

শ্যাম-রূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥

কি বা সেই মুখ-শশী উগারে অমিয়া-রাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায় ॥

এ তিন ভুবনে যত রস-সুধানিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়া ফেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেন রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে ॥৪৭৫॥

বরাড়ী

মনোহর কেশ　　　বেশ মনোহর
মনোহর মালতী-মাল।
মনোহর মণি-কুণ্ডল　　　ঝলমল মনোহর
মনোহর তিলক রসাল॥
দেখ সখি মনোহর রায়।
মনোহর অধরে　　　মনোহর মুরলী
মনোহর তান বোলায়॥
মনোহর সবহিঁ　　　অঙ্গ মনোহর
মনোহর চন্দন সাজ।
মনোহর কটিতট　　　মনোহর পীত-পট
মনোহর রসনা বাজ॥
মনোহর চলনি　　　মনোহর বোলনি
মনোহর নূপুর বায়।
মনোহর প্রভুকে　　　সবহিঁ মনোহর
কহে কবি শেখর রায়॥৪৭৬॥

—০:০—

[তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে]

"বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশম্"

শ্রীকৃষ্ণ সকল সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশরূপ কলেবর ধারণ করিয়াছিলেন।

[তথা হি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে]

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্য হয় অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি　　　সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর　　　মধুর হৈতে সুমধুর
তাঁতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হইতে সুমধুর　　　তাহা হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥

মারঃ স্বয়ং নু মধুর-দ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়।

শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল ঠিক বলিয়াছেন—"এ রূপ দেখিয়া প্রথম ভাবিলাম এই বুঝি স্বয়ং কন্দর্প। যিনি রূপের ছটায় ত্রিভুবন শাসন করেন, ইনি বুঝি সেই মহামারক কামদেব। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, ইনি মারক কন্দর্প নহেন—ইহাতে পূর্ণমাধুর্য্য বিরাজমান্—যেন এক মধুর দ্যুতি-মণ্ডল। মারক মদনে এ মাধুর্য্য কোথায়? তারপরে মনে হইল—ইহাকে মাধুর্য্যদ্যুতি বলিয়াই বা বলি কেন—ইনি স্বয়ংই মাধুর্য্য। তাই বা বলি কেন—ইনি মন ও নয়নের অমৃত। পরে বুঝিলাম—ইনি শ্রীরাধার সেই মনচোরা বেণীমোচক জীবিতবল্লভ নবকিশোর মোহনমুরলীধর ব্রজ-জন-নয়ন-রঞ্জন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ"।

[তথাহি চ শ্রীভাগবতে]

'ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ'—

শ্রীকৃষ্ণ ত্রৈলোক্য সৌন্দর্য্যের একাধার স্বরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

সখীর সহিত　　　কহয়ে সুন্দরী
কিশোরী অনুরাগিণী।
কি করিব সখি　　　কহ না উপায়
কেমন করে পরাণী॥
এক তিল প্রিয়　　　বদন মাধুরী
না দেখিলে প্রাণে মরি।

হেরিয়া ও মোর　　না পূরয়ে আশা
বাসনা নয়নে ভরি ॥
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে　　নূতন যে হেরি
যেন কভু দেখি নাই।
কি দিয়া বান্ধিল　　পরাণ আমার
ভাবিয়া কিছু না পাই ॥
যে দিকে নিরখি　　শ্যামল সুন্দর
মোহন মাধুরী দেখি।
শ্যাম বহি আর　　কিছু দেখি নাহি
একি জ্বালা হৈল সখি ॥৪৭৭॥

—•—

যথা রাগ

সজনি কি হেরিলুঁ ও মুখ-শোভা।
রাতুল কমল　　সৌরভ শীতল
তরুণী-নয়ন-অলি-লোভা ॥
প্রফুল্লিত ইন্দী-　　বর সুন্দর বর
মুকুর-কান্তি মন-লোভা।
রূপ বরণিব কত　　ভাবিতে থকিত চিত
কিয়ে নিরমল ছবি-শোভা ॥
বরিহা বকুল ফুল　　অলিকুল আকুল
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী ফুল　　শ্রুতি মণি-কুণ্ডল
কিয়ে অবতংস বনান ॥
হাসি খানি তাহে ভায়　অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায়　শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিলুঁ তায় ॥
না দেখিলে প্রাণ কান্দে দেখিলে না হিয়া বান্ধে
অনুক্ষণ মদন তরঙ্গ ॥
হেরইতে চাঁদ-মুখ　　মরমে পরম সুখ
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ ॥

চরণে নূপুর মণি　　সুমধুর ধ্বনি শুনি
রমণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ-সাগরে রস-　　হিলোলে নয়ন মন
আটকিল রায় বসন্ত ॥৪৭৮॥

—•—

তুড়ী

হেরি মুখচন্দ্র-　　সুধারস-লহরী-
কিরণহি ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি　　চকোরিণী কামিনী-
লোচন নিশি দিশি ভোর ॥

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে　　বিঘিন ঘটাওল
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান ॥

দারুণ দৈব　　কয়ল দুহুঁ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে　　এ দুহুঁ দিঠি পূরল
কৈছে হেরব মুখ চাই ॥

তাহে গুরুজন-　　লোচন কণ্টক
সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতী বাদ　　বিবাদ করত কত
ধৈরজ লাজ বিচার ॥

সবহুঁ উপেখি　　যাই বন পৈঠব
কানু গীমে করি হার।
নিরজনে রাতি　　দিবস সুখে হেরব
এহি দঢ়ায়ল সার ॥৪৭৯॥

—•—

যুবতী-মনোহর ও না বেশ গো।
অবনীমণ্ডলে সখি　　চাঁদের উদয় যেন
সুধাময় রূপের বিশেষ গো ॥

চূড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গো
তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।
যেন চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো
ললাটে চন্দনবিন্দু রেখা॥
সঘনে দোলায় বামে মকর কুণ্ডল গো
কুলবতীর কুল মজাইতে।
উহার নয়ন কুসুমশর মরমে পশিলে গো
ধৈরজ ধরিতে নারে চিতে॥
এমন সুন্দর রূপ কোথা হতে এলো গো
মনোভব ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই ও রূপ-সাগরে গো
কি বা সে নাগর বিনোদিয়া॥৪৮০॥

—*—

বেলোয়ার

কি হেরিলুঁ নাগর নবীন কিশোর।
শারদ শশধর বয়ান মনোহর
রঙ্গিনী-নয়ানহি লুবধ চকোর॥
নীলেন্দীবর- সুন্দর লোচন
অঞ্জন অরুণ তরুণী-চিত-চোর।
মাণিক অধর মনোহর বংশী
রসের তরঙ্গিম মোতি মোর॥
অমিয়া-বচন শ্রবণ-অনুরঞ্জন
গঞ্জন নীরদ ভাষ।
এক অনুপম জগ-মনোমোহন
হাসি যেন বিজুরী প্রকাশ॥
নাসা তিল-ফুল রঙ্গিম মুকুতা
মরকত কুণ্ডল গণ্ডহি লোল।
চাঁচর কেশ- পাশ নব মালতী
তঁহি পর শিখি-চাঁদ উজোর॥
কুঙ্কুম-বিরচিত তিলক-বিরাজিত
রাজিত জনু দ্বিজ-রাজকি রাজ।
ও তনু-আভরণ তড়িদিব নব ঘন
উর পর বনি বন-মালা বিরাজ॥
নীল লাবণি অবনী ভরল রূপ
নখ-মণি-দরপণি তিমির বিনাশে।
রায় বসন্ত মন সেবই অনুক্ষণ
ঐছন চরণ-কমল-মধু আশে॥৪৮১॥

—০—

সো বর নাগর রাজ।
তপন-তনয়া তটে নীপ-তরু নিকটে
হিলন নটবর সাজ॥
মরকত মুকুর রতন নব লাবণি।
প্রতি তনু পিরীতি পসার।
শারদ চাঁদ ফাঁদ মুখ মণ্ডল।
কুণ্ডল শ্রবণ-বিহার॥
নাচত ভাঙ মদন-ধনু ভঙ্গিম
নট-খঞ্জন দিঠি জোর।
বান্ধুলি অধরে মুরলী-বর-মাধুরী
মন মাতায়ল মোর॥
উড়ত চূড়ে চারু শিখি-চন্দ্রক
মন্দ পবন সঞে খেল।
কহে যতুনন্দন শ্রবণ-রসায়ন
মম মন-রসায়ন কেল॥৪৮২॥

—:—

তুড়ি।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কি বা গুণে কি বা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
চণ্ডিদাস বলে প্রেম কুটিলতা-রীত।
কুল-ধর্ম্ম লোক-লজ্জা নাহি মানে চিত॥৪৮৩॥

—:—

যথা রাগ

কি হেরিলাম নব জলধরে।
সেই হৈতে পরাণ কেমন করে॥
হিয়া দুরু দুরু তাহে হেরি।
বিরলে বসিয়া রূপ ঝুরি॥
মনে করি তাহে পাসরিয়ে।
দগ্‌ধগি বাঢ়য়ে আসিয়ে॥
পাসরিতে নাহি পারি।
অন্তরে গুমরি সদা মরি॥
এ যদুনন্দন মনে জাগে।
কি না করে নব অনুরাগে॥ ৪৮৪॥

—:০:—

[পাঠান্তর]

কি হেরিলাম নব জলধরে।
সেই হৈতে পরাণ কেমন করে॥
হিয়া দুরু দুরু তাহে হেরি।
অন্তরে গুমরে সদা মরি॥
সদাই বিকল করে প্রাণ।
অন্তরে জাগি আছে শ্যাম॥
মনে করি তাহে পাসরিয়ে।
দগ্‌ধগি উঠয়ে বাঢ়িয়ে॥
কদম্ব-তলাতে শ্যাম-চাঁদে।
হেরি কুলবতী পড়ে ফাঁদে॥
এ যদুনন্দন মন ভোর।
রূপের না পায়লুঁ ওর॥ ৪৮৫॥

—:—

ধানশী

এ সখি এ সখি কর অবধান।
পুন কি অনঙ্গ ভেল নিরমাণ॥

অলকা আবৃত মুখ মুরলী সুতান।
রমণী-মোহন চূড়া আনহি বন্ধান॥

সুন্দর নাসিকা পুট ভাঙ কামান।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত বরিখয়ে বাণ॥

অধর সুরঙ্গ ফুল বান্ধুলী সমান।
হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ॥

তিলকে হরয়ে কুল- কামিনীর মান।
রায় বসন্ত ইছে নিছিতে পরাণ॥৪৮৬॥

—:—

দশনক জ্যোতি সুধাকর নিন্দই
মণিময়-মুকুর কপোল।
গরুড়-গরব-হর নাসা সুন্দর
তঁহি মুকুতা ঘন দোল॥

পেখলুঁ রে সখি! কিয়ে বনোয়ারী।
করিকরসুন্দর ভুজযুগদোলনে
বিকল করই সব নারী॥

নীলধরাধর- তট-পরিসর উর
তঁহি রোমাবলিশোভা।
কেশরী জিনি মাঝা নাভি সরোবর
নারী-মন-মীন-লোভা॥

রামকদলী জিনি উরুযুগ সুবলনি
থলকমলিনী সম চরণা।
নখ-শশিমণ্ডল কিরণহি ঝলমল
রঘুনন্দনজন-শরণা॥ ৪৮৭॥



বেলোয়ার

কি হেরলুঁ সুন্দর নাগর-রাজে।
রূপ গুণ লাবণি অসীম অনুপম
মনমথ-বয়ান মলিন করু লাজে॥

কাঞ্চন আভরণ মেঘে তড়িত যেন
পীত বসন মণি-কিঙ্কিণী সাজে।
রতন-হার হিয়ে শোভন কি কহব
চন্দন-তিলক ভালে অধিক বিরাজে॥

ও চূড়া চাঁচর কেশে মালতীর মাল সাজে
আন্ধারে উদয় যেন শশী ষোলকলা।
আর এক অপরূপ তাহে শিখি-চন্দ্রক
মধুকরী মধুকর সঙ্গে করে খেলা॥

ও মুখ-কমল-ছবি লজ্জিত শশী রবি
চাঁদে কান্দে মণি-কুণ্ডল-ছান্দে।
চরণারবিন্দ-নখ- চন্দ্রমা সুন্দর
রায়বসন্ত-চিত হেরই আনন্দে ॥৪৮৮॥

—০০—

তথা রাগ

সজনি অপরূপ গোকুল-চাঁদ।
অনুভবি পিরীতি- মূরতি কিয়ে সুধাময়
কামিনী-মন-শশ-ফাঁদ॥

নব নব জলধর নিন্দি মনোহর
সুচিকণ বরণ উজোর।
কাম-কামান জিনি ভাঙ ধুনায়তি
যছু শরে কামিনী ভোর॥

পীতাম্বর-ধর সুন্দর বেণু-কর
মুনি-মনমোহন নাট।
বর-কৌস্তুভ-ধর মাল্য-মনোহর
জনু নব মনমথ ঠাট॥

পদ-নখ-চন্দ্র আনন্দ সুধা ঝরু
থাবর জঙ্গম প্রাণ।
রাধামোহন পহুঁ নব নব অনুখন
সহজহি রূপ-নিধান ॥ ৪৮৯ ॥

—:—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পাতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥

অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥

শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড সবেশ॥
(কাজরে সাজল মদন সন্দেশ)

জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে॥

বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন করল বিহি মদন ভাণ্ডার ॥ ৪৯০ ॥

—০—

নব ইন্দীবর নব কুবলয় দল
নব ঘন কাজর নব তমাল বর।
নব চম্পকদল নব কাঞ্চন নিভ
নব বিদ্যুত নব পীতাম্বরধর॥

সজনি এ নব যুব-বর নব নাগর।
নব দিঠি অঞ্চলে গতি অতি চঞ্চলে
হেরইতে দশ দিশ ভরল কুসুম-শর॥

বদন সুধাকর হাস পীযূষঝর
অবিচল কুলবতি-কুল-নঠ-শেখর।
অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গ বিভঙ্গিম
আরক্তিক হৃদি হার মনোহর॥

নব যাবক নব রক্তোৎপল
নব জবা-শ্রেণি নব হিঙ্গুল পদতল।
কহ রাধাবল্লভ দাস বিমল
নব পদনখ-রুচি করু দশ দিশ নির্ম্মল ॥৪৯১॥

—:—

পঠমঞ্জরী

মরি মরি আলো শ্যাম রূপের বালাই লৈয়া।
কোন্ বিধি নিরমিল কত সুধা দিয়া॥

শারদ বিধুবর ফুল্ল পুষ্কর
সুন্দরানন মণ্ডলে।
রত্ন মণিময় রবি সম উদিত
গণ্ডে নৃত্যতি কুণ্ডলে॥

চারু চন্দ্রিক চূড়া চিক্কণ
চঞ্চরীগণ আবৃতে।
চমকিত হিয়া চাহিয়া চাহিয়া
মোর ও রূপ দেখিতে॥

সজল জলধর তিমির পুঞ্জকর
ইন্দ্রনীলমণি মনোরমে।
বন্ধুরাধর রঙ্গ সিন্দূর
নিন্দি বিম্বক বিভ্রমে॥

লোচনাঞ্চল বিমল চঞ্চল
বিষম-বাণ-সহোদরে।
শ্যাম রূপক রসিক ভূপক
নিরখি হৃদয় বিদরে॥

প্রবল ভুজবর নিন্দি করি-কর
কঙ্কণাঙ্গদ শোভনে।
নখর তীখন রুচি বিলক্ষণ
গোপী-চিত্ত প্রলোভনে॥

হেম বিরাজিত মুদ্রিকাযুত
পাণিশাখ মনোহরে।
ও রূপ দেখিতে অবলার চিতে
প্রাণ কি জানি কি জানি করে॥

বিপুল বক্ষ শ্রীবৎস-লাঞ্ছন
তার হার বিলম্বিতে।
কৃশিম মধ্যম উরগ বিক্রম
পীত অম্বর শোভিতে॥

চরণ পল্লব শরণ বল্লভ
মঞ্জুমঞ্জীর রঞ্জিতে।
মথুরাদাসের চিতে রহু অবিরতে॥ ৪৯২॥

—(০)—

রামকেলি

আলো সই করিব কি।
পরাণ পর-বশ জীবারে কি॥

কি দিয়া নিরমিল কেমন বিধি।
রূপের নাহিক সীমা গুণের নিধি॥

লখিল নহে রূপ লখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয়॥

দেখিতে দেখিতে মনে এমন লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয়॥

যখন শ্যামবন্ধু বাঁশীটি পূরে।
বনের পশু কান্দে বিরিখি ঝুরে॥

যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে॥

নয়ান-কোণে তার আছে কি ধন।
যার লাগি জাতি কুল করিলুঁ পণ॥৪৯৩॥

—:—

ধানশী

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনয়ে আন পরসঙ্গ॥

সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন জারল
না সহে ধরম ভয় লেশ॥
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
কো জানে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ যদি হয়ে অনুরত
পুছত গোবিন্দদাস॥ ৪৯৪॥

—:—

বালা ধানশী

কানু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব্ ধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই ন পারি॥
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিসরিয়ে তত বিসর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥৪৯৫॥

—০॥০—

মঙ্গল

সজনি কি হেরলুঁ নাগর কান।
কানড়-কুসুম-তুল নীলমণি ঢল ঢল
বরণ চিকণ অনুপাম॥
নবীন নীর-ধর কিয়ে মরকত-বর
কি মোহন দরপণ ভান।
লাখ লাখ যুবতী দিবস নিশি আরতি
হেরই নহ পরিমাণ॥
চরণ-কমল-ছবি লজ্জিত শশী রবি
নিরুপম ও মুখ চান্দ।
কনক-জড়িত-মণি- কুণ্ডল-শ্রুতি বনি
তিলক তরুণী-মন-ফান্দ॥
কুসুম-রচিত কেশ মোহন চূড়ার বেশ
বনাইল কতেক বন্ধান।
রায় বসন্ত কয় ও রূপ পিরীতিময়
নিহারনি মরম সন্ধান॥৪৯৬॥

•—০(::)০—

সুহই

সই লো ও বড় বিনোদিয়া কান॥
কুটিল কটাখে লাখে লাখে কুলবতী
ছাড়ল কুল অভিমান॥
কুঞ্চিত অলকা উপরে অলি মণ্ডল
কাম-কামান ভুরু-ভঙ্গী।
মলয়জ তিলক ভালে অতি বিলখণ
যা দেখি চাঁদ কলঙ্কী॥
পীত অঙ্গ সম ভূষণ ঝলমল
উরে দোলত বনমাল।
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দেখ হ
বিজুরী তরুণ তমাল॥৪৯৭॥

—(:০:)—

শ্রীরাগ

কি বা রাতি কি বা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপ খানি॥

আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥

কি রূপ দেখিলুঁ সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝুরে মন কাঁদে পরাণ ফাঁপর॥

সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চূর॥

আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন্ বা মুগধি॥

দেখিতে সে চাঁদমুখ জগ-মন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥

কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥৪৯৮॥

—:•:—

ভাটিয়ারি

সোই এবে বলি কি আর কুলধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানল মরমে॥

সোই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ॥

সোই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি রসিয়া বয়ান॥

সোই এবে বলি কিরূপ দেখিলুঁ।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিলুঁ॥

সোই এবে বলি কিরূপ সাজনি।
যাচিঞা যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি॥

সোই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥৪৯৯॥

—০০০—

সুহই

কি কহব পরিচয় কথন অনেক।
জানবি কত যব হব পরতেক॥

যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যদুকুল-চন্দ॥

শুন তবু কহি নিরুপম রূপ।
জগ-জন-লোচন-অমিয়া-স্বরূপ॥

লাবণী-লহরী-লভিত সব অঙ্গ।
ভ্রূ-ধনু-নটন মদন-ধনু-ভঙ্গ॥

দাড়িম দশন হসন সুধা-কেলি।
বদন তুলনা নহ চাঁদ শত মেলি॥

কত মরকত জিতি বাহু সুদণ্ড।
গোপী-পটল-হরণ হঠ-চণ্ড॥

পরিসর উর কিয়ে মরকত ঠাট।
বিধি নিরমিল জনু কাম-কপাট॥

ততহি লোল বন-মাল বিটঙ্ক।
হেরইতে সতীগণ মদন-আতঙ্ক॥

নাভি-সরোবর সরোজ-নিধান।
রমণীক নয়ন সফরী জনু জান॥

উরুযুগ রাম-কদলী অনুমান।
কিয়ে রমণী-মন-করিণী আলান॥

পাদ পদুম কত পদুম-নিবাস।
নারী মন-মধুকরী করতহিঁ আশ॥
ততহিঁ বিরাজত দশ নখ চাঁদ।
যুবতীক যৈছন মন-শশ-ফাঁদ॥
তাকর কি কহব অবলা বাখান
রাধামোহন পহুঁ রূপ-নিধান॥ ৫০০॥

—০:০—

শ্রীকৃষ্ণের বেশ সখি! ভুবনমোহন।
নিরখিয়া কে থির করিতে পারে মন॥
চরণে শোভয়ে কিবা কনক-নূপুর।
মানিনী-কামিনী-মানে যেই করে চূর॥
তড়িত-তুলিত-পীতপট-পরিধান।
তা দেখি রাখিতে পারে মানিনী কি মান॥
কটিতটে স্বর্ণ-শিকলী অভিরাম।
নারীচিত্ত-করী ধরি যাহে বান্ধে কাম॥
বুকের উপরি পরিষ্কার হার সাজে।
সুরধুনী-ধারা যেন গিরিতট মাঝে॥
আপাদলম্বিত-বনমালা দোলে তায়।
যার গন্ধে অলিগণ মাতি মাতি ধায়॥
শিরে শিখিশিখণ্ডমুকুট শোভমান।
শ্রীরঘুনন্দন সেই রূপ করে ধ্যান॥ ৫০১॥

—০—

ভাটিয়ারি

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীত-বসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময়-আভরণ-রাজিত অঙ্গ।
কনক-হার হিয়ে বিজুরী-তরঙ্গ॥
মকর-কুণ্ডল শোভে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণী-মন পরশের সুখ॥
অমল অমিয়া মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিলোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলী-গম্ভীর-ধ্বনি মদন-তরঙ্গ।
রমণী-রমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ॥
চরণ-কমল মণি-নূপুর বিরাজে।
রায়বসন্ত-মন নখ-মণি মাঝে॥ ৫০২॥

—০::০—

তুড়ি

কানড়া কুসুম জিনি কালিয়া বরণ খানি
তিলেক নয়ানে যার লাগে।
ছাড়য়ে সকল কাজ তেজি কুল ভয় লাজ
মরে সে কালিয়া অনুরাগে॥

সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ান কোণে না চাহিও তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ॥

পিরীতি আরতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া রভস-লীলা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জপিতে জপিতে প্রাণ গেল॥

নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে জলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ল নয় পরিণামে কি বা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥

দারুণ মুরলী স্বর না মানে আপনা পর
মরমে ভেদিয়া তার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥৫০৩॥

—০—

সুহই

কহ কহ এ সখি কি করি উপায়।
দরশন বিনু চিত ধরণে না যায়॥
তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ॥

তবু সে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিধি বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি ॥
কি খেনে দেখিলুঁ সখি বিদগধ রায়।
পাষাণের রেখ যেন মিটন না যায় ॥
গুরুজনে যত বলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কি না হয় কিছুই না জানি ॥
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিলাস ॥
পতির আরতি যেন জলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরীতি যেন বহিছে ত্রিবেণী ॥
সোঙরি সে রূপ গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভালে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায় ॥
॥ ৫০৪ ॥

—০—

সুহই রাগ

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥
কি আর বলিব সোই কি আর বলিব।
যে পণি কর্যাছি চিতে সেই সে করিব ॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু কহে কথা পিরিতের সার ॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার।
নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি
॥ ৫০৫ ॥

সুহই

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখ হারা ॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যাম বন্ধু বিনু
আর কেহ মোর নয় ॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয় ॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিলুঁ যুকতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে ॥
গুরু দুরজন বলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥ ৫০৬ ॥

—:০:—

[পাঠান্তর]

শ্রীরাগ

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন
এ দুটি নয়ানতারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলি
নিমিখে নিমিখ হারা ॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥

কি আর বুঝাও ধরম করম
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম কপালে আছিল
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিলুঁ
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সি দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডিদাসে কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥৫০৭॥

—০—

তুড়ি

কি ঘর বাহির লোকে বলে এ কি রীতি।
জীতে পাসরিল নহে বন্ধুর পিরীতি॥
দেখিলে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি মোর কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড় বিষম শ্যাম-লেহ॥৫০৮॥

—(*)—

ভূপালী

শুন শুন বিনোদিনি রাই।
তোহে পুন কহিয়ে বুঝাই॥
কানুর ভাব যব হোই।
হিয়মাহা রাখবি গোই॥
কোন জন লখই না পার।
বেকত করবি কুলাচার॥
কানু উয়ব হিয় মাহা।
আন ছলে বিছুরবি তাহা॥
গুরুজন জনি তুয়া পাপ।
দেখিলে দেয় বহু তাপ॥
থির করবি সদা চিত।
ঐছন কুলবতী-রীত॥
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবিশেখর ভণ॥৫০৯॥

—০—

[পুনশ্চ সখ্যুক্তি যথা]

ধানশী

সুন্দরি ধরবি বচন হ মার।
কানুক প্রেম- রতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত
শুনবি গুরুজন-ভাষ।
আপনক মান আপে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুল-শীল-গুণবন্ত।
ঐছন তুহুঁ কুল হেরইতে উজোর
ধন জন গৌরব অন্ত॥
ভাব অন্তরে নব হোয়ত অঙ্কুর
আনতহিঁ দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে প্রেম নহ
অনুরাগ-গতি বিপরীত॥৫১০॥

—:০:—

ধানশী

সই না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি যাহার লাগিল
জনম হইতে বেথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হৈল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে।
সবার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডিদাস কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥৫১১॥

—:*:—

ধানশী

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
তেজিলে কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈলুঁ।
যে হৈবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈলুঁ॥
যে চিতে দঢ়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিলুঁ প্রেম-ফাঁদে সকলি নাশ।
ভনে সে চণ্ডিদাস না করে আশ॥৫১২॥

—০—

ভাটিয়ারী

তেজিলুঁ নিজ কুল এ লোকলাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ॥
সে সব নব লেহার নিছনি কৈলোঁ।
যে মোরে বোলে তাঁরে জীয়ন্তে মৈলোঁ॥
না বোল সজনি আর কিছু না লয় মনে।
সে বন্ধু বান্ধিঞাছোঁ পরাণ সনে॥
বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা।
পতির পিরীতি বিষের জ্বালা॥
যে চিতে দঢ়াইলুঁ সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
খাইতে শুইতে আনহি নাহি।
জ্ঞানদাস কহে বুঝি এ তাহি॥

—:—

সিন্ধুড়া

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুঞি শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লৈয়া যায় পাছে॥
সই সদা অই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥
অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিলুঁ কুলে।
এত দিনে বিহি মোহে হৈল অনুকূলে॥
পূরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
চণ্ডিদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥৫১৩॥

—০:০—

শ্রীরাগ

মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥

চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কে বা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥
কি বা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে ॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব ॥ ৫১৪ ॥

—:০:—

সিন্ধুড়া

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥

ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥

কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥

কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥

চণ্ডিদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥৫১৫॥

—:০:—

শ্রীরাগ

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকল পর ॥

পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসক্তে সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল ॥

পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস তেজিব
থাকিব পিরীতি সাথে ॥

পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব ॥

পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে ॥ ৫১৬ ॥

—:০:—

শ্রীরাগ

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পড়সি পিরীতি প্রিয়সী
অন্য সকলি পর ॥
পিরীতি সোহাগে এ দেহ রাখিব
পিরীতি করিব বল।
পিরীতির কথা সদাই কহিব
পিরীতে গোঙাব কাল ॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি বালিস মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস করিব
রহিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি সায়রে সিনান করিব
পিরীতি জল যে খাব।
পিরীতি দুঃখের দুঃখিনী যে জন
পরাণ বাটিয়া দিব ॥

পিরীতি বেশর নাসাতে পরিব
রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয় পিঞ্জরে পিরীতি থুইব
দ্বিজ চণ্ডিদাসে ভণে॥ ৫১৭॥

—:—

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহুঁ জাগি।
গুরু জন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরে হুঁ দূরে রহুঁ ভাগি॥
[গোবিন্দদাস]

—০—

[পুনশ্চ তথাহি যথা]
হৃদয় মন্দিরে পিরীতি পালঙ্ক
রসের বালিশ তায়
আরতি তোষাণ তাহাতে অমনি
শুতল রসিক রায়
[রায় শেখর]

—০০০—

ধানশী

সখিরে
মনের বেদনা কাহারে কহিব
কে বা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে ঝুরি দিবা রাতে
সদাই চমকে চিত॥
কুল তেয়াগিনু ভরম ছাড়িনু
লৈনু কলঙ্কের ডালা।
যে জন যে বল আমারে বল
ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে ডালি মাথায় করি দেশে দেশে ফিরি
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার কুলের বিচার
তবে সে আমার যাবে॥

চণ্ডিদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে॥ ৫১৮॥

—০—

ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি
[চণ্ডিদাস]

—০::০—

ধানশী

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা॥
সই ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যেদিন যেখানে যে সব পিরীতি
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিনু
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপে নহে হিয়া পরতীত
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডিদাস কহে এত প্রাণে সহে
বচন বিষের জ্বালা॥ ৫১৯॥

—০:০—

সুহই

কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায়॥
যার লাগি সদা প্রাণ আন চান করে।
মোরে উপদেশ করে পাসরিতে তারে॥
এত দিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুঃখের দুঃখী তার হেন বাণী॥

আন ছলে রহি কত করে কানাকানি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী ॥৫২০॥

—:০:—

কামোদ

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন
পরশ-রসায়ন সঙ্গ ॥
এ সখি রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর গুণগণ আগর
কো ধনি বিছুরয়ে পার ॥
গুরুজন গঞ্জন গৃহপতি তরজন
কুলবতী কুবচন ভাষ।
কত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটব
মধুর মুরলী আশোয়াস ॥
কিয়ে করব কুল দিবস দীপ তুল
প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস কহ যতনে করি রাখত
লাজক জলে আগোল ॥ ৫২১ ॥

—::—

সিন্ধুড়া

সজনি কানু সে বরজ-ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয়- চন্দন-রুহে লাগল
ভাগল ধরম-বিহঙ্গ ॥
কাজর তিমির ভ্রমর জিনি তনু রুচি
নিবসই কুঞ্জ কুটীর।
বাঁশী নিশাসে মধুর বিষ উগারই
গতি অতি কটীল সুধীর ॥
লোচন কোণে পড়ত যব নাগরী
রহই না পারই থির।
কুঞ্চিত অরুণ অধর ভরি পিবই
কুলবতী-বরত-সমীর ॥
আর এক অপরূপ নয়ন-বিখ তাকর
মিটই দশনক দংশে।
বিষক ঔষধি বিষ অবধারল
গোবিন্দ দাস পরশংসে ॥

—:—

বরাড়ী

সজনি কানু সে হৈল সোণার।
মঝু মন কাঞ্চন আপন প্রেম মণি
জোরি পিঁধায়ল হার ॥
বেণুক ফুক বুক মদনানলে
কুলই ইন্ধন সে জারি।
দরশন পাণি তুহুঁ পরশ সোহাগল
শ্রম জল জারণ বারি ॥
নব অনুরাগ রঙ্গে পুন রঞ্জল
মূল না জানয়ে কোই।
গুরুজন নয়ন চোর পথ ছাপিয়ে
প্রাণনাথ সোগোই ॥
যো রস আগরী বিদগধ নাগরী
হেরতহি তাকর সাধ।
গোবিন্দ দাস কহে আন আন বচন
হোয়ে জানি পরমাদ ॥

—:—

যথা রাগ

কানু অনুরাগ- বাঘ যব পৈঠল
মন-ঘন-কানন মাঝে।
মান-গজেন্দ্র গন্ধে বহু দূরে রহুঁ
বসতি না পায়ল লাজে ॥
ধরম-কুরঙ্গ রঙ্গ করি ছুটল
স্বামি-বরত-অজা নাশে।
ধৈরজ-মেষ দেশ ছাড়ি ভাগল
কুল-ভয়-হয় হুতাসে ॥

পড়সীক বাক   কাক সম কলকলি
নন্দিনী জম্বুকী বোলে।
পরিজন বোল   ঢোল সম ঘোষই
নিরখত নয়ন বিশালে॥
গুরুজন জাল   মাল সব ঘেরই
নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।
শার্দ্দূল-চিত   ভীত নাহি হোয়ত
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥ ৫২২॥

—ঃ০ঃ—

[পাঠান্তর]

যথা রাগ

কানু-অনুরাগ বাঘ যব পৈঠল
হৃদি-ঘন-কানন-মাঝে।
মান-গজেন্দ্র গন্ধে রহুঁ বহু দূর
না জানি জ্ঞান কোন কাজে॥
ধরম-কুরঙ্গ ব্যঙ্গ করি ভাগল
স্বামি-বরত-অজা নাশে।
ধৈরজ-মেষ দেশ ছাড়ি ভাগল
কুল-ভয়-হয় রহুঁ ত্রাসে॥
পড়সীক বাক কাক-সম কলকলি
নন্দিনী জম্বুকী বোলে।
ঘেরল মাল-জাল সম গুরুজন
গঞ্জন বচন বিশালে॥
দুর্জ্জন বোল ঢোল সম ঘোষল
নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।
শার্দ্দূল-চিত ভীত নাহি হোয়ত
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

—*—

ধানশী

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী   ঘরে যাই কুল রাখি
শ্যাম রসে হৈয়াছি বিভোর॥
গুরু গরবিত ঘরে   যে বলু সে বলু মোরে
ছাড়ে ছাড়ুক মোয় গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি   শরণ লইলুঁ গো
কি করিব ঘরের বসতি॥
যত ছিল অভিমান   সতী কুলবতী নাম
সব হরি নিল শ্যাম রায়।
কহত পরাণ সখি   অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি
আন রঙ্গ নাহি লাগে তায়॥
রূপ গুণ যৌবন   এ তিন অমূল্য ধন
সাজাইয়া রতন পসার।
জ্ঞানদাস কহে   যে ধনি এমনি হয়ে
ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥ ৫২৩॥

—০—

ভাটিয়ারি

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যেই   আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলী করি   লঞাছি মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুনি জ্বালি   সকলি পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে   এ তনু ভাসাঞাছি
কি করিবে কুলের কুকুরে।
খাইতে শুইতে চিতে   আন নাহি হেরি পথে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে   পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

—ঃ—

সিন্ধুড়া

কি মোর ঘর   দুয়ারে কাজ
লাজ কহিতে নারি।

তিলেক বিচ্ছেদ লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি ॥
আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।
এ বোল শুনিয়া যে জন বিমুখ
তারে কৃতাঞ্জলি দিল ॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তরি নয়।
কুলবতী হইয়া রসের পরাণ
জানি কারু পাছে হয় ॥
কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন
এ দুটি নয়ানের তারা।
পরাণ অধিক নয়ান পুতলী
তিলেকে বাসিয়ে হারা ॥
গৃহে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া ॥৫২৪ ॥



তুড়ি

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মন কেন টানে গো ॥
খাইতে বসিয়ে যদি খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো ॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাঁপে গো ॥
ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥
চণ্ডিদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জন তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো
॥ ৫২৫ ॥



তুড়ি

মুক্তি যদি বল পাসর কানু
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ তার মুখ নাহি দেখি
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান ॥

শুন শুন শুন পরাণের সই
কানুর পিরীত কাজে।
তনু মন প্রাণ ভেল পরাধীন
কি আর করিবে লাজে ॥

শ্যামের নামে সে পরাণ উছলি
ঐছন হয় অকাজে।
(যদি) শুনিতে না চাহ কানুর বচন
কানে সে মুরলী বাজে ॥

(যদি) চলিতে না চাহ কানুর পাশে
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দদাস কহে কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে ॥৫২৬॥



বিহাগড়া

সই কি হৈল কালার জালা।
রাত্রি দিন মন সদা উচাটন
স্বপনে দেখিয়ে কালা ॥
মুদিত লোচনে যদি বা ঘুমাই
হৃদয়ে কানুরে দেখি।
মনের মরম তোমারে কহিল
শুনলো মরম সখি ॥
ঘরে নাহি মন মন উচাটন
কি বা হৈলা মোর ব্যাধি।
কি জানি জীবন বাঁচিতে সংশয়
কহ না ইহার বুধি ॥

সদাই হৃদয় আমার পরাণ
কানুর চরণে বাঁধা।
যে জন পিরীতি পাড়ার পরশী
সদাই করয়ে বাধা॥
দূরে রহুঁ তার আদর পিরীতি
সে জন আঁখির বালি।
না যাব সে ঘর পাড়ার পরশী
দেউ যার যত গালি॥
চণ্ডিদাসে কহে লোকের বচন
কি বা সে করিতে পারে।
আপন হৃদয়ে মনের মানসে
নিরবধি ভজ তারে॥৫২৭॥

—০—

সুহই

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমায়ল
প্রেম-পহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরহুঁ দূরে রহু ভাগি॥

সজনি এত দিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ- ভুজগে গরাশল
কুল-দাদুরী অতি মন্দ॥

আপনক চরিত আপে নাহে সমুঝিয়ে
আন করিতে হয়ে আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহ-পতি সপতিক ঠান॥
নিন্দউ নিঁদ নয়নে নাহি হেরিয়ে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাখী॥৫২৮॥

কামোদ

শুন গো মরম সখি।
কানুর পিরীতি পরাণ না রহে
বড় পরমাদ দেখি॥
কি বা সে কুদিন দেখিল সেজনে
নয়ান পসারি দুটী।
সেই দিন হৈতে আন নাহি চিতে
পিরীতি আনলে ছুটি॥
আন যে আনল বারি ঢারি দিলে
তখনি নিভায়ে যায়।
মনের আগুন নিবাইব কিসে
দ্বিগুণ জলয়ে তায়॥
বন পোড়ে বলে বনের আগুণি
দেখয়ে জগৎ লোকে।
এ বড় বিষম শুনলো সজনি
জলে উঠে বিনি ফুঁকে॥
হের দেখ সখি অঙ্গে হাত দিয়া
উঠিছে বিরহ আগি।
সে শ্যাম বিচ্ছেদে ক্ষুধার বিষাদে
সদা কাঁদি তার লাগি॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন বিনোদিনী
মিছাই ভাবনা কর।
শ্যামের কলঙ্ক যত পরিবাদ
হৃদয়ে যতনে পর॥৫২৯॥

—:০:—

যে দিনে শ্যামের রূপ দেখিতে না পাই।
সে দিনেরে 'দুর্দ্দিন' বলিয়া আমি গাই॥
যে রাত্রিতে দেখিতে না পাই সে বদন।
সে রাত্রিরে 'কালরাত্রি' মানে মোর মন॥
যদি বিধি না করিত মোরে কুলনারী।
দেখিতাম তবে নিরবধি বংশীধারী॥

পারিতাম যদি পক্ষিস্বরূপ ধরিতে।
ভ্রমিতাম তার সঙ্গে দেখিতে দেখিতে ॥
কি করিয়া পাব সখি! তাহার দর্শন।
সে উপায় কহি স্থির কর মোর মন ॥
কিশোরীর কথা শুনি ললিতা সুমতি।
সমুচিত কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ॥
সখি! স্থির কর নিজ চিত।
নাহি হও এত উৎকণ্ঠিত ॥
কোথা আছে এবে বংশীধারী।
তাহা কিছু জানিতে না পারি ॥
যদি থাকে পিতার নিকটে।
তবে তার দেখা নাহি ঘটে ॥
কিম্বা থাকে নিকটে মাতার।
তভু দেখা তুর্ল্লভ তাহার ॥
যদি থাকে সখাদের সনে।
কে যাইতে পারিবে সেখানে ॥
অতএব থাক ধৈর্য্য ধরি।
কালি তারে দেখিবে কিশোরি ॥৫৩০॥

—০—

এই রূপ কহেন ললিতা।
হেনকালে বৃন্দা আসি কহিছেন হাসি হাসি
কুঞ্জে চল কীর্ত্তিদা-তুহিতা ॥
বনমালী তোমা লাগি হয়্যা অতি অনুরাগী
পাঠাইলা লইতে তোমায়।
অতএব বেশ করি চল চল হে সুন্দরি
বিলম্ব না করিতে যুয়ায় ॥
শুনিয়া সকল সখী বেশ করে হয়্যা সুখী
মৃগমদ অঙ্গেতে লেপিল।
পরাইল নীল শাটী নীলমণি পরিপাটী
ইন্দীবর-মালা গলে দিল ॥
তবে সখীগণ-সঙ্গে চলিলা রাধিকা রঙ্গে
বনমালী দর্শন করিতে।
শ্রীকিশোরী অনুচরী তাম্বুল সজ্জিত করি
লইয়া চলিলা সুখি-চিতে ॥৫৩১॥

—০০—

কানড়া

রাধার আরতি পিরীতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখী।
আজি সে তোমার মিলিব সুদিন
কমল নয়ন আঁখি ॥
প্রেম অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
হৃদয় পুলক মানি।
প্রেমের হুতাসে কহিছে নিকষে
কহেন রমণী ধনি ॥
কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়।
এই দুঃখ উঠে মরম বেদন
মোর মনে হেন লয় ॥
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পরিয়া আছি।
এ দেহ তাহারে মনের মানসে
যতনে লইয়া আছি ॥
শ্যাম পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা।
প্রেমের তরঙ্গে আছে আন বোল
নিগড় আছয়ে বান্ধা ॥
গোপীগণ বলে হাসি রস রসে
চলই ত্বরিত করি।
কাননে কালিয়া নিভৃতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি ॥
ঐছন ঐছন মধুর মুরলী
এস এস বলি ডাকে।
চণ্ডিদাস কহে ত্বরিত গমনে
এস বৃন্দাবন মুখে ॥৫৩২॥

—:০:—

সুহই

শ্যাম-মন্ত্র-মালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ হিলোলে
তরল নয়নে চায়॥

অপার অপার বহু বিদগধ
সুন্দরী সে ধনি রাই।
শ্যাম দরশনে চলিলা ধেয়ানে
শুধু শ্যাম-গুণ গাই॥

মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
যেমন সোণার লতা।
কিবা সে তড়িত চলিল ত্বরিত
কি কব তাহার কথা॥

চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ রসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে॥

পথে যেতে কহে রাধা শিরোমণি
কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ সখি কোন্ খানে আছে
রমণী জনার ধন॥

আগে হেরি দেখ দু আঁখি চাহিয়া
এই উপবন মাঝে।
এখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে॥

চণ্ডিদাসে কহে গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিয়া রাই।
রাধা রাধা বোলে মুরলীর রব
তাহাই শুনিতে পাই॥৫৩৩॥

—(০)—

কানড়া

রাধার আবেশ গমন মন্থর
চলল আবেশ হৈয়া।
শ্যাম-মন্ত্র-মালা জপিতে জপিতে
প্রবেশ করল গিয়া॥
উপবন মাঝে প্রবেশ করিল
সুখময়ী ধনি রাই।
প্রেমরস ভরে আধ আধ বোলে
কহিছে সঘনে তায়॥
এক সখী গিয়া সেখানে যাইয়া
কহিছে রাধার পাশে।
কি আর বিলম্ব করিছ তোমরা
চলহ ত্বরিত বেশে॥
নাগর শেখর একলা আছয়ে
চলহ ত্বরিত করি।
গিয়া বৃন্দাবনে দিল দরশন
চণ্ডিদাস কহে ভালি॥ ৫৩৪

—*—

যথা রাগ

তুরিতে চলিলা কুঞ্জ পথে।
সহচরিগণ করি সাথে॥
গতি যেন মরালের বধূ।
ধরণীতে চলে যেন বিধু॥
রাই মুখ শশধর বলি।
চকোর ধাইল, ধাইল অলি॥
অলি বোলে পাইলুঁ নলিনী।
চকোর চন্দ্রিকা মনে জানি॥
রাই কৈলা দোঁহারে বারণ।
আঁচলে ঝাঁপিলা বদন॥
প্রবেশিলা নিকুঞ্জ মন্দিরে।
মিলল শ্যাম সুনাগরে॥ ৫৩৫॥

—:০:—

[পুনশ্চ প্রকারান্তরম্]

[তথা বংশী-শ্রবণে]

সখী সঙ্গে ছিল রাই কৃষ্ণ-আলাপনে।
হেন কালে শ্যামের বাঁশী পশিল শ্রবণে ॥
আর না বাজিহ বাঁশী নীরব হৈয়ে থাক।
তুরিতে চলিলুঁ কুঞ্জে আর কেন ডাক ॥

শুন হে কঠিন বংশী ধ্বনি ছল করি।
গরল বরিষ কিবা অমৃত মাধুরী ॥
রহে ত জীবন রহুঁ সুধারস পাঞা।
নহে ত পরাণ যাউ গরল ভখিয়া ॥
বিষামৃতে এক করি কেনে কর ধ্বনি।
সহস্র বেদনা সদা পোড়ায় পরাণি ॥

কি ধন পাইয়া তুমি কর দূতী-পণা।
পর কি জানেরে বাঁশী পরের বেদনা ॥
যে ঝাড়ে জনম তোর যদি লাগ পাঙ্।
ডালে মূলে উপাড়িয়া যমুনা ভাসাঙ্ ॥

তরলে জনম তোর হৃদয়ে সরল।
খলের বদনে থাকি উগার গরল ॥
যদুনাথ দাস বলে বাঁশী কিসে দোষী।
যা বোলায় মুরলী-ধারী সেই বোলে বাঁশী ॥
॥ ৫৩৬ ॥

—] * [—

বংশীরব লাগি কাণে   চিত না ধৈরজ মানে
অমনি উঠিলা রসবতী।
কে যাবে আমার সঙ্গে   বিপিনবিহারী রঙ্গে
ভেটি গিয়া গোকুলের পতি ॥
ললিতা বোলয়ে বাণী   শুন রাধে বিনোদিনি
অমনি যাইবে কেনে ধনি।
সেবা-দাসী সখী সঙ্গে   নাগর ভেটিবে রঙ্গে
আমাদেরও যেতে হবে জানি ॥
তু-মুতি মুকুতা-মালা   গাঁথি এক ব্রজ-বালা
আনি দিল শ্রীমতীর গলে।
অনুমানে বুঝি হেন   বিধু পাশে তারা যেন
উদয় হইল মেঘের কোলে ॥
অভিনব কমলিনী   তনু হেন কাঁচা ননী
তাহে হৈল ভূষণে ভূষিত।
নিজ অঙ্গ দরপণে   প্রতিবিম্ব বিলোকনে
ধনি ভেল আপনে মোহিত ॥
করি বেশ বিভূষণ   কহে সব সখীগণ
কি লাগিয়া বিলম্ব এখন।
যদুনাথ দাসে কয়   এখন উচিত হয়
বন্ধুপাশে করিতে গমন ॥ ৫৩৭ ॥

—০·০—

ভূপালী

চান্দ-বদনী ধনি করু অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রসের পসার ॥
মধু-ঋতু রজনী উজোরল চন্দ।
সুমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ ॥
নূপুর চরণে বাজয়ে রুণুঝুনু।
মদন বিজয়ী বাণ হাতে ফুল-ধনু ॥
বৃন্দা-বিপিনে ভেটিল শ্যাম রায়।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায় ॥
ধনি-মুখ হেরি মুগধ ভেল কান।
বৈঠল তরুতলে দুহুঁ এক ঠাম ॥
পূরল দুহুঁক মরম-অভিলাষ।
আনন্দে হেরত বলরাম দাস ॥ ৫৩৮ ॥

—:০:—

[দিনান্তরে]

কেদার

বৃষভানু-নন্দিনী রমণীর শিরোমণি
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গ।
চলিলা শ্রীবৃন্দাবনে প্রাণ-নাথ দরশনে
রস ভরে উথলিত অঙ্গ॥
রাই-রূপ লাবণ্যের সীমা।
না জানি কতেক নিধি গড়িল কেমনে বিধি
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥
নীলমণি চুড়ী হাতে কনয়া কঙ্কণ তাতে
নীল বসন শোভে গায়।
নব অনুরাগ ভরে গতি অতি মন্থরে
হংস গমনে চলি যায়॥
জিনি কত কোটি শশী মুখে মন্দ মৃদু হাসি
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
বেণী আগে সোণার ঝাঁপা তার মাঝে কনক চাঁপা
গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে বাম ভুজ দিয়া তাতে
বৃন্দাবন ভূমি প্রবেশিলা।
রাই-অঙ্গ-কান্তি-মালা দশ দিগ কৈল আলা
জ্ঞানদাস আনন্দে ভাসিলা॥ ৫৩৯॥

—:-:—

বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারিপানে চায়।
মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যামরায়॥
নূপুরের রুনু ঝুনু পড়ে গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই এলে পারা॥
এলে এস ভাল হল প্রেমময়ী রাধা।
দরশনে দূরে গেও মনসিজ বাধা॥
নিজ কর কমলে চরণের ধূলা ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥৫৪০॥

—*—

[প্রকারান্তরং তথা]

সখীরা তাঁহাকে সাজাইতে বসিলেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় শ্রীরাধা উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া চলিলেন। সখীরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। শ্রীমতী তখন আত্মহারা। পাছে ব্রজের পথে কণ্টক কঙ্করে ও কুসুম কোমল চরণ দুখানি ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, সখীরা সেই ভয়ে অস্থির।

হংস-গমনে চলিল রাই।
বাইরে রূপের বালাই বাই।
সমান গোপী সমান চলে।
সমান পিঠে বেণী দোলে॥
চলে গো চলে রাজবালা রাজপথ করে গো আলা
ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!
ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!
একে ব্রজের কঠিন মাটি তাহে রাঙা চরণ দুটী
আমরা ফুল ফেলে যাব গো পথে।
রাঙা চরণ দুটি দিও গো তাথে॥

ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!
ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!
পথে অলিরাজের আবার ভয় আছে।
সোণার কমল বলে দংশে পাছে॥
ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!
ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!

ধীরে গেলে কৃষ্ণ পাবে দ্রুত গেলে প্রাণ হারাবে
বাম ভিতে যমুনা আছে।
(কৃষ্ণ) অনুরাগে ধনি পড় পাছে॥
ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!
ধীরে চল গো রাজনন্দিনি!

—০—

মায়ুর

সম-বয় বেশ- ভূষণে ভূষিত-তনু
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
গজ-গতি নিন্দিত গমন সুমন্থর
কিয়ে জিত খঞ্জন কেলি॥
দেখ রাই করত অভিসার।
শিরীষ-কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার॥
যো থল-কমল পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাঁহা তাঁহা কঠিন ধরণী মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক॥
ঐছন ভাতি মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতীক যাঁহা উপদেশ।
ভণ রাধামোহন তঁহি যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ॥৫৪১॥

—:০:—

[প্রকারান্তরং—একু সখী সঙ্গে]

কামোদ

দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই।
চকিত বিলোকনে চাহই দশ দিশ
প্রেম-সিন্ধু অবগাই॥
একু সখী সঙ্গে চলু নব নাগরী
নাগর-সঙ্কেত-কুঞ্জে।
মল্লিকা মালতী কুসুম বিথারিত
গুঞ্জিত যহিঁ অলিপুঞ্জে॥
নিশবদ মণ্ডন অঙ্গ বিভূষণ
তৈছন নূপুর চরণে।
সিন্দুর চন্দন কজ্জল উজ্জল
কৃত অবগুণ্ঠন বয়ানে॥

শিরীষ কুসুম পরশে যো পদতল
বরণিত হোত মৈলান।
সো অব কণ্টক কঙ্কর বাটহি
রাগহি করত পয়ান॥
ইথে বুঝি প্রেম প্রবল নব বিধি হোই
সিরজই বিপরীত বন্ধ।
দাস রাধামোহন কিছু নাহি বুঝই
যাতে নাহি সো রস গন্ধ॥৫৪২॥

—০—

ভাটিয়ারী

নব অনুরাগ ভরে রহিতে না পারি ঘরে
চলে ধনি সখী একু সঙ্গ।
চলিতে না চলে পা ধরণে না যায় গা
কুঞ্জে মিলল হেন রঙ্গ॥
দেখিয়া বিনোদ হরি আনিলেন আগুসরি
বসিলেন রসের আবেশে।
ধনি অনুরাগিণী কহয়ে সরস বাণী
শুনি নাগর প্রেম-জলে ভাসে॥
সুবদনী কহে কথা যেমন অন্তরে বেথা
ছল ছল অরুণ নয়ান।
গর্ব্ব হর্ষ রসাবেশ দৈন্য গ্লানি মোহ লেশ
গদ গদ মলিন বয়ান॥
আর কত ভাব তাহে শ্যাম মন মোহে যাহে
ঈষদ বঙ্কিম তাহে মাথা।
প্রেমদাস কহে ধনি সরস বিরস জানি
রাখিতে না যায় পুন রাখা॥৫৪৩॥

—০:‡:০—

[তথা চ প্রকারান্তরং যথা]

[একাকিনী—ভূষণ-বিহীনা]

[সখী প্রতি]

যদি সাধ মনে পরাতে ভূষণে
তবে অঙ্গে লিখ শ্যাম নাম।
(আমি জগচ্চন্দ্র হার পরেছি)
(হরিদাসীর আন্ ভূষণে কাজ কি আছে)
আমার নয়ন ভূষণ শ্যাম দরশন
শ্রবণ-ভূষণ বাঁশীর গানে।
আমার করের ভূষণ (তাঁর) চরণ সেবন
(আমার) চরণ ভূষণ হরি-দর্শন গমনে॥
আমার হিয়ার ভূষণ কৃষ্ণেরে ধারণ
নাসা-ভূষণ (তাঁর) অঙ্গ ঘ্রাণ।
আমার অন্তর ভূষণ ও দুটী চরণ
মন বাঁধা তাঁর সনে॥ ৫৪৪॥

—:০:—

বেলোয়ার

অতি অনুরাগ ভরল মন উৎসুক
টুটল ধৈরজ লাজ।
তনু অনুলেপন সঙ্গক পরিজন
তেজল যত কিছু সাজ॥
দেখ রাই চলত অতি মন্দ।
নিজ অভিযোগ করত কতি নিশ্চয়
বুঝিয়া কাজক বন্ধ।
মুখ জিত শরদ সুধাকর তনু রুচি
কবলিত কাঞ্চন দণ্ড।
নয়ন তীখন শর ফুলশর মনোহর
ভাঙ মদন-ধনু-খণ্ড॥
ঐছন ভাতি ভাবিনী ভালে ভেটল
মনমথ-মনমথ পাশে।
অনুভব লাগি গুপতহি সখী চলু
কহ রাধামোহন দাসে॥৫৪৫॥

—:০:—

শ্রীরাগ

একলি কুঞ্জহি কান।
পথ হেরি আকুল পরাণ॥
হেরই নাগর কান।
হোয়ল অমিয়া সিনান॥
নব অনুরাগিণী নারী।
কি কহব কহই না পারি॥
নাহ দরশনে ভেল ভোর।
কো কহ আরতি ওর॥
সহচরীগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥
পূরল মন অভিলাষ।
জ্ঞান রহই সখী পাশ॥৫৪৬॥

—০—

রাইর প্রণয়ে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য বাঢ়য়।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যে রাধা-প্রণয় বাঢ়য়॥
অহর্নিশি এই মত বাঢ়ে দুই জন।
দুঁহে বাঢ়ে কেহ তাতে নহে বিমুখন॥

এইরূপে দুঁহু সুখে কুঞ্জে বিলসয়ে।
সখীগণ সঙ্গে সদা আনন্দহৃদয়ে॥

কৃষ্ণপাদপদ্মশোভা জিনি পদ্মগণ।
কোটি চন্দ্র জিনি শোভা কৃষ্ণের বদন॥

রম্য ভুরু যেন হয় ভ্রমরার পাঁতি।
কৃষ্ণের অধর যেন সুধারস ভাতি॥

চঞ্চল নয়ন যেন পদ্মে অলি ভাতি।
কৃষ্ণের দশন শুভ্র কুমুদের পাঁতি॥

কৃষ্ণের বচন হয় অমৃত সমান।
কৃষ্ণ হাস্য জ্যোৎস্না-দ্যুতি দিয়েত উপাম॥

কৃষ্ণহস্ততল নবপল্লব জিনিয়া।
নখগণ পূর্ণচন্দ্র তুল্য দেখসিয়া॥

কৃষ্ণগণ্ডযুগ নব দর্পণের দ্যুতি।
শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ নব ঘন কাঁতি ॥

অঙ্গনা-নয়ন কৃষ্ণ-মুখ পদ্ম মানে।
ভ্রমরী তৃষিতা যেন পদ্মমধু পানে ॥

সাধু স্থানে কৃষ্ণ যেন চন্দ্র সুশীতল।
প্রণত জনেতে কৃষ্ণ জনক সোসর ॥
কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ সুধার আলয়।
দৈত্যগণ স্থানে কৃষ্ণ বজ্রসম হয় ॥
রমণীবৃন্দের স্থানে মদন সমান।
দাতা কৃষ্ণ সম কেহ নাহি হয়ে আন ॥
ঈশ্বরের মধ্যে কৃষ্ণ তুল্য কেহ নহে।
কৃষ্ণের সমান লীলা কাহাতে না রহে ॥
কৃষ্ণের সমান ত্রিভুবনে কেহ নাই।
হরিণনয়নী মুখ চুম্বয়ে সদাই ॥
এই সব গুণ আছে যে কৃষ্ণ তনুতে।
সেই কৃষ্ণ রক্ষা করু সকল জগতে ॥
পঁচিশ প্রকার এই উপমারগণ।
কৃষ্ণের কহিল এই যাতে সুখী মন ॥৫৪৭॥

[যদুনন্দন]

গোবিন্দ উজ্জ্বলরসমূর্ত্তি মনোহর।
রতি পরিণত মূর্ত্তি রাধিকাদি সকল ॥
এক আত্মা দেহমাত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়।
সম রূপ সম গুণ সম ভাবময় ॥

দোঁহা দোঁহা প্রতি স্নেহ অঙ্গে উদ্বর্ত্তন।
তারুণ্য অমৃতে স্নান করে দুই জন ॥
লাবণ্য রসেতে ভেল উজ্জ্বল বরণ।
দোঁহে দোঁহা প্রতি প্রেম সৌন্দর্য্য করণ ॥
অষ্ট সাত্ত্বিকেতে দোঁহে অঙ্গ সুচিত্রিত।
শুদ্ধ আদি করি ভাব বর্ণক নির্ম্মিত ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি প্রকার।
মৌগ্ধ্য চকিত ভাব দোঁহা যত আর ॥
নানা ভাব অলঙ্কার ভূষণ পরয়।
তার আগে কি বা মানি ভূষণের চয় ॥
॥ ৫৪৮ ॥

—:০:—

ধন্য বৃন্দাবন স্থল — যাতে কৃষ্ণ নিতি
বিলাস করয়ে সব — রমণী সংহতি ॥
প্রতি গিরি-কুঞ্জ — প্রতি পুলিন-নিকুঞ্জ
স্বচ্ছন্দে বিহরে কৃষ্ণ — সর্ব্ব-মনোরঞ্জ ॥

—:০:—

"কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ"
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস ॥

[অথাষ্টনায়িকা-প্রকরণং যথা]

অথাভিসারিকা বাসক-সজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতাচ কলহান্তরিতাপরা ॥
প্রোষিত-প্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীনভর্তৃকা।
ইত্যষ্টৌ নায়িকা-ভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

অর্থাৎ, অভিসারিকা, বাসক-সজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা ভেদে নায়িকা আট প্রকার।

—০—

[অথ অভিসারিকা]

কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা (রসমঞ্জরী)। রসকল্পবল্লী বলেন—"অভিসারের আগে হয় দুইত ধরণ। নায়কের গমন কিবা নায়িকা গমন ॥"

[অভিসারের প্রকার ভেদ]

[তথাহি রসমঞ্জরী গ্রন্থে]

সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট প্রকার।
[জ্যোৎস্নী] [তামসী] [বর্ষা] [দিবা] অভিসার ॥
[কুজ্ঝটিকা] [তীর্থযাত্রা] [উন্মত্তা] [সঞ্চরা]।
গীতপদ্যরসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা।

[তথা শ্রীসঙ্গীতদামোদরে]

"ক্ষারিকুজ ঝটিহেমন্ত-রজনীধ্বান্তসঞ্চরা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নবাতাদি-কোলাহলবিধূদয়াৎ।
রাষ্ট্রভঙ্গনিরাতঙ্ক-পুরদারমহোৎসবঃ।
প্রদোষশ্চেতি কথিতা দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ।"

—(০)—

[তথাহি রসমঞ্জরী গ্রন্থে যথা]

[জ্যোৎস্নী]

মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্ব্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে
জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ ॥

[তথাহি গীতাবল্যাঃ]

ত্বং কুচবল্লিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা ॥
হরিমভিসর সুন্দরি সিতবেশা।
রাকারজনিরজনি গুরুরেষা ॥
পরিহিতমাহিষদধিরুচিসিচয়া।
বপুরর্পিতঘনচন্দননিচয়া ॥
কর্ণকরম্বিতকৈরবহাসা।
কলিতসনাতনসঙ্গবিলাসা ॥

—০—

যথা রাগ

রাকানিশাকর-কিরণ নিহারি।
যতনে পরয়ে ধনি ধবলিম শারি।

চন্দ-চন্দনলেপিত সব অঙ্গ।
সিত কুসুমাবলী হাস নব রঙ্গ॥

অব নব রঙ্গিনী করত অভিসার।
হিয়াপর সোহই মুকুতার হার॥

অভরণ সুবরণ শশি মণি সাজ।
পদ গতি মন্থর জিনি হংসরাজ॥

মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাশ।
গোবিন্দদাস কহ
মিলল শ্যাম পাশ॥ ৫৪৯॥

—:—

[অথ তামসী অভিসার]

কালাগুরুবিচিত্রাঙ্গী নীলরাগাম্বুদাম্বরা।
চন্দ্রোদয়ে পরিত্রস্তা কৃষ্ণপক্ষাভিসারিকা।

ভূপালী

গুরুজন-নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখচন্দ॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥
পৌরিহ মৌক্তিক মালতিমাল।
তোড়ল মণিময় গীমক হার॥
হরি অভিসার ভরম ভয় ভোর।
নিন্দহি পীন পয়োধর জোর॥
কুহু যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদন দীপ দরশায়ল পন্থ॥
রস ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলা-কমল তেজলি বর নারী॥
বেশ শেষ রহুঁ নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥
॥ ৫৫০॥

[উজ্জ্বলনীলমণি মতে]

[অথ অভিসারিকা] অভিসারয়তে কান্তমিত্যাদি।

যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায় অথবা স্বয়ং অভিসার করে তাহাকে অভিসারিকা কহে। কিন্তু ঐ অভিসারিকা জ্যোৎস্না ও অন্ধকার গমনোপযুক্ত বেশভূষা দ্বারা ভূষিতা হইলে জ্যোৎস্না ও তামসী ভেদে দুই প্রকার হয়; অর্থাৎ, শুক্লপক্ষে, শুক্লবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক গমনকারিণী রমণী জ্যোৎস্নাভিসারিকা এবং কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক গমনকারিণী রমণী তমোঽভিসারিকা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকে। যৎকালীন অভিসারিকা রমণী কান্ত-সমীপে সমাগতা হয় তৎকালে ব্রীড়াবশতঃ স্বীয় অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ সঙ্গোপন, ভূষণ সকলের নিঃশব্দ ও অবগুণ্ঠন সংবীতা হয়, একটী মাত্র প্রিয়সখী সঙ্গে থাকে।

[অথ জ্যোৎস্নাভিসার]

বিশাখা শ্রীরাধাকে কহিলেন সুন্দরি! অদ্য পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া বৃন্দা-বিপিনে সান্দ্রাকৌমুদী বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া ব্রজপতি নন্দন উচ্চ স্থানে আরোহণ পূর্ব্বক ত্বদীয় অভিসার-বর্ত্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন অতএব তুমি স্বীয় অঙ্গে সকর্পূর চন্দন লেপন ও শুভ্রবর্ণ পট্ট-বসন পরিধান পূর্ব্বক তদীয় পথে চারুচরণারবিন্দ সন্ধান অর্থাৎ অভিসার পথে গমন করিতেছ না কেন? অতএব সত্বর প্রস্থান কর।

[অথ তমোঽভিসারিকা]

ললিতা শ্রীমতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে! গোকুলাভ্যন্তরে গোপাঙ্গনাগণই পুণ্যবতী, ঐ দেখ তাহারা তিমির-মসী-বর্ণ বসন দ্বারা সম্বীতাঙ্গ হওত কদম্ববনান্তরে বক-রিপুর সমীপে অভিসার করিতেছে। হা কষ্ট! তুমি যে আপনার বৈরী আপনি হইলে, যদিও তুমি স্বীয় অঙ্গ নীল

বসন-দ্বারা আবরণ করিয়াছ, তথাপি তোমার বিদ্যুদ্বর্ণ তনুদ্যুতি তাহার রন্ধ্র দিয়া নির্গত হওত তোমার পরম হিতকারিণী ঘনান্ধকারাবৃতা তামসী নিশার ভেদ করিতেছে. সুতরাং তুমি স্বল্পপুণ্যা।

—০::০—

[দিবা-অভিসার]

মধ্যাহ্ন দিবস যখন প্রচণ্ড দিন-মণি।
ঝঞ্ঝা পবন বহে বাট যেন তপ্ত আগুণি !
পুরজন সবহুঁ রহে কপাট লাগাই।
দিবসে অভিসার করে অবসর পাই।

[কুজ্ঝটিকা-অভিসার]

ভূপালী

হরি রহুঁ কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জর জর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভেল পরভাত॥
আজু ভেল ভালে কুঝটি আঁধিয়ার।
করলহি রাই দিনহি অভিসার॥
বিঘটিত মনোরথ অবহিত কান।
ধনি চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
যব তুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
গোবিন্দদাস তুলহ রস গাব।
ভাঁগল বিঘটল মদন পরতাব॥ ৫৫১॥

[তীর্থযাত্রাভিসার)

চাদ-গহণ গগনে লাগি গেল।
ছল করি কামিনী বাহির ভেল॥
মাধব করু অবধান।
আজু বড় বিতরণ যমুনা সিনান।
সুপুরুখ বচন করল বেবহার।
পহিলহি মনমথ মন্ত্র উঁচার॥

বসন ভূষণ সব করব তিয়াগ।
নিজ তনু দেয়ব তুহেঁ যব মাগ।
রমনী-শিরোমণি এতহুঁ বিচারি।
ধীর সমীরে চলু রসিক মুরারি।

[উন্মত্তা অভিসারিকা]

[কাব্যসম্ভোবে]

কামোদ্ভাবব্যাকুলাত্মা দূতীপন্থং বিচিন্তয়েৎ।
তৎপশ্চাদ্রমণোদ্দেশে উন্মত্তা সাভিসারিকা।

মনমথ-বাণে আকুল ভেল দেহ।
দূতীক পন্থ হেরই নিজ গেহ।
মুরলীক নাদ যব শুনই শ্রবণে।
উন্মত্তা হইয়া চলে নায়ক মিলনে।
বি-ভূষণ হঞা নিশঙ্ক চলি যায়।
বাট-পাড় লম্পট ভয় নাহি তায়।

[সঙ্করাভিসারিকা]

[সঙ্গীত শেখরে]

অনঙ্গবাণদগ্ধত্বাৎ সঙ্করাশঙ্কয়াপি চ।
অস্তব্যস্তভূষণাঙ্গা সত্বরাগমনা হি সা।

অনঙ্গবাণে মহাপীড়া অশঙ্কিত মন।
নিজ গৃহে স্থির নহে মন উচাটন।
নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে।
ভুজে নেপুর লেই কঙ্কণ পদে ধরে।
অঞ্জন কপালে দেই সিন্দূর অধরে।
উন্মত্তা হয় সেই মুরলীর স্বরে।

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে যথা]

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।

[কৃষ্ণমঙ্গলে]

শুনি বেণু অপরূপ ধ্বনি।
ছুটল কুঞ্জর গতি বরজ-রমনী।
পদে হার পরে কেহ করেতে নূপুর।
কেহ আধ সীমন্তে লেহত সিন্দুর।

—●—

যথা রাগ

এক পয়োধর চন্দনলেপিত
আর পয়োধর গৌর।
হেম ধরাধর কনক ভূষণ
কোলে মিলল জোর॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদচালন করিঞা সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল কর বাম।
নীলধবল কমল দুয় চান্দ
পূজল কত কোটি কাম॥
শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সোহ এ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশ রাজখান॥ ৫৫২॥

[তথাহি রসকদম্বে]

করাঙ্গুরীয়ং করকঙ্কণম্বা
পদৈকসেবাং পরিচক্রুরাধিকা।
সঙ্গায় কৃষ্ণস্য ব্যত্যস্তবেশা
শুশ্রাব বংশীকলনৈকমাত্রং
পয়োধরৈকং পরিলিপ্তচন্দনে
নেত্রৈকসংরঞ্জিতকৃত্য অঞ্জনে
সীমন্তিনী সিন্দুরসংযুতা সা
জগাম রাধা পরিকৃষ্ণমন্দিরম্।



[বাসক-সজ্জা]

ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তুর্দ্বারেক্ষণপরায়ণা।

যে নায়িকা স্বীয় অঙ্গ, বেশ ভূষায় বিভূষিত ও কেলিগৃহ, সুসজ্জিত পূর্ব্বক কান্তের আগমন নিশ্চয় করতঃ দ্বারদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রতীক্ষা করে, তাহাকে বাসক-সজ্জা কহে।

বাসক-সজ্জিকা নায়িকার লক্ষণ—(১) আত্মদেহ এবং বাসকগৃহ সুসজ্জিত করা (২) স্মর-ক্রীড়া সংকল্প (৩) কান্ত-বর্ত্ম নিরীক্ষণ (৪) সখী সহ বিনোদ বার্ত্তা বা রস-আলাপন (৫) পুনঃ পুনঃ দূতী প্রতি অবলোকন।

তদ্‌যথা:—স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা। চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়াসংকল্পবর্ত্মবীক্ষণং। সখী বিনোদ বার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ।

[তথা চ রসমঞ্জরী গ্রন্থে]

যা বাসগেহ পরিকল্পিত তল্পমধ্যে,
তাম্বূলপুষ্পরচনেশ্চ সমস্ত সজ্জা।
কান্তস্য মঙ্গলসুখং সমবেক্ষমাণা,
সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসসজ্জা॥

নায়ক আসিবে বলি মনেতে উল্লাস। তাম্বূল পুষ্পের মালা সজ্জার বিলাস। নানা ভূষা করি রহে সখীর সহিতে। বাসক সজ্জায় রহে ঐকান্তিক চিতে॥ সেই ত বাসক-সজ্জা হয় অষ্টভেদ। অলপই সম্ভেদে কহ এ বিভেদ॥ [মোহিনী] [জাগ্রতী] আর হয় ত [রোদিতা] [মধ্যোক্তিকা] [সুপ্তিকা] [প্রগল্‌ভা] বিনীতা॥ [সুরসা] [উদ্দেশা] এই অষ্ট পরকার। শ্লোক পদ্য গীতে হয় উহার বিস্তার॥

[মোহিনী] "সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে। কৃষ্ণকে করিবে মোহ অনুমান চিতে॥"

[জাগর্ত্তিকা]—"নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ। উঠি বসি দ্বারে যাই করে নিরীক্ষণ॥"

[রোদিতা]—"বিলাপ করিয়া ধনি করয়ে রোদন। অন্তরে হরষ হয় নায়ক মিলন॥"

[মধ্যোক্তিকা]—"নিকুঞ্জ-কানন ধনি করে পরিষ্কার। নিজ গুণে গরিমা কিছু করয়ে বিস্তার। নায়ক আইলে যেমতে করিব মিলন। মনে কত আশা করে কেলি সোঙরণ ॥"

[সুপ্তিকা]—"কুসুম শয়ানে মুকুতাপাত শয়নে উল্লাস। সখী সঙ্গে সদা হাস পরিহাস ॥"

[প্রগলভা]—"প্রগলভা একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিয়া। নায়ক আসিবে বলি উলসিত হিয়া ॥ কিশলয় সেজ করে বকুল বিছায়। দূতীকে তর্জ্জন করি সঘনে পাঠায় ॥"

[সুরসা]—"নিজ মন্দিরেতে রহে নির্ভয় হইয়া। বস্ত্র আভরণ পর শেজ বিছাইয়া ॥ দূতী পাঠাইয়া জানে নায়ক সংবাদ। বিলম্ব দেখিয়া কিছু করে অনুবাদ ॥"

[উদ্দেশা]—"নানা বেশ করি রহে সঙ্কেতে যাইয়া। নায়ক আসিবে মনে উলসিত হিয়া ॥ নায়ক উদ্দেশে নিজ সখীরে পাঠায়। নানা উপচার করি মঙ্গল গায় ॥"

[অথ উৎকণ্ঠিতা]

[তথা রসমঞ্জরী-গ্রন্থে]

সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নেতি দূতীং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ত্যাশু বা ভৃশং ॥

উৎকণ্ঠিতা কান্ত পথ করে নিরীখন।
কত খনে হইবেক নায়ক-মিলন।
সেই উৎকণ্ঠিতা পুন হয় অষ্ট মত।
অনুভব সর্ব্ব সাধু শাস্ত্রেতে বিদিত ॥

উন্মত্তা বিকলা স্তব্ধা চকিতা চ অচেতনা।
সুখোৎকণ্ঠা প্রগল্ভা চ নির্বন্ধা চেতিলক্ষণা ॥

[উন্মত্তা]—"কামোদ্ভাবমনোরম্যাদুন্মত্তা বিকলাপি চ।" [বিকলা]—"নায়ক না দেখি ধনি হয়ত বিকলা। পথপানে চাহে ধনি হইয়া চঞ্চলা। কামশরে জর জর করয়ে রোদন। কতক্ষণে হইবেক নায়ক মিলন।" [স্তব্ধা]—"ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কাতর বয়নী। নায়ক বিলম্বে নখে লিখয়ে ধরণী ॥ শয্যায় শয়নে ক্ষণে প্রেমাকুল হঞা। ক্ষণে ক্ষণে উঠে ধায় তমাল দেখিঞা ॥" [চকিতা]—"ক্ষণে বিরহে করে নানা অনুতাপ। ক্ষণে ক্ষণে কহে ধনি বচনপ্রলাপ। নায়ক বিলম্ব দেখি উনমত ধায়। দূতী উপেখিয়া নিজ সখীরে পাঠায়।" [অচেতনা]—"অচেতন হৈয়া ভূমিশয্যাতে বসিয়া। চিন্তা জ্বরে মূর্চ্ছা তনু রহয়ে শুতিয়া। জল দেই সহচরী করয়ে চেতন। আইলা নাগর রাজ করহ মিলন।" [সুখোৎকণ্ঠিতা]—"পূর্ব্বে মুগধা যেন করয়ে বিলাস। সেই কথা মনে গুণি করয়ে উল্লাস ॥ সত্বরে আনহ সখি কেশি-মথন। পূরব বিলাস মোর হয়ত স্মরণ।" [প্রগল্ভা]—"শয্যা তেজিয়া রামা ক্ষণে বাহিরায়। ক্ষণে মূরছিত তনু কান্দে উভরায় ॥ ক্ষণে বাহিরায় ক্ষণে চলে আধ পথ। দূতী সহ কলহ করয়ে অনুরত ॥" [নির্ব্বন্ধা] লক্ষণ বিপ্রলব্ধা প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

[উজ্জ্বলনীলমণি মতে]

অনপরাধী প্রিয়তম বহুক্ষণ সমাগত না হইলে, বিরহ বেদনা বশতঃ যে নায়িকা অত্যন্ত উৎসুক-চিত্তা হন, ভাববিৎ রসজ্ঞগণ তাহাকেই উৎকণ্ঠিতা নামে অভিহিত করেন। হৃত্তাপ, বেপথু, অসমাগম রূপ কারণের প্রতি বিতর্ক, বাষ্পমোক্ষণ এবং আপনার অবস্থাদি কথন ইত্যাদি নানাবিধ উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চেষ্টা ॥

[অথ বিপ্রলব্ধা]

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত-বল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্ব্বেদ-চিন্তা-খেদাশ্রু-মূর্চ্ছা-নিঃশ্বসিতাদি ভাক্ ॥

সঙ্কেত করিয়া যদি প্রাণনাথ অনাগত হন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হয় পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলব্ধা কহেন। নির্ব্বেদ,

বৈরাগ্য, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও নিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি সকল বিপ্রলব্ধা নায়িকার চেষ্টা।

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধা তু সা স্মৃতা॥

[তথা চ রসমঞ্জরী-গ্রন্থে]

অহরহরনুরাগাৎ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং
সরভসমপি যাতি ক্বাপি সঙ্কেতকং যা।
ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ
প্রবদতি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধাং॥

এই বিপ্রলব্ধা হয় অষ্ট মতা।
[নির্ব্বন্ধা] [প্রেমমত্তা] [ক্লেশা] [বিনীতা]॥
[নিন্দয়া] [প্রখরা] আর [দূত্যাদরী]।
[চর্চ্চিতা] অষ্টবিধা করি যারে বলি॥

[নির্ব্বন্ধা]—"কেলিশয্যাতলে রহে রজনী বঞ্চিয়া। সঙ্কেতে বসিয়া থাকে নির্ব্বন্ধ করিয়া॥ দৈব নির্ব্বন্ধে কান্ত আসিতে না পায়। সকল রজনী ধনি কান্দিয়া পোহায়॥" [প্রেমমত্তা]—"নানা আভরণ পরি রহয়ে সঙ্কেতে। জাগিয়া পোহায় নিশি কান্দিতে কান্দিতে॥ আপন যৌবন দেখি কান্দিয়া বিকল। নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল॥" [ক্লেশা]—"নায়ক না আইল ঘরে জানিয়া নিশ্চয়। সহচরী সঙ্গে সব দুঃখ কথা কয়॥" [বিনীতা]—"বিরহে বিনয় বাক্য কহয়ে সখীরে। ঝাঁপ দিব আজি আমি যমুনার নীরে॥" [নিন্দয়া] —"সখী মুখে শুনি নায়ক আজি না আইল। মিথ্যা সঙ্কেত মানি রজনী পোহাল॥ হার মালা আভরণ ছিণ্ডিয়া ফেলায়। পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায়॥" [প্রখরা]—"জাগিয়া নয়নের জল নিরবধি ঝরে। বিরহে বিলাপ করে কান্দে উচ্চ স্বরে॥" [দূত্যাদরী] —"নায়ক আসিবে ঘরে সঙ্কেত জানিল। কোকিলের বাণী হেন শবদ শুনিল॥ গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বর। নায়ক বিমুখ হয়্যা গেল নিজ ঘর॥" [চর্চ্চিতা]—"চর্চ্চিতা কোপনাবতী।"

[অথ খণ্ডিতা]

অন্যয়া সহ কান্তস্য দৃষ্টে সম্ভোগলক্ষণে।
ঈর্ষাকষায়িতাস্বাসৌ খণ্ডিতা খলু কথ্যতে॥

যে নায়িকা, কান্তের অন্য সহ সম্ভোগ-লক্ষণ দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত এবং কোপাবিষ্ট হন, তাঁহাকে খণ্ডিতা কহে। চেষ্টা যথা—ক্রোধ-প্রকাশ, দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ ও মৌন ভাবাদি।

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যা প্রেয়নন্যোপভোগবান।
ভোগলক্ষণাঙ্কিত প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা॥
এবা তু রোষ-নিশ্বাস তুষ্ণীম্ভাবাদি-ভোগা ভবেৎ॥

পূর্ব্ব সাঙ্কেতিক কাল ব্যত্যয় করিয়া, যাহার প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীর সহ নিশি যাপন করিয়া তদীয় ভোগ চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক যদি প্রাতঃকালে সমাগত হয়েন তদ্দর্শনে পূর্ব্ব নায়িকা, খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ইত্যাদি খণ্ডিতা নায়িকার চেষ্টা॥

মান-প্রাপ্ত নায়িকা তিন প্রকার হয়, ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা। ধীরা শব্দের অন্তে মধ্যা শব্দ প্রয়োগ সুখ-বোধার্থ।

[অথ ধীর-মধ্যা]—যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি করে তাহাকে ধীরা কহা যায়।

[অথ অধীর-মধ্যা]—অধীরা পরুষৈ বাক্যৈ নিরস্যেদ্বল্লভংরুষা।

যে নায়িকা রোষ প্রকাশ পুরঃসর বল্লভকে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে অধীরা কহা যায়॥

[ধীরাধীরা]—ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাস্পদং বদতি প্রিয়ং।—যে নায়িকা অশ্রুবিমোচন পূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে তাহাকে ধীরাধীরা কহা যায়॥

[তথা চ রসমঞ্জরী গ্রন্থে]

উন্নিদ্রতাজনিতরাগবিলোহিতাক্ষঃ

কান্তানখব্রণবিশেষবিচিত্রতাঙ্গঃ।

যস্যাঃ প্রভাতসময়ে গৃহমেতি কান্তঃ

সা নায়িকা নিগদিতা খলু খণ্ডিতেতি॥

সকল রজনী ধনি কান্দিয়া পুহায়।

প্রভাতে নায়ক আইসে তাহার সভায়॥

অন্য নারীর ভোগ-চিহ্ন দেখি তার কলেবরে।

খণ্ডিতা কোপ করে সেই নায়কেরে॥

সেই খণ্ডিতা হয় আট প্রকার।

ধীরা অধীরা সগা বিদগ্ধিকা আর।

[নিন্দয়া] [ক্রোধা] [ভয়ানকা] [প্রগল্‌ভা] আর।

[মধ্যা] [মুগ্ধা] লঞা হয় বিবিধ প্রকার॥

[রোদিতা] [প্রেমমত্তা] এই হয় অষ্ট।

নামভেদে বিভেদ হয়ত বৈশিষ্ট॥

[অথ কলহান্তরিতা]

সখিনা পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥ অস্যা প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ॥

যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা কহে।

প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি কলহান্তরিতা নায়িকার চেষ্টা।

[তথা চ রসমঞ্জরী গ্রন্থে]

নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ।

সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ॥

কলহান্তরিতা মানে হইয়া বিমুখ।

কান্ত বেগ্রতা করে হইয়া সমুখ॥

চরণে ধরিয়া কান্ত পড়ে ভূমিতলে।

কোপ করি নিঠুর কথা অপমান করে॥

বিমুখ হইয়া কান্ত নিজ ঘরে যায়।

পিছে অনুতাপ করে বিকল হয়ে তায়॥

সেই কলহান্তরিতা হয় অষ্ট বিবরণ।

[আগ্রহা] [বিকলা] [ধীরা] [অধীরা] বচন॥

[কোপনাবতী] [সখ্যুক্তিকা] [সমাদরা] আর।

[মুগ্ধা] লঞা জানিবেক ইহার বিস্তার॥

[তথাহি যথা]

আগ্রহা বিকলা ধীরা অধীরা কোপনাবতী।

সমাদরাশ্চ মুগ্ধাশ্চ কলহান্তরিতা ইতি॥

[অথ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা]

[যথাহি রসমঞ্জরী গ্রন্থে]

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টো কান্তো পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।

বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা॥

স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা কথা শুন দিয়া মন।

[কোপনা] [মানিনী] [মুগ্ধা] [মধ্যা] বিচক্ষণ॥

[উক্তকা] [উল্লাসা] [অনুকূলা] [অভিষেকা]।

স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা এই অষ্ট করিল লেখা॥

[অথ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা]

(প্রবাস)

[তল্লক্ষণং উজ্জ্বলনীলমণৌ যথা]

পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।

ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥

তজ্জন্যবিপ্রলম্ভো যঃ প্রবাসত্বেন কথ্যতে।

সুদূরাদ্দূরতশ্চৈব দ্বিবিধশ্চ স চ ক্রমাৎ॥

[অদূরপ্রবাসো যথা]

কালিয়দমনং গোষ্ঠে নন্দমোক্ষস্তথৈবচ।

কার্য্যানুরোধে রাসে চাপ্যন্তর্দ্ধানং বিদাং মতঃ।

প্রবাস নিকট ও দূর ভেদে দুই প্রকার। গোষ্ঠে গমন, কালীয়-দমন প্রভৃতি নিকট প্রবাস, মথুরা গমন দূর প্রবাস। প্রিয় ব্যক্তি প্রবাসে গমন করিলে যে নায়িকার বিরহ উৎপন্ন হয়, সেই নায়িকাকে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা বলে। এই প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা নায়িকার বিবিধ প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

[যথাহি রসমঞ্জরী গ্রন্থে]

কুতশ্চিৎ কারণাৎ যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।

তসঙ্গমদুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা।

কোন কারণ বশতঃ পতি দূরদেশে গমন করিলে, যে কামিনী তাহার জন্য দুঃখে পীড়িতা হয়, তাহাকে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা কহে।

দূরদেশগতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা,
ভাবী, ভবন্ ভূতশ্চেতি ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্ত্যতে।

সেই প্রোষিত ভর্ত্তৃকা হয় তিন মত।
[ভাবী] [ভবন্] আর [ভূত] ক্রিয়াযুত ॥

এই তিন মত হয় বহু মত ভেদ।
অষ্ট প্রকার সংজ্ঞা ইহার বিভেদ।
ভাবী ভবন্ আর [দিব্যোন্মাদ]।
দশ অবস্থা হয় [দূতের-সম্বাদ] ॥

[নিজ-বিলাপ] আর [সখ্যুক্তিকা] হয়।
[ভাবোল্লাসা] আদি ভাব বহুত আছয় ॥

রসকল্পবল্লী গ্রন্থে যথা—প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা ত্রিবিধ প্রকার। ভাবী ভবন্ ভূতক্রিয়া হয় যার ॥

[ভাবী] বিরহের লক্ষণ যথা—রসকল্পবল্লী গ্রন্থে "নায়ক বিদেশে যাবে শুনিয়া সুন্দরী। সহচরী সঙ্গে বিলাপ নানাবিধ করি ॥ দুষ্ট অক্রুর এ দেশে কেনে বা আইল। কৃষ্ণকে লইয়া যাবে এ কথা শুনিল ॥ কুৎসিত স্বপনে দেখে দক্ষিণ অঙ্গ নাচে। অনুক্ষণ উচাটন নিরবধি কান্দে ॥"

[ভবন্]—বিরহের লক্ষণ—যথা রসকল্পবল্লী গ্রন্থে—"শ্রীকৃষ্ণ চলিলা রথে দেখি ব্রজনারী। সহচরী সঙ্গে রাই যায় গড়াগড়ি ॥ আলুয়াইল কেশ-পাশ তাহা নাহি বান্ধে। লোকাপেক্ষা নাহি করে উচ্চস্বরে কান্দে ॥ ভবন বিরহ দুঃখ কহনে না যায়। অমৃত সিঞ্চিলে হিয়া নাহিক জুড়ায় ॥"

[ভূত বিরহ বা মাথুর]—"মাথুর বিরহ হয় অনেক প্রকার। নিজ উক্তি সখী উক্তি দূতীর বিচার ॥"

তথাহি রসমঞ্জরী গ্রন্থে—"নানা প্রলাপ করে করিঞা বিসরে। কি বলিতে কি বা করে বুঝিতে না পারে।"

[ভাবোল্লাসা]—প্রিয়তমশুভভাষাং দূতিকায়াং প্রকাশং বিরহবিধুরংনাশাং কর্ণভূষাং নিশম্য। সকল-যুবতীধন্যা রাধিকা, গোপকন্যা বিপুলপুলক-বন্ধা হৃষ্টরোমা বভূব ॥

[তথাহি পদাবল্যাং]

যদুনাথ ভবন্তমাগতং কথয়িষ্যন্তি কদা সদালয়ঃ।
যুগপন্ত পরিতঃ প্রসারিতা বিকশন্তির্বদনেন্দুমণ্ডলৈঃ॥

———০———

[অথ চতুঃষষ্টি রসভেদ যথা]

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা গোপী ত্রিবিধ প্রকার।
প্রাখর্য্য মাধুর্য্য সাম্য গুণ হয়েত যাহার ॥
বামা দক্ষিণা ধীরাদি বিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার উদ্ভেদ ॥
খণ্ডিতাদি অষ্টরস তাহাতে জন্ময়ে।
আট আট্টে চৌষট্টি তাহার ভেদ হয়ে ॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিলা মোকে॥

[পীতাম্বর দাসের পিতা রসকল্পবল্লী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহারই অষ্টম কোরক অবলম্বন করিয়া পীতাম্বর 'রসমঞ্জরী' গাঁথিয়াছেন]

খণ্ডিতাদি অষ্ট রস আট আট করি।
চৌষট্টি প্রকার করি গ্রন্থ রস মঞ্জরী ॥

গদ্য পদ্য সঙ্গীত ইহার প্রমাণে।
অবোধ না বুঝে ইহা রসিক সে জানে ॥
শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার ॥
রসকল্পবল্লীগ্রন্থে যে অবশিষ্ট ছিল।
তাহা বিবরিঞা ইহা বর্ণনা করিল ॥

—০—

[উজ্জ্বলনীলমণি মতে নায়িকা-ভেদ যথা]

(১) স্বীয়া মুগ্ধা (২) স্বীয়া ধীরমধ্যা (৩) স্বীয়া অধীরমধ্যা (৪) স্বীয়া ধীরাধীরমধ্যা (৫) স্বীয়া ধীর-প্রগল্‌ভা (৬) স্বীয়া অধীরপ্রগল্‌ভা (৭) স্বীয়া ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা (১) পরোঢ়া মুগ্ধা (২) পরোঢ়া ধীরমধ্যা (৩) পরোঢ়া অধীর মধ্যা (৪) পরোঢ়া ধীরাধীর মধ্যা (৫) পরোঢ়া ধীর প্রগল্‌ভা (৬) পরোঢ়া অধীর প্রগল্‌ভা (৭) পরোঢ়া ধীরাধীর প্রগল্‌ভা। আর মুগ্ধ কন্যকা ১। ইত্যাদি সর্ব্বসাকল্যে নায়িকার সংখ্যা পঞ্চদশ।

—:০:—

অথ অভিসারিকা



[অভিসার] অর্থ—অভিমুখে গমন—প্রাণ যাহাকে চায় তাহাকে দেখিবার জন্য আকুল প্রাণের অদম্য অগ্রসর গতি। ব্রজাঙ্গনাগণ নদী—শ্রীকৃষ্ণ সাগর। যথা বিদগ্ধ-মাধবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে গোপিকার উক্তি "অহে বরাঙ্গনা-নদীগণের সাগর।

বিদগ্ধমাধবের সমগ্র পদটী এইরূপঃ—

অহে বরাঙ্গনা-নদীগণের সাগর।
থাক থাক আর কিছু না কহ বিস্তর॥
সব দেখাইছে এই তুয়া অঙ্গ চিহ্নে।
যাহাতে দেখিয়ে এই বিবিধ লক্ষণে॥
গোপাঙ্গনা-চিত্ত-রাগ নয়ন যুগল।
কটাক্ষ ভঙ্গিতে হরি লইলে সকল॥
তাহা আনি তুমি থুইলা নিজ কলেবরে।
নবীন অঞ্জন তনু অতি মনোহরে॥
গুঞ্জাবলী ছলে এই চিত্ত-রাগগণ।
শিখি-পিচ্ছ ছলে এই সকল নয়ন॥

অভিসার, অনুরাগের অনিবার্য্য পরিণাম—যেখানে অনুরাগ বলবান্—সেখানে অভিসার অপরিহার্য্য। অনুরাগ যত প্রবল, অভিসার ততই অনিবার্য্য। ব্রজ-রসের অভিসার অপূর্ব্ব রসময়।

ব্যাকুলতা না হইলে কি কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়? যে ব্যাকুলতায় "অভিসারে" বাহির করে, সেই ব্যাকুলতাই প্রকৃত সাধন। শ্যাম-অভিসার কি সুন্দর, কি মনোহর, চিত্তের কি প্রবল বলের পরিচায়ক!



[শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত "শ্রীনীলাচলে ব্রজ-মাধুরী" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত]

ব্রজ-গোপীর অভিসার রসের পরাকাষ্ঠা। বর্ষার প্রবল বেগে তর তর গঙ্গাস্রোত দুই কূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হয়, সুনীল সাগরসঙ্গমের জন্য জহ্নুতনয়ার সে বিপুল অভিসার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু শ্যাম-সাগরের অভিমুখে রূপানুরাগের প্রবল বেগে রসময়ী ব্রজবধূগণের অভিসারের তুলনায় উহা কিছুই নহে—কি ভীষণ বেগময়—কি বিপুল কি অদম্য শক্তিময়—এই অভিসার! কোন বাধাই এই অভিসারের গতি রোধ করিতে পারে না। যাহারা কুসুম হইতেও সুকোমল, তাঁহাদের অভিসারে এত বেগ—ইহা ধারণারও অতীত। যাঁহাদের আচরণ সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রমাণ—তাঁহারা শ্যামের অনুরাগে সকল ধর্ম্মে তিলাঞ্জলি দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ঘরের বাহির হইয়া শত বিঘ্ন-বিপত্তির বাধা অবহেলা করিয়া কণ্টক-কঙ্করপূর্ণ বনে শ্যামসুন্দরের অন্বেষণ করেন—এ অভিসার অতি চমৎকার!

অখিলরসামৃতশৃঙ্গার-রস-রাজ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে শ্রীরাধার প্রেমই উহার সাধনা। জীবের হৃদয় প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য যখন গোপীভাবে ব্যাকুল হয়, এবং সেই ব্যাকুলতার আতিশয্যে প্রেমময় যখন ভক্তের মনের দুয়ারে আত্ম-আগমনের সংবাদ পাঠান, সাধক হৃদয়ে সেই আশায় উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়, সংসার তখন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সংসারের কোলাহল ও বাধা-প্রতিবন্ধের মধ্য দিয়া জীব তখন আপন প্রাণ-বল্লভের চরণ নিকটে ধাবিত হইতে প্রয়াস পায়—

ইহাই ভক্ত সাধকের অভিসার। ইহার আদর্শ শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীরাধার অভিসারের ভাবটী বাস্তবিকই চমৎকার—এক দিকে ব্যাকুলতা, অপরদিকে আশঙ্কা—এই উভয় ভাবের সঙ্কটের মধ্য দিয়া শ্যামসুন্দরের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া অতীব সাহসের কার্য্য। পদে পদে বাধা।

বাধা বলিয়া বাধা! ঘরের বাধা, পরের বাধা, মনের বাধা, বনের বাধা, কতই বাধা। কিন্তু অনুরাগের আবার এমনই মহিমা যে, সকল বাধা পায়ে দলিয়া শ্রীমতী তাঁহার হৃদয়-বল্লভের সহিত মিলিবার জন্য ভয়ে ভয়ে ব্যাকুলভাবে অভিসার করেন।

এই জন্যই তো দুঃসাহসও অভিসারের একটা অঙ্গ—সঙ্কট ত বটেই। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণাভিসারের জন্য ব্যাকুলা, এদিকে ঘরে গুরুজন ও পুরে পরিজন জাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহারও নয়নে নিদ্রা নাই, কি করিয়া শ্যাম-দর্শনে যাইবেন—এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীরাধা ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে শ্যামদর্শনে বাহির হইলেন। শ্রীমতী যে ভাবে বাহির হইলেন, ঠাকুর বিদ্যাপতির পদে তাহা প্রকাশ। যথা:—

নব অনুরাগিনী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥

একলি কয়ল পয়ান।
পন্থ বিপথ নহি মান॥

তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥

কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পথহি তেজল সগরি॥

মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥

[ফণিনী বেঢ়য়ে পায়।
মঞ্জীর বলি তেজি যায়॥]

যামিনী ঘোর আঁধিয়ার।
মনমথ হিয়া উজিয়ার॥

বিঘিনি বিথারল বাট।
প্রেমক আয়ুধ কাট॥

বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছন না হেরি আন॥

শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে যখন গমন করিলেন, তখন তাঁহার নিজের দেহও নিজের নিকট ভার বোধ হইয়াছিল, নিজের সৌন্দর্য্যসাধক অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কেত-স্থানে গমন করিলেন। অভিসারে দেখিতেছি, আত্মদৃষ্টি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, আত্ম-দেহের বিস্মৃতি ঘটে। শ্রীরাধা-প্রেমের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব!

শ্রীরাধা-প্রেমের তুলনা নাই। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্যই ব্যাকুলা—নিজের রূপ দেখাইতে যাওয়া তাঁহার অভিপ্রায় নয়, ভূষণ অলঙ্কারে তাঁহার কি প্রয়োজন?

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
লোক-ধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্তজ আর্য্য-পথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম—প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম-গন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

মহাপ্রভু। স্বরূপ, কাম ও প্রেমের এই পার্থক্য-লক্ষণ বাস্তবিকই অতি সুন্দর।

শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রেমে অধীর হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-রূপ না দেখিয়াই থাকিতে পারেন না—ইহাই তাঁহার স্বভাব। সুখের বাঞ্ছা ইহাতে নাই, অপরপক্ষে সে সুখ-লাভ করিতে গিয়া প্রতিদানে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সে দুঃখের অনন্ত দহন স্বীকার করিয়াও শ্রীমতী শ্যামদর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েন—সুখের পরিবর্ত্তে শত বৃশ্চিক-দংশন-দাহ তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয় শ্যামদর্শন না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না; ইহাই শ্রীরাধার প্রেমের স্বভাব।

অকৈতব প্রেমের স্বভাব ও প্রভাব একবারেই অচিন্ত্য। উহা লক্ষণ দ্বারা স্থির হয় না, যুক্তি দ্বারা উহার সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। উহা কেবলই অনুভবের বিষয়। প্রমাণ পরীক্ষা ও লক্ষণের বিচারে এ তত্ত্ব বুঝা যায় না—উহা অনুভবেই উপভোগ্য।

লাভের উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তিনি প্রাণের টানেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; না করিয়াই স্থির থাকিতে পারেন না, তাই তাঁহার এই দুঃসাহস—এই কঠোর প্রয়াস।

ত্রিজগতে শ্রীরাধার এই স্বাভাবিক অনুরাগের আর তুলনা নাই।

গগনে ঘোর ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
মোর গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
ত্বরিতে চল অব কিয়ে আগুসার
জীবন মঝু আগুসার।
শ্রীকবিশেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

[শ্রীমতী বলিতেছেন] :—

তরল জলধর বরিখ ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈছনে
পন্থ নেহারিছে মোর।

"সখি, আজ এই তরল জলধর ঝর ঝর বর্ষণ করিতেছে, গগনে ঘোর ঘনঘটা ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে, আর এই সময় আমার পরাণ-বঁধু শ্যামনাগর একাকী কেমন করিয়া আমার পথপানে চেয়ে আছে?"

ইহার পরের কথা এই—"সখি আর কি আমার এখন ঘরে থাকা সাজে? আমার মাথায় বজ্র পড়ে পড়ুক, লোকে যা বলে বলুক, আমি আর ঘরে থাকিতে পারিব না!" এই বলিয়া উন্মাদিনী ঘরের বাহির হইলেন।

অনুরাগিনী—একবারেই উন্মাদিনী! উন্মাদিনী না হইলে এই ভীষণ সময়ে কে পথে বাহির হয়?

পন্থ পিছর নিশি কাজর-কাঁতি।
পাঁতরে ভৈ গেল দিগ-ভরাঁতি॥

চরণে বেড়ল অহি তেহ নাহি শঙ্ক।
সুন্দরী হৃদয় নূপুর পর পঙ্ক ॥

কি কহব মাধব পিরীতি তুহারি।
তুয়া অভিসারে না জীয়ে বরনারী ॥

বরাহ মহিষ মৃগ পালে পলায়।
দেখি অনুরাগিণী বাঘিণী ডরায় ॥

ফণি-মণি দীপ ভরমে দেই ফুঁক।
কত বেরি লাগল নাগিণী-মুখে মুখ ॥

অনুরাগের উন্মাদনা না হইলে বিঘ্ন এড়াইয়া শ্যামদর্শন ঘটে না। কিন্তু অনুরাগের আবার এমনই মহিমা যে এই সকল বিঘ্নও বিঘ্ন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমতীর নিজের মুখেই তাহা প্রকাশ :—

বঁধুর সরস দরশ-লালসে,
যাইতাম যবে নিকুঞ্জ-নিবাসে,
চরণে বেড়িত বিষধর কত
হইত নূপুর-জ্ঞান গো।
এবে বিনা সে ত্রিভঙ্গ-শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ
ভূষণে ভুজঙ্গ-জ্ঞান গো ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে একবারে উন্মাদিনী হইয়া বনের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হাতের কঙ্কণ, পায়ের নূপুর পূর্ব্বেই ফেলিয়া দিয়াছিলেন, মাথার বেণী এলায়ে পড়িয়া গেল, অবশেষে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পাগলিনীর ন্যায় চকিত নয়নে ইতি উতি চাহিতে চাহিতে গমন করিতে লাগিলেন।

[অভিসারের পর মিলন অতি মধুর]

সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রমের পর যে মিলনটী ঘটে তাহা আবার এত মধুর,—যে সেরূপ মাধুর্য্যও অন্যভাবে সম্ভবপর হয় না। যাহা সহজে লাভ হয়, সাধারণতঃ তাহার মূল্যও বড় কম, আর যাহা অতি ক্লেশে পাওয়া যায়, তাহা অতি মধুর। এই হিসাবে এইরূপে মিলনের ফল স্বভাবতঃই অতি মূল্যবান্।

নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল
ও নব নাগর সঙ্গ।
পন্থ-ঘটিত দুখ সবহুঁ দূরে গেল
বাঢ়ল মনোভব-রঙ্গ ॥
দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
দুহুঁক দরশ-রসে ভোরল হরি সঞে
উছলল প্রেমক সিন্ধু।
দুহুঁক আলোকনে দুহুঁ পুলকাগ্নিত
লোচনে আনন্দ-লোর।
বি-বরণ কাঁপ ভাষা ভেল গদ গদ
স্তবধ ভেল পুন ভোর ॥

মহাপ্রভু। অতি মধুর—স্বরূপ অতি মধুর। যেমন যাতনাপূর্ণ অভিসার—তেমনই মধুরোজ্জ্বল মিলন! এ আনন্দ প্রকাশের অপর ভাষা নাই—এ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অপরকে বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। এ ভরপুর আনন্দে সকলই নীরব, কলকণ্ঠ কোকিল নীরব, শ্যামা নীরব, দয়েল নীরব, শুক-শারী নীরব, যেহেতু স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমাহ্লাদিনী ও তাঁহার অঙ্কস্থ কুঞ্জবিহারী নীরব। নীরব নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই মিলন-বিলাস মহাভাগ্যবানেরই আস্বাদযোগ্য।

স্বরূপ। প্রভু, কিয়ৎক্ষণপরে শ্রীমতী প্রেমগদগদকণ্ঠে যাহা বলিয়াছিলেন আমি তাহাও গান করিয়া শুনাইতেছি :—

শুন শুন নাগর রসিক সুজন।
তুয়া মুখ তিল আধ না দেখিলে হাম কত
কোটি কলপ করি মান।
তুয়া নব অনুরাগে হাম আয়নু আগে
পথ হেরি আকুল পরাণ।
তোহারি দরশে অব দূরে গেও দুঃখ সব
সকল ভেল পাঁচ-বাণ।
হাম অতি দুঃখিত তাপিত তাহে পর-বশ
তাহে গুরু-গঞ্জন বোল।

গৃহের ভিতরে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখী
সদা ভয়ে জীউ উতরোল।
অনেক পুণ্যের ফলে তোমা বঁধু পাইয়াছি
কত কত করিয়া কামনা।
হেন মনে অভিলাষী কহি তবে পরকাশি
তুয়া পায়ে নিছিয়ে আপনা॥

স্বরূপের গান শেষ হওয়া মাত্রই মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ, এ যে অমৃতের অমৃত! অবরুদ্ধ প্রস্রবণ হইতে সহসা যেন অমৃতের উৎস উছলিয়া উঠিল! অনুরাগের প্রাবল্যে অনুরাগিণী শ্রীমতীর হৃদয় কিয়ৎক্ষণ অবরুদ্ধ ছিল—উহার প্রথম বেগ সরিয়া যাওয়া মাত্রই সেই কমকণ্ঠ হইতে কোমল কমনীয় মধুর ধারা প্রবাহিত হইল, শ্রীমতী হৃদয় খুলিয়া বলিতেছেন—"হৃদয়েশ্বর, জীবিত-বল্লভ, প্রাণের নাগর, রসিক সুজন, আমার প্রাণের কথা শুন—আমি আর তোমা ছাড়া হইয়া থাকিতে পারি না। তোমার মুখখানি তিলার্দ্ধকাল না দেখিলে আমার মনে হয় যেন কোটি-কল্প কাল চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া তোমার সহিত দেখা হয় নাই, সে যে কি যাতনা, বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তোমার প্রতি নব অনুরাগে আর ঘরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া আমিই তোমায় দেখিতে আগে চলিয়া আসিলাম, কত বাধা পায়ে ঠেলিয়া আসিয়াছি। পথ দেখিয়াই পরাণ আকুল হইয়া উঠিল। পথে অনন্ত বিঘ্ন, অনন্ত যাতনা—কিন্তু তাহা অনুভবেও আনিতে পারি নাই, এখন তোমার দর্শন পাইয়া সকল দুঃখই দূরে গেল। পরাণ-বন্ধু, আমার অবস্থা তোমায় কি বলিব, আমি দুঃখিনী, পর-বশা, তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে গুরু-গঞ্জনা! গৃহের ভিতর হইতে বাহির হওয়ার যো নাই, পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় অবরুদ্ধ, সদাই ভয়ে ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু, অনেক পুণ্যের ফলে কত কামনা করিয়া বন্ধু তোমায় আজ পাইয়াছি। মনের কথা খুলিয়াই বলি, আজ তোমার চরণে আমি আমার জীবন-যৌবন সকলি নিছিয়ে ফেলি, ইহাই মনের অভিলাষ।" স্বরূপ, প্রেমময়ীর সরল প্রাণের কি সরল সুমধুর সরস ও স্বাভাবিক আত্ম-নিবেদন! কি বল স্বরূপ?

স্বরূপ। হাঁ প্রভু। ইহাই ব্রজ-রসের খাঁটি ভাব ও খাঁটি ভাষা।

মহাপ্রভু। শ্রীমতীর এই নিবেদন শুনিয়া রসিকশেখর শ্যামসুন্দর কি বলিলেন?

স্বরূপ। তিনি বলিলেন—

শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর নিবেদন।
তোমার অদ্ভুত গুণে সদা করে আকর্ষণে
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমার মধুর বাণী সুধা-সিন্ধু-তরঙ্গিণী
মোর কর্ণ তাহে ডুবি থাকে।
তোমার ও গৌর দেহ পরম সুগন্ধি সহ
উনমত করিল আমাকে॥
সখাগণ সঙ্গে থাকি সুবল তাহার সাথী
তোমা বিনা আন নাহি ভায়।
বিরলে বসিয়া যবে তোমারে দেখিয়ে তবে
কহ তুমি আমার উপায়॥

মহাপ্রভু। হাঁ, স্বরূপ হলো বটে—কিন্তু তেমনটী হলোনা—হাজার হইলেও পুরুষ!

—:—

[সর্ব্বকালোচিত অভিসারিকা]

[আদৌ সঙ্কেত]

এক দিন বর নাগর-শেখর
কদম্ব-তরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা-জলে॥
রসের শেখর নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।

শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত কয়ল তাথে॥
গোধন চালাঞা শিশুগণ লৈয়া
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহ মাঝে॥
কহে চণ্ডিদাসে বাশুলী আদেশে
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বন্ধুর সঙ্কেত
না ছাড়্য আপন হিয়ে॥ ৫৫৩॥

—○·○—

মঙ্গল রাগ

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই।
সব সখীগণ-বদন চাই॥
আবেশে কহত মনের কথা।
কবহুঁ হরিষ বিষাদ বেথা॥
সঙ্কেত করল নাগর-রায়।
কি করব সখি কহ উপায়॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি।
কেমনে যাইব রহিতে নারি॥
এতহুঁ ভাবিয়া চলিলা ধনি।
যতহুঁ বিঘিনি কছু না গণি॥
সখীগণ মেলি সঙ্কেত-গেহে।
আওল তরণীরমণ কহে॥ ৫৫৪॥

—○—

ভূপালী

চান্দ-বদনী ধনি চলু অভিসার।
নব নব রঙ্গিনী রসের পাথার॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
মালতী-মাল হিয়ে বনি সাজ॥
চান্দনি রজনী কিরণ বন মাহ।
হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ॥
মোতিম-হার করে কঙ্কণ সাজ।
ঐছন আওল নিকুঞ্জক মাঝ॥
বৈঠলি হৃদয়ে আরতি বলবন্ত।
শ্যাম পাশে চলু দাস অনন্ত॥

[পাঠান্তর]

পূরল যতহি হৃদয় অভিলাষ।
দূরহি দূরে রহুঁ গোবিন্দদাস॥ ৫৫৫॥

—:০:—

[প্রকারান্তরম্]

[বাসকসজ্জা-উৎকণ্ঠা-মিলন]

সুহই

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি।
গুরুজন-পথ ধনি করত নেহারি॥
গুরুজন পরিজন সভে নিন্দ গেল।
দেখি ধনি অতি উতকণ্ঠিত ভেল॥
বিছুরল আপনক বেশ বনান।
সখিগণ সঞে তব কয়ল পয়ান॥
পুনমিক চান্দ জিনিয়া মুখ-জোতি।
ঝলমল করু তনু কতয়ে মণি মোতি
থলকমল-দল চরণ সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
আয়ল মদন-কুঞ্জ-গৃহ মাঝ।
না হেরল তাহি বরজ-যুবরাজ॥
বৈঠলি তহিঁ পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস॥৫৫৬॥

—*—

ধানশী

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকিত॥
কিশলয়-শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতন-প্রদীপ।

তাম্বূল কপূর খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ ॥
মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
লেই পুন তেজত তাই।
সচকিত-নয়নে নেহারই দশ দিশ
কাতরে সখী-মুখ চাই ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ মণিময় অভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখীগণ হেরি কতহুঁ পরবোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই ॥ ৫৫৭ ॥

—০::০—

তথা রাগ

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ
গাঁথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বূল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা ॥
সই পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান ॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে পরাণে পরাণে
মিলব বন্ধুর সনে ॥
পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি আসিব এখনি
বড়ু চণ্ডিদাসে ভণে ॥ ৫৫৮ ॥

—০০০—

কামোদ

শুন শুন নাগর সব গুণ-আগর
তুহুঁ বর চতুর সুজান।
একলি সঙ্কেত- নিকেতনে সো ধনি
নয়ানে না হেরই আন ॥
তোঁহারি গমন-পথ পুন পুন হেরত
সো অবিচল কুল-বালা।
রতন-প্রদীপ বাসগৃহে সাজই
তুয়া লাগি গাঁথই মালা ॥
এত কহি সহচরী তুরিতে গমন করি
কুঞ্জে ভেল উপনীত।
ভণ যদুনন্দন ও নন্দ-নন্দন
গমনহি উনমত চিত ॥ ৫৫৯ ॥

—০—

কামোদ

বাসক গেহ গমন শুনি শ্যামর
দেয়ই বেণু-নিসান।
তিল মঝু গমন বিলম্বহি সো ধনি
কলপ-কোটি অনুমান ॥
ধনি ধনি রাইক সোহাগ।
যো জগ-জীবন যুবতি-প্রাণধন
তাহারি পরাণ সম জাগ ॥
তছু প্রেমে আকুল মৌলি-বকুলফুল
অভরণ পন্থহি ডারি।
চললি সিন্ধুর-গতি নাহি জন সঙ্গতি
উপনীত ভেল যাঁহা গোরী ॥
দেখি ধনি নাগর আনন্দ-আগর
সফল সব করি মান।
জীবন যৌবন বাস-গেহ পুন
যো কিছু আপন বিতান ॥
আনন্দ-সায়রে নিমগণ সখিগণ
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস।
সো সুখ-সিন্ধু- বিন্দু পরশ লাগি
যাচে রাধামোহন দাস ॥ ৫৬০ ॥

—:০:—

কেদার বিহাগড়া

শুন শুন নাগর রসিক সুজান।
তুয়া মুখ তিল আধ না দেখিলে হাম কত
কোটি কলপ করি মান॥
তুয়া নব অনুরাগে হাম আয়লুঁ আগে
পথ হেরি আকুল পরাণ।
তোহারি দরশে অব দূরে গেও দুখ সব
সফল ভেল পাঁচ বাণ॥
হাম অতি দুখিত তাপিত তাহে পর-বশ
তাহে গুরু-গঞ্জন বোল।
গৃহের মাঝারে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখী
সদা ভয়ে জীউ উতরোল॥
অনেক পুণ্যের ফলে তোমা বধুঁ পাইয়াছি
কত কত করিয়া কামনা।
হেন মনে অভিলাষি কহি এবে পরকাশি
তুয়া পায়ে নিছিয়ে আপনা॥ ৫৬১॥

—:—

সুহই

শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর নিবেদন।
তোমার অদ্ভুত গুণে সদা করে আকর্ষণে
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমার মধুর বাণী সুধা-সিন্ধু-তরঙ্গিণী
মোর কর্ণ তাহে ডুবি থাকে।
তোমার গৌর দেহ পরম সুগন্ধি সহ
উনমত করিল আমাকে॥
সখাগণ সঙ্গে থাকি সুবল তাহার সাথী
তোমা বিনে আন নাহি ভায়।
বিরলে বসিয়ে যবে তোমারে দেখিয়ে তবে
কহ তুমি আমার উপায়॥ ৫৬২॥

[এতদ্গীতদ্বয়ং শ্রীযদুনন্দনদাসঠক্কুরস্য বর্ণনম্]

—:*:—

বিহাগড়া

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ দুহেঁ যৈছন দারিদ-হেম।
নিতি নব আরতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস॥৫৬৩॥

—:*:—

[অথ জ্যোৎস্নাভিসার]

[তত্র দূতী যথা]

মঙ্গল

সুন্দরি মাধব তুয়া পথ হেরই
তুরিতে করহ অভিসার।
গগন উপরে উয়ল বিধু-মণ্ডল
বিমল কিরণ পরচার॥
সমুচিত বেশ করহ বর চন্দন
কর্পূর-খচিত করি অঙ্গ।
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ অম্বর পহিরহ
কুঞ্জহি চলহ নিশঙ্ক॥
চরণ-কমলে নূপুর হেরি সুন্দরি
চল তহি শবদ-রহিত।
এতহি বচনে চললি গজ-গামিনী
মনসিজ-মদে উলসিত॥
নয়ন-কমল যুগ- খঞ্জন-গঞ্জন
সচকিত হেরত গোরী।
গৌরমোহন অনু- মানই আনবি
শ্যাম-নয়ন-চিত চোরি॥ ৫৬৪॥

—০—

রাই ধনি চলই বন-মাঝে।
নন্দসুত-চন্দ্রমুখ- দরশ-রস-লালসে
তেজি কুল-ধরম-ভয়-লাজে॥

দুগ্ধ জিনি মুগ্ধ পট অঙ্গ সব ঢাকিয়ে
ছোড়ি রস-হাস-পরিহাসে।
মত্তগজ-গমন পরকাশে ॥
গন্ধলোভে অন্ধ অলি বদন-সরসীরুহে
পড়ত কত করি মধুর রাবে।
গীত শুনি ভীত ধনি কর-কমল চালই
বারণ করণহিঁ করি ভাবে ॥
কষ্ট করি অষ্ট নব চরণ চলি যাইয়ে
পুছত—সখি! কুঞ্জ কত দূরে।
শ্যাম-তনুধাম দিঠি শীতল ন করতহিঁ
তাহে করি মঝু হৃদয় ঝুরে ॥
কোই খণ সোই মঝু ঘটব কিয়ে ভাগমে
নয়নপথ আওব সোই যাহে।
প্রেষ্ঠগণ-শ্রেষ্ঠতম শ্রীললিতা বোলই
ভাবয়সি কিশোরি তুঁহু কাহে ॥৫৬৫॥
[গীতমালা]
—:০:—

এইরূপ আলাপনে চলিছেন রাই।
এখানে বকুল-কুঞ্জে কহেন কানাই ॥
বৃন্দাদেবি! দেখ হল্য রজনী অধিকা।
এখনো না আইলেন কেন শ্রীরাধিকা ॥
বুঝি লোক-ধর্ম্ম-ভয়ে কাতর হইয়া।
অভিসার করিতে না পারিয়াছে প্রিয়া ॥
কিম্বা তার গুরুজন কেহ কিম্বা পতি।
জানিয়া আমাতে ভাব করিল ব্যাহতি ॥
তাহা বিনে স্থির নাহি হয় মোর মন।
অগ্নি হেন লাগিতেছে শশীর কিরণ।
কোকিল-ভ্রমর-রব বজর যেমন ॥
মলয় পবন লাগে বিষ হেন গায়।
কি করিব কহ প্রাণ রাখিতে উপায় ॥
আজি যদি নাহি পাই আমি সে কিশোরী।
তবে বুঝি দেহে প্রাণ রাখিতে না পারি ॥

কহিছেন বৃন্দা দেবী তাঁয়।
নাহি ভাব নটবররায় ॥
যেন ভাব রাধার তোমায়।
তাহে কোনো সন্দেহ না ভায় ॥
লোক-ধর্ম্ম-ভয় তেয়াগিয়া।
সেই তারে আনিবে টানিয়া ॥
অই দূরে কর বিলোকন।
দেখা যায় বিজুরী যেমন ॥
এ রাধার অঙ্গ-ছটা বটে।
তাহা বিনে অন্যে নাহি ঘটে ॥
অতএব না ভাব বকারি।
আসিতেছে তোমার কিশোরী ॥

এখানেতে শ্রীরাধিকা চমকি উঠিয়া।
কহিছেন শ্রীললিতা প্রতি সম্বোধিয়া ॥

সখি! আসিতেছে কার গন্ধ চমৎকার।
মাতাইল অতিশয় নাসিকা আমার ॥
একি পদ্ম-চন্দন-কর্পূরসার নিয়া।
বিধি রচিয়াছে ইহা কৌতুকী হইয়া ॥
আর দেখ সখি! অই কুঞ্জের ভিতর।
উদয় হয়্যাছে বুঝি শ্যাম-সুধাকর ॥
ইন্দ্রনীলমণিময় শশী না হইলে।
হেন শ্যাম-জ্যোৎস্না ভুবনেতে নাহি মিলে ॥
ললিতা কহেন—চল কুঞ্জভিতরিতে।
যার গন্ধ যার জ্যোৎস্না পারিবে জানিতে ॥৫৬৬॥
[গীতমালা]
—] * [—

যথা রাগ

রাই কহে শুন সখি সাক্ষাতে কি রূপ দেখি
সত্য কৃষ্ণ কহ সব মোরে।
নবীন তমাল কিবা নবীন জলদ কিবা
কিবা ইন্দ্রনীলমণি-বর ॥

সখি হে দরশনে জুড়ায় নয়ান।
রূপ নহে রস-সিন্ধু ইহার তরঙ্গ-বিন্দু
ডুবায়ে ভুবন-নারী-প্রাণ॥
অঞ্জন-শিখর কিবা মদ-ভৃঙ্গ-পুঞ্জ কিবা
যমুনা হইলা মূর্ত্তিমতী।
ইন্দীবর-পুঞ্জ কিবা ব্রজস্ত্রী-অপাঙ্গ কিবা
কিবা দেখি মোর প্রাণ-পতি॥
কিবা এ মন্মথ-রাজ তাহার অনুজ সাজ
কিবা এই রসরাজ-রাজ।
সেহো হয় তনু-হীন এহো রহে পরবীণ
বুঝিতে না পারি কোন কাজ॥
কিবা সেই সুধানিধি সব রসসুখাবধি
তার হয়ে বিচার অপারে।
কিবা প্রেমময় তরু প্রতি অঙ্গে প্রেম ঝরু
সেহো ধীর চলিবারে নারে॥
মোর নেত্র-ভৃঙ্গ-পদ্ম কি কান্ত আনন্দ-সদ্ম
কিবা স্ফূর্ত্তি কহত নিশ্চয়।
পুছিতে গদগদ বাণী পুলকিতা-অঙ্গ ধনি
এ যদুনন্দন দাস গায়॥ ৫৬৭॥

—:o:—

চতুরা ললিতা বাহিরেতে গেলা
এথা রাখি শ্রীকিশোরী॥

তবে বনমালী মহা কুতূহলী
ধরিয়া রাধার করে।
যতন করিয়া আসনে লইয়া
বসাইলা সমাদরে॥

সজল নয়নে মধুর বচনে
কহিছেন বনয়ারি।
আমার লাগিয়ে তুমি পাও পিয়ে
কত দুখ বেরি বেরি॥

আহা মর্রি মরি কুসুম উপরি
যে চরণ থুত্যে বেথে।
তাহাতে করিয়া আইলে চলিয়া
কি করিয়া বন-পথে॥
মার কোলে দিনে থাকিয়া ভবনে
ভয় পাও অলি দেখি।
সে তুমি কি করি রজনী ভিতরি
বনে আল্যে শশিমুখি॥

কহেন কিশোরী শুন বনয়ারি
কি গুণ তোমার আছে।
যাহে করি টানি কুলের কামিনী
আনহ আপন কাছে॥
তুমি সুখময় তোমা লাগি হয়
যে সকল বেবহার।
তাহে দুখ-ভয় কিরূপে ঘটয়
এ কিশোরী সাথী তার॥ ৫৬৮॥
[গীতমালা]

—o○—

শ্রীরাধারে পুন কহিছেন নটবর।
সত্য কহ প্রিয়ে! ঘুচিয়াছে সব ডর॥

অধোমুখী হয়্যা মৃদু মৃদু হাস্য করি।
কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে রাধা ধিরি ধিরি॥
প্রাণবন্ধু! তুমি সর্ব্ব ভয় নাশ কর।
তোমার নিকটে কি থাকিতে পারে ডর॥
কিন্তু তুমি এক ভয় নার ঘুচাইতে।
সঙ্গকালে হয় যাহা বিচ্ছেদ হইতে॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন—মরি বালাই নইয়া।
গড়িয়াছে বিধি তোহে প্রেম-সার দিয়া॥
প্রেমময়ী বট তুমি মোর আহ্লাদিনী।
যেমন মধুর রূপ—ততোধিক বাণী॥

প্রেম শিখিবারে আমি শিষ্য হব তোরি।
শিখাইতে হবে দয়া করিয়া কিশোরি॥
রসের সাগর যদুমণি।
শ্রীরাধিকা রস-তরঙ্গিণী॥
দোঁহার মধুর আলাপন।
শুনি সুখী দোঁহার শ্রবণ॥ ৫৬৯॥
[রঘুনন্দন]

—:-:—

[দিনান্তরে]

কেদার

গুরুজন পরিজন সব নিঁদ গেল।
তৈখনে সবহুঁ সখীগণ মেল॥
চান্দিনী রজনী হেরি ভেল ভীত।
বেশ বনাওল তাহি উচিত॥
গোপতে চলিলা ধনি কোই না জান।
হেরই দশ দিশ চকিত নয়ান॥
হিমকর কিরণহিঁ ভেল বিথার।
মেলি চললি কোই লখই না পার॥
কালিন্দী-কূলে যাঁহা মাধবী-কুঞ্জ।
কুসুম বিথারল অলিকুল গুঞ্জ॥
তাহি মিললি ধনি মাধব পাশ।
বৈঠল দুহুঁজন পূরল আশ॥ ৫৭০॥

—:০:—

তথা রাগ

দেখ রাধামাধব মেলি।
মূরতি পিরীতি-রস-কেলি॥
ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির-বিজুরী-তরঙ্গ॥
ও বর-মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
ও মত্ত মধুকর-রাজ।
ইহ নব পদুমিনী সাজ॥
ও নব তরুণ তমাল।
ইহ হেম-যূথী রসাল॥
অরুণ নিয়ড়ে পূর্ণ চন্দ।
গোবিন্দ দাস রহুঁ ধন্ধ॥ ৫৭১॥

—০:০—

শ্রীরাগ

আজু বড় শোভারে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিলা রতন সিংহাসনে॥
হেম-নিরমিত বেদী মাণিকের গাঁথনি।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী॥
একেক তরুর মূলে একেক অবলা।
মেঘে বেঢ়ল যেন বিজুরীক মালা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
রস-ভরে দুহুঁ জন হইলা বিভোর।
দাস অনন্তে কহে না পাইলুঁ ওর॥৫৭২॥

—:-:—

তথা রাগ

রাই-অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশ দিশ
শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জ-বন
রাই-রূপে চৌদিগে পাথার॥

গৌর ভেল শুক শারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে॥

গৌর যমুনা-জল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চাঁদ তার সাখী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাই-রূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।

নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
তুহুঁ তনু একই মিলিত ॥ ৫৭৩ ॥

—:*:—

করুণ সুহিনী

মলয়জ-মিলিত যমুনা-জল শীতল
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ কদম্ব তরু কুসুমিত
কোকিল ভ্রমর করু গান ॥
তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু
বামে রসবতী রাই।
একে নব জলধর কোরে বিজুরী থির
কাঞ্চনে রতন মিশাই ॥
তুহুঁ তনু এক মন।
তুহুঁ জন একই পরাণ ॥ ৫৭৪ ॥

—০—

"রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি"

আলাঞা চাঁচর কেশ করে বহুবিধ বেশ
সিন্দুর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদে দেখি ঘাম আকুল হইয়া শ্যাম
মোছায়ই বসন-অঞ্চলে ॥
দাসীগণ-কর হৈতে চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই-মুখ-শশী সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরে নাগর অনিমিখে চায় ॥
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
ঐছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আঁখি
তুহুঁ প্রেমে তুহুঁ ভেল ভোরে ॥
[আর যত সখীগণ সবে করে নিরীক্ষণ]
[দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস]

—:০:—

[উভয়-অভিসার ও মিলন]

[অথ বসন্তকালোচিত]

ফুটল অশোক নাগ রঙ্গণ মালতী।
পরিমলে ভরল মাধবী রঙ্গবতী ॥
পাটল কিংশুক শোভা কাঞ্চন কেশর।
করুণ কমল কুন্দ করবীর বর ॥
মুকুলিত রসাল বকুল গন্ধরাজ।
ললিত লবঙ্গলতা বন্ধুজীব সাজ ॥
সরোবরে সরসিজগণ দিল দেখা।
হংস সারস পড়ে মেলি দুই পাখা ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুন্ গুন্ স্বরে।
মধুমদে মাতি পড়ে ফুলের উপরে ॥
কোকিল পঞ্চম গায় শিখিকুল নাচে।
মলয়-পবন বহে গন্ধ পাছে পাছে ॥
নির্ম্মল যমুনা-জল পুলিনের শোভা।
এ যদুনন্দন পহুঁ ভেল মনোলোভা ॥৫৭৫॥

—০*০—

[তথা শ্রীকৃষ্ণের অভিসার, বাসক-সজ্জা ও উৎকণ্ঠা]

কাননে সবহুঁ কসুম পরকাশ।
শারী শুক পিককুল মধুরিম-ভাষ ॥
ময়ুর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ ॥
দেখ দেখ নাগর-রাজ।
চললহি সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ ॥
কিশলয়-পুঞ্জহি শেজবর কেল।
তঁহি পর বৈঠি পুন তরখিত ভেল ॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরী করল পয়ান ॥
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস ॥ ৫৭৬ ॥

—০✿০—

সতী-কুল কাজ দুকুলের লাজ
ধরম দেখিয়া কে বা।
ধৈরজ উদয় হইল হৃদয়
রাধিকা অধিক সে বা॥
কিম্বা গুরুজন তর্জ্জন বচন
কহিয়া নিবৃত্তি কৈল।
কিম্বা অতিশয় ক্ষীণ তনু হয়
চলিবারে না পারিল॥
নহিলে বা কেনে সুচন্দ্র গগনে
উদয় হইল অতি।
তবু এত ক্ষণে সঙ্কেত ভবনে
না মিলিল সখী দূতী॥
কৃষ্ণের এ বাণী বিশাখিকা শুনি
দেখে গ্রীবা উঠাইয়া।
মনে বিচারয়ে কৃষ্ণ তাপ তায়ে
মোর পথ নিরখিয়া॥ ৫৭৭॥

—※—

[তত্র শ্রীরাধা-সমীপে দূতী যথা]

হেদেলো সুন্দরি প্রেমের আগোরি
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া তোহারি লাগিয়া
কান্দিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি ফুকরি ফুকরি
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে কহয়ে কাতরে
কেমনে সে ধনি মিলে॥
রাই অতএ আইলুঁ আমি।
কানুর পিরীতি যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া বাড়াও উহারে
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডিদাসে বলে রাখি কুল শীলে
পূরাহ মনের সাধা॥ ৫৭৮॥

[শ্রীরাধার শুক্লাভিসার]

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দনে চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরী॥
ধবল বিভূষণ অম্বর ধরই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গপুতলী কিয়ে রসমাহা বুর॥
পুরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল-কণ্টক কি করয়ে পার॥
মূরতি শিঙ্গার পিরীতিময় ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥৫৭৯॥

—::—

[শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-গোপন]

শূন্য কুঞ্জ হেরি রসবতী রাই।
নাগর-শেখর না মিলল আই॥
মধু-ঋতু রজনী চান্দ উজোর।
কোকিল ভ্রমর ডাকে আনন্দে বিভোর॥
মলয় পবন বহে কুসুম-সুগন্ধ।
দ্বিজ-কুল-শব্দ কতহুঁ পরবন্ধ॥
ঐছে সময়ে যব মিলব কান।
দাস অনন্ত তোহারি গুণ গান॥ ৫৮০॥

—:০:—

[ততঃ মিলনং যথা]

পঠমঞ্জরী

কুসুম ভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকরী মধুকর বোল॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
দুহুঁজন আরতি চন্দন বায়॥

পূর্ণমিক রাতি মোহন ঋতু-রাজ।
বিদগধী বিদগধ মিলল সমাজ॥
নাহ নীলমণি-বরণ সুঠাম।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোরী॥
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ও রূপ বলিহারি বলরাম দাস॥ ৫৮১॥

—*—

[মুরলী-সঙ্কেত শ্রবণে শ্রীরাধার অভিসারোৎকণ্ঠা]

গুর্জ্জরী

ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে
সঙ্কেত-মুরলী-নিসান।
রহি রহি বাম পয়োধর পন্দই
তেই বুঝি মিলব কান॥
দেখ সখি পাপ চতুর্থীক চাঁদ।
হরি অভিসার ওহি বিলম্বায়ত
পাতি কিরণময় ফাঁদ॥
মনহি মনোরথ চঢ়ল মনমথ
ধৈরয ধরণ না যাত।
মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে
আভরণ দূর করু গাত॥
ধরণী শয়ন এক মোহে শোহায়ত
কুসুম-শয়নে জীউ কাঁপ।
গোবিন্দদাস কহ গহন প্রেম গাহ
দহনে দোহায়ই ঝাঁপ॥ ৫৮২॥

—০—

অথ শুক্লাভিসার

[হিমকালোচিত]

ভূপালী

পৌখলি রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারলি রাই॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
পহিরাণ কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাহা নবীন সিনেহ॥৫৮৩॥

—:০:—

কেদার

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতং॥
কেলি-বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা॥
বিনিদধতি মৃদু-মন্থর পাদং।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদং॥
জনয়তি রুদ্র-গজাধিপ মুদিতং।
রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতং॥ ৫৮৪॥

—০—

কেদার

হিম-কর-কিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিম-গিরি-পবন বিথার॥
চললি রমণী ধনি আকুলিত চিত।
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জে উপনীত॥
না দেখিয়া তহিঁ বর-নাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥
গুরুজন-নয়ন-পাশগণ বারি।
আয়লুঁ কুলবতি-চরিত উঘারি॥

ইথে যদি না মিলল সো বর কান।
কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ॥
কহ কবিশেখর সুন্দরি রাই।
ধৈরজ ধর হাম আনব যাই॥ ৫৮৫॥

—(*)—

[দিনান্তরে]

[শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সঙ্কেত যথা]

সহচরী সঙ্গে পন্থে হাম যাতি।
তব হরি হেরলুঁ মনোহর ভাতি॥
কো জানে কৈছন মঝু হিয়া চায়।
আপক প্রদক্ষিণ পাণি উঠায়॥
আজু নেহারলুঁ যৈছন কান।
কৈছন সঙ্কেত না বুঝল হাম॥
সো হেন রূপ সো বৈদগধী-রঙ্গ।
মনহি লাগি অথির করু অঙ্গ॥
অব সখি শুনহ বেণুক গান।
গোবর্দ্ধন কর ইহ অনুমান॥
কৃষ্ণকান্ত কহ ইথে কি বিচার।
হরি রহু তাহিঁ রচহ অভিসার॥৫৮৬॥

—০—

[বৃন্দা দূতীপ্রতি ললিতা-সখ্যুক্তি]

ললিতা বোলত মধুরিম-ভাষ।
সহচরি! তুম যাহ নাগর-পাশ॥
সবজন-লোচন-পন্থ ছপায়।
বকুলকুঞ্জপর আনবি তায়॥
হাম সব রাইক বেশ বনাই।
প্রথম রজনী মিলব তঁহি যাই॥
ইহ শুনি বৃন্দা স্থখিত-পরাণ।
নাগর-নিকটহিঁ করল পয়ান॥

ললিতা সকল সখীজন সঙ্গে।
রাইক বেশ বনাওত রঙ্গে॥
শ্রীরঘুনন্দন ধনি ধনি মানি।
বসন বিভূষণ দেওত আনি॥

ললিতা যতনে ধরিয়া চিরণী।
চিকুরে করিলা বর বেণী-ফণী॥
তহিঁ কাঞ্চন-ঝাম্প দিলা বান্ধিয়া।
নব মালতি-দাম সনে কসিয়া॥
শুভ মোতি-সিঁথী দিল ভাল পরে।
তঁহি সিন্দূর-চন্দন চিত্র করে॥
দিল সুন্দর কুণ্ডল কর্ণপুটে।
নিরখি শশিমণ্ডল-দর্প টুটে॥
গজমোতিক বেসর নাসপরে।
ধরিয়া তুলি গণ্ডহিঁ চিত্র করে॥
তনু চন্দনপঙ্কহিঁ লিপ্ত করি।
সিত-কঞ্চুক বান্ধল বক্ষ-পরি॥
হিমশুক্লপটী কটিতে পিন্ধিলা।
তহিঁ মালতিকোরক-কাঞ্চি দিলা॥
মুকুতাময় হার দিলেক গলে।
গজকুন্দকি দাম উরোজফলে॥
ভুজহিঁ মণিকঙ্কণ-তাড় ধরে।
রঘুনন্দন নূপুর নেই করে॥ ৫৮৭॥

—:০:—

মল্লার

কমল বয়ান কনক কাঁতি।
মুকুতা নিকর দশন পাঁতি॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল।
কাজরে মাজল দিঠি দুকূল॥
চললি হরিণ-নয়নী রাই।
ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু।
চিবুকে মধুর শ্যামর বিন্দু।
পবন তরল বসন মেলি।
দামিনী বেঢ়লি চাঁদনি বেলি॥

বিভ্রম সারিম সময় সাজ।
রবিশীলা যত তটিনী মাঝ॥
রোমলতাবলী ভুজগী ভান।
নাভি সরোবরে করু পয়াণ॥
কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ।
ত্রিবলি যৌবন জনি তরঙ্গ॥
নীবী যে বান্ধল বেঢ়ল জাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥
কটির উপরে কিঙ্কিণীনাদ।
রতন মঞ্জীর কর বিবাদ॥
চরণ-কমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায়॥ ৫৮৮॥

—॰—

শ্রীরাগ

চলল গমন হংস যেমন
বিজুরীতে যেন উয়ল ভুবন
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল
ও চাঁদ বদন হেরিয়া।

সরল ভালে সিন্দূর বিন্দু
তাহে বেঢ়ল কতেক ইন্দু
কুসুম সুষম মুকুতা মাল
নোটন ঘোটন বান্ধিয়া॥

বিম্ব অধর উপমা জোর
হিঙ্গুল মণ্ডিত অতি সে ঘোর
দশন কুন্দ যেমন কলিকা
কিবা সে তাহার পাঁতিয়া।

হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল
নাসাকরপর বেসর আর
মুকুতা নিশ্বাসে ছুলিছে ভাল
দেখহ রে কত ভালিয়া॥

চণ্ডিদাস দেখি অথির চিত
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত
রসভরে ধনি সুন্দরী রাই
চলল মরমে মাতিয়া॥ ৫৮৯॥

—॰—

যথা রাগ

বেশ পসারি সোঙরি ঘন হরি হরি
ঘর সঞে ভেলি বাহার।
রস ভরে দিগ বিদিগ নাহি হেরই
তাহে কি বিঘিনি বিচার॥

দেখ সখি রাই চলি অতি রঙ্গে।
মদন-সুমোহন লোভন ছন্দন
ঐছে সুরঙ্গিণী সঙ্গে॥

কত অভিলাষে বিলাসক যোগহি
বদনে নিরন্তর হাস।
সাজহি যৈছন বিধুবর উদয়ক
পূরবহি কুমুদিনী হোত বিকাস॥

ঘন-দল-মাল বিশাল তমাল হেরি
তরখি তরখি রহি যায়।
সরস-দৃগঞ্চলে পুনহি বিলোকই
ইহ নহ কানু সখী সমুঝায়॥
আগে নিরখহ মানস-সুরধুন
ওহি পূরাব তহি আশ।
নিকটে ধরাধর সুখদ পরাপর
যহিঁ মনমোহন পরম নিবাস॥

শুনি সখী-বাণী সুমানি সুরাগিণী
বেগে ততহি চলি যায়।
যে রস-তৃষ্ণ কৃষ্ণকান্ত সম্বোধই
এহি এহি বরতায়॥ ৫৯০॥

—॰—

চলিলা পরিপূর্ণা-সুধাংশু-মুখী।
বনমালি-বিলোকন লাগি সুখী॥
গতি-গঞ্জিত-মত্তকরী-গমনা।
মদমাদিত-দিব্য-পিকী-বচনা॥
পদনূপুর-কঙ্কণ-কিঙ্কিণীরে।
চলিতে চলিতে করই ধ্বনি রে॥
নবরঙ্গিণী সঙ্গিনী শোহনী রে।
বরবেণী-ভুজঙ্গিনী-দোলনী রে॥
তিমিরাবৃত-পন্থহিঁ মন্দগতি।
চলিলেন কিশোরী সুখিত-মতি॥

এখানেতে কালাচান্দ পাঠায়্যা বৃন্দায়।
ব্যাকুল হইলা অতিশয় উৎকণ্ঠায়॥
আইসেন কুঞ্জের বাহিরে এক বার।
প্রবেশ করিতেছেন পুন মাঝে তার॥
করেন পল্লব পাতি শয্যা-বিরচন।
মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন॥
গিয়াছেন বৃন্দা আনিবারে মোর প্রিয়া।
এখনো ফিরিয়া না আইলা কি লাগিয়া॥
বুঝি প্রিয়া গুরুজন নিকটেতে আছে।
যাইতে পারেন নাই বৃন্দা তার কাছে॥
কিম্বা তার পতি করি থাকিবে তর্জ্জন।
এই লাগি প্রিয়া করে নাই আগমন॥
এইরূপ কহিতে কহিতে সখী-সনে।
শ্রীরাধিকা প্রবেশিলা নিকুঞ্জভবনে॥
তাহা নিরীক্ষণ করি কিশোরীমোহন।
আগে-বাড়ি নইতে করিলা আগমন॥৫৯১॥

—(০)—

যথা রাগ

কৃষ্ণ কহে রাই দেখি হইয়া বিস্ময়-আঁখি
কি কান্তি-কুলের দেবী আইলা।
তারুণ্য-লক্ষ্মী কিবা মাধুরী-মূরতি কিবা
লাবণ্যের জল কি আইলা॥
আনন্দে ভরল মোর আঁখি।
হেন বুঝি এই ধনি রসময়-স্বরূপিণী
মোর মন করে যাতে সুখী॥
আনন্দাব্ধি নদী কিবা অমৃত-বাহিনী কিবা
আইলা রাধা চন্দ্রমুখী।
আমার ইন্দ্রিয়গণ করিবারে আহ্লাদন
সঙ্গে লয়ে আইলা সব সখী॥
চকোর আমার আঁখি যার মধুপানে সুখী
আইলা সেই সুচন্দ্রবদনী।
মোর নাসা-ভৃঙ্গরাজ মধু পিয়ে সে সমাজ
সে পদ্মিনী আইলা প্রাণ-ধনী॥
ভাগ্য-কল্পবৃক্ষ মোর সফল নয়ন জোর
রাই আইলা নিকটে আমার।
এবে সে সাফল্য হৈল মনে মনে বিচারিল
এ যত্নুনন্দন কহে ভাল॥৫৯২॥

—০ঃ০—

[শ্রীকৃষ্ণের রূপোল্লাস]

তুয়া মুখ চাঁদ কমল আদি কবলই
নিবিড় চামর জিতি কেশ।
কনক কমল অলি জিনি অলকাবলি
শ্রুতি অছু গিধিনী বিশেষ॥
তরুণী-মুকুট-মণি গোরী।
ভ্রূযুগ-পাতনে তনু অতি কম্পিত
পরাণ-পুতলী তুহুঁ মোরি॥
চঞ্চল নয়ন ইন্দীবর নিন্দই
গণ্ডহি জিতল মুকুর।
নাসা তিলফুল অধর পণ্ডারকুল
স্মিত জিতি অমিয়া কর্পূর॥
কুন্দ করগ-বীজ জিতি দ্বিজ-লাবণি
কণ্ঠহি কম্বুক শোভা।
বাহু মৃণাল করযুগ পঙ্কজ
মঝু মন-মধুকর লোভা॥

পদ থল-কমল নখ জিতি চাঁদ কত
লাবণি অমিয়া-রঙ্গ।
রাধামোহন পহুঁ কহইতে ঐছন
ভাবে অবশ ভেল অঙ্গ ॥ ৫৯৩ ॥

—০—

[শ্রীরাধার অভিসার]

[পুনশ্চ দিনান্তে]

ধানশী

কানু-অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহনা বিচারি ॥
গুরুজন-নয়ন-পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি ॥
কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব ॥
শুনি কহে সব সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল ॥
যৈছনে যামিনী দামিনী ঘোর।
তৈছনে বেশ বনায়ব তোর ॥
এতহিঁ কহই করু বেশ রসাল।
ধনি অনুরাগিণী জ্ঞানদাস ভাল ॥ ৫৯৪ ॥

—:—

থোরহি শশধর কিরণ বিথার।
ঐছন সময়ে কয়ল অভিসার ॥
চৌদিকে সচকিত নয়নে নেহার।
মদন-মদালসে চলই না পার ॥
মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জ-নৃপ পাশ।
কহ কবিশেখর কেলিবিলাস ॥ ৫৯৫ ॥

—০:০—

[লীলা-নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের অভিসার
ও বিরহ-বিলাস]

[যথা শ্রীগীতগোবিন্দে]

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধা-
মনুনয়মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা
স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥

হে প্রিয় সখি! আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছি; তুমি শ্রীমতী-সমীপে গমন করিয়া আমার অনুনয় জ্ঞাপন কর, এবং তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। সেই সখী তখন শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া বলিতে লাগিল।

[শ্রীকৃষ্ণস্য আপ্তদূতী যথা]

[দেশীবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে]

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।
সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি॥
ধ্বনিতমধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরণীশয়নে বহুবিলপতি তব নাম ॥
ভণতি কবিজয়দেবে হরিবিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥
পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরম্
॥ ৫৯৭ ॥

সখি রাধিকে, দেখ, মলয়-সমীর মন্মথকে সঙ্গে লইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এদিকে বিরহিণী রমণী-গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিবার অভিলাষেই যেন কুসুমরাশি বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। সখি! বনমালী তোমার বিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

স্নিগ্ধরশ্মি শশাঙ্কদেব তাঁহাকে অনুক্ষণ দগ্ধবিদগ্ধ করাতে তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন হইতেছেন, কখন বা মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন।

ভ্রমরগুঞ্জন কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র তিনি স্বকীয় শ্রুতিপুট আচ্ছাদন করিতেছেন, বিচ্ছেদযন্ত্রণা হৃদয়ে সমুদিত হওয়াতে প্রতি রজনীতেই দারুণ মনোব্যথা অনুভব করিতেছেন।

মনোরম বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া, তিনি এখন বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন, আর ভূমিশয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছেন এবং সর্ব্বদা তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরিতাপ করিতেছেন।

কবি জয়দেব বর্ণিত এই বিরহ-বিলাস শ্রবণ-জনিত পুণ্যফলে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হউন।

হে রাধিকে! পূর্ব্বে শ্রীহরি যেখানে তোমার সহিত মিলিত হইয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কামের মহাতীর্থস্বরূপ সেই নিকুঞ্জগৃহেই এখন তিনি তোমাকে দিনযামিনী চিন্তা করিতেছেন। তিনি অনুক্ষণ তোমার নাম জপ করিতেছেন।

—:০:—

[পুনশ্চ দূত্যুক্তি যথা]

(গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে)

রতিসুখসারে গতমভিসারে
মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী।
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদু বেণুম্॥
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গত-
পবনচালিতমপিরেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পান্থনম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্॥
হরিরভিমানী রজনীরিদানী-
মিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং
পূরয় মধুরিপুকামম্॥
শ্রীজয়দেবে- কৃতহরিসেবে
ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং
নমত সুকৃতকমনীয়ম্॥ ৫৯৮॥

হে সুন্দরি! তোমার হৃদয়েশ্বর, মদনও যাহাতে মোহিত হয় এমন মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া, অভিসারে প্রস্থান করিয়াছেন। তুমি বিলম্ব করিও না। তুমি শ্রীহরির অনুসরণ কর। বনমালী এখন কালিন্দীতটবর্ত্তী ধীরসমীরে (লীলা-নিকুঞ্জে) অধিষ্ঠান করিতেছেন।

তিনি মনোরম বংশীনাদে তোমার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তোমাকে অভিপ্রেত স্থলে গমনের ইঙ্গিত করিতেছেন। যে সমীরণ ত্বদীয় দেহলতিকা স্পর্শ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে, তদ্দ্বারা পরিচালিত ধূলিকণাতেও তিনি এখন আপনার অপেক্ষা ধন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।

পক্ষীর শব্দে ও পত্রপতনের শব্দে তিনি চমকিত হইয়া 'তুমি উপস্থিত হইয়াছ,' এই জ্ঞানে আশু শয্যাবিরচনা করিতেছেন এবং ঘন ঘন চকিতনয়নে পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন।

সখি! তোমার চরণের নূপুর পরিত্যাগ কর, উহা অতীব অস্থির এবং কলরবপূর্ণ। উহা বিঘ্নকর শত্রু।

হে সখি! কুঞ্জ এখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। তুমি নীল বসন পরিধান করিয়া অগ্রসর হও।

শ্রীহরি অভিমানী, যামিনীও বিগতপ্রায়, আমার কথা রাখ, আশু বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া হরির মনোরথ পূর্ণ কর।

কৃষ্ণপদ-সেবক জয়দেব কবি উহা রচনা করিলেন, হে ভক্তবৃন্দ! করুণানিধান ভক্তবৎসল উদারচরিত পরমসুন্দর হরিকে প্রফুল্লমানসে প্রণিপাত কর।

[পুনশ্চ তথাহি]

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে,
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি,
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষতে,
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে॥
ত্বদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো,
গোবিন্দস্য মনোরথে চ সমং প্রাপ্তং তমঃসান্দ্রতাম্,
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা,
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ।
সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি,
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ,
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্॥

"সখি! ত্বদীয় জীবনসখা হরি মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া ঘন ঘন সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ শয্যাবিরচনা করিতেছেন এবং উদ্বিগ্নান্তঃকরণে মুহুর্মুহুঃ পথের দিকে তোমার আশায় দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

সহস্রাংশু দিবাকর তোমার বিপরীত আচরণ দর্শনে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার রাশিও ঘনতর হইতেছে; চক্রবাকের ন্যায় করুণস্বরে বহুক্ষণ হইতে আমি তোমার অনুনয় করিতেছি; হে সুন্দরি! আর বিলম্ব করিও না; অভিসারের রমণীয় সময় উপস্থিত হইয়াছে।

হে চন্দ্রাননে! তুমি অন্ধকারময় পথে চলিবার সময় ভীতি নিবন্ধন ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিবে এবং প্রতি তরুমূলে বিশ্রাম করিয়া মৃদু মন্দ পদক্ষেপ করিবে। তোমার এই অনঙ্গ-রঙ্গ পূর্ণ ভাব বিরলে দর্শন করিয়া সৌভাগ্যশালী শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবেন॥

[অথ বন্দনা]

রাধামুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনীভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরং,
কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ॥

[ইতি গীতগোবিন্দে মহাকাব্যেঽভিসারিকা-
বর্ণনে সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ]

যিনি শ্রীমতী রাধিকার মনোমোহন বদনপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, ত্রিলোকের শিরোমণি নীলরত্নস্বরূপ, ধরার দুর্ব্বহ ভারতুল্য পাপাত্মগণের অন্তকস্বরূপ, গোপরমণীগণের সন্ধ্যাকালস্বরূপ এবং কংসের পক্ষে ধূমকেতুস্বরূপ সেই কংসনিসূদন, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ তোমাদের রক্ষাবিধান করুন্॥

—ঃ০ঃ—

করুণ-বরাড়ী

অভিসার লাগি বেশ বনায়ত
সখীগণ আনন্দ পাই।
কোই চিরুণী ধরি চিবুক চিত্র করি
সিন্দূর তিলক বনাই॥
দেখ দেখ ভুবন-মনোহর রাই।
ও মুখ-ছাঁদ চাঁদ মলিন-তনু
থির হই নিরখই তাই॥
কোই কছু আভরণ অঙ্গে চড়ায়ত
চতুঃসম গাত লাগাত।
সকল শ্যাম সুখক লিয়ে অন্তর
অনুভবি বরণি না যাত॥
যাবক-রাগ চরণযুগে রঞ্জন
নায়ক-রঞ্জন-কারী।

ভণ রাধামোহন তুলহ সো সেবন
ভাগি কি ঘটব হামারি ॥ ৫৯৯ ॥

—০—

[শ্রীরাধার সখীগণ]

[তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে]

শ্রীরাধার সর্ব্বোত্তম যূথমধ্যে যে সমস্ত সুভ্রূ আছেন তাঁহারা সমস্ত সদ্‌গুণ-বিমণ্ডিত এবং নানাবিধ বিভ্রম ["বিভ্রমস্বরায়া কালে ভূষাস্থান-বিপর্য্যয়ঃ"] দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মাধবকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

বৃন্দাবনেশ্বরীর ঐ সমুদয় সখী পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়-সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী। তন্মধ্যে বৃন্দা, কুন্দলতা, কুসুমিকা, বিন্ধ্যা এবং ধনিষ্ঠা প্রভৃতি [সখী] গণ মধ্যে পরিগণিতা ॥

এবং কস্তূরিকা ও মণিমঞ্জরিকাদি কতিপয় গোপী [নিত্যসখী] বলিয়া অভিহিতা। এবং শশিমুখী, বাসন্তী, তুলসিকা প্রভৃতিকে [প্রাণসখী] কহা যায়। প্রায়ই ইহারা বৃন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতা লাভ করিয়াছেন। এবং কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মুঞ্জকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা ও শশিকলা ইত্যাদি সকলে [প্রিয়সখী] গণ মধ্যে পরিগণিতা। অপিচ [পরমশ্রেষ্ঠা সখী] গণ মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই আট জন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ॥

উল্লিখিত ললিতাদি অষ্ট সখী শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের পরাকাষ্ঠা বশতঃ কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমতী, কখন বা শ্রীরাধার প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥

[বর্ত্তমান গ্রন্থের ৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

পূর্ব্বোল্লিখিত যূথমধ্যে অবান্তর গণ আছে, যেমন সখীগণ, নিত্যসখীগণ, প্রিয়সখীগণ ইত্যাদি। তদ্রূপ ইহাদের তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত এবং আট ইত্যাদি ক্রমে শত সহস্র ও লক্ষ লক্ষ করিয়া এক একটি গণ পরিগণিত হইয়া থাকে ॥

—০—

[প্রধানা অষ্ট সখীকর্ত্তৃক অষ্ট ভূষা]

সুহিনী

[ললিতা] উল্লাস প্রাণী সুবর্ণের চিরুণী আনি
মন-সাধে আঁচরিল চুল।
[বিশাখা] কবরী বাঁধে করি মনোহর ছান্দে
সারি সারি দিল নানা ফুল ॥
[চিত্রা] সময় জানি সুবর্ণের সীঁথি আনি
যতনে দেয়ল সীঁথিমূলে।
[চম্পক-লতিকা] ধনি অপূর্ব্ব সিন্দূর আনি
যতনে পরায়ল ভালে ॥
নানা রত্ন কর্ণমূলে [রঙ্গদেবী] পরাইলে
শোভা অতি কহনে না যায়।
[সুদেবী] হরিষ হয়্যা গজমতি হার লয়্যা
গলে দিয়া নিরখিয়া রয় ॥
বাকী আভরণ ছিল [তুঙ্গবিদ্যা] পরাইল
[ইন্দুরেখা] পরায় নূপুর।
গোবিন্দদাস অভিলাষী হইতে রাধার দাসী
তবহি মনোরথ পূর ॥ ৬০০ ॥

—:০:—

ধানশী

করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড, হেম মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥

জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে।
ভাঙ-লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে॥
নলিনী, চকোর, সফরী সব, মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল, গরুড়-চঞ্চু জিনি,
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি॥
কনক-মুকুর, শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর, পঙারে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥
বাহু মৃণাল, পাশ, বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা॥
লোমলতাবলী শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা।
নাভি সরোবর, সরোরুহদল জিনি,
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িম-বীজ, ইন্দু, রতন জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা॥ ৬০১॥

—০—

বিহাগড়া

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ
মধুপ শবদ গুঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুল-নারী।
ঘন-গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ
মালতী-ফুল-মাল রঞ্জ
অঞ্জন-যুত কঞ্জ-নয়নী
খঞ্জন-গতি-হারী॥
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালী-দমন-দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিম নীল শাড়ী।
দশন কুন্দ-কুসুম নিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী॥
কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কর-কঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহ-দীপতি তিমির নাশ
নিরখি রূপ রসিক-ভূপ
ভুলল গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতিবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্ধ
মন্দ মন্দ হসনা নন্দ-
নন্দন-সুখকারী।
মণি মাণিক নখ বিরাজ
কনক-নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জল-রুহ
চরণক বলিহারি॥ ৬০২॥

—:*:—

শঙ্করাভরণ

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেম-তরঙ্গিনী
সাজলি শ্যাম-বিহারে॥

চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥

কনক-লতা জিনি জিনিয়া সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥

হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী কান্ধে।
অনন্তদাসে ভণে মিললি নিকুঞ্জবনে
পুরাইতে শ্যাম মন সাধে॥ ৬০৩॥

—:—

[শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাদর]

কেদার

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥
পিরীতি মূরতি অধি-দেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মেটই
সোই আপনে করু সেবা॥
হিমকর শীতল নীরহি তিতল
কর-তলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থক দুখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পুরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দ দাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাই করু অমিয়া সিনান॥ ৬০৪॥

—:০:—

শ্রীরাগ

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ-ছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর চারু চান্দে॥
আধ নয়ানে দুহুঁ রূপ নেহারই
চাহনি আনহিঁ ভাতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম-সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দভরে
শিরীষ কুসুম কমলিনী॥
অতসি কুসুম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক-গোর।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল॥ ৬০৫॥

—০০—

ধানশী

দাঁড়াইল শ্যামের বামে নবীন কিশোরী॥
পশু পাখী উনমত দুহুঁ রূপ হেরি॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে দোঁহার রূপ করে নিরীক্ষণ॥
দোঁহ কান্ধে দুঁহুজন ভুজ আরোপিয়া।
রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
ডালে বসি দোঁহ রূপ দেখে শুক শারী।
আনন্দে ঘনায়া নাচে ময়ূর ময়ূরী॥
গোবিন্দ দাস কহে রূপের মাধুরী।
নবীন জলদ কোলে থির বিজুরী॥ ৬০৬॥

—*—

কেদার

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥

কাজরে মিশাল কিয়ে নব গোরোচনা।
নীলমণি ভিতরে পশিল কাঁচা সোণা॥
রাই সে রসের সিন্ধু তরঙ্গ অপার।
ডুবল নরোত্তম না জানি সাঁতার ॥৬০৭॥

—ঃ—

শ্রীরাগ

বৃন্দাবন রম্যস্থান　　কোটি চিন্তামণি ধাম
রতন মন্দির মনোহর।
আনন্দে কালিন্দী জলে রাজহংস কেলি করে
কনক কমল উতপল॥
তার মধ্যে হেম পীঠ　　অষ্ট দলে বেষ্টিত
অষ্ট সখী প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে　　বসিয়াছে দুই জনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দর রাধিকা॥
ও রূপ লাবণ্যরাশি　　অমিয়া পড়িছে খসি
হাস পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়　　নিত্যানন্দ রসময়
সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥৬০৮॥

—ঃ০ঃ—

কেদার রাগ

রতন বেদীতে　　কিশোরী সহিতে
রসময় রস-রঙ্গে।
বসিলেন যেন　　জিনি নব ঘন
দামিনীরে করি সঙ্গে॥
নব নায়রী　　নব নায়র
নৌতুন নব নেহা।
দোঁহে দুহুঁ মুখ　　হেরি পায় সুখ
বিছুরল নিজ দেহা॥
নৌতুন শুক　　নৌতুন শারী
নৌতুন ডালে বসিয়া।
রাধা-শ্যাম নাম　　গায় অবিরাম
দুজনে বদন ভরিয়া॥

নবীন ময়ূর　　নবীন ময়ূরী
দুজনা বেড়িয়া নাচে।
নবীন কোকিলা-　　গণ করে গান
বসিয়া নবীন গাছে॥
নবীন যমুনা　　নবীন জল
নবীন তরঙ্গ তায়।
নব প্রেম হেরি　　গোসাঞি বলভদ্র
প্রেমানন্দে ভাসি যায় ॥ ৬০৯ ॥

—০০—

কামোদ রাগ

আজু কি বা শোভারে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিল রতন সিংহাসনে॥
রতনের নির্ম্মিত বেদী মাণিকের গাঁথনী।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিকে গোপিনী॥
হেম-বরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোনার কমলে যেন মিলিছে ভ্রমর॥
চৌদিকে যুবতিবৃন্দ বয়সে সমান।
কত সুধা বরিখয়ে নয়ানে নয়ান॥
এক এক তরুর তলে এক এক অবলা।
নীলগিরি বেড়ি যেন কনকের মালা।
নিকুঞ্জের মাঝে ইহ কেলি-বিলাস।
দূরহি দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস ॥৬১০॥

—ঃঃ—

[তথাহি প্রকারান্তরং]

ভূপালী

সখীগণ বচনে বনাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ॥
ভালহি দেওল সিন্দূর বিন্দু।
চন্দন রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মুরুছে কতহুঁ অনঙ্গে॥
নীল বসনে তনু ঝাঁপলি গোরি।
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম-রসে ভোরি॥

মদনমোহন-মন-মোহিনী নারী।
জ্ঞানদাস কহ যাঙ বলিহারি ॥ ৬১১ ॥

—:০:—

বিহাগড়া রাগ

সাজলি ধনি চন্দ্র-বদনী শ্যাম-দরশ আশে।
সঙ্গিনীগণ রঙ্গিণী সব ঘেরল চারি পাশে ॥
তরুণারুণ চরণ যুগল মঞ্জীর তঁহি শোভে।
ভৃঙ্গাবলী পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জরে মধু-লোভে ॥
পরি নীলাম্বর পট্টাম্বর কিঙ্কিণী তঁহি বাজে ॥
বাহুযুগল থির বিজুরি করিশাবক শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ মণি-কঙ্কণ নখরে শশিখণ্ডে ॥
চন্দ্রকান্ত ধ্বান্ত-দমন কর্ণে কণ্ঠে শোভে ॥
জাম্বুনদ-হেমযুক্ত মুকুতা-ফল-পাঁতি।
ফণি-মণিযুত দাম সহিত দামিনী সম ভাতি ॥
বিম্বফল নিন্দি অধর দাড়িমবীজ-দশনা।
বেশর তঁহি নলকে ঝলকে মন্দ মন্দ হসনা ॥
নাসা তিলফুল তুল কবরী বান্ধে করবী ছান্দে।
মদনমোহন-মোহিনী ধনি সাজলি তঁহি রাধে ॥
নবযৌবনী চন্দ্র-বদনী বৃন্দাবন বাটে।
মাধবেন্দ্রপুরী রচিত ভায বর্ণি পূর্ণি পাটে ॥
॥ ৬১২ ॥

—০—

ধানশী

সময় জানিয়া ভানুর বালা।
নিকসে যেমন চাঁদের মালা ॥
পরিধান নীল পট্ট শাড়ী।
অঞ্চলে বাঁধয়ে নব কস্তূরী ॥
চাঁচর চিকুরে বাঁধে কবরী।
শশী করে আলা চৌদিগে ঘেরি ॥
সীঁথাতে শোভিত সোনার সীঁথি।
তাহাতে দুলিছে কনক মোতি ॥
কপালে সিন্দূর চন্দন বিন্দু।
উদয় হইল অরুণ ইন্দু ॥
নাসায় শোভিত সুন্দর বেশর।
মৃগমদ বিন্দু চিবুক উপর ॥
কর্ণে শোভিত সোনার ফুলে।
মুখে মৃদু হাসি আধ যে বলে ॥
কণ্ঠমালা কণ্ঠেতে ঘেরি।
নীলমণি হার কাঁচলি পরি ॥
বাহুবন্ধ তাহে সোনার ঝাঁপা।
কি শোভা হয়েছে দেখ বিশাখা ॥
নীলমণি চূড়ী ভুজের আগে।
রতন কাঞ্চন তাহার যুগে ॥
রতন পহুঁচি তাহার পরে।
মাণিক অঙ্গুরি অঙ্গুলি পরে ॥
ক্ষীণ কটি মাঝে রতন কিঙ্কিণী।
রাম রম্ভা জিনি উরুর বলনি ॥
পদতলে কত চাঁদের ধটি।
তাহার উপরে সোনার পাটি ॥
সোনার শিকলি তাহার পরে।
মরাল নূপুর বাজিছে জোরে ॥
তাহার উপরে ঘুঙুর ঘন।
রতন চুটকি হইলা জ্ঞান ॥ ৬১৩ ॥

—:০:—

[প্রকারান্তরং যথা]

মায়ুর রাগ

কাজর-রুচি-হর রজনী বিশালা।
তছু পর অভিসার করু নব বালা ॥
ঘর সঞে নিকশই যৈছন চোর।
নিশবদ পদগতি চললহি থোর ॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজনা অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি ॥

নিন্দে নিন্দায়লি নগরক লোক।
সুখসঞে শুতি রহু নাহি দুখ শোক॥
বাটক কণ্টক সব দূর গেল।
চরাচরগণ সব যাহা তাহা গেল॥
নিশবদ ভেল সব নগর দুরন্তা।
শেখর আবরণ ভেল বহন্তা॥ ৬১৪॥

—*—

কামোদ

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল॥

হরি-সুন্দর অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল অলিকহি লোলিত
নীল তিমিরে ভয় গোই॥
নীল নলিনী জনু শ্যাম-সিন্ধু রসে
লখই না পারই কোই॥

নীল ভ্রমরাগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতএ অনুমানল
রাই চললি অভিসার॥ ৬১৫॥

—০::০—

আশোয়ারী

জয় বৃষভানু-নবীন-তনী।
অবনী উয়ল থির বিজুরি জনি॥
অরুণ অধর মুখ চন্দ্র জিনি।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষত হাসনি॥
নয়নযুগল শ্রুতি অতি মনলোভা।
কর পদতল এই অষ্ট পদ্ম-শোভা॥

মুখ-ইন্দু গণ্ডযুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
কর-পদ-নখে কত বিধু পড়ি কান্দে॥
কণক-মৃণাল ভুজ নাভি সরোবর।
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর॥৬১৬॥

—০—

বিহাগড়া

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
আনত আনত চলি যাও॥

মুখ-মণ্ডল কিয়ে শরদ-সরোরুহ
ভালহি অটমিক চন্দ।
মধুরিপু-মরম ভরম যাহা ঐছন
তঁহি কি গণিয়ে মতি-মন্দ॥

জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থল-কমল উজোর।
তঁহি নখ-চাঁদ ভরম ভরে ঐছন
ততহি পড়ত জনি ভোর॥

ভাঙু-ধনুয়া কিয়ে সুতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু- পতগ শিবে ডারসি
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥ ৬১৭॥

—০—

ভিরোতা

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চৌরি॥

ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয়॥

হাসি সুধামুখি না করবি জোরি।
বাণী ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি॥

অধর-সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দুর-সমীপ বসায়ল মোতি॥

শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয়ে জনি বিপদক লেশ॥

চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিকলঙ্ক॥

রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥ ৬১৮॥

—:—

বেলোয়ার

সাজলি রসবতী রঙ্গিণী রামা।
মন্দ মন্দ গতি নূপুর-কলরব-
লজ্জিত-রাজহংসকুলবামা॥
চম্পক কনক কেশর কুসুমাবলি
রুচি জিনি সুন্দর অপঘন সাজে।
অলিকুল অঞ্জন জলদ নীলমণি
ছবিচয় নিন্দিত বসন বিরাজে॥
অমল ইন্দীবর- দল লোচন-যুগ
কত কত শশী জিনি কমল-বয়ানী।
সিন্দূর-বিন্দু অরুণ-ছবি নিন্দই
অহি-রমণী ফণী বেণী বনি॥
বিভ্রম অধরে মধুর মৃদু হাসনি
দশন সুদামিনী দমন করে।
তার-হার মণি- কুণ্ডল লম্বিত
কত মণি দরপই দরপবরে॥
চৌদিশে সহচরী যন্ত্র বাজাওত
ধীরে ধীরে রসবতী চলত সমাজে।
বল্লভ ভণত প্রবেশলি নিধুবনে
হেরি কত রতিপতি ভাগল লাজে॥৬১৯॥

—

ধানশী

হরি-অভিসারে চললি বর-সুন্দরী
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।
গুরুয়া আরতি ভরে চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংস-রাজ॥
একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরী-তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেমঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসায় মুকুতা-রাজ সাজে॥
চৌদিকে রমণী সাজে ডম্ফ রবাব বাজে
সভে চলে মদন-তরঙ্গে।
যে দিগে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে॥ ৬২০॥

—:০:—

ধানশী

জয়তি জয় বৃষ- ভানু-নন্দিনি
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে।
বেণী লম্বিত যৈছে ফণি-মণি
বেঢ়ল মালতি-মালিকে॥

শরদ-বিধুবর ও মুখ-মণ্ডল
ভালে সিন্দুর-বিন্দু যে॥
ভাঙ-গঞ্জিত জিনিয়া কাম-ধনু
চিবুকে মৃগমদ-বিন্দু যে॥

গরুড়-চঞ্চু জিনি নাসা সুবলনি
তাহে শোহে গজমোতি যে।
রাতা-উতপল অধর যুগল
দশন মোতিক পাঁতি যে॥

কণ্ঠে শোভিত হার মণিময়
ঝলকে দামিনী বীজই।
কনক-দণ্ড জিনি বাহু সুবলনি
কতহুঁ অভরণ সাজই॥

খীন কটি-তটে নীল শাটি শোহে
কণক-কিঙ্কিণী রোলই।
চরণে নূপুর শবদ সুন্দর
যৈছে চটকিনি বোলই॥

যাবক-রঞ্জিত ও নখ-চন্দ্রক
কাম রোয়ত তাহ রে।
দীন বলরাম করত পরিহার
দেহ পদযুগ-ছাহ রে॥ ৬২১॥

—০(::)০—

শ্রীরাগ

রাই কনক মুকুর-কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে কতেক ভাতি।
নীল বসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে॥
সীঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
তাহে চন্দনের রেখা।
অরুণের কোরে নব জলধরে
নবীন চাঁদের রেখা॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
ভাবে ঢুলি ঢুলি যায়।
আধ ওড়নি ঈষত হাসনি
বঙ্কিম নয়ানে চায়॥
শ্যামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ ভবনে
কলপ-তরু যে আছে।
রসের আবেশে চলে বিনোদিনী
শ্যামনাগরের পাশে॥ ৬২২॥

—০—

ধানশী

নূপুর-কলেবর শুনইতে মাধব
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই পড়ই সব আভরণ
অম্বর নহত সম্ভার॥
সজনি অদভুত কানুক লেহ।
আগুসরি আদর ভাবহি বাদর
কি করব না পায়ই থেহ॥
কর গহি সঙ্কেত লেই পরবেশই
করু নীরাজন নিজ হাত॥
শীকরযুত বীজই সরসিজ-দলে
মলয়জ লেপই গাত॥
রাই পুন দরশ- পরশ রসে মগন
লাজহি অবনত মুখ।
হেরি রাধামোহন সোই সুশোভন
মিটব পুরুবক দুখ॥৬২৩॥

——

পঠমঞ্জরী

আইস আইস সুবদনি রসময়ি রাধা।
দরশনে দূরে গেও মনসিজ-বাধা॥
তুহুঁ মোর সরবস নয়ানের তারা।
তো বিনে সকল দিগ লাগে আন্ধিয়ারা॥
করে ধরি রাই লঞা বৈসায়ল বামে।
পীত-বাসে মোছই রাই-মুখ ঘামে॥
পন্থকি দুঃখ পুছত বরকান।
আনন্দে মগন তুহুঁ কিছু নাহি জান॥
অপরূপ রাধা-কানু-বিলাস।
দূরহিঁ নেহারত দ্বিজ হরিদাস॥৬২৪॥

—০—

ধানশী

তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥

নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নব ঘন মাঝে যেন বিজরী পশিল॥
রাই-কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুচলয় চান্দ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাসঅনন্ত-পহুঁ না পাওল ওর॥৬২৫॥

—০০—

সুহই

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুহুঁক রূপের নাহিক উপমা
প্রেমের নাহিক ওর॥
হিরণ-কিরণ আধ বরণ
আধ নীল-মণি-জোতি।
আধ উরে বন- মালা বিরাজিত
আধ পর গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল
আধ রতন-ছবি।
আধ কপালে চান্দের উদয়
আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভে ময়ুর-শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক-কমল করে ঝলমল
ফণী উগারয়ে মণি॥
ঈষদবলোকনে মাধব হেরইতে
নয়নহি আনন্দ-নীর।
জনু বর বিধু-মণি বিধুকর দরশনে
তৈছন সকল শরীর॥
মন্দ পবন মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে
ডুবল শেখর রায়॥৬২৬॥

কেদার

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুল মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মারুত হিলোল।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেম-বিলাসিনী রাই কানু-মন-লোভা॥
ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণু ঝুণু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে আইস রাই পাড়া॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারি দিগে চায়।
মাধবী লতার তলে দেখে শ্যাম রায়॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙা চরণ মাধুরী॥৬২৭॥

—:—

বিহাগড়া

জয় জয় জয় বিজয়ী-কুঞ্জে
কুঞ্জর-বর-গামিনী।
প্রেম-তরঙ্গে ভরল অঙ্গ
সঙ্গে বরজ-রমণী॥
গগন মণ্ডল অতি নিরমল
শরদ সুখদ যামিনী।
নীল বসন হাটক-বরণ
ঝটকত ঘন দামিনী॥
যন্ত্র তন্ত্র নানা সুললিত বীণা
গান করত সজনি।

রুণু ঝুনু ঝুনু নূপুরে নূপুরে
বোলত নূপুর কিঙ্কিণী ॥
মিলল শ্যাম কুঞ্জ-ধাম
নিরুপম রস সায়নী ।
গোবিন্দ দাসের সুখের নাহি ওর
হেরি শ্যাম-মনমোহিনী ॥ ৬২৮ ॥

—০॥০—

[অথ অরুণ-বসনা]

"কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া"

—০:০—

ভাটিয়ারি

সুন্দরী সুভিসারে কয়ল পয়ান ।
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান ॥
দশনক জোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জনি ।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন কহয়ে পিক-বাণী ॥
কর পদ থল- কমল-দলারুণ
মঞ্জীর রুণু ঝুণু বাজ ।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতল মনোরথ-রাজ ॥ ৬২৯ ।

—*—

"অরুণ পাটের বসন ছলে ।
তরুণী-হৃদয়-রাগ উছলে ॥"

[যদুনন্দন]

—:—

[তথাহি সখী প্রতি]

সিন্ধুড়া

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে ।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া ।
দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া ॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে ।
কানু-গুণ-যশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া ।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
চণ্ডিদাস কহে কেনে হইলে উদাস ।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥

—:—

কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি

[চণ্ডিদাস]

—:—

ধতীশ্রী

আওয়ে কুসুমে বনি রাই রমণী-মণি ।
ধনি ধনি বৃকভানু-নবীন-তনী ॥
অরুণ বসন বনি বরণ কিরণ মণি ।
অবনী উয়ল জনি সুথির সৌদামিনী ॥
বদন-ছাঁদ ছবি বচন অমিঞা জনি ।
হরিণী নয়নী রঙ্গে প্রাণ সহচরী গণি ॥
অরুণ চরণে মণি-নূপুর রণরণি ।
মুগধ-গমনী ধনি গোবিন্দদাস ভণি ॥ ৬৩০ ॥

—:—

[হৃদয়-মন্দিরে মিলনং যথা]

সুখদ বৃন্দাবন সুখদ শ্যাম ।
সুখময়ী রাধা তঁহি অনুপাম ॥

[রায় শেখর]

—:০:—

হৃদয়-মন্দিরে পিরীতি-পালঙ্ক
রসের বালিশ তায় ।

আরতি তোষাণ তাহাতে অমনি
শুতল রসিক রায় ॥
[কবি শেখর]

—:০:—

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-পহরী রহুঁ জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ ভাগি ॥
[গোবিন্দদাস]

—:০:—

[অথ বিনোদ-রাস]

["আজুক রজনী নিধুবনে আনি
করল বিনোদ রাস"]

শ্রীরাগ

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত
অধর-সুধাধরে ধরিয়া।
ধ্বনি শুনি ধরণী ধয়ল কুল-কামিনী
চোঙক পড়ল জগ ভরিয়া।
নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া।
পদের উপরে পদ তরু-মূলে শ্যামচাঁদ
লীলা-ললিত-ত্রিভঙ্গিয়া।
পঞ্চানন চতু- রানন নারদ
ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্দে।
ফল ফুলে মগন সকল বৃন্দাবন
তরু সঞে ঝরে মকরন্দে।
শুনিয়া বংশীর গান মুনিজন ভুলে ধ্যান
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরুছায়।
রায়শেখর বোলে বাঁশী শুনে কে না ভুলে
কুলবতী বাঁচিবে কি তায় ॥

—০—

মায়ূর

নব-যৌবনী ধনি জগ জিনি লাবণি
মোহন বেশ বনায়লি তাই।
মনমথ চিত ভীত নাহি মানত
কুঞ্জ-রাজ পর সাজলি রাই ॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
যুবতিযুত মেলি গাওত বাওত
চলত চিত্র-পদ সিদগধ রমণী।

—:০:—

বিহাগড়া

দেখবি সখি শ্যাম-চন্দ
ইন্দু-বদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতী বৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা ॥
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।
মদন-রাজ নব সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমণ-চাতুরী।
তরল তাল গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ করত হাত
রাই তাহে অধিক পূর।
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর
কেহুঁ রহত কাহুক কোর।
জ্ঞানদাস কহত রাস
যৈছন জলদে বিজুরী জোর।

—:—

তথাঃরাগ

মত্ত মধুকর বিবিধ গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গায়।
নানা তরুকুল বিকসিত ফুল
খসি পড়ু শ্যাম গায়।
শ্যাম গোরী গোরী শ্যাম
নটনে চঞ্চল গমনি।
কনক-লতায় বেড়ল যৈছে
ইন্দ্র নীলমণি।

কবহুঁ গোরী ভোরি চলত
কবহুঁ চলত কান।
রসের আবেশে অবশ অঙ্গ
ওর নাহিক পান॥

—০—

তথা রাগ

নব নায়রী নব নায়র
নৌতুন নব লেহা।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে
বিছুরল নিজ দেহা॥
নৌতুন গণ নৌতুন বন
নৌতুন সখী গানে।
নৌতুন রস কেলি-রভস
নৌতুন গতি ভালে॥
চঞ্চল মণি- কুণ্ডল চল
চঞ্চল পট-বাস।
দুহুঁ দুহাঁ কর ধরিয়া নাচয়ে
হেরত অনন্তদাস॥

—✻—

শঙ্করাভরণ

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ দুহাঁ মুখ হেরি ভোর।
চৌদিগে সখী মেলি গাওত বাওত
করহি করহি কর জোর।
নব-ঘন পরে জনু তড়িত লতাবলি
দুহুঁ রূপ অতি উজোর।
বীণ উপাঙ্গ মুরজ স্বর মণ্ডল
বাজত থোরহি থোর।
অনন্তদাস-পহুঁ রাই-মুখ নিরখই
বৈছন চান্দ চকোর॥

—০—

মল্লার

শ্যাম রস রঙ্গিয়া।
নব যুবরাজ যুবতি সঙ্গিয়া।
চঞ্চল-গতি চরণে চলত
সঙ্গীত সুরঙ্গিয়া।
নাচে মনোহর-গতি অঙ্গ-ভঙ্গিয়া।
বীণ অধিক বিবিধ যন্ত্র
বাজাওয়ে উপাঙ্গিয়া।
কানু লপত সুর মোহন
তাল মঞ্জীর মান রে।
গাওত সুতান রে।
বৃষভানু-নন্দিনী কিশোরী গোরী
গাওত অনুপাম রে।
শিবরাম আনন্দে নাহিক ওর
হেরত রাস-ধাম রে॥

—০—

কেদার

বীণ উপাঙ্গ তাল স্বর-মণ্ডল
বাজত ডম্ফ রবাব এ।
কনক-কঙ্কণ কিঙ্কিণী কিনিকিনি
ঝননন মঞ্জীর রাব এ।
রাধা-কর ধরি সুনট-শিরোমণি
নাচত কতহুঁ পরবন্ধ এ।
কবহুঁ তাল কহই নট-শেখর
কবহুঁ চন্দ্রমুখী গায়ত এ।
আনন্দ-সায়র- মগন সুধাকর
শিবরামদাস মনে ভাও এ।

—::—

সিন্ধুড়া

জলদহি জলদ বিজুরী দিঠি তাপক
মরকত কনয় কঠোর।
এতহুঁ তনু মন নয়ন-রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর।

রাধামাধব-ভাতি।

কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যামর-গোরী-সঙ্গাতি ॥
যব তুহুঁ তুহুঁ হেরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি
আন আন পিবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত সঘনে আলিঙ্গিত
কৈছে হোয়ত নিরবাহ ॥



কামোদ

কদম্ব-তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে তুহুঁ লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে।
রাইক দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়।
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গ ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই-মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে।
কুসুমিত বৃন্দাবন কলপ-তরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম-মনোরথ পূর ॥৬৩১॥



কেদার

কানন-ভ্রমণ নটন তুহুঁ মেলি।
অতিশয় শ্রমযুত তুহুঁ ভৈ গেলি ॥
তুহুঁ জন বৈঠল মণিময় কুঞ্জে।
কুসুম-শেজ পরে আনন্দ-পুঞ্জে ॥
চামর বীজই কেহ তুহুঁ অঙ্গে।
কোই তাম্বূল দেই প্রেম-তরঙ্গে।
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
নিরখই আনন্দে উদ্ধব দাস।

—:०:—

[শ্রীকৃষ্ণের রূপোল্লাসোক্তি]

শ্রীরাগ

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবন-বিজয়ী মালা।
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী
শ্রী-যুত খঞ্জন খেলা।
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতাবলি-
ভুজগী নিশাস-পিয়াসা।
নাসা-খগপতি- চঞ্চু-ভরম-ভয়ে
কুচ-গিরি সান্ধি নিবাসা।
তিন বাণ মদন তেজল তিন ভুবনে
অবধি রহল দৌ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহর নয়ানে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস-কূপ যো জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ।



বিহাগড়া

শুনহ সুন্দরি কি রূপ তোর।
হেরিতে হরল মরম মোর॥
মদন-সদন বদন-চান্দ।
ভুরু সে মূরতি সুরত-ফান্দ॥
অরুণ তরুণ অধর-কাঁতি।
নিন্দিত-মোতিম দশন-পাঁতি॥
তিল-কুসুম সমতুল নাসা।
শ্যাম চাঁচর চিকুর-পাশা॥
অমল কমল লোচন-জোর।
তরল করল হৃদয় মোর॥
রুচির চিবুক মধুর গীম।
বিধিক শিলপ-শকতি-সীম॥
ভণয়ে বল্লভ না লব বাক।
মদন দেয়ল জয়-পতাক॥

—:—

[পুনশ্চ দিনান্তে]

বেলোয়ার—কন্দর্প তাল

মঞ্জু চরণযুগ যাবক-রঞ্জন
খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি- কিঙ্কিণী রণরণি
কুঞ্জর-দমন গমন ক্ষীণ মাঝে॥
সাজলি শ্যাম-বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ- তরঙ্গিণী রঙ্গিণী
মদন-মোহন ছাঁদে॥
ভুজযুগ থির বিজুরী পরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥
মধুরিম হাস সুধারস-নিরসন
দশন-জোতি জিত মোতিম-কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণি-কুণ্ডল
দশ দিশ ভরল নয়ান-শর-পাঁতি॥
ঝাঁপলি কবরী ভালে অলকাবলি
ভাঙ-ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারলি
মূরতি শিঙ্গার-দেব-অধিদেবী॥৬৩২॥

—০—

কল্যাণী

বয়সে সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-দরশ-রস লোভে।
কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে॥
ভালে বনি আওয়ে বৃষভানু-তনি।
চরণ-কমল-তল অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীর-রঞ্জিত মধুর-ধ্বনি॥
গতি অতি মন্থর নব যৌবন-ভর
নীল বসন মণি-কিঙ্কিণী রোল।
গজ-অরি মাঝারি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহি সুরধুনী মুকুতা-হিলোল॥
রবি-মণ্ডল-ছবি জিনি মণি-কুণ্ডল
সুন্দর সিন্দূর-বিন্দু ভালহি ভালে।
গোবিন্দদাস কহ ভুলল অলিকুল
বেঢ়ল কবরীক মালতী মালে॥

—:০:—

সুহই

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহে পায়ল পরশ-মণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দুহাঁর আনন্দ-লোর॥
সরস-সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন কতহুঁ তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥

—•—

মঙ্গল

ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর
ইহ নলিনী-দল গঞ্জে।

ও তনু নবঘন- সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির দামিনী-পুঞ্জে ॥

দেখ রাধামাধব জোরি।
দুহুঁক পরশ-রসে আকুল দুহুঁ জন
দুহুঁ দোহা রহল আগোরি ॥

—০—

[অথ শ্রীরাধায়াঃ সখ্যুক্তি]

কাম কন্দর্প

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধা-রসে যো নিরমাওল
তুয়া মুখ-মণ্ডল রাধে ॥
ভাল আধ-ইন্দু অমিঞা আগোরল
ভাঙ-তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত শ্রুতি-কুবলয় পরি
ধাবই নয়ান-চকোর ॥
নাসা-শিখর সমুখে উদিত পুন
সিন্দুর-ভানু উজোর।
অহনিশি বদন- কমল তেঞি বিকশিত
শ্যাম-ভ্রমর নাহি ছোর ॥
অরুণ কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি
হারত রঙ্গিণী কুলে।
গোবিন্দদাস কহ ফুরে ॥ ৬৩৩ ॥

—*—

শ্রীরাগ

এ ধনিক রূপ না সহে নয়ান।
এতহুঁ নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান ॥
সিন্দুর-তরুণ- অরুণ-রুচি-রঞ্জিত
ভালে সুধাকর-কাঁতি।
সো ঘন চিকুর- তিমির-ঘন-চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি ॥

লোচন-যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজর-জালে পড়ত কিয়ে সংশয়
ততহি ভ্রমই অলি-জোর ॥
তবহিঁ যো হাসি অধর দরশায়সি
অরুণিম কৌমুদী-কাঁতি।
মোহিত জন কি কল পুন মোহন
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি ॥ ৬৩৭ ॥

—:০:—

[অথ শ্রীরাধিকায়াঃ রূপাভিসারঃ]

শ্রীরাগ

কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রস আবেশিনী-ভঙ্গিনীরে।
অধর-সুরঙ্গিণী অঙ্গ-তরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণীরে ॥

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুট-মণি ॥

কুঞ্জর-গামিনী মোতিম-দশনী
দামিনী-চমক-নেহারিণীরে।
আভরণ-ধারিণী নব অভিসারিণী
শ্যামর-হৃদয়-বিহারিণী রে ॥

নব অনুরাগিণী অখিল-সোহাগিণী
পঞ্চম-রাগিণী-মোহিনী রে।
রাস-বিলাসিনী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাস-চিত্ত-শোহিনী রে ॥ ৬৩৫ ॥

—০০—

গৌরী

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুটমণি ॥
মোতিম-দামিনী কুঞ্জর-গামিনী
শ্যাম-নেহারণি-চমকানী রে।

আভরণ-ভাবিনী নব অনুরাগিণী
রস-আবেশিনী-তরঙ্গিণী রে ॥
অঙ্গ-তরঙ্গিণী অধর-সুরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে।
কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রস-আবেশিনী-ভঙ্গিনী রে ॥
নব অনুরাগিণী নিখিল-সোহাগিনী
পঞ্চম-রাগিণী-রূপিণী রে।
রাস-বিহারিণী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাস-চিত-মোহিনী রে ॥৬৩৬॥

—:—

বেলোয়ার

ধনি ধনি রাধা আওয়ে বনি
ব্রজ-রঙ্গিণীগণ-মুকুটমণি।
অধর-সুরঙ্গিণী রসিক-তরঙ্গিণী
রমণী-মুকুট-মণি বর তরুণী ॥
কনক সুদীপ মণি বরণ বিজুরী জিনি
কিঙ্কিণী-মণি মধুর-ধ্বনি ॥
উরুযুগ সুবলনি বিলোলিত বর-বেণী
কিবা ছবি লাবণি।
মরাল-গমনী ধনি বৃকভানু-নৃপ-তনী
গোবিন্দদাস-পহুঁ-মন-মোহিনী ॥
॥ ৬৩৭ ॥

—(*)—

[অথ শ্রীরাধিকায়াঃ রূপং যথা]

শরদ-সুধাকর কিয়ে মুখ-শোভা।
কুঙ্কুম-কাঞ্চন বিজুরী-গোরোচন
চম্পক-হরণ বরণ মন-লোভা ॥
দেখ দেখ রাধা-রূপ অপারা।
মদন-মোহন বাহিতে অনুখন
লাবণী প্রেম-অমিয়া-রস-ধারা ॥

শিরোপর কুসুম-খচিত বর বেণী।
লম্বিত হৃদি পর মোতি-মাল-বর
সুমেরু ভেদিয়া জনু বহত ত্রিবেণী ॥
কনক-করভ-কর ভুজবর সাজে।
কেশরী-ক্ষীণি কটি মণি-কিঙ্কিণী তটা
গজ গজরাজ মনোহর রাজে ॥
থল-কমল পদ-শোভা।
নখর-মুকুর মণি- মঞ্জীর রণরণি
মাধব-নয়ন-ভ্রমর চিত-ক্ষোভা ॥ ৬৩৮ ॥

—:*:—

[অথ শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বাবয়ব-রূপ-বর্ণনং যথা]

ধানশী

চামর-ডামরী শ্যামরী কবরী
নিবিড়-তিমির রাতি।
ফণি-মণিগণ ভূষণ ঐছন
উয়ল উড়ুক পাঁতি ॥
কস্তুরী চন্দন ভ্রমরী মকরী-
পত্রক-চিত্রক লেখা।
ললাটে সিন্দুর অনঙ্গ-মন্দির
সীমন্তে সিন্দুর-রেখা ॥
কুন্তল বালিকা মণিকা-কলিকা
অলকাবলিকা শোভে।
মদন মাদন মনহি উদিত
মদন-কদন-ক্ষোভে ॥
রতন-রচন বেণী সুশোভন
কুসুম ঠামহি ঠাম।
জনু পসারল অতনু মাতল
করি-কর অনুপাম ॥
চন্দন-বিন্দু পূর্ণিম ইন্দু
সিন্দুর-মিহির পাশে।
অলকা ভুখিল রাহু বিয়াকুল
ধরত ফিরত আশে ॥

ভাঙক ঠাম দেখত কাম
ধনুয়া-মান ছোড়।
হেরত বরজ- মকর-কেতন
চেতন-রতন চোর ॥
অঞ্জন-রঞ্জন নয়ন-খঞ্জন
চাহনি মোহনি ভঙ্গ।
নিমিখে নিমিখে হরিখে হরিখে
মরণ রভস রঙ্গ ॥
শ্রুতি-অলঙ্কৃতি চক্র-আকৃতি
শোভিত চারু শলাক।
তহিঁ মনোভব কোটি পরাভব
ভুলল ভ্রমর লাখ ॥
দেখত দেখত বেকত করত
তরুণ তপন দণ্ড।
লোল কুণ্ডল দীপতি-মণ্ডল
উয়ল যুগল গণ্ড ॥
নাসিক ওর মোতিম কোর
ভোর জগত-রীঝ।
যৈছন কীর- চঞ্চু গীর
পড়ত দাড়িম-বীজ ॥
বিম্ব-অধর অতি সুমধুর
ঈষত-হসিত-ছন্দ।
হেরত বরজ- যুবতী উমতি
ধরতি পড়তি ধন্দ ॥
থকিত চকিত সরস অলস
বচন-রচন আধা।
আনন্দ-হিলোলে ভুবন মগন
ধরণী ভরয়ে সুধা ॥
খপূর কপূর সহিত লোহিত
দশন-বসন সাজ।
প্রবাল-আবলি বেঢ়ল বান্ধুলী
অরুণ বেকত মাঝ ॥

উজোর বিজুরী থির হীর সারি
দমন দশন-বৃন্দ।
সিন্দুরে মণ্ডিত মোতিম খণ্ডিত
কুন্দ-কোরক নিন্দ ॥
চিবুক-কুহরে হরল নাগর
মানস-হরিণী হেরি।
কস্তুরীর বিন্দু কাল জাল দেল
মদন মৃগী উঘরি ॥
কোটি-সুধাকর মুখ-মনোহর
লাবণি অবনী ভোর।
চন্দন-চিত্রক ছলে কি লাগল
নাহক চিত-চকোর ॥
কম্বু-গ্রীব বন্ধুজীব
অম্বুজ-নীপক নাল।
আমোদ-লুবধ ধাবই ক্ষুবধ
গাবই ভ্রমর-জাল ॥
বিভ্রম মৌক্তিক হেম হীরক
ত্রিবলী হংস হার।
দয়িত যুবতী লিখন রতন-
রচিত পদক সার ॥
অগুরু-রচিত বাহুযুগ-চিত
অঙ্গদ কঙ্কণ সাজে।
নীলমণি-বলি- বলয় উরমী
করযুগে সুবিরাজে ॥
আধ আধ করি কি বিধি মেটল
অরুণ চান্দকি বাদ।
নখ করতল মাঝহি কমল
অতয়ে ফুটল আধ ॥
গন্ধ-চরচিত অঙ্গে বিরাজিত
চন্দন-বুন্দন-চিত।
বিহি চিতাওল পূজক মদন
সদন দৈবক ভীত ॥

কুঞ্চক মেচক বরজ বিরাজ
ধৈরজ ধরম লুট।
তরুণ তপন মথন রতন
কিরণ দামিনী ছুট॥
জলদ জড়িত যৈছন তড়িত
পীলিত-নীলিম-শাটী।
মন্থর চলিত মধুর সিঞ্চিত
চঞ্চল অঞ্চল ধটী॥
নাভি-সুশীতল- সরসী অতুল
পিয়-হিয়-ঝস থাপি॥
কেশরি-রাজ ক্ষীণহি মাঝ
তিন ত্রিবলী লেখা।
একে একে তিন ভুবন হারিয়া
দেয়ল এ তিন রেখা॥
রতন-রচিত মঞ্জুল-মঞ্জীর-
রঞ্জিত চরণ-কঞ্জ।
মন্থর-চলিত মধুর সিঞ্চিত
হংস বারণ গঞ্জ॥
উছলি চরণ ও রবি-কিরণ
দিগহি বিগহি ভাস।
নখ-বিধুযুত পদ-তল-গত
তিমির করত নাশ॥
নখর-নিকর নীকে পসারল
কত নিশাকর-হাট।
পুন পুন ছবি দেখিয়া উবরি
তমক হৃদয় ফাট॥
প্রপদ সহিত জগত মোহিত
বেকত অলপ রাগ।
অধর-বরণ লাজত অরুণ
লাগল কি পদ আগ॥
জিতল সুথল- কমল বিমল
চরণ-তলকি কাঁতি।
ধূলি-ভিন্ন পদ- চিহ্নক আমোদ
ভুলল ভ্রমরা-পাঁতি॥
মৃদুল অঙ্গুলী সরস পরশ
উরবী দরবি জাত।
হেরি বলরাম পূরল মন-কাম
ধরণী ধরয়ে মাথ॥ ৬৩৯॥

—০—

সিন্ধুড়া

শরদ-সুধাকর- মণ্ডল-খণ্ডন
বদন-কমল বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর
চিত চোরায়লি হাস॥
আজু বনি শ্যাম-বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু- যূথ-শত-সেবিত
লাবণি বরণি না যাই॥
কবরী-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কনক ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণী রণরণি বোল॥
পদ-পঙ্কজ পরি মণিময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন-ভাব।
মদন-মুকুর জনু নখ-মণি-দরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস॥ ৬৪০॥

—:০:—

তথা রাগ

নিরুপম কাঞ্চন- রুচির কলেবর
লাবণি অবনী বরণি না হোই।
নিরমল বদন হাস-রস-পরিমল
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥
আজু বনি নব নব রঙ্গিণী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই॥
লোল অলকা তিলকাবলি রঞ্জিত
সীঁথহি কাঞ্চন কজ্জল উজোর।

লোচন-মধুকরী চলতহিঁ ফিরি ফিরি
শ্রুতি-কুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর ॥
শ্যামর-চিত-চোর চিত-কোরক জোর
নীল নিচোল কোরে করু বাস।
যাবক-রঞ্জিত অরুণ-চরণ-তলে
জীউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস ॥ ৬৪১ ॥

—•—

মালশ্রী

জয়তি জয় বৃষভানু-নন্দিনী
শ্যাম-মোহনি রাধিকে।
কনয়া-শতবান- কান্তি-কলেবর-
কিরণ-জিত-কমলাধিকে ॥

সহজই ভঙ্গী বিজুরী কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণী বনি বেণী বিলম্বিত
কবরী মালতী-সহিতে ॥

অঞ্জন-গঞ্জন খঞ্জন নয়ন
বয়ান কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিজুরী কত শত ঝলকিতে ॥

রতন-মন্দির মাঝে সুন্দরী
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ প্রেম মাগয়ে
সোই চরণ সমাধিয়া ॥ ৬৪২ ॥

—:—

গৌরী

চন্দ্র-বদনী ধনি মৃগ-নয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণী-মণি ॥
মধুরিম-হাসিনী কমল-বিকাশিনী
মোতিম-হারিণী কম্বু-কণ্ঠিনী।
থির-সৌদামিনী গলিত-কাঞ্চন জিনি
তনু-রুচি-ধারিণী পিক-বচনী ॥
উরোজ-লম্বি-বেণী মেরু পর জনু ফণী
আভরণ বহু মণি গজ-গমনী।
বীণা-পরিবাদিনী চরণে নূপুর-ধ্বনি
প্রেম-রসে পুলকিনী জগ-মোহিনী ॥
সিংহ জিনিয়া মাঝা ক্ষীণী তাহে মণি-কিঙ্কিণী
কাঁপি উছলি তনু পদ অরুণী।
বৃষভানু-নন্দিনী জগ-জন-বন্দিনী
দাসরঘুনাথ-পহুঁ-মনোহারিণী ॥ ৬৪৩ ॥

—::—

তুড়ী

ধনি কানড়া-ছান্দে বান্ধে কবরী।
নব-মালতী-মাল তাহি উপরি ॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
খেনে উঠত বৈঠে তহিঁ ভ্রমরী ॥
ধনি সিন্দূর-বিন্দু ললাট বনি।
অলকা ঝলকে তহিঁ নীলমণি ॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ-পাতা।
ভুরু-ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ-লতা ॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।
তাহে কাজর শোভিত নীল-ছটা ॥
তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা।
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥
ধনি সুন্দর শারদ-ইন্দু-মুখী।
মধুরাধর-পল্লব বিম্ব লখি ॥
পদ-পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি-মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা ॥
নখ-চন্দ্র-ছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম ॥৬৪৪॥

—:•:—

তথা রাগ

ধনি কনক-কেশর-কাঁতি।
বনি বদন-বিধুক ভাতি ॥

জিনি নীল-নলিন বাস।
কিয়ে অমিয়া-মধুর ভায ॥
তাহে চিকুর-কবরী-ভার।
হিয়ে লম্বিত মণি-হার ॥
ভুজ হেম-মৃণাল জিনি।
তাহে নীল বলয়া মণি ॥
নখ শারদ-পূর্ণিমা-চাঁদ।
তনু হেরি অরুণ কান্দ ॥
কটি কেশরী জিনি ক্ষীণ।
তিন রেখা ত্রিবলী ভিন ॥
থল-পঙ্কজ পদ-তল।
মণি-মঞ্জীর ঝলমল ॥
হেরি তাহি অনন্ত দাস।
করু সেবন অভিলাষ ॥৬৪৫ ॥

—০০—

সুহই

কষিল কনয়া কমল কিয়ে।
থির বিজুরী নিছনি দিয়ে ॥
কিয়ে সে সোণ চম্পক ফুল।
রাই-বরণ জগদতুল ॥
তাহি কিরণ ছলকে ছটা।
বদনে শরদ-বিধুর ঘটা ॥
চাঁচর চিকুর সিঁথায়ে মণি।
দশন কুন্দ-কলিকা জিনি ॥
অরুণ অধর বচন মধু।
অমিয়া উগারে বিমল বিধু ॥
চিবুকে শোভয়ে কস্তরী-বিন্দু।
কনক-কমলে বালক ভৃঙ্গ ॥
গলায়ে মুকুতা দোসুতি ঝুরি।
সুরধুনী বেড়ি কনক-গিরি ॥
শঙ্খ ঝলমলি দুবাহু দোলা।
কিয়ে সরু সরু শশীর কলা ॥

কর কোকনদ নখর মণি।
অঙ্গুলে মুদরি মুকুতা জিনি ॥
রাম-রম্ভা উরু চরণ-শোভা।
কিয়ে অরুণ কিরণ আভা ॥
নখর-মুকুর অঙ্গুলাবলি।
জনু সারি সারি চম্পক-কলি ॥
নীল ওড়নী ঢাকিল তনু।
সব বিধু রাহু ঝাঁপিল জনু ॥
অলপে অলপে তেয়াগে তায়।
যদুনাথ চিতে ঐছন ভায় ॥৬৪৬॥

—০—

তথা রাগ

দেখ দেখ রাধা-রূপ অপার।
অপরূপ কো বিহি আনি মিলাওল
ক্ষিতি-তলে লাবণি-সার ॥
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ মূরুছায়ত
হেরই পড়য়ে অথির।
মনমথ-কোটি মথন করু যো জন
সো হরি মহী-মাহা গীর ॥
কত কত লখিমী চরণ-তলে নিছয়ে
কত সুর-রঙ্গিণী হেরি বিভোর।
করু অভিলাষ মনহি পদ-পঙ্কজ-
সেবন অহোনিশি কোর আগোর ॥৬৪৭॥

—০:০—

তুড়ী

নাগরী নাগরী নাগরী।
কত প্রেমের আগরী সাগরী ॥
কনক-কেতকী-চম্পা-তড়িত-বরণী।
ইন্দীবর-নীলমণি-জলদ-বসনী ॥
মৃগজ-পঙ্কজ-মীন-খঞ্জন-নয়ানী।
কাম-ধনু ভ্রমর-পংক্তি ভুরু ভুজঙ্গিণী ॥
নাসা তিল-ফুল খগ চম্পা-কলি জিতা।

ঘামী জল বহন্তি বেণী ঝাঁপি ঝলকিতা ॥
ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু শোভে কেশ-শোভা।
জিনি ইন্দীবর বাহু তমালের আভা ॥
ভালে বিরাজিত উরে মোতিম হারা।
হংস বক-শ্রেণী গঙ্গা-জল দুগ্ধ-ধারা ॥
কহ সালবেগ হীন জগত-পামরা।
রসের কলিকা রাই কানু সে ভ্রমরা ॥৬৪৮॥

—:০:—

মায়ুর

নব-গোরোচন জিনিয়া বরণ
তপত-কাঞ্চন-গোরী।
ইন্দীবর-বর- প্রবর-অম্বর-
শোভিত নব কিশোরী ॥
সীঁথে রচিত মণি শ্যাম বেণী
ব্যালাঙ্গনা-ফণা জিনি।
উপমার ঘটা প্রহারিয়া ছটা
ও চান্দ-বদন খানি ॥
নবেন্দু-নিন্দিত ভাল সুদীপিত
কস্তুরী-তিলক শোভা।
ভুরু সুবলনী কাম-ধনু জিনি
অলকা চঞ্চল প্রভা ॥
আঁখি-যুগ চারু চকোরী সঘন
কাজর তহিঁ উজোরি।
তিল-ফুল জিত নাসাগ্র শোভিত
মুকুতা-উজোর-কারী ॥
অধর বান্ধুলী জিনি কুন্দ-কলি
মুকুতা দশন-পাঁতি।
রতনে জড়িম কর্ণিকার হেম
শোভিত যুগল শ্রুতি ॥
কি বা চিবুক উপরি তহিঁ
শোভয়ে বিন্দু কস্তুরী।

সোনার কমল চুম্বয়ে চঞ্চল
যৈছন শ্যাম ভ্রমরী ॥
গ্রীবায় উজোর রত্ন মণি-হার
কম্বু-কণ্ঠ-মনোহরা।
ভুজ-যুগ-শোভা চিত-মন-লোভা
কনক মৃণাল পারা ॥
কঙ্কণ বলয়া বনি নীল চুড়ী
তাহাতে খচিত মণি।
যুগ করতল অরুণ-কমল
দশ নখ চাঁদ জিনি ॥
বরাঙ্গুলি পরি রতন-অঙ্গুরী
উরে হার মনোরমা।
শোভে বক্ষ পরি বিচিত্র কাঁচলী
সুবলিত অনুপামা ॥
তহিঁ মুকুতা- হার হৃদি
মাঝে অতি উজিয়ারা।
কিয়ে মনোহর সুমেরু-শিখর
বেড়ি সুরধুনী-ধারা ॥
নাভির উপর রোমাবলী বর
চঞ্চল ভুজগী হেন।
ক্ষীণ-মধ্য-ভঙ্গ- ভয়েতে বান্ধল
ত্রিবলী-লতায় যেন ॥
জানু সুগঠন বিচিত্র বসন
সুরঙ্গ ঘাগরী সাজে।
শরদ-কমল- দল পদ-তল
রতন-মঞ্জীর রাজে ॥
পাদাঙ্গুলী নখরে কোটি
পূর্ণিমা-ইন্দু উজোরে।
রাজ হংসবর গমন মন্থর
জিনি মত্ত করি-বরে ॥
শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে অলি মধু-লোভে
উনমত কত ধায়।

চরণ-নিয়ড়ে উড়ি উড়ি পড়ে
গুন্ গুন্ স্বরে গায় ॥
অরুণ কমল- ভ্রমে মধু পিয়ে
বাঞ্ছই মনোরমে।
এ উদ্ধবদাস করতহি আশ
সেবা অনুগত-ক্রমে ॥৬৪৯॥

—০—

[তথাহি উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে]

[রাধা ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা]

স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রন্মণিরসিতপটা সূত্রিণী বদ্ধবেণী
সোত্তংসা চর্চ্চিতাঙ্গী কুসুমিতচিকুরা স্রগ্বিনী পদ্মহস্তা।
তাম্বুলাস্যোরুবিন্দুস্তবকিতচিকুরা কজ্জলাক্ষী সুচিত্রা
রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃস্ফুরতিতিলকিনী ষোড়শাকল্পিনীয়ং ॥

অষ্ট যূথেশ্বরী মধ্যে রাধিকা ও চন্দ্রাবলী সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্টা। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের যূথে কোটি কোটি গোপী। অপিচ আগমে এপ্রকার বর্ণিত আছে যে, যৎকালীন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দী-পুলিনে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ রাস শতকোটী সংখ্যক প্রমদাবৃন্দ কর্ত্তৃক আকুলিত হইয়াছিল॥

অপিচ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রকারে শ্রীরাধাই অধিকা, ইনি মহাভাব-স্বরূপা এবং সদ্গুণ সমূহ কর্ত্তৃক অতিশয় বরীয়সী ॥

অপর শ্রীমদ্গোপালতাপনীগ্রন্থের উত্তরবিভাগে যাঁহাকে গান্ধর্ব্বী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তিনিই শ্রীরাধা। পদ্মপুরাণে দেবর্ষি নারদও শ্রীরাধামাহাত্ম্য সম্যক প্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

যদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকা ভগবান বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়তমা তাঁহার কুণ্ডও সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ প্রিয়; যেহেতু সমস্ত গোপীকামণ্ডলী মধ্যে একমাত্র শ্রীমতী রাধিকাই বিষ্ণুর অত্যন্ত-বল্লভা॥

অপর (বৃহদ্গৌতমীয়ে) তন্ত্রে কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী মহাশক্তি যদপেক্ষা আর প্রধানা নাই শ্রীমতী রাধিকা তাঁহারই সারস্বরূপা অতএব শ্রীকৃষ্ণবল্লভাবৃন্দ মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রধানা।

অপিচ এই বৃষভানু-রাজকুমারী শ্রীরাধা সুষ্ঠুকান্ত-স্বরূপা, ইনি ষোড়শ প্রকার শৃঙ্গার (বেশ) ও দ্বাদশ প্রকার আভরণ ধারণ করিয়া থাকেন।

[সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা যথা]

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাধিকে! আমি তোমার সম-তুল্য রূপবতী রমণী কুত্রাপি অবলোকন করি নাই, ত্বদীয় অপরিসীম রূপোৎসবে ত্রিজগৎ প্রকম্পিত হইতেছে। অয়ি! সুকেশি! ত্বদীয় কেশদাম সুকুঞ্চিত, বদনারবিন্দ চঞ্চল অথচ সুদীর্ঘ নয়নাম্বুজ-যুগলে সাতিশয় শোভমান, বক্ষঃস্থল সুদৃশ্য, মধ্যদেশ সাতিশয় ক্ষীণ, স্কন্ধদ্বয় সুনিম্ন এবং করদ্বয় নখরত্ন সমূহে সমলঙ্কৃত; অতএব প্রিয়তমে! তোমার বসন ও ভূষণ পরিধান করার ফল কি?

[অথ ষোড়শ শৃঙ্গার ধারণ যথা]

সন্ধ্যা সমাগমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিতেছেন এমত সময়ে কুসুমোদ্যানস্থিতা শ্রীরাধাকে অবলোকন করাইয়া সুবল কহিলেন, সখে! বৃষভানু রাজকুমারীর অঙ্গলাবণ্য সন্দর্শন কর, ইনি সদ্য-স্নাতা, ইহাঁর নাসাগ্রভাগে মণিরাজ বিরাজমান, পরিধান সুনীল বসন, কটিতটে মনোহারিণী নীবী, শিরোদেশে রমণীয় রত্নোদ্বদ্ধ বেণী বিলম্বিত, শ্রবণ-যুগলে অবতংস, সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চন্দনাদি দ্বারা চর্চ্চিত, চিকুর মধ্যে স্তবকে স্তবকে মনোহর পুষ্প সুবিন্যস্ত, কণ্ঠদেশে মনোমোহন মাল্য, করকমলে প্রফুল্ল কমল, মুখকমলে তাম্বূল, চিবুকে মনোহর কস্তূরী-

বিন্দু, নয়নারবিন্দ-যুগলে সমুজ্জ্বল কজ্জল, কপোল-দেশে মকরীপত্র ভঙ্গাদি, চরণদ্বয়ে অলক্তক রাগ এবং ললাটফলকে তিলক এই ষোড়শবিধ আকল্পে কেমন মনোহর শোভাশালিনী হইয়াছেন।

[অথ দ্বাদশ আভরণ]

সুবল কহিলেন, সখে! শ্রীরাধা চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডল, নিতম্বদেশে মেখলা, গলদেশে সুবর্ণ পদক, কর্ণোর্দ্ধ প্রদেশে দুইটী সুবর্ণ শলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক গলদেশে নক্ষত্র-তুল্য হার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ন-ময়-নূপুর এবং পদাঙ্গুলি সমূহে উত্তুঙ্গ অঙ্গুরীয়ক (চুটকী) প্রভৃতি দ্বাদশাভরণ ধারণ করিয়া কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য শোভা সুবিস্তার করিতেছেন অবলোকন কর॥

[অথ শ্রীরাধার প্রধান প্রধান গুণ যথা]

অথ বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রধান প্রধান গুণ যথা— মধুরা, নববয়সম্পন্না, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা, গন্ধোন্মাদিতমাধবা, সঙ্গীতপ্রসরা-ভিজ্ঞা, রম্যবাক, নর্ম্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্য-শালিনী, গাম্ভীর্য্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী, গোকুলপ্রেমবসতি, জগচ্ছ্রেণীল-সদ্যশা, গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা, সখীপ্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণ-প্রিয়াবলীমুখ্যা, সংততাশ্রবকেশবা ইত্যাদি, অধিক আর কি কহিব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারও গুণাবলী সকল সংখ্যাতীত॥ [শ্রীকৃষ্ণের গুণ—বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৮১-২ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

বৃন্দাবনেশ্বরীর যে সমস্ত গুণ কথিত হইল তন্মধ্যে মধুরা অবধি গন্ধোন্মাদিতমাধবা পর্য্যন্ত ছয়টী আঙ্গিক, নর্ম্মপণ্ডিতান্ত তিনটী বাচিক, বিনীতাদি দশটী পরসম্বন্ধীয়, সর্ব্ব সাকল্যে গুণসংখ্যা পঞ্চ-বিংশতি, বুধগণ শ্রীরাধার গুণাবলী এই প্রকারে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

অপর, মাধুর্য্য শব্দের অর্থ চারুতা, নববয়ঃ শব্দে মধ্য কৈশোর, সৌভাগ্যরেখাশব্দে পাদাদিস্থিত চন্দ্র-কলাদিরেখা। আর, সাধুমার্গ হইতে অবিচলনকে পণ্ডিতমণ্ডলী মর্য্যাদা কহেন, আভিজাত্য ও শীলতা-দির হেতুকে লজ্জা কহে এবং দুঃখসহিষ্ণুতাকেই ধৈর্য্য কহে। অপরাপর যে সমস্ত গুণাবলী কথিত হইয়াছে তাহাদের সুস্পষ্টার্থতা বশতঃ বিভিন্ন রূপে লক্ষণ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা উপেক্ষিত হইল।

—০—

ধানশী

নিরমিল কো বিধি কেলি-কলা-নিধি
নওল কিশোর কিশোরী।
দুহুঁ দুহুঁ নিরখি পুলক-কুলে আকুল
হাসি কহই গিরিধারী॥
শুন শুন সুন্দরি রাধে।
তুয়া মুখ-মাধুরী- লেশ নাহি হেরিয়ে
কমল মুকুর চাঁদে॥
যো বিধু শোভিত সোই কলঙ্কিত
বিরহি-বিদারণ-শূল।
নিরখি বদন তব সোই ডুবায়ব
ইথে শশী না ভেল তুল॥
দরপণ মলিন পরশে যদি জল-কণ
মার্জ্জন-বিহীন অসার।
তুয়া মুখ মলিন কবহুঁ নহে সুন্দরি
নীরে নিচয় উজিয়ার॥
নিতি নিতি মলিন জল মাঝে নিবসই
তেজই অলি মধুপান।
তুয়া মুখ-কমল বিমল নব পরিমল
মঝু মন মধুপ সমান॥
শুনি ধনি বাণী অলস দিঠি-পঙ্কজ
প্রিয় সহচরী হেরি হাস।

নিরখিতে শ্যাম পরস-রসে মাতল
কহতহিঁ নন্দন দাস ॥ ৬৫০ ॥

—:০:—

[শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সখ্যুক্তি]

গান্ধার

শুন শুন নাগর সকল কহিতে পার
কে বুঝিবে বচন-তরঙ্গ।
একে তুহুঁ বিদগধ তাহে প্রিয়ম্বদ
তাহে কত রসবতী সঙ্গ ॥
মাধব রসিক রসায়ন-বাণী।
ব্রজবধূ-বদন বিমল রাজীব
তাহে ভ্রমর তুহুঁ জানি ॥
আড় নয়ন করি অলক তিলক হেরি
মুচকি মুচকি করু হাস।
সো হসনামৃত অধরে মিলায়ত
তঁহি মধুমঙ্গল ভাষ ॥
তাপনী তীর তীর নিতি ধায়সি
তাহে এত শীতল দেখি।
সুরধুনী দেবী সেবি কিয়ে সুমধুর
পুছহ নন্দ এক সাথী ॥ ৬৫১ ॥

—০:০—

[পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ]

[শ্রীরাধা সম্বোধনে]

বালা ধানশী

সুন্দরি আন-গুণে নহ মোর বচন মধুর।
তুয়া পরসাদে সাধ সব পূর ॥
আন-সঙ্গ কভু না কহবি মোর।
চাঁদ না তেজই কবহুঁ চকোর ॥
তুয়া গুণ গায়ন বচন হামার।
তুয়া হৃদি শীতল পঙ্কজ হার ॥
তুহুঁ দরশন বিনু সব আন্ধিয়ার।
মিছ নহ নন্দ কহয়ে কত বার ॥৬৫২॥

—:—

রাই কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চাঁদ মিলল এক ঠাম ॥
রসের আবেশে দোঁহে হইলা বিভোর।
দাসঅনন্ত-পহুঁ না পাওল ওর ॥৬৫৩॥

—] * [—

[শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তি]

[রূপোল্লাস]

তুয়া মুখ চাঁদ কমল আদি কবলই
নিবিড় চামর জিতি কেশ।
কনক কমল অলি জিনি অলকাবলি
শ্রুতি অছু গিধিনী বিশেষ ॥
তরুণী-মুকুট-মণি গোরী।
ভ্রূযুগ রতনে কাম ধনু কল্পিত
পরাণ-পুতলী তুহুঁ মোরি ॥
চঞ্চল নয়ন ইন্দীবর নিন্দই
গণ্ডহি জিতল মুকুর।
নাসা তিলফুল অধর পণ্ডারকুল
স্মিত জিতি অমিয়া কপূর ॥
কুন্দ করগ বীজ জিতি দ্বিজ-লাবণি
কণ্ঠহি কম্বুক শোভা।
বাহু মৃণাল করযুগ পঙ্কজ
মঝু মন-মধুকর লোভা ॥
পদ থল-কমল নখ জিতি চাঁদ কত
লাবণি অমিয়া রঙ্গ।
রাধামোহন-পহুঁ কহইতে ঐছন
ভাবে অবশ ভেল অঙ্গ ॥ ৬৫৪ ॥

—০-০—

ভূপালী

রাধা-বদন হেরি কানু আনন্দা।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা ॥
পুলকে পূরল তনু হৃদয়ে উল্লাস।
নয়ান ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস ॥

তুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥
[জ্ঞানদাস]

—•—

শঙ্করাভরণ

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ কেলি॥
নিধুবনে যুগধল নাগরী কান।
এক কলেবর তুহুঁ একুই পরাণ॥

—:০:—

শ্রীরাগ

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
তুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ ছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর চারু চান্দে॥
আধ নয়ানে তুহুঁ রূপ নেহারই
চাহনি আর্নাহঁ ভাঁতি।
রসের আবেশে তুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
গিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে, ঢলাইল আনন্দ ভরে
শিরীষ কুসুম কমলিনী॥
অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোর।
নব জলধরে জনু চান্দ আগোরল
তুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল॥
কড়িয়া অঙ্গুলি ছাঁদে মদন পড়িয়া কাঁদে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরু পায়।
রাই শ্যামের প্রেমে নিধুবন ভাসল
গোবিন্দদাস গুণ গায়॥ ৬৫৫॥

—•—

কেদার

সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধা তঁহি অনুপাম॥
তুহুঁ মেলি কেলি বিলাস করু॥
এক তনু এক মন একহি পরাণ।
তুহুঁ তনু এক ভেল বিহি নিরমাণ॥
[শেখর রায়]

—:০:—

[তথা প্রেম-বৈচিত্ত্য]

সারঙ্গ

তুহুঁ মুখ হেরইতে তুহুঁ ভেল ধন্দ।
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ॥
চিত্র-পুতলী জনু রহু তুহুঁ দেহ।
না জানিয়ে প্রেমকি কেমন অছু নেহ॥
এ সখি দেখ দেখি তুহুঁক বিচার।
ঠামহিঁ কোই কাহুঁ লখই না পার॥
ধনি কহে কাননময় দেখি শ্যাম।
সো কিয়ে গুণের মধু পরিণাম॥
চমকি চমকি উঠি নাগর কান।
প্রতি তরুতলে দেখে রাই সমান॥
তুহুঁ দোহাঁ যবহুঁ নিচয় করি জান।
তুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল প্রেমক বাণ॥
তুহুঁ দোহাঁ মিলল বাহু পসারি।
তুহুঁ সুখে মাতল সব কুল-নারী॥
তুহুঁ লেই বৈঠল বকুলজ ছায়।
অগুরু চন্দন কেহো দেই তুহুঁ গায়॥
তুহুঁ পদ-পঙ্কজে কোই দেই নীর।
কেহো বীজন লেই পাতল চীর॥
কেহো আসি ধোয়াওল তুহুঁ মুখ-চন্দ।
লাজে মদন হেরি রহলহুঁ ধন্দ॥
তুহুঁ মেলি বৈঠলি নিভৃত কুঞ্জে।
তুহুঁ গুণ গাওত মধুকর-পুঞ্জে॥

রাধামাধব করি এক ঠায়।
তুহুঁ রূপ নিরখয়ে শেখর রায় ॥৬৫৬॥

—:০:—

[অথ বর্ষাকালোচিত অভিসারিকা]

কামোদ

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু ॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভ ক্ষণ ভেল বাদল অভিসার ॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥
কি ফল হিয়াপর কঞ্চুক ভার।
দূর কর সৌতিনী মোতিম-হার ॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলী লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি ॥
চলইতে দিগ-ভরম জনি হোই।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোই ॥ ৬৫৭ ॥

—:-:—

[তত্র সখ্যুক্তি]

মল্লার

কি করব মৃগমদ লেপনে তোর।
কি ফল পহিরণ নীল নিচোল ॥
শারদ চাঁদনি তুয়া মুখ হাস।
বিঘটল তিমির হোয়ব পরকাশ ॥
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
অব অভিসারহ হরিক উদেশ ॥
আঁচরে ঝাঁপহ আনন-চন্দ।
দূর কর মোতিম কিঙ্কিণী-বন্ধ ॥
নূপুর-মুখ ভরি তুলক পুঞ্জ।
মন্থর গতি চলু কেলি-নিকুঞ্জ ॥

চলইতে চঙকি নগর পুর মাঝ।
জনি মণি-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী বাজ ॥
তিমিরে পন্থ অব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস অব সঙ্গে করি লেহ ॥৬৫৮॥

—:০:—

তথা রাগ

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার ॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি ॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল ॥
বরিখত ঝর ঝর থরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত-গেহ ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাহাঁ নাগর-রাজ ॥৬৫৯॥

—০:০—

[শ্রীকৃষ্ণ প্রতি দূতীর উক্তি]

বিশাখা কহিছে পরাণ কাঁপিছে
কহিতে বাসিয়ে দুখ।
আজুকার রাতি যতেক বিপতি
শুনিতে ফাটয়ে বুক ॥
শুন শুন হে রসিক বর।
বরিখে যামিনী কাঁহা রে শুনলি
কামিনী ছাড়য়ে ঘর ॥
পবন সাটনি মেঘের আটনি
গড় গড় গড় ডাকে।
পলকে পলকে চপলা ঝলকে
কুলিশ খসয়ে ঝাঁকে ॥
উরল নিচল কিচল পিছল
টিপিয়া টিপিয়া পায়।

চলিতে কখন পিছলে চরণ
কখন উছটা খায় ॥
সাপিনী সাপায় বাঘিনী বাঘায়
হরিণী হরণায় মেলা।
আসিতে যাইতে চলিতে ফিরিতে
গায়েতে পায়েতে ঠেলা ॥
ধনি ধনি ধনি কি অনুরাগিনী
তিলেক নাহিক ডর।
তোহারি পিরীতি এতেক আরতি
তুমি সে ভাবিলে পর ॥
কহে প্রেমানন্দ রসিক রাজ
এই কি তোমার উচিত কাজ॥৬৬০॥

—:-:—

কামোদ

মন্দির ছোড়ি পহিল পদ বাঢ়াইতে
বাজ পড়ল দৌ পাশে।
জীবন সংশয় কহই না পারই
প্রেম-ভঙ্গ-তরাসে ॥

মাধব তুয়া মুখ সুন্দরী চায়।
যত দুখে কামিনী আওল যামিনী
লাখ মুখে কহই না যায় ॥
উয়ল ফণী-মণি দীপ জনু জানি
নিভাইতে দিল ফুৎকার।
পবনক লোভে ভুজঙ্গম ধাওল
পুণ্যে পাওল প্রতীকার ॥
ঘন আঁধিয়ার দুতর পথ পাঁতর
ইথেহ গমন নহ বাধ।
বিদ্যাপতি কহ শুন শুন গুণমণি
দূতীরে করহ প্রসাদ ॥ ৬৬১ ॥

—০০—

[অথ শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা]

পঠমঞ্জরী

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদ জীউ কাঁপ ॥
তহিঁ দিঠি জারত বিজুরীক জালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা ॥
ঐছন কুঞ্জে একলা বনমালী।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি ॥
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আধিঁয়ার।
তহিঁ বরিখত অবিরত জলধার ॥
পাঁতর মাহ ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পৌয়ারব সা সুকুমারী ॥
গুণি গুণি আকুল চলল মুরারি।
মিলল আধ পন্থে বরনারী ॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরিখত মনমথ মন্দ ॥ ৬৬২ ॥

—::—

[শ্রীকৃষ্ণোক্তি]

শুন শুন গুণবতি রসময়ি রাধা।
কৈছে তেজলি গৃহ বহু বিধ বাধা ॥
গগনে সঘনে ঘন গরজন জারি।
কুলিশ পতন ভেল মরম বিদারি ॥
দশ দিশ দামিনী দহন তরঙ্গ।
ন চলহি কোই উঠ কাঁপই অঙ্গ ॥
তিমির ছাপই রহু কতহুঁ ভুজঙ্গ।
কৈছে বাঢ়াওলি পদ আওলি কুঞ্জ ॥
পন্থহি বাট ভেল কণ্টক মেলি।
কোমল চরণ বহি আয়লি চলি ॥
কত দুখ পায়লি নাহি পরিমাণ।
নরোত্তম দাসে কহে সব সুখ জান ॥৬৬৩॥

—০—

[অথ অভিসারোৎকণ্ঠা]

জয়জয়ন্তী

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পাতন- শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর- বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥ ৬৬৪॥

—০ঃঃ০—

তিরোতা ধানশী

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জল-ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার॥
অন্তরে শ্যাম-চন্দ্র পরকাশ।
মনহি মনোভব লেই নিজ পাশ॥
কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝন ঝন শব্দ কুলিশ ঝন ঝান॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিনি বিথার॥
চড়ব মনোরথে সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম॥
মন মাহা সাথী দেয়ত পুনবার।
কহ শেখর ধনি কর অভিসার॥ ৬৬৫॥

—০—

[সখ্যুক্তি তথা]

ভূপালী

মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিলা বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমকি লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥ ৬৬৬॥

—ঃ ✻ ঃ—

[শ্রীরাধা-উক্তি]

ধানশী

কুলবতী-কঠিন- কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কিয়ে কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ- সিন্ধু সঞে ডারলুঁ
তাহে কিয়ে তটিনী অগাধা॥

সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরকি আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ॥ ৬৬৭॥

—:০:—

জয়জয়ন্তী

মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরহি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম-সায়ক
ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে॥
গুরুয়া আরতি ভরে চলত উলট পদ
ছোড়ি আভরণ ভার রে।
হেরি দামিনী ফটিক তরু জানি
চমকি ধরু নীর-ধার রে॥
পেখি ফণী-মণি দীপ জনু জানি
বাম কর দেই ঝাঁপি রে।
জানি যুবতী সোই ফণী-পতি
সঘনে তনু উঠ কাঁপি রে॥
প্রাণ-বল্লভ ভেটব তুলহ
পূরব মনোরথ-আশ রে।
ঐছে পাই গেহ সফল করু দেহ
ভণহুঁ গোবিন্দদাস রে॥ ৬৬৮॥

—:০:—

[তত্র সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠা]

ভূপালী

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খনে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
বিহি পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি-বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই লখই নাহি পারা॥
সব যোনি পালটি ভুলালি।
আওত মানবী ভানত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহিঁ কুলবতী পরাভব সহই॥ ৬৬৯॥

ধানশী

ঘর সঞে যব ধনি ভেল বাহার।
ঝর ঝর বারি বরিখে অনিবার॥
পন্থ পিছর নিশি কাজর-কাঁতি।
পাঁতরে ভৈগল দিগ-ভরাঁতি॥
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি শঙ্ক।
সুন্দরী হৃদয়ে নূপুর পরি পঙ্ক॥
কি কহব মাধব পিরীতি তুহারি।
তুয়া অভিসারে না জীয়ে বরনারী॥
বরাহ মহিষ মৃগ পালে পালায়।
দেখি অনুরাগিনী বাঘিনী ডরায়॥
ফণি-মণি দীপ-ভরমে দেই ফুঁক।
কত বেরি লাগল নাগিনী-মুখে মুখ॥
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর।
গোবিন্দদাস হেরি ভৈগেও ভোর॥ ৬৭০॥

—:—

শ্রীরাগ

একলি কুঞ্জহি কান।
পথ হেরি আকুল পরাণ॥
মনমথে জর জর ভেল।
তৈখনে সুন্দরী গেল॥
হেরইতে নাগরী কান।
হোয়ল অমিয়া-সিনান॥
নব অনুরাগিণী নারী।
কি কহব কহই না পারি॥
নাহ-দরশন ভেল ভোর।
কো কহই আরতি ওর॥
সহচরীগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥
পূরল মন-অভিলাষ।
জ্ঞান রহই সখী-পাশ॥ ৬৭১॥

—০—

[শ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি]

তথা রাগ

কৈছে সুরঙ্গিণি কয়লি পয়ান।
যৈছন মোহন মুরলী বাজান॥
কৈছনে জানলি হাম ইহ ঠাম।
অব তুহুঁ নহ কিয়ে অন্তরধাম॥
বেশ পাসরলি কৈছন রঙ্গে।
মনহি মনোভব যৈছে তরঙ্গে॥
ঐছন নাগরী-নাগর-ভাষ।
সহচরী-শ্রবণহি অমিয়া-প্রকাশ॥ ৬৭২॥
[কৃষ্ণকান্ত]

——০——

[অথ প্রকারান্তরং যথা]

[বর্ষা—তিমির]

কল্যাণী রাগ

অবিরত বাদর বরিখত দর দর
বহই তরলতর বাত।
বিষধর নিকর ভরল পথ অরু কত
অজর বজর বিনিপাত॥
হরি হরি কৈছে চলব কুহু রাতি।
না বুঝত কণ্টক সঙ্কট বাটহি
মার গোঙার বর রাতি॥
যো পদ শরদ কোকনদ দলহি
ধূলি পরশে সীতিকার।
উচ নীচ কিচ বীচ অব সো পদ
কৈছনে করব সঞ্চার॥
চলইতে চঙকি নগর পুর বাহির
গুরু দুরুজন দুরবার।
গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত
জগদানন্দ নাচার॥ ৬৭৩॥

—০॥০—

সুরট্ট রাগ

গরজে পুন পুন বরিখে ঘন ঘন
বিজুলী বজর নিপাত।
ঐছে সুন্দরী প্রেম আগরি
চলই সহচরী সাথ॥
চলইতে অঙ্গ ধরই না পার।
মরমহি জাগল সো বর নাগর
চৌদিশে দিগ নেহার॥
হাথ সখী করে চলই ধীরে ধীরে
পুছই পিয়া কত দূর।
তাকর দরশন বিনু তনু মন
রাতি দিবসহি ঝুর॥
ঐছে যুবতী সখিনী সংহতি
করয়ে কত অনুবন্ধ।
ভণয়ে ঘনশ্যাম পূরব মনস্কাম
মিলব গোকুলচন্দ॥৬৭৪॥

—:০:—

ভূপালী

চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥

পঙ্ক পিছল পথ গমন বিলম্ব।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব॥

বিজুরি-জোতি দরশায়লি দেহ।
উঠইতে চাহে জল ধারক এহ॥

ঐছনে মিলল নাগর পাশ।
গোবিন্দদাস কহে পূরল আশ॥৬৭৫॥

—০—

[অথ কুঞ্জ-ভঙ্গে]

তথা রাগ

কতহুঁ যতনে দুহুঁ নিজ নিজ মন্দিরে
বি-মনহি করত পয়াণ।
দুহুঁক নয়ন গল প্রেম-বিচ্ছেদ জল
দারুণ দৈব বিহান॥

দেখ রাধামাধব-প্রেম।
ঐছন ঘটন কতিহুঁ না হেরিয়ে
যৈছন লাখবাণ হেম॥
পদ আধ চলত খলত পুন গিরত
কাতরে নেহারই মুখ।
এক পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন
অতএ সে মানয়ে দুখ॥

তিল এক বিরহ কলপ করি মান
গায়ই দুহুঁ পরসঙ্গ।
ভণ রাধামোহন ঐছে গান গুণ
যব নহ সো রস-ভঙ্গ॥ ৬৭৬॥

—(০)—

[অথ দিবাভিসার]

[অন্যান্য বিবরণ 'মধ্যাহ্ন-বিলাস' পর্য্যায়ে দ্রষ্টব্য]

কানুক গোঠ-গমনে ধনি রাই।
বিরহে বেয়াকুল থির নাহি পাই॥
সখীগণে কহে হই বিরহে বিভোর।
কৈছে মিলব আজু নন্দ-কিশোর॥
গোগণে কানন ভেল বিথার।
গোপসখাগণ তাহে অপার॥
কৈছনে যাওব ইহ দিন মাঝ।
যদুনন্দন তুয়া সঙ্গহি সাজ॥ ৬৭৭॥

—*—

[অথ গৌরী-আরাধনচ্ছলে যথা]

কামোদ

সবহুঁ বধূজন চলু বৃন্দাবন
গৌরী অরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ বচন রচন করি
গুরুজন অনুমতি মাগি॥

হরি হরি কাহাঁ শিখলি পরকার।
গুরুজনে বাঁচি মিছই বচনামৃতে
দিনহি কয়ল অভিসার॥
বেশ বনাওত ননদী শুনায়ত
চতুর সখী সঞে বাত।
গৌরী আরাধি মনোরথ পূরব
পশুপতি নন্দন সাথ॥

সুবাসিত কুসুম কপূরিত তাম্বূল
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস পথ দরশায়ত
যাঁহা নাহি কণ্টক আচোর॥৬৭৮॥

—০:০—

তথা রাগ

গৌরী আরাধন ছল করি সুন্দরী
মিলল নাগর সঙ্গে।

আগুসরি নাহ রাই কর ধরি তহিঁ
আনল কৌতুক রঙ্গে ॥
কুণ্ডক তীরে কুঞ্জ অতি শীতল
বহতহি মলয় সমীর।
কোকিল কুহরত মধুকর গায়ত
চৌদিগে শিখিকুল ফির ॥

রাধামাধব-কেলি-বিলাস।
দুঁহে দুঁহা বদন নেহারি ঘন চুম্বয়ে
কতহুঁ করত পরিহাস ॥

চন্দন কুঙ্কুম ধরি সব সখীগণ
দেয়ত কানুক অঙ্গে।
ঐছন সময়ে কবহুঁ রাধামোহন
হেরব সহচরী সঙ্গে ॥ ৬৭৯ ॥

—:০:—

বরাড়ী

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দিরে।
বসিয়াছে বেদীর উপরে ॥
হেমমণি রচিত তাহাতে।
বিবিধ কুসুম চারি ভিতে ॥
সখীগণ চৌদিগে বেড়িয়া।
বসিয়াছে দুহুঁ মুখ চাঞা ॥
কুণ্ডের পূরবে সেই কুঞ্জ।
যাহা বেড়ি মধুকর গুঞ্জ ॥
মলয় পবন বহে তায়।
তরু পর শারী শুক গায় ॥
রাই কানু সে শোভা দেখয়ে।
এ যদুনন্দন নিরখয়ে ॥ ৬৮০ ॥

—০—

[দিবাভিসার—গ্রীষ্মকালোচিত]

বরাড়ী

মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননীক পুতলী তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার ॥

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে অবশ রসময়ী
বিছুরল সবহুঁ বিচার ॥

গুরুজন-নয়ন পাপগণ বারণ
মারুত-মণ্ডল ধূলি।
তাপয়ে মেলি চললি বর রঙ্গিণী
পন্থহি গেও সব ভুলি ॥

যত সব বিঘিনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝহ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র ॥ ৬৮১ ॥

—:—

[তথাহি শ্রীকৃষ্ণের আগমন]

বরাড়ী

দিনমণি-কিরণে মলিন মুখমণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেলা।
কোমল চরণ তপত পথ বালুক
আতপদহন সম ভেলা ॥

হেরইতে শ্যামর চন্দ।
কোরে আগোরি গোরী মুখ মুছত
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥

কর্পূর তাম্বূল অধরহি দেয়ল
চন্দন লেপই অঙ্গে।
শ্যামর অঙ্গ পরশে নব নাগরী
বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গে ॥
কুঞ্জ কুটীর ঘর শেজ মনোহর
মধুকর শ্রুতিধর ভায।

গোরী শ্যাম দুহুঁ মিলন কুতূহল
কহতঁহি গোবিন্দ দাস ॥ ৬৮২ ॥

—:*:—

সুহই

রাধা মাধব যব দুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি ॥
তহিঁ পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
কল-জল-শীকর-নিকর বিরাজ ॥
সৌরভ-মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি-কিরণক বন্ধ ॥৬৮৩॥

[রাধামোহন]

—:*:—

[দিবাভিসার—বর্ষাকালোচিত]

সিন্ধুড়া

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে দিন কিয়ে রাতি ॥
ঐছন জলদে কয়ল আঁধিয়ার।
নিয়ড়েহি কোই লখই নাহি পার ॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥
চৌদিশে অথির পবন তরু দোল।
জগ ভরি শীকর-নিকর হিলোল ॥
চলইতে চৌঙকি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট ॥
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি-পাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস ॥ ৬৮৪ ॥

—:০:—

কেদার

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জল-ধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার ॥
ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম ॥
অপরূপ দুহুঁজন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি ॥ ৬৮৫ ॥

—:০:—

[দিবাভিসার—হিমকালোচিত]

[কুজ্ঝটিকাভিসার

সহজই শীত সময় অতি হিম।
তাহাধিক পবন বাঢ়াওত সীম ॥
কুজ্ঝটি ভেল দশ দিশ ব্যাপি।
দিনমণি-কিরণ সবহুঁ রহুঁ ছাপি ॥
রাই করল সুখে হরি-অভিসার।
সুসময় জানি অব তাক সঞ্চার ॥
কছু নাহি দিশই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল মদন দিশার ॥
কুসুম পরশে যোই বরণিত হোই।
এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই ॥
ঐছে মিলল বর যুগল কিশোর।
রাধামোহন-পহুঁ আনন্দে ভোর ॥ ৬৮৬ ॥

—০—

তথা রাগ

রাধা মাধব করু রস-পুঞ্জে।
হিমঋতু দিনহিঁ মিলল দুহুঁ কুঞ্জে ॥
দুহুঁক গুণ দুহুঁ জন পরশংস।
রাধামোহন-পহুঁ দুহুঁ অবতংস ॥ ৬৮৭ ॥

—:—

গুর্জ্জরী

দিনকর কিরণ রহিত ঘন কুঞ্জহি
মিলল যুগল কিশোর।
দুহুঁ কর কিরণহি গেও সব আন্ধিয়ার
জনু কোটী রবিক উজোর ॥

সজনি, দেখ রাধামোহন-কেলি।
অনিমিখ নয়ন- চষক ভরি পিয়ত
তুহুঁ রূপ সুধা সম মেলি॥
পরশহি তুহুঁ তনু ননীক পুতলী জনু
মিলনক বেরি নহ ভেদ।
ঐছন মিলত কত সুখ পাওত
না রহ নব উন খেদ॥

চিরদিন কেলি করত নিধুবন
আনন্দ-সায়রে বূর।
রাধামোহন-পহুঁ অহনিশি ব্রজে রহুঁ
সকল মনোরথ পূর॥ ৬৮৮॥

—:—

[অথ কুজ্ঝটিকাভিসার]

[সমস্ত রজনী সঙ্কেত-নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের একাকী জাগর্য্যান্তে মাঘ-স্নানচ্ছলে প্রভাতে শ্রীরাধার অভিসার]

ভূপালী

হরি রহ কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জর জর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন-নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল প্রাত॥
আজি ভেল ভালে কুঝাটি আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবহিত কান।
ধনি চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
যব তুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
যব তুহুঁ হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটিত কি ঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দদাস তুলহ রস গাব।
ভঁগল বিঘটল মদন পরতাব॥ ৬৮৯॥

—০—

[অথ তীর্থযাত্রাভিসার]

যথা রাগ

চাঁদ-গহণ গগনে লাগি গেল।
ছল করি কামিনী বাহির ভেল॥
মাধব করু অবধান।
আজু বড় বিতরণ যমুনা সিনান॥
সুপুরুখ বচন কর বেবহার।
পহিলহি মনমথ মন্ত্র উচাঁর॥
বসন ভূষণ সব করব তিয়াগ।
নিজ তনু দেয়ব তঁহু যব মাগ॥
রমণী-শিরোমণি এতহুঁ বিচারি।
ধীর সমীরে চলু রসিক মুরারি॥ ৬৯০॥

—:—

[প্রকারান্তরম্]

ভূপালী

বরুণক দেশ রজনী চলি গেল।
অরুণ অতি সুরপথ দিগ ভেল॥
ঐছন সময়ে নিজ কেলিনিবাসে।
বেশ কয়লি পিয়া বহু প্রীতি আশে॥
আধা আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিঘিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহক চিতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ বিহিক সম্ভেদ॥ ৬৯১॥

—০—

ভূপালী

সুন্দরি তুরিতহি করহ পয়ান।
সব তীরিথ ফল স্বামী সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান॥
ঐছন বচন কহন যব সো সখী
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার সকপূর চন্দন
নেওল ভানুক লাগি॥

সবহুঁ সখী মেলি দেই হুলাহুলি
চলতহি পন্থকি মাঝ।
সো বর সুন্দরী করি কত চাতুরী
মিলায়ল নাগররাজ॥
রাইক বদন- চাঁদ হেরি মাধব
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ আরতি নব নব
কহতঁহি গোবিন্দদাস॥ ৬৯২॥

বরাড়ী

দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম প্রেম বিলাস রসায়ন
পিবইতে পুলকিত অঙ্গ॥
দূর সঞে দরশনে অনিমিখ লোচনে
বহতহি আনন্দ-নীর।
আনন্দ-সায়রে ডুবল দুহুঁজন
বহুক্ষণে ভৈ গেল থির॥
অতিশয় আদর বিদগধ নাগর
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
ইহ যদুনন্দন নিরখই দুহুঁজন
অতিসুখে নিমগন চিত॥ ৬৯৩॥

—:—

[অথ উন্মত্তাভিসারিকা]

গুর্জ্জরী

ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে
সঙ্কেত-মুরলী-নিসান।
রহি রহি বাম পয়োধর পন্দই
তেই বুঝি মিলব কান॥

দেখ সখি পাপ চতুর্থীক চাঁদ।
হরি অভিসার ওহি বিলম্বায়ত
পাতি কিরণময় ফাঁদ॥

মনহি মনোরথ চড়ল মনমথ
ধৈরয ধরণ না যাত।
মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে
আভরণ দূর করু গাত॥
ধরণী শয়ন এক মোহে শোহায়ত
কুসুম-শয়নে জীউ কাঁপ।
গোবিন্দদাস কহ গহন প্রেম গাহ
দহনে দোহায়ই ঝাঁপ॥ ৬৯৪॥

—০—

ধানশী

কানুক ইহ উৎকণ্ঠিত জানি।
বিছুরল সুন্দরী আপনার বাণী॥
কি কহিতে কি কহে নাহিক থেহ।
বিছুরল আভরণ আপনক দেহ॥
কানুক লেহ হৃদয় মাহা জাগ।
সো রূপ নিরুপম নয়নহি লাগ॥
কহইতে চল চল রহ রহ বোল।
লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ বোল॥
সাজাইতে কহইতে ভাঙই ভাষ।
আনহি বাণীজাল পরকাশ॥
ঐছন ভ্রমময় শুনইতে হাস।
কি কহব সহচরী বল্লভদাস॥৬৯৫॥

—:—

[তথা চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ]

সিন্ধুড়া

চাঁদ গগনে যদি তোরে পাই লাগি।
লোহার মুষলে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
করিমু শতেক ভাগি॥
শিখি সব তন্ত্র রাহু গ্রহ মন্ত্র
সাধন করিব আগে।
উগারে না দিয়া চাঁদ ঘুচাইয়া
তবেই গরব ভাঙ্গে॥

পূজি দেব-রাজ সাধিব এ কাজ
ঢাকিয়া রাখিব মেঘে।
অমাবস্যা তিথি আঁধারিয়া রাতি
তেমতি সদাই লাগে॥
পরাশর তাথে মৎস্যগন্ধা সাথে
কুহায় সুরতরঙ্গ।
চণ্ডিদাসে ভণে রাধিকার সনে
ঐছন শ্যামের রঙ্গ॥৬৯৬॥

—:০:—

[অথ চন্দ্র উক্তি]

শুনগো রাধিকা চাঁপার কলিকা
অধিক উজর কে।
কত কোটি চাঁদ উদয় করেছ
একলা তোমার দে॥

তুয়া এক পদ চাঁদ শত নিন্দে
দন্ত অধিক শোভা।
তোমার তরাসে উছলি আকাশে
দেখিয়া ও রূপ আভা॥
কে বা তোমার অধিক উজর
তোমার অঙ্গের মলা।

বিধি আগে আনি ভাঙ্গি খানি খানি
ধরে মোর যোল কলা॥
সিন্দূরের কোটা অধরের ছটা
অরুণ কাঁপিতে থাকে।
অরুণ সাহসে লক্ষান্তরে থাকে
আমি পক্ষান্তর নাথে॥

খঞ্জন গঞ্জন ও যুগ নয়ন
নাসা জিনি তিল ফুল।
হেরিয়া বদন আকুল মদন
কি আর দিব সে তুল॥

গৃধিণী জিনিয়া শ্রবণ যুগল
নয়ান বয়ান ভূষা।
রূপের কথন নহে নিরীক্ষণ
চণ্ডিদাস করে আশা॥৬৯৭॥

—○—

ধানশী

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরুজন ভয় কছু নাহি মানয়ে
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥
দেখ দেখ অনুরাগ-রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগ-ভয় কত শত
তবু নহুঁ হানয়ে ভীত॥
সখীগণ তেজি চলু একেশ্বরী
হেরি সহচরীগণ যায়।
অদ্ভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নহি পায়॥
চললি কলাবতী অতিশয় রস-ভরে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ এহ অপরূপ নহ
মনহি উজোরল কান॥৬৯৮॥

—:*:—

কেদার

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥

একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥

তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥

কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি॥

মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥

[ফণিনী বেড়য়ে পায়।
মঞ্জীর বলি তেজি যায়॥]

যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার॥

বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥

বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরি আন॥৬৯৯॥

—:-:—

[অথ শ্রীকৃষ্ণসমীপে দূত্যুক্তি]

কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন-জিত॥
পতি-ভুজ-ভুজগ-বন্ধন করে ফারি।
চরণক ঘাতে কুলাচল ডারি॥
তাহে কি করব লঘু মন্দির কবাট।
ভয় মরিজাদে সিন্ধু দেই বাট॥
যাঁহা রস ধাধস ভাও ধুনান।
ধাধসে ধাবই কতহুঁ পাঁচবাণ॥
সো তুঁহে কুঞ্জে মিলব অবিরোধে।
গোবিন্দদাস কহে পূরল সাধে॥৭০০॥

—❀—

ভূপালী

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে ভাবে বিভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে ঢরকত লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ বোল।
ঘরমহি ভিগল দুহুঁক নিচোল॥
অপরূপ দুহুঁ জন-ভাব-তরঙ্গ।
ক্ষণে ঘন কম্পন ক্ষণে থির অঙ্গ॥

চলইতে চাহি দুহুঁ চলই না পারি।
কহে মাধব দুহুঁ যাউঁ বলিহারি॥৭০১॥

—:০:—

বরাড়ী

হেরইতে দুহুঁ জন দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মন মনোভব-সিন্ধু॥
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ তনু এক।
শ্যামর গোরী কিরণ রহ রেখ॥
দুঁহু দুহুঁ জীবন মিলল একঠাম।
আনন্দ-সাগরে দুহুঁ হরল গেয়ান॥
দুহুঁ প্রেম পূরল দুহুঁ মনসাধ।
হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ॥৭০২॥

—০:০—

[অথ সঙ্করাভিসারিকা]

শ্রীরাগ

রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উল।
কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আচরে রাই বান্ধে কেশভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশী-বদনে কহে যাই বলিহারি।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥৭০৩॥

—:০:—

যথা রাগ

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আর পয়োধর গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূষণ
কোলে মিলল জোর॥

মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদ চালন করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চান্দ পূজল কাম॥
শ্রীযুত হসন জগত ভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান॥ ১০৪॥

—:—

[উৎকণ্ঠায়াং বিভ্রমাভিসারঃ]

[শ্রীকৃষ্ণস্য]

[তত্র দূত্যুক্তি]

সুন্দরি কৈছন আরতি তোর।
বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল
ভুলল মাধব মোর॥
বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল
দুহুঁ অঙ্গদ দুহুঁ কানে।
সীঁথি বলয় করি বাহে সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক ভানে॥
কিঙ্কিণী জাল মাল করি পহিরল
হার সাজাওল মাথে।
চূড়ক সাজ চরণহি পহিরল
মঞ্জীর পহিরল হাথে॥
পূবল উত্তর নাহি দিগ দিগন্তর
নব অনুরাগক লাগি।
বল্লভদাস কহ চঢ়ল মনোরথে
সঙ্কট দূরহি ভাগি॥ ১০৪॥

—*—

[তথাহি শ্রীরাধায়াঃ]

কেদার

মণিময় মঞ্জীর যতনে আনি ধনি
সো পহিরলু দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম- হার বলি পহিরল
হার সাজায়লি মাথ॥
সখি হে! অপরূপ পেখলুঁ আজ।
হরি-অভিসার- ভরম ভরে সুন্দরী
বিছুরল সাজ বিসাজ॥
ঘন আঁধিয়ার রজনী জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিখধরে ভরল দুতর পথ পাঁতর
একলি চললি তেজি গেহ॥
চঢ়ল মনোরথ দোসর মনমথ
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহ ইহ ব্রজ-সুন্দরী
ঐছনে ভেটলি কান॥ ১০৫॥

—:০:—

বেলাবলী

বিপরীত বেশে মিলল ধনি
মাধব বিপরীত-বেশ।
ভুলল সরস সম্ভাষ হাসময়
জনু নহ আরতি লেশ॥
সজনি অপরূপ প্রেম বিচারি।
দোঁহে দোঁহা হেরি স্তম্ভ ভেল কলেবর
চিত-পুতলী সম থারি॥
বহুক্ষণে সহচরী- বচনহি দুহুঁ জন
ধাই করল দুহুঁ কোর।
তৈছনে তনু তনু লাগি রহল দুহুঁ
দুহুঁ দুহুঁা ভাবে বিভোর॥ ১০৬॥

—০—

সুহই

মিললি কুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোহেঁ দোহেঁ পায়ল পরশ-মণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়ানে ঝরয়ে দুঁহার আনন্দ-লোর॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মনে রসের তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সবে আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নারোত্তম দাস॥ ৭০৭॥

—[০]—

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে]

—০—

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যাবিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥

শ্রীভগবান্ যখনই রমণে অভিলাষ করিলেন, তখন নক্ষত্রাধীশ চন্দ্র দীর্ঘকালের পর সমাগত প্রিয় যেমন নিজ প্রেয়সীর বদনমণ্ডল রাগরঞ্জিত করেন, তদ্রূপ পূর্ব্বদিগ্‌বধূর মুখমণ্ডল উদয়-রাগ দ্বারা সুরঞ্জিত ও সুখতম কর দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীদিগের তাপগ্লানি অপনয়ন করিতে করিতে উদিত হইলেন।

রাগরঞ্জিত—অনুরাগরক্তিম। এই শ্লোকে উদ্দীপনান্তরের প্রাদুর্ভাব উক্ত হইয়াছে।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুমুদবিকাশশীল বা ধরিত্রীর আনন্দবর্দ্ধনকারী সম্পূর্ণমণ্ডল রমাদেবীর বদনপ্রভার সদৃশ প্রভাশালী নবীনকুঙ্কুমতুল্য অরুণবর্ণ চন্দ্রকে দর্শন করিয়া ও তদীয় কোমল কিরণসমূহ দ্বারা মণ্ডিত বনভূমিকে দর্শন করিয়া বামলোচনাদিগের মনোহর অব্যক্ত মধুর স্বরে বেণুগীত আরম্ভ করিলেন।

"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্" এই চরণের শ্লেষার্থ দ্বারা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশীতে স্বস্বরূপভূত পরমাকর্ষক মহামন্মথমন্ত্ররূপ কামবীজ গান করেন, ইহাই ব্যক্ত হয়।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

কামোদ্দীপক সেই বেণুগীত শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহীতমানস ব্রজগোপী সকল পরস্পর অলক্ষিতগমনোদ্যম ও গমনবেগে চলিতকুণ্ডল হইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কামোদ্দীপক—শ্রীভগবদ্বিষয়ক প্রেমের উদ্দীপক। গৃহীতমানস—আকৃষ্টচিত্ত। পরস্পর অলক্ষিত-গমনোদ্যম—সখীগণের মধ্যে কেহ কাহারও গমনোদ্যম বিদিত হইতে পারেন নাই।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥

কালবিলম্বসহনে অসমর্থা কোন কোন গোপী দোহন করাইতে করাইতে দোহন ত্যাগ করিয়া বেণুগীতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কেহ কেহ পাত্রস্থ দুগ্ধ চুল্লীর উপর আরোপিত করিয়া উহার ক্বাথ উত্থিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই গমন করিলেন। অপর কেহ কেহ পক্বগোধূমকণান্ন চুল্লী হইতে অবতারণ না করিয়াই গমন করিলেন।

এই শ্লোকে নিজদেহদৈহিকাদিবিষয়ের উপেক্ষা হেতু স্বজাতিকর্ম্মের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥

কেহ কেহ পরিবেষণ করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ পতির সেবা করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ ভোজন করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া।

এই শ্লোকে স্ত্রীমাত্রধর্ম্মের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥

কেহ কেহ শরীরে চন্দনাদি লেপন করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ অঙ্গাদি মার্জ্জন করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ লোচনে অঞ্জন প্রদান করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া এবং অপর কেহ কেহ বিপর্য্যস্তবস্ত্র ও বিপর্য্যস্তালঙ্কার হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন।

এই শ্লোকে বেশভূষার পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত গোপীসকল এতই মোহিত হইয়া গমন করিতেছিলেন যে তৎকালে তাঁহারা পতি পিতা ভ্রাতা ও অপর বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও গমন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না।

এই শ্লোকে লজ্জাদির পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥

গৃহমধ্যস্থিত কোন কোন গোপী পতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় বহির্গমনে অসমর্থতা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাযুক্ত হইয়া নিমীলিত নয়নে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন।

"গৃহমধ্যস্থিত কোন কোন গোপী" ইত্যাদি—গোপী দ্বিবিধা, নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। সাধনসিদ্ধা আবার দ্বিবিধা; যৌথিকী ও অযৌথিকী তন্মধ্যে যৌথিকী আবার দ্বিবিধা; শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী। এই ঋষিচরীদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধনবশে সিদ্ধপূর্ণভাব হইয়াছিলেন অথচ সিদ্ধদেহ হইতে পারেন নাই, তাঁহারাই গৃহমধ্যে পত্যাদি কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইলেন, এইরূপ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাযুক্ত হইয়া—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সমুৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া। নিমীলিত নয়নে—মুদ্রিত-নেত্রে—বিষয়ান্তরে অদত্তদৃষ্টিতে। তাঁহাকেই—নিজচিত্তাকর্ষক সেই শ্রীকৃষ্ণকেই।

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহতাপে তাঁহাদিগের অশুভ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল এবং ধ্যানলব্ধ তদীয় আলিঙ্গন হইতে উৎপন্ন আনন্দে তাঁহাদিগের মঙ্গল সকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

অশুভ—শ্রীভগবানের সহিত নিত্যসংযোগ-প্রাপ্তির পূর্ব্বদশায় দুঃখজনিকা তদ্বিরহস্ফূর্ত্তিরূপ দুরদৃষ্ট। মঙ্গল—তদবস্থাতেই সুখজনিকা প্রাপ্তব্য তৎসংযোগ-স্ফূর্ত্তিরূপ শুভাদৃষ্ট। ক্ষয়প্রাপ্ত হইল—শনৈঃ শনৈঃ ভোগ্য শুভ ও অশুভ সকল সম্প্রতি যুগপৎ ভোগ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সদ্য বিমুক্তবন্ধন গোপী সকল জারবুদ্ধি দ্বারাও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গুণময় শরীর পরিত্যাগ করিলেন।

জারবুদ্ধি দ্বারাও—উপপতিভাবময় রমণত্ববুদ্ধি দ্বারাও। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের—সর্ব্বাংশিপরমস্বরূপত্ব হেতু সকলের স্বাভাবিক পতিরূপ শ্রীকৃষ্ণের।

গুণময় শরীর—অসিদ্ধ দেহাংশ; বিরহভাবময় আবেশ।

—০—

[তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে]

বৃহদ্বামনপুরাণে এরূপ বাক্য বিশ্রুত আছে, যে রাসলীলারম্ভে কোন কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগ-যোগ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বা পতিগণ-কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া তদ্বিষয়ে বঞ্চিতা হয়েন। কতিপয় ব্যক্তি প্রকট লীলানুসারে এরূপও কহিয়াছেন।

[অথ উপনিষদ্ গণ যথা]

যে সমস্ত শ্রুতিগণ সর্ব্বতোভাবে যথার্থদর্শিনী, তাঁহারা গোপীগণের অপরিসীম সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া সমধিক বিস্মিতা হয়েন এবং গোপিকাগণ-সদৃশ ভাগ্য লাভার্থ শ্রদ্ধাসহকারে তপস্যা করিয়া ব্রজমণ্ডলে প্রেমপরায়ণা গোপাঙ্গনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন॥

অতএব তাঁহারাই বল্লবী, পুরাণে এবং উপনিষদ্ সকলে এইরূপ বর্ণিত আছে।

[অথ অযৌথিকী]

যে ব্যক্তি গোপীভাবের প্রতি আন্তরিক অনুরাগী হইয়া ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহাদিগের ঐকান্তিকী উৎকণ্ঠা বশতঃ রাগানুগা ভজন হেতু গোপীভাব সিদ্ধ হয়, তাঁহারাই অযৌথিকী ও তাঁহারাই কালে কালে এক বা দুই কিম্বা তিন তিন করিয়া বৃন্দাবন মধ্যে গোপী জন্ম গ্রহণ করেন॥

প্রাচীনা ও নবীনা ভেদে অযৌথিকী দ্বিবিধা, তন্মধ্যে প্রাচীনা অযৌথিকীগণ সুদীর্ঘ কালে নিত্য-বল্লভাগণের সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন এবং নবীনাগণ দেব, মানব ও গন্ধর্ব্বাদি জন্মপরিগ্রহণ পূর্ব্বক জন্মান্তরে আসিয়া বল্লবকুলে জন্ম লাভ করেন।

[অথ দেবীগণ]

যৎকালীন শ্রীকৃষ্ণ অংশ রূপে দেবযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সন্তোষার্থ নিত্য-বল্লভাগণের অংশ সকলেরও দেবযোনিতে জন্ম হয়। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণাবতারে নিত্যবল্লভাগণের যে অংশ সকল ব্রজভূমে গোপাঙ্গনা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নিত্যবল্লভা বর্গের প্রাণ সঙ্গিনী সখী॥

[অথ নিত্যপ্রিয়া]

বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীমতী রাধা এবং শ্রীমতী চন্দ্রাবলী এই দুইজন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবল্লভা, ইহারা শ্রীকৃষ্ণ তুল্য সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণশালিনী।

[তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং]

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ভগবান কমলযোনি স্তব করত কহিলেন যিনি আপনার আহ্লাদিনী এবং অপ্রাকৃত চিন্ময় রসরূপা শক্তিসহ গোলোকধামে অবস্থিত আছেন আমি সেই অখিলাত্মাভূত আদিপুরুষ গোবিন্দদেবকে ভজনা করি॥

শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা নিত্যবল্লভাগণ মধ্যে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, ভদ্রা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা এবং পালিকা ইত্যাদি কতিপয় গোপী প্রধানা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন॥

অপর চন্দ্রাবলীর নামান্তর সোমাভা, শ্রীরাধার গান্ধর্ব্বা এবং ললিতার অপর একটী নাম অনুরাধা, এনিমিত্ত এস্থানে উহা পৃথক রূপে উল্লেখ করা হয় নাই।

অপিচ খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী,

শঙ্করী ও কুঙ্কুমা, ইত্যাদিও ত্রিলোক-বিশ্রুতা, নিত্য বল্লভাগণ মধ্যে পরিগণিতা হইয়া থাকেন ॥

ইহাদিগের প্রত্যেকের শত শত যূথ এবং প্রত্যেক যূথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা পরিগণিত হয়। অপর বিশাখা, ললিতা, পদ্মা এবং শৈব্যা এই চতুষ্টয় সখী ব্যতিরেকে রাধাদি কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই যূথেশ্বরী; পরন্ত সৌভাগ্যাধিক্য প্রযুক্ত রাধা আদি অষ্ট যূথেশ্বরী প্রধানা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন ॥

যদিচ ললিতাদি সখীগণ যূথেশ্বরী, সুযোগ্যা, তত্রাচ তাঁহাদিগের রাধাদিভাবের প্রতি লালসাধিক্য বশতঃ সখ্যবিষয়ে প্রগাঢ় অভিরুচি হয়।

—:০—

[অথ মহারাসের অভিসার]

ধানশী

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ ॥
তরুকুল ডাল ফুল ভরি ভাল
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনলোভা
ভুলিল নাগর রায় ॥
নিধুবনে আছে রতন বেদিকা
মণি মাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছাঁদা ॥
চারিপাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
নিরমাণ শত শত ॥
লেতের পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল দেব অগোচর
কি কহিব তার আভা ॥
মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডিদাস বলে অতি অপরূপ
নাহিক তাহার পর ॥১০৭॥

—:০:—

কামোদ

রমণী মোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ।
চূড়ার টালনি কি বা সে বান্ধনি
বিচিত্র সুচারু কেশ ॥
মণি হেম মালে বেড়িয়া দু ধারে
তাহাতে মুকতা-মাল।
প্রবাল গাঁথিয়া তাহে থরি দিয়া
দেখ না শোভিছে ভাল ॥
নব নব ফুলে মল্লিকার মালে
ভ্রমরা ধাওল কোটি।
পরিমল আশে উড়ি বৈসে তাহে
কি বা তাহে পরিপাটী ॥
দু কানে শোভিত কদম্বের ফুল
কি শোভা কহিব তায়।
ময়ূর শিখণ্ড ঝলমল করে
তাহা সে উড়িছে বায় ॥
নাগর বরণ যেন নব ঘন
অঞ্জন গণিয়ে কিসে।
ভাঙ-ধনুবাণে কামের কামানে
রমণী হানিয়ে জিসে ॥
মন্দ মন্দ হাসি করে লয়ে বাঁশী
মৃগমদ মাখা গায়।

সোনার বরণ নানা আভরণ
রতন নূপুর পায় ॥
রমণী রমণ করিতে যতন
নাগর শেখর রায় ।
এমন মূরতি সুখের আরতি
দ্বিজ চণ্ডিদাস গায় ॥১০৮ ॥

—০—

কানড়া

মোহন মূরতি কান ।
অবলা কি রহে প্রাণ ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা ।
তাহে ইন্দ্রধনু দেখা ॥
তা দেখি রমণী জীয়ে ।
নব মধু যেন পিয়ে ॥
হাসির হিলোলে তারা ।
অমিয়া বরিখে ধারা ॥
নবীন চাতকী যেন ।
নব রস পিয়ে ঘন ॥
চাহনি চঞ্চল শরে ।
তারা কি রহিব ঘরে ॥
নব নব বেশ খানি ।
রহিব কোন্ বা ধনি ॥
মুরলী অপার গান ।
পাষাণ গলিয়া যান ॥
সে নব চলন গতি ।
মদন মোহিত তথি ॥
চণ্ডিদাস রূপ হেরি ।
মূর্চ্ছিত ধরণী পরি ॥১০৯ ॥

—:—

তুড়ী

শ্যাম সুধাকর ভুবনমনোহর ।
রঙ্গিণী-মোহন ভঙ্গী নটবর ॥
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু ।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুম-ধনু ॥
থল-কমলদল অরুণ চরণ তল ।
নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর কল ॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর ।
অধরে মুরলী-ধ্বনি মন্মথ-মন্তর ॥
অভিনব নাগর গুণমণি সাগর ।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর ॥
॥ ১১০ ॥

—০০—

কামোদ

রমণী মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি ।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনি ॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি গান ।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান ॥
অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত ।
অবিচল কুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত ॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী ।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখ রাশি ॥
আনন্দ অবশ পুলক মানস
সুকুমারী ধনি রাধে ।
গৃহ কর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে ॥

রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কি বা বাজে তান
কেমন করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ-তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
তেজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি।
তেজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে কোলেতে করিয়া
দুগ্ধ করাইতে পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নীঁদ।
যেমন চোরাই হরণ করিল
মানসে কাটিল সীঁদ॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥

ব্রজ নারীগণে দেখিয়া তখনে
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন করল রচন
দ্বিজ চণ্ডিদাস গায়॥ ৭১১॥

—:—

[শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজগোপীগণের অনুরাগ-পরীক্ষাচ্ছলে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান রাস প্রকরণে যথাস্থলে দ্রষ্টব্য]

—:০:—

কাফি

টল টল টল অতি মনোহর
শরদ পূর্ণিমা শশী।
নটবর কানু মুরলী বদনে
সদলে কুটীরে বসি॥
কলরব করু যত পাখীগণ
ময়ুর ময়ূরী নাচে।
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কার শবদে
ডাহুক ডাকিছে সাধে॥
মদন বেদন নন্দের নন্দন
করিতে রসের লীলা।
নিভৃতে বসিয়া নাগর রসিয়া
রসেতে হইয়া ভোলা॥
রতন-ভূষণ মুরলী-বদন
বাজায়ে কতেক তান।
সঙ্কেত-নিসান বাজে আন তান
ছুটল পঞ্চম গান॥
পিয়া রাধা বলি ডাকিছে মুরলী
শুনিলু শ্রবণে যবে।
যত গোপনারী আন নহে কিছু
কাননে চলহ তবে॥
বিহ্বল মরমে হিয়া আন চান
কহিতে কাহারে নারে।

মনের বেদন নাহি জানে আন
শুনি মন হিয়া ঝুরে ॥
শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়।
ব্যাধের বাণেতে ধাওল হইয়া
চারিদিকে যেন চায় ॥
চণ্ডিদাস বলে ব্রজ জনা চিত
আকুল হইয়া গেল।
নাহি আন কথা পাই হিয়া ব্যথা
কি বুদ্ধি করিব বল ॥৭১২॥

—০০—

[পুনশ্চ যথা]

ধানশী

শুন গো মরম সখি।
ঐ শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমল-আঁখি ॥
ধৈরজ না ধরে প্রাণ কেমন করে
ইহার উপায় বল।
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী
বৃন্দাবনে যাব চল ॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত।
শুধু তনু দেখ এই তনু মোর
তথায় আছয়ে চিত ॥
মুগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আপন পথ।
যেমন চাঁদের রসের পরশ
চকোর অনুহি রথ ॥
সে জন পাইলে চাঁদের সুধাটী
সুখের নাহিক ওর।
কতক্ষণে মোরা ভেটব নাগর
পাবহ তাকর কোর ॥

যেন মেঘ রস তাহাতে আবেশ
চাতক না পায় বারি।
সে জন পিয়ারে না পাই আবেশে
সে জন হতাশে মরি ॥
জলের আবেশে চাতক ঝরয়ে
তেমনি আমরা হই।
তবে সে জীয়ই অথির রমণী
জলদ গতিক সেই ॥
চণ্ডিদাস বলে চলহ নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান।
ঐ শুন বাঁশী বাজে এই নিশি
ত্বরিতে চলিয়া যান ॥৭১৩॥

—০:০—

শ্রীরাগ

কি করিতে পারে গুরু দুরজন
হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব শ্যাম দরশনে
ইথে কি আনের বশ ॥
যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক
তিলে কত যুগ মানি।
সে জন ডাকিতে মুরলী সঙ্কেতে
ত্বরিতে গমন মানি ॥
কেহ বলে শুন আমার বচন
রহিতে উচিত নহে।
চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
মোর মন হেন লয়ে ॥

কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহ কাজ তেজি চলিলা তখনি
যেমত আছিল সাজ ॥

কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
তেজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে
গাগারি ভরিয়া বারি ॥
চলিলা তুরিতে সব তেয়াগিয়া
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন মুখে তখনি চলিলা
রহল তেমতি পড়ি ॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে
শুধুই হাঁড়িতে জাল।
আনহি বেঞ্জনে আনহি দেওল
আনহি হাঁড়িতে ঝাল ॥
রন্ধন উপেখি চলে সেই সখী
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডিদাস কহে আবেশে গমন
হইবে উথল হাসি ॥ ৭১৪ ॥

—•—

শ্রীরাগ

কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি
পিয়াইতে ছিল স্তন।
দুগ্ধপোষ্য বালা ভূমে ফেলি গেলা
ঐছন তাহার মন ॥
চলিলা যখন সেই বৃন্দাবন
কান্দিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল সব পরিহরি
চেতনা নাহিক কিছু ॥
কোন জন ছিল পতির শয়নে
ঘুমে অচেতন হঞা।
হেন বেলে শুনি মুরলীর ধ্বনি
উঠিল চেতনা পাঞা ॥
বিচিত্র বসনে মুখানি মুছিয়া
চলল পতিরে তেজি।
পতি কোল সেই তেজিলা তখনি
চলিল বনেতে সাজি ॥
কোন গোপী ছিল কোন আরম্ভনে
তেজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
কারে কিছু নাহি বলে ॥
কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশী-গীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ ॥
চণ্ডিদাস বলে কি বা সে দেখল
অপার অখল রামা।
তেই ত প্রেমেতে বন্ধন সবাই
গোপের রমণী জনা ॥ ৭১৫ ॥

—ঃ০ঃ—

কানাড়া

ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া
আকুল হইয়া চিতে।
নিজ বেশ করে মনের সহিতে
শুনিয়া মুরলী গীতে ॥
রসের আবেশে পদ আভরণ
কেহ বা পরল গলে।
গল আভরণ কোন ব্রজ রামা
পরিছে চরণে ভালে ॥
বাহুর ভূষণ কনক কঙ্কণ
পরিল হৃদয় মাঝে।
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে ॥
কেহ বা পরল একই কুণ্ডল
শোভই একই কানে।
ঐছন চলিল বরজ রমণী
ধৈরজ নাহিক মানে ॥

এক করে পরে কনক কঙ্কণ
সিন্দূর পরল ভালে।
কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহিঁ নয়ন চালে॥
নানা আভরণ পরে কোন খানে
তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী গমন করল
সেই বৃন্দাবন-থানে॥
কেহ নব রামা বসন ভূষণ
উলট করিয়া পরে।
চণ্ডিদাস কহে আহীর রমণী
চলিয়া যাইতে নারে॥ ৭১৬॥

—

কামোদ

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
তেজিয়া যাইতে তারে।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিয়া বলে॥
এত নিশি বেলি কোথারে গমন
সরম নাহিক তোর।
লোকে অপযশ কুযশ কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর॥
বড় বিপরীত দেখি তোর রীত
এ নিশি কোথাএ যাবে।
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মরি দুখ যায় তবে॥
তেজিয়া আমারে যাই কোথাকারে
এ বড় বিষম দেখি।
বহুত গঞ্জনা শুনি নিশবদে
রহিলা কমল-মুখী॥
যখন তাহার ঘুমাইল পতি
তখন তেজিয়া গেল।
আবেশের ঘোরে চলিলা সুন্দরী
কিছু ইহ না শুনিল॥
ভয় পরিহরি চলিলা সুন্দরী
যেখানে নাগর কান।
চণ্ডিদাস ভণে কিছুই না মানে
এমনি বাঁশীর তান॥ ৭১৭॥

—:—

[পুনশ্চ তথাহি]

ধানশী

কি শুনি সুধা মুরলী রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননেতে ধায়।
পয়োপানে শিশু সেও গোপী যায়॥
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সেই রামা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা॥৭১৮॥

—০::০—

[অভিসারিকার মিলন]

[শ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি]

সুহই

আজু কৈছে সুন্দরী তেজলি গেহ।
কো জানে কৈছন তোহারি সুনেহ॥

গুরুজন-ভয়ে কি না কাঁপ।
ঘন-আন্ধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ॥

কৈছনে হেরলি রাতি।
মরমহি উয়ল মনমথ-বাতি॥

কৈছে দুতর পন্থ সঞ্চার।
চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥

কৈছে একলি আওলি এত দূর।
আগেহি আগে কুসুম-শর শূর॥

আপেহি করই দুহুঁ কোর।
মিলল দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু জোর॥

রাধামাধব ভাষ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥৭১৯॥

—*—

ধানশী

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ লখই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুল-কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণ হুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥৭২০॥

—•—

[অভিসার-সৌকর্য্যার্থ শ্রীরাধার অসামান্য সাধনা]

(সখীমুখে তদ্বর্ণনং যথা)

কেদার

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ান মুদি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
মণি-কঙ্কণ পণ ফণি-মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বহির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥৭২১॥

—:০:—

[পুনশ্চ দূত্যুক্তি]

কেদার

ভীতক-চিত ভুজগ হেরি যো ধনি
চঙকি চঙকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুণ ভাগ॥
যো পদতল থল- কমল-সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।

অব কণ্টকময়　　　সঙ্কট বাটহি
　আওত যাওত নিশঙ্ক ॥
মন্দির মাঝ　　　শেজ নাহি তেজত
　দেহলী মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী　　চলয়ে একাকিনী
　গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥১২২॥

—:—

["ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ"—জ্ঞানদাস]

——

গান্ধার

যব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার ॥
কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি।
এতহুঁ দূরত করি তোহে মিলু গোরী ॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘনে মহী পঙ্ক ॥
উঠইতে ফণী-মণি উজোর হেরি।
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি ॥
ঐছনে সোঁপনু তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ।
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল ॥১২৩॥

—০০০—

[সর্ব্বকালোচিত নিবেদন]

সুহিনী

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারি।
হৃদি-মন্দিরে রাখি সদাই হেরি।
গুরু-গঞ্জন চন্দন অঙ্গ-ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥
সম শৈল কুল-মান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
(আমি) কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
(তুমি) জগ-রঞ্জন মোহন বংশীধারী ॥
(আমি) কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
(তুমি) রসপণ্ডিত রসিক-চূড়ামণি ॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুমি বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥
॥ ১২৪ ॥

—:০:—

সুহই

কি খেনে হইল দেখা নয়ানে নয়ানে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়ানে স্বপনে ॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ-পানে।
মনের যতেক দুখ পরাণ তা জানে ॥
শাশুরী খুরের ধার ননদিনী রাগী।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি ॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ-জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই ॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে।
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পিয়াসে ॥১২৫॥

—•—

সুহই

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে　　　জনমে জনমে
　প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে　　　আমার পরাণে
　বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া　　　এক মন হৈয়া
　নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়া'ব কাহার কাছে॥

এ কুলে ও কুলে দু কুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলুঁ
ও দুটি কমল-পায়॥

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলুঁ প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥

আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ১২৬॥

—০(::)০—

[শ্রীকৃষ্ণ উক্তি]

সুহই

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥

নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব-তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি চারি দিকে হেরি
যেমত চাতক পাখী॥

তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥

চণ্ডিদাসে কয় ঐছন পিরীতি
জগতে আর কি হয়।
এমত পিরীতি না দেখি কখন
কখন হবার নয়॥ ১২৭॥

—:০:—

[নব রাধা-মাধব কেলি]

—: শ্রীরাধার ছন্নাভিসার—পুরুষ-বেশে :—

[ততঃ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধাকে নিজ-বেশ-পরিগ্রহ করান—পক্ষান্তরে, শ্রীরাধা কর্ত্তৃক কৃষ্ণকে নিজ বেশ পরিগ্রহ করান। তদনন্তর, মুরলী-লীলা—অর্থাৎ,পরস্পরের নিকট মুরলী-শিক্ষা]

—০—

যথা রাগ

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডল লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহা।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহা॥
কামিনী কয়ল কতহুঁ পরকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
কামিনী লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আনহি করি ছন্দ॥
অম্বরে সবহুঁ ন সম্বরু গেল।
বাজন যন্ত্র হৃদয় করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর-রাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥

বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥ ১২৮॥

—০—

শ্রীরাগ

দুহুঁ অবলোকনে অনিমিখ লোচন
দেখ সখি রাধামাধব-প্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশ না গাঁঠক হেম॥
মধুরিম হাস সুধা-রস বরিখনে
গদ গদ রোধয়ে ভাষ।
চিরদিন মিলন লাখ গুণ নিধুবন
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ১২৯॥

—:০:—

[শ্রীরাধার নিবেদন]

বিহাগড়া

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনি রস-পরিপুঞ্জে॥
বঁধু হে কি বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখোঁ মুঞি সব আন্ধিয়ারে॥
পাঞাছি তোমারে বঁধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোকে দুরাচার॥
এক তিল তোমা বঁধু না দেখিলে মরি।
ছাড়িয়া কেমনে যাব পরাধীন নারী॥
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাঁপিয়া।
প্রেমদাস কহে রাই দৃঢ় কর হিয়া॥১৩০॥

—০—

[শ্রীকৃষ্ণের উক্তি]

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়া আছি॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিশ গণে
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥১৩১॥

—:০:—

ধানশী

পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥
তঁহি প্রিয় সঙ্গিনী পরম রসালা।
দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুল মালা॥
টুটহুঁ জানি দুহুঁ পড়লহি বন্ধ।
দৈব বাঢ়ায়ল হৃদয় আনন্দ॥
সখীর বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি।
দুহুঁ-গল মাল দূতী গলে দেলি॥
রাখল মরম-সোহাগিনী নাম।
পরসাদ পাই দূতী করল পরণাম॥
ঐছন চিরদিন রহুঁ অঙ্গে অঙ্গ।
রতি-পতি জানি কভু না কর বিভঙ্গ॥
ঐছে প্রেম কভু না হয় বিচ্ছেদ।
গোবিন্দদাসে রহুঁ অই খেদ॥ ১৩২॥

—:*:—

তুড়ী

দুহুঁ প্রেম-গুরু ভেল শিষ্য তনু মন।
শিখায় দোঁহারে নৃত্য অতি মনোরম॥
চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষ ভাব-অলঙ্কার।
দুহুঁ মন-শিষ্য পরে ভূষণের ভার॥

স্থজৃম্ভাদি উদ্ভাব স্থদীপ্ত সাত্ত্বিক।
এই সব ভাবভূষা রাধার অধিক॥
অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার।
স্বভাবজ বিলাসাদি দশ পরকার॥
ভাবাদি অঙ্গজ তিন সৌজন্য চকিত।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত॥
নানা ভাবে বিভূষিত কহনে না যায়।
এ যতুনন্দন দাস বিস্তারিয়া গায় ॥৭৩৩॥

—ഗ—

ধানশী

তুহুঁ মুখ স্থন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কনকের তরু যেন তমালে বেঢ়িল।
নব ঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥
রাই কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চাঁদ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দোঁহে হইলা বিভোর।
দাসঅনন্ত-পহুঁ না পাওল ওর॥ ৭৩৪॥

—::—

কেদার

অপরূপ রাধা-মাধব মেল।
তুহুঁ দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল॥
অকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেলি।
কো কহু তুহুঁ জন নিরুপম কেলি॥
তুহুঁ দিঠি তুহুঁ মুখে অবধি নাহিক স্থখে
পুলকে পূরল তুহুঁ তনু।
বেঢ়ল সখীর ঠাট যৈছন চাঁদের হাট
তার মাঝে শোভে রাধা কানু॥
দোঁহার রূপের ছান্দে মদন পড়িয়া কান্দে
স্থধাকর কিরণ লুকায়।
দোঁহার মুখের বাণী অমিয় অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥
দোঁহার মাধুরী-গুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।
স্থগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায়॥
ললিতা ইঙ্গিত পাঞা নর্ম্মদা আইল ধাঞা
বিনি স্থতে গাঁথি ফুল-হার।
দেয়ল দোঁহার গলে হিয়ার উপরে দোলে
দেখি আঁখি শীতল সভার॥
শেখর মধুর করি কহে কথা ধীরি ধীরি
কানন শোভন দেখিবারে।
শুনিয়া চতুর কান মনে করি অনুমান
উঠিলা ধনির ধরি করে॥৭৩৫॥

—০॥০—

মল্লার

ভুলে ভুলে রে দোহাঁর রূপে নয়ন ভুলে।
কনক-লতিকা রাই তমাল কোলে॥
বীজই বনে বনে ভ্রমই তুহুঁ।
তুহাঁর কান্ধে শোভে তুহাঁর বাহু॥
দীপ সমীপে যেন ইন্দ্রনীল-মণি।
জলদে জড়াওল যেন সৌদামিনী॥
কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবার নাহি তুহাঁর প্রেম॥৭৩৬॥

—০—

কেদার

কানন-ভ্রমণ নটন তুহুঁ মেলি।
অতিশয় শ্রমযুত তুহুঁ ভৈ গেলি॥
তুহুঁ জন বৈঠল মণিময় কুঞ্জে।
কুসুম-শেজ পরে আনন্দ-পুঞ্জে॥
চামর বীজই কেহ তুহুঁ অঙ্গে।
কোই তাম্বুল দেই প্রেম-তরঙ্গে॥

কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
নিরখই আনন্দে উদ্ধব দাস ॥ ৭৩৭ ॥

ভাটিয়ারি

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম ॥
কনক-লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ ॥
কতহুঁ প্রেমামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান ॥

[মিলন-সম্ভোগান্তে]

সুখের সায়রে ভাসে কিশোর কিশোরী।
কিশোর কহেন শুন প্রাণের কিশোরী ॥
পুরুষের বেশে যেমন কৈলে অভিসার।
মোর বেশ লেহ পুন সাজ আর বার ॥
যতন করিয়া আমি সাজাব তোমায়।
গৌর বরণে তোমায় কত শোভা পায় ॥
এত বলি মোহনিয়া চূড়া যে উতারি।
রাই শিরে বাঁধল বামে টেরা করি ॥
শ্রুতির ভূষণ আদি করিয়া সকল।
লোলিত করিয়া দিল মকর কুণ্ডল ॥
নিজ গলের বনমালা রাই গলে দিল।
পুরুষের ছাঁদে পীত বাস পরাইল ॥
অলকা অঙ্কিতে ধনির মুখ শোভা করে।
নিজ করের বাঁশী দিল সোঁপি রাই করে ॥
আমারে সাজাইলে যেমন শ্রীবংশী-বদন।
তুমিহ নারীর বেশ করহ ধারণ ॥
বৈষ্ণব দাসের সেই চরণ বাঞ্ছিত।
সাজাহ বন্ধুরে তোমার নিজ অভিমত ॥৭৩৮॥

শুন শুন প্রাণ-বন্ধু নিবেদন করি।
ভুবনমোহিনী তোমায় সাজাইব নারী ॥
খুলিল ময়ূরীর ঝুঁটি রাই বিনোদিনী।
চাঁচর কুন্তলে করে মোহনিয়া বেণী ॥
মঞ্জুল কনক চাঁপা বাছিয়া লইল।
হেম ঝাঁপা একাকারে বেণীর আগে দিল ॥
সিন্দুর চন্দনের বিন্দু অতুল রচয়।
নব ভানু পূর্ণ শশী নীরদ উদয় ॥
কর্ণে কর্ণ-ফুল দেই নাসাতে বেশর।
গলে গজমতি হারে করিল উজোর ॥
বলয়া কঙ্কণ করে রঞ্জে সুবদনী।
নীল শাড়ী আঁটি দেয় তু সারি কিঙ্কিণী ॥
বুঝিয়ে দাঁড়ায় শ্যাম রাই-বাম-ভাগে।
বৈষ্ণব দাসের হৃদি-সরোজেতে জাগে ॥৭৩৯॥

কি শোভা হৈয়াছে আজু নিকুঞ্জেতে হেরি।
রাই নব নাগর, শ্যাম নূতন নাগরী ॥

রাই-শিরে মোহন চূড়া শ্যাম-পিঠে বেণী।
রাই-সৌদামিনী বামে শ্যাম-কাদম্বিনী ॥

অলকা তিলকা শোভে রাই-মুখ-ইন্দু।
শ্যাম-ভালে নব ভানু সিন্দুরের বিন্দু ॥

কর্ণ শোভিত শ্যামের কনক কর্ণ-ফুলে।
রাই-শ্রুতে দোলে কিয়ে মকর কুণ্ডলে।

শ্যাম গলে মতি-মালা ঘনে বক-পাতি।
রাই উরে বনমালা অপরূপ ভাতি ॥

নীল বাসে শোভে শ্যাম জীমূত তিমিরে।
নীলাম্বরী ছাড়ি রাই পীত বাস ধরে ॥

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রাই শ্যাম-মনমোহিনী।
বৈষ্ণব দাসেতে ভাবে রূপের নিছনি ॥৭৪০॥

শ্রীরাগ

রাই-অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশ দিশ
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জ বন
রাই-রূপে চৌদিকে পাথার ॥
গৌর ভেল শুক শারী গৌর ভ্রমরা ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে ॥
গৌর যমুনাজল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চাঁদ তার সাখী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাই-রূপে চৌদিক ঝাঁপিত।
নরোত্তমদাসে কয় অপরূপ রূপ হয়
দুহুঁ তনু একই মিলিত ॥৭৪১॥

—০—

[অথ মুরলী-লীলা]

ধানশী

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে ॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান ॥
কোন রন্ধ্রেতে শ্যাম গাহ কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লহে চিত ॥
কোন রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে ॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥
ভাল হৈল আইলা রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব ॥৭৪২॥

—:—

কানাড়া

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা ব'লে ডাকে আমার নাম ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিতধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা-রবে নাচে ময়ূরিনী ॥
কোন্ রন্ধ্রে রসাল ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে ॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায় ॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী ॥৭৪৩॥

—:—

[ততঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুরলী-শিক্ষাদান]

বিহাগড়া

ধরবা ধরবা ধর মোর পীত বাস পর
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তূরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বনমালা পরাইব
চূড়া বান্ধ আউলায়্যা কবরী ॥
গৌর অঙ্গুলি তোর সোনা বান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ কদম্ব হিলনে থাক
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে ॥
মুরলী অধরে লেহ এই রন্ধ্রে ফুক দেহ
অঙ্গুলি লোলায়া দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি ॥৭৪৪॥

—:—

[শ্রীরাধার নিকট
শ্রীকৃষ্ণের
মুরলী-শিক্ষা]

গান্ধার

রাগ তাল তুহুঁ হৃদয়ে ধয়লি তুহুঁ
জানলু বচনক রীতে।
গ্রাম তিন স্বর বহু বিধ পরকার
জানসি কত কত নীতে ॥
গুণবতি অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে
নিজ জন জানিয়া মোয় ॥
মুরলী ছোড়ি হাম নিকটহি বৈঠব
শিখব সুমধুর গান।
গোরী শ্যাম নট তব নহ দুরঘট
হোয়ব মিলন-সন্ধান ॥
মুখহিঁ মুখ যব তুহুঁ শিখায়বি
হৃদয়ে ধরব হাম।
ভণ রাধামোহন বচন-রচন পুন
ভালে সে জানয়ে শ্যাম ॥৭৪৫॥

—ঃ০ঃ—

ধানশী

মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতী হই মন্দির ছোড়ি আয়লুঁ
সহই না পারি বিরাগ ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গোরী আলাপি শ্যাম নট সঞ্চরু
তব তুহুঁ বিদগধ জান ॥
মুরলী ছোড়ি অছু মধুর আলাপবি
তে সব জন নাহি আন।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অবহি সমুঝিয়ে
যতি খনে হোত সুঠাম ॥
নিরজন জানি হৃদয়ে অবধারবি
ঐছন গুণবতী ভাব।
গুণি জন লাজ ঐছে নাহি হোয়ত
কহতঁহি গোবিন্দদাস ॥৭৪৬॥

—*—

বেহাগ

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কে বা দিল ॥
তাহার ইন্দ্র-নীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দ-সুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল ॥
কে বনাইল হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ-বরণী ॥
নীল উজলি নীলমণি।
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারা ঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডিদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে ॥ ৭৪৭ ॥

—০ঃঃ০—

[উভয়ের মিলিত মুরলী-বাদন]
নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদ্ভুত রঙ্গ।
দুহুঁ শিরে শোভে চূড়া দোঁহে ত্রিভঙ্গ ॥
নাগরী শিখয়ে বাঁশী নাগর শিখায়।

এক বাঁশী আধ আধ ধরিল দোঁহায়।
শ্যাম বলে নিজ নাম বাজাও দেখি রাই।
যে নামেতে উপাসনা সদাই ধেয়াই॥
নিজ নামে রাই বাঁশী পুরয়ে অধরে।
শ্যাম নাম আপনি ডাকিছে বামা স্বরে॥
রাই বলে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম।
তোমার মুখে তোমার নাম শুন্‌তে অনুপাম॥
নিজ নামে নাগর পুরয়ে বাঁশী আধা।
শ্যাম নাম নাহি বাজে ডাকে রাধা রাধা॥
রাই বলে এস দেখি দোঁহে দিয়ে ফুক।
না জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক॥
এক বাঁশী আধ আধ ধরে রাই কানু।
রাধা শ্যাম দুই নাম বাজে ভিনু-ভিনু॥
কৃষ্ণদাস বলে শ্যাম বিরিঞ্চি অগোচর।
লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোরী কিশোর॥৭৪৮॥

—০—

রামকেলি

সহচরীগণ দেখি লাজে কমল-মুখী
ঝাঁপি রহল মুখ আধ।
অলখিতে আধ কমল দিঠি-অঞ্চলে
হেরই হরি-মুখ-চাঁদ॥
হরি হরি, মাধবী-লতা-গৃহ মাঝ।
কুসুমিত কেলি শয়নে দুহুঁ বৈঠলি
চৌদিশে রঙ্গিণী-সমাজ॥
গোরিক থোরি বদন-বিধু হেরইতে
পহুঁ ভেল আনন্দে ভোর।
ঘন ঘন পীত বসন দেহ মোছই
নিঝরই নয়নক-লোর॥
হেরইতে সখীগণ ঢর ঢর লোচন
লোরে ভিগায়ই দেহ।
বলরাম কব হিয় নয়ন জুড়ায়ব
হেরব দুহুঁ জন লেহ॥ ৭৪৯॥

—০—

গান্ধার

চিরদিন মিলন হোয়ল নিধুবন
সো পুন কত কত ভাতি।
তৈছন সখীগণ কয়ল গুণ কীর্ত্তন
দুহুঁকর প্রেম উনমাতি॥
হরি হরি কি কহব অদভুত প্রীত।
দুহুঁ কর প্রেম অতুল হেম সম
দুহুঁ জানয়ে দুঁহু রীত॥
ঐছন কেলি কয়ল দুহুঁ বহু ক্ষণ
দুহু মানস ভরিপূর।
সখীগণ তৈছন পূরল মনোরথ
তবহিঁ চলল ব্রজপুর॥
যবহি চলল ব্রজ তবহিঁ বেয়াকুল
হোয়ল সকল পরাণ।
তছু গুণ গানে পুন আনন্দ বাঢ়াওল
রাধামোহন অনুমান॥৭৫০॥

—০—

[লীলা-নিকুঞ্জে সখীগণের দৌত্যে
শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ
রস-কেলি]

[শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আপ্ত-দূতীর
রসপরিহাসোক্তি]

গান্ধার

কালিয়-দমন জগতে তুয়া ঘোষই
সহচরী শুনইতে কানে।
তুয়া সনে বাদ করিয়া ধনি আওত
মনমথ চড়ই ঝাপানে॥
মাধব অতএ কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলীক মাঝে লোম ভুজঙ্গিনী
হেরইতে তুহুঁ জানি ভাগি॥
নয়ন-কমল পর যুগল ভুজগবর
কাজর গরল উগারি।

মদন ধন্বন্তরি আপে যব আওব
সো বিখ তবহি না সারি ॥
বেণী-ভুজগবর পিঠ পর দোলত
চির দিন ভুখিল পিয়াসে।
শুনইতে নাগ- দমন তনু কম্পিত
কহতহি গোবিন্দদাসে ॥৭৫১ ॥

—:০:—

শ্রীরাগ

মূরতি শিঙ্গারিনী রাস-বিহারিনী
মণিময়-ভুষণ-ভূষিত-অঙ্গী।
মধুরিম-হাসিনী রসময়-ভাষিনী
দশন-কিরণ-মণি-মোতিম-রঙ্গী ॥
জয় জয় বৃষভানু-কিশোরী।
গোরোচনা-রুচি-রোচন ধারী ॥
চকিত-খঞ্জন- গতি জিতি লোচন
মনমথ-মনমথ ভাতি।
নাচত ভঙ্গিনী ভাঙ-ভুজঙ্গিনী
কালিয়-দমন-দমন-মদে মাতি ॥৭৫২॥

—:০:—

বেলোয়ার

রাইক আগমন বাত
শুনইতে উলসিত গাত ॥
তাহে কহই নব কান।
নাগ-দমন মঝু নাম ॥
খগ-পতি রহু মঝু পাশ।
সবহুঁ সে করব গরাস ॥
বিকট মকর পুন হোয়।
এক না রাখব সোয় ॥
দৈব করয়ে যব আন।
দংশয়ে হামারি বয়ান ॥
রসনা ধন্বন্তরি আগে।
তঁহি পুন অমিঞা না রাগে ॥

নিরবধি হোয়ব তায়।
জীতব এহি উপায় ॥
এত শুনি সহচরী গেল।
গোবিন্দদাস মতি দেল ॥৭৫৩ ॥

—:—

[দিনান্তরে যথা]

[সখ্যুপদেশে শ্রীরাধার আত্ম-গোপন]

মায়ূর

সখীগণ সমুখহি কাতরে কানু যব
সুবিনয় করতহিঁ দিঠে।
তব তছু অভিমত করইতে কোই সখী
গোপতে বচন কহ মিঠে।
সুন্দরি অলখিতে হও তিরোধান।
গিরিবর-কুঞ্জ- কুটীরে অতি গোপতে
যাই রাখহ নিজ মান ॥
ইহ অতি চপল- চরিত বর গিরিধর
কিয়ে জানি করু বিপরীত।
শুনি উহ সুবচন ভীতহিঁ জনু জন
রাই করল সোই নীত ॥
বুঝি পুন নাগর সব গুণ-আগর
অলখিতে তহিঁ উপনীত।
রাধামোহন পুন দেখি সুনাগরী
আনন্দে নিমগন চিত ॥ ৭৫৪ ॥

—:০:—

তথা রাগ

সমুখে সুনাগর হেরি রহু রাধা।
চীর দেই ঝাঁপল মুখ-শশী আধা ॥
ও বর-নাগর বিধু-মুখ হের।
লোল দৃগঞ্চল তছু পর দেল ॥
বিহসি সুধামুখী শশি-মুখ চাই।
থোরহি দূরে রহল ঠমকাই ॥

আজুক অপরূপ মিলন-অঙ্গ।
পহিলহি দরশনে উপজল রঙ্গ ॥
অতিহুঁ তিয়াসে পাশে মিলু কান।
কি করব অব ধনি কিছুই না জান ॥
অঙ্গহি অঙ্গ পরশ-রসে ভোর।
সরস সম্ভাষই যুগল কিশোর ॥
সহচরী যুথ সবহুঁ সুখে চায়।
কৃষ্ণকান্ত-নয়নে শীধু সম ভায় ॥ ৭৫৫ ॥

—:-:—

[তথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাঁহা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণ দেখা পায় ॥
দেখিলেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাসভূষণ ॥

—০:০—

[বর্ষাভিসারে শ্রীরাধার কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের আগমন]

[কুঞ্জ-দ্বার রুদ্ধ]

[অথ রস-পরিহাস-যুত উক্তি প্রত্যুক্তি]

ভৈরবী

গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
ঐছে সময়ে চলু নন্দকিশোর ॥
পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারি।
দামিনী চমকে চলয়ে অনুসারি ॥
পাওল সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ।
জানল রাই আয়ল যুবরাজ ॥
কুঞ্জমন্দিরে ধনি দেওল কপাট।
কানু না জানল ঐছন নাট ॥
অন্তরে ভাবয়ে শ্যাম-শরীর।
আজু দুরদিনে ধনি না ভেল বাহির ॥
আয়লুঁ বিফল ভেল মনসাধ।
আকুল নাগর করই বিষাদ ॥
রোই রোই পরশল দ্বারে কপাট।
কো ইহ মুন্দল কুঞ্জক বাট ॥
শুনি ধনি রাইক দরবে হৃদয়।
কহতহিঁ কোন দ্বার মাহা রোয় ॥
তবহিঁ জানল বর নাগর কান।
অব ঘনশ্যাম কহয়ে পরমাণ ॥ ৭৫৬

—:০:—

শ্রীগান্ধার

কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
হরি হাম জানি না কর পরচার ॥
পরিহরি সো গিরি-কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওব মৃগ-রাজ ॥
সো নহুঁ ধনি মধুসূদন হাম।
চলু কমলালয় মধুকরী ঠাম ॥
শ্যাম-মূরতি হাম তুহুঁ কি না জান।
তারা-পতি ভয়ে বুঝি অনুমান ॥
ঘরহুঁ রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার ॥
রাধারমণ হাম কহি পরচার।
রাকা-রজনী নহ ঘন আন্ধিয়ার ॥
পরিচয়-পদ যবে সবে ভেল আন।
তবহিঁ পরাভব মানল কান ॥
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পূর ॥ ৭৫৭ ॥

— ০:০—

বিহাগড়া

করে ধরি রাই মন্দির-মাহা আনল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
আগমন জনিত সকল দুখ কহতহিঁ
মধুর বচন অনুপাম ॥
পূরল সব অভিলাষ।
দূরে রহুঁ ঘনশ্যামর দাস ॥ ৭৫৮ ॥

—:০:—

দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহুঁক চপল চরিত নাহি সমুঝিয়ে
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি॥

—ঃ-ঃ—

"বৈঠল মাধব রাধা বামে"
হেরি সহচরী কোই চামর বীজই।
বয়ান পাখালি বসনে কোই মোছই॥
কোই সখী দেয়ল তাম্বূল বয়ানে।
আনন্দে হেরই ঢর ঢর নয়ানে॥
কোই সখী দেয়ত গন্ধ সুবাসে।
চরণ সেবন করু বলরাম দাসে॥

—(০)—

গোবর্দ্ধন গিরিধর নিকটহিঁ মণিঘর
সুখদ শীতল মনোহর।
কলপতরুর বন শোভিয়াছে বিলক্ষণ
মন্দ পবন বহে মনোহর স্থান তাহে
সুশীতল কুণ্ডক কূলে।
চৌদিকে সখী মেলি করত হুলাহুলি
কুঞ্জে কলপতরু মূলে॥
রাই কানু কেলি বিলাস॥

—[*]—

[সখীগণ আত্ম-কাম-হীনা—
শ্রীশ্রীরাধামাধবের মিলনানন্দ সংঘটনই
তাঁহাদের একমাত্র ব্রত]

"দেখ দেখ অপরূপ সখী সুচতুর।
রভস-সরোবরে দুহুঁক ডুবায়ই
আপন মনোরথ পূর॥"

[বলরাম দাস]

[বর্ত্তমান গ্রন্থের ৮৭-৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

—ঃ০ঃ—

[যুগল রূপ]

যথা রাগ

দেখবি সখি কমল-নয়ন
কুঞ্জমে বিরাজ রে॥
বামেতে কিশোরী গোরী
অলস-অঙ্গ অতি বিভোরি
হেরি শ্যাম বয়ান-চন্দ
মন্দ মন্দ হাস রে।
অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়
পুছত বাত অতি নিবিড়
প্রেম-তরঙ্গে ঢরকি পড়ত
কমল মধুপ সঙ্গ রে॥
শারী শুক পিক করত গান
ভমরা ভমরী ধরত তান
শুনি ধ্বনি ধনি উঠি বৈঠত
চোর চপল যাত রে।
শ্রীগোপালভট্ট আশ
বৃন্দাবন-কুঞ্জ বাস
শয়ন স্বপন নয়ন হেরি
ভুলল মন আপ রে॥৭৫৯॥

—ঃ০ঃ—

তথা রাগ

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো।
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মদন কোটি আরো॥
ভাল সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজদল-নয়না।
অধরবিন্দু মধুর হাস কুন্দকলিক-দশনা॥
মণি-কুণ্ডল মকরাকৃত অলক ভৃঙ্গপুঞ্জ।
কেশরক তিলক বনিয়ো সোণে মুড়ি গুঞ্জ॥
নব জলধর তড়িত অম্বর গলে বনমালা শোহে।
নীল নট-শূরকে প্রভু রূপে জগ-মন মোহে॥
রাধা-মুখ কমল বিমল নিরখি চিত বুঝাওে।
কোটি চন্দ্র কোটি ভানু মদন ছবি নিছাওে॥

ভাল সুন্দর অতি মনোহর কুবলয়দল-নয়নী।
অধর অরুণ মুকুতা দশন হাস অমিয়া বয়নী॥
শ্রবণ-ভূখণ জিনি রবি-ছবি বেশরযুত নাসা।
ঘন মৃগমদ তিলক অলক খলিত চাঁচর কেশা॥
জিনি নব ঘন নীল বসন গলে গজমোতি-হার।
ত্রিভুবন-মন-মোহিনী রূপ উদ্ধব বলিহার॥৭৬০॥

—:—

[রূপোল্লাস—সখ্যুক্তি]

সিন্ধুড়া

জলদহি জলদ বিজুরী দিঠি তাপক
মরকত কনয় কঠোর।
এতহুঁ তনু মন নয়ন রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর॥

রাধামাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যামর গোরী সাঙ্গাতি॥
যব দুহুঁ দুহুঁ হেরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
আন আন পিবইতে চাহ॥৭৬১॥
(গোবিন্দদাস)

—*—

ললিত

রাধা কানু বিলসই নিকুঞ্জভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখি এ সখি শ্যাম কিশোর॥
জ্ঞানদাস কহে সুরস সার।
যুগল মিলন রসের সার॥ ৭৬২॥

—[০]—

[অদ্বৈত মিলন]

কেদার

পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দী-তীর নিকুঞ্জক ওর॥

হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল
কো বিধুমণি কোই ইন্দু।
সিন্দুর অরুণ বদনে বিধুমণ্ডল
সঘনে উদিত আধ মেলি।
গোবিন্দদাস কহই অপরূপ
নব রাধামাধব-কেলি॥ ৭৬৩॥

—*—

বিহাগড়া

দেখ না দুখানি অঙ্গ জোড়া।
নিকুঞ্জের মাঝে তমালের গাছে
কনক-লতায় বেড়া॥
আধ কপালে শোভে চন্দন চাঁদ
আধ কপালে ভানু।
আধ নয়ানে শোভে কাজর রেখা
আধ বয়ানে ইন্দ্র-ধনু॥ ৭৬৪॥

—:—

"দুহুঁ তনু এক অনুরাগে"
অপরূপ দুহুঁক বিলাসে।
এ যদুনন্দন রসে ভাসে॥

—০—

"কেবল রসময় মধুর পিরীতিময়
হয় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তমদাসে কয় যার অনুভব হয়
সে জানে ও রস রঙ্গ॥"

—০—

"সে রাধামাধব- রস-বৈভব
কহিতে শকতি কায়।
রসের পাথারে না জানি সাঁতারে
ডুবল শেখর রায়॥"

—:০:—

কুঞ্জ-ভঙ্গে বিরহাশঙ্কায় উভয়ের ব্যাকুলতা

তথা রাগ

দুহুঁক বেয়াকুল হেরিয়া সহচরী
বহু পরবোধলি তায়।
কতহুঁ পরিহাস বচনে দুহুঁজনে
বিরহ করায় অন্তরায়॥
দেখ দেখ অপরূপ সখী সুচতুর।
রভস-সরোবরে দুহুঁক ডুবায়ই
আপন মনোরথ পূর॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ জন চুম্বই পুন পুন
দুহুঁ দোহাঁ কোরে আগোরি।
তেজল সরম ভরম ধনি বিছুরল
গেহ গমন পুন ভোরি॥
সহচরীগণ সব মনহি বিচারই
কৈছে লেয়ব দুহুঁ বাসে।
তৈখনে নয়ন যুগল ভেল ঢর ঢর
কহতহি বলরাম দাসে॥ ৭৬৫॥

—:—

ধানশী

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান।
বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দুর দেওল সীঁথি সঙারি।
ভালহি মৃগমদ-পত্রক সারি॥
চিকুর বনাওল বেণী ললিত।
কুঙ্কুম হিয়া পর করল রচিত॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে।
জীবন নিছই লেওল তছু শরণে॥
তাম্বূল সাজি বদন মাহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল॥
কোরে আগোরি রাখল হিয়া-মাঝ।
কো কহ তাকর ধরমক কাজ॥
চির পরিপূরিত দুহুঁ অভিলাষ।
হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস॥ ৭৬৬॥

সুহই

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতকে জলদে কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সেহ না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডিদাসে কহে॥৭৬৭॥

—:০—

আসওয়ারী

নিতুই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি যায়॥
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবায়ে করিল অন্ধ॥
চণ্ডিদাস কহে দুহুঁ সম নহে
এখানে সো বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত॥ ৭৬৮॥

অথ বাসক-সজ্জা



[সর্ব্বকালোচিত]

[পৃঃ ২৫৫-২৫৬ দ্রষ্টব্য]

এক দিন বর নাগর শেখর
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা জলে॥
রসের শেখর নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করল তাতে॥
গোধন চালাঞা শিশুগণ লঞা
গমন করল ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহ-মাঝে॥
কহে চণ্ডিদাসে বাশুলী আদেশে
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বন্ধুর সঙ্কেত
না ছাড়্য আপন হিয়ে॥৭৬৯॥

—:০:—

মঙ্গল রাগ

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আবেশে কহত মনের কথা।
কবহুঁ হরষি বিষাদ বেথা॥
সঙ্কেত করল নাগর রায়।
কি করব সখি কহ উপায়॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি।
কেমনে যাইব রহিতে নারি॥
এতহুঁ ভাবিয়া চলিলা ধনি।
যতহুঁ বিঘিনি কছু না গণি॥
সখীগণ মেলি সঙ্কেত-গেহে।
আওল তরুণী-রমণ কহে॥৭৭০॥

—০—

কেদার

অনুপম মন অভিলাষ।
সঙ্কেত-কুঞ্জহিঁ শেজ বিছায়ই
কানু মিলব প্রতিআশ॥
মৃগমদ চন্দন গন্ধ সুলেপন
বিকসিত চম্পক-দাম।
কর্পূর তাম্বুল সম্পুট ভরি রাখয়ে
পূরব মনরথ কাম॥
মঙ্গল-কলস পর দেই নব পল্লব
রম্ভা শোভে তছু ঠাম।
রতন-প্রদীপ সমীপহিঁ জারল
চামর-বীজন অনুপাম॥
কত উপহার কুঞ্জ মাহা করলহি
কানু মিলব প্রতিআশ।
ঘর বাহির কত আওত যাওত
কি কহব বলরাম দাস॥৭৭১॥

—০—

ধানশী

সাজল কুসুম- শেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুর কপূরে পুন বাসই
ভৈ গেল মদন-ভরাঁতি॥
আজু ধনি সাজলি বাসক-শেজ।
মনমথ লাখ মন-রথে ধাবই
অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজ॥
ঘন ঘন অভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
খেনে খেনে তেজই তাই।

চকিত বিলোকনে চমকি ঘন উঠয়ে
হেরই নিজ-তনু-ছাই ॥
কাতর বচনে সম্ভাষই সহচরী
কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দদাস ক- হই অব শুনিয়ে
সঙ্কেত-মুরলী-নিসান ॥১৭২॥

—০:০—

[অথ বাসক-সজ্জা—সর্ব্বকালোচিত]

[প্রকারান্তরম্]

'বনয়ারি আওব রাই-গৃহ-মাঝ।'
শুনি সখীমণ্ডল করু ধনি-সাজ ॥
চাঁচর চিকুরে বনাওল বেণী।
যৈছন দিনকরতনয়া-বেণী ॥
তঁহি দেই মালতিকুসুমকি মাল।
যমুনাজল জনু হংসকি জাল ॥
সীঁথহিঁ মণিময় সীঁথি উজিয়ারী।
জলদ উপরি জনু অচপল বিজুরী ॥
সিন্দুর-বিন্দু ললাটহিঁ দেলা।
বিধু-উপরে রবি উদিত কি ভেলা ॥
চন্দন-বিন্দু দেই চহুঁ পাশে।
রবি বেড়ি তারকগণ জনু ভাসে ॥
নয়নহিঁ দেওল কাজররেখা।
কমল উপরি জনু অলি দিল দেখা ॥
নাসা শিখর দেই গজমোতি।
ঝলকে যৈছন তারকজোতি ॥
শ্রীরঘুনন্দন-পহুঁ যাহা দেখি।
হোয়ব সুখিত বিষাদ উপেখি ॥ ১৭৩ ॥

—::—

যথা রাগ

মণিময় সুন্দর মনোহর গণ্ডহিঁ
বহু পত্রাবলি লেখি।
শ্রবণযুগলে মণি- কুণ্ডল দেওত
বিধু লজ্জিত যাহা দেখি ॥
পয়োধর-উপরি মকরী বহু লেখল
চন্দন ঘনরস ডারি।
গলিত-কনক-রস চিত্রিত কঞ্চুক
বান্ধল কসি দিয়া ডোরি ॥
মুকুতাহার ম- নোহর মণিময়
পদক কনক-কৃত দাম।
কণ্ঠহিঁ দেওল যূথী কুসুমকি
মালা অতি অনুপাম ॥
ভুজযুগে সুন্দর তাড় পরাওল
কঙ্কণ চুড়ী বালা।
নবজলধর সম বসন পিন্ধাওল
বান্ধল কিঙ্কিণী-মালা ॥
চরণহিঁ পঞ্চম- বাজন নূপুর
দেই ঘুঙ্ঘর-বঙ্কে।
শ্রীরঘুনন্দন করল সুরঞ্জিত
নব-যাবকরস-পঙ্কে ॥ ১৭৪ ॥

—:-:—

রাই-বেশ দেখি সুখী সব সহচরী।
গৃহ সাজাইতে আরম্ভিলা যত্ন করি ॥
অগুরুচন্দন-জলে করিয়া সেচন।
সম্মার্জ্জনী করে ধরি করিলা মার্জ্জন ॥
রম্ভা-তরু রোপন করিয়া দ্বারদেশে।
জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ দিলা তার পাশে ॥
চিত্র চন্দ্রাতপ আরোপিলা গৃহমাঝে।
মুক্তাময় ঝালর যাহাতে বহু সাজে ॥
পরিষ্কার পালঙ্কে পাতিয়া পট্ট-তূলি।
তদুপরি পুষ্প বিছাইলা বোঁটা ফেলি ॥
সজ্জিত-তাম্বূলে পূর্ণ সম্পুট রাখিলা।
সারি সারি মণিময় প্রদীপ জালিলা ॥
দেহ-গেহ-শোভা দেখি আনন্দিত-মন।
শ্রীকিশোরী করিছেন হৃদয়ে ভাবন ॥
আজি বঁধু নিকুঞ্জে করিলে আগমন।
কহিবনা আমি তারে কোনহ বচন ॥

তাহার যাহাতে সুখ—করিব তাহাই।
লাজ নিয়া কি করিব—যাহে সুখ নাই॥
শ্রীরঘুনন্দন দাস সময় জানিয়া।
টানিবে দোলন-পাখা বাহিরে থাকিয়া॥৭৭৫॥

—০—

[অথ মিলনম্]

হেন মতে রাই করত আশ
কভু নিরখত দেহ-বাস
কভু করতহিঁ নর্ম্মহাস
গদ গদ পদ ভাষে।
হেনই সময়ে নাগর-রাজ
করিয়া দিব্য নটবর-সাজ
আওল দেখি সখীসমাজ
কহত রাই-পাশে॥
দেখহ সখি! নয়ন ভরি
আওত ঘরে বংশী-ধারী
গোকুলপুর-যুবতিনারী-
চিত্তহরণকারী।
নীলরতন-জলদ-শ্যাম
জিনিয়া কোটি-কোটি কাম
শশধর-শত-লক্ষ ধাম
ধৈরয-ধন-হারী॥
রাকা-পতি-সম বয়ান
ইন্দীবর জিনি নয়ান
বরিখত সুকটাক্ষ-বাণ
বঙ্কিম-ভুরু-চাপে।
চূড়হিঁ শুভ কুসুম-গুচ্ছ
গুঞ্জ-মাল কেকি-পুচ্ছ
ইন্দ্র-ধনুরে করয়ে তুচ্ছ
মন্দ পবন কাঁপে॥
চিত্রিত-দল-কুসুম-পাতি
মুকুর জিনিয়া মধুর ভাতি
মণি-কুণ্ডল বহল-কাঁতি
গণ্ড-যুগল সাজে।
মদ-কল-করি-করভ-শুণ্ড
জিনি দোলই বাহুদণ্ড
করত যোই লণ্ডভণ্ড
গোকুল-বধূ-লাজে॥
গিরিতট-সম উর বিশাল
তহিঁ দোলত মুকুতা-মাল
কনক-যূথি-দাম ভাল
সৌরভে অলি ধায়ে।
কটি-তটে শোভে পীত বাস
গজবর জিতি গতি-বিলাস
রঘুনন্দন-নাম দাস
চিতে নিতি ভাওয়ে॥৭৭৬॥

—০::০—

[বসন্তকালোচিত]

গান্ধার

রাধিকা আদেশে মনের হরিষে
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী আর জাতি যূথি
সাজাইছে থরে থরে॥
আজু রচয়ে বাসক-শেজ।
মুনিগণ-চিত হেরি মুরছিত
কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥
ফুলের আচির ফুলের প্রাচীর
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস আলিস কারণ
প্রতি ফুলে ফুল-শর॥
শুক পিক দ্বারী মদন প্রহরী
ভ্রমরা ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত সহিত বসন্ত
মলয় পবন বায়॥
উজোরল রাতি মণিময় বাতি
কর্পূর তাম্বূল বারি।
চণ্ডিদাস ভণে রাখি স্থানে স্থানে
শয়ন করল গোরী॥৭৭৭॥

—:০:—

কামোদ

উজোর রাতি শেজ নব কিশলয়
বাসিত তাম্বূল বারি।
এহি উপচারে আজু পহুঁ ভেটব
ঐছন মরম হামারি॥
সজনি কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশ-মণি- পরশক বাধন
অভরণ সৌতিনী মান॥
তুহুঁ মণি-কুণ্ডল কঙ্কণ কিঙ্কিণী
তুহুঁ নূপুর পুন রাখি।
সো তনু পরশে পুলক জনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি ধনি
কানু-মরম তুহুঁ জান॥৭৭৮॥

ধানশী

বাসিত বারি কপূরিত তাম্বূল
কুসুমিত মদন-শয়ান।
উজোর দীপ সমীপহি জারহ
বিচরহ চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যায়ে আনন্দ।
ঋতু-পতি-রাতি অবহুঁ নব নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ॥
বিহি পায়ে লাগি মাগি নিব এক বর
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস কহই হরি-পরশহি
সো পুন রহত হোত সন্দেহ॥৭৭৯॥

—:০:—

সুহিনী

সে যে বৃষভানু সুতা।
মরমে পাইয়া বেথা॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে মথপানে চাঞা॥
ফুল শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া॥
উজর চাঁদনি রাতি।
মন্দিরে রতন বাতি॥
কহে সব ভেল আন।
কাহেঁ না মিলল কান॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী বহি গেল॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডিদাস॥৭৮০

কামোদ

শুন শুন নাগর সব গুণ আগোর
তুঁহু বর চতুর সুজান।
একলি সঙ্কেত- নিকেতনে সো ধনি
নয়ানে না হেরই আন॥
তোঁহারি গমন পুন পুন হেরত
সো অবিচল কুলবালা।
রতন-প্রদীপ বাসগৃহে সাজই
তুয়া লাগি গাঁথই মালা॥
এত কহি সহচরী তুরিতে গমন করি
কুঞ্জে ভেল উপনীত।
ভণ যদুনন্দন ও নন্দ-নন্দন
গমনহি উনমত চিত॥৭৮১॥

—০—

[বর্ষাকালোচিত]

যথা রাগ

গগনে গরজে ঘন নিশি আন্ধিয়ারী।
কুঞ্জহিঁ শেজ রচয়ে বর-নারী॥
মিলব নাগর-বর অভিলাষে।
অঙ্গহিঁ রচয়ে বিভূষণ বাসে॥
তাম্বূল কর্পূর গন্ধ অপার।
মৃগমদ চন্দন করু ফুল-হার॥
মনহিঁ মনোরথ কত অনুমান।
চিন্তয়ে কাঁহে না মিলল কান॥৭৮২॥

—:০:—

যথা রাগ

এ ঘোর রজনী মেঘ-গরজনি
কেমনে আয়ব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া ॥
সোই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগ-ভরে ॥
এহেন রজনী কেমনে গোঙাব
বঁধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে ॥
দহয়ে দামিনী ঘন-ঝনঝনি
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মিলবি বঁধুর সনে ॥ ৭৮৩ ॥

—০—

তথা রাগ

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতী-গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার ॥
সজনি কি ফল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান ॥
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু-পিরীতি অভিলাষে।
না জানিএ কোন কলাবতী বান্ধল
ভাঙ-ভুজঙ্গিনী-পাশে ॥
দারুণ ফুল-শর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন-গারি।
গোবিন্দদাস কহ এ দুহুঁ সংশয়
নিরসব রসিক মুরারি ॥ ৭৮৪ ॥

—০০—

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে দূতী-সম্বাদ]

[শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে যথা]

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং
লতা-গৃহে দৃষ্ট্বা।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে
সখী প্রাহ ॥

[গীতম্]

[গৌণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে]

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
ত্বদধর-মধুর-মধূনি পিবন্তম্।
নাথ হরে সীদতি রাধা বাস-গৃহে ॥
ত্বদভিসরণ-রভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥
বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয়-বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া ॥
মুহুরবলোকিত-মণ্ডন-লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত-লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥ ৭৮৫ ॥

[অনুবাদ]

শ্রীকৃষ্ণে চির-অনুরক্তা শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণসকাশগমনে একান্ত ঔৎসুক্য থাকিলেও দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন গমনে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে সখী রাধাবিরহবিধুর হরির সকাশে উপস্থিত হইয়া রাধিকার অবস্থা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে হরি! হে নাথ! শ্রীমতী কুঞ্জগৃহে অবসন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই যেন তুমি আসিয়া তাঁহার অধর-সুধা পান করিতেছ।

তোমার অভিসার উদ্দেশে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দুই এক পা অগ্রসর হইতেই স্খলিতপদ হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেছেন।

ধবল মৃণালবলয় এবং কিশলয়-কঙ্কণ পরিধান করিয়া, তোমার সহিত মিলিত হইবেন এই আশায় তিনি জীবিত রহিয়াছেন।

শ্রীমতী তোমার মত বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ চাহিয়া দেখিতেছেন এবং "আমিই শ্রীকৃষ্ণ" মনে করিয়া উল্লসিত হইতেছেন। লীলা—"প্রিয়স্যানুকৃতিঃ"।

শ্রীমতী পুনঃপুনঃ সহচরীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"প্রাণনাথ এখনও কেন অভিসারে আসিলেন না।"

কখনও মেঘবরণ অন্ধকারকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন।

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বিলম্ব দর্শনে শ্রীরাধার লজ্জা দূরে পালাইয়াছে। তিনি বাসর-সজ্জা রচনা করিয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছেন।

শ্রীজয়দেবকবি-রচিত এই সরস পদাবলী রসিক ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করুক।

—০—

[পুনশ্চ তথাহি]

বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী।
তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী॥
অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি
সঞ্চারিণা, প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে
বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পরচনা সঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা
নিশাং নেষ্যতি॥ ৭৮৬॥

[অনুবাদ]

হে শঠ! হরিণনয়না রাধিকা ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইতেছেন, তদীয় চিত্ত মোহান্ধ হওয়াতে তিনি বিহ্বল হইয়া সুদীর্ঘ চীৎকার সহকারে বিলাপ করিতেছেন এবং প্রগাঢ় মদনচিন্তা করিতে করিতে তোমার ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া প্রেমরসসাগরে মগ্ন হইতেছেন।

তিনি পুনঃ পুনঃ অঙ্গে বিভূষণ ধারণ করিতেছেন, পত্রশব্দে চকিত হইয়া তুমি আসিয়াছ বিবেচনায় শয্যাবিরচনা করিতেছেন এবং বহুক্ষণাবধি তোমার চিন্তায় অভিনিবিষ্ট রহিয়াছেন। বরবর্ণিনী রাধা এইরূপে বেশবিন্যাস, তোমার আগমন সিদ্ধান্ত করত চিন্তা, শয্যাবিরচনা ও সঙ্কল্পলীলা সমূহে আসক্ত থাকিয়াও কেবলমাত্র তোমার অদর্শনে কোনরূপেই রজনী অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

—:০:—

বিহাগড়া

ধনি সহজে রাজার ঝি।
ঘরের বাহিরে কখন না হয়
আমরা দেখিয়াছি॥
তাহাতে রজনী কানন মাঝারে
করয়ে কমল-শেজ।
মিনতি করিয়া প্রিয়-সখীগণে
কানুক উদ্দিশে ভেজ॥
সবহুঁ রজনী নিন্দ যায়ে ধনি
রতন পালঙ্কোপরে।
সে যে কমলিনী জাগয়ে যামিনী
নিমিখ না দেই ডরে॥
কর পদতল ও থল-কমল
ননির পুতলী দেহ।

সে যে সুকুমারী　　কান্দয়ে গুমরি
এত না সহিবে কেহ ॥
এ ঘর বাহির　　করে কত বার
কপট শঠের আশ।
এতহুঁ বিপদ　　সহিতে না পারি
ধায় কানুরাম দাস ॥ ৭৮৭ ॥

—(০)—

["দেহলী মানয়ে দুর"—গোবিন্দদাস
"ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ"—জ্ঞানদাস]

—০০—

গান্ধার

তোঁহারি সঙ্কেত-　　কুঞ্জে কুসুমশর-
পুঞ্জে রহল একেশ্বরিয়া।
তনু-বন বিরহ-　　দহনে ধনি দগধই
প্রাণ-হরিণী যায় জরিয়া ॥
মাধব ধৈরজ গমন তোহারি।
ও খন লাখ　　কলপ করি মানই
তলপ ভরয়ে দিঠি-বারি ॥
তোঁহারি সন্দেশ- আশে ধনি কুলবতী
খোয়ল কুল-তনু-কাঁতি।
নিকরুণ মদন　　বেদন নাহি জানই
হানই খরশর-পাঁতি ॥
পরাণ প্রেম　　আশ-গুণে বান্ধল
ভায না নিকসই বদনে।
ভণে যদুনন্দন　　সো জনি টুটয়ে
অতয়ে চলহ সোই সদনে ॥ ৭৮৮ ॥

—:—

সিন্ধুড়া

সে নারী মরুক　　জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম।
পরিণামে পায়　　অতি পরাভব
যেমত পঙ্কজ হেম ॥

তোঁহে কি বলিব　　সকল জানহ
যার লাগি যেবা জীয়ে।
সে কেনে নিদয়া　　নিঠুর হইয়া
এতেক যাতনা দিয়ে ॥
তোঁহার মুরলী　　ডাকিল সুস্বরে
আইল ধাইয়া বনে।
তাহে হেন কর　　ওহে বংশী-ধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে ॥
তোমা হেন বিধি　　মিলাইল রাধা
পুন তা হইল বাধা।
এ সব বচন　　কহিতে কহিতে
শোকেতে মরিবে রাধা ॥
তোঁহারি কারণ　　এ ঘর দুয়ার
বেঁধেছি অনেক দুখে।
তাহা ভাসাইতে　　এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে ॥
চণ্ডিদাস দেখি　　বড়ই বেথিত
মুখে নাহি সরে বাণী।
চিত বেয়াকুল　　হইল আকুল
যতেক ব্রজের ধনি ॥ ৭৮৯ ॥

—০—

বালা ধানশী

সখী-মুখে শুনইতে সুনয়নী-দুখ।
কি করব কানু কছু না কহত মূক ॥
নয়নক নীর বয়ন সঞে বারি।
চলইতে টলমল চলই না পারি ॥
ধাঁধসে মিলল সুন্দর শ্যাম।
সব দুখ দূরে গেল পূরল কাম ॥ ৭৯০ ॥

—০—

ধানশী

রাধামাধব　চিরদিনে　মেলি।
দুহুঁ ভেল অচেতন কি করব কেলি ॥
দরশনে পুলকিত দুহুঁ তনু কাঁপ।
পুন পুন লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥

কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণী।
ঘামে ভিগল তনু ঘনে অছু মানি॥
পহিল সমাগম ঐছন ভেলি।
রাধামোহন-পহুঁ দুহুঁ রস-কেলি॥ ৭৯১॥

—:০:—

সিন্ধুড়া

আইস আইস বঁধু আধ আঁচরে আসিয়া বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়া আঁখি॥
বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কাল কেশের মাঝে তোমা বঁধু রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহে তান হার নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কে বা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥ ৭৯২॥

—:*:—

শ্রীরাগ

দেখ সখি রাধামাধব প্রেম।
তুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠক হেম॥
মুখ অবলোকনে অনিমিখ লোচনে
আনন্দ নীরে নয়ান যব ঝাঁপয়ে
দোহেঁ পসারিতে বাহু।
কাঁপয়ে ঘন ঘন
কৈছে হোয়ত নিরবাহু॥
মধুরিম হাস- সুধা-রস বরিখণে
গদ গদ রোধয়ে ভাষ।
চির দিনে মিলন লাখ গুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস॥ ৭৯৩॥

—:*:—

গুর্জ্জরী

দিনকর-কিরণ- রহিত ঘন কুঞ্জহি
মিলল যুগল কিশোর।
দুহুঁ কর কিরণহি গেও সব আন্ধিয়ার
জনু কোটি রবিক উজোর॥
সজনি দেখ রাধামোহন-কেলি।
অনিমিখ নয়ন- চষক ভরি পিয়ত
দুহুঁ রূপ সুধা সম মেলি॥
পরশহি দুহুঁ তনু সুনীক পুতলী জনু
মিলনক বেরি নহ ভেদ।
ঐছন মিলত কত সুখ পাওত
না রহ লব পুন খেদ॥
চিরদিন মিলন করত কত নিধুবন
আনন্দ-সায়রে বুর।
রাধামোহন-পহুঁ অহনিশি ব্রজে রহু
সকল মনোরথ পূর॥ ৭৯৪॥

—:০:—

গান্ধার

চিরদিনে মিলন হোয়ল যব নিধুবনে
নিধুবন কত কত ভাতি।
তৈছন সখীগণ করল গুণ-কীর্ত্তন
দুহুঁ কর প্রেমে উনমাতি॥
হরি হরি কি কহব অদ্ভুত প্রীত।
দুহুঁ কর প্রেম অতুল হেম সম
দুহুঁ জানয়ে দুহুঁ রীত॥
ঐছন কেলি করল দুহুঁ বহুক্ষণ
দুহুঁ মানস পরিপূর।
সখীগণ তৈছন পূরল মনোরথ
তবহিঁ চলল ব্রজপুর॥
যবহি চলল ব্রজ তবহিঁ বেয়াকুল
হোয়ল সকল পরাণ।
তছু গুণ গানে পুন আনন্দ বাঢ়াওল
রাধামোহন অনুমান॥ ৭৯৫॥

—:—

অথ উৎকণ্ঠিতা

[বসন্তকালোচিত]

সুহই

মধু-ঋতু রজনী উজোরল হিমকর
মলয়-সমীরণ মন্দ।
কানু-আশোয়াশে চপল মনোভবে
মনহি বিথারল ধন্দ॥
সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দী-কূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥
কিশলয় দহন- শেজ অব সাজহ
আহুতি চন্দন-পঙ্কা।
দ্বিজ-কুল-নাদ- মন্ত্রে তনু জারব
দূরে যাউ প্রেম-কলঙ্কা॥
চিত-রতন মঝু কানু পাশে রহু
অবহুঁ না মিলল যোই।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
আবহিঁ মিলব সোই॥ ৭৯৬॥

—০০০—

শ্রীরাগ

দ্বারের আগে ফুলের বাগ
কি সুখ লাগিয়া রুইলুঁ।
মধু খাইতে খাইতে ভ্রমর মাতল
বিরহ জালাতে মৈলুঁ॥
জাতি রুইলুঁ যূথি রুইলুঁ
রুইলুঁ গন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে নিঁদ নাহি আসে
পুরুষ নিঠুর জাতি॥
কুসুম তুলিয়া বোঁটা তেয়াগিয়া
শেজ বিছাইলুঁ কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুকে গায়
রসিক নাগর বিনে॥
রতন মন্দিরে সখীর সহিতে
তা সনে করিলুঁ প্রেম।
চণ্ডিদাস কহে কানুর পিরীতি
যেন দরিদ্রের হেম॥ ৭৯৭॥

—::—

শ্রীরাগ

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিলুঁ পিরীতি-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জালাতে জলিল গলা॥
সোই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জালায় জলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি কি করিব সখি
আগুণ হইল ফুল॥
ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মল হইল দেহা।
চণ্ডিদাসে কয় কহিল না হয়
ঐছন কানুর লেহা॥ ৭৯৮॥

—০:০—

পঠমঞ্জরী

আর কি মিলিব মোরে পিয়া গুণ-নিধি।
কি রাতি সু-রাতি হবে অনুকূল বিধি॥

গগনে আছিল চাঁদ সেই অতি মন্দ।
হিয়া জর জর হৈল খসিল পাঁজরের অঙ্গ ॥
এখনে না আইল পিয়া কে কৈল আটকে।
নিজ ঘরে রহিল কিবা পড়িয়া বিপাকে ॥
শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে।
পরাণ গেলে কি করিবে পিয়া দরশনে ॥
চণ্ডিদাসে কহে প্রাণ যাইবেক কেনে।
চিত স্থির করি রহ মিলিব এখনে ॥ ৭৯৯ ॥

—০॥০—

ধানশী

কিশলয়-শেজ করি কেন জাগি রাতি।
মদন দুরজন তাথে সঙ্গ হৈল ভাঁতি ॥
চন্দ্র-কিরণ তাহে বৈরী মোর ভেল।
দখিন পবন মোর সমুহ দুখ দেল ॥
অবহুঁ এখন বঁধু না আইল ইহা।
কেমনে ধরিব প্রাণ এত দুখ সৈয়া ॥
কাল রাতি কাল মোর দংশিল শরীরে।
কি আর অষুদ আছে বল না আমারে ॥
ধনন্তরী কাছে গিয়া সাধিব সব তন্ত্র।
ঘুচাব সকল জালা কাল যে ভুজঙ্গ ॥
মৃত মণি মন্ত্রে যেন মৃত হয়ে যায়।
তাহার অধিক যেন হৈল সব কায় ॥
চণ্ডিদাস বলে এই সময়ের দোষ।
বিরস না ভাব তুমি না করিহ রোষ ॥ ৮০০ ॥

—০—

কামোদ

নাহ নিঠুর-রীত ভেল কাহার চিত
তাহি রহল আজু রাতি।
প্রাণ গুণি গুণি খোয়ালুঁ পরাণী
সহজে অবলা নারী জাতি ॥
চণ্ডিদাসে ভণে মরম সমানে
না মিলিল আর কান।
জীবন যৌবন বৃথা অকারণ
কেমনে ধরিব প্রাণ ॥ ৮০১ ॥

—:—

শ্রীগান্ধার

ঋতু-পতি রাতি উজোরল চন্দ্র।
মলয় সমীরণ কুসুম সুগন্ধ ॥
যামিনী আধ অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল ॥
এ সখি হরি সঞে কি করব দ্বন্দ্ব।
আপন মনহি মনোভব মন্দ ॥
সো মুখ হেরইতে না রহ মান।
তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ ॥
যাকর বচনে নাহি বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দদাস ॥ ৮০২ ॥

—০—

যথা রাগ

কৃষ্ণ-আগমন-ব্যাজে উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শ্রীরাধিকা কহে ধরি সখী ললিতারে ॥
হা হা প্রিয় সখি কি করি বিচার আর।
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি চিতে
না হয় এ দুঃখের পার ॥
কিম্বা প্রতিকূল দুর বিধি হৈল
আসিতে নারিল হরি।
সে বনমালার অঙ্গ পরিমল
না পাইল নাসা ভরি ॥
সে দিঠি-চাতুরী সে মুখ-মাধুরী
হাসির হিল্লোল তায়।
নয়ান আরতি বাড়িল যেমতি
সদা দেখিবারে যায় ॥
বান্ধুলী-অধর আন পরিমল
কহে সুমধুর বাণী।
এ যদুনন্দন কহে সে বচন
শুনিলে জুড়ায় প্রাণী ॥ ৮০৩ ॥

—০—

[বাসন্তী. মিলন]

আওল ঋতুপতি-রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥
নৃপ-আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চনকুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ-মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দবিল্লি তরু ধয়ল নিশান।
পাটল তুণ অশোকদল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকা-কুল।
শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥ ৮০৪॥

—০—

[নব বৃন্দাবন]

মায়ূর

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম বিভোর॥
নবীন রসাল- মুকুল-মধু মাতিয়া
নব কোকিল-কুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নব রসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥ ৮০৫॥

—]*[—

পঠমঞ্জরী

কুসুম-ভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকর বোল॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়
দুহুঁ জন আরতি চন্দন বায়॥
পূণিমক রাতি মোহন ঋতু-রাজ।
বিদগধী বিদগধ মিলল সমাজ॥
নাহ নীলমণি-বরণ সুঠাম।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ॥
দোহেঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোরী॥
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ও রূপ বলিহারি বলরাম দাস॥ ৮০৬॥

—:০:—

কেদার

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল
পরিমল বকুল রসাল।
রসের পসার পসারল রসবতী
গাহক মদন গোপাল॥
বৃন্দাবনে কেলি-কলা-নিধি কান।
হাস-বিলাস- মগন দিঠি মন্থর
হেরি মুরছয়ে পাঁচবাণ॥
দুহুঁ রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
রস চাখই মদন দালাল।
দাস অনন্ত কহ ইহ রস-কৌতুক
দ্বিজকুল কহে ভালি ভাল॥ ৮০৭॥

—০—

বরাড়ি

তুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল তুহুঁক না ভায়ই জোর॥
কে নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
তুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার॥
খোঁজলু সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরলুঁ লেহ॥
যব কোই বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দগু দেই নিরসত পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগে দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল॥
ভনহুঁ বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ।
রাধামাধব ঐছন লেহ॥ ৮০৮॥

—:০:—

ধানশী

দারুণ ঋতু-পতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দুখ গেল॥
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া-পরসাদ॥
রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥ ৮০৯॥

—•-•—

পঠমঞ্জরী

চিরদিন ছিল বিহি মোরে প্রতিকুল।
পিয়া পরসাদে ভেল অনুকূল।
আছিলুঁ দারুণ বিরহে বিভোর।
তুরিতে আসিয়া পিয়া মোহে নিল কোর।
তৃষিত চাতক যেন নব ঘন মেলি।
ভুখিল চকোর চাঁদে জনু করু কেলি।
জনু বনজানলে দগধি পরাণ।
ঐছন হোয়ল অমিয়া-সিনান॥ ৮১০॥

—:০:—

[হিমকালোচিত]

তথা রাগ

মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলুঁ
কানু-মিলন-প্রতিআশে।
অভরণ বসন অঙ্গে সব সাজল
তাম্বূল কর্পূর বাসে॥
সজনি সবহুঁ বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে
সো নাহি দরশন দেল॥
ফুল-শরে জর জর সকল কলেবর
কাতরে মহী গড়ি যাই।
কোকিল-বোলে ডোলে ঘন জীবন
উঠি বসি রজনী গোঙাই॥
শীতল ভূতল গরল সমান ভেল
হিমাচল-বায়ু হুতাশ।
লোচনে নীর থির নাহি বান্ধয়ে
কান্দয়ে কানুরাম দাস॥ ৮১১॥

—০—

[শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আপ্ত-দূতী]

কামোদ

নিকুঞ্জ মন্দিরে শেজ বিছায়ই
সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
নীল নিচোলে সো তনু ঝাঁপল
পবনে না রহে সেহ॥
সুকুমারী কত না সহিবে দুখ।
মন্দিরে রচিত তূল-পরিযঙ্ক
তেজিয়া সে সব সুখ॥
কপট কানু- পিরীতি লাগিয়া
আওল সঙ্কেত-গেহা।
কোন্ কলাবতী সঙ্গে বিলসই
তেজিয়া এ হেন লেহা॥

এ ঘর বাহির করিতে কতই
চমকিত হৈয়া চাহে।
ঘন বসি উঠে দেখি প্রাণ ফাটে
শিবরাম দাসে কহে ॥ ৮১২ ॥

—•:•—

ধানশী

তোঁহারি সঙ্কেত- নিকুঞ্জে বসিয়া
কত করু পরলাপ।
তুহিন-পবনে বিরহ-বেদনে
সঘনে হৃদয় কাঁপ॥
পূরব বাসক- শয়ন সোঙরি
রচই বিবিধ শেজ।
সহচরীগণে করিয়া রোদনে
দূরেহি সবহুঁ তেজ॥
কবহুঁ সুমুখী বিমুখ হইয়া
মানিনী সমান রহে।
যায় যায় কান না হেরি বয়ান
সতত এমতি কহে॥
কবহুঁ রোদন দশন বিথারি
খল খল করি হাসে।
দারুণ বিরহে ভৈ গেও বাউরী
কহই অনন্ত দাসে॥ ৮১৩ ॥

—:•:—

ধানশী

পবনক পরশহিঁ বিচলিত পল্লব
শবদহিঁ সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনি নিরখয়ে
জানল আয়ল কান॥
'মাধব সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি
অব কৈছে রহবি ছাপাই।'
পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
পুন অনুমানয়ে চিতে।
'ভুলল পন্থ অন্ত নাহি পায়ল
না বুঝিয়ে নাগর-রীতে।'

নূপুর-রণিত- কলিত নব মাধুরী
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
কহতহি কানুরাম দাস॥ ৮১৪ ॥

—:-:—

সুহই

তোঁহারি সংবাদে জাগি সব যামিনী গোরী।
স্বামীক শয়ন- সীম সঞে আওল
গুরু-দুরজন-দিঠি চোরি॥
মাধব চলইতে জনি বিলম্বহ।
কালিন্দী-কূল- কুঞ্জে কুল-কামিনী
ভামিনী তুয়া পথ চাহ॥
একলি সঙ্কেত- নিকেতনে বৈঠলি
কর-তলে মুখ-শশী লই।
তোঁহে বিনু ক্ষণহি জনু মানত যুগ-শত
ঐছন সময় গোই॥
হিয়া অভিলাষ হাস ক্ষণে রোয়ই
ক্ষণহি ক্ষণহি মূরছান।
তুয়া রস-পরশ- আশে অব জীয়ই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৮১৫ ॥

—:০:—

তিরোতা

শিশিরক শীত সবহুঁ দূরে গেল।
বিরহ-আনলে জনু নিদাঘ সম ভেল॥
দহই কলেবর শীতল পবনে।
কো পাতিয়ায়ব ইহ সব বচনে॥
জর জর অন্তর বিরহক ধূমে।
জাগরে জাগি দূরে রহু ঘুমে॥
বচন কহই যব জনু পরলাপ।
কহই না পারিয়ে যতহুঁ সন্তাপ॥
কোই কহয়ে তোঁহে রসময় কান।
তুহুঁ সম কঠিন জগতে নাহি আন॥
তোঁহারি বচনে আর নাহি পরতীতি।
কুলবতী করু জনি তোঁহে পিরীতি॥

যতহুঁ বিরহ দুখ কি কহব হাম।
দাস যদুনাথ তোঁহে পরণাম ॥ ৮১৬ ॥

—০—

বিহাগড়া

হরিণী-নয়নী তেজি নিজ মন্দির
আবইতে সঙ্কেত-ঠামা।
তৈখনে চাঁদ উদয় ভেল দারুণ
পসারল কিরণ-দামা ॥
মাধব তোঁহে কিয়ে বোলব আন।
বিষম কুসুমশরে পাঁজর জরজর
ধনি জনি তেজই পরাণ ॥
মোতিম হার ভার হিয়ে জারই
কর-কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক।
সহচরী কোরে ভোরে তনু মোরই
লোরে ধরণী করু পঙ্ক ॥
কালিন্দী-কূল কদম্ব কি কানন
নামে নয়ানে ঝরু বারি।
তুয়া বিনু মাধব একলি নিকুঞ্জে
কৈছে জীয়ব বরনারী ॥
কিশলয় শয়নে থির নাহি বান্ধই
চন্দন পবনে মুরছাই।
গোবিন্দদাস কহই হরি আভসর
যতিখন জীবই রাই ॥ ৮১৭ ॥

—:০:—

ধানশী

শুন শুন মাধব বিদগধ-রাজ।
ধনি যদি দেখবি না সহে বেয়াজ ॥
নব কিশলয়-দলে শুতলি বর-নারী।
বিষম-কুসুম-শর সহই না পারি ॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে তুয়া দরশক লাগি ॥
অনেক যতনে কহ আখর আধ।
না জানিয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ ॥
নরোত্তমদাস-পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলা-গুরু তুঁহু সব জান ॥ ৮১৮ ॥

—:—

ধানশী

দূতীক বচন শুনি নাগররাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মন মাহা হোয়ল বহুত উল্লাস ॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞে হরি কয়ল পয়াণ ॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর ॥
জ্ঞানদাস কহে অপরূপ রূপ।
যুগল মিলন সুধা-রসকূপ ॥ ৮১৯ ॥

—০০—

ধানশী

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনি অনুরাগিণী সহজই বাম ॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুঁহু কাঁহে মাধব ভেলি উদাস ॥
পহিলহি যত তুঁহু আয়তি কেলি।
সো অব দূরহি দূরে রহি গেলি ॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুঁহু কাহে বচন না শুনসি মোর ॥
তুয়া লাগি কুল শীল তেজলুঁ হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম ॥
জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই।
ধনি অতি সরল কহয়ে পুন তাই ॥ ৮২০ ॥

—০:০—

ললিত

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনিক বিরহ-তরঙ্গ ॥
যৈছে বিরহ-জরে লুঠল রাই।
তৈছন অমিয়া-সাগরে অবগাই ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু নানা কেলি ॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর ॥

বিকসিত সুকুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল ঝলমল কুঞ্জ-কুটীর॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে।
নরোত্তমদাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥৮২১॥

—ঃ—

ধানশী

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ-লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভায়।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দুরহি দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস॥৮২২॥

—০—

ধানশী

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদন হি ভোর।
কানু কমল-করে মোছাইল লোর॥
মান-জনিত দুখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দুরহি দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস॥৮২৩॥

—০—

ভাটিয়ারি

বৃন্দাবিপিনে বিহরই
মাধব মাধবী-সাঙ্গিয়া।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন গাওত সুললিত
চলন নর্ত্তন-গতি ভাতিয়া॥
শ্রবণ যুগলে কুন্তল শোহই
নব কিশলয় তোড়িয়া।
দুহুঁ কাঁধে দুহুঁ ভুজ শোহই চুম্বই
মুখ-শশী মোড়িয়া॥
মত্ত কোকিল মুরলী তাহে বাওত
নাচত শিখীগণ মাতিয়া।
তেজি মকরন্দ ধাই বেঢ়ল
মুখর-মধুকর-পাঁতিয়া॥
সকল সখীগণ কুসুম বরিখণ
আনন্দ ও রসে ভোরিয়া।
গোবিন্দদাস কবহি হেরব
ও রস-সায়রে (অব) গাহিয়া॥৮২৪॥

—ঃঃ—

বিহাগড়া

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন ক্ষণে মুখ চুম্বন
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি॥
আলাঞা চাঁচর কেশ করে বহুবিধ বেশ
সিন্দুর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদ দেখি ঘাম আকুল হইয়া শ্যাম
মোছায়ই বসন অঞ্চলে।
দাসীগণ কর হৈতে চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখশশী সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরে নাগর অনিমিখে চায়॥
ঐছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি দুহুঁ চুম্বে মুখ-শশী
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে॥
আর যত সখীগণ সবে করে নিরীক্ষণ
দূরে রহ নরোত্তমদাসে॥৮২৫॥

——

"নরোত্তমদাসে কয় অপরূপ রূপময়
দুহুঁ তনু একই মিলিত"

—ঃ—

[প্রকারান্তরং]

কেদার

হিম-ঋতু যামিনী যামুন তীর।
তরল-লতা-কুল কুঞ্জ-কুটীর॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিন-সমীর।
কৈছে বঞ্চব শুন শ্যাম-শরীর॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া নেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহরি গেহ॥
কুলবতী-গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজন-নয়ন সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব তোহে রাই॥
ইথে যো পূরব তুহুঁ মনকাম।
তাকর চরণে হামারি পরণাম॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ ধরি জাগ।
তুহুঁ জনি তেজহ নব অনুরাগ॥ ৮২৬॥

—:o:—

ভূপালী

গুরু তুরু বঞ্চ উজোরল চন্দ।
গুরুজন-নয়ন পদহি পদ ফন্দ॥
তাহে অতি দূরতর পন্থ সঞ্চার।
ততহি কলাবতী চলু অভিসার॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুহুঁ অনুরাগিণী ত্রিভুবনে জীত॥
যাহা ধনি ধাধসে ভাঙ ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচ-বাণ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল সাধ॥৮২৭॥

—o—

ভূপালী

হিম-ঋতু-নিশি দিশি দিশি বহ বাত।
হিমকর শীকর নিকর নিপাত॥
মদন-জলধি-জলে তহিঁ দেই ঝাঁপ।
মিলল শ্যাম-তনু থরহরি কাঁপ॥
হরি পরিপূরিত-মানস-কান।
গোবিন্দ দাস গাওয়ে গুণগাম॥ ৮২৮।

—:o:—

তথা রাগ

হেরইতে দুহুঁ জন দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মন মনোভব-সিন্ধু॥
দুহুঁ দুহুঁ জীবন মিলল একঠাম।
আনন্দ-সাগরে হরল গেয়ান॥
দুহুঁ প্রেম পূরল দুহুঁ মনসাধ।
হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ॥ ৮২৯॥

উৎকণ্ঠানুরাগ

[সর্ব্বকালোচিত]

কামোদ

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লুঁ
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ।
মাধবী-পরিমলে ভোরি তনু জারই
ফুকরই মধুকর-পুঞ্জ॥
অবহুঁ না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত পিরীতি অনুরোধই
তেই নাহি যাত পরাণ॥
কানুক বচন- আমিঞা-রস সেচনে
বেচলুঁ তনু মন জাতি।

নিজ কুল-দূষণ ভূষণ করি মানলুঁ
তেঞি ভেল ঐছন শাতি ॥
হিমকর-কিরণে গমন অব রোধল
মন্দিরে চলত সন্দেহা।
গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানহ
কানু কি তেজল লেহা ॥ ৮৩০ ॥

—:০:—

কামোদ

কতহুঁ প্রেম-ধন হিয়া মাহা সাঁচি।
দুরজন-নয়ন-পহরী কত বাঁচি ॥
হাম রহুঁ সঙ্কেত আনত রহু কান।
একলি নিকুঞ্জে কুসুম-শর হান ॥
এ সখি হৃদয় জলত মঝু আগি।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি ॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই ॥
কুলবতী চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হা হা হরি করি কাননে রোই ॥
পন্থ নেহারি নয়ন লয় লাগি।
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগি ॥
অবহুঁ না মিলল শ্যামর-কাঁতি।
গোবিন্দদাস কহ দীঘল রাতি ॥
[গোবিন্দদাস-পহুঁ দিগ-ভঁরাতি] ॥৮৩১॥

—০—

কেদার

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা।
অরুণদমুং রতি-বীরমধীরা ॥
অতিচিরমজনি রজনিরতিকালী।
সঙ্গমবিন্দত নহি বনমালী ॥
কিমিহ জনে ধৃত-পঙ্ক-বিপাকে।
বিস্মৃতিরস্য বভূব বরাকে ॥
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠম্।
রণমারভত সুরারিভিরিষ্টম্ ॥ ৮৩২ ॥

—:—

[তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে যথা]

এখানে রাধিকা পুন কাতর হইয়া।
কহিতে লাগিলা অতি উৎকণ্ঠিত হৈয়া ॥
চক্ষু-ভঙ্গি করি কোন প্রেয়সীর গণে।
বদ্ধ কৈল কৃষ্ণচন্দ্র রহে সেইখানে ॥
কিম্বা নিজ ইচ্ছা করি চাহিনু মিলিতে।
তে কারণে কৃষ্ণ উপেক্ষিলা বা আমাতে ॥
হা হা চন্দ্র-দ্যুতিগণ প্রকাশ হইল।
তবু কুঞ্জ মধ্যে কৃষ্ণ এবে না আইল ॥৮৩৩ ॥

—:—

[তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে]

শুনহ বিরহি বধূগণে।
সবে আসি এক ঠাঁই প্রকাশ করহ তাই
দুঃখের সহায় কর মেনে ॥
শুনহ ভ্রমরাগণ গান কর অনুক্ষণ
ঝঙ্কার করিয়া অতিশয়।
বিদ্ধ কর মোর মন হরে যাতে সুচেতন
চেতনে পাইয়ে দুখ চয় ॥
বিশাখা ললিতা দোঁহে শুনিয়া রাইরে কহে
ঘোর চিন্তা কেনে কর তুমি।
কেনে দুখী কর মন যাতে তুয়া চেষ্টাগণ
সে তত্ত্ব জানিল সব আমি ॥
তুয়া যে হৃদয় হয় অত্যন্ত দুর্লভময়
সুলভ জানহ সেই জনে।
এই যে বচনগণে প্রতীত করহ মনে
কহে দাস এ যদুনন্দনে ॥ ৮৩৪ ॥

———

সুহই

সখি না বোলহ আর।
হাম ফল পায়লুঁ তার ॥
সহজেই মতি গতি বাম।
তৈছন ইহ পরিণাম ॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর।
সো অব হোয়ল চুর ॥

অবহু না রহ পরাণ।
সমুচিত কয়লহিঁ মান॥
বৈছে রহত মঝু দেহ।
সোই করহ অব থেহ॥
তুহু যদি না পূরবি আশ।
কি কহব বলরাম দাস॥৮৩৫॥

—০—

গান্ধার

দেখ সখি অটমীক রাতি।
আধ রজনী বহি যাতি॥
দশ দিশ অরুণিম ভেল।
আধ চাঁদনি উগি গেল।
অব হরি না মিলল রে।
বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
কাহে বনায়লুঁ বেশ।
বিঘটন কানুক সন্দেশ॥
কাহুঁকে লহ ইহ গারি।
ধনি জনি হোয়ে কুল নারী।
কৈছনে ধরব পরাণ।
কো এত সহে ফুলবাণ॥
গোবিন্দদাস যব জান।
অবহুঁ মিলায়ব কান॥ ৮৩৬॥

—০—

কি করব রে সখি! কহ না উপায়।
বনোয়ারি-বিহনে বিকল বড় অন্তর
ধৈরয ধরণ না যায়॥
ভবন-কলেবর- সাজ করলি যত
সব ভেল বিপতি-সমান।
এ লাগিয়া এহ সব অতি দূরে ডারহ
দেখি মোর পোড়য়ে নয়ান॥
করলহুঁ মন মাহা যাবত মনোরথ
ভৈ গেল সকল বিনাশ।
সো সব ভাবি অব তনু জরি যাওত
না রহত জীবন-আশ॥

কি করব কহিঁ যাব কৈছে জুড়াওব
কহ প্রাণ রহয়ে যাহায়।
শ্রীরঘুনন্দন কর জোড়ি নিবেদয়ে
ধনি থির কর আপনায়॥ ৮৩৭॥

—০—

[পুনশ্চ সখী প্রতি শ্রীরাধা]

প্রিয়সখি! কিরূপে করিব মন স্থির।
পামর শশীরে দেখি জলয়ে শরীর॥
এ পামরে কোন্ জন কহে 'সুধাকর'।
কিরণ-পরশে যার পুড়িছে অন্তর॥
এই দুষ্ট হরিছিল নিজগুরু-দার।
বিরহিণী বিনাশিতে ভয় কি ইহার॥
গৃহ-মাঝে থাকিলে ইহার যায় ভয়।
মলয় পবন কিন্তু বারণ না হয়॥
জগতের প্রাণ বায়ু সব লোকে কয়।
ইহার পরশে কেন শরীর জলয়॥
প্রিয়সখি! মোর অঙ্গে দাও আচ্ছাদন।
ইহার পরশ আর না হয় সহন॥
অথবা কি হবে অঙ্গে আচ্ছাদন দিলে।
বধিতেছে রব করি ভ্রমর-কোকিলে॥
কর্ণেতে অঙ্গুলি দিলে এ দায় এড়াই।
কিন্তু মদনের হাতে পরিত্রাণ নাই॥
হৃদয়ে থাকিয়া এহ ছাড়ে শরগণ।
কি করিয়া হইবে ইহার নিবারণ॥
অধিক অসহ্য হয় এসকল বাণ।
অতএব কিশোরীর নাহি রহে প্রাণ॥৮৩৮॥

—০•০—

কহিতে কহিতে এই সব কথা
আর না নিস্‌সরে বাণী।
থির-দিঠি হয়্যা ভূতলে পড়িলা
শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী॥
তাহা নিরখিয়া সব সহচরী
পাইয়া অধিক ত্রাসে।

'কি হল্য' বলিয়া করিয়া ব্যাকুলি
বেড়িলেন চারিপাশে ॥
শ্রীললিতা কোলে তুলিয়া লইয়া
ডাকিছেন নাম ধরি।
শ্রীবিশাখা দেন বদনে-কমলে
পুনপুন শীতবারি ॥
শ্রীচিত্রা করেন চন্দন লেপন
পুনপুন কলেবরে।
শ্রীচম্পকলতা করেন বীজন
চামর ধরিয়া করে ॥
অধিক যতনে হেন উপচার
করিছেন বারবার।
তথাপি কিঞ্চিত চেতনা না হল্য
কোন মতে শ্রীরাধার ॥
তবে শ্রীবিশাখা কহেন—ও সখি
চাহি দেখ বনমালী।
শুনি কৃষ্ণনাম কিশোরী চাহিলা
নয়ন-যুগল মেলি ॥ ৮৩৯ ॥

—:০:—

[পরস্পর সখ্যুক্তি]

গুর্জ্জরী

বুঝলমু কানুক আগমন-সঙ্কেত
পাশ ভই বান্ধল পরাণ।
দুখ দিতে ঐছন বিহি বড় দারুণ
কিয়ে করু ইহ নিরমাণ ॥
সজনি, হোর দেখ দারুণ বিষাদ।
আপন মরণ তছু পায় মাগিয়ে
হেরইতে রাই উনমাদ ॥
খনে উচ রোয়ই খনে পুন ধাবই
খনে পুন খল খল হাস।
চিত-পুতলী সম খনে খনে হোয়ই
প্রলপই দীঘল শোয়াস ॥
এ বড়বানল লাখ অধিক ভেল
কত সহুঁ ইহ সুকুমারী।
অতুল প্রেম-রীতি ঐছন পরতীতি
রাধামোহন বলিহারি ॥ ৮৪০ ॥

—]*[—

তবে অতিশয় দুখে হইয়া কুপিত।
কহিছেন শ্রীললিতা রাধায় কিঞ্চিত ॥
রাই! বুঝিলাম আমি তো বড় মুরুখ।
নাহি জান কিসে সুখ হয় কিসে দুখ ॥
এখনি মরিয়াছিলি যার উপেক্ষণে।
তারি নাম শুনি পুন পাইলি চেতনে ॥
শ্রীরাধা বলেন—সখি! কি বটে না জানি।
কানে প্রবেশিল যেন সুধা-তরঙ্গিণী ॥
মরিতাম যদি তবে ভালই হইত।
তোরাই করিলি কেন মোর এ অহিত ॥
এখন করিব কি তা কর উপদেশ।
কিসে মোর নাহি হয় আর হেন ক্লেশ ॥
ললিতা কহেন—সখি! শঠ আল্যে এথা।
না কহিয় তুমি তার সনে কোন কথা ॥
না চাহিয় তার পানে প্রসন্ন-নয়নে।
না কহিয় তারে দিতে মোদিগে আসনে ॥
যখন করিবে সেহ কাকুতি বিস্তর।
মোরাই তাহারে দিব উচিত উত্তর ॥
মান করি যদি দুখ দিতে পারো তারে।
কিশোরি! নারিবে তবে হেন করিবারে ॥
৮৪১ ॥

[গীতমালা]

—০—

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে আপ্তদূতী]

কেদার

মাধব মনমথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুল-শরে জর জর
পন্থ নেহারত তেরা ॥
উজোর শশধর দীপ পজারল
অলিকুল ঘাঘর রোল।
হনইতে হরিণী- নয়নী দরশায়ই
ওহি ওহি পিকু বোল ॥
তুহুঁ অতি মন্থর গমন দুরন্তর
মধু-যামিনী অতি ছোটি।

সো ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি ॥
আশা-পাশ লেই গলে বৈঠলি
প্রেম-কলপতরু-মূল।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে ধরব গরল ফল
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥ ৮৪২ ॥

—:—

[তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে]

(কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণ-
মনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব
কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব
ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥
অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব
ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি
সজলনলিনীদলজালম ॥
কুসুম-বিশিখ-শরতল্পমনল্প
বিলাসকলা কমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায়
করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ ॥
বহতি চ বলিতবিলোচন-
জলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদ-
দন্তদলনগলিতামৃতধারম্॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন
ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায়
করে চ শরং নবচূতম্॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি
মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি
সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য
ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি
রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং-
যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লভযুবতি-
সখীবচনং পঠনীয়ম্॥
আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখী-
মালাপি জালায়তে।
তপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহন-
জালাকলাপায়তে॥
সাপি ত্বদ্বিরহেন হন্ত
হরিণীরূপায়তে হা কথং।
কন্দর্পোঽপি যমায়তে
বিরচয়ন্ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্॥ ৮৪৩॥

—০—

বিরহোৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা তন্ময়তায় অবস্থিতা—একাগ্র শ্রীকৃষ্ণধ্যানে কখনও তাঁহাতে লীন হইতে-ছেন—কখনও বা তাঁহাকে নিজ হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশে ধারণ করিতেছেন।

[অনুবাদ]

হে মাধব! শ্রীরাধিকা তোমার বিরহে একান্ত কাতরা হইয়া নিরন্তর তোমারই চিন্তাতে নিমগ্ন আছেন, যেন মনসিজের বাণভয়ে ধ্যানযোগে তোমাতেই লীন হইয়া আছেন। মলয়-সমীর তাঁহার নিকট এখন বিষবৎ বোধ হইতেছে; শশধরের স্নিগ্ধ রশ্মিকে এবং অগুরু চন্দনকে তিনি নিন্দা করিতেছেন।

হে মাধব ! তুমি তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে বাস করিতেছ আর মদনশর তদভিমুখে অনবরত পতিত হইতেছে, কিন্তু পাছে তোমার ব্যথা লাগে এই ভয়ে তিনি বক্ষোপরি বর্ম্ম স্বরূপ সজল নলিনী পত্র সমূহ ধারণ করিতেছেন।

বিলাস-সজ্জিত কমনীয় কুসুম-শয্যা তাঁহার পক্ষে এখন শর-শয্যা তুল্য ; তোমার লাভের জন্যত ব্রত চাই—তাই তোমার আলিঙ্গন আশায় তিনি যেন এক কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া এই মদন-শর-শয্যা আশ্রয় করিয়া আছেন।

শ্রীমতীর কমলাননও অবিশ্রান্ত অশ্রুনিসিক্ত হইতেছে, বোধ হইতেছে, রাহুর দশনাঘাতে যেন সুধাংশুমণ্ডল হইতে সুধাধারা নিঃসৃত হইতেছে।

শ্রীমতী একান্তে বসিয়া মানসপটে তোমার কন্দর্পোপম মনোহর মূর্ত্তি কস্তূরি-রসে অঙ্কিত করিতেছেন ; এবং চরণমূলে মকর অঙ্কিত করিয়া করে নব চূতমুকুলরূপ শর প্রদান করিয়া প্রণত হইতেছেন।

শ্রীমতী সর্ব্বদাই বলিতেছেন,—"হে মাধব ! আমি তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম।" তুমি অপ্রসন্ন হেতু সুধানিধি চন্দ্রও যেন তাপ বিকীরণে শ্রীমতীর অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে।

তোমার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, পরম দুর্লভ তোমার আশায় শ্রীমতী সমাধিমগ্ন হইয়া, কখনও বিলাপ করিতেছেন, কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও ক্রন্দন করিতেছেন, কখনও দুঃখিত হইতেছেন, আবার কখনও বা পরিতাপ পরিহার করিতেছেন।

যদি আনন্দে হৃদয়কে পুলকিত করিতে চাও, তবে জয়দেব-কবি বিরচিত এই বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার কাহিনী পুনঃ পুনঃ পাঠ কর।

হে রাধানাথ ! তোমার বিরহে শ্রীরাধার গৃহ এখন অরণ্য ; প্রিয় সখিগণ যেন তাঁহার বন্ধন-রজ্জু। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে তাঁহার দেহারণ্যে যেন দাবানলের শিখা উঠিয়াছে। পাশবদ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায় শ্রীমতী এখন অবস্থিতি করিতেছেন। নিষ্ঠুর মদন যেন কৃতান্ত-শার্দ্দূলরূপে তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছে।

(দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে)

বক্ষবিনিহিতমপি হারমুদারম্
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥
শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্ ॥
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ ॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্ ॥ ৮৪ ॥

—০—

[অনুবাদ]

হে কেশব ! তোমার বিরহে শ্রীমতী এতই কৃশাঙ্গী হইয়াছেন যে, বক্ষ-বিনিহিত হারও তাঁহার নিকট এখন ভার বোধ হইতেছে ॥

দেহলিপ্ত স্নিগ্ধ-সরস চন্দনকেও বিষতুল্য বোধে তিনি তৎপ্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

তাঁহার উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস, প্রজ্জ্বলিত কামাগ্নির ন্যায় বিনির্গত হইতেছে।

মৃণাল-বিচ্ছিন্ন সজল কমলের ন্যায় তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে।

পল্লব-শয্যা দেখিয়া তিনি অগ্নিশয্যা বলিয়া মনে করিতেছেন।

শ্রীমতীর আরক্তিম করোপরি গণ্ডস্থল ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন রক্তবর্ণ মেঘে সন্ধ্যার চন্দ্র পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে।

তোমার বিচ্ছেদে মরণই মঙ্গল মনে করিয়া জন্মান্তরে তোমাকে পতিরূপে পাইবার কামনায় শ্রীমতী নিয়ত হরিনাম জপ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাহাদের মন ন্যস্ত, জয়দেব কবি-বিরচিত এই গীত তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুক।

—০—

[পুনশ্চ তথাহি]

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি
বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রমতি প্রমীলতি
পততুদ্যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনু-
র্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ
স্বর্বৈদ্য প্রতিম প্রসীদসি যদি
ত্যক্তোহন্যথা হস্তকঃ॥

স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য
ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধা-
মুপেন্দ্র বজ্রাদপি দারুণোহসি॥

কন্দর্পজ্বরাতুরতনো-
রাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরম
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমঃকমলিনী-
চিন্তাসু সন্তাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং
ত্বামেকমেব প্রিয়ম্
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা
কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি॥

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাম্
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্॥

বৃষ্টিব্যাকুলগোকুলাবন-
রসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনম্
বিভ্রদ্বল্লববল্লভাভির-
ধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।
দর্পেণৈব তদর্পিতাধর-
তটীসিন্দূরমুদ্রাঙ্কিতো
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং
শ্রেয়াংসি কংস-দ্বিষঃ॥ ৮৩৫॥

—০—

[অনুবাদ]

প্রবল মদনজ্বরে শ্রীমতী আক্রান্ত; তাঁহার ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছে, তিনি কখনও বা অস্ফুট শব্দ (শীৎকার) করিতেছেন; কখনও বিলাপ করিতেছেন, কখনও কম্পিত হইতেছেন, কখনও শ্রান্তি-বোধ করিতেছেন, কখনও চিন্তা-মগ্ন হইতেছেন, কখনও উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইতেছেন, কখনও ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও মূর্চ্ছায় অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন। হে রাধানাথ! তুমি সুচিকিৎসক; তুমি যদি শ্রীমতীকে ঔষধ প্রদান কর, তবেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। নতুবা আর উপায়ান্তর নাই, তুমি এখন একমাত্র ভরসা-স্থল।

হে উপেন্দ্র! আপনি বৈদ্যের ন্যায় গুণবান্; আপনার অঙ্গস্পর্শে শ্রীরাধার মদনপীড়ার উপশম হইতে পারে। আপনি যদি তাঁহাকে রোগমুক্ত না করেন, তবে জানিব, আপনি বজ্র হইতেও কঠিন॥

শ্রীমতীর দেহ কামজ্বরে এতই প্রপীড়িত যে, চন্দ্রকিরণ কমলদল ও চন্দন প্রভৃতি শৈত্য দ্রব্যেও তিনি ক্লেশানুভব করিতেছেন; তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমাকে চন্দনাদি হইতেও সুশীতল মনে করিয়া, তোমার আশায়—তোমার চিন্তায়, শ্রীমতী সেই ক্ষীণ অবস্থাতেও জীবন ধারণ করিতেছেন॥

যিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না, চক্ষুর নিমেষপতনেও যাঁহার ক্লেশানুভব হইত, সেই শ্রীরাধা রসালতরুর মুকুল উন্মেষ দেখিয়াও দীর্ঘ বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করিয়া আছেন।

বাসব-রোষ-জনিত বৃষ্টি-পতন হইতে ব্যাকুল গোকুলবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাহুমূলে গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিয়া ছিলেন; গোপাঙ্গনারা পুলকভরে পুনঃপুনঃ সেই বাহুমূলে চুম্বন করায়, তাঁহাদিগের ললাট শোভিত সিন্দূর-বিন্দু দ্বারা বাহুমূল সমঙ্কিত হইয়াছিল; সেই কংস-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণের বাহু তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুক।

—০—

তিরোতা ধানশী

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদ-মুখ কান্দে উভরায়॥
কাহাঁ মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু-শীতল কাহাঁ নবঘন-শ্যাম॥
অমৃতের সার কাহাঁ সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয় কর্ষ কাহাঁ মুরলী-বদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখী করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥ ৮৪৬॥

—◦◦—

তথা রাগ

চলিলা নাগর-রাজ ধনি দেখিবারে।
অথির চরণ-যুগ আরতি বিথারে॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন-তরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনি মুখচান্দ হেরই পুন সাধে॥
অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধ-রাজ॥
অচেতন ছিলা রাই সচেতন ভেল।
মদন জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস-পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥ ৮৪৭॥

—০—

[শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা]

[ক্ষণিক দর্শনদানান্তে
শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান]

মূরছল সহচরী মূরছল গোরী।
কো পরবোধব সবহুঁ বিভোরী॥
তুরিতে মিলিল তাঁহা নন্দকুমার।
সবহুঁ গোপীগণ নয়ন নেহার॥
চেতন পাই উঠয়ে সচকিত।
পাওল জীবন ভেল সম্বিত॥
পুন না দেখিয়া রাই আকুল ভেল।
ইহ যদুনন্দন হৃদয় মাহা শেল॥৮৪৮॥

—:০:—

ধানশী

চেতন পাইয়া তাই।
যতেক বিলপয়ে রাই॥
সো কছু কর অবধান।
কহইতে বিদরে পরাণ॥
কহে কাঁহা সো মঝু নাথ।
অবহুঁ আছিলুঁ যার সাথ॥
কাহাঁ মোর মুরলী-বদন।
কাহাঁ মঝু নয়ন-অঞ্জন॥
পুন মূরছিত তনু ভোর।
পুন চেতন সখী কোর॥৮৪৯॥

—০::০—

[পুনশ্চ মিলনম্]

ভূপালী

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই।
তুরিতহিঁ নাগর মিলল যাই॥
হেরইতে বিরহিণী চমকিত ভেল।
শ্যাম ধরি নিজ কোর পর নেল॥
পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ বি-বরণ কাঁপয়ে অবিরাম॥
আনন্দ-লোর ঈষত বহি যায়।
বয়ান বয়ান দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায়॥
দূরে গেও যতহুঁ বিরহ-হুতাশ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস। ৮৫০॥

—:০:—

তথা রাগ

রাইক ঐছে দশা হেরি নাগর
কাতর ভই করু কোর।
বহুত যতনে পুন চেতন করয়ে
মধুর বচন কহু থোর॥
সুন্দরি কহ ইহ কোন অনুবন্ধ।
নিরুপম প্রেম অমিয়া-রস-মাধুরী
অনুভবি লাগল ধন্দ॥
হামে নিজ নয়ন সমুখহি নিরন্তর
হেরইতে মানসি দূর।
কত পরলাপ করসি তহিঁ দারুণ
বিরহ-জলধি মাহা বুর॥
ঐছন শুনইতে রাই সুনায়রী
বিহসি লাজ ভেল ভোর।
রাধামোহন-পহুঁ আনন্দে নিমগন
তবহিঁ তাহে করু কোর॥ ৮৫২॥

—০:০—

[সখীর সেবাধিকার]

"বৈঠল মাধব রাধা বামে"
হেরি সহচরী কোই চামর বীজই।
বয়ান পাখালি বসনে কোই মোছই॥
কোই সখী দেয় তাম্বূল বদনে।
আনন্দে হেরই ঢর ঢর নয়নে॥
কোই সখী দেয়ত গন্ধ সুবাসে।
চরণ সেবন করু বলরাম দাসে॥

—:-:—

কেদার

অপরূপ রাধা-মাধব মেল।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল॥
অকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেলি।
কো কহু দুহুঁ জন নিরুপম কেলি॥
দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে
পুলকে পূরল দুহুঁ তনু।
বেঢ়ল সখীর ঠাট যৈছন চাঁদের হাট·
তার মাঝে শোভে রাধা কানু॥
দোঁহার রূপের ছান্দে মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোঁহার মুখের বাণী অমিয় অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥
দোঁহার মাধুরী-গুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায়॥
ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা নর্ম্মদা আইল ধাঞা
বিনি সুতে গাঁথি ফুল হার।
দেয়ল দোঁহার গলে হিয়ার উপরে দোলে
দেখি আঁখি শীতল সভার॥
চামর বীজই কেহ দুহুঁ অঙ্গে।
কোই তাম্বুল দেই প্রেম-তরঙ্গে॥

—০—

[ভক্ত-প্রবর শিশিরকুমার ঘোষ বলেন]

শ্রীভগবানকে প্রিয় বস্তু বলিয়া [ভজন] করা যায়, আর সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, বদান্য পুরুষ বলিয়া [অনুভব] করা যাইতে পারে। গীতায় বলেন

যিনি যেরূপে ভজন করেন, শ্রীভগবান তাঁহাকে সেইরূপে ভজন করিয়া থাকেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।

তুমি তাঁহাকে শক্তি-সম্পন্ন দাতা বলিয়া ভজনা কর, তিনি শঙ্খ চক্র প্রভৃতি হস্তে করিয়া বর দিতে আসিবেন। তুমি নিজ-জন বলিয়া ভজনা কর, তিনি সমস্ত বিভূতি ফেলিয়া, তোমারই মত হইয়া আসিবেন। ঢাল কি তরবারি লইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট কেহ যায় না। আবার নিজজন যে সেও স্বার্থের নিমিত্ত ভজন করে না।

মনে ভাবুন, চির-বিরহিনী সতী রমণীর নিকট তাঁহার অসরণ ও হারাণ স্বামী আসিয়াছেন। তখন কি তিনি তাঁহার স্বামীকে এ কথা বলেন যে, "হে নাথ! টাকা কই, বসন কই, ভূষণ কই?" তবে তিনি কি করেন, না গ্রীষ্মকাল হইলে বায়ু ব্যজন করেন, এবং যত্ন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করান ও শয়ান করাইয়া পদসেবা করেন। সখীগণ শ্রীভগবানকে সেইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন।

কেহ হয়ত বলিবেন ভগবানকে এরূপ তুচ্ছ সেবা কেন? মুখে তাম্বূল দেওয়া, গলায় মালা পরান—শ্রীভগবানের সঙ্গে এ ছেলে-খেলা কেন? কিন্তু বিবেচনা করুন তিনি যদিও ভগবান, যাহারা সেবা করে, তাহারা ত জীব? মনুষ্যের যাহা সাধ্য মনুষ্য সেই সেবা করিতে পারে বই নয়। যদি শ্রীভগবান কোন পক্ষীকে দর্শন দেন আর সেই পক্ষীর তাঁহাকে সেবা করিতে ইচ্ছা হয় তবে সে ঠোঁটে করিয়া কীড়া আনিয়া তাঁহার শ্রীবদনে অর্পণ করিবে। মনুষ্যে তাম্বূল ও ফুলের মালা ব্যতীত কি দিবে?

যদি বল শ্রীভগবানের সেবা কর কেন, তাঁহার অভাব কি? স্বামীর দাস দাসী থাকিলে স্ত্রী কি তাঁহার সেবা করে না? প্রিয়জনকে সেবা করায় মহা আনন্দ আছে, যার তাই শ্রীভগবান, সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন হইলেও ভক্তগণ তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন।

[কবি-প্রশ্ন]

কি বা তপ করেছিল ললিতা বিশাখা।
জানিতে পারিলে আমি করিতাম তাহা ॥

[উত্তর]

ললিতা বলেন—শুন তপ মো সবার।
সেবা করি মোরা সদা এই ত রাধার ॥
সেই বলে হইয়াছি এ ভাগ্য-ভাজন।
ইহা বিনে অন্য নাহি ইহার সাধন ॥
তুমি যদি এমন হইতে কর মনে।
তবে কিশোরীর সেবা করহ যতনে ॥

[রঘুনন্দন]

—:০:—

[সখীর আকাঙ্ক্ষা]

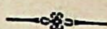
"আমাদের দিবানিশি এই বাঞ্ছা মনে
রাধা-কৃষ্ণ-বিলাস দেখিয়ে বৃন্দাবনে"

—:—

[তথা বৃন্দাবনেশ্বরী]

আমি বৃন্দাবন করিয়ে রক্ষণ
বহুদিন আশা করি।
রাধা-শ্যামরায় বিহরিবে তায়
দেখিব নয়ন ভরি ॥

আক্ষেপানুরাগ



—স এব নানাবিধো যথা—

কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈব আত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি।
দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু।

মিলনের পূর্ব্বে যে আসক্তি তাহাকে 'পূর্ব্ব-রাগ' এবং মিলনের পরে যে আসক্তি তাহাকে 'অনু-রাগ' বলে। অনুরাগের লক্ষণ যথা—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।

—:—

যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সদাই অনুভূত হয়েন এবং প্রত্যেক অনুভবেই নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়েন, তাহারই নাম অনুরাগ।

[১৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

"অনুরাগ উৎকণ্ঠা আক্ষেপ উক্তি হয়।
রূপ-অনুরাগ অভিসারানুরাগ কয়।"

———

আক্ষেপানুরাগের বিশেষ লক্ষণ যথা—

"আক্ষেপানুরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।
দিগ দরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে॥
কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ করে আর যে সখীকে॥
গুরুজনে আক্ষেপ আর কুল শীল জাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্যভাব গতি॥
কন্দর্পেরে মন্দ বলে করিয়া ভৎর্সনা।
বিপক্ষাদির ব্যাঞ্জিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা॥
বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈবে দোষে।"

(রসকল্পবল্লী)।

—:·:—

[শ্রীকৃষ্ণ প্রতি আক্ষেপ]
বা
সাক্ষাদনুরাগ

ধানশী

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনি অনুরাগিণী সহজই বাম॥

গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুঁহু কাঁহে মাধব ভেলি উদাস॥

পহিলহি যত তুঁহু আরতি কেলি।
সো অব দূরহি দূরে রহি গেলি॥

হাম তুয়া দরশন লাগিয়া বিভোর।
তুঁহু কাঁহে বচন না শুনসি মোর॥

তুয়া লাগি কুল শীল তেজলুঁ হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম॥

জ্ঞানদাস কহ নাহ চতুরাই।
ধনি অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥৮৫৩॥



শ্রীরাগ

সকলি আমার দোষ হে বঁধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি কৈরাছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
আইলুঁ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥
সো যদি জানিতাঙ অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।

জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগের আধের আধ ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে যদি করয়ে আনে।
চণ্ডিদাস কহে এমনি পিরীতি
করয়ে সুজন সনে ॥ ৮৫৪ ॥

—•—

গান্ধার

ওহে শ্যাম তু বড়ি সুজন জানি।
কি গুণে গড়িলা কি দোষে ভাঙিলা
নবীন পিরীতি খানি ॥
তোমার পিরীতি আদর আরতি
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ
জনম এমনি যবে ॥
ভাল হৈল কান দিলা সমাধান
বুঝিলুঁ অলপ কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গণিলুঁ
ভুবন ভরিল লাজে ॥
যখন আমার ছিল শুভদিন
তখনে বাসিতা ভাল।
এখনে এ সাধে না পাই দেখিতে
কান্দিতে জনম গেল ॥
কহয়ে শেখর বধুঁর পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে ॥ ৮৫৫ ॥

—] * [—

ধানশী

বঁধু হে কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী কুলের ধরম রাখি
সে যেন না হেরে তুয়া মুখ ॥
সহজে বরণ কাল তিমির-পুঞ্জ ভেল
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে কলসী বান্ধিয়া গলে
সে ধনি মজাক জাতি কুল ॥
যখনে তোমার সনে পরিচয় নাহি ছিল
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি শুনিয়া না শুন তুমি
আঁখি তুলি সরলে না চাও ॥
যখন পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনে বানায়ে দিতা বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর হৃদয় উপরে ধর
এবে তুয়া দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি তোমা বই নাহি জানি
সকলি কহিল সবিশেষ ॥
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি ভরসা করিলুঁ মনে
ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে সে দিলা লাজ
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ ॥ ৮৫৬ ॥

—:—

সিন্ধুড়া

ওহে কানাই বুঝিলুঁ তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমতি তোমার রীত ॥
যখন আমাকে সদয় আছিলা
পিরীতি করিলা বড়।

এখন কি লাগি হইয়া বিরাগী
নিদয় হইলা দড় ॥
বুঝিলুঁ মরমে যে ছিল করমে
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কি আনে খলের বচনে
পরাণ সোঁপিলুঁ তায়॥
তোমার পিরীতি দেখিতে শুনিতে
যে দুখ উঠেছে চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা
তোমার পিরীতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে মানুষ আকার
আছি না আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে যেমত পুড়িছে
সে দুখ কহিব কারে॥
পূরুবে জানিতাঙ হইবে এমতি
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে ধৈরজ ধরহ
আপন সুখের কাজে॥ ৮৫৭ ॥

—§—

সুহই

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর॥
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥ ৮৫৮॥

—:—

আক্ষেপানুরাগ

[শ্রীকৃষ্ণ প্রতি]

শ্রীরাগ

সে কাল গেল বৈয়া বঁধু সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি
কত না করিতা রৈয়া ॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত বনে।
নাগরীর সনে নাগর হৈলা আর চিনিবে কেনে॥
বুলি বেড়াঞা নাম লৈয়া ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত
লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া মাথায় করিলুঁ কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহয়ে পরের বেদন
নাহি জানে কালা॥ ৮৫৯ ॥

—০—

[শ্রীকৃষ্ণের উক্তি]

ধানশী

সুন্দরি কাঁহে করসি তুহুঁ খেদ।
তুয়া বিনা রাতি দিবস হাম না জানিয়ে
কোন কয়ল তুহে ভেদ॥
তুয়া মুখচাঁদ হেরি মঝু মানস
অহনিশি তহিঁ রহি গেল।
নয়ান-কমল পর ভাঙ মদন-ধনু
তাহে উমতি মতি ভেল।
কোটি রমণী তুয়া পায়ে নিরমঞ্ছিয়ে
তুহুঁ মঝু জীবন রাই।
তোহারি নাম গুণ অবিরত জপি হাম
সদাই হৃদয় তুয়া চাই॥
এত কহি মাধব ছল ছল লোচন
হৃদয় উপরে ধনি রাখি।
চরণ পরশি কহে হাম তুয়া অনুগত
প্রেমদাস তাহি সাখী॥ ৮৬০॥

—:০:—

[পুন শ্রীমতীর উক্তি]

সিন্ধুড়া

কি বলিব আর বঁধু কি বলিব আর।
নয়ানের লাজে না ছাড়ি লোকাচার॥
গোকুলে গোয়ালাকুলে কে বা কি না বে'লে।
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে॥
একে মরি মনদুখে আর গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া সুধায় হেন নাহি কোন জনা॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল॥
নিশি দিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমার নাম লৈয়া॥
তোমা দেখিবারে বঁধু আসি নানা ছলে।
লোকভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে॥
-না দেখিলে মরি যারে তারে কি বা ভয়।
যদুনাথ দাস বলে দঢ়াইলে হয়॥ ৮৬১॥

—০-০—

সুহই

পরাণ কান্দে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ বঁধু জান মোর মন॥
ছট ফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খনে খনে জীয়ে প্রাণ খনে খনে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরীতি॥ ৮৬২॥

—:—

তুড়ী

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুখন গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিহ মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কি বা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চান্দমুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর বেথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডিদাসে কহে রাই ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কে বা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥
॥ ৮৬৩॥

—০—

আশাবরী

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
মোর দিব্য লাগে বঁধু মোর দিব্য লাগে।
চান্দমুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে॥
এ তোমার ভুবন-মোহন রূপ খানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥
গুরু-ভয় লোক-লাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে॥
কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তবু সে তোমার প্রেম নহে বিসরণ॥
তোমার পিরীতি বঁধু পরাণ সনে জড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া॥৮৬৪॥

—০—

গান্ধার

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুরী মোর জলন্ত আগুনি॥
শাণান খুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাজরে পাজরে কুলবধূর গঞ্জন॥
বঁধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥

তোমার কলঙ্ক বঁধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তোলি সতীর সমুখে॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি॥
বলরাম দাস কহে ভাঙিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিলুঁ তোমার পরিবাদ॥৮৬৫॥

—:—

তুড়ী

কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চান্দমুখ চাই॥
শাশুরী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়াপরসীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥৮৬৬॥

[পুনশ্চ আক্ষেপ]

সিন্ধুড়া

যখনে পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিল
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না যায় তবু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডিদাসে কয় কি বা তুমি কর ভয়
বঁধু তোর নহে অকরুণ॥৮৬৭॥

—:—

সুহই

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চির দিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিলুঁ।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈলুঁ॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কি বা বেথা।
একে মরি মন-দুখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
ঘায়ে না মরিয়ে বঁধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডিদাস কহে কার কথায় কি বা যায়॥৮৬৮॥

—*—

ভাটিয়ারি

তুমিত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর-রীত।
আমিত দুখিনী কুল-কলঙ্কিনী
হইলুঁ করিয়া প্রীত॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা কহিলে কি যায়
পরাণ সহিছে যত॥
অনেক সাধের পিরীতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি মনে সে লয়॥
চণ্ডিদাস কহে পিরীতি বিষম
শুনহ বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষম হইলে বিপদ
এমত না হউ কেহু॥৮৬৯॥

—:০:—

তুড়ী

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বঁধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া ধারা রাখি যদি গায়।
আঁচলে ধরিয়া গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুরী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বঁধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বঁধু তোমার চান্দমুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বঁধু কি বা ধন লাগে।
না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জীতে পাসরিতে নারি তোমার পিরীতি॥৮৭০

—০—

ধানশী

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
সুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বঁধু হে তোমারে বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোমার
তেঞি জীতে চাই॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি॥
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥৮৭১॥

—:০:—

তথা রাগ

তোমার লাগিয়া বঁধু যত দুখ পাই।
তাহা কি কহিতে পারি তোমার যে ঠাঞি॥
একে প্রেম-জালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালী॥
এ সব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণি॥
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে॥
গদ গদ কহে নাথ কাতর বয়ানে।
পরাণ নিছুনি রাই তোমার চরণে॥
তুয়া গুণে বিকাঞাছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনারে কেন কহ পুনর্ব্বারে॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয়॥৮৭২॥

—(০)—

ধানশী

যখন নাগর পিরীতি করিলা
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেঁওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুগ্ধিত অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লেখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥
পিরীতি মূরতি কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত পরমাদ করে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারিল দে॥
নদীর উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপর রসিকের বসতি
পিরীতি না জানে কেউ॥
চণ্ডিদাস কয় দুই এক হয়
ভাবে সে পিরীতি রয়।
নতু খলের পিরীতি তুষের আনল
ধিকি ধিকি যেন বয়॥৮৭৩॥

—:—

[পুনশ্চ আক্ষেপ]

কামোদ

বন্ধু কহিলে বাসিবা মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনি বৈঠয়ে জগত মাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥
লোক মুখে জানিলুঁ লখি আগে না দেখিলুঁ
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুঃখ রহে জনম অবধি॥
কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর
স্ত্রী-বধেতে ভয় নাহি কর।
গগন ইন্দু আনিয়া করে করে দর্শাইয়া
এবে কেন এমতি আচর॥
পিরীতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
সে কেনে পিরীতি করে সাধ।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় মোর মনে হেন লয়
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥ ৮৭৪॥

—০—

করুণ—বরাড়ী

আরে মোর বন্ধুরে কানাই।
তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাঞি নাই॥
এ ঘর বসতি মোর আনলের খনি।
তোমার পিরীতি লাগি রাখ্যাছি পরাণী॥
মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন বাসি।
উচিত কহিতে নাই এ পাড়া পরসী॥
তুমি যদি না ছাড় বন্ধু দুখে মোর সুখ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে লাখ যুগ॥ ৮৭৫॥

———

পঠমঞ্জরী

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরু জন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডিদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥ ৮৭৬॥

—:—

শ্রীরাগ

তুমি বিদগধ রায়।
বলিতে কি জানি কি আর বলিব
সকলি গোচর পায়॥
যে বল সে বল মোরে নাগর শেখর।
পর কৈল আপন আপন কৈল পর॥
মনের আগুন কত উঠে অনিবার।
কাহারে কহিব ইহা আচার বিচার॥
এমন বেথিত পাই আপনা বলিতে।
আন কথা কহিলে করয়ে আন চিতে॥
আকাশে পাতিয়া ফান্দ পাপ ননদিনী।
মিছামিছি বলে সদা শ্যাম-কলঙ্কিনী॥
তোমার কলঙ্ক হেম-মালা করি গলে।
মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে॥
ঘরে হৈল পরিবাদ লোকের গঞ্জনা।
তাহাতে নিঠুর তুমি এবে গেল জানা॥
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে।
বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলে পিরীতে॥
তোমার পিরীতি গোপী তেজিয়া সকল।
দাণ্ডাইতে নারি মোরা হইল বিকল॥
চণ্ডিদাস গোপীর দেখিয়া প্রিয় বাণী।
হরষে পরশমণি পরিবে এখনি॥ ৮৭৭॥

—:॰:—

সুহই—ডাসপাহিড়ী তাল

কি খেনে হইল দেখা নয়ানে নয়ানে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়ানে স্বপনে॥

নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ পানে।
মনের যতেক দুখ পরাণ তা জানে॥
শাশুরী খুরের ধার ননদিনী রাগী।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে।
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পিয়াসে॥৮৭৮॥

—[ঃ০ঃ]—

শুন শুন সুবদনি বিনোদিনি রাই।
তোমা বই কারু নই তোমার দোহাই॥
তোমার লাগিয়ে সাধের গোলক ছাড়িলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরুলী শিখিলাম॥
ইথে না প্রত্যয় হও মদন কর সাখী।
এস তোমার শ্রীচরণে শ্যাম নাম লিখি॥
লিখিতে চরণে যদি আঁচর যায়।
ধূলাতে লিখিয়ে নাম পদ দেহ তায়॥
গোবিন্দদাস কহে শুন সব সখি।
বিকাইল রাই-পদে তোমরা হও সাখী॥৮৭৯॥

—ঃ০ঃ—

তিরোতা—ধানশী

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিগ পানে
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥ ৮৮০॥

সুহিনী

দোঁহে কহি দুহুঁ অনুরাগ।
দুহুঁ প্রেম দুহুঁ হৃদে জাগ॥
দুহুঁ দোঁহা করু পরিহার।
দুহুঁ আলিঙ্গই কত বার॥
[দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস]
দুহুঁ হেরি দোঁহার বয়ান।
দুহুঁ জন সজল নয়ান॥
দুহুঁ কহ মধুরিম ভাষ।
নিরখয়ে যদুনন্দন দাস॥

—ঃ—

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥
তহিঁ এক রঙ্গিণী পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেওল এক ফুলমাল॥ ৮৮১॥

—০—

কেদার

পেখলু রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দী তীর নিকুঞ্জক ওর॥
নব নব রূপ নিরুপম লাবণি
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুখ দোঁহে লখই না পারিয়ে
অছু পরি-রম্ভন ভাঁতি॥
ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ বদন দুহুঁ
বিগলিত স্বেদ-উদ-বিন্দু।
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল
কো বিধুমণি কো ইন্দু॥ ৮৮২॥
[জ্ঞানদাস]

—ঃ০ঃ—

ভূপালী

দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব দুহুঁ চুম্ব॥

বিপুল পুলক-বর স্বেদ সঞ্চার।
চির থির নয়নে নীর অনিবার ॥
কাঁপয়ে থরহরি গদ গদ ভাষ।
দুহুঁ দোহা পরশনে কতহুঁ উল্লাস ॥
আন আন সঙ্গ রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস ॥ ৮৮৩ ॥

—[০]—

[মুরলী প্রতি]

মুরলী রে মিনতি করিয়ে বারে বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি যেনে না বাজিহ আর ॥
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপনা
তুমি কেনে হও তার বশ ॥
তোমার মধুর স্বরে রহিতে নারিয়ে ঘরে
নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান।
পহিলে বাজিলে যবে কুল শীল গেল তবে
অবশেষে আছে মোর প্রাণ ॥
যে বাজিলে সেই ভাল ইথেই সকল গেল
তোরে আমি কহিলুঁ নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধবে ভণে যে বংশীর গান শুনে
সে জন তেজয়ে কুলভয় ॥ ৮৮৪ ॥

———❋———

সুহই

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী।
সতীকুল সকলি বিনাশি ॥
গোবিন্দ-অধর-সুধারস।
পিয়া পিয়া মাতালি সাহস ॥
জগত মোহসি মৃদু স্বরে।
রমসি শবদে যারে তারে ॥

[মুরলী প্রতি]

অথবা কি তুমি অতি দোষী।
বাঁশিনী বাঁশের যাতে বাঁশী ॥
দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ।
কেবল দারুণময়ী সেহ ॥
এ যদুনন্দন দাস ভণে।
কি করুণা সুকঠিন জানে ॥ ৮৮৫ ॥

—০—

[যথা হি বিদগ্ধমাধবে]

স্মৃতিস্তে ধনুষঞ্চ বংশবরতোবন্দে তয়োরন্তিমং
বিদ্ধোযেন জনস্তনৌ বিরহিতোনান্তশ্চিরং
তাম্যতি।
বিদ্ধানাং হৃদি মার-পত্রি-বিষমৈর্ধ্বাঘেমুভির্নস্ত্বয়া
ক্রুরে বংশি ন জীবনং ন চ মৃতির্ঘোরাবি-
রাসীদ্দশা ॥

এক বংশে জন্ম তোর ধনু আর বংশীকা।
বন্দনা করিয়ে মাত্র ধনুকে অধিকা ॥
যার তনু বিন্ধে তারে মারে এক বারে।
চিরকাল অতি দুঃখ না হয় তাহারে ॥
ওরে বংশী তুমি হিয়া বিদ্ধ কানবাণে।
সূক্ষ্ম সুমাধুরী অতি দীর্ঘ ধ্বনি সানে ॥
না রহে জীবন তাতে না রহে পরাণ।
মহা ঘোর দশা দিয়া নাশ গুণগ্রাম ॥

—:—

আড়ানা

ছিদ্র-জালে পূর্ণ তুমি শুন হে মুরলী।
অতি লঘু সুকঠিন অন্তর তোহারি ॥
নীরস তোহার তনু গ্রন্থি তাহে হয়।
কৃষ্ণ-করে থাক তুমি কেমন হৃদয় ॥
কৃষ্ণের অধরে তুমি রহি অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইলা আরো নিবিড় চুম্বন ॥ ৮৮৬ ॥

—০—

বালা ধানশী

শ্যামের মুরলী হৃদয় খুবলি
করিলি সকল নাশ।
আমার মিনতি না শুনি আরতি
করহ বাজিতে আশ ॥

শুন শুন রে ধরম-নাশা।
দেব আরাধিয়া ও মুখ বান্ধিব
ঘুচাব তোমার আশা॥
আমরা অবলা সহজে অখলা
দেখিয়ে তোহারি লোভ।
অলপে অলপে সকল খাইয়া
জীবনে করহ ক্ষোভ॥
এখনে আমরা সতর হইলুঁ
তেজহ এ সব আশ।
যাহার যেমন না ছাড়ে কারণ
কহে মনোহর দাস॥ ৮৮৭॥

—:-:—

সুহই

গুরুজন-জালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুণ দেয়ে শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ-লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশীয়া নাশিলা সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ঐসে বেভার॥ ৮৮৮॥

—:০:—

[ততো মুরলী-চরিত্রং]
—সখীং প্রতি কথয়তি—

শ্রীরাগ

সজনি লো সই।
থনেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশরী দুফরে ডাকাতি
সরবস হরি নিল।
হিয়া দগ দগি পরাণ পাগলি
কেনে বা এমতি কৈল॥
এমতি যে ভাব না বুঝি তাহার
পিরীতি তাহার সনে।
গোপত করিয়া কেন না রাখিল
বেকত করিলে কেনে॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁসি।
চণ্ডিদাস ভণে এই সে কারণে
কানু-সরবস বাঁশী॥ ৮৮৯॥

—০—

ধানশী

কালা গলের মালা আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
আরে মরমের বেথা কাহারে কহিব কথা
গোপতে গুমরিয়া মরি॥
সই বংশী দংশিল মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
আর মন মোর নাহি রহে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কান্দি আমি হাসি লোক-লাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
হা রে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হৈলাম শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সংসারের দুর্ল্লভ বাঁশী রাধারে হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে না দেশে বাঁশীর ঘর সে না দেশে যাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে পেলাও॥
[যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥]
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥৮৯০॥

—:—

তুড়ী

মুরলীর স্বরে　　রহিব কি ঘরে
গোকুলে আকুল প্রাণে।
কালিয়া নাগর　　রসের সাগর
বিষ মিশাইছে তানে॥
কি রঙ্গ-লীলা　　মিলায় শিলা
শুনিতে সুন্দর কানে।
যমুনা পবন　　থকিত গমন
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয়　　সুখ সুধাময়
ভেটিয়া অন্তরে টানে।
রঞা রঞা জালা　　জীয়ে কি অবলা
হানিল মদন-বাণে॥
কুলবতী-কুল　　করে নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডিদাসে ভণে　　রাখিহ মরমে
কি মোহিনী কালা জানে॥ ৮৯১॥

—(০)—

সুহই

বিষম বাঁশীর কথা কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
হা রে সই শুনি যবে বাঁশীর নিসান।
গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আন চান॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরু লতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডিদাস সব নাটের গুরু কালা॥ ৮৯২॥

—:০:—

পঠমঞ্জরী

কি কহিব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশী-নিশাস-গরলে তনু ভোর।
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাব-তরঙ্গ।
যতনহিঁ বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে সব বন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ॥ ৮৯৩॥

—:-:—

[সখী সহ আলোচনা]

[যথাহি বিদগ্ধ-মাধবে]

এথা বিশাখিকা যবে শোনে বংশীগান।
যত্নে ধৈর্য্য হৈয়া কহে রাই বিদ্যমান॥
শুন রাই কেনে তুমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
কদম্বালম্বিতে ধৈর্য্য হৈলা কত রীতে॥
ললিতা কহয়ে বংশী বন্দিয়ে তোমারে।
রাইর রহস্য ব্যক্ত কৈলা এই স্থলে॥
যত্নে রাই সঙ্গোপনে করয়ে বিচার।
দেখিয়া ললিতা তাঁরে কহে পুনর্ব্বার॥
মুরলীর সূক্ষ্ম ধ্বনি তুয়া কর্ণরন্ধ্রে।
প্রবিষ্ট হইয়া হিয়া মনমথ বিন্ধে॥
তাহাতে হইলা স্তব্ধ না পার চলিতে।
জলে পূর্ণ হৈল চক্ষু না পাও দেখিতে॥
আর যত্ন কর কেনে আকার গোপিতে।
পরম বেদনা সব বাহির করিতে॥
বিশাখা কহয়ে সখি শুনহ ললিতে।
সঙ্গোপন অবসর কি আর ইহাতে॥
লজ্জাত্যাগ করাইতে এই বংশীধ্বনি।
পরম আশ্চর্য্য সিদ্ধি-মন্ত্র বিমোহিনী॥
কন্দর্প অনলে হৃদি ইন্ধন জ্বালিতে।
বংশীধ্বনি হয় তাতে হাখিনার রীতে॥

আত্মা পরমাত্মা সঙ্গে বিলাস করিতে।
এই বংশীধ্বনি হৈল বেদধ্বনি তাতে ॥

অতএব বংশীধ্বনি বৈরী হৈয়া গেল।
বিকার গোপন আর কোথা না রহিল॥৮৯৪॥
[বর্ত্তমান গ্রন্থের ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

—] * [—

কানড়া

সই পশিল বিষম বাঁশী।
বাহির করিতে যতন করিয়ে
মরমে রহিল পশি ॥
তেরছ নয়ানে বাণের সন্ধানে
না বাজে এমনি নয়।
বাজিলে অন্তরে আকুল করয়ে
যতনে পরাণ রয় ॥
নাহি দিবানিশি যেমন করিছে
এ কথা কহিব কায়।
মনের আগুণ জ্বলিছে দ্বিগুণ
কে না পরতীত যায় ॥
আন্ধুয়া পুকুরে যেন মীন থাকে
ঝাঁপয়ে ধীবর জালে।
তেন আছি হাম এ ঘর করণে
গুরুজন যত বলে ॥
খুরের উপরে রাধার বসতি
নড়িতে কাটয়ে দেহ।
আমার দুখের আবার বিচার
এ কথা বুঝিবে কেহ ॥
বণিক জনার করাত যেমন
দুদিক কাটিয়া যায়।
তেমন আমার গুরুজনা কাটে
দ্বিজ চণ্ডিদাস গায় ॥৮৯৫॥

—•-•—

কামোদ

সই বড়ই প্রমাদ দেখি।
কানুর সনে পিরীতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আখি ॥
কাহারে কহিব মনের আগুণ
জ্বলিয়া জলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর বাতুল হইলে
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে ॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল লেটা।
হেন মনে করি উচ্চস্বরে কাঁদি
তাহা গুরুজন কাঁটা ॥
যাইয়া নিভৃতে বসি এক ভিতে
সদা ভাবি কালা কানু।
বিরলে বসিয়া ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে হারাইব তনু ॥
ধীবর দেখিয়া জলে যত মীন
যেমন তরাসে কাঁপে।
আমার তেমতি ঘরের বসতি
গরজি গরজি ঝাঁপে ॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরজ ধরি ॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন বিনোদিনি
সকলি স্বপন মানি।
তুমি সে কালার কালিয়া তোমার
জগতে সবাই জানি ॥৮৯৬॥

—:০:—

বিহাগড়া

বাঁশীর নিসান কানে সান্ধাইল বিষ স্বরে
এ অঙ্গ জ্বালিয়া গেল মোর।
কে বা করে প্রাণ দান সেবয়ে বা কোন্ জন
তবে যায় এ দুখের ওর ॥

সই হিয়া কেনে মোর কাঁপে।
নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণী না রহে স্থির
এই বাঁশীর মধুর আলাপে॥
মিলাইছে শিলারাশি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন ধন তাথে তার আছে মন
তেই পূরে হাসিয়া হাসিয়া॥
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে শব্দ যায় আকাশে
মুনীন্দ্র মুরছি পড়ে যাতে।
সে ধ্বনি নারীর কানে হানয়ে মরম স্থানে
কেমনে সে ধরিবেক চিতে॥ ৮৯৭॥

—০—

কর্ণাট

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশিয়া নাগরে।
কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হইল মোরে॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রহিতে নারি ঘরে।
মরম সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে॥
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুল বর্ণ না করিও ভঙ্গ॥
শাশুরী খুরের ধার ননদীর জ্বালা।
মরমের মরম বেথা নাহি জানে কালা॥
কালা কালা বসিয়া আশয়ে জগত জন।
চরণে শরণ নিলাম না বাসিহ ভিন।
একেতে অবলা জাতি পরের অধীন॥
নিরমল কুল ছিল তাহে দিলুঁ কালি।
হাতে তুলে মাথে নিলুঁ কলঙ্কের ডালি॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে বলে শুন রাজার ঝি।
বাঁশীয়া দংশিল তোমা আমি করি কি॥৮৯৮॥

—(০)—

সিন্ধুড়া

সখি কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পিঠে হৈল পার॥

[মুরলী প্রতি]

মলুঁ মলুঁ মৈলাম গো সখি
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া পিরীতি করিলুঁ
এমতি হবে কে জানে॥
সকল গোকুল হইল আকুল
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে পিরীতি করিয়া
কি হৈল অন্তরে বেথা॥
স্থির হৈতে নারি প্রাণের সখি গো
বুকে খায়েছি ঘা।
আখির জলে পথ নাহি দেখি
মুখে না নিস্‌সরে রা॥
পিরীতি রতন করিব যতন
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বন্ধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
পরাণ বধে আমার॥
কে জানে কেমন পিরীতি এমন
পিরীতে কৈল সব নাশ।
গন্ধে শুরু জনে আনন্দিত মনে
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস॥ ৮৯৯॥

—§ ০ §—

[যথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে]

অস্তের্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তম্ভাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্বারদুঃখাপদাং,
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহতু বঃ শ্রেয়াংসি
বংশীধরঃ॥ ৯০০॥

কংসনিসূদনের যে বিচিত্র বংশীধ্বনি মৃগলোচনাদিগের মন বিমোহিত করিতে, মস্তক বিঘূর্ণিত করিতে, কুণ্ডলরাজিত পারিজাতমালা স্খলিত করিতে, বুদ্ধিভ্রংশীকরণে, হৃদয় আকর্ষণ করিতে এবং নেত্রের আনন্দ উৎপাদন করিতে মহামন্ত্রস্বরূপ; যাহা গর্ব্বিত

দৈত্যনিপীড়িত অমরবৃন্দের যাতনা নিবারণ করে, সেই বংশী তোমাদিগের কল্যাণবিধান করুক্।

——০——

[তথাহি ললিতমাধবে]

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং
বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলীদূতী ॥

যে স্বকার্য্যপটীয়সী মুরলীকাকলী দূতিরূপিণী হইয়া লোকলজ্জা হরণপূর্ব্বক রাধিকাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করিয়া লয়, সেই সংযোজনকারী বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

—)*(—

[নিজ প্রতি যথা]

গান্ধার

ধিক রহুঁ জীবনে পরাধিনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক পরবশ নেহ ॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লেখিল।
সুধার সায়র মোরে গরল হইল ॥
অমিয়া বালয়া যদি ডুব দিলু তায়।
গরল ভেদিয়া কেন উঠিল হিয়ায় ॥
শীতল দেখিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পিরীতি আনল তাপে পাষাণ সে গলে ॥
ছায়া দেখি বসি যাঞা তরুলতা বনে।
জলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে ॥
যমুনার জলে যাঞা যদি দিয়ে ঝাঁপ।
পরাণ জুড়ায়ে কি অধিক উঠে তাপ ॥
চণ্ডিদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান।
দারুণ পিরীতে এবে বধয়ে পরাণ ॥৯০১॥

——

তথা রাগ

যত নিবারিয়ে পায় নিবার না যায় রে।
আপন পথ চলিতে পায় কানুর পরে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর মোরে হৈল বামরে
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তভু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
চণ্ডিদাস বোলে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥৯০২॥

——

শ্রীরাগ

রাজার ঝিয়ারী কুলের বৌহারী
স্বামি-সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া এ তিন খোয়ালুঁ
হইলু কুল খাঁখারী ॥
সই কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে তা সনে নাহি দরশন
জগত ভরিল লাজে ॥
ধরম করম সব তেয়াগিলুঁ
যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুল শীল সকলি মজিল
সে জনার পরিবাদে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জর জর
না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম এ তিন আখর
কেবল দুখের খনি ॥৯০৩॥

—০::০—

তথা রাগ

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী ॥
ধিক্ রহুঁ হেন জন হৈয়া প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে ॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
এ ছার জীবনে মুই ঘুচাইলুঁ আশ।
চণ্ডিদাস কহে কেন ভাবহ উদাস ॥ ৯০৪ ॥

—:০:—

তথা রাগ

আন্ধার ঘরের কোনে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী॥
কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধ রায়॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তবু ত না গণে মনে এত পরমাদ॥
ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥
আন কথা কহি যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি শ্যাম নাম আইসে মুখে॥
ভাবিতে বিভোর তনু গদ গদ বাণী।
ধরিতে ধরণ না যায় দুটি আখির পানী।
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরামদাস বলে না জানি কি হয়॥৯০৫॥

—§—

তথা রাগ

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের বাহির পরবাস।
আপনা বলিয়া বলে হেন নাহি ক্ষিতি তলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ॥
সখি হে তুয়া পায় কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ জনে অবিরত যায় মনে
নিশ্চয় মরণ প্রতিকার॥
যত যত মনে করি নিশ্চয় করিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
ঘরে যত গুরুজন সব মোর রিপুগণ
কি করিব কি হবে উপায়॥৯০৬॥

—:—

[যথাহি বিদগ্ধ-মাধবে]

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনাদভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণং কামপি দশাং,
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবীম্।

আক্ষেপানুরাগ

[আত্ম প্রতি]

রাধিকা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! আমরা স্ব স্ব বাল্যভাব বশতঃ গৃহাভ্যন্তরে বিহার করিতে-ছিলাম, সুখ-দুঃখ বা ভাল-মন্দ কিছুই জানিতাম না; এ নিরাশ্রয়দশায় আমাদিগকে আনয়ন করা কি তোমার উচিত হইয়াছে? যদিও আনিয়াছ এখন কি আবার ঔদাসীন্য অবলম্বন করা তোমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত?

—:০:—

[পুনশ্চ]

অনুরাগ—আত্ম প্রতি

ধানশী

হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ বেথা॥
যারে না দেখি জনম স্বপনে
না দেখি নয়ন কোনে।
অবুধ সে জনি দিবস রজনী
সদাই পড়িছে মনে॥
হায় অভাগিনী পরের অধিনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি পরাণ পোড়নি
ঠেকিলুঁ পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন করে উচাটন
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডিদাসের মন অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে বেথা॥ ৯০৭॥

—০—

গান্ধার

কেনে বা পিরীতি কৈলু কালা কানু সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।

বিষম হইল মোর এ ঘর করণে॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
তুই আঁখি মুদিলে বলে কান্দ কানু লাগি॥
আকাশ যুড়িয়া ফান্দ যাইতে পথ নাহি।
কহে বড়ু চণ্ডিদাস মিলিবে হেথাহি॥ ৯০৮।

—:০:—

সুহই

কালা জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কালা কেশ এলাইঞা বেশ নাহি করি।
করে কর জুড়িয়া কাজর নাহি পরি॥
সই আলো মুঞি গণিল নিদান।
বিনোদ বন্ধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডিদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বহিরায় শেল-দগধে পরাণ॥ ৯০৯॥

—০—

শ্রীগান্ধার

জনম গেল পর দুখে কত না সহিব বুকে
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল বেথা কুলশীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কুলে দিলু তিলাঞ্জলি গুরু দিঠে দিনু বালি
কানু লাগি এমতি করিলু।
ছাড়িলু গৃহের সাধ কানু হৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইলু॥
অবলা কি জানে কিছু এমতি হইবে পাছু
তবে কি এমতি হৈতে পারে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পর মুখে যেবা শুনে
তেঞিএ আনলে পুড়্যা মরে॥
চণ্ডিদাসেতে কয় প্রেম কি এমনি হয়
শুধুই সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ নেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ ৯১০॥

—:০:—

তুড়ি

আগুনি জালিয়া মরিব পুড়িয়া
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া মো পুনি মরিব
নতুবা লউক সমন॥
সই জালহ অনল চিতা।
সীমন্তিনী লৈয়া কেশ সাজাইয়া
সিন্দুর দেহ যে সীঁথা॥
তনু তেয়াগিয়া সিদ্ধ যে হইব
সাধিব মনের ব্রত।
মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি
আমারে সেবিবে কত॥
তখন জানিবে বিরহ বেদনা
পরের লাগিয়া যত।
তাপিত হইলে তাপ যে জানয়ে
তাপ হয় যে কত॥
বিরহ বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডিদাস ভণে পর দরদের
দরদী হইলে হয়॥ ৯১১॥

—:০:—

[অথ সখী প্রতি]

শ্রীরাগ

কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিলুঁ সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥ ৯১২॥

—:০:—

[সখী প্রতি]

সুহই

কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায়॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে।
মোরে উপদেশ করে পাসরিতে তারে॥
এত দিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখী তার হেন বাণী॥
আন ছলে রহি কত করে কানাকানি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী॥২১৩॥

—:০:—

[পুনশ্চ সখী প্রতি আক্ষেপ]

সিন্ধুড়া

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না
প্রাণ আনচান বাসি।
কে বা নাহি করে প্রেম
আমি হৈলাম দোষী॥
গোকুল নগরে কে বা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে লোকে চরচায়
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া জগতের বৈরী
আপনা বলিব কারে॥
তোমরা পরাণের বেথিত আছিলা
জীবন মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের দোষিণী হইলে
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন গোকুলে কানাই
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া নিছিয়া লইনু
অনাদি জনম ফলে॥
রাধা বলি আর ডাকি না সুধাও
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডিদাস কহে সকলি পাইবা
বন্ধুয়া আপন হৈলে॥ ২১৪॥

—:*:—

তথা রাগ

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
এ দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণযশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া।
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
চণ্ডিদাসে কহে কেন হইলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥২১৫॥

—:—

ধানশী

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলী করি লৈয়াছি মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুন জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে
কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাঞাছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥২১৬॥

—*—

তুড়ী

আর কত বল সই আর কত বল।
নিভান অনল আর পুন কেন জ্বাল॥

যে অনলে পোড়ে হিয়া সে অনলে সেঁকি।
কস্তুরী লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম-নাম লেখি ॥
শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়।
তব ত দারুণ লোকে এত কথা কয় ॥ ২১৭॥

—০—

সিন্ধুড়া

কি মোর ঘর দুয়ারে কাজ
লাজ কহিতে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদ লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি ॥
আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।
এ কথা শুনিয়া যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল ॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
জানি কার পাছে হয় ॥
কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়ানের তারা।
পরাণ অধিক নয়ান-পুতলী
তিলেকে বাসিয়ে হারা ॥
গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া ॥ ২১৮ ॥

—:০:—

[অথ দূতী প্রতি]

মল্লার

দিবস রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল দারুণ বেথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা ॥
শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।
কি ছার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল ॥
সোনার গাগরি বিষজল ভরি
কে বা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে ॥
নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে ॥
নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক বারণ বহল পবন
কুলিশ মিলল শেষে ॥
লাখ হেম পায়া যতনে বান্ধিতে
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডিদাসে বলে ॥ ২১৯ ॥

—[০]—

[অথ বিধাতা প্রতি]

বিহাগড়া

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই।
জনম হইতে একা কৈল দোসর দিল নাই ॥
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাহি দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখাজোখা ॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে কবি চণ্ডিদাসে ॥ ২২০ ॥

—*—

তথা রাগ

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ-বন্ধু তার লাগি পাই ॥
গুরু দুরুজন যত বন্ধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে ॥

আপন না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুফরে যেন পোড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বন্ধুরে দেখি বুক ফাটি মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডিদাসে ভণে।
তোমার বন্ধু তোমার আছে
গালি পাড়িছ কেনে॥৯২১॥

—:—

শ্রীরাগ

আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হৈয়া যাই
না দেখাই পাপ মুখ॥
সই বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া আশা না পূরল
কলঙ্ক ঘুষিল লোকে॥
হাম অভাগিনী তাহে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যে শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডিদাসে কয় এমতি হইলে
পিরীতের কি বা সুখ॥৯২২॥

—:০:—

সিন্ধুড়া

গোকুল নগরে আমার বন্ধুরে
সবাই ভাল বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই কি জানি কি হৈল মোরে।
আপনা বলিয়া দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে॥

[দূতী প্রতি]

কুলের কামিনী হাম অভাগিনী
নহিল দোসর জনা।
রসিক নাগর গুরু জনা বৈরী
এ বড় মুরখপনা॥
বিধির বিধান এমন করল
বুঝিলুঁ করম দোষে।
আগে পাছে বুঝি না কৈলে সমঝি
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥ ৯২৩॥

—০:০—

গান্ধার

যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করি কেশ যে ছিড়িব
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
সই কেমতে ধরিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার দুয়ার দিয়া॥
সে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এমতি করিলে কে।
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলু
লোকে অপযশ কয়।
সে যে গুণনিধি পরাণ পুথলি
আর কার জানি হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইলু
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণে রতন হরিলে
কার পরাণে সয়॥
যোগ যে করিয়া শ্যামেরে ভাঙ্গায়া
এমতি করিলে কে।
আমার পরাণ যেমতি পুড়িছে
তেমতি পুড়ুক সে॥

কহে চণ্ডিদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনিল উত্তম মুখে।
কে বা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পর মন দুখে ॥ ৯২৪ ॥

—০:::০—

[তথা জলধর প্রতি]

(মিথিলার পদাবলী)

ধানশ্রী রাগ

তোঁহেঁ জলধর সহজহিঁ জলরাজ।
হমেঁ চাতক জল বিন্দুক কাজ ॥
জল দয় জলদ জীব মোর রাখ।
অবসর দেলেঁ সহস হো লাখ ॥
তনু দেঅ চান রাহু কর পান।
তৈও কলা নহি হোয় মলান ॥
ভণই বিদ্যাপতি জলদ উদার।
জীবন দএ পালথি সঁসার ॥ ৯২৫ ॥

—*—

[অথ কন্দর্প প্রতি যথা]

ধানশ্রী

পঞ্চবাণ-ধারী পর-মন্দকারী
তোরে বা বলিব কি।
তোর আকর্ষণে পিরীতির ফান্দে
আমি সে ঠেকিয়াছি ॥
এত দিনে তোর মরম বুঝিলুঁ
অনঙ্গ তোঁহারি নাম।
অঙ্গ বা থাকিলে আর কি হইত
কি জানি কি গুণগাম ॥
মনের মাঝারে পশিয়া নারীর
সরম করিলা দূর।
তার প্রতিফল হইবে তোমার
কহিলুঁ বচন গূঢ় ॥
কালার পিরীতি লাগি তোর শরে
কাতর হৈয়াছি আমি।
কহয়ে উদ্ধব যে জন অন্তরে
তারে কি ছাড়িবে তুমি ॥৯২৬॥

—[*]—

তিরোতা

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর হুঁ বরনারী ॥
নহ জটা ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর-বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার।
নহ ফণি-রাজ উরে মণিহার ॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি-কমল ইহ না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ-পঙ্ক ॥৯২৭॥

—(০)—

[মিথিলার পদাবলী যথা]

যোগিয়া—মালব

কতন বেদন মোহে দেহৈ মদনা।
হর নহি বোলোঁ মোঁহ যুবতি জনা ॥
নহি মোহি জটাজুট চিকুরক বেণী।
থির সুরসুরি নহি কুসুমক সেণী ॥
চানি তিলক মোহি নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা ॥
কণ্ঠ গরল নহি মৃগমদ চারু।
ফণিপতি মোরা নহি মুকুতা হারু ॥
ভণই বিদ্যাপতি সুনু দেব কামা।
এক দোস অছ ওহি নামক বামা ॥৯২৮॥

—:—

(জয়দেবের গীতগোবিন্দে যথা)

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ ॥
মলয়জরজো নেদং ভস্ম, প্রিয়বিরহিতে ময়ি।
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি ॥

—:০:—

[কন্দর্প প্রতি]

[এই ভাবে রামবসুর কৃত দুটী গান যথা]

(১)

আমি নারী, হর নই, শুনহে মদন।
বিনা অপরাধে কেন বধরে জীবন॥
এ যে বেণী ফণী নয়—নহে জটাজুট।
কণ্ঠে নীলকান্ত আভা নহে কালকূট॥
ললাটে সিন্দূর বিন্দু চন্দন দেখিয়ে।
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন শশী হুতাশন॥

(২)

হর নই যে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি
করোনা আমার দুর্গতি॥
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ আজ অনঙ্গ
একি রঙ্গ হে তোমার—
হরভ্রমে শরাঘাত কেন
করিতেছ বার বার—
ছিন্ন ভিন্ন কেশ, দেখে কও মহেশ
চিননা পুরুষ প্রকৃতি॥
হায় শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি
বৈরী হৈয়োনা আমার—
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা
নহে এ তো জটাভার—
বয়সে নবীনা, প্রাণপতি বিনা
যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি॥
কণ্ঠে কালকূট নহে
দেখ পরেছি নীলরতন
অরুণ হ'ল লোচন
ক'রে পতি-বিরহে রোদন—
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি

—:-:—

আধ নয়ন কএ তহু কর আধ।
কত বা সহব মনসিজ অপরাধ॥
কা লাগি সুন্দরি দরশন ভেল।
যেও ছিল জীবন সেও দূরে গেল॥
হরি হরি কএোন কয়ল হাম পাপ।
যে সবে সুখদ তাহি তহতাপ॥
সব দিশ কামিনী দরশন যায়ে।
তই অও বেয়াধি বিরহ অধিকায়ে॥
কএোনক কহব মেদিনী সে থোল।
শিব শিব এহি জমন ভেল ওল॥২৯॥

—:০:—

যথা রাগ

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধ পরাণ-পয় পীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক॥
দাহিন নয়ন পিশুন-গণ-বারণ
পরিজন বাম হি আধ।
আধ নয়ন-কোণে যব হরি পেখল
তাহে ভেল এত পরমাদ॥
পুর বাহির পথ করত গতাগত
কো নহি হেরত কান।
তোহর কুসুম-শর কতিহুঁ সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচবাণ॥৩০॥

—:—

[পুনশ্চ কন্দর্প রীতং
সখীং প্রতি কথয়তি]

ধানশী

কুলের বৈরী হইল মুরলী
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতী মধুর যুবতী
ধরিতে আইল দেশে॥
সই জীব না এমন বাসি।
পিরীতি আঁটা ননদী কাঁটা
পরসী হইল ফাঁসি॥

বৃন্দাবন মাঝে বেড়ায় সাজে
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে গাছের তলে
বসিয়া করিল থানা॥
গাছের ডালে বসিয়া ভালে
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আঁটা লাগায় কাঁটা
লাগিল পাখীর পিঠে॥
পড়িয়া ভূমেতে ধড়ফড়াইতে
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া বান্ধিল আটিয়া
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে॥
চণ্ডিদাসে কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া যে দেয় পাথায় ধোয়ায়
তবে সে এড়ান দেখি॥ ৯৩১॥

—:o:—

তথা রাগ

(আরে মনমথ) নাহি তুয়া ধরম বিচার।
কো করু দোখ রোখ করু কা সঞে
বড় তুহুঁ মূরুখ গোঙার॥
শুনইতে রূপ কলা গুণ-মাধুরী
তেঞি দিঠি হেরল কান।
সোই যোধ-পতি তাহে নাহি পারলি
হৃদয়ে হানলি পাঁচ বাণ॥
কিয়ে গুণে রতি তোঁহে পতি করি মানল
নাম কে রাখল কাম।
নাশসি কাম কুলটা-পদ দেওসি
আব্ তোঁহি চিহ্নল হাম।
দেবীপতি শিব জীব তুয়া রাখল
ছিয়ে ছিয়ে এ বড়ি দুখে।
তা সঞে বাদ সাধি যৈছে ধাওলি
তেছৈ অনল দিল মুখে॥
অব হাম শম্ভু আরাধব তুয়া লাগি।
পুন তোঁহে করব বিনাশ।
বিরহিণীগণ যেন কিয়ে ঘর কিয়ে বন
যাঁহা তাঁহা সুখে করু বাস॥
ধরণীক বাণী মানি তুহুঁ সুন্দরি
শম্ভু আরাধবি কাঁয়।
মনমথ কোটি মথন করু যো জন
সো তুয়া চরণ ধেয়ায়॥ ৯৩২॥

—:—

[অথ গুরুগণাদীন প্রতি]

সিন্ধুড়া

তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি।
ননদী বচনে যেন বুকে লাগে আগি॥
কাহারে না কহি কথা থাকি দুখ বাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পাশ পরসী॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কা সনে কহিব কালা কানু রসের কথা॥
যত দূরে যাবে তুমি তত দূর যাব।
পিরীতি পরাণ-ভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুঃখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডিদাসে কহে তবে জুড়াইব হিয়া॥ ৯৩৩॥

—০—

শ্রীরাগ

পরের রমণী ঘুচিবে কখনি
এমতি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই যে বল সে বল মোরে।
শপতি করিয়া বলি দড়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ-জনার কথা।

গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে
ঘুচিবে মনের বেথা ॥
চণ্ডিদাস কয় সতন্তরী হয়
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে করিতে পারিলে
তবে সে এ পাপ ছুটে ॥ ৯৩৪ ॥

—:০:—

তথা রাগ

ছার দেশে বসতি হৈল
নাহি দোসর জনা।
মরমে মরমী বিনে
জানে না বেদনা ॥

চিত উচাটন করে মন রুনু ঝুন।
ননদীর বচনে পাঁজরে বিন্ধে ঘুণ ॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বন্ধু মোরে বিমুখ হৈল ননদিনী বৈরী ॥
গুরুহুরু-কুবচন সদা শেলের ঘায়!
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায় ॥
বাশুলী কহায় বলে চণ্ডিদাস গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥ ৯৩৫ ॥

—০—

পঠমঞ্জরী

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফান্দ পাতে ননদিনী ॥
শুন শুন প্রাণপ্রিয়া সই।
তুমি সে আমার তেঞি তোমার আগে কই ॥
বিনি ছলে ছুইতে সে সদাই ধরে চুরি।
হেন মন করে জলে প্রবেশিয়া মরি ॥
সতী-সাধে যদি থাকি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে ভরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥

পোড়া লোক নাহি জানে পিরীতি বোলে কারে
তুমি যদি বল সমাধান দিয়ে ঘরে ॥
চণ্ডিদাস বোলে শুন আমার যুগতি।
অধিক যন্ত্রণা যার দ্বিগুণ পিরীতি ॥ ৯৩৬ ॥

—:::—

তথা রাগ

গুরুজন-বচনে পাঁজর ধসি গেল।
পাড়াপরসীর জ্বালায় প্রাণ সারা হৈল ॥
কত না সহিব আর সহিতে না পারি।
কহিতে কহিতে দুখ কহিতেও নারি ॥
এ দেশ ছাড়িয়া যাব রহিব কাননে।
এ পাপ লোকের মুখ না দেখি যেখানে ॥
॥ ৯৩৭ ॥

—০—

[কুটিলায়াঃ সাক্ষাদুক্তিঃ]

গান্ধার

একি পরমাদ আই।
লোকের বদনে শুনি যা শ্রবণে
তাহাই দেখিতে পাই ॥
তোমার আমার বাপের কুলেতে
কখন কথাটি নাই।
তবে কেনে তুমি কানু কানু করি
সদাই জপহ রাই ॥
কানু নাম শুনি চমকি উঠহ
পুলক তাহার সাখী।
কালা-রূপ দেখি ছল ছল আঁখি
বেকত এ সব দেখি ॥
আমি ননদিনী সব রস জানি
পসার যে চৌপিঠ।
কহে শিবরাম বুঝলুঁ কথায়
তুমি সে বড়ই ঢীট ॥৯৩৮ ॥

—০—

বরাড়ী

ননদিনি লো মিছাই লোকের কথা।
যদি কানু সঙ্গে পিরীতি করিত
শপতি তোমার মাথা॥
নিজ পতি বিনে অন্য নাহি জানি
সেই সে আমার ভাল।
কোন গুণে যাই রাখালে ভজিব
যাহার বরণ কাল॥
মণি মুকুতার আভরণ নাহি
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে॥
রাজা হৈয়া যারে দেখিতে না পারে
মায়ে বলে ননীচোরা।
কহে শিবরাম রাধার কলঙ্ক
মিছাই করিলা তোরা॥৯৩৯॥

—]*[—

[তত্র সখী সহ আক্ষেপোক্তি যথা]

সুহই

এক দিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থর হরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিলুঁ বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হেঁলো
কি না তোর হৈল।
চণ্ডিদাস বলে উহার
কপালে যা ছিল॥ ৯৪০॥

—:০:—

গান্ধার

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে বসিয়া ছিলাম রঙ্গে
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে তার কাছে ডাকে
আইসহ শ্যাম সোহাগিনী॥
রাধা বিনোদিনি তোমারে কহিতে কি।
চাই দুই তিন কথা যে কথা তোমার
বড়ই শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে যমুনা সিনানে
গিয়াছিলা নাকি একা।
শ্যামের সহিতে কদম্ব তলাতে
হৈয়াছিল নাকি দেখা॥
সেই দিন হৈতে সেইত পথেতে
নিতি করে আনাগোনা।
রাধা রাধা বুলি বাজায় মুরুলী
তেঞি সে হৈল জানা শুনা॥
যে দিন দেখিব আপন নয়নে
তা সঞে কহিতে কথা।
কেশ ছিড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
মিছা অপবাদ দেয় পরিবাদ
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায় যে থাকে সদায়
সাপে খাকু তার বুকে॥
গোকুল নগরে গোপের মাঝারে
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানি কভু না শুনি
শ্যাম কালা কি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী বড় নাম ধরি
তাহে বড়ুয়ার বহু।
নিরমল কুলে এ কথা যে তোলে
সেই নারী গরল খাহু॥
চিত দড় করি থাকহ সুন্দরি
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায় কার কি বা হয়
বড়ু চণ্ডিদাসে বলে॥ ৯৪১॥

—(*)—

ধানশী

দৈব যুকতি বিশেষ গতি
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জনে করিয়া যতনে
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥
সই এমনি কানুর রসে।
জনম অবধি রহিবে পিরীতি
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
যেই মনে ছিল তাহা না হইল
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে।
লেহ দাবানলে বন যেন জ্বলে
হরিণী পড়িল ফান্দে॥
পলাইতে চায় পথ নাহি পায়
দেখে যে আনলময়।
বনের মাঝারে ছটফট করে
কত বা পরাণে সয়॥
বাহিরে আসিয়া বাণ যে খাইয়া
পশিতে তাহাতে পুন।
গরল আনলে শরীর বিবল
শামাইতে নারে যেন॥
করীবর আদি না পায় সমাধি
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুল নারী ফুকারিতে নারি
ননদী আছয়ে ঘরে॥
এমতি আকার পিরীতি তাহার
রহিয়া দহিছে মনে।
ননদী বচনে দগধে পরাণে
পাঁজর বিন্ধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে নয়ন পীঁজরে
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে সঙ্গে চলে তবে
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥
চণ্ডিদাস কয় বাশুলীর সায়
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
তার কি করে ননদী॥ ৯৪২॥

—:—

নটনারায়ণ

শুন ও গো সই আর তোমা বই
কহিব কাহার কাছে।
লোক মুখে শুনি ইহা বলে নাকি
কানু সনে রাধা আছে॥
গোকুল নগরে গোপ সমাঝারে
এত দিনে আছি মোরা।
লোক মুখে শুনি কখন না শুনি
কানু কাল কিবা গোরা॥
ঘরের ঘরণী আছে কালবাদিনী
পাপমতি ননদিনী।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
এস শ্যাম-সোহাগিনী॥
কে বা সে শ্যাম কানু কার নাম
তাহা না বলিব কি।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আই মাইকে জানাই দেখি॥
একা প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিনু আর নাহি জানি।
চণ্ডিদাসে বলে দঢ়াইলা ভালে
ধন্য রাধা ঠাকুরাণী॥ ৯৪৩॥

—০—

শ্রীরাগ

যাবত জনমে কি হৈল মরমে
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে ভাল॥
সই বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিলুঁ তোরে॥
ননদী বচনে জ্বলিছে পরাণে
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
পাথারে ভাসাব কুল॥

ভাসিয়া যায় ঘুচয়ে দায়
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডিদাস কহে এমতি হইলে
মরিবে তাহারা শোকে ॥ ৯৪৪ ॥

—:—

[তথাহি দাশুরায়ের পাঁচালী]

(১)

ননদিনি গো বল গে নগরে—সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে ॥
কাজ কি বাস—কাজ কি বাসে
কাজ কেবল সেই পীতবাসে
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে
ওলো! সে কি বাসে বাস করে ॥
কাজ কি গো কুল! কাজ কি গোকুল
গোকুলের কুল সব হৌক প্রতিকুল
আমি ত সঁপেছি গো কুল!
অকুল-কাণ্ডারীর করে ॥

(২)

বিধি কি পূরাবেন সাধ দিয়ে কৃষ্ণের অপবাদ
তাতে আমার সতীত্ব যাবে কেন।
সতী যে পতির সেবা করে
কৃষ্ণের কৃপা হ'বার তরে
আর এক কথা শুন বিধির বেদ।
কৃষ্ণ-প্রেমে যে মজিল নিজপতি কৈ ত্যজিল
পতি আর কৃষ্ণে কি বা ভেদ ॥

(৩)

ওহে নারী পুরুষ উভয়েরি পতি দয়াময়
শুধু রমণীর নয়।
প্রজাপতি সুরপতি পশুপতির হন পতি
দিবাপতির পতি সেই পতিতপাবন।

[৪]

পতি আমার বিশ্বরূপ নাই স্বরূপ তাঁর রূপ
অপরূপ গো সই।
দেই কি তুলনা হরির তুলনা
নাই হরি বই ॥

—(:০:)—

[পুনশ্চ যথা সখী প্রতি]

সিন্ধুড়া

সই এত কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলা আপন কানে ॥
পরের কথায় এত কথা কহে
ইহাতে করিব কি।
কানু পরিবাদে ভুবন ভরিল
বৃথাই পরাণে জী ॥
কানুরে পাইতুঁ এ সব কহিত
তবে বা সে বোলে ভাল।
মিছা পরিবাদে বাদিনী হইয়া
প্রাণ জর জর হৈল ॥
কে আছে বুঝাঞা শ্যামেরে কহিয়া
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডিদাস কহ ধৈর্য্য ধরি রহ
কে কি বা করিবে কার ॥ ৯৪৫ ॥

—০—

সিন্ধুড়া

তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি ॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণবাদী এ পোড়া পরসী ॥
(ইত্যাদি গেয়ং)

—(:০:)—

ধানশী

ভাদরে দেখিলুঁ নট চান্দে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে ॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুরী ॥
ননদী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যাম নাগর তোমারে সদাই পাড়ে গালি ॥

এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিলুঁ এবে মরণ সে ভাল ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥ ৯৪৬ ॥

—০—০—

তথা রাগ

ইহ গুরু-গঞ্জন বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল ॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান ॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি কার করিলুঁ অপরাধ ॥
ননদী নয়ন-জালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়া পরসী॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই ॥ ৯৪৭ ॥

—০০—

শ্রীরাগ

সই মরম কহিএ তোকে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
কভু না আনিব মুখে ॥
পিরীতি মুরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোনে।
পিরীতি বলিয়া নাম শুনইতে
মুদিয়া রহিব কানে ॥
পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
যেন না পড়য়ে মনে ॥
পিরীতি পাবক পরশ করিয়া
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ সহনে না যায়
কহে চণ্ডিদাস কিবা ॥ ৯৪৮ ॥

——০——

শ্রীরাগ

ও সই আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া দারুণ আখর
বলিতে নয়ন ঝুরে ॥
পিরীতি আরতি কভু না সোঙরিব
শয়ন স্বপন মনে।
পিরীতি নগরে বসতি তেজিব
রহিব গহন বনে ॥
পিরীতি পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জ-বাস।
পিরীতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডিদাস ॥ ৯৪৯ ॥

—(০)—

[তথাহি বিদগ্ধমাধবে]

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃক্ষণং বিষয়তোহ্ স্মিন্মনোধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষধিৎসতে ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্যস্ফূর্ত্তিনবায়স্ত হৃদয়ে যোগীসধুৎকণ্ঠেতে,
মুগ্ধেয়ং কিল তস্য পশ্য হৃদয়ান্নিষক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥

নিতে মুনিগণ আপনার মন
বিষয় হইতে আনি।
তিলেক গোবিন্দ পদ অরবিন্দ
স্মরণে বাঞ্ছয়ে জানি ॥
হের অদভুত দেখহ বিদিত
রাধিকা কুলের বালা।
সে কৃষ্ণ হইতে চিত ছাড়াইতে
ইচ্ছয়ে বিষয় জালা ॥
স্ফূর্ত্তি ভুব লাগি কত কত যোগী
করয়ে কামনা যার।
মুগধি তাঁহার হৃদয় মন্দির
যত্নে চাহে ত্যজিবার ॥
যাঁহার চরণ দরশ কারণ
তপস্যা করয়ে রমা।
এ যদুনন্দন কহয়ে সে জন
যাচিতে করয়ে ঘৃণা ॥

নান্দীমুখী শুনি কহে শুন ভগবতি।
এ ভাব জানিতে মোর নাহিক শকতি ॥
কি জাতীয় ভাব এহ কহ বিবরিয়া।
কহে পৌর্ণমাসী দেবী তাহা যে শুনিয়া ॥
সত্য বাছা অতিশয় দুর্গম এ ভাব।
গাঢ় অনুরাগ এই নিবর্ত্ত স্বভাব ॥ ৯৫০ ॥

—০—

[প্রেম প্রতি আক্ষেপ যথা]

পঠমঞ্জরী

কি বুকে দারুণ বেথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতের কথা ॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়া কুলেতে দাড়াঞা
যে ধনি পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
হাম অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডিদাস কহে যে গতি হইল
পরাণ সংশয় দেখি ॥ ৯৫১ ॥

—:-:—

শ্রীরাগ

পিরীতি মূরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া নাম শুনইতে
মুদিয়া রহিব কানে ॥
সখি আর কি বলিব তোরে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুখ দিল মোরে ॥
পিরীতি আরতি কভু না করিব
শয়ন স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া
রহিব গহন বনে ॥
পিরীতি পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জবাস।
পিরীতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডিদাস ॥ ৯৫২ ॥

—:*:—

তথা রাগ

পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায় ॥
কে বা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন-জালা পানীর শিহালা
পরসী-জীয়ল মাছে।
কুল-পানীফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক-পাণায় সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডিদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি ॥ ৯৫৩ ॥

—(০)—

সুহিনী

শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি কানুর পিরীতি
কোথা বা তাহার ঘর ॥

চলে কি বাহনে টিকে কোন স্থানে
সৈন্যগণ কে বা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র-ধরে পারাবার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে তেজিব
সোঙরি তাহার পা॥
সখী কহে সার দেখি নিরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি
জাতির বাহিরে সে॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥
কহে চণ্ডিদাসে বাশুলী আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি-বাস॥ ৯৫৪॥

—০-০—

তথা রাগ

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ
তিতায় তিতিল দে॥
সই এ কথা কহিল নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥

কপট পিরীতি আরতি বাঢ়াঞা
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায় কুল-রক্ষা দায়
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেলুঁ॥
এমতি পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কি বা হয়।
পিরীতি পরম হয় দুখময়
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়॥ ৯৫৫॥

—:০:—

তথা রাগ

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটল
পরাণ-পুথলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইল নহে
হিয়ায় রহল শেল॥
চণ্ডিদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা॥ ৯৫৬॥

——(০)——

শ্রীরাগ

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিলুঁ প্রেমের বীজ।

রোপণ করিতে গাছ যে হইল
সাধল মরণ নিজ ॥
সই প্রেম-তরু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল ॥
পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিলুঁ সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইনু আপন সুখে ॥
অমিয়া হইত স্বাদু যে লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি শেষে হেন রীতি
জানিলুঁ পুণ্যের বলে ॥
যত মনে ছিল সকলি পূরিল
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডিদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিবে দেহা ॥ ৯৫৭ ॥

—০—

তথা রাগ

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয় ॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিল ফিরা ॥
পরশ পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুই অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইনু এতেক দুখে ॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়াপরসী ডাকিনী সদৃশী
এমত না খায় তারে ॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত ॥
নানুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডিদাসে
সুখ যে পাইব কোথা ॥ ৯৫৮ ॥

—ঃ—

তথা রাগ

আপনা খাইলুঁ সোনা যে কিনিলুঁ
ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোনা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ ॥
সই মদন সোনারে না চিনে সোনা।
সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল সে গহনা ॥
প্রতি অঙ্গুলিতে ঝলকে দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি তেমতি এ গতি
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিনু ভিতে ॥
অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহি ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অনুবাদ ॥
চণ্ডিদাসে কহে বাশুলী কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পিরীতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায় ॥ ৯৫৯ ॥

—০—

তথা রাগ

কানুর পিরীতি মরমে বেয়াধি
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে না যাইবে
না করিব কি বিধানে॥
সই জীয়ন্তে এমন জালা।
জাতি কুল শীল সকলি ডুবিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥
শয়নে স্বপনে না করিয়া মনে
ধরম গণিয়া থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন
অন্তরে জালয়ে উকি॥
সরোবর মাঝে মীন যে থাকয়ে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লই জাল
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে জারে সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডিদাস মন বাশুলী চরণ
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সাহিতে কিছু না ভাবিবে
রহিবে একান্ত করি॥ ৯৬০॥

—:—

তথা রাগ

যাবত জনমে কি হৈল করমে
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে ভাল॥
সই বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিলুঁ তোরে॥
ননদী-বচনে জলিছে পরাণে
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায় ঘুচয়ে দায়
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডিদাস কহে এমতি হইলে
মরিবে তাহারা শোকে॥ ৯৬১॥

—(০)—

ধানশ্রী

আমরা সরল পিরীতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিলুঁ পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পিরীতি-রীতি॥
মাটি খোদাইয়া খাল বানাইয়া
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈঞা
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি
উঠিতে নারিয়ে কূলে॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া
চলল আপন ঘরে।
চণ্ডিদাসে কয় এমতি সে হয়
তুমি সে ভাবহ তারে॥ ৯৬২॥

—]০[—

তথা রাগ

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিলুঁ
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে বলি
কোন অভাগিনী জানে॥
সই পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন-আশে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন॥
বল না কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডিদাসে কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥ ৯৬৩॥

————

শ্রীরাগ

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাথিলুঁ পিরীতি-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি কি করিব সখি
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডিদাসে কয় কহিল না হয়
ঐছন কানুর লেহ॥ ৯৬৪॥

—:*:—

তথা রাগ

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলুঁ
জ্বালাতে জ্বলিল দে।
স্বাদু যে নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥
পিরীতি রসের সায়র দেখিয়া
আরতি বাঢ়ালুঁ তাতে।
তবে সে সজনি দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ॥
চণ্ডিদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষ গুণে আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥ ৯৬৫॥

—•—

ইক্ষু যে রোপিলুঁ গাছ যে হইল
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পিরীতি বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয়॥
সই কে বলে ইক্ষুরস গুড়।
পরের বচনে চাখিলুঁ বদনে
খাইলুঁ আপন মুড়॥
চাখিতে চাখিতে লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মীঠ।
মোদক আনিয়া ভিয়াঁন করিয়া
এবে সে লাগিল সীঠ॥
মশল্লা আনিলুঁ আগুনে চঢ়ালুঁ
বিছুরিলুঁ আপন ভাব।
কানুর পিরীতি বুঝিলুঁ এমতি
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে বুঝিলুঁ মরমে
বস্তুর নাহিক দোষ।
চণ্ডিদাস কহে পিরীতি করিয়া
কে বা পাইল কোথা যশ॥ ৯৬৬॥

——::·::——

ধানশী

শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিলুঁ
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হৈতে মোর তনু জর জর
ভাবিতে অন্তর বেথা॥
দৈবের ঘটিতে বন্ধুর সহিতে
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান বেদের বিধান
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি দিলুঁ তিলাঞ্জলি
ছাড়িলুঁ পতির আশ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিলুঁ নাশ॥
কুলে কলঙ্কিনী বলি দেয় গালি
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে আদর করিয়ে
লইলুঁ কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কান্দিতে নারে।
কুলবতী হৈয়ে পিরীতি করিলে
এমতি ঘটিবে তারে॥

মুঞি অভাগিনী কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া পিরীতি করিলুঁ
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডিদাস বলে পিরীতি লক্ষণ
শুন গো বরজ-নারী।
পিরীতি ঝুলিটি কান্ধেতে করিয়া
পিরীতি নগরে ফিরি॥ ৯৬৭॥

—(০)—

কামোদ

সই বড়ই প্রমাদ দেখি।
কানুর সনে পিরীতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আঁখি॥
কাহারে কহিব মনের আগুণ
জলিয়া জলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর বাতুল হইলে
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে।
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল লেঠা।
হেন মনে করি উচ্চস্বরে কান্দি
তাহে গুরুজন কাঁটা॥
যাইয়া নিভৃতে বসি এক ভিতে
সদা ভাবি কালা কানু।
বিরলে বসিয়া ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে হারাইব তনু॥
ধীবর দেখিয়া জলে যত মীন
যেমন তরাসে কাঁপে।
আমার তেমতি ঘরের বসতি
গরজি গরজি ঝাঁপে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরজ ধরি॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন বিনোদিনি
সকলি স্বপন মানি।
তুমি সে কালার কালিয়া তোমার
জগতে সবাই জানি॥ ৯৬৮॥

—[:০:]—

সুহই

পাপ পরাণে কত সহিবেক জালা।
শিশুতে মরিয়া গেলে হইত যে ভালা॥
এ জালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডুরি॥
তেমতি নহিল যার এমতি বেভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিলা পাথার॥
চণ্ডিদাস কহে এই বাশুলী কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥
॥ ৯৬৯॥

—:০:—

তথা রাগ

ধরম করম কোথা গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল মোরে কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কে বা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
হেন মন করে বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলে বৈরী অবলা বোলে লোকে
কানু বাদ সাধে বোলে পুড়্যা মরি শোকে॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সান্ভাইল অন্তরে॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডিদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥ ৯৭০॥

—:—

ধানশী

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চান্দ সেবিলুঁ
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িলুঁ
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
পাইলুঁ বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি করিয়া
পাছে কর অনুতাপে॥ ৯৭১॥

—•—

সিন্ধুড়া

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতের কথা শুনিতে না পাব॥

না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম বেথা জালি দিবে সে॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডিদাসে কহে রাগি ইহার গুরু তুমি॥৯৭২॥

—※—

ধানশী

শুন শুন সই কহি তোরে।
পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরীতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির॥
দোসর ধাতা পিরীতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডিদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি॥৯৭৩॥

—•-•—

গান্ধার

জনম গোঙানু দুখে কত বা সহিব বুকে
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল বেথা কুলশীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কানু দিলুঁ তিলাঞ্জলি গুরু দিঠে দিলুঁ বালি
কানু লাগি এমতি করিলুঁ।
ছাড়িলুঁ গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইলুঁ॥
অবলা না গণে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পর মুখে যে বা শুনে
তেজ্বিত অনলে পুড়্যা মরে॥
বড়ু চণ্ডিদাসে কয় প্রেম কি আনল হয়
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥৯৭৪॥

—]*[—

সুহই

আনিয়া অমিঞা পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন।
জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে আনল জলে দেখে সব লোকে।
অন্তরে জলিয়া উঠে তাপ লাগি বুকে॥
পাপ দেহের তাপ হৈল ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডিদাসে॥৯৭৫॥

—§•§—

সুহই

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিলুঁ।
না ঘুচে দারুণ নেহ ঝুরিয়া মরিলুঁ॥
আর জ্বালা সহিতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন বিসাল্য যেন বুকে খাইল সাপ॥
জনম হৈতে কুল ধরম রৈল দূরে।
দিবা নিশি মন মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিলুঁ পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষে এ জনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলীর বরে॥৯৭৬॥

—:০:—

শ্রীরাগ

যাহার সহিত যাহার পিরীতি
সেই সে মরম জানে।
লোক চরচায় ফিরিয়া না চাই
সদাই অন্তরে টানে॥
গৃহ কর্ম্মে থাকি সদাই চমকি
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা গঞ্জয়ে নানা
তাহা বা কহিবে কে।
মরণ সমান করে অপমান
বন্ধুর কারণ সে॥
কাহারে কহিব কে বা নিবারিবে
কে জানে মরম-দুখ।
চণ্ডিদাস কহে করহ ঘোষণা
তবে সে পাইবে সুখ॥৯৭৭॥

—•—

[প্রেম প্রতি আক্ষেপ]

ততঃ প্রকারান্তরং

ধানশী

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
সিরজিল কোন ধাতা।

অবধি জানিতে সুধাব কাহাতে
ঘুচাব মনের বেথা ॥
পিরীতি-মূরতি পিরীতি-রতন
যার চিতে উপজিল।
সে ধনি কতেক জনম লভিয়া
ভাগ্য করিয়াছিল ॥
সই পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা ॥
যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সেই হৈল কুল-নাশী।
তবে কেনে তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী ॥
গোকুল নগরে কে বা কি না করে
অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডিদাসে ভণে মরুক যে জনে
পর-চরচায় থাকে ॥৯৭৮॥

—(০)—

শ্রীরাগ

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বহি নাহি আর ॥
বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সায়র মন্থন করিতে
তাতে উপজিল রী ॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে পশিল যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কি বা জাতি কুল তার ॥
এ হেন পিরীতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কি বা হয়।
পিরীতি-বন্ধন বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় ॥ ৯৭৯ ॥

—:০:—

তথা রাগ

পিরীতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঞি সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ ॥
সই এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে ॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
চণ্ডিদাসে কহে শুনল সুন্দরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার ॥ ৯৮০ ॥

—০—

তথা রাগ

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযুষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময় ॥
সই কি বা কারিগর সে।
এমত সংযোগ করি অনুরাগে
কিমতে গড়িল দে ॥
সাগর মাঝারে থাকিয়া অমিয়া
কেমনে পাইবে সে।
মদন মাদন পাইল কোন স্থান
রসে নিরমিল দে ॥
তিন তিন গুণে বিন্ধিলেক ঘুণে
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল ॥
এমত অকাজ করে কোন রাজ
বুঝিতে নারিলুঁ মোরা।
কুলের ধরমে তেজিলুঁ মরমে
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডিদাসে কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে ॥ ৯৮১ ॥

—:০:—

তথা রাগ

সই পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কে বা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতে আপনা বেচিলুঁ
নিছি দিলুঁ জাতি কুল॥
সে রূপ-সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া॥
সে সব চরিতে ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া॥
খাইতে খাঞাছি শুইতে শুঞাছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডিদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
আনল দিয়ে তুয়ারে॥ ৯৮২॥

—:০:—

সুহই

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চান্দমুখে মধুর হাসি তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডিদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক
॥ ৯৮৩॥

—:—

শ্রীরাগ

শ্যামের পিরীতি মূরতি হইলে
তবে কি পরাণ ফলে।
পরাণ পিরীতি সমান করিলে
কে তারে জীয়ন্ত বলে॥
সই যদি সে শ্যাম বন্ধুর লাগি পাঙ
তবে সে এ তুখ টুটে।
অন উপায় শুনি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥
পরাণ রতন পিরীতি পরশ
জুখিল হৃদয়-তুলে।
পিরীতি-বেয়াধি তুগুণ হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥
জাতি কুল বলি দিলুঁ তিলাঞ্জলি
কি আর সতী-চরচাতে।
তনু ধন জন জীবন যৌবন
নিছিলাঙ শ্যামের পিরীতে॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিয়া রাখিব
পরাণে পরাণে জড়া।
কি জানি কি খেনে কি দিঞা কি কৈলে
মনেহ ছাড়িলে না যায় ছাড়া॥
তিলেকে মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
স্বপনে সে শ্যাম বন্ধু।
চণ্ডিদাসে কহে মরমে হানয়ে
পিরীতি অমিয়া-সিন্ধু॥ ৯৮৪॥

—:-:—

তথা রাগ

কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি।
কুজন-বচনে ছাড়িতে নারিব
সে হেন গুণের নিধি॥
বন্ধুর পিরীতি শেলের ঘা
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে বেথাটি বাড়িল
এ তুখ কহিব কাকে॥
অন্য বেথা নয় বোধে সোধে রয়
হিয়ার মাঝারে থুইঞা।
কোন কুলবতী কুল মজাইয়া
কেমনে রৈয়াছে শুইঞা॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
চণ্ডিদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল তুখের ঘর॥ ৯৮৫॥

—:০:—

শ্রীরাগ

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
তেজিল কুল শীল এ লোক-লাজ।
কি গুরু-গৌরব গৃহের কাজ॥

তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈলুঁ।
যে হইবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈলুঁ॥
যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিলুঁ প্রেমফান্দে সকলি নাশ।
ভালে সে জ্ঞানদাস না করে আশ॥ ৯৮৬॥

—:০:—

সুহই

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ-ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যে ভায় মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যামবন্ধু বিনু
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিলুঁ যুকতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরুজন বলু কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ৯৮৭॥

———※———

[প্রেমোৎকৃষ্টতা]

—অনুরাগঃ প্রকারান্তরং যথা—

তুড়ী

মুঞি যদি বল পাসর কান
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ আর মুখ নাহি দেখি
নিঝরে ঝরে নয়ান॥
শুন শুন শুন পরাণের সই
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন প্রাণ ভেল পরাধীন
কি আর করিবে লাজে॥
শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে
ঐছন হয় অকাজে।

[প্রেম প্রতি]

(যদি) শুনিতে না চাহ কানুর বচন
কানে সে মুরলী বাজে॥
(যদি) চলিতে না চাহ কানুর পাশে
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দ দাস কহে কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে॥ ৯৮৮॥

—০—

ধানশী

শুনইতে অনুক্ষণ যছু নব গুণগণ
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেল।
দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেল॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিঘিনি বাঢ়াওল
কানু-সমাগম মাঝ॥
যা সঞে কেলি কলা-রস-লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি পরশে তনু পরবশ
তবহি অচেতন ভেল॥
হিয়া ঘন-সার হার নাহি পহিরলুঁ
যাক পরশ-রস-আশে।
তাক বিচ্ছেদে জাউ নাকি নিকসয়ে
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥৯৮৯॥

—○—

কামোদ

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন
পরশ-রসায়ন সঙ্গ॥
এ সখি রসময় অন্তর-হার।
শ্যাম সুনাগর গুণগণ আগর
কো ধনি বিছুরয়ে পার॥
গুরুজন-গঞ্জন গৃহপতি-তরজন
কুলবতী-কুবচন-ভাষ।
যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটব
মুরলী-রব আশোআস॥
কিয়ে কয়ব কুল দিবস-দীপ তুল
প্রেম-পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দ দাস যতন করি রাখত
লাজক জ্ঞানে আগোর॥ ৯৯০॥

—:-:—

কৌ রাগিণী

অরুণ উদয় কালে ব্রজ-শিশু আসি মিলে
বিপিন-পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে আর দিঠি পথ পানে
চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥
সজনি না জানি কি হয় প্রেম লাগি।
দারুণ পিরীতি পর- বোধ না মানই
কত চিতে নিবারিব আগি॥
একে কুল-কামিনী তাহে নব যৌবনী
আর তাহে পরের অধীন।
পিরীতি বিষম শরে রহিতে না পারি ঘরে
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥
নিশি দিশি অবিরত জাগিতে ঘুমিতে কত
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
জ্ঞানদাস বলে আকুল নয়ান জলে
তিল আধ থির নাহি পাই॥ ৯৯১॥

—০—

ভূপালী

শুন শুন বিনোদিনি রাই।
তোহে পুন কহিয়ে বুঝাই॥
কানুর ভাব যব হোই।
হিয় মাহা রাখবি গোই॥
কোন জন লখই না পার।
বেকত করবি কুলাচার॥
কানু উয়ব হিয় মাহ।
আন ছলে বিছুরবি তাহ॥
গুরুজন জনি তুয়া পাপ।
দেখিলে দেয় বহু তাপ॥
থির করবি সদা চিত।
ঐছন কুলবতী-রীত॥
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবিশেখর ভাণ॥ ৯৯২॥

—:-:—

বরাড়ী

কাল কুসুম করে. পরশ না করি ডরে
এ বড়ি মরমে মোর বেথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি
কানাকানি শুনি এই কথা॥
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥

যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে॥
চণ্ডিদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি কালা কিবা গোরা॥৯৯৩॥

—:—

[পাঠান্তর]

বরাড়ী

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড়ি মরমে বড় বেথা।
যেখানে সেখানে যাই সদাই শুনিতে পাই
কানে কানে ওনা কয় কথা॥
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
তাহার বরণ ভ্রমে জলদ শ্যামের সনে
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥

(শেষাংশ যথা)

চণ্ডিদাস ইথে কহে সদাই অন্তরে রহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
জপিতে জপিতে হরি তনু মন করে চুরি
না চিনিলাম কালা কিবা গোরা॥
॥ ৯৯৪॥

—:০:—

তুড়ি

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো॥
খাইতে বসি যদি খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাপে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডিদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো॥
॥ ৯৯৫॥

—:—

[পরস্পর সখ্যুক্তি]

প্রেম-বিচার

সুহই

সো কুলবতী অতি   দুলহ গতাগতি
পর দুরমতি খর-ধার।
পাপিয় পিরীতি   এতহুঁ না সমুঝিয়ে
দোসর মদন গোঙার॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ   কবহুঁ না দূর নহ
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র॥
দরশনে নহত   নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন   জীবন জর জর
কহত কিয়ে সমাধান॥
বিছুরত মরমে   মরম মাহা পৈঠত
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন   দুহুঁ ভেল সমতুল
গোবিন্দদাস ভালে জান॥৯৯৬॥

—:+:—

বরাড়ী

দুহুঁ রসময়-তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥
কে নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার॥
জোখল সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরিনু লেহ॥
যব কোই বেরি আনল-মুখে আনি।
ক্ষীর দণ্ড দেই নিরসত পাণি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগে আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানী আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহি দূরে গেল॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি এতনি সুলেহ।
রাধা-মাধব ঐছন লেহ॥ ৯৯৭ ॥

—০::০—

সুহই

এমন পিরীত কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় সে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥

[প্রেম-বিচার]

ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডিদাসে কহে॥৯৯৮॥

—:০:—

সওয়ারী

নিতুই নূতন   পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়   তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি   অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥
উপমার গণ   সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ   তাহার স্বরূপ
সবারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডিদাস কহে   দুহুঁ সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে   হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত॥৯৯৯॥

—:—

[শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা]

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা'—শ্রীরাধার-প্রণয়মহিমা কিরূপ ?

'রাধা'—অর্থে—'গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি। যথাহি বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে—'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।' তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেঃ—

"দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া পূজার বসতি নগরী।
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ।
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধা নাম পুরাণে বাখানে।

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে]

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দো প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।

শ্রীগোপীগণ কহিলেন—কেবল এই রমণীর দ্বারাই ঈশ্বর ভগবান্ হরি নিশ্চয় আরাধিত হইয়াছেন, যেহেতু শ্রীগোবিন্দ ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।

[রাধায়াঃ—কৃষ্ণসুখারাধনপরায়াঃ]

শ্রীরাধা কৃষ্ণ-সুখের কিরূপ আয়োজন-সাধনাময়ী তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটী দ্বারা আস্বাদিত হইল :—

(১)

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পণ করি ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরুপাশে।
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন কহই শুন আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।
[৭২১ পদ দ্রষ্টব্য]

(২)

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণী-মণি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অব সো নবনাগরী
জীবই বহু পুণ ভাগ॥
যো পদতল থল কমল সুকোমল
ধরণী-পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাওত নিশঙ্ক।
মন্দির মাঝ সাঁঝ নাহি তেজত
দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥
[৭২২ পদ দ্রষ্টব্য]

—:০:—

[তথাহি ভক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রসিদ্ধ পদ]

[শ্রীরাধা উক্তি]

(১)

বন্ধুর দরস পরশ লালসে
(যখন) যাইতাম নিভৃত নিকুঞ্জ-নিবাসে
(তখন) চরণে বেড়িত বিষধর কত
হইত নূপুর জ্ঞান গো
(সে দুখ জানি নাই বন্ধুর সুখে—
সদা ভা'স্‌তাম সুখে সখি
নিশি দিন গেছে সেই একদিন
আর এই এক দিন
অভাগিনী রাধার)
(এখন) বিনে সে ত্রিভঙ্গ-শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ
ভূষণ ভুজঙ্গমান গো।

[তত্র সখ্যুক্তি]

ললিতা।

ললিতা—দেখ দেখি, বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা!
ত্রিভুবনে রাধাপ্রেমের কে বা পায় সীমা?
বসিলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে?
কৃষ্ণ-অন্বেষণে সেও যায় সিংহ বলে!
কিন্তু কৃষ্ণ বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর।
দেখনা চলিতে প্যারী কাঁপে থর থর।
এলা'য়ে প'ড়েছে ধনির সু-দীঘল কেশ।
অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী-বেশ।
চকিত নয়নে ধনি চারিদিকে চায়
ডেকে বলে "প্রাণনাথ! রহিলে কোথায়!"

সখীগণ—(পশ্চাতে থাকিয়া)
রাই! ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনী!
অমন ক'রে যা'সনে যা'সনে যা'সনে গো ধনি!
না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি গো!
কত কণ্টক আছে গো বনে
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে
ও তোর কোমল পদে দংশে পাছে
হ'ল নয়ন ধারায় পিছল পথ;
বলি যা'সনে রাধে এত দ্রুত ইত্যাদি।

(২)

[শ্রীরাধিকা উক্তি]

যখন নব অনুরাগে হৃদয়ে লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে, পাছের কাজে ;
(যা' যা' ক'রতে হ'বে গো—
সখি আমার বঁধুর লাগি)
জানি প্রেম ক'রে রাখালের সনে
ফিরতে হ'বে বনে বনে
ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্কজ-মাঝে। (সখি আমার
যেতে যে হ'বে গো, রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী)
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম ;—
(সখি আমার চলতে যে হ'বে গো,
বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইলে আঁধার রাতি পথমাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম।
(সদায় আমায়—ফি'রতে হ'বে গো,
কত কণ্টক কানন মাঝে)
এনে বিষ বৈদ্যগণে বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে
তন্ত্র মন্ত্র শি'খেছিলাম কত ?
(কত যতন ক'রে গো, ভুজঙ্গ দমন লাগি)
বন্ধুর লাগি ক'রলাম যত এক মুখে কহিব কত
হত বিধি সব কৈল হত !
(হায় ! সে সব—বৃথা যে হ'ল গো,
সখি, আমার করম্ দোষে)
(ততঃ অভিসার)

—:::—

[রাধা-প্রেমের স্বরূপ]

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক এবং পদ দ্বারা আস্বাদিত হইল।

(১) 'বিভুরপি কলয়ন সদাভিবৃদ্ধিং'—রাধা প্রেম 'বিভু', অর্থাৎ, সর্ব্বব্যাপী হইলেও প্রতি-ক্ষণেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

নিতুই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাঞি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি যায়।
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এতদিন চাই অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥

(২) 'বিভুর্ব্যাপকঃ সকলাতিশায়ী' সুতরাং 'তুলনারহিতঃ' 'উপমার গণ সব কৈল আন, দেখিতে শুনিতে ধন্দ।'

[পুনশ্চ যথা]

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।

(৩) 'বিভুর্ব্যাপকঃ সকলাচ্ছাদকঃ'
সুতরাং 'অন্ধত্বজনকঃ'
'একি অপরূপ তাহার স্বরূপ সবারে করিল অন্ধ'

[সখী-প্রশ্ন]

অবোধিনি তমাল কেনে করিস্ আলিঙ্গন।
এ তো নয় তোর মদন-মোহন মুরলীবদন।
ঐ দেখ শাখা নব নব, নবীন পল্লব !
না হেরিস্ এ সব কিসের কারণ।

[শ্রীমতীর উত্তর]

"উজ্জ্বল শ্যামল নিরমল শীতল কিরণে, সখিরে, মম দুনয়ন, কৈল আচ্ছাদন অন্য রূপ স্ফুরণ হয় কেমনে।" রূপাভিসারে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাস। গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ ইত্যাদি, অর্থাৎ, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুবস্তু হইলেই গুরুর ধর্ম্ম যে গৌরব, তাহা তাহাতে নাই। "আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখি"

[বর্ত্তমান গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠায় পদ দ্রষ্টব্য।]

মূর্ত্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যিনি—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা।
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা।

শ্রীহরিতে আমার ঈষন্মাত্রও প্রেমগন্ধ নাই, তবুও 'আমি বড় প্রেমিক' এই সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিবার জন্যই আমি কাঁদিয়া থাকি। যদি আমার প্রেমই থাকিত, তবে কি আমি বংশী-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি না দেখিয়া বৃথা প্রাণ-পতঙ্গকে ধারণ করিতে পারিতাম।

[কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোকার্থ এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন]

দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ কপট প্রেমের বন্ধ
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়।
যাতে বংশীধ্বনি সুখ না দেখি সে চান্দমুখ
যদ্যপি নাহিক আলম্বন।

নিজ দেহে করি প্রীত কেবল কামের রীত
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ।
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসী-বিন্দু।
কৃষ্ণপ্রেম সুখ-সিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউল কহে
কহিলে বা কে বা পাতিয়ায়।

[পুনশ্চ)

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয় অন্তরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমা-আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

সুহই

একে কুলবতী ধনি তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বিয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডিদাস বলে কান্দ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া॥
॥ ১০০০ ॥

——(০)——

তুড়ী

অকথ্য বেদনা সই কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ধূলায় লুটায়॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
"তুমি কি দেখেছ কালা কহনা রে সখি॥"
চণ্ডিদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া॥
॥ ১০০১ ॥

—০-০—

যথা রাগ

সহজেই কুলবতী বালা।
সে কি সহই প্রেম-জ্বালা॥
তাহে গুরু-গঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তর রোল॥
তাহে নিতি প্রেম-তরঙ্গ।
জোর করহুঁ নহ ভঙ্গ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ-মন্দিরে জনু শারী॥
সকল কহব কানু ঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহে তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায়॥ ১০০২॥

—ঃ০ঃ—

[পুনশ্চ অনুরাগঃ যথা]

সিন্ধুড়া

এ দেশে বসতি নাই যাব কোন দেশে।
যার লাগি প্রাণ কান্দে তারে পাব কিসে॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥১০০৩॥

—ঃ০ঃ—

ধানশী

শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরীতি কৈলুঁ।
পিরীতি-বিচ্ছেদে না রহে পরাণে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥
সজনি কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বন্ধু সনে পিরীতি ভাবিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
পিরীতি মিরিতি তুলে তৌলাইঞা
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি যারে উপজিল
সে নাকি জীয়য়ে আর॥

কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে জনা পিরীতি করে।
সাজিয়া ও রসে আনল যেমন
আপুনি পুড়িয়া মরে॥
জীবনে মরণে পিরীতি বেয়াধি
হইল যাহার সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
ভাবিতে জীবন ভঙ্গ॥ ১০০৪॥

—(*)—

সিন্ধুড়া

মুই মলুঁ মলুঁ মরিয়া গেলুঁ
ঠেকিলুঁ পিরীতি রসে।
এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ
সকলি পরের বশে॥
কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পাইলুঁ।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মৈলুঁ॥ ১০০৫॥
[ইত্যাদি গেয়ং]

—]*[—

তথা রাগ

কি বা সে মোহন বেশ দেখিতে মূরছে দেশ
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে যারে জনম ভরিয়া সই
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা॥
কি করিলুঁ কি না হৈল কেনে রস বাড়াইল
কি শেল হানিয়া গেল বুকে।
জাতি কুল-শীল-শিরে বজর পড়িল সই
কানুরে দেখিয়ে চোখে চোখে॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে
হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনচান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥
রসের মূরতি সে দেখিলে সে রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বলে সে অঙ্গ পরশ হৈলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥১০০৬॥

—:—

তুড়ি

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিলে নহে বন্ধুর পিরীতি॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড় বিষম শ্যাম-লেহ॥১০০৭॥

—•—

শ্রীরাগ

মনের মরম-কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কে বা নাহি করে প্রেম কার এত জালা॥
কি বা সে মোহন রূপ মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব॥১০০৮॥

—:-:—

শ্রীরাগ

রাজার ঝিয়ারী কুলের বৌহারী
স্বামী সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া এ তিন খোয়ালুঁ
হইলুঁ কুল-খাখারী॥
সই কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে তা সনে নাহি দরশন
জগত ভরিয়া লাজে॥
ধরম করম সব তেয়াগিলুঁ
যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুল শীল সকলি মজিল
সে জনার পরিবাদে॥
ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জর জর
না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম এ তিন আখর
কেবল দুখের খনি॥১০০৯॥

—(০)—

তথা রাগ

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুখের দুখী তেঞি তোরে কই॥

সদা চিত উচাটন বন্ধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গর গর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥
কি করিব কোথা যাব স্থির নহে মন।
তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন॥
তাহে ধিক দুখ দেয় এ পাড়াপরসী।
বন্ধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী॥
হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল॥
ফল ফুল কালে এবে বাড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি॥১০১০॥

—:-:—

যথা রাগ

কি ক্ষণে শ্যামের রূপ নয়ানে লাগিল।
মান অভিমান কুলের ধৈরজ ভাঙিল॥
অলপ বয়সে মোর শ্যাম পরিবাদ।
বিধি কৈল পরাধিনী না পুরল সাধ॥
কি করব কুলশীল গুরু গরবিতে।
বিকাইলুঁ শ্যাম পায়ে আন নাহি চিতে॥
আপনা আপনি কত কথা ভাবি মনে।
আপনাকে বলি ধনি এমন এমন হইল কেনে॥
হেন মনে করি রূপ হার করে পরি।
দেখিলে সে জীয়ে প্রাণ না দেখিলে মরি॥
জ্ঞানদাস বলে ধনি যে ধন সে বটে।
তুমি শ্যামের শ্যাম তোমার নহিলে কি ঘটে॥
॥ ১০১১ ॥

—]০[—

সই

কাহারে কহিব মরম বেদনা
কে বা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতি ঝুরি দিবারাতি
সদাই চমকে চিত॥
সই ছাড়িতে নারিয়ে কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িল
লইলুঁ কলঙ্কের ডালা॥
মাথায় করিয়া দেশেতে ফিরিয়া
মাগিয়া খাইব তবে।
সতী চরচার গোকুল বিচার
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডিদাসে কয় কলঙ্কে কি বা ভয়
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরয়ে ঝুরিঞা
কি তার আপন পরে॥১০১২॥

—:০:—

কানাড়া

কালা হৈল ঘর আন কৈল পর
কালা সে করিল সারা।
কালার ধেয়ান আন নাহি মন
কালিয়া আঁখির তারা॥
পরাণ অধিক হিয়ার মানস
কালিয়া স্বপনে দেখি।
গমনে কালিয়া জপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি॥
গগনে চহিতে সেখানে কালিয়া
ভোজনে কালিয়া কানু।
ভ্রূদ্বয় মুদিলে সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু॥
শুনহ সজনি কহিতে আগুনি
উঠয়ে কালার জ্বালা।
সেজন বিমুখ বিরাগ বচনে
পরাণ হইল সারা॥
তা সনে কিসের আরতি পিরীতি
সুচারু রসের লেহা।
যাহার কারণে সব তেয়াগিলুঁ
পরিহরি নিজ গেহা॥
কুজন সুজন তার কি বা হয়
গরল অমিয়া নয়।
কুটিল না হয় সরল না হয়
কাজেতে বুঝিলে হয়॥
কহে চণ্ডিদাসে এই অভিলাষে
আশ পাশ তুয়া কাছে।
তুমি সে তাহার সে জন তোমার
কোথা বা খুঁজিলে আছে॥ ১০১৩॥

—:::—

তুড়ী

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে।
এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে॥
দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে।
কুটিল সাপিনী যেন গরল উগারে॥
আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥
॥ ১০১৪ ॥

—:—

সখি আমি আর না যাব যমুনা।
কে আর ধৈরজে রহে দেখিয়া সে জনা॥
পথের নিকটে ঘাট যমুনার কূলে।
অনুপম শ্যাম নাগর রহে তরুমূলে॥
অবিকল কলানিধি দেখিয়া বয়ান।
হাসিতে নাশিতে পারে রমণী পরাণ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলীর গীত।
শুনি পশু-পাখী কান্দে পাষাণ মিলিত॥
আপনা রাখিতে যার আছে অভিলাষ।
সে যেন দেখিতে তারে না করে প্রয়াস॥
এক অঙ্গ হেরইতে লাখ অঙ্গ কান্দে।
দৈবে যদুনাথ চিত স্থির নাহি বান্ধে॥ ১০১৫॥

—০—

[নিত্য-নূতন]

রসরাজ 'স্বয়ং ভগবান' ভক্তের নিকট চির-নবীন, চির-সুন্দর, চির-মধুর। শ্রীকৃষ্ণ 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন'—'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ' সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথ। শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রী-পুরুষ-স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই চিত্তাকর্ষক :—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়ত্রী কাম বীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থেতে শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে (বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৮১-৮২ পৃঃ)।

শ্রীকৃষ্ণের কোটীকন্দর্পলাবণ্য ও নিত্য-নূতনত্ব এই গুণরাশির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি বৃন্দাবনে নবীন মদন। যিনি সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও আপন মাধুর্য্যের দ্বারা অননুভূতের ন্যায় বিস্ময় জন্মাইয়া থাকেন তিনিই নিত্য-নূতন।

সদানুভূয়মানোঽপি করোত্যননুভূতবৎ।
বিস্ময়ং মাধুরীভির্যঃ স প্রোক্তো নিত্যনূতনঃ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে লিখিয়াছেন :—

যিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
নাম ধরে মদন-মোহন।

এখানেও কর্ণামৃতের টীকায় "অভিনব কন্দর্প" পদই পুনর্ধ্বনিত হইয়াছে। শাস্ত্রেও ইনি "মদন-মোহন" "মদনগোপাল" প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। যথা পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৯ম অধ্যায়ে :—

বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতম্।
যমাহুর্যৌবনোদ্ভিন্নে শ্রীমন্মদনমোহনম্।

ইনি কিশোরমূর্ত্তি, চিরনূতন, চিরঅভিনব। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাম্
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাম্
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ॥

কৈশোরাকার অত্যদ্ভুতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত এবং নবীন মদন। এই অপ্রাকৃত নবীন মদনের অনুভব মহানুভাবেরও অসম্ভব। মহাভাব-নিবহ দ্বারাই ইঁহার অনুভব সম্ভবপর হয়। ইনি কেবল মাদনীশক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতীর সম্ভোগের পাত্র। মাদন মহাভাব সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন :—

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব চ সদা॥

অর্থাৎ, হ্লাদিনীর সার যে প্রেম, সেই প্রেম যদি সকল প্রকার ভাবোদ্গমে উল্লাসশীল হয়, তবে তাহাকে [মাদন] বলা যায়। এই মাদন পরাৎপর অর্থাৎ মোহন হইতেও মাদন শ্রেষ্ঠতর। কেবল শ্রীরাধাতেই মাদন মহাভাব বিরাজিত হয়, অন্যত্র ইহার প্রকাশ নাই। "মদয়তি আনন্দং দদাতি ইতি মদনঃ"। শ্রীশ্রীমদনগোপাল সাক্ষাৎ মন্মথগণেরও আনন্দদায়ক এই জন্য ইনি মন্মথ-মদন। মাদন-মহাভাবের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

মাদয়তি হর্ষয়তি সর্ব্বং জগদপীতি তস্য ভাবঃ মাদনঃ। অর্থাৎ, সমস্ত জগতের হর্ষবর্দ্ধন করেন ইনি, এই জন্য ইহাঁর নাম মাদন।

[বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

শ্রীমদনগোপাল প্রাকৃতাপ্রাকৃত কন্দর্পসমূহের নিদানস্বরূপ অভিনব কন্দর্প। শাস্ত্রকারগণ এই জন্যই কামবীজ কামগায়ত্রীর দ্বারা ইহার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তন্ত্রে লিখিত আছে।

মন্ত্রার্ণা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ।

অর্থাৎ, দেবতাসমূহ মন্ত্রাত্মণী। এই জন্য কামবীজই শ্রীমদনগোপালের বীজমন্ত্র। এবং কামগায়ত্রীই এই অভিনব কন্দর্পের গায়ত্রী। শ্রীমদন গোপাল অপ্রাকৃত কামদেবতা তদ্ধেতু তাঁহার উপাসনা মন্ত্র কামবীজ এবং তাঁহার গায়ত্রীও কামগায়ত্রী এই :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
কা ম দে বা য় বি দ্ম হে, পু ষ্প বা ণা য়
১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২½
ধী ম হি, ত ন্নো হ ন ঙ্গ প্র চো দ য়াৎ"

এই কামগায়ত্রী সার্দ্ধচতুর্বিংশতি অক্ষরাত্মক।

এই সাড়ে চব্বিশ অক্ষরযুক্ত কামগায়ত্রীমন্ত্রই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ মীমাংসা-দর্শনে লিখিত আছে :—

মন্ত্রাত্মিকা দেবতা।

কামগায়ত্রীমন্ত্র শ্রীমদনগোপালস্বরূপ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ
সাড়ে চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ করিল কামময় ॥
সখি হে কৃষ্ণ-মুখ দ্বিজ-রাজরাজ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে বসি রাজ্য শাসনে
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণি দর্পণ
সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু তাহাতে চন্দন বিন্দু
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥
করনখ চান্দের ঠাট বংশী উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ তলে করে নর্ত্তন
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ইত্যাদি

[বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৮৮ পদ]

—:—

ধানশী

সেই হতে মোর মন নাহি হয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি।
একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি
সে কভু না দেখে আমারে ॥
আমি কুলবতী বামা সে কেমনে জানে আমা
কোন ধনি কহি দিল তারে ॥
না দেখিয়া ছিলুঁ ভাল দেখিয়া অকাজ হৈল
না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।
চণ্ডিদাস কহে ধনি কানু সে পরশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফান্দে ॥১০১৬॥

—:*:—

[অনুরাগ]

রাগ যখন নূতন নূতন হইয়া অনুভূত প্রিয়জনকে নব নব ভাবেই বোধ করায় তাহাকে অনুরাগ বলা যায়। শ্রীদানকেলীকৌমুদী গ্রন্থের শ্লোকে অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে যথা—

প্রপন্নঃ পন্থানং হরিরসকৃদেতন্নয়নয়ো
রপূর্ব্বোয়ং ক্বচিদপি ন দৃষ্টো মধুরিমা।
প্রতীকেপ্যেকস্য স্ফুরতি মুহুরঙ্গস্য সখি যা
প্রিয়স্তস্যাঃ পাতুং লবমপি সমর্থা ন দৃগিয়ং ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখি বৃন্দে হরি ত কতবার আমার নয়ন পথে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বে ত এরূপ অপূর্ব্ব মাধুরী কখনও দেখি নাই। কি বলিব!—অঙ্গের এক দেশে যে শোভা দীপ্তি পাইতেছে, আমার নয়ন তাহার অনুমাত্রও আস্বাদন করিতে পারিতেছে না।

[নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটী দ্বারা অনুরাগ আস্বাদিত হইল]

[শ্রীরাধিকানুরাগ]

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয় ॥
জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয় রাখলুঁ
তবু হিয় জুড়ন না গেল ॥
বচন অমিয়া রস অনুখন শুনলুঁ
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইলু
না বুঝলুঁ কৈছন কেল ॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহুঁ না পেখি।
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিকে একি ॥

—(০)—

[শ্রীকৃষ্ণানুরাগ]

যাঁহা যাঁহা নিকসই তনি তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকয় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি কেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল-বন ভরই ॥
যাহা যাহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই না জান ॥

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে ৩৯নং পদ দ্রষ্টব্য]

—:০:—

সুহই

পিরীতি লাগিয়া দিলুঁ পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দু কানে নাহি শুনি॥
রূপ নিরখিয়ে আরতি নাহি টুটে।
বোলে কি বলিতে পারে মনে যত উঠে॥
মন দুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কান্দি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে করিয়া খেয়াতি॥
আর যত অভিমান দিলুঁ বন্ধুর পায়।
বড়ু চণ্ডিদাসে কহে যারে যেনা ভায়॥১০১৭॥

—[:০:]—

[পুনশ্চ আক্ষেপঃ]

শ্রীরাগ

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনম বিফল পাইলুঁ।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আনলে মৈলুঁ॥
মরিলুঁ মরিলুঁ মরিয়া গেলাঙ
ঠেকিলুঁ পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি এ রসে ভুলে না
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ
বসতি পরের বশে।
মাগ এই বর মরণ সফল
কি আর এ সব আশে॥
অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে
তাহা জানে চণ্ডিদাসে।
এখনি জানিলে আর কি জানিবে
জানিবে পিরীতি শেষে॥ ১০১৮॥

—০—

গান্ধার

যদি বা পিরীতি খানি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন মিলন হইলে
তবে সে ফিরিঞা লয়॥
যে মোর পরাণের মরম বেথিত
তারে কি বা কিসের ভয়।
অতি দুরন্তর পিরীতি বিষম
সকলি পরাণে সয়॥
অবলা হইয়া বিরলে বসিয়া
না দেখি দোসর জনা।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
পরাণ উপরে হানা॥
[হাসিতে হাসিতে গীতের ঝামরু
এ বড় সুগড়-পণা॥]
যেন মলয়জ শিলাতে ঘসিতে
অধিক সৌরভ হয়।
শ্যাম বন্ধুয়ার পিরীতি ঐছন
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়॥ ১০১৯॥

——::০::——

ধানশী

আগো সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বন্ধুর সনে পিরীতি করিয়া
কে বা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি শুইতে পিরীতি
পিরীতি স্বপনে দেখি।
পিরীতি লহরে আকুল হইয়া
পরাণ পিরীতি সাখী॥
পিরীতি আখর জপি নিরন্তর
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বন্ধু সনে পিরীতি করিয়া
নিছিয়া দিলাম কুল॥
চণ্ডিদাস কয় অসীম পিরীতি
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া যতেক রাখিবে
পিরীতি পাইবা তত॥ ১০২০॥

—০—

সুহই

নাহি জানে নাহি শুনে তার গায় তাপ।
পরবশ পিরীতি আন্ধার ঘরে সাপ॥
সই বড়ই পিরীতি বিষম।
না পাই মরম জন কহিয়ে মরম॥
গৃহে গুরু গঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিব দুখ পরাধিনী বালা॥
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে সান্ভাইল।
ঔখদ খাইতে তবে পরাণ জরি গেল॥
চণ্ডিদাস কহে রাই পিরীতি বিষম।
জীয়ন্তে মরণ-জ্বালা নেউক সমান॥ ১০২১॥
[জীয়ন্ততে মন করে নেউক সমান]

—:০:—

কানড়া

বেরি বেরি দূতী বচন সরস
কত সে আর শুনব।

যথা না শুনব শ্যাম নাম সুধা
সেখানে চলিয়া যাব ॥
তবে ত দারুণ বেথা উপজল
তবে সে ভালই হব।
বেরি বেরি দূতি বচন সরস
এ কথা না শুনি তব ॥
শ্রবণে না শুনি কহে আন বাণী
কথা যে মনে না বাসি।
শুনগো সজনি যে জন গরল
শ্যাম সে বিষের লাগি।
জানিয়া শুনিয়া বিষ হাতে লৈয়া
খাইল করম ভাগি ॥
যে খায়ে গরল বিষে ঢল ঢল
তখনি মরিয়া যায়।
আমি সে ভুখিল কাল কাল বিষ
ঝাড়িলে রহে সে গায় ॥
কারে কি বলিব বলিতে না পারি
গুপতে গুমরি গেহা।
কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন
করিতে রসের লেহা ॥
ভাবিতে শুনিতে মরিয়ে ঝুরিয়ে
শুনগো সজনি সখি।
হেন মনে লয় পরাণ সংশয়
নিদানে মরণ দেখি ॥
যেন যে জলের বিম্বক উপজে
তেমতি কানুর প্রীত।
এবে সে জানল সে জন লালস
চণ্ডিদাস কহে হিত ॥ ১০২২ ॥

—০—

শ্রীরাগ

পিরীতি অনল ছুইলে মরণ
শুনল কুলের বধূ।
আমার বচন না শুন এখন
পাছে জানিবে কেমন মধু ॥
সই এ বোল না বোল মুখে।
পিরীতি আনলে পুড়িয়া মরিবে
জনম যাইবে দুখে ॥
সদা ছট পট মুরুলি কিকট
নটপটি তার বেশ।
আর বিষ খাল্যে তখনি মরণ
এ বিষে জীবন শেষ ॥

নয়ানের কোণে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে জীবন আশ।
পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলে
বড়ু দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥ ১০২৩ ॥

—:-:—

সিন্ধুড়া

যে জন না জানে পিরীতি মরম
সে কেন পিরীতি করে।
আপনি না বুঝে পরকে মজায়
পিরীতি রাখিতে নারে ॥
যে দেশে না শুনি পিরীতি মরম
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত করিয়া যতন
মনকে প্রবোধ দিব ॥
পিরীতি রতন করিয়া যতন
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পিরীতি রয় ॥
কহে চণ্ডিদাসে মনের উল্লাসে
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন পাইবে সে জন
সহজ মানুষ সে ॥ ১০২৪ ॥

—]:[—

গান্ধার

পিরীতি লাগিয়া হম সব তেয়াগিলুঁ।
তবুত শ্যামের সঙ্গে গোঙাতে নারিলুঁ ॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি খেনে করিলুঁ প্রেম না জানি মরম ॥
ঘরে পরে বাহিরে কুলটা বলি খ্যাতি।
কানু সঙ্গে প্রেম করি না পোহাল রাতি ॥
চল চল আর দেখি ওঝা বাড়ী যাও।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি দাও ॥
পিরীতি মরমে করি যে বা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥ ১০২৫॥

—:০:—

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুতে মরিয়া গেলে হইত যে ভালা ॥
[৯৬৯ পদ দ্রষ্টব্য]

শ্রীরাগ

আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।

যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই
না দেখাই পাপ মুখ ॥
সই ! বিধি দিল মোরে শোকে।-
পিরীতি করিয়া আশা না পুরিল
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে ॥
হাম অভাগিনী তাতে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বোলে মোকে
তাহা যে না যায় শুনা ॥
বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডিদাসে কয় এমতি হইলে
পিরীতির কি বা সুখ ॥ ১০২৬ ॥

—◦◦—

শ্রীরাগ

শুন গো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই ॥
দিতে ক্ষীর ধার জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার করে হাহাকার
কহিলা সকলে ডাকি ॥
শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বন্ধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে আইলা তুরিতে
সূতিকা মন্দির দ্বারে ॥
দেখিয়া জননী কহিছেন বাণী
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলাম অন্ধকন্যা
বিধি এত দুখ দিলে ॥
উঠ উঠ বলি করে ধরি তুলি
বসান যতন করে।
হেনই সময়ে মায়ে তেয়াগিয়ে
বন্ধু পরশিল মোরে ॥
গায়ে দিতে হাত মোর প্রাণনাথ
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কান্দিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
দেখিলুঁ বন্ধুর মুখ ॥
ঘুচিল অন্ধ বাড়িল আনন্দ
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে আনন্দিত মনে
করিল বিবিধ দানে ॥

সুজন যে জন জানে সেই জন
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন সদাই মগন
দ্বিজ চণ্ডিদাসে ভণে ॥ ১০২৭ ॥

[সখীশিক্ষা]

শুন গো সজনি আমার বাত।
পিরীতি করবি সুজন সাথ ॥
সুজন পিরীতি পাষাণ রেখ।
পরিণামে কভু না হবে টুট ॥
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥
চণ্ডিদাস কহে পিরীতি রীত।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীত ॥ ১০২৮ ॥

—◦—

শঙ্করাভরণ

এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইতে কনক দিগুণ হয়ে মূল ॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছন বাঢ়ত মৃণালক সুত ॥
সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী ॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি ॥ ১০২৯ ॥

—◦◦◦—

আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পিরীতি করিবে তায়।
পিরীতি রতন করিবে যতন
(যদি) সমানে সমানে হয় ॥
সখি হে ! পিরীতি বড়।
(যদি) পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পিরীতি দড় ॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে কার প্রীত।
মধু পান করি উড়িয়া পলায়
এমতি কাহার রীত ॥
বিধুর সহিত কুমুদের প্রীত
বসতি অনেক দূরে।

সুজনে সুজনে পিরীতি হইলে
এমতি পরাণ ঝুরে॥
সুজনে কুজনে পিরীতি হইলে
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে যে করে পিরীতি
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে অনন্ত পিরীতি
শুনিতে বাড়য়ে আশ।
তাহার চরণে নিছনি লইয়া
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস॥ ১০৩০॥

—:—

ধানশী

সখিহে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলুঁ
যৈছন কুটিল কান॥
কাঠ-কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কুটিকে গুটিক পাই॥
যে ফুল তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১০৩১॥

—০—

গান্ধার

কি কহসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ॥
তেজলুঁ গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক॥
বিহি মোহে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল॥
হাম অবলামতি বাম।
না গণিলুঁ ইহ পরিণাম॥
কি কব ইহ অনুযোগ।
আপন কামক দোখ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে মিলাঅব কাণ॥১০৩২॥

—:০:—

সুহই

সুখের সায়রে দুখ উপজিয়া
ভাগিল যৌবন মোর।
আপনা জানিয়া পিরীতি করিলুঁ
বন্ধুয়া হইল পর॥
সুজন দেখিয়া পিরীতি করিলুঁ
কুজন বলিবে কে।
অমৃত বলিয়া গরল ভখিলুঁ
ঢলিয়া পড়িলুঁ সে॥
আপনা ভাবিয়া পিরীতি করিলুঁ
পর কি আপনা হয়।
মিছা প্রেম করি কান্দি কান্দি মরি
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়॥১০৩৩॥

—

ধানশী

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ মিলাইতে জানে
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার সাধ নহে কভু
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত যে করে পিরীতি
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিতে করিয়া পিরীতি
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥ ১০৩৪॥

—০—

কর্ণাট

সাঁজে নিভাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
গুণ গণি হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে॥
সই কি ছিল আমার করমে।
রোপিল কলপলতা না হল তাহার পাতা
শুখাইয়া গেল এই ঠামে॥

জনম অবধি ক্ষীর নীরে করি
সিঞ্চিলাম লতা মূলে।
ক্ষীরের গরিমা নীরের সীমা
হরিয়া লইল অনলে॥
যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হৈল বনবাসী।
চণ্ডিদাসে কয় তাহার কি ঘাটি হয়
পরশে করিবে খুসি॥১০৩৫॥

ধানশী

যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া
সাঁজে সাজাইলুঁ দুধ।
দধি সে নহিল জল সে হইল
পাইলুঁ বড়ই দুখ॥
সই দধি কেন ছিঁড়ি গেল।
কানুর পিরীতি কুলের করাতি
পরাণ টানিয়া নিল॥
পিরীতি ঘুচিল আরতি না পূরিল
না ঘুচিল কলঙ্ক জ্বালা।
তবু অভাগিনী না ঘুচায় কাহিনী
পরিবাদ হৈল কালা॥
বুঝিলাম যতনে প্রবোধিলুঁ পরাণে
ছাড়িলুঁ তাহার আশ।
চিতে আর কত ভাবি অবিরত
দৈবে করিল নৈরাশ॥
আর কেহ বলে ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডিদাস কহে ছাড়িলে ছাড়ল নহে
শুধু সুধাময় লেহ॥ ১০৩৬॥

শ্রীরাগ

হরি পরসঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে॥
যাকর মরমে বৈঠে বর নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেলুঁ ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারি।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥১০৩৭॥

কামোদ

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন হীনে।
কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥
এ সখি বুঝয়ে কহসি কটু বাণী।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহু গুণ হানি॥
গরল-সহোদর গুরু-পত্নীহর
রাহু-বদন-উগারা।
বিরহ-হুতাশন বারিজি-নাশন
শীল-গুণে শশী উজিয়ারা॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস-পানি।
সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি শত শত
তবহি প্রতীত নহি বোলে॥
পুন পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নিরাশে॥
অনলহু অধিক মো তনু দহই
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি-সঙ্গে॥ ১০৩৮॥

[সখ্যুক্তি]

ললিত

অরুণ পূরবদিশ বহল সগর নিশ
গগন-মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ-অরবিন্দা॥

কমল বদন কুব- লয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কু- সুম তুয় সিরজিল
কি অ দঙ্গ হৃদয় পখাণে ॥
অসকতি কর- কঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয়হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপনুব তুঅ ব্যবহারে ॥
অবগুণ পরিহরি হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণে ॥ ১০৩৯ ॥
[এইটাই বিদ্যাপতির প্রকৃত মৈথিলী
ভাষায় রচিত কবিতা।]

—•※•—

সিন্ধুড়া

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হইলুঁ।
তবুত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পালুঁ ॥
কি হৈল কলঙ্ক রঙ্গ শুনি যথা তথা।
কেন বা পিরীতি কৈলুঁ খাইয়া আপন মাথা ॥
না বল না বল সই সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চুণ ॥
আর না করিব পাপ পিরীতির লেহা।
পোড়া করি সমান করিলুঁ নিজ দেহা ॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিলুঁ প্রেম হইল কুজনা ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা ॥ ১০৪০ ॥

—:—

কবি বিদ্যাপতি সখীভাবে শ্রীরাধাকে বলিতেছেন :—

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥

[পুনশ্চ সখীর পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে প্রেম-ভৎর্সনা ও ব্যঙ্গ করিতেছেন] :—

গান্ধার

কাঞ্চন-জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়লুঁ আশ ॥
তাকর মূলে দিলুঁ দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার ॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীনা।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীনা ॥

হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল ॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গূল নহত সমান ॥ ১০৪১ ॥

—※—

ধানশী

জনম অবধি পিরীতি বেয়াধি
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে পরাণ ফাটে
জ্বালার নাহিক ওর ॥
সই এ বড় বিষম বেথা।
কানুর কলঙ্ক জগতে হইল
জুড়াইব আর কোথা ॥
বেয়াধি অবধি সমাধি করিয়ে
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয় অল্প মূল্য লয়
হিয়ার ঘুচাই আগি ॥
জনম অবধি কণ্টক ননদী
জ্বালাতে জ্বালাল মূল।
তাহার অধিক দ্বিগুণ যে জ্বলে
খলের পিরীতি শূল ॥
খলের সহিতি ছাড়িলুঁ পিরীতি
ছাড়িলুঁ সকলি সুখ।
চণ্ডিদাসে কয় যদি দেখা হয়
তবে কেনে এত দুখ ॥ ১০৪২ ॥

—:০:—

বরাড়ী

কেনে কৈলুঁ পিরীতের সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইলুঁ চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিলুঁ পরের বোলে কুলটা হইলুঁ কুলে
জগৎ ভরিয়া রৈল লাজ ॥
যখন পিরীতি কৈল আনি চান্দ হাতে দিল
পুন হাতে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে ॥
পিরীতি আখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
কি বা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস যে করে পিরীতি আশ
তার বুঝি এই সব হয় ॥ ১০৪৩ ॥

—:০:—

শ্রীরাগ

পিরীতি পিরীতি মধুর পিরীতি
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরীতি করিয়ে দেখিলুঁ ভাবিয়ে
কেবল গরল ময়॥
পিরীতেরি কথা শুনিব হে যেথা
তথাতে নাহিক যাব।
মনের সহিত করিয়া পিরীত
স্বরূপে চাহিয়া রব॥
এমতি করিয়া সুমতি হইয়া
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ প্রভাবে সে রূপ মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥ ১০৪৪॥

—:—

শ্রীরাগ

পিরীতি পিরীতি সব জন্য কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥১০৪৫॥

—০—

শ্রীরাগ

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল ভয় লাজে॥
বেদ বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানয়ে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥

দুহুঁক অধর সুধারস বাণী
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডিদাস শুন বিনোদিনি
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া ছাড়িতে নারিবা
আপনি হইবা চোর॥ ১০৪৬॥

—:—

সুহই

সই আর যে কহিব কত।
আপনা খাইলুঁ ছাড়িতে নারিলুঁ
হইতে নারিলুঁ রত॥
ঝাঁপ যে দিয়া জলেতে পশিয়া
যমুনায় থাকিব মরি।
গোঠেতে যাইতে ধেনু চরাইতে
সেখানে দেখিব হরি॥
এখনি তখনি বচন দুখানি
পরিমাণ কিছু নয়।
কহিতে কহিতে সোনা যে বরিখে
রঙ্গের তুলনা নয়॥
ধাঙড় চতুর চোর যে টিট
সব যে মিছাই কয়।
তাহার অধিক দ্বিগুণ চাতুরী
টিট ঢঙ্গেতে কয়॥
এমতি নাগর গুণের সাগর
এমতি বচন তার।
এমতি বচনে করিয়া প্রমাণে
কে বা কোথা হৈল পার॥
চণ্ডিদাসে কয় ক্রোধে যেবা হয়
সেই ত এতেক কয়।
আপনা বুঝি মনেতে সম্বরি
মনের মনেতে রয়॥ ১০৪৭॥

—(০)—

ধানশী

সই তাহারে বলিব কি।
যেমতি করিয়া শপথি করিল
বৃথাই জীবারে জী॥
ধরম না গণে ভয় না মানে
কেবল ডাকাতিয়া সেহ।
বুঝিলাম মনে ডাকাতিয়া সনে
ঘুচিল ভাল যে নেহ॥

বিনি যে পরখি রূপ যে দরখি
ভুলিল পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া কলঙ্ক হইল
ডুবিলুঁ আগ যে চুলে॥
গুরুর গঞ্জন সহি সদাতন
না জানি কিসের রসে।
অমিঞা হইয়া গরল হইল
এমতি বুঝিলুঁ শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ সন্তরে থাকিতুঁ
এমতি না করিতুঁ মনে।
সে হেন পিরীতি হবে বিপরীতি
কে জানে এমন মেনে॥
চণ্ডিদাসে কহে ধৈর্য্য ধরি রহ
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে যথা সে যাইবে
বৃথাই মনের বেথা॥ ১০৪৮॥

—❀—

তুড়ী

শুন কমলিনি চল কুল রাখি
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মুরতি কালিয়া প্রকৃতি
কালা থল নাম শ্যাম॥
জনক জননী তেজিয়া আপনি
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে জানকী সীতারে
বিনি অপরাধে তেজে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
বালী বধিবার কালে।
বলীকে ছলিয়া পাতালে লইল
কি দোষ উহার পেলে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
হৃদয় পাষাণ ময়।
উহার শরণে যে মত রাবণে
যোই সে শরণ লয়॥
চণ্ডিদাস ভণে মরুক সে জনে
যে বা পর চরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া
কুলেতে কি করে তাকে॥ ১০৪৯॥

—:০:—

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরাধার কথা বলিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে [ভক্তের ভাব] বর্ণনায় নিম্নরূপ কথা প্রচারিত হইয়াছে।]

আমি কৃষ্ণ-পদ-দাসী তিঁহো রস-সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত।
কিবা না দেন দরশন জারেন আমার তনু মন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনু মন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা'সভার দেন পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তিঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সুকপট
অন্য নারীগণে করি সাথ।
মোরে দিতে মন-পীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুখ মোর সুখ-বর্য্য॥

—*—

[তথাহি মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোকের পদ যথা]

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

হে সখি! সেই হরি আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চরণরতা কিম্বাই করুন বা মহাকষ্টে নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষিতাই করুন্ অথবা অদর্শন দিয়া মর্ম্মাহতা করুন্ কিংবা লম্পট (বহুবল্লভ) হইয়া যথাতথা বিহার করুন, তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ নহে।

—০—

[প্রেম সংকল্প]

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা॥

সই ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিতে প্রেমের জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যে দিনে যেখানে সব রীত লীলা
করয়ে কালিয়া কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিতুঁ
শুনিতাঙ মধুর বেণু॥
এত রূপে নহে হিয়া পরতীত
যাইতুঁ কদম্বতলা।
চণ্ডিদাসে কয় এত কি পরাণে সয়
বচন বিষের জালা॥ ১০৫২॥

—০—

বলে বা না বোলে কেনে গৃহে গুরুজন।
ছাড়িতে নারিব মুঞি শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপ লাবণি মোর হিয়ায় লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লঞা যায়ে পাছে॥
সই এই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতনে নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥
আলসে যাই সে নিন্দ যদি দুটী আঁখে।
শয়ন করিঞা থাকি তবে ভুজ দিঞা কাঁখে॥
এমন পিয়ারে মোর ছাড়িতে যে বলে।
তোমরা বলিবে তবে খাইব গরলে॥
কানু রূপের নিছনি নিছিঞা দিলুঁ কুল।
এত দিনে বিহি মোরে হৈল অনুকূল॥
পুরুক মনের সাধ ধরম যাউ দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ দিবানিশি ঝুরে॥
চণ্ডিদাস বলে রাই এমতি চাহি বটে।
সুঘড়ের পিরীতি হৈলে কভু নাহি টুটে॥
১০৫৩॥

—(০)—

শ্রীরাগ

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পরসী করিব
তা বিনু সকলি পর॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বান্ধিব চাল।
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিশে আলিস তেজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ান কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে॥ ১০৫৪॥

——

শ্রীরাগ

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পরসী পিরীতি প্রিয়সী
অন্য সকলি পর॥
পিরীতি সোহাগে এ দেহ রাখিব
পিরীতি করিব বল।
পিরীতির কথা সদাই কহিব
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি বালিস মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস করিব
রহিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সায়রে সিনান করিব
পিরীতি জল যে খাব।
পিরীতি দুখের দুখিনী যে জন
পরাণ বাটিয়া দিব॥
পিরীতি বেশর নাসাতে পরিব
রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয় পিঞ্জরে পিরীতি থুইব
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে॥ ১০৫৫॥

—০—

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহুঁ জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরে হুঁ দূরে রহুঁ ভাগি॥
[গোবিন্দদাস]

[পুনশ্চ তথাহি যথা]

হৃদয়-মন্দিরে পিরীতি-পালঙ্ক
রসের বালিশ তায়।
আরতি-তোষাণ তাহাতে অমনি
শুতল রসিক রায়॥

[শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে আক্ষেপাত্মক নিবেদন]

সুহই

বন্ধু কি আর বলিব তোঁরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দ-নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডিদাস কয় তখনি জানিবা
পিরীতি কেমন জ্বালা॥১০৫৬॥

[পাঠান্তর]

হে বন্ধু কি আর বলিব তোঁরে।
তোঁহার লাগিয়া পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
সাগরে যাইব কামনা করিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দ-নন্দন
তোঁহারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া গোচারণে যাব
দাড়াব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া অস্থির হইবা
সহজে কুলের বালা।
চণ্ডিদাস কয় তখনি জানিবা
পিরীতি কেমন জালা॥

—:০:—

[শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা]

চণ্ডিদাসের এই পদটী এবং "আজু কে গো মুরলী বাজায়, এ তো কভু নহে শ্যামরায়" (পদ নং ৭৪৭) এবং বিদ্যাপতির পদাংশ :—

হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কান্থ হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পূর্ব্বাভাস স্বরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রকাশক শ্রীরূপগোস্বামীর কড়চা-গ্রন্থোক্ত দুইটী প্রসিদ্ধ শ্লোক এইরূপ :—

(১)

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

"কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিঃ রাধা হ্লাদিনী শক্তিঃ" কৃষ্ণ-প্রেম-স্বরূপা রাধিকা কৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তি। এই জন্য অর্থাৎ শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া তাঁহারা একাত্মা। কিন্তু পূর্ব্বে (পুরা অনাদি কালং) তাঁহারা পৃথিবীতে বা বৃন্দাবনে দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই দুই অর্থাৎ ঐ রাধাকৃষ্ণ পুনরায় একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্য ইনি কৃষ্ণ-স্বরূপ এবং রাধাভাব-কান্তিযুক্ত। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। এই শ্লোকে দেখাইলেন যে এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ। পরের শ্লোকে মিলিত হইবার হেতু কি তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(২)

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা কিরূপ, রাধা কর্ত্তৃক আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য সেই প্রেম দ্বারা কিরূপ আস্বাদ্য অর্থাৎ আমার অদ্ভুত মাধুর্য্যকে সেই প্রেম-দ্বারা রাধিকা কিরূপ আস্বাদন করেন, আর আমার অনুভবে, অর্থাৎ, আমাকে অনুভব করিয়া, রাধিকার সুখই বা কিরূপ, এই তিন বিষয়ে লোভ হেতু সেই শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশচীগর্ভ-সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

এই মূল কারণ, তিনটী ইচ্ছার মধ্য দিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীরাধার প্রেম কেমন, সেই প্রেমের দ্বারা আস্বাদিত আমার মাধুর্য্য কেমন, আর সেই প্রেমে বা ভাবের সাহায্যে আমার মাধুর্য্য বা রস আস্বাদিত হইলে যে সুখ হয়, সে সুখই বা কেমন, এই তিনটী বিষয় জানিবার জন্য কৌতুহল-যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া আবির্ভূত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ইহাই অন্তরঙ্গ কারণ। অধুনা রাধা-কৃষ্ণ ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে প্রকাশিত।

বলরামদাস একটী পদে অন্তরঙ্গ হেতুর বাঞ্ছা-ত্রয় এই ভাবে বলিতেছেন। এস্থলে বক্তা শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতা শ্রীরাধিকা, স্থান বৃন্দাবন।

কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ
কি কহব না পাইয়া ওর।
ভাবিয়া দেখিলুঁ মনে তোঁহারি স্বরূপ বিনে
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয়।
সাধব মনের সাধা ঘুচাব সকল বাধা
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয় প্রভু মোর দয়াময়
না ভজিলুঁ মুঞি নরাধম॥



[বৈষ্ণব দাস তাঁহার একটী পদে বলিয়াছেন]
বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রস-আস্বাদন
ব্রজবাসী সখাসখী সঙ্গে।
[গোবিন্দদাসের পদে—যথা]
জয় নন্দনন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর
সুরমুনিগণ-মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা- কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের হেতুগুলি আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে ভগবানের স্বরূপ লইয়া ধ্যান করিতে হইবে, ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ বাহিরের দিকে যদি চলিয়া আসা যায় তাহা হইলে এই চারিটী উদ্দেশ্যই যে এক তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমতঃ, শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার নিজের মধ্যে রাখিয়া আলোচনা করা যাউক। তিনি আনন্দময় কিন্তু একা একা কেহই 'আনন্দ' হইতে পারে না। উপভোগ বা অনুভবহীন আনন্দ আনন্দই নহে—সুতরাং তিনি এক হইয়াও নিত্যই যুগলে বিহার করিতেছেন। শ্রীমতী রাধিকা [মহাভাব], আর শ্রীকৃষ্ণ [রসরাজ]। ভাবের দ্বারাই রসের আস্বাদন বা উপভোগ হয়। ভগবান্‌কে যখন স্বরূপে ধ্যান করা যায়, তখন তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিতে গেলেই তিনি নিজেই নিজের মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে, নতুবা উপায়া-ন্তর নাই। সুতরাং, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে আনন্দ-স্বরূপ বা অমৃতস্বরূপ বলিয়া ধ্যান করিতে গেলেই তাঁহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বর্ত্তমান। চিন্তা দ্বারা, পবিত্র হৃদয়ের অনুভবের দ্বারা এই গূঢ় তত্ত্বটি ধরি-বার চেষ্টা করিতে হইবে।

কেবল কৃষ্ণের আরাধনা হয় না। ভক্ত যাঁহাকে আরাধনা করেন, তিনি রাধাকৃষ্ণ।

মহাভাব যিনি, তিনি অনন্ত আনন্দরস চিরকাল আস্বাদন করিতেছেন, এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে "বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস' এবং "রাধা সহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥" এই তত্ত্ব প্রকাশ হয়। "রসো বৈ সঃ" এই মন্ত্র হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া, হৃদয়কে ভাবের স্পর্শে জাগাইতে আরম্ভ করুন, হৃদয় জাগি-য়াছে—বাহিরের জগৎ একেবারে ভুলিয়া গিয়া-ছেন,—আপনি যে ধ্যানকারী আপনি আপনাকেও ভুলিয়া গিয়াছেন, এই অবস্থায় গোপীমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহার বুঝিতে পারিবেন। ইহাই নিত্য সত্য।

আমাদের হৃদয় স্বভাবতঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হৃদয়ের এই অন্ধকার দূরীভূত না হইলে—বৈষ্ণব শাস্ত্রে যাহাকে [প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা] বলে সেই অবস্থা না আসিলে শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। যেমন জগ-তের এক একটী ভূতের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, এক একটী ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন; অর্থাৎ, চক্ষু দ্বারাই আলোকের জ্ঞান হয়, কানের দ্বারা নহে, কর্ণের দ্বারাই শব্দের জ্ঞান হয়, ত্বকের দ্বারা নহে, জিহ্বা দ্বারাই রসের জ্ঞান হয়, হস্তের দ্বারা নহে, সেইরূপ প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ত দ্বারা আনন্দের বা প্রেমের জ্ঞান হয়, মেধার দ্বারা বা বহু শাস্ত্রের পরিচয় দ্বারা নহে। উচ্চ শ্রেণীর গীতিকাব্য কি সকলে বুঝিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিয়াছেন, ভাবুক ও রসিক হইয়া ভাগবত-রস পান কর। এই রসিক ও ভাবুক হওয়া বলিতে 'প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ত' হওয়া বুঝায়।

অধ্যাত্মরাজ্যে Spiritual sense—যোগদৃষ্টি—অধ্যাত্মদৃষ্টি, দিব্য চক্ষু বা বোধি বলিয়া একটা জিনিষ আছে—ইহা কল্পনা বা অনুমান নহে। কৃষ্ণভাবে ভাবিত চিত্ত লইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা তত্ত্বে পর্য্যটন করিলে অনেক আপাতঃ-দুর্ব্বোধ্য বিষয়ও সুগম হয়।

পাশ্চাত্য জগতেও অধ্যাত্ম তত্ত্ব বোধের জন্য 6th sense স্বীকারের প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—রসিক ও ভাবুক হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত রস পান করিতে হইবে। প্রচলিত উক্তি আছে—

"প্রেম চক্ষে করে তাঁর স্বরূপ দর্শন।
চর্ম্ম-চক্ষে করে দর্শন প্রপঞ্চ-সম॥

শ্রীমদ্ভাগবতের লীলার তাৎপর্য্য যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তাঁহারা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণই [রসরাজ] আর শ্রীমতী রাধিকাই [মহাভাব] সুতরাং, শ্রীরাধা কৃষ্ণের "যুগল পিরীতি" যাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা এই ভাগবত শাস্ত্রের লীলা আস্বাদন করিবার অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রথম কথা He is the interpreter of the Lila of Krishna which is a mystery" অর্থাৎ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলা রহস্যের ব্যাখ্যাতা।

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত বিশ্ব-কল্যাণের ব্রত লইয়া যখন সন্ন্যাসী হইলেন, তখন তাঁহার নাম হইল "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য"। শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য বা প্রতীতি যাঁহা হইতে হয়, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা হয়, যাঁহাকে ভাবিলে শ্রীকৃষ্ণকে ভাবা হয়, যাঁহাকে ডাকিলে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকা হয়, যাঁহাকে বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট একটী রহস্য, একটা নাম মাত্র হইয়া পড়েন এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত বা কথিত হইয়াছে, তাহা কবি কল্পনার সামগ্রী হইয়া পড়ে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অর্থাৎ Sree Krishna Realised। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সম্বন্ধে ইহাই প্রথম কথা। প্রাচীন শ্লোকে আছে—

প্রেমাণামদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ।
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ॥
কোঽবা জানাতি রাধাম্ পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্য-
সীমামেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার।

প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি শ্রীপ্রেমানন্দ দাস এই শ্লোকটীর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন—

এ মন! শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত
শ্রুত হৈত কার কানে॥
শ্রীকৃষ্ণনামের স-গুণ-মহিমা
কে বা জানাইত আর।
বৃন্দা-বিপিনের মহা মধুরিমা
প্রবেশ হইত কার॥
কে বা জানাইত রাধার মাধুর্য্য
রস যশ চমৎকার।
তার অনুভব সাত্ত্বিক বিকার
গোচর ছিল বা কার॥
ব্রজে যে বিলাস রাস মহারাস
প্রেম-পরকীয়া-তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা ব্যভিচারী সীমা
কার অবগতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য নিতাই চৈতন্য
পরম করুণা করি।
বিধি অগোচর যে প্রেম-বিকার
প্রকাশে জগত ভরি॥
উত্তম অধম কিছু না বাছিল
যাচিয়ে দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গ
অন্তরে ধরিয়া দোল॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে এই স্থান হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য অর্থাৎ (Realisation of Sree Krishna Incarnate) শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সাধারণ শক্তিতে অবোধ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে আমরা অবশ্য বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণকে বুঝিতেছি, ইনি প্রাচীন মতানুসারে পূর্ণতম এবং নবকিশোর নটবর। মথুরা ও দ্বারকায় এই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর, কুরুক্ষেত্রে পূর্ণ। শ্রীবৃন্দাবনও শ্রীকৃষ্ণ রহস্য। আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করি, যদ্যপি সেই ভাবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে যাই, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন, কেবল বৃন্দাবন ও কৃষ্ণ কেন, সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই এক রহস্য। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া আমাদিগকে বৃন্দাবন-রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় ভাগবত শাস্ত্রের রহস্যও বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

[এই বিবৃতির অধিকাংশ বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের সন্দর্ভ হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল]

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক যথাঃ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত জীবগোস্বামী কৃত ব্যাখান যথাঃ—

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

"অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর"—"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—এই অদ্বৈত-যুগল-মিলন-তত্ত্বই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার বিশেষ কথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

—[০]—

সিন্ধুড়া

কি মোর ঘর দুয়ারের কাজ
লাজ করিবারে নারি।

তিলেক বিচ্ছেদে লাখ পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি ॥
শুন শুন তোরে মরম কহিও
মোর পরাণনাথে।
ও রস-পরশে উলস গা
দুকুল ঠেলিলুঁ হাতে ॥
গুরু গরবিত বোলে অবিরত
সে মোর চন্দন চুয়া।
ও রাঙা চরণে আপনা বেচিলুঁ
তিল তুলসী দিয়া ॥
আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।
এ বোল বলিতে যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল ॥
সো মুখ না দেখিয়া পরাণ বিদরে
রহিতে নারি যে বাসে।
এমত পিরীতি জগতে নাহিক
কহই এ জ্ঞানদাসে ॥ ১০৫৭ ॥

—০—

সুহই

শুন সুনাগর করি জোড় কর
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে ভাঙ্গে নাহি যেনে
নবীন পিরীতি খানি ॥
কুল শীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি
কালি দিয়া দুই কুলে।
এ নব যৌবন পরশ-রতন
সঁপেছি চরণ তলে ॥
তিনহি আখর করিয়ে আদর
শিরেতে লৈয়েছি আমি।
অবলার আশ না কর নৈরাশ
সদাই পুরিবে তুমি ॥
তুমি রসরাজ রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডিদাস কহে জনমে জনমে
বিমুখ না হৈয়ো তুমি ॥ ১০৫৮ ॥

—:০:—

সুহই

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া ॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে ॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ-বন্ধু জান মোর মন ॥
ছট ফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি ॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরীতি ॥১০৫৯॥

—:—

যথা রাগ

প্রাণনাথ ভিন্ন না বাসিহ তুমি।
প্রতি গুরুজনা এ ঘর-করনা
সকলি ছেড়েছি আমি ॥
আ-বালা হইতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
তুমি হে আমার জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে ঘুম জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটী হয় শত কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
গলায় বসন করি নিবেদন
শুন বিদগধ রায়।
চণ্ডিদাস ভণে অনুগত জনে
না ঠেলিহ রাঙ্গা পায় ॥১০৬০॥

—:—

সিন্ধুড়া

ওহে শ্যাম তুমি নিদারুণ নয়ে।
তোমার কারণে এত পরমাদ
নিচয় কহিলাম কয়ে ॥
বেদন কহিব কহিতে কহিতে
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন দাড়িম্ব ফাটিয়া পড়য়ে
এমতি করয়ে বুক ॥
যদি বা কখন কান্দি কোন ছলে
শ্বাশুরী ননদী তারা।
শ্যাম নাম ধরি কান্দে কলঙ্কিনী
এমতি তাহার ধারা ॥
হেন করে মন শুনি কুবচন
গরল ভখিয়া মরি।
তাহে নাহি দায় শুন শ্যাম রায়
তোমারে ছাড়িতে নারি ॥
তোমা হেন ধনে ছাড়িব কেমনে
তোমা কারে দিয়া যাব।

চণ্ডিদাস বলে বিদগধ আর
কোথাকারে গেলে পাব ॥১০৬১॥

—০—

সুহই

আর এক বাণী কহে কমলিনী
শুনহে বিনোদ রায়।
আহিরী রমণী তাহে পরাধিনী
নিবেদি তোমার পায় ॥
রস-চুড়ামণি শ্যাম গুণমণি
সকলি জানহ তুমি।
গেহে গুরুজন বলে কুবচন
সহিতে না পারি আমি ॥
ব্যাধের ভবনে হরিণী যেমন
সদাই করয়ে বাস।
সদা অবিশ্বাস ক্ষণে বাড়ে ত্রাস
অস্ত্র ধরি রহে পাশ ॥
প্রসন্ন হইবে চরণে রাখিবে
আমি হে চরণ-দাসী।
কহে চণ্ডিদাসে বাশুলী আদেশে
শুন শুন কাল শশী ॥১০৬২॥

—:০:—

কানড়া

তুমি বিদগধ সুখের সম্পদ
আমার সুখের ঘর।
যে জন শরণ লইল চরণে
তাহারে বাসহ পর ॥
দেখি বল নাথ এ ভব সংসারে
আর কি আছয়ে মোরা।
এ গোপী জনার হৃদয় মানস
কেবল আঁখির তারা ॥
গৃহ পতি ত্যজে হাহা মরি লাজে
শুনহে নাগর রায়।
এ সব না জানি মনে নাহি গণি
সকলি গোচর পায় ॥
শীতল চরণ যে লয় শরণ
তাহাতে এমনি রোষ।
অবলা বচনে কত খেনে খেনে
কত শত হয় দোষ ॥
প্রাণ-পতি তুমি কি বলিব আমি
আনের অনেক আছে।
আমার কেবল তুমি সে নয়ন
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

চণ্ডিদাস বলে শুন সুনাগর
ইহাতে নাহিক আন।
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
তুমি সে সভার প্রাণ ॥ ১০৬৩ ॥

—০-০—

[পুনশ্চ আক্ষেপঃ]

তুড়ি

একে জালা ঘরে হৈল আর জালা কানু।
জালাতে জলিল প্রাণ সারা হৈল তনু ॥
কোথাকারে যাব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কে বা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত ॥
জারিলেক তনু মন কি আছে ঔখদে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে ॥
লোক লাজে ঠাঞি নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কবি কহে চণ্ডিদাসে ১০৬৪ ॥

—:০:—

তুড়ি

কি হৈল কি হৈল মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি ॥
শুইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে ॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহল মোর কানু প্রেম-শেল ॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডিদাস বড় হইল ফাঁফর ॥ ১০৬৫ ॥

—:-:—

করুণ বরাড়ী

বড় বিষম হৈল কালার প্রেম
এ ঘর বসতি লাগে শেলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলী ॥
যত যত পিরীতি করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে ॥
হাসিয়া পাঁজরকাটা কহিয়াছে কথা খানি।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি ॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহিলে চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে ॥
হিয়ায় ধরিয়া নয়ান ভরিয়া
কবে সে দেখিব মুখ খানি।

বলরাম দাসে বলে   হিয়ার ভিতরে জ্বলে
দারুণ শেল আগুনি ॥ ১০৬৬ ॥

—(০)—

তথা রাগ

নয়ান-কোণের বাণে   হিয়ায় হানিল রে
সেই হইল পিঠের পার।
জানিয়া তিন কুলের খড়, দিলুঁ ও সুখের মুখে
তবু আমার দুখের নাহি পার ॥
রসের আবেশে   অঙ্গ মোড়া দিয়া
হাসিয়া কথাটি কয়।
কত ভঙ্গিমায়   ও ভুরু নাচায়
তাতে কি পরাণ রয় ॥
বাঁশীর ফুকে   বুকের ভিতরে
ফুটিয়া আগুন জ্বলে।
মধুর বচনে   হিয়ার হিলনে
পরাণ-পুতলী দোলে ॥
হিয়া জর জর   পরাণ ফাঁফর
দেখিয়া ও মুখচন্দ্র।
বলরাম মনে   আন নাহি লয়
সবে প্রাণ গোকুলচন্দ্র ॥ ১০৬৭ ॥

—০—

ধানশী

রাই কহে শুন   কে জানে পিরীতি
আরতি রসের লেহ।
আন কেবা জানে   রসের মাধুরী
বুঝিতে পারয়ে কেহ ॥
পিরীতি আখরে   যে জন পূরিত
কিছু কিছু জানে সেহ।
রসের রসিক   রসে আরোপিত
সেই সে জানয়ে সেহ ॥
কোন কুলরামা   পিরীতি না জানে
সে জন আছয়ে ভাল।
মুঁই সে পিরীতি   করিয়া পশিলুঁ
এ দেহ হইল কাল ॥
কায় মন চিতে   ও রাঙা চরণে
শরণ লয়েছে রাধা।
এ হেন সুখের   ঘর বান্ধিয়াছি
তাহা কেন কর বাধা ॥
অনেক যতনে   পিরীতি রতন
ভাঙ্গিতে তিলেক পারি।
গড়িতে বিষম   অতিশয় শ্রম
শুনহ প্রাণের হরি ॥

চণ্ডিদাস বলে   এমন পিরীতি
শুনিতে জগত বশ।
দোঁহে সে জানয়ে   দোঁহার তত্ত্ব
আন কে জানয়ে রস ॥১০৬৮॥

ভাটিয়ারি

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিলা বিধি।
আর তাহে দিল হেন পিরীতি বিয়াধি ॥
কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিলুঁ।
গোপতে বাঢ়ায়ে প্রেম আপনা খোয়ালুঁ ॥
জাগিলে স্বপনে মনে নাহি জানে আন।
সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পরাণ ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি।
কহিতে নাহিয়ে ঠাঞি ছার পরাধিনী ॥
যার লাগি যে বা জন পরাণ তেজে।
বলরাম বলে আর কি করিবে লাজে ॥
॥ ১০৬৯ ॥

সুহই

শুন অনুরাগিণি   কি তোহে কহিব বাণী
সদাই ভাবহ কালা কানু।
নিরবধি আঁখি ঝরে   পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে ক্ষীণ কত তনু ॥
যদি তুহুঁ শুন মোর কথা।
সে কালা কানুর প্রেমে রবে সদা সাবধানে
তবে সে ঘুচিবে সব বেথা ॥
একে তুহুঁ কুলবতী   তাহে দুরজন পতি
জানিলে পড়িবে পরমাদ।
এ পাড়াপরসী যত   বিপক্ষ আছয়ে কত
জগতে ঘুষিবে পরিবাদ ॥
যব তাহে পড়ে মনে চিত দিবে আন কামে
যেন লোকে নহে উপহাস।
ধরিবে আমার কথা   মনে না ভাবিহ বেথা
যতনে কহয়ে প্রেমদাস ॥১০৭০॥

—:—

সুহই

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি কালিয়া-বরণ ॥
কেশ আউলাইয়া   বেশ বনাইতে
হাত নাহি সরে বান্ধি।
সে কালার ভরমে   কেশ কোলে করি
কালা কালা করি কান্দি ॥
কালা সে বেশ   কালা সে কেশ
লোটন বান্ধিয়া রাখি।

যখন কালাকে পড়য়ে মনে
আউলাইয়া তাহা দেখি ॥১০৭১॥

—(::)—

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি
কি বা বা করিবে বাপ মায়।
জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন
নিছনি ফেলিব শ্যাম পায় ॥
কহিলুঁ নিদান আর না রহে প্রাণ
শ্যাম সুনাগর বিনে।
কুলের ধরম ভরম সরম
ভাঙ্গিল এতেক দিনে ॥
সমুখে রাখিয়া নয়ানে দেখিব
লইয়া থাকিব চোখে চোখে।
হার করিয়া গলায় গাঁথিয়া
লইয়া থাকিব বুকে ॥
দেখিয়া দেখিয়া মুখানি মাজিব
তাম্বূল দিব চান্দ-মুখে।
বলরামের কথা বন্ধু লৈয়া যাব তথা
রাধা বলি কেহ নাহি ডাকে ॥ ১০৭২ ॥

—:—

তথা রাগ

সজনি না কহিও ও সব কথা।
কালিয়ার পিরীতি যার মরমে লাগিয়াছে
জনম অবধি তার বেথা ॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
(তবু ত) রজনী দিবসে আন নাহি চিতে
কালা হৈল জপ-মালা ॥
বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে।
গুরু গরবিত বিদিত করিব
কালা পরিবাদ যেন জানে ॥
[সবার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে ॥]
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডিদাসে কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥ ১০৭৩ ॥

—(*)—

সিন্ধুড়া

কহিলাম মনের কথা ছাড়িতে নারিব।
শ্যাম নাগর বিনে তিলেক না জীব ॥
অনুক্ষণ হিয়া মোর শ্যাম অনুরাগী।
ছাড়িতে কহিবে যে সে হবে বধের ভাগী ॥
শ্যাম সঙ্গে রস রঙ্গে অঙ্গ গেল পাগা।
মজিল আমার মন সোনায় সোহাগা ॥
শিবরামদাসে বলে ভাঙ্গিল চাতুরী।
মরমে লাগিল শ্যাম-রূপের মাধুরী ॥১০৭৪॥

—o—o—

[রসোদ্গারান্তে অনুরাগ]

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
অনুখন নৌতুন হোয় ॥
জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয় রাখলুঁ
হৃদয় জুড়ন নহি গেল ॥
বচন অমিয়া-রস অনুখন শুনলুঁ
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল ॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহুঁ না দেখি।
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি ॥১০৭৫॥

—:o:—

[রসোদ্গারান্তে]

গান্ধার

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
রসের ধাধসে ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই ॥
ও নব-নাগর রসের সাগর
আগর সকল গুণে।
সে রস পিরীতি আদর আরতি
ঝুরিয়া মরিব মেনে ॥
পিরীতি বোল কত না ছল
সে কি না আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরম বান্ধে ॥
ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী বহয়ে আর।
এ সুখ শুনিয়া ঝুরিয়া মরুক
দাস গোবিন্দ ছার ॥১০৭৬॥

—:o:—

[পুনশ্চ প্রকারান্তরং যথা]

তিরোতা

সখি হে মন্দ প্রেম-পরিণামা।
বরকে জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাঁপল কূপ লখই না পারলুঁ
আবইতে পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারলুঁ
অব পাছু তরইতে চাহি॥
মধু সম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানন না ভেল।
আপন চতুর-পণ পর হাতে সোঁপলুঁ
হৃদিসেঁ গরব দূরে গেল॥
এত দিনে আন ভাণে হাম আছলুঁ
অব বুঝলুঁ অবগাহি।
আপন শূল হাম আপহি চাঁছলুঁ
দোখি দেয়ব অব কাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
চিতে নাহি গুণবি আন।
প্রেমক কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগ-জন কো নাহি জান॥ ১০৭৭॥

—•—

ধানশী

পিরীতি কি রীত কোন অবগাহক
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে ধস ধস অন্তর
পাঁজর জর জর হোই॥
সজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি চিতে মঝু উঠয়ে
ভাবিতে আকুল দেহা॥
পরবশ হোই যো ধনি জীবয়ে
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ লালস
নিচয়ে মরণ অভিলাষে॥
মরমক বোল কহত হিয়া ডোলত
কো কহ জনি পরিবাদে।
গোবিন্দদাস বচনে হাম ভুললুঁ
তাহে ভেল এত পরমাদে॥ ১০৭৮॥

—•—

তুড়ি

একে কুলবতী চিতের আরতি
বিহি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগর পিরীতি কণ্টক
ফুটিল হিয়ার মাঝে॥
শুন শুন সই মরম তোমারে কই
পড়িলুঁ বিষম ফান্দে।
অমূল রতন বেড়ি ফণিগণ
দেখিয়া পরাণ কান্দে॥
গুরু গরবিত বোলে অবিরত
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল দু কুলে চাহিতে
সংশয় পড়ল রাধা॥
ছাড়িলে ছাড়িল এ লোক সে লোক
পরাণ অধিক দড়।
জ্ঞানদাস কহে এমন সম্পদ
কাহার ডরে বা এড়॥ ১০৭৯॥

—:-:—

বিহাগড়া

কবহুঁ রসিক সনে দরশন হোয়ে জনি
দরশনে হোয়ে জনু লেহা।
লেহ-বিচ্ছেদ জনি কাহুঁকে উপজয়ে
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহা॥
সজনি দূরে কর ও পরসঙ্গ।
পহিলহি উপজিতে প্রেম-অঙ্কুর
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥
যবহুঁ দৈব দোষ উপজয়ে প্রেমহি
রসিক সনে জনু হোয়।
কানু সে গোপতে লেহ করি অব এক
সবহুঁ শিখায়ল মোয়॥
হেন ঔখদ সখি কাঁহা না পাইয়ে
জনু জীবন জরি যায়।
অসমঞ্জস রস সহিতে না পারিয়ে
ইহ কবিশেখর গায়॥ ১০৮০॥

——(•)——

সুহই

একে নব পিরীতি আর অতি দুরগম
সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহা।
তাহে গুরু-গঞ্জন হৃদয় বিদারণ
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥

সজনি দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাহা শুনই না পায়ব
সোই নগরে হাম যাব॥
যাহে বিনু স্বপনে আন নাহি হেরিয়ে
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনী সহজে একাকিনী
আপন বলিতে নাহি কোই॥
দুই কুল চাহিতে আকুল অন্তর
পাথরে পড়ি রহুঁ হাম।
জ্ঞানদাস কহে ধিক ধিক জীবনে
যাকর পরবশ প্রেম॥ ১০৮১॥

—:—

তুড়ী

ভালই সময় ছিল যখন শিশুমতি।
অন্তরে অনল জলে পিরীতিক রীতি॥
বাহিরে অনল নহে জল দিব তায়।
শ্যাম-প্রেম ধকধকি কি বলিব কায়॥
প্রাণসখি তোমারে সে বলি।
হিয়ার ভিতরে শ্যাম পরাণ-পুতলী॥
ঘর হৈতে বাহির হইয়ে নিরন্তর।
দেখিবারে সাধ করি নহি সতন্তর॥
মন ধকধকি করে দিবস রজনী।
লোক মাঝে না থাকিয়ে রহি একাকিনী॥
নিশ্বাস ছাড়িতে মোর নাহি অবসর।
কৃষ্ণপরসাদ কহে পরমাদ বড়॥ ১০৮২॥

—:—

পঠমঞ্জরী

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মের যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন বেথিত নাহি শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সব এক জন॥ ১০৮৩॥

—:—

ভাটিয়ারি

এবে দেখি অতি চিতের আরতি
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন গঞ্জনা না মানে
নিতি নিবারিব কত॥
সই ঠেকিলুঁ বিষম ফান্দে।
কানুর পিরীতি তিলেক যে রীতি
তিলেকে পরাণ কান্দে॥
সহজে মধুর শ্যামের মূরতি
পিরীতি বুঝিবে কে।
সে সব আদর ভাদর-বাদর
কেমনে ধরিবে দে॥
চিতের বিচার উচিত কহিতে
জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহে ইহার অধিক
রসিক গোপত কাজ॥ ১০৮৪॥

—:—

সুহই

ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরীতি॥
বিরলে ননদী মোরে যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥
সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না উবরে পুন ভাগে।
আঁখে রৈয়া আঁখে রহে সদা রহে চিতে।
সে রস নীরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি কান্দি।
তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥১০৮৫॥

—:-:—

তথা রাগ

জীব না জীব না সই এ ছার পরাণ কার তরে।
এত পরমাদে সই রাধার মনে আন নই
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ডরে॥
বন্ধুরে বিদরে হিয়া একা নিশবদ হৈয়া
শুতিয়া রহিলুঁ মুঞি দিনে।
স্বপনে বন্ধুর সনে মনের কথাটি কই
ননদী দাড়াঞা তাহা শুনে॥

ঘুমের আলিসে ছুটি আঁখি মেলিতে নারি
কালা-রূপ যাঁহা তাঁহা দেখি।
আন বোল বলিতে কানু বলিয়া ডাকি
প্রতি বোলে তারা করে সাখী॥
কালা বিলাসের হার কালা গলার কাঁঠি
কাল সূতায় নিতি মালা গাঁথি।
লোচন বলয়ে অনু- রাগের বালাই রাই
বন্ধুগণের লাগি বেথি॥ ১০৮৬॥

—[*]—

তথা রাগ

পাসরিতে শরীর হয় অবসান।
কহিতে না লয় জব বুঝই অবধান॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
বলহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন্ বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাঁহে কুলবতী করি গঢ়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুলাচার॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরে যৈছন পিঞ্জর মাহা শারী॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহা।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম এ লেহা॥১০৮৩॥

———

(ততঃ সখ্যুক্তিঃ)

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান॥
কাঁহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ॥
উদভট প্রেম করসি অনুতাপ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধই থেহা।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহা॥১০৮৪॥

—০:০—

[পুনশ্চ আক্ষেপানুরাগঃ]

সুহই

আর শুনেছ আলো সই তোমার কানুর রীত।
হাসাইলে সব মোর গুরু গরবিত॥
সখীর সামিলে পথে আসিতে চলিয়া।
বাহু পসারিয়া রহে পথ আগুলিয়া॥
যতেক নিষেধি তায় দ্বিগুণ উথলে।
লোকে বলে এমন কেনে সে বোল নহিলে॥
পথে যাইতে লোকে সব কহে আমার কথা।
সদাই আমার নাম লয় যথা তথা॥
রসাভাসে যে বোল বলে শুনে লাজে মরি।
পাপিয়া পাড়ার লোক করে ঠারাঠারি॥
এত দিন ছিল মোর অবেকত কাজ।
এবে সে বেকত হৈল গোকুল-সমাজ॥
বিরলে পাইয়া তাহা সোঙরি কহিয়া।
যদুনাথ দাস কহে সময় বুঝিয়া॥১০৮৫॥

—(০)—

তুড়ী

সই কেমনে দেখাব মুখ।
গোপত পিরীতি বেকত করয়ে
এ বড়ি মরমে দুখ॥
এত টীটপনা করে কোন জনা
বুঝিলুঁ তাহার মতি।
মোর অপযশে সকলে হাসয়ে
ইথে কি পাইবে সিধি॥
আর এক দিন সিনানে যাইতে
আঁচল ধরল মোর।
তথা দুই চারি নাগরী আছিল
হাসিয়া হইল ভোর॥
পরশ পাইয়া অবশ হইলুঁ
ইহাতে করিব কি।
শেখর কহয়ে কি করিবে লোকে
তোমার নিছনি দি॥১০৮৬॥

—:—

সিন্ধুড়া

এমত বেভার না জানি তাহার
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেনে না রাখিল
বেকত করিল কেনে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানয়ে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কান্দিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥

কে আছে বেথিত করে পরতীত
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহিয়ে তারে॥
পরে কি জানয়ে পরের বেদন
সতর আপন কাজে।
চণ্ডিদাসে কহে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥১০৮৭॥

—:০:—

শ্রীরাগ

সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইলুঁ
সে পুন আপন দোষ॥
বাতাস বুঝিয়া ফেলাই থু, পা
বাড়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা সে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া লেহ॥
মড়ক বুঝিয়া ধরিয়ে ডাল
ছায়ায় বুঝিয়া মাথা।
গাহক বুঝিয়া গুণ পরকাশি
বেথিত বুঝিয়া বেথা॥
অবিচারে সোই করিল পিরীতি
কেন কৈল হেন কাজ।
প্রেমদাস কহে ধীর হও সুন্দরি
কহিলে পাইবা লাজ॥১০৮৮॥

—:০:—

বরাড়ী

কেনে কৈলুঁ পিরীতির সাধ।
পিরীতি-অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইলুঁ চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিত এত তবে কেন হব রত
না করিও হেন সব কাজ।
ভুলিয়া পরের বোলে কুলটা হইলুঁ কুলে
জগত ভরিয়া রৈল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল আনি চান্দ হাতে দিল
পুন তারে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চাহে নিতে॥
পিরীতি আখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
কি বা তার লাজ কুল-ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস যে করে পিরীতি আশ
তার বুঝি এই সব হয়॥১০৮৯॥

—:০:—

[পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ]

ধানশী

সখি কহিতে বাসিয়ে ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগলু
সে কেনে বাসয়ে পর॥
সুজন কুজন যে জনা না জানে
তাহারে কহিব কি।
অন্তর বাহির যে জনা জানয়ে
তাহারে পরাণ দি॥
কানুর পিরীতি কহিতে শুনিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে॥
সোনার গাগরি যেন বিষে ভরি
দুধেতে পূরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যে জনা না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডিদাসে কয় শুনহ সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম-বন্ধু সনে করিয়া পিরীতি
কে বা কোথা ভাল আছে॥১০৯০॥

সিন্ধুড়া

গৃহে গুরুজন স্বামি-তরজন
যা লাগি না দিলুঁ কানে।
এখন কি লাগি সে জন আমারে
না চাহে নয়ান-কোণে॥
সই পরখে বুঝলুঁ কাজে।
বিনি অপরাধে সাধিলে বাদ
জগত ভরিল লাজে॥
সে সব পিরীতি আদর আরতি
সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম-পরভাব এমন জানিয়া
এখন যায় পরাণে॥
সহজে অবলা আশু অনুসরে
না জানি কি হয় পাছে।

জ্ঞানদাস কহে সময় বুঝিতে
কে জন এমন আছে ॥১০৯১॥

—০—

শ্রীরাগ

যাহার লাগিয়া কৈলুঁ কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিবে দেহ গুরুর গঞ্জনা ॥
সজনি নিবেদলুঁ তোঁরে।
কলঙ্ক রহিল সব গোকুল নগরে ॥
তিলেকে সে তেয়াগিলুঁ পতি খুর-ধার।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধরম-বিচার ॥
অবলা অখলা জাতি ভুলে পর বোলে।
অনেক সাধের দীপ নিভে সাঁঝ বেলে ॥
দুখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈলুঁ চোর ॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমনে উপায়।
প্রেম-পরাভব দুখ সহনে না যায় ॥১০৯২॥

—০—

সুহই

ভালই আছিলুঁ আন মনে।
প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে ॥
কেনে শুনাইলা তার গুণ।
উথলিল আগুনের খুন ॥
নিশি দিশি যার গুণ গাই।
সে কেনে এতেক নিঠুরাই ॥
যার লাগি তেয়াগলুঁ ঘর।
সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর ॥
যার লাগি কুলে দিলুঁ ছাই।
তারে কেনে দেখিতে না পাই ॥
সতীর সমাজে হইলুঁ মন্দ।
জ্ঞানদাস শুনি রহু ধন্দ ॥১০৯৩॥

—:—

করুণ একতালি

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সভে অযশ ঘোষণা ॥
সই কহিলুঁ নিদান।
প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান ॥
যারে দিলুঁ তনু মন কুল শীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈলুঁ বড় অখেয়াতি ॥
সে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর।
ঝাঁপল কূপে পড়ল নব চোর ॥
গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধু জলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বা অনলে ॥
না জানি পিরীতি বিরিখে হেন ফল।
জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুধি বল ॥১০৯৪ ॥

—*—

শ্রীরাগ

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার অন্য জনা লেয়
তাই কি পরাণে সয় ॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জনা সঙে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূরে করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিল
না জানি সে জনা কে ॥
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমন হউক সে ॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোঁহারি প্রাণ ॥১০৯৫ ॥

—[০]—

ধানশী

এ সখি হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি প্রেম ছায়া পায়লুঁ
বেকত কয়ল ওই শ্যামা ॥
আছিলুঁ মালতী বিহি কৈল বিপরীত
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত
দূরে রহি তুহুঁ মন ঝুরে ॥
যব তুহুঁ দরশন দৈবে মিলায়ল
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি মাণিক ছাপায়ল
তুহুঁ ভেল পমুক চোর ॥
দখিণ নয়ন করি রঞ্জব কিয়ে হরি
বাম নয়ন করি আধা।

গোপত পিরীতি খানি কোনে টুটায়ল
মঝু মনে লাগল ধান্দা ॥
কান্দিব রে কত কান্দি গোঙায়ব
কাহারে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহ ধিক রহু জীবনে
যো ঝুরে পর প্রতি-আশ ॥১০৯৬ ॥

—:—

ভিরোত্তা

প্রেমক গুণ কহ সব কোই।
যো প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই ॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত ॥
অব সব বিষ সম লাগয়ে মোয়।
হরি হরি পিরীতি করয়ে জনি কোই ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
পানী পিয়ে পাছে জাতি বিচারি ॥১০৯৭॥

—:—

সিন্ধুড়া

পুরুখ-রতন হেরি মন ভেল ভোর।
তিল আধ সুখ নাহি দুখ নাহি ওর ॥
বড় অভিলাষে ভজিলুঁ বর নাহ।
দৈবে বিমুখ ভেল কি কহব কাহ ॥
দরশন দুলহ দুলহ নব লেহ।
বিরহ-বিকল মন জীবন সন্দেহ ॥
অপরূপ রূপ মধুর রস-লীলা।
সকল নাগরীগণ কষণক শিলা ॥
অনুচিত কাজ সহজে মঝু ভেলা।
সোঙরি সো তনু যৌবন গেলা ॥
মরমক দুখ কহিতে হয় লাজ।
দারুণ দৈব কয়ল কোন কাজ ॥
রসিক-শিরোমণি নাগর কান।
রস ইঙ্গিত কবিরঞ্জন ভাণ॥১০৯৮ ॥

—§—

তথা রাগ

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল।
মনে কছু না গণলুঁ ও রসে ভোর ॥
কুলজা-রীতি ছোড়লুঁ যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামার অভাগি ॥
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি ॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান।
করয়ে পিশুন বচনে অবধান ॥
নারী অবলা হাম কি বলিব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান ॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এই কর দেখি রোখ অবগাই ॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান ॥১০৯৯ ॥

—০—

ধানশী

গুরুজন পরিজন কে নাহি গঞ্জয়ে
কে নাহি করয়ে বিগান।
আপন অপযশ যশ করি মানলুঁ
হৃদয়ে না ভাবিলুঁ আন ॥
সখি হে কানুকে কহবি সম্বাদ।
এত দিন প্রেম গোপত করি রাখলুঁ
অব ভেল মুঝে পরমাদ ॥
গুণ লাগি প্রাণ তৃণহুঁ করি মানলুঁ
কি করব কুলবতী জাতি।
কহ কবিশেখর অনুভবে জানলুঁ
পিরীতিক যৈছন ভাতি ॥১১০০ ॥

—)*(—

শ্রীরাগ

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ আঁকুরে মোড়লি
বাঢ়ব কোন উপাই ॥
তৈল-বিন্দু যৈছে পানী পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খণহি শুখায়লি
ঐছন তুহারি সোহাগে ॥
কুল-কামনী ছিলুঁ কুলটা ভৈ গলুঁ
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড় মুঢ়ায়লুঁ
কানুসে প্রেম বাঢ়াই ॥
চোর-রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছিপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুজইতে চাহি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ-রীতি
চিন্তা না কর কোহি।

আপন করম দোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই ॥১১০১ ॥

—০—

গান্ধার

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা ॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত ॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে কর যোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুরে মোড়ি ॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপলু্ঁ হিয়া নিজ করি জানি ॥
বিদ্যাপতি কহ লাগল ধন্দা।
যো করু পিরীতি সো জন অন্ধা ॥১১০২॥

—

ধানশী

পহিলে পিয়া মোর মুখে মুখ হেরল
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম- আশে তনু গাঁথল
অব তেজল মোর সঙ্গ ॥
সখি হাম জীয়ব কথি লাগি।
যো বিনে তিল এক রহই না পারিয়ে
সো ভেল পর-অনুরাগী ॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি সো ভেল বাহুটি
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি অন্তর জর জর
সহই না পারিয়ে আর ॥ ১১০৩ ॥

—:০:—

[অথ বিদগ্ধ-মাধবে যথা]

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি
তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহাস্ময়া ন
গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি
যদহং জীবামি পাপীয়সী।

[অস্যার্থঃ]

যার সঙ্গ সুখ আশে কৈলু্ঁ অমি ধর্ম্মনাশে
তিয়াগিলু্ঁ গুরু লজ্জাগণ।
যত সখিগণ তোরা প্রাণ হৈতে অধিক মোরা
দুঃখ দিল যাহার কারণ ॥
সখি হে ধিক রহু ধৈরয আমার।
সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি তবু রহে পাপ প্রাণী
কিবা চাহে করিবারে আর ॥
যাহার লাগিয়া সতী- ধর্ম্ম তিয়াগিলু্ঁ অতি
না গণিলু্ঁ দুর্জ্জন বচন।
দু কুলে কলঙ্ক হৈল তাহা নাহি মনে কৈল
সে রূপে মগন কৈলু্ঁ মন ॥
যাহার লাগিয়া কত গুরুর গঞ্জনা যত
করিয়া লইলু্ঁ হিয়া-হার।
এতেক কহিতে রাই মূর্চ্ছা পাঞা সেই ঠাঞি
পড়ি রহে জ্ঞান নাহি আর ॥
বিশাখা সম্ভ্রমে যাঞা তাঁরে কহে ধরি লঞা
ধৈর্য্য হও না ভাব অসার।
ইহা শুনি পোড়ে মন দাস যদুনন্দন
মুখে বাক্য না হয় সঞ্চার ॥১১০৪॥

—:—

তবে ত বিশাখা লঞা রঙ্গণ মল্লিকা।
অর্পণ করিল গন্ধ রাইর নাসিকা ॥
সে গন্ধ পাইয়া রাই চেতন পাইলা।
চেতন পাইয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥
কি আশ্চর্য্য সখি এই পরিমল হয়।
মূর্চ্ছিত জনেরে যেই চেতন করয় ॥
তবে বিশাখিকা মাল্য দিল রাই গলে
মাল্য দিয়া তাঁর গুণ কহয়ে তাঁহারে ॥
গোবিন্দের অঙ্গোত্তীর্ণ যত বিলেপন।
আকৃষ্ট করিতে মহামুনি বিলক্ষণ ॥
গোবিন্দের নাম হয় সর্ব্ব মন্ত্র-সার।
সর্ব্বথা যাহাতে বাস করে বারবার ॥
গোবিন্দের এই হয় নির্ম্মাল্য মালিকা।
গন্ধ মহৌষধি মোহে চেতায় অধিকা ॥
এই তিনের হয় প্রভাব অতি বলী।
কে বা না গ্রহণ করে অচিন্ত্য সকলি ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লেপন আর কৃষ্ণচন্দ্র নাম।
কৃষ্ণাঙ্গ নির্ম্মাল্য তিনের গুণ অনুপাম ॥
মণিচন্দ্র মহৌষধি তিন তিন হয়।
কৃষ্ণভাবে মূর্চ্ছিতের চেতন করয় ॥

পরম অচিন্ত্য এই তি:নর প্রভাব।
বহু পুণ্যবন্ত জনে ইহা হয় লাভ॥
শুনি ধনি সে মহিমা মনে বিচারয়।
এত সব গুণ যাতে সতত আছয়॥
উপেক্ষা করিল যদি সে কৃষ্ণ আমারে।
নির্লজ্জ জীবন কেন থাকয়ে শরীরে॥
কালীদহ যাঞা এবে প্রবেশ করিয়ে।
সেই সে উপায় ভাল মোর চিত্তে লয়ে॥

॥ ১১০৫ ॥

[তথাহি পুনশ্চ যথা]

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনাদভদ্রং
ভদ্রং বা কিমপি নহি জানীমহি মনাক।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা প্রথয়িতুমুদাসীনপদবীম॥

গৃহের ভিতরে হরিষ অন্তরে
খেলিয়ে বিবিধ খেলা।
সহজে আপন বয়স যেমন
নবীন কুলের বালা॥
হরি হরি হেন না বুঝিয়ে তোরে।
গৃহ ছাড়াইয়া কুপথে ফেলিয়া
উদাসীন কৈলা মোরে॥
ভাল মন্দ আমি কিছু নাহি জানি
হেন দশা কৈলে কেনে।
অতি অবিচার দেখিয়ে বেভার
চমক লাগয়ে মনে॥
উদাসীন কৈলে পুন তেয়াগিলে
তুমি নিদারুণ রাজ।
তোরে নাহি দুখ মোর ফাটে বুক
জীবন লাগয়ে লাজ॥
শয়ন ভোজনে তনু বেশ গণে
তিলেক না লয়ে চিত।
এ যতুনন্দন দাস তঁহি ভণ
নবীন লেহক রীত॥ ১১০৬॥

—০—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং মুধামারোদীর্ম্মে কুরু পরামিমামুত্তরকৃতিং। তমালস্য-স্কন্ধে সখি কলিতদোর্বল্লরীরিয়ং যথাবৃন্দারণ্যে চিরম বিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ।

কৃষ্ণ যদি নিদারুণ হইলা আমারে।
তাহাতেই কি বা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দহ সখি তোঁহে কহিল নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর না রহিবে দেহে॥
উত্তর কালেতে এক করিহ সহায়।
যেন এই তনু বৃন্দাবন মাঝে রয়॥
না পোড়াহ অঙ্গ মোর না ভাসাহ জলে।
মরিলে রাখিহ তনু তমালের ডালে॥
তমালের কান্ধে এই ভুজলতা দিঞা।
রাখিহ যতনে অতি নিশ্চলা করিঞা॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যতুনন্দন দাস॥১১০৭॥

—

পঠমঞ্জরী

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিহে কানে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াহ রাধা-অঙ্গ না ভাসাহ জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে॥
সোই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥
পুন যদি চান্দ-মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ-আনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরয ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥১১০৮॥

—:—

যেখানে সতত রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম তুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এহি পরণাম॥
নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিহ সন্দেশে॥
দিনে একবার পহুঁ লিহে মোর নাম।
অরুণ-তুলহ করে দিহে জল-দান॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি ॥১১০৯॥

—:০:—

[সখীগণের দৌত্যে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপূর্ব্ব আবেশময় মিলন-লীলা]

—০—

কামোদ

রাইক উহ উত- কণ্ঠিত বচনহি
সো সখী দ্রুত চলি গেল।
নিজ গৃহে নাগর রতন মন্দির পর
গোপতে যাই তহিঁ মেল ॥
ইঙ্গিতে রাইক আরতি জানাওল
বুঝইতে নাগর-রাজ।
কালিন্দী-তীরে নিকুঞ্জ মনোহর
জানাওল সঙ্কেত কাজ ॥
শুনি দোতী ধাই আওল যাহাঁ সুন্দরী
কহতহি মধুরিম ভাষ।
তুয়া লাগি যামুন তীরে গেও নাগর
পূরব চির অভিলাষ ॥
এতহুঁ বচন শুনি সো ধনি সুবদনী
করত গমন-উপচার।
কানুক নিকট দূতী আওল পুন
কহ যদুনন্দন সার ॥ ১১১০ ॥

—০—

গুর্জ্জরী

কালিন্দী-কানন কুঞ্জ-কুটীরহি
নিবসই তুয়া লাগি কান।
কত বেরি কুসুম- তলপ করি সাজন
কেলি করব মন মান ॥
কামিনি কি কহব তোহারি সোহাগ।
কেবল কান্ত করই পথ নিরীখণ
কারণ তুয়া অনুরাগ ॥
কুসুমক কিঙ্কিণী কঙ্কণ কেয়ূর
কুণ্ডল কণ্ঠক হার।
কানড়-কুন্দ করবীক কোরক
নিরমিল কত পরকার ॥
কেলি-কলপতরু কোমল সঞ্চরু
কোকিল কোকিলা গান।
কমলক গন্ধ গন্ধবহ সঞ্চরু
অরু কত কেকীক তান ॥
করহ গমন অব কছু নাহি আপদ
কহলহুঁ কৃষ্ণ-নিদেশ।
করু রাধামোহন চরণে নিবেদন
কছু না রহব অবশেষ ॥ ১১১১ ॥

—০—

যথা রাগ

দূতী-মুখে শুনইতে রাইক চরিত।
সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত ॥
কি কি বলি প্রেমে ভেল ভোর।
কহইতে গদ গদ কণ্ঠহি লোর ॥
সোঙরিতে প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ
অন্তরে উপজল কতহুঁ তরঙ্গ ॥
চলইতে পদ-যুগ থর থর কাঁপ।
হেরইতে লোরে নয়ন-যুগ ঝাঁপ ॥
ঐছনে কুঞ্জে মিলল রাই পাশ।
দূরহুঁ দূরে রহুঁ গোবিন্দদাস ॥ ১১১২ ॥

—:—

গুর্জ্জরী রাগ

হরষিত অন্তর চলু বর নাগর
হেরইতে রঙ্গিনী রাধা।
ধনি ধনি রাইক সোহাগ।
যো জগ-জীবন যুবতী-প্রাণ ধন
তাহারি পরাণ সম জাগ ॥
তছু প্রেমে আকুল মৌলি বকুল ফুল
আভরণ পন্থহি ডারি।
চলন সিন্ধুর-গতি নাহি জানি সঙ্গতি
উপনীত ভেল যাহাঁ নারী ॥
আনন্দ সায়রে নিমগণ সখীগণে
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস।
সো সুখ-সিন্ধু- বিন্দু পরশ লাগি
যাচে রাধামোহন দাস ॥১১১৩॥

—:—

[শ্রীকৃষ্ণের "আরতি—বিথার" ও মূর্চ্ছা]

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু মাধব
রাধা মিলনকি আশে।
অঙ্গ অনঙ্গ-রসে প্রেম-পুলক ভেল
মনমথ-তনু পরকাশে ॥
কেলি-কদম্ব নিভৃত নিকুঞ্জ তহি
চলইতে নাগর-রাজ।

রাইক প্রেমহি সোঙরিতে সো হরি
মুরুছি পড়ল তহিঁ মাঝ॥
বহুত যতন করি তবহুঁ ত সহচরী
চেতন করায়লি কানে।
আঁচরে পবন নিরখিতে অপরূপ
নাগর হরল গেয়ানে॥
শ্যাম অবশ দেখি সোই কুঞ্জে রাখি
রাধা-মন্দিরে গেল।
গোবিন্দদাস ভণ রাই অচেতন
সহচরী অন্তরে শেল॥ ১১১৪॥

—∘❀∘—

[অপর দিকে শ্রীরাধা বেগবতী
নদীর ন্যায় ধাবমানা]

শ্রীরাগ বেলাবলী

কানুক সম্বাদ পাই বর-রঙ্গিনী
বিছুরল সাজ বিসাজ।
বসন ভূষণ যত করি অছু বিপরীত
চললহি কুঞ্জক মাঝ॥
সজনি আরতি বরণ ন যাতি।
চিরদিনে মিলন আজু পুন হোয়ব
অতয়ে সে মদন-ভরাঁতি॥
পদ এক চলই খলই পুন প্রেম-ভরে
লোরহি ঝাঁপল দিঠ।
কত দূরে প্রাণ- বল্লভ হাম হেরব
কহতহি গদ গদ মিঠ॥
ঐছন ভাতি মিলল বর-কামিনী
সঙ্কেত-কুঞ্জক ওর।
রাধামোহন-পহুঁ হেরইতে দুহুঁ দুহুঁ
আনন্দে ভৈ গেল ভোর॥১১১৫॥

—:০:—

[বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে]

রাধা-বদন-বিলোকন-বিকসিত-
বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গং।
জলনিধিমিব বিধু-মণ্ডল-
দর্শন-তরলিত- তুঙ্গ-তরঙ্গং॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিত-বিলাসং।
দদর্শ সা গুরু-হর্ষ-বশম্বদ-
বদনমনঙ্গ-বিকাশং॥
হারমমলতর-তারমুরসি দধতং
পরিলম্ব্য বিদূরং।
স্ফুটতর-ফেন-কদম্ব-করম্বিতমিব
যমুনা-জল-পূরং॥
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডল-
মধিগত-গৌর- দুকূলং।
নীল-নলিনমিব পীত-পরাগ-
পটল-ভর-বলয়িত-মূলং॥
তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহর-
বদন-জনিত-রতি-রাগং।
স্ফুট-কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-
যুগমিব শরদি তড়াগং॥
বদন-কমল-পরিশীলন-মিলিত-
মিহির-সম-কুণ্ডল-শোভং।
স্মিত-রুচি-রুচির--সমুল্লসিতাধর-
পল্লব-কৃত-রতি-লোভং॥
শশি-কিরণচ্ছুরিতোদর-জলধর-
সুন্দর-সুকুসুম-কেশং।
তিমিরোদিত-বিধু-মণ্ডল-নির্ম্মল-
মলয়জ- তিলক-নিবেশং॥
বিপুল-পুলক-ভর-দন্তুরিতং
রতি-কেলি-কলাভিরধীরং।
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বল-
ভূষণ-সুভগ-শরীরং॥
শ্রীজয়দেব-ভণিত-বিভব-
দ্বিগুণীকৃত-ভূষণ-ভারং।
প্রণমত হৃদি নিধায় হরিং
সুচিরং সুকৃতোদয়-সারং॥১১১৬॥

—:—:—

[সাক্ষাৎ-মিলন মাত্রে শ্রীরাধার "নয়নে
বরু বারি" এবং মূর্চ্ছা]

"দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক গলয়ে প্রেম-লোর॥"
"রাই অচেতন নিরখিতে সহচরী
অন্তরে করয়ে বিচার।
শ্যাম অবশ তাহাঁ রাই অবশ ইহাঁ
অব কি করব প্রতিকার॥"

—(:—:)—

[তথা প্রেম-বৈচিত্ত্য]

সারঙ্গ

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ধন্দ।
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ॥

চিত্র-পুতলী জনু রহু দুহুঁ দেহ।
না জানিয়ে প্রেমকি কেমন অছু নেহ॥
এ সখি দেখ দেখি দুহুঁক বিচার।
ঠামহিঁ কোই কাহুঁ লখই না পার॥
ধনি কহে কাননময় দেখি শ্যাম।
সো কিয়ে গুণের নবু পরিণাম॥
চমকি চমকি উঠি নাগর কান।
প্রতি তরুতলে দেখে রাই সমান॥
দুহুঁ দোহাঁ যবহুঁ নিচয় করি জান।
দুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল প্রেমক বাণ॥
দুহুঁ দোহাঁ মিলল বাহু পসারি।
দুহুঁ সুখে মাতল সব কুল-নারী॥
দুহুঁ লেই বৈঠল বকুলজ ছায়।
অগুরু চন্দন কেহো দেই দুহুঁ গায়॥
দুহুঁ পদ-পঙ্কজে কোই দেই নীর।
কেহো বীজন লেই পাতল চীর॥
কেহো আসি ধোয়াওল দুহুঁ মুখচন্দ।
লাজে মদন হেরি রহলহুঁ ধন্দ॥
দুহুঁ মেলি বৈঠলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
দুহুঁ গুণ গাওত মধুকর-পুঞ্জে॥
রাধামাধব করি এক ঠায়।
দুহুঁ রূপ নিরখয়ে শেখর রায়॥ ১১১৭॥

—০:০—

ধানশী

দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব দুহুঁ চুম্ব॥
বিপুল পুলক-বর স্বেদ সঞ্চার।
চির থির নয়য়ে নীর অনিবার॥
কাঁপয়ে থরহরি গদ গদ ভাষ।
দুহুঁ দোহাঁ পরশনে কতহুঁ উল্লাস॥
আন আন সঙ্গ রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস॥১১১৮॥

—(:০০:)—

[অভিসার—প্রকারান্তরং]

[ব্যাকুলা শ্রীরাধা প্রতি সখীগণ]

সঙ্কেতে জানা'য়ে হরি গেলা গোচারণে।
মান-সরোবর তটে হইবে মিলনে॥
সুস্থির হইয়ে পর বসন ভূষণ।
ভাবনা কি—করাইব শ্যাম-দরশন॥

[শ্রীরাধা]

আমার আবার বসন ভূষণে কি কাজ? আমার সকল ভূষণ সেই নীলকান্ত মণি।

[তাল—দশকুশী]

আমি যাব শ্যাম-দরশনে কি কাজ বেশ-ভূষণে
দেখ সখি বিচারিয়ে মনে।
(ছার ভূষণে কি কাজ গো)
আমার হৃদয়ের আভরণ প্রাণনাথের চরণ
শ্যামগুণ-শ্রবণ শ্রবণে
(আমি প'রেছি গো)
সে শ্যাম-রূপ অঞ্জন মোর নেত্র-রঞ্জন
প'রেছি ক'রে যতন
কি কাজ অন্য অঞ্জন।
ত্বরা করি সহচরি চল যথা বংশীধারী
হরি প্রাণ মদনমোহন।
বল বল গো সে বন কতদূর
যে বনে রাই ব'লে মুরলী বাজে গো।

রাগিণী—প্রভাস তাল—একতালা

সখি! ঐ দেখ্ বন্ধুর অনুরাগে ধনি বে'র হ'ল গো
ঐ যায় শ্যাম-বিনোদিনী একাকিনী উন্মাদিনীর প্রায়।
অনুরাগের গতি, কি বিষম রীতি,
না মানে সম্প্রতি সঙ্গতি সহায়।
কুল, শীল, ভয়, ধর্ম্ম, লজ্জা, মান,
এ সকলে ভাবি তৃণের সমান;
যশ অপযশ, করি এক জ্ঞান,
দেখ, সবে যায় ঠেলিয়ে দুপায়
ধনি মনোরথে চড়াইয়ে মনোরথে,
রথের সারথি করে মনমথে;
জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চ অশ্ব যুড়ি' তাতে,
হরি স্মরি যাত্রা করে বন-পথে;
নিবারিতে প্রতিকূল দৃষ্টি পথ,
মন্ত্র তন্ত্র কত পড়ে অবিরত;
বিঘ্ন শত শত করি পরাভূত,
প্যারী জীবিত-বল্লভ-দরশনে যায়।

[তত্র সখ্যুক্তি]

চল চল চন্দ্রাননে, ধীরে গজেন্দ্র-গমনে
গহন কাননে যদি, যাবে শ্যাম-দরশনে।
ঝাঁপি বদন-কমল, আর চরণ-যুগল
দংশে পাছে অলিকুল, ভেবে কমল
ঐ ভয় করি মনে।
তপনে তাপিত ধরা, না যায় তাতে চরণ ধরা
উচিত ছিল ধৈর্য্য ধরা

বুঝা'য়ে রাই নিজ মনে।
ধনি তোর ঐ পদতলে
পেতে দিই গো শতদলে
ছায়া করিয়ে অঞ্চলে সকলে
নিবারি রবি কিরণে।
বনের পথ যেমত দুর্গম, তা'ত জান ত
স্থানে স্থানে নতোন্নত
একাকী যা'বে কেমনে।
ছুটেছে তোর মন-বারণ
কেন মোরা- করব বারণ
ক'রে মোদের কর ধারণ
বাড়াও গো চরণ
চেয়ে ধনি পথ পানে ॥
[কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'রাই উন্মাদিনী']

—:—

রাগিণী খাম্বাজ

আমার নয়ন-ভূষণ শ্যাম-দরশন
শ্রবণ-ভূষণ বাঁশীর গানে।
করের ভূষণ তাঁর চরণ-সেবন
বদন-ভূষণ কৃষ্ণ-নামে ॥
কণ্ঠের-ভূষণ শ্যাম-মণি-হার
নাসা-ভূষা অঙ্গ-গন্ধ।
প্রতি অঙ্গে আমার পিরীতি ভূষণ
কহয়ে দাস গোবিন্দ ॥

—

গান্ধার

চিরদিনে মিলন হোয়ল যব নিধুবনে
নিধুবন কত কত ভাতি।
তৈছন সখীগণ কয়ল গুণ-কীর্ত্তন
দুহুঁ কর প্রেমে উনমাতি ॥
হরি হরি কি কহব অদভুত প্রীত।
দুহুঁ কর প্রেম অতুল হেম সম
দুহুঁ জানয়ে দুহুঁ রীত ॥
ঐছন কেলি কয়ল দুহুঁ বহুক্ষণ
দুহুঁ মানস পরিপূর।
সখীগণ তৈছন পূরল মনোরথ
তবহিঁ চলল ব্রজপুর ॥
যবহিঁ চলল ব্রজ তবহিঁ বেয়াকুল
হোয়ল সকল পরাণ।
তছু গুণ গানে পুন আনন্দ বাঢ়াওল
রাধামোহন অনুমান ॥

—:—

ধানশী

রাধা-মাধব চিরদিনে মেলি।
দুহুঁ ভেল অচেতন কি করব কেলি ॥
দরশনে পুলকিত দুহুঁ তনু কাঁপ।
পুন পুন লোরে নয়ন-যুগ ঝাঁপ ॥
কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণী।
ঘামে ভিগল তনু ঘনে অছু মানি ॥
পহিল সমাগম ঐছন ভেলি।
রাধামোহন-পহুঁ দুহুঁ রস-কেলি ॥১১২৩॥

—০—

শ্রীরাগ

দেখ সখি রাধা-মাধব প্রেম
দুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠক হেম ॥
মুখ অবলোকনে অনিমিখ লোচনে
আনন্দ-নীরে নয়ান যব ঝাঁপয়ে
দোহেঁ পসারিতে বাহু
কাঁপয়ে ঘন ঘন
মধুরিম হাস- সুধা-রস বরিখণে
গদ গদ রোধয়ে ভাস।
চিরদিনে মিলন লাখ গুণ নিধুবন
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস ॥১১২৪॥

নিকুঞ্জ-মিলন

[আদৌ সঙ্কেতঃ] শ্রীবৃন্দাবনলীলায় সর্ব্বপ্রথম কথা সঙ্কেত-বাঁশী :—

"ধীরসমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী নাম-সমেতং কৃত-সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্"

শ্রীভগবান নিজের মাধুর্য্যে নিজে বিভোর— লীলা-রস আস্বাদিতে সতৃষ্ণ :—

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে।
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।

[রসো বৈ সঃ] God is love, Love is God—রসো হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

অদ্বৈতে রস নাই, রস-প্রয়োজনে দ্বৈত হওয়া [স্বকীয়া] হ্লাদিনী স্বরূপশক্তিকে [পরকীয়া ইব প্রকটমান] রূপে সম্ভোগ করিতে লোলুপ।

নিজে অধীর—আকুল—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জীবকে আহ্বান—আকর্ষণ—ততঃ সম্ভোগ—ইহাই "স্বয়ং ভগবান" শ্রীকৃষ্ণের [পূর্ব্ব-রাগ]। [বৃন্দাবনে] —চিন্ময় আনন্দরাজ্যে, [যমুনাতীরে]—ভক্তিনদীর উপকূলে, [নিকুঞ্জবনে]—প্রেমধামে, মিলন-বিলাস-সম্ভোগ জন্য নাম ধরে আহ্বান। [স্বয়ং ভগবানের] এই সুমধুর আহ্বান বা আমন্ত্রণ জীবের পক্ষে পরম অধিকার বা আত্মিক সাম্রাজ্যের magna charter. তাই, ভক্ত বলেন—শ্রীকৃষ্ণের দূতীস্বরূপা "সর্ব্বকার্য্য-সাধিকা" বংশী জয়যুক্ত হউক [পৃঃ ৫২, ৩৬৭-৩৬৮ দ্রষ্টব্য] যথা জয়দেবে :—

[মিলনোৎকণ্ঠা]

বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচালিতমপি রেণুম্।
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।

তোমার নাম উচ্চারণে মনোহর বংশীধ্বনি করিয়া অভীষ্ট স্থানে যাইবার জন্য তোমাকে সঙ্কেত করিতেছেন, তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত সমীরণ সহ যে ধূলিকণা চালিত হইতেছে, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ আপনা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন।

পত্র-স্খলনে, পতত্রির পক্ষ-সঞ্চালনে চমকিত হইয়া তিনি মনে করিতেছেন, যেন তুমিই আসিতেছ, মনে মনে শয্যা রচনা করিতেছেন, চঞ্চলনয়নে পথপানে চাহিয়া দেখিতেছেন।

কৃপা করিয়া তিনি না ডাকিলে—দর্শন না দিলে—স্বয়ং ধরা না দিলে, কাহার সাধ্য তাঁহাকে পায়? তিনি যে বাক্য মনের অগোচর—ধ্যান ধারণার অতীত। তিনি যাহাকে বাছিয়া লয়েন—যাহাকে নাম ধরিয়া ডাকেন 'সঙ্কেত' করেন [নাম-সমেতং কৃত-সঙ্কেতং] সেই তাঁহাকে পাইতে পারে—তিনি যাহাকে 'স্বয়ং বরণ' করেন তাহারই নিকটে আত্ম-স্বরূপ প্রকটিত করেন—অন্যত্র নহে—যথা উপনিষদে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"। এই স্থানেই কৃপাবাদের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রহিল।

[ততঃ শ্রীরাধার অভিসার] অভিসার জীবের আত্মিক, উদ্বোধন। প্রেমময় যখন ভক্তের মনের দুয়ারে আত্ম-আগমনের সংবাদ পাঠান, সাধক তখন আশা ও বিশ্বাসে জাগ্রত হইয়া—প্রেমভক্তিতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া—প্রাণবল্লভের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়—সাগর-সঙ্গমে ধাবমানা কল্লোলিনী স্রোতস্বিনীর মত এক-টানা আবেগভরে ছোটে। সংসার তখন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—সকল বাধা প্রতিবন্ধক পায়ে ঠেলিয়া জীব অনিবার্য্য আকর্ষণে ছোটে। এই হৃদয়-জাগরণ—এই উন্মুখীনতা—এই যে সর্ব্ব-বিস্মারক আকুলতা—মিলন জন্য তন্ময়তাময় আবেগ—ইহাই ভক্ত প্রেমিকের অভিসার। 'লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়'—অভিসারের মুখে, কুল, শীল, লজ্জা, ভয় কিছুই গণ্য হয় না।

ভগবান ডাকেন সুমধুর সঙ্কেত-বাঁশীতে। এই 'সঙ্কেত' বা ইঙ্গিত যিনি বুঝেন তিনিই ধন্য। 'সঙ্কেত' বুঝিয়াছিলেন প্রেমময়ী শ্রীরাধা—তাই, উধাও হৈয়ে ছুটিয়া আসিতেন বৃন্দারণ্যের নিভৃত মাধবী-নিকুঞ্জে—সংসারের যত কিছু সব পশ্চাতে ফেলে পরাণ পণ করে ছুটে আসিতেন। শ্রীরাধার অভিসার অতুলনীয়। তাই, শ্রীরাধা "মহাভাব-স্বরূপিনী সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি"—রস-শাস্ত্র মতে [সমর্থা] অর্থাৎ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা। বিদগ্ধ-মাধব বলেন রাধা = রস-আরাধিকা।

একেশ্বরী সাজল
হরি-সঙ্গম-সুখ সাধে।
কুঞ্জ-ভবনে অনুরাগিণী পৈঠল
দূর করি কুল-মরিবাদে॥
[চন্দ্রশেখর]

অচিরে কলাবতী কুঞ্জহি মিলল
নাগর নিরখি আনন্দ।
অমিলন-জনিত দুহুঁক দুখ দূরে গেল
উলসিত শেখরচন্দ্র॥

মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জ-নৃপ পাশ।
কহ কবিশেখর কেলি-বিলাস॥

উপজল আরতি সহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায়॥

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহুঁ জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরহুঁ দূরে রহুঁ ভাগি॥
[গোবিন্দদাস]

হৃদয়-মন্দিরে পিরীতি-পালঙ্ক
রসের বালিশ তায়।
আরতি-তোষাণ তাহাতে অমনি
শুতল রসিক রায়॥
[কবিশেখর]

—:০:—

কি কহব রে সখি কানুক লেহা।
ও সুখে মুগধ মন মুগধ মঝু দেহা।
[জ্ঞানদাস]

[ততঃ মিলন-বিলাস] মিলন-লীলা সম্বন্ধে দুইটী অনন্য-সাধারণ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই (১) মিলনের স্থল—বৃন্দাবনের নিবিড় নিকুঞ্জ-মন্দির (২) শ্রীরাধার সমবয়া এবং রূপে গুণে ধন্যা কলাবতী অষ্ট সখী দ্বারা দিবানিশি পরিবৃত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লীলা-পরায়ণ নহেন।

সখীগণ নিজেরাও আত্ম-কাম-হীনা। তাঁহাদের প্রেম [নিকষিত হেম—কামগন্ধহীন] তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয় শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের মিলনান্দই তাঁহাদের সম্ভোগ—সাক্ষাৎ সম্ভোগের প্রার্থী তাঁহারা নহেন। ইহাকেই বলে বিশুদ্ধা [পরকীয়া রতি]। মহাজন পদে যথা :—

দেখ দেখ অপরূপ সখী সুচতুর।

রভস-সরোবরে দুহুঁক ডুবায়ই
আপন মনোরথ পূর।

[তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে যথা]
রাধিকার চেষ্টা দেখি কৃষ্ণ সুখী হৈলা।
সখীগণ তাহা দেখি মহোৎসব পাইলা।
কৃষ্ণ যবে রাধিকাকে আলিঙ্গন কৈল।
সখীগণ অঙ্গে তবে কম্পাদি হইল।
তাহা দেখি বৃন্দা পুছে নান্দীমুখী স্থানে।
অপরশে সখী অঙ্গে স্পর্শ ভাব কেনে।
বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণ রাধা আলিঙ্গনে।
বিনা স্পর্শে মহাসুখ পাইলা সখীগণে।।
তাহা শুনি নান্দীমুখী কহয়ে তাহারে।
ব্রজাঙ্গনা রীতি কে বুঝিতে পারে॥
লোকোত্তর চেষ্টা সব কৃষ্ণের সুখার্থ।
কায়মনোবাক্যে করে হৈয়ে মহা আর্ত্ত।
কৃষ্ণ-আহ্লাদিনী শক্তি রাধা ঠাকুরাণী।
সার অংশ প্রেমলতা তাহারে বাখানি।
সখীগণ হয় তার পুষ্প পত্র সম।
কি কহিব এই কথা অতি অনুপম।
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যে কোটি সুখ হয়।
এইত কারণে সখী বহু সুখ পায়।
ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্র না হয়।
রাধাকৃষ্ণ ব্যাপক রতি সুখের স্বরূপ।
প্রতিক্ষণ নানা রস প্রকাশ অধূপ॥
তথাপিহ সখী বিনু সুখ নাহি হয়।
হেন সখী পদ সেবা করেন আশ্রয়।
কৃষ্ণরসে রসজ্ঞ যে সেই সে করয়।
অরসজ্ঞ জন ইহার অন্ত না জানয়।
এই মত রাধাকৃষ্ণ সখী ভিন্ন নয়।
রস আস্বাদন লাগি ভিন্ন ভিন্ন হয়।
কৃষ্ণ উৎফুল্ল তমাল তরু মনোরম।
রাধা ফুল্লা হেমলতা হইল মিলন।
সচেতন লোকগণ যতেক আছয়।
দোঁহার দর্শনে চিত্তে কার সুখ নয়।
রাধাকৃষ্ণ সুখ লাগি সখীর তাৎপর্য্য।
কি কহিব এই কথা অত্যন্ত আশ্চর্য্য॥

[বর্ত্তমান গ্রন্থের সখী-সংবাদ পর্য্যায় দ্রষ্টব্য]

রসশাস্ত্রমতে সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান।

বৃন্দাবনে যমুনার কূলে সঙ্কেত-কাননে নিভৃত নিকুঞ্জ মন্দিরে রাধালিঙ্গিত সুষুপ্ত গোবিন্দ যিনি তিনিই মানবাত্মার চরম লক্ষ্য—বেদান্ত-বেদ্য নিস্তরঙ্গ অদ্বয় ব্রহ্মানন্দ। উনিই তৈত্তিরীয় 'রসো বৈ সঃ'—উনিই গৌরী-পট্টে লিঙ্গ-মূর্ত্তি—প্রাচীন 'শান্তং শিবমদ্বৈতং ওঁ'।

নিবিড় নিকুঞ্জ-মিলনে কেবলমাত্র জীব ও ব্রহ্ম বিদ্যমান—'তুমি আর আমি—মাঝে কেহ নাই—কোন বাধা নাই ভুবনে'—'দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ-কোলাহল [রবীন্দ্রনাথ]। এ কথাই প্রাচীন মহাজন পদে এক কথায় সুন্দর সুব্যক্ত হইয়াছে :—

নিকুঞ্জের মাঝে কেলি-বিলাস।
দূরহি দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস॥

ভক্ত তখন 'প্রেমে ভাসে, রসে ডোবে'—তখন মধুর রসে ভর-পুর হইয়া শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক ভক্ত গাহেন :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কিছু হইতে পারে না। এ অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান—সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাবে বিভোর ছিলেন।

দিব্যধামের সেই প্রমোদকুঞ্জে অতি নিভৃতে হৃদয়নাথ তাঁহার ভক্তকে—

রাতি দিন চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়া মাঝে॥

ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে।।

এ অবস্থায় ভক্ত ও ভক্তের প্রাণবল্লভ—

দোঁহে কহে দুহুঁ অনুরাগ।
দুহুঁ প্রেম দুহুঁ হৃদে জাগ।
দুহুঁ দোঁহা করু পরিহার।
দুহুঁ আলিঙ্গই কতবার॥
দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস।
দুহুঁ হেরি দোঁহার বয়ান।
দুহুঁ জন সজল নয়ান॥
দুহুঁ ভুজ-পাশ ধরি দুহুঁ জন বন্ধন
অধর-সুধা করু পান।

নিকুঞ্জ মন্দিরে রাধা-গোবিন্দ পরস্পরে নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ :—

এক কলেবর দুহুঁ একই পরাণ [জ্ঞানদাস]
মিলনক বেরি নহ লব ভেদ [রাধামোহন]
দুহুঁ তনু একুই নহত লব ভেদ [জ্ঞানদাস]
নারী পুরুখ দোঁহে লখই না পারিয়ে
অছু পরিরম্ভণ ভাতি॥
[গোবিন্দদাস]
এক তনু এক মন একুহি পরাণ।
দুহুঁ তত্ত্ব এক ভেল বিহি নিরমাণ॥ [শেখররায়]
লাগল দুহুঁক না ভায়ই জোড়।
দুহুঁ জন ভেদ করই না পার॥ [বিদ্যাপতি]
নারী পুরুখ দুহুঁ লখই ন পারই
হেরইতে লোচন ভুল
[জ্ঞানদাস]

তখনকার এই অ-ভেদ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ-বর্ণিত [প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং] অবস্থা—তখন, পুরুষ জানে না সে পুরুষ- নারী জানে না সে নারী—তখন, [ন সো রমণ ন হাম রমণী]-রূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদ। ইহা চিন্ময় আনন্দ সুষুপ্তি। এই সুষুপ্তি, ও সুষুপ্তি হইতে জাগরণ—পুনরায় সুষুপ্তি—ইহার পৌনঃ-পুন্যই-সত্য। জাগ্রত অবস্থায় 'দ্বৈত'—তখন, 'যোগমায়ামুপাশ্রিত' হইয়া রস-লীলা-বিলাস। জীব ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ এক হইয়াও লীলা-প্রয়োজনে পৃথক রূপে প্রতীয়মান—[স্বকীয়া] হইয়াও [পরকীয়া ইব] প্রকটিত। মায়ার প্রভাবেই জাগতিক লীলায় জীব এবং ব্রহ্ম পরস্পর বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান। মায়া অপসৃত হইলেই [সোহহম্]

কেহ বলেন [বিশিষ্টাদ্বৈত] মিলন—গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন [অচিন্ত্য ভেদাভেদ]।

যোগী ঋষির ধ্যান সমাধির ব্রহ্ম-সত্তা যিনি—[সত্তামাত্রানির্বিশেষং অবাঙ্মনসগোচরং] যিনি—তিনিই [রসো বৈ সঃ]—সংসার-বৃন্দাবনের ঘাটে, বাটে, গৃহ-কোণে, মন্দিরে, প্রাঙ্গনে, গোচারণে, গো-দোহনে—সকল কর্ম্মে—সকল খেলাধুলায় লীলা-রসময় শ্রীহরি—ব্রজবাসীর জীবন-ধন—তাহাদের "যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া"—দেহ গেহ জীবন-সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া বিরাজমান—কাহারও নিকটে বাল-গোপাল নয়ানের মণি অঞ্চলের নিধি—কহারও বা সখা সহচর জীবন-কানাই—আর কাহারও বা কান্ত বল্লভ বর নাগর।

মুনি ঋষির দুর্জ্জেয় ব্রহ্ম প্রেমের দায়ে ধরা দিলেন—ভক্তাধীন ভগবান—ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর—Personal God—হইলেন। সত্তামাত্র ছিলেন—শক্তি ছিলেন, 'ব্যক্তি' হইলেন। অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত যিনি তিনি রূপে রসে ঘ্রাণে স্পর্শে স্বাদে ব্যক্ত হইলেন—[মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর] রূপে সেব্য হইলেন—আস্বাদনীয় হইলেন।

কেবল রসময় মধুর মূরতি
পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তমদাসে কয় যার অনুভব হয়
সে জানে ও রস-রঙ্গ॥

দেব-দুর্ল্লভ বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন জনসাধারণের সহজ সুলভ হইলেন—বৈকুণ্ঠের সিংহাসন হৈতে নামিয়া আসিয়া সহজ-গ্রাহ্য রূপে নিজকে বিলাইয়া দিলেন। ব্রজের রাগে যে ভজিবে সেই পাইবে—[যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং—গীতা] এই অঙ্গীকার ঘোষণাপূর্ব্বক প্রেম-লোভী হইয়া ব্রজের ঘাটে বাটে দিবায় নিশায় নানা ছলে [স্বয়ং-দৌত্য] করিয়া বেড়াইতেছেন—তাঁহার যত দৃষ্টি যত লোভ প্রেমের আধার নায়িকা-হৃদয়ের প্রতি।

কানুর পিরীতি কুহকের রীতি
মিছাই কেবল রঙ্গ।

প্রেম-নবনীতের লোভেই দাগী চোর—স্বেচ্ছায় বান্ধা পড়িলেন বলিয়াই [দামোদর]। মানুষ ভগবানকে ধরিবে বলিলেই ধরিতে পারে কই? গলদ্ঘর্ম্ম মা যশোদার বন্ধন-রজ্জু দুই আঙ্গুল ছোটই হইল!

ইহাই প্রেমতত্ত্ব—এখানেই কৃপাবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত। বৃন্দাবন-লীলায় প্রকটিত যে Religion of Love—Religion of Redemption—উহার উপরে আর কিছু হইতে পারে না।

[গোপী-প্রেম-সাধনার স্বরূপ] তপস্বী যোগী ঋষিগণ, সাধু ভক্তগণ শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া বিধি-বিহিত ক্রমে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। এ উপাসনার উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ—ঐশ্বর্য্যময়। তিনি শাসক, পালক ও বরদাতা।

আর গোপীভাবে ভজনকারীগণ [প্রেমে] তাঁহাকে কান্তরূপ ভাবেন—বনে তাঁহাদের ভজন। তাঁহারা 'বেদ বিধি ছাড়া'। এ ভজনের উপাস্য দেবতা রাসেশ্বর রসিকশেখর দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর। তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের মানুষ বলিয়া জানেন—প্রিয়তম বলিয়া ভাবেন। গোপী প্রেম মধুরতর।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাবে মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিভূতি (শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম) দেখিয়া মানুষ ভীত হয়—সৎপথে যাইবার চেষ্টা করে—নীতি-পথ ও ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারে—কিন্তু প্রাণের মানুষ ভাবিয়া, প্রাণের পতি ভাবিয়া আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। দ্বিভুজ মুরলীধর নব নীরদ-শ্যাম রূপ ভালবাসিতে পারে—প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে।

বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় মধুর ভগবান। দ্বারকা-লীলায় তিনি সর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বর। আর মথুরা-লীলায় তিনি এই উভয় ভাবের মধ্যবর্ত্তী।

এখনও ত সেই প্রাণ-মাতান সঙ্কেত-বাঁশী বাজে—শুনিতে জানিলে এখনও সেই নাম ধ'রে ডাকার অবসান হয় নাই—কারণ, এ যে নিত্য লীলা—এ লীলার শেষ নাই, বিরাম নাই।

['বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্য লীলা']

—:০:—

[যুগল-মিলন]

ললিত

রাধা কানু বিলসই নিকুঞ্জ ভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখি এ সখি শ্যাম কিশোর॥
জ্ঞানদাস কহে সুরস সার।
যুগল মিলন রসের সার॥১১২৫॥

—:০:—

ভাটিয়ারি

তনু তনু মিলল উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক-লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরি রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান॥১১২৬॥

—:০:—

সুহই

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও নব মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
ও মুখ চন্দ্র উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম জ্যোতি রসাল॥
ও তনু পদ্মিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর-রাজ॥
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ।
অরুণ নিয়ড়ে পূর্ণ চন্দ॥১১২৭॥

—:০:—

ধানশী

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥
নব গোরচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নব ঘন মাঝে যেন বিজুরি পশিল॥

রাই-কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত-পহুঁ না পাওল ওর ॥১১২৮॥

—:—

কেদার

শ্যাম-বামে বৈঠল কিশোরী।
মেঘে যেন মিশয়ে বিজুরি॥
সোনার কমলে মধুকর।
তেমতি সাজল কলেবর॥
দুহুঁ রূপ না যায় কথন।
কোটী কোটী মুরছে মদন॥
সহচরী কুঞ্জ নিকেতনে।
কেহ করে চামর ব্যজনে॥
কেহ চন্দন দিছে গায়।
কেহ চুয়া চন্দন যোগায়॥
কেহ করে পাখা মন্দ বায়।
চণ্ডিদাস দুহুঁ গুণ গায় ॥১১২৯॥

—০—

বিহাগড়া

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন ক্ষণে মুখ চুম্বন
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি॥
আলাঞা চাঁচর কেশ করে বহুবিধ বেশ
সিন্দুর চন্দন দেই ভালে।
মুখ-চান্দে দেখি ঘাম আকুল হইয়া শ্যাম
মোছায়ই বসন-অঞ্চলে॥
দাসীগণ করে হৈতে চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখ-শশী সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরে নাগর অনিমিখে চায়॥
ঐছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি দুহুঁ চুম্বে মুখ-শশী
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে॥
আর যত সখীগণ সবে করে নিরীক্ষণ
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাসে ॥১১৩০॥

—০-০—

[যুগল-রূপ]

মঙ্গল

দেখ দেখি সখি চাহিয়া দু আঁখি
কিশোর-কিশোরী-শোভা।
যেমন ঘনেতে বিজুরি বেঢ়ল
কি দেখি বরণ-আভা॥
সখীগণ কহে হেন মনে যায়
মেঘ আসি কি বা নামে।
গগন হইতে আসি আচম্বিতে
কলপ-তরুর ঠামে॥
কোন সখী কহে এই ঘন নহে
ও দেখি শ্যামের দেহা।
বিজুরি বলিয়া দেখিলে ভালিয়া
ও রূপ কিশোরী সেহা॥
যার অপরূপ দেখিলুঁ স্বরূপ
কহিলে কি জানি কি হয়।
দুঁহু অনুপাম বেশের আভাতে
বৃন্দাবন শোভাময়॥
এক তরুবর কালিয়া বরণ
আর তরুবর গোরা।
বড় অদভুত কি হেতু ইহার
বিচারি কহ না তোরা॥
সখীর বচনে আর সখী তাহে
চাহিল বনের পানে।
দেখিল বেকত আধ সে গউর
আধ সে কালিয়া সনে॥
এক সখী ছিল চেতন গোয়ালী
বিচারি কহিছে তায়।
এ কথা কহিতে কাহার শকতি
কে না পরতীত যায়॥
রসের সায়র রূপের দরিয়া
তাহে আছে এক সুধা।
সেই সুধা আনি বিহি সে রাখিল
বেকত করিয়া জুদা॥
আর কূপ মাঝে যে ছিল অমিয়া
লইল যতন করি।
সেই দুই সুধা বিহি সে আনন্দে
রাখল একক ধরি॥

চণ্ডিদাস কহে অপার চাতুরী
কে জন বুঝিব ইহা।
বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা ॥ ১১৩২ ॥

সুহই

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ ছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর যেন চান্দে ॥
আধ নয়ান দুহুঁ রূপ নেহারই
চাহনি আনহি ভাতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলা-হেলি
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আলাইল আনন্দভরে
শিরীষ-কুসুম কমলিনী ॥
অতসী কুসুম সম শ্যাম-সুনায়র
নায়রী চম্পক গোর।
দুহুঁক প্রেম-রসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল ॥
চণ্ডিদাস কহ দুহুঁ রূপ নিরখিতে
বিছুরল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড় বর সুন্দর রসরাজ
সুন্দরী মিলই রসাল ॥১১৩৩॥

—০—

রাই-অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশ দিশ
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জবন
রাই-রূপে চৌদিশে পাথার ॥
গৌর ভেল শুকশারী গৌর ভ্রমরা ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে ॥
গৌর যমুনা-জল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চান্দ তার সাথী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাই-রূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
দুহুঁ তনু একুই মিলিত ॥১১৩৪॥

—:০:—

[অর্দ্ধ-নারীশ্বর]

সুহই

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুহুঁক রূপের নাহিক উপাম
প্রেমের নাহিক ওর ॥
হিরণ-কিরণ আধ বরণ
আধ নীলমণি-জোতি।
আধ উরে বন- মালা বিরাজিত
আধ পর গজমোতি ॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন-ছবি।
আধ কপালে চান্দের উদয়
আধ কপালে রবি ॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর-শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক-কমল করে ঝলমল
ফণী উগারয়ে মণি ॥
ঈষদবলোকনে মাধব হেরইতে
নয়ানহি আনন্দ-নীর।
জনু বর বিধু-মণি বিধুকর দরশনে
তৈছন সকল শরীর ॥
মন্দ পবন মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে
ডুবল শেখর রায় ॥১১৩৫॥

—(০)—

বিহাগড়া

দেখনা দুখানি অঙ্গ জোড়া।
নিকুঞ্জের মাঝে তমালের গাছে
কনক-লতায় বেড়া ॥
আধ কপালে শোভে চন্দন চান্দ
আধ কপালে ভানু।
আধ নয়ানে শোভে কাজর রেখা
আধ বয়ানে ইন্দ্র-ধনু ॥ ১১৩৬ ॥

—:০:—

[হর-গৌরী বা শ্রীগৌরীশঙ্কর]
[শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে যথা।]

কহিব অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহারে।
শ্রবণ-পরশ মাত্র সর্ব্ব চিত্ত হরে।

(কুন্দলতা) কৃষ্ণকে কহয়ে তুমি হও পশুপতি।
লীলায় কন্দর্প নাশ হৈল যজ্ঞ অতি॥
দেবতার কর্ম্ম নাশে ফল লভ্য নয়।
অতএব অন্য ধর্ম্ম ত্যজহ নিশ্চয়॥
প্রণয়েতে পরবশ যে ধর্ম্ম তোমার।
সেই ধর্ম্মে মন দেহ এই সে বিচার॥
(কৃষ্ণ কহে) ভাল কুন্দলতা যে কহিলে।
প্রাচীন লোকেতে শিব করি মোরে বলে॥
আপন পত্নীকে তেঁই নিজ অঙ্গ দিল।
সেই ধর্ম্ম এবে আমি অঙ্গীকার কৈল॥
কিন্তু তিঁহো দিল তারে অর্দ্ধেক শরীর।
সর্ব্ব অঙ্গ দিব আমি মন করি স্থির॥
দাতা প্রেম-বশ আর বৈদগ্ধী আমার।
এই সব কীর্ত্তি যেন ঘোষয়ে সংসার॥ ১১৩৭॥

[যদুনন্দন দাস]

—০—

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ কেলি॥
নিধুবনে মুগধল নাগরী কান।
এক কলেবর দুহুঁ একুই পরাণ॥
রাধামাধব মধুর বিলাস।
নাহ অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥
রূপ-কলা-গুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশ রস আরতি অমূল॥
দুহুঁ তনু একুই নহত লব ভেদ।
[জ্ঞানদাস কহ একুই পরাণ] ১১৩৮॥

—ঃ০ঃ—

সজনি দেখ রাধামোহন কেলি।
অনিমিখ নয়ান- চষক ভরি পিবত
দুহুঁ রূপ সুধাসম মেলি॥
পরশহি দুহুঁ তনু নুনীক পুতলী জনু
মিলনক বেরি নহ ভেদ।
ঐছন মিলত কত সুখ পাওত
না রহ লব পুন খেদ॥
চিরদিন মিলন করত কত নিধুবন
আনন্দ-সায়রে বূর।
রাধামোহন-পহুঁ অহনিশি ব্রজে রহ
সকল মনোরথ পূর॥ ১১৩৯॥

—ঃ০ঃ—

কেদার

পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দী তীর নিকুঞ্জক ওর॥
নব নব রূপ নিরূপম লাবণি
মরকত-কাঞ্চন-কাঁতি।
নারী-পুরুখ দোঁহে লখই না পারই
অছু পরিরম্ভন ভাতি॥
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল
কো বিধুমণি কোই ইন্দু।
সিন্দুর অরুণ বদনে বিধুমণ্ডল
সঘনে উদিত আধ মেলি।
গোবিন্দ দাস কহই অপরূপ
নব রাধামাধব-কেলি॥১১৪০॥

—ঃ-ঃ—

"দুহুঁ মেলি কেলি-বিলাস করু"

মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জ-নৃপ পাশ।
কহ কবিশেখর কেলি-বিলাস॥
সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধা তঁহি অনুপাম॥
রাধা-মাধব সুমধুর কেলি।
দুহুঁ রূপে দুহুঁ জন নিমগন ভেলি॥
কি বা সে দোঁহার রূপ।
কিশোর কিশোরী রূপ পসারই
সরস রসের কূপ॥
অরুণ কিরণ মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চান্দের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে॥
এক তনু এক মন একুহি পরাণ।
দুহুঁ তনু এক ভেল বিহি নিরমাণ॥
সে রাধামাধব রস-বৈভব
কহিতে শকতি কায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে
ডুবল শেখর রায়॥১১৪১॥

—ঃ—

কেবল রসময় মধুর মূরতি
পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তম দাসে কয় যার অনুভব হয়
সে জানে ও রস-রঙ্গ॥

—]ঃ[—

নারী পুরুখ দুহুঁ লখই না পারই
হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দুহুঁ জন
দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥

—ঃ০ঃ—

["ন সো রমণ ন হাম রমণী"]

পহিল হি রাগ নয়ন-ভঙ্গ্যা ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
ন খোঁজলু দূতী ন খোঁজলু আন।
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান॥ ১১৪২॥

—:*:—

[প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত]

[তথাহি কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে]

"ন সো রমণো নাহং রমণীতি ভিদা বয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥"

অর্থাৎ, সখি, তিনি যে রমণ আমি যে রমণী এই ভেদ বুদ্ধি আমাদের ছিল না, মনোভব বলপূর্ব্বক প্রেমরসে উভয়ের মন নিষ্পেষণ করিয়াছে।

এই প্রেম নিরুপাধি। তিনি আমার পতি নহেন—আমিও তাঁহার পত্নী নহি—কিন্তু, তথাপি কন্দর্প আমাদের উভয়ের মন পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছিল। ইহাই [প্রেম-পরৈক্য] [প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত] মহাভাবের উচ্চতম অবস্থা—সাধ্যসীমা। শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস এক হইয়াও যে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান—এবং ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও যে এক এবং অচিন্ত্য এই পরৈক্য সূচক প্রেমবিলাস বিবর্ত্তরূপ মহত্ত্বই সাধ্য বস্তুর অবধি। প্রেমের আশ্রয় ও বিষয় এই উভয় ভেদবৎ প্রতীয়মান হইলেও অভিন্ন। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ।

প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই অদ্ভুত বিলাস মাহাত্ম্যের রহস্য প্রকাশযোগ্য নহে বলিয়া মহাপ্রভু নিজ হস্তে শ্রীল রামরায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন—"প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল"।

স্ত্রী-পুরুষভেদবুদ্ধি-জনিত ভাববিশেষ হইতে যে প্রেম প্রকাশ পায়, তাহার লক্ষণ 'নিরুপাধি' প্রেমে পরিলক্ষিত হয় না। নিরুপাধি প্রেমই অকৈতব প্রেম। এই প্রেমে আত্মসুখেচ্ছা বা কপটতা নাই। 'তুমি ভর্ত্তা'—'আমি ভার্য্যা' অথবা তুমি রমণ আমি রমণী ইত্যাকার স্ত্রী-পুংভেদজ্ঞান জনিত প্রেম বিশেষের মূলে উপাধি বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং উহা সোপাধিক। "ন সো রমণ ন হাম রমণী"—অথচ, এই উভয়ের মধ্যে প্রেমের এক প্রবল অনিবার্য্য আকর্ষণ বর্ত্তমান। এই আকর্ষণই নিরুপাধি-প্রেমদ্যোতক। ইহাতে প্রেমিকার আত্মসুখেচ্ছা নাই—সুতরাং, ইহা অকৈতব। 'নিরুপাধি' অবস্থা—প্রেমের অন্তর্ম্মুখিনতা—বা involution। ইহা প্রেমবিলাস বা প্রেমের evolution অর্থাৎ বহির্বিলাস অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র জাতীয়।

'নিরুপাধি' অবস্থাপ্রেমের ঘনীভূত ভাব। ঘনীভূত প্রেম, চিত্তবৃত্তিকে বিলুপ্ত করে—সুতরাং, ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হয়। এই অবস্থায় প্রেম বাহিরে প্রকাশ না পাইয়া অন্তর্ম্মুখী হয়—বিস্তারের পরিবর্ত্তে ঘনীভূত হয় এবং পাত্রদ্বয়ের ভেদবুদ্ধির বিলোপসাধন করে। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থকার এ অবস্থাকে "নির্দ্ধূতভেদ-ভ্রম" বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী ইহাকে বলিয়াছেন "পরস্পরমভিন্নচিত্তত্ব।"

[অচিন্ত্য ভেদাভেদ]

'মহাভাব'-জনিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত বা পরৈক্য অতি স্বাভাবিক। প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহার টীকায় লিখিয়াছেন—"তাদৃশ প্রেমাবেশো জাতঃ যেন তৎ-স্বভাবনিজস্বভাবয়োরৈক্যমেব তাসু জাতমিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের এমনই পরম-প্রেমজননত্বস্বভাব যে, তাঁহার এই প্রেমমহিমায় গোপীগণের হৃদয়ে এমন অদ্ভুত প্রেমাবেশ জাত হইল যে তাঁহাদের স্বভাব ও তাঁহার নিজ স্বভাব এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-পরৈক্য এক অচিন্ত্য উচ্চতম তত্ত্ব। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বই পরম প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এই প্রেম-বিলাস জড়রাজ্যে অধিষ্ঠিত প্রাকৃত মানব বুদ্ধির অধিগম্য নহে। ইহা আনন্দচিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতাগণের একমাত্র উপলব্ধির বিষয়।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নহে—শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কিছু ভেদ॥

রাধা আর কৃষ্ণ ঐছে একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

[পুনশ্চ যথা]

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥

[গৌড়ীয় মত]

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনীয় বস্তু—"রসো বৈ সঃ" পরম পুরুষ—অপরাপর সাধকগণের অনাস্বাদ্য রসতত্ত্ব। ভারতে শ্রীকৃষ্ণোপাসক অনেক আছেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণভজনের যে অতি গুহ্য তত্ত্ব জগতে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা আর কোন সম্প্রদায়ের ভজনসাধনায় প্রকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতের অনেক উপাসক অনেক প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তিনি কাহারও মতে যোগেশ্বরেশ্বর, কাহারও মতে বিষ্ণু, কাহারও মতে নারায়ণ, কাহারও মতে দ্বারকানাথ, কাহারও মতে কংসারি, মথুরেশ। এইরূপ নানাভাবে উপাসিত হইয়া থাকেন। শ্রীল রামানুজাচার্য্য বৈষ্ণব দর্শনের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন এবং শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের ভজন-নিষ্ঠাও যথেষ্ট। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় ভজন—ব্রজের নিগূঢ় মধুররস—তাঁহাদের সাধনার অবিদত। তাঁহারা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক। এই উপাসনা ঐশ্বর্য্যময়ী। ঐশ্বর্য্যময়ী সেবাই শ্রীসম্প্রদায়ের ভজনাদর্শ। কিন্তু এই ভজনা ভজনের চরম আদর্শ নহে। কেননা ঐশ্বর্য্য ভজনায় ব্রজের মধুর রস অধিগম্য হয় না। রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধুময় প্রেমরাজ্যে প্রবেশ ভিন্ন সাধকের আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি হয় না। এই নিমিত্ত স্বয়ং লক্ষ্মীও ব্রজরস লাভের জন্য ব্যাকুলা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেঙ্কট ভট্টের সহিত মহাপ্রভুর এ সম্বন্ধে যে অতি সুন্দর বাক্যালাপ হইয়াছিল—তাহা এবং ভক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষের 'কালাচাঁদ গীতা'য় সন্ন্যাসী সহ পঞ্চ সখীর বাক্যালাপ দ্রষ্টব্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ "অখিলরসামৃত মূর্ত্তি," 'রস-স্বরূপ,' 'রসিক-শেখর' 'রসরাজ,' 'রসো বৈ সঃ' একমাত্র রসের আশ্রয়—পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় ও পূর্ণতত্ত্ব এবং সেই ভাবে তাঁহার ভজনই ভজনের চরম আদর্শ। এ সাধনার চরম এবং একমাত্র লক্ষ্য অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম। ব্রজের রাগ পার্থিব লাভালাভ, ইহকাল পরকালের ফলাফল, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ কিম্বা অন্য কোনও বিষয়ের হিসাব গণনা বা কোনও প্রকার ফল কামনার ধার ধারে না—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত চাহে না। ইহা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চিরপ্রচলিত চতুর্ব্বর্গ ফলের অতীত। তাই ইহার নাম 'পঞ্চম পুরুষার্থ' বা 'পুরুষার্থ-শিরোমণি'। ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তি বা প্রেম-ভক্তি। ইহা "লোভোৎপত্তি-লক্ষণ"—লোভ বা 'লৌল্য'ই ইহার একমাত্র মূল্য।

অবশে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ—আত্ম-বিস্মৃতি ইহার লক্ষণ। ইহা 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি' বর্জ্জিত—'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি' অর্থাৎ, 'কৃষ্ণ-সন্তোষণ'ই একমাত্র লক্ষ্য এবং কামনা। ব্রজগোপীর এই কামই প্রেম। God is Love, Love is God ইহার জীবন্ত উদাহরণ বৃন্দাবন-লীলা।

ব্রজের রাগ একান্ত ভাগ্যবান এবং সিদ্ধ জীবের ভাগ্যে ঘটে। ইহাতে যাহার তাহার অধিকার নাই। রাগানুগা বৈধী ভক্তির পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ ব্রজভাবের অধিকার জন্মে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মধুর ভজনের মূর্ত্তিমান আদর্শ। মহাপ্রভু বৃন্দাবন-লীলার ব্যাখ্যাতা (interpreter, exponent) জীবন্ত উদাহরণ এবং পরিপূরক (Practical illustration and fulfilment)

[৪১০ পৃষ্ঠায় বিবৃতি দ্রষ্টব্য]

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব শ্রীবৃন্দাবন-লীলার দ্বার-স্বরূপ। ব্রজের মধুর ভজনই জীবের চরম ভজন—অচিন্ত্য ভেদাভেদই জীবের সাধ্য-সীমা এবং এই সাধনার পথে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুই বিশ্ববাসীর সমক্ষে একমাত্র আলোক স্তম্ভ—পথ প্রদর্শক—শিক্ষা-গুরু।

সিদ্ধদেহপ্রাপ্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মধুর সেবায় অধিকার জন্মে না। কামরূপা সখীদের ভজনই ভজনের আদর্শ। মানব হৃদয়ের পুরুষোচিত প্রবৃত্তির বিদ্যমানতায় মধুর রসের ভজন অসম্ভব। রমণী হৃদয়ই প্রেমের প্রকৃত আধার। অবিকৃত রমণীহৃদয় ও প্রেম তত্ত্বতঃ বোধ হয় যেন আধার আধেয় ভাবে সম্বন্ধ। প্রেম দিয়া ভগবানের ভজন—শ্রেষ্ঠতম ভজন. নিউম্যান প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে মানবের আত্মা যে পরিমাণে রমণী হৃদয়ের প্রেম রস লইয়া কান্তভাবে শ্রীভগবানের উপাসনার জন্য উপস্থিত হয়েন, ভজন-রহস্য ততই তাঁহার পক্ষে সুগম হইয়া উঠে। নিউম্যান তাঁহার 'আত্মা' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness it must become a [Woman] yes, however manly thou be among men. It must learn to love being dependent and must lean on God not solely from distress or alarm but because it does not like independence or loneliness.

আনন্দময় সূক্ষ্মতম ধামের কিঞ্চিৎ আভাস এই স্থূল জগতেও প্রকটিত হইয়া থাকে। এই জগৎ নিত্যধামের ছায়াভাস। এ জগতেও অবিকৃত রমণী হৃদয়ের নিষ্কাম ভাব ও অকৈতব প্রেমের ছায়াভাস যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, পুরুষ হৃদয়ে সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

অখিলরসামৃতমূর্তি রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—জগতের সকল জীব নারী বা প্রকৃতি—সেই পরম পুরুষেরই স্বরূপশক্তিরূপিনী—রস-লীলা প্রয়োজনে দ্বৈত বা পরকীয়া রূপে প্রতীয়মান। নারী-ভাব গ্রহণ ব্যতীত মধুর ভজনের সাধ্য-সীমা লাভ হয় না—যে অবস্থায়—"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে)। মহাপ্রভুর আদর্শে দেখিতে পাই :—

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া আকুল গো।
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে

[লোচন দাস]

বিশ্বজগতের আসরে আপামর সাধারণ নরনারীর দ্বারে দ্বারে রসরাজ-মহাভাবের মিলন তত্ত্ব ঘোষণাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশেষ কথা এবং নূতন বার্ত্তা।

[তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াং]

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণপ্রেমের বিলাস-রূপিনী হ্লাদিনী শক্তি; সুতরাং, রাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে বিলাস-বাসনায় জগতীতলে দেহ ভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। এই জন্যই রাধাভাব ও রাধাকান্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।

[মিলনং প্রকারান্তরং]

[তামসী]

ধানশী

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহ।
গুরুজন ভয় কিছু নাহি মানয়ে
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥
দেখ দেখ অনুরাগ রীত।
আন্ধিয়ার ভুজগ ভয় শত শত
তবু নাহি মানয়ে ভীত॥
সখীগণ তেজি চললু একেশ্বরী
হেরি সহচরীগণ যায়।
অদভুত প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥
চললি কলাবতী অতিশয় রস ভরে
পথ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ এহ অপরূপ নহ
মনহি উজোরল কান॥১১৪৩॥

—:০:—

শ্রীরাগ

একলি কুঞ্জহি কান।
পথ হেরি আকুল পরাণ॥
মনমথে জর জর ভেল।
তৈখনে সুন্দরী গেল॥
হেরই নাগর কান।
হোয়ল অমিয়া সিনান॥
নব অনুরাগিণী নারী।
কি কহব কহই না পারি॥
নাহ দরশনে ভেল ভোর।
কো কহ আরতি ওর॥
সহচরীগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥
পূরল মন অভিলাষ।
জ্ঞানদাস কহ ইহ সখীপাশ॥১১৪৪॥

—০—

ধানশী

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আয়লুঁ
নিশি হোর কম্পিত অঙ্গ।

তিমিরে দুরন্ত পথ হেরই না পারই
পদ যুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যায়ব কোন পুর ॥
একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কিছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল ॥
তোঁহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ আশ।
পন্থকি দুখ তৃণহু করি মানলুঁ
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥১১৪৫॥

——::০::——

[শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাদর]

কামোদ

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি ॥
পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সোই আপনে করু সেবা ॥
হিমকর-শীতল নীরহি তীতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পূরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দ দাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া সিনান ॥১১৪৬॥

—[:০]—

মল্লার

প্রাণের দোসরি নবীন কিশোরী
তোঁরে কি কহিব আর।
মোর প্রতি তোঁর এত অনুরাগ
কি দিয়া শোধিব ধার ॥
একে আন্ধিয়ারী বরিখত বারি
কুলিশ পড়য়ে তায়।
নিবারিতে জল দেখিয়ে কেবল
সবে নীলাম্বরী গায় ॥
শিরীষের ফুল হইতে কোমল
রাতুল চরণ তোর।
ইথে কি করিয়া আইলে চলিয়া
রস সঙ্গ লাগি মোর ॥
ধনি ধনি ধনি রমনী রমনী
তোমার নিছনি যাই ॥১১৪৭॥
[শশী শেখর]

———

[উভয়োত্তরানুরাগো যথা]
"দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস"

দোহেঁ কহি দুহুঁ অনুরাগ।
দুহুঁ প্রেম দুহুঁ হৃদে জাগ ॥
দুহুঁ দোহাঁ করু পরিহার।
দুহুঁ আলিঙ্গই কত বার ॥
দুহুঁ হের দোঁহার বয়ান।
দুহুঁ জন সজল নয়ান ॥
দুহুঁ কহ মধুরিম ভাষ।
নিরখয়ে যদুনাথ দাস ॥১১৪৮॥

—:—

কেদার

রাধামাধব সুমধুর কেলি।
দুহুঁ রূপে দুহুঁ জন নিমগন ভেলি ॥
উলসিত বিনোদ নাগর বরকান।
কহই অমিয়া-বাণী হসিত বয়ান ॥
সুন্দরি কি কহব তোঁহারি বাখান।
অলপে জিতলি তুহুঁ ইহ পাঁচ-বাণ।
গুরুয়া কামান নয়ান-কোণ এক।
আর এক ঈষৎ হাস পরতেক ॥
করহি সুকুসুম হাতে এক হোয়।
কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোয় ॥
অঙ্গ হি অঙ্গ কিরণ কত ভেল।
হেরি পরাভব ওই চলি গেল ॥
কহ কবিশেখর কি কহব কান।
লাখ বয়ানে নহত পরিমাণ ॥১১৪৯॥

—:—

ধানশী

এ না ছান্দে কে না বান্ধে চুল।
তোমার চূড়ায় মজাইলে জাতি কুল ॥
এইত চন্দনের ফোঁটা কে বা নাহি পরে।
তোমার কপাল গুণে ঝলমল করে ॥

কে বা নাহি পরে বনমালা।
তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে এরূপ দেখিয়া॥
কে বা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা॥
কে বা নাহি কহে কথা খানি।
তোমার চান্দ-মুখে সুধা খসে জানি॥
কে বা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে সে ভুবন কৈলা আলা॥
তোমা বিনা মনে নাহি লয়।
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়॥১১৫০॥

—:০:—

বালা ধানশী

সুন্দরি আন গুণে নহ মোর বচন মধুর।
তুয়া পরসাদে সাধ সব পূর॥
চান্দ না কহবি মোয়।
চান্দ না তেজহ কবহুঁ চকোর॥
তুয়া গুণ গায়ন বচন হামার।
তুয়া হৃদি শীতল পঙ্কজ হার॥
তুহুঁ দরশন বিনু সব আন্ধিয়ার।
মিছ নহ নন্দ কহয়ে কতবার॥ ১১৫১॥

———

সুহই

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নাহি পিরীতি সমান॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা॥
পুরুবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥ ১১৫২॥

—:—

ভূপালী

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ্ব মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহা হোয়॥১১৫৩॥

—০—

ধানশী

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিশ গণে
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥১১৫৪॥

—:-:—

কাফি

শুন সুনাগরী রাই।
তোমার মহিমা এ রস-চাতুরী
সদা মুরলীতে গাই॥
সদা লই নাম অতি অনুপাম
করে নিশি দিশি জপি।
রাধা নাম দুটী প্রেমের অঙ্কুর
আপন হৃদয়ে রোপি॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর তোমা দেখি।
যেন সে চান্দের চকোর লালসে
সদাই বসিয়া থাকি॥
চণ্ডিদাস কহে শুন সুনাগর
আগে কি জানয়ে লেহা।
দুহুঁ সে জানয়ে দোঁহার মহিমা
আনে কি জানয়ে ইহা॥ ১১৫৫॥

—০—

কনড়া

রাধা বিনে আর আন নাহি ভায়
দেখি সে রাধার রূপ।
আনন্দ-লহরী উঠে কত বেরি
অমিয়া-রসের কূপ॥
রাই বিনে মন সকলি আন্ধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।

তোঁরে রসময়ই যবে নাহি দেখি
মরমে মরিয়া থাকি ॥
তোমার পিরীতি সুখের আরতি
তো বিনে নাহিক আন।
তুয়া সাধে রাধে পীতের বসন
পরিয়ে করিয়ে গান ॥
তুমি মন্ত্র তন্ত্র তুমি সুধাকর
তুমি উপাসনা বাস।
রাধা বিনে যত সে সব নৈরাশ
আশোয়াস তুয়া পাশ ॥
চণ্ডিদাস বলে বড় অদভুত
দোঁহার মহিমা রীত।
কে বা ইহা তত্ত্ব বুঝিবে বেকত
যার আছে রসে চিত ॥১১৫৬॥

—০—

কামোদ বা কেদার

বাঢ়ল রতি-রস বৈঠল দুহুঁজন
মোছই আনন-চন্দ।
দুহুঁ জন বদনে তাম্বূল দুহুঁ দেয়ল
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহু চাই।
আহা মরি মরি বলি বদন পুন চুম্বই
দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই ॥
নীল পীত বসন দুহুঁ তনু মোহন
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রমণী রসিকবর নাগরী
তৈছন বিদগধরাজ ॥
কতহুঁ যতন করি বিহি নিরমায়লি
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকশিত কুসুম শোভিত নব পল্লব
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥১১৫৭॥

—০—

"তুহুঁ শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে"
মন্দির-নিকটে পদতলে শুতল
সহচরী গোবিন্দদাস

—০::০—

[দিনান্তরে]

আজু অদ্ভুত তিমির রঙ্গ
আপনি না চিহ্নে আপন অঙ্গ
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ
অঙ্কুশ নাহি মানে রে ॥

সাজলি ধনি শ্যাম-বিহার
শিথিলী-কৃত কবরী-ভার
নীলোৎপল-রচিত হার
কণ্ঠহি অনুপাম রে ॥
নীল-বসন দোহার গায়
কি মেঘে বিজুরী লুকিয়া যায়
মদন-দীপ পথ দেখায়
অনুরাগ আগুয়ান রে ॥
পরিমল পাই ভ্রমর-পুঞ্জ
বৈঠল আসি চরণ-কুঞ্জ
মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ
লাগল মধু পান রে ॥
মুখমণ্ডল শশী উজোর
হেরি ধায়ল তহিঁ চকোর
উড়িয়া পড়ে হই বিভোর।
চাহে পীযূষ দান রে ॥
পথে পরমাদ হেরিয়া রাই
নীল বসনে মুখ ছিপাই
সঙ্কেত-কুঞ্জে মিলল আই
যাহাঁ নিবসই কানু রে ॥
রাই আগমন নিরখি কান
শীতল ভেল তপত প্রাণ
নিজ দয়িতার বাঢ়ায় মান
আদরে আগুসার রে ॥
আইস আইস বলি ধরল হাত
লহু লহু নাথ পুছত বাত
শশী কহে শুন পরাণ নাথ
আজু বড় আন্ধিয়ারি রে ॥১১৫৮॥

—:০:—

[প্রকারান্তরং]

অভিসার-বাসক-সজ্জা উৎকণ্ঠা-বিপ্রলব্ধা ততঃ মিলনঃ

—:—

[শ্রীরাধা প্রতি দূতী]

তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ তৃষিত অন্তরে।
তুয়া পথ নিরীখয়ে কাতর অন্তরে ॥
মদনমোহন করি যদি বল তাঁরে।
তোমা বিনা মদনেরে জিনিবারে নারে ॥
কৃষ্ণরূপে জগমন মোহন করয়।
আপনে মদন স্থানে বিমোহন হয় ॥
তোমার সহিত্তে যবে সঙ্গ হবে তাঁর।
তবে সে মদনে মূর্চ্ছা পারে করিবার ॥

প্রফুল্ল কুসুম কুঞ্জে বসিয়া আছয়ে।
ভৃঙ্গ পিক সব তারা সুধ্বনি করয়ে॥
হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্র নানা লীলা করে।
বসিয়াছে পদ্ম অল্প সুগন্ধি উপরে॥

[তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে]
[শুক-শারী সংবাদ]

সৌন্দর্য্যং ললনাদিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥

শুক শারিকাকে বলিয়াছিল, আমাদিগের প্রভু এই জগন্মোহন কৃষ্ণ জগৎ-সংসার রক্ষা করুন। অহো! ইহার [কীর্ত্তি] বিশ্বজনীন, [সৌন্দর্য্য] ললনাগণের ধৈর্য্যচ্যুতিকর, [লীলা] লক্ষ্মী-স্তম্ভিনী, ইহার [বীর্য্য] প্রভাবে অদ্রিরাজ গোবর্দ্ধনও ক্রীড়াদ্রব্য হইয়াছিল, ইহার [গুণ] অতীব বিমল এবং [চরিত্র] সর্ব্বজনানুরঞ্জন।

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুন করিল পঠন॥

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়াম্মদনমোহনঃ॥

হে শারিকে! জগতের যাবতীয় রমণীচিত্তহারী বংশীধারী, গোপনারীবিহারী সেই মদনমোহন কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

[পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস]

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

যখন কৃষ্ণ রাধাসঙ্গে বিরাজ করেন, তখনই মদনমোহন হন, অন্যথা তিনি বিশ্বমোহন হইয়াও মদনমোহিত।

[পুনশ্চ দূতী শ্রীরাধা প্রতি]

নবীন জলদ দ্যুতি কনক বসন।
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ শ্রীপদ্ম নয়ন॥
মকর কুণ্ডল কানে কমল বয়ান।
স্বর্ণযূথী মালা গলে ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥
চূড়ার উপরে শিখিপুচ্ছ ভাল সাজে।
এই রূপে বসিয়াছে কৃষ্ণ কুঞ্জ মাঝে॥

শ্রীঅঙ্গ তারণ্য লক্ষ্মী অমৃত সাগর।
সে অঙ্গ সৌন্দর্য্য-জল অতি মনোহর॥
অঙ্গের লাবণ্য হেন সমুদ্র তরঙ্গ।
কন্দর্প ভাবের ভূমি আছে কত ভঙ্গ॥
বংশীধ্বনি বায়ু তাতে অত্যন্ত প্রবল।
যুবতীর চিত্ত বিত্ত করয়ে তরল॥
তরুণীর চিত্ত নেত্র তৃণ ডুবাইল।
ডুবিয়া রহিল তাতে উঠিতে নারিল॥
হেন কৃষ্ণ মনমথ বাণে বিদ্ধ করে।
তুয়া পথ নিরীখয়ে কাতর অন্তরে॥
তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ তৃষিত অন্তরে।
কৃষ্ণ লাগি তুয়া তৃষ্ণা বুঝি যে বিচারে॥
কৃষ্ণের সুবেশ অঙ্গ মাধুর্য্যের সীমা।
তুমিহ সুবেশ ভঙ্গী রূপ অনুপমা॥
অতএব তার স্থানে তৎকাল চলহ।
তারে সমর্পিয়া বেশ সাফল্য করহ॥
প্রেমোদ্ভ্রান্ত কৃষ্ণ স্মরশরক্রান্ত মন।
মূর্চ্ছান্ত করিল চিত্ত তোহে সমর্পণ॥
নিজ চিত্ত রাখে তেঁহো তোমার আশ্রয়ে।
নিবেদন এই তার যত দশা হয়ে॥
ধনিষ্ঠাতে বচনামৃত রাই কৈল পান।
ঔৎসুক্য জড়তা ভেল চিত্তের পয়ান॥
সর্ব্ব ভাব প্রকট হইল প্রতি অঙ্গে।
ভাব স্বরূপিণী ধনি বিভাব তরঙ্গে॥
তুলসী ধনিষ্ঠা আগে বিশাখিকা পাশে।
ললিতান্য পাশে আর সখী চারি পাশে॥
চলিলা সুন্দরী কৃষ্ণ দরশন আশে।
নিজ সব সখী সঙ্গে গমন হরিষে॥ ১১৫৭॥
[শ্রীগোবিন্দলীলামৃত]

—০—

সঙ্কেত-কাননে যাই।
শেয বিছায়ল রাই॥
শ্যাম-মন-মোহনী সাধা।
বেশ বনায়ত রাধা॥
চাঁচর চিকুর সঞারি।
বেণী বনায়ল গোরী॥
সীঁথহি সিন্দুর লেল।
তিমিরে অরুণ উগি গেল॥
সুললিত উরুযুগ মাঝে।
মৃগমদ-পত্র বিরাজে॥
অঞ্জনে নয়ন উজোর।

শ্রুতি-মণিকুণ্ডল দোল ॥
নাসাশিখরে সুভাতি।
কনয়া ঘটিত গজমতি ॥
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দু।
ঝলমল আনন-ইন্দু ॥
বৈঠলি কুঞ্জ আবাসে।
জগ-মন মোহন বেশে ॥
চন্দ্রশেখর অনুমান।
আজু তোঁহে মোহবি কান ॥ ১১৬০॥

—:০:—

[শ্রীরাধার কামনা]

সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে।
প্রাণ-পারিজাত সোঁপব চরণে ॥
তুহুঁ পদ সেবন হিয়ে অভিলাষ।
বলরাম দাস হিয়ে এ বড়ি উল্লাস ॥

—:০:—

[অথ প্রকারান্তরং যথা]

ভূপালী

সখীগণ বচনে বনাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ ॥
ভালহি দেওল সিন্দূর-বিন্দু।
চন্দন-রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু ॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মূরছে কতহুঁ অনঙ্গে ॥
নীল বসনে তনু ঝাঁপল গোরী।
চললি নিকুঞ্জে শ্যামরসে ভোরি ॥
মদনমোহন-মন-মোহিনী নারী।
জ্ঞানদাস কহ যাঙ বলিহারি ॥ ১১৬১ ॥

—০—

কামোদ

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার ॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি ॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল।
নব অনুরাগ ভরে চলি গেল ॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগররাজ ॥ ১১৬২ ॥

—

[বাসক-সজ্জা]

ধানশী

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকিত ॥
কিশলয় শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতনপ্রদীপ।
তাম্বূল কর্পূর খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ ॥
মলয়জ-চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
লেই পুন তেজই তাই।
সচকিত নয়নে নেহারই দশ দিশ
কাতরে সখীমুখ চাই ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ মণিময় আভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখীগণ হেরি কতহুঁ পরবোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই ॥ ১১৬৩ ॥

—০—

[অথ উৎকণ্ঠিতা]

ধানশী

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া ॥
সই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগ ভরে ॥
এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব
বন্ধুয়া দরশ বিনে ॥
বিফল হইল মোর মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে ॥
দহয়ে দামিনী ঘন ঝনঝনি
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মিলবি বন্ধুর সনে ॥ ১১৬৪ ॥

—:০:—

করুণাশ্রী

কি লাগি এত বিলম্ব হইল
আসিতে সঙ্কেত-ঘরে।
সো বহু-বল্লভ তাহা সোঙরিতে
পরাণ কেমন করে ॥

কিয়ে কংস-চর বরজে আইল
কি বুঝি তাহার সনে।
সমর আরম্ভ করিল মাধব
কহে না আইল কেনে॥
কিয়ে কোন নারী দিঠি-ভঙ্গী করি
ভুলাঞা লইয়া গেল।
শশাঙ্ক উজর কুমুদ ফুটল
ভ্রমর আইল ধাঞা।
চন্দ্রশেখর কহে কেনে না আইল
ভুলিল কি রস পাঞা॥ ১১৬৫॥

—(:—:)—

কেদার

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা।
অরুণদমুং রতি-বীরমধীরা॥
অতিচিরমজনি রজনিরতিকালী।
সঙ্গং বিন্দতি নহি বনমালী॥
কিমিহ জনে ঘৃত-পঙ্ক-বিপাকে।
বিস্মৃতিরস্য বভূব বরাকে॥
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠং।
রণমারভত মুরারিরভীষ্টং॥ ১১৬৬॥

—০❀০—

পাহিড়া

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিলুঁ আশা ঘর।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনালুঁ গো
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কে বা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগন উপরে চান্দ কিরণ উদয় গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথী॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপূর পূরিল সই
পিয়া বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতী মালা বৃথাহি গাঁথিলুঁ গো
কেমনে রজনী গোঙাব॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরয ধর ধনি ধাইয়ে চলিলুঁ গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥ ১১৬৭॥

—◇—

কাফি

তুহারি বচন বিশোয়াসে।
আয়লুঁ কুঞ্জ-আবাসে॥
বিরচলুঁ কুসুম শয়ান।
অবহুঁ না মিলল কান॥
বুঝলুঁ দূতি হাম তোয়ে।
এত দুখ দেয়ালি মোয়ে॥
ঝুটা বচন তোহারি।
ঝুটা সো বনয়ারী॥
ঝুটা সঙ্কেত থান।
ঝুটা সব হাম জান॥
কহতি শেখর রঙ্গা।
ঝুটা কাহেঁ করু দ্বন্দা॥ ১১৬৮॥

—(::)—

সুভগা

কুসুমিত কাননে শেজ বিছায়ই।
নিজ তনু-ছা হেরি নিরখই রাই॥
নাগর ভরমে আদর বহু করই।
না দেখিয়া চকিত নয়ানে পুন রহই॥
খেনে খেনে ভূষণ পরে পুন তেজে।
খেনে খেনে বৈঠি বিছায়ত শেজে॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রেমক রীত।
অদরশে দরশ-রস পরতীত॥ ১১৬৯॥

—:-:—

[শ্রীরাধার তন্ময়তা]

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা"

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
[শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত]

—০—০—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
[বিদ্যাপতি]

—(*)—

[তথাহি গীতমালায়াং যথা]

দেহ-গেহ সাজাইয়া রাই।
রহিলা নাগর-পথ চাই ॥
সঙ্কেত-সময় বহি গেলা।
তভু বনমালী না আইলা ॥
তবে অতি উৎকণ্ঠিত মন
ললিতার প্রতি কিছু ক'ন— ॥
সখি হল্য অধিক রজনী।
এখনো না আল্য গুণমণি ॥
না বুঝিয়ে ইহার কারণ।
স্থির নাহি হয় মোর মন ॥
বুঝি কোনো সখী গেছে কাছে।
সেই অনুরোধে পিয়া আছে ॥
কিবা পদ্মা পথেতে পাইয়া।
সখীকাছে নিল ভুলাইয়া ॥
কি করিব কহ না বিচারি।
এত কহি কান্দেন কিশোরী ॥
রাধার বচন শুনি কহেন ললিতা।
সখি কেন হইতেছ এত উৎকণ্ঠিতা ॥
বনমালী এখনি করিবে আগমন।
কি লাগিয়া হইতেছে সজল নয়ন ॥
এখনো অধিক নাহি হয়্যাছে রজনী।
ইথে কেন উতরোল হও—নাহি জানি ॥
তব গুণে অতিশয় বশ বংশীধারী।
তোঁহে ছাড়ি ভজিতে পারে কি অন্য নারী।
অতএব স্থির কর আপনার মন ॥
কিশোরি সুখের কালে দুখ কি কারণ ॥১১৭০॥

দেখহ সজনি এইত রজনী
তৃতীয় পহর ভেলা।
আমারে বিসরি শঠ বংশীধারী
আর কার কাছে গেলা ॥
কহ সহচরি আমিহ কি করি
কিসে জুড়ায়ব তনু।
কিশোরী-মোহন লাগি মোর মন
অনলে দহিছে জনু ॥
বিরহ-তপন-তাপে নীরস তনু-বন
মদন-হুতাশন দহই।
তাহে অতিকাতর প্রাণ-হরিণগণ
কি করব তাহা না বুঝই ॥১১৭১॥

——::০::——

তিরোতা—ধানশী।

অম্বুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে।
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরখিব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে ॥ ১১৭২ ॥

—:—

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা ॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত ॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে কর যোড়ি।
কি ফল প্রেমক অঁকুর মোড়ি ॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপলুঁ হিয়া নিজ করি জানি ॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যাকর পিরীতি সো জন আন্ধা ॥১১৭৩॥

—:—

[শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে আক্ষেপ]

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিয়ে যমুনায় দিব ঝাঁপ ॥
এবার পাইলে রাঙা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী ॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পানগুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলের আর গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুণ্ডল-ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফান্দ ॥১১৭৪॥

—(০)—

মনোহরসহি—তাল—লোভা
সখি! শ্যাম-প্রেম-সুখ-সাগরে
সদা আমি মীনের মত ডু'বে রইতাম।
তখন আমি দুঃখের বেদনা জা'ন্‌তাম না গো।
ভা'বতাম্ এ সাগর কি শুকাইবে;
আমার এম্‌নি ভাবে জনম যা'বে
(এই বৃন্দাবন মাঝে)
যখন উঠিত মানের তরঙ্গ,
তখন কতই বাড়িত রঙ্গ।
(বন্ধুর মনে আমার মনে)
[তাল—খয়রা]
ছিল প্রখর মুখর দুর্জ্জন-নিকর,
শরদ ভাস্কর-প্রায় গো;—(তখন কতই বা ছিল)
হ'য়ে প্রবল-প্রতাপ সদা দিত তাপ,
লা'গ্‌ত না সে তাপ গায় গো।—(কত জ্বালাইত)
[তাল—লোভা]
তখন শ্যাম-নবজলধরে,
সদা থা'কত শীতল ছায়া ক'রে।
(তাদের সে তাপ লা'গ্‌বে কেন)
সে যে লীলামৃত বরষিয়ে
আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে!
[তাল—খয়রা]
ছিল প্রেমবিবাদিনী পাপ ননদিনী,
কুম্ভীরিণীর মত ফি'রত;—
(সে সাগরের মাঝে)
সদা থা'কত তাকে বাকে, দে'খ্‌ত তা'কে বা কে
আপনি বিপাকে প'ড়্‌ত।—
(পাপ ননদিনী)
[তাল—লোভা]
আমি ভাসিয়ে বেড়া'তাম সখি,
একবার চাইতাম না পালটি আঁখি। ১১৭৫।
(পাপ ননদিনীর পানে)
['রাই উন্মাদিনী'—কৃষ্ণকমল গোস্বামী]
—:০:—

রাজ-বিজয়
সঙ্কেত-কাননে শেজ বিছাইয়া
কিসের লাগিয়া কান্দ।
আমার বচন শুনি এক ক্ষণ
হৃদয়ে ধৈরজ বান্ধ॥
রাধে কর জোড় করি।
বিকলা হইলে কি হয়ে, কিঞ্চিৎ
সময় রহিবে ধীরে॥
আসিবার কাল হইল আসিয়া
এখনি আসিব কানু।
শ্রবণ পাতিয়া বসিয়া থাকহ
এখনি শুনিবা বেণু॥
সুমঙ্গল কাজে কাকুল উচিত
এ বুঝি সে কি কথা।
শেখর চন্দ্রমা কহে কর ক্ষমা
বদন হইল রাতা॥ ১১৭৬॥
—:—

সুহই
সখি নাহি বোলহ আর।
হাম ফল পায়লুঁ তার॥
সহজই মতি গতি বাম।
তৈছন ইহ পরিণাম॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর।
সো অব হোয়ল চুর॥
অবহুঁ না রহই পরাণ।
সমুচিত কয়লহিঁ মান॥
যৈছে রহত মঝু দেহ।
সোই করহ অব থেহ॥
তুহুঁ যদি না পূরবি আশ।
কি কহব বলরাম দাস॥ ১১৭৭॥
—০—

[উৎকণ্ঠিতান্তে বিপ্রলব্ধা]
সুহই
কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই নিচয়ে জানিলুঁ
নিঠুর পুরুখ জাতি॥
মেঘ দুর দুর দাদুরীর বোল
ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী ছটা
হিয়ার পুতলী দোলে॥
যতনে সাজালুঁ ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ্ মোহ্ করে।
অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ-জরে॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর ঐছন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥ ১১৭৮॥
—:—

বিহাগড়া

সখি হে কথিত সময় বহি গেল।
সো মধু-মথন অবহুঁ না মিলল
যামিনী অব শেষ ভেল॥
সব সহচরী মেলি সঙ্কেত-কাননে
বিফলে বিছায়লুঁ শেজে।
ইহ রূপ যৌবন সব ভেল বিফল
কাহে আয়লুঁ গৃহ তেজে॥
না জানিয়ে করম নিবন্ধে কি আছয়ে
হাম অবলা কুলনারী।
নিশি চলি যায়ত না যায়ত লালস
নিজ চিত বুঝই না পারি॥
কো ধনি পুণ্য পুঞ্জ ফলে পাওল
সো পুরুষ-মণি সঙ্গ।
চন্দ্রশেখর কহে সো বিহি নিকরুণ
যোই কয়ল রস ভঙ্গ॥ ১১৭৯॥

[তথাহি বিদগ্ধমাধবে যথা]

এখানে রাধিকা পুন কাতর হইয়া।
কহিতে লাগিলা অতি উৎকণ্ঠিত হৈয়া॥
চক্ষু-ভঙ্গি করি কোন প্রেয়সীর গণে।
বদ্ধ কৈল কৃষ্ণচন্দ্র রহে সেই খানে॥
কিম্বা নিজ ইচ্ছা করি চাহিনু মিলিতে।
তে কারণে কৃষ্ণ উপেক্ষিলা বা আমাতে॥
হা হা চন্দ্র-দ্যুতিগণ প্রকাশ হইল।
তবু কুঞ্জ মধ্যে কৃষ্ণ এবে না আইল॥

[কৃষ্ণ-অন্বেষণ]

হেন অনুমানি কৃষ্ণ পরিহাস কাজে।
লুকাইছে কাহুঁ যাঞা লতাগণ মাঝে॥
বাম দিকে চল এই কদম্বের কুঞ্জে।
কৃষ্ণ অন্বেষিয়া যাহা অলিগণ গুঞ্জে॥
এত করি রাই তাহাঁ অন্বেষিতে ধায়।
কৃষ্ণভাবে সব বন মানে কৃষ্ণময়॥
কহে ছল করি কৃষ্ণ তুমি দেখা দিয়া।
কেনে ফির অঙ্গে অঙ্গ গোপন করিয়া॥
এইরূপে সব বন অন্বেষণ কৈল।
কোন খানে শ্রীকৃষ্ণের লাগ না পাইল॥
ললিতা কহয়ে শুন অন্বেষণ কায়।
সুকেলি-সামগ্রী কর এই কুঞ্জ-মাঝ॥
কহয়ে রাধিকা তায় বচন শুনিঞা।
সব কেলি-সুসামগ্রী বর্ণন করিয়া॥ ১১৮০॥

বিহাগড়া

বকুল কুসুম তুলিয়া সুষম
কুঞ্জের বাহিরে ধনি।
নবীন কমল অতি পরিমল
রাখহ চৌদিগে ধরি॥
কি ফল চন্দন হৃদয়ে লেপন
হিয়ার পরশ বাধে।
কি কাজ ভূষণ নূপুর কঙ্কণ
কিঙ্কিণী করয়ে নাদে॥
সে তনু পরশে অধিক হরিষে
এ নব কোকিলা গান।
হরি-কোরে সব রজনী বঞ্চিব
অমৃতে করিয়া স্নান॥
কি লাগি বিলম্ব করয়ে মাধব
না জানি কি আজি হয়।
এ যদুনন্দন দাস তহিঁ ভণ
দেখিতে লাগয়ে ভয়॥ ১১৮১॥

কহে ধনি অতিশয় কাতর হইয়া।
গোবিন্দের অতিশয় বিলম্ব দেখিয়া॥

রুদ্ধঃকাপি সখীহিতার্থপরয়াশঙ্কে হরিঃ পদ্ময়া,
প্রাপ্তঃকুঞ্জগৃহং যদন্বেষণ তমীযামে পরিক্রামতি।
পৌনোমিরতি বন্ধুদিগ্মুখমসৌহস্ত সন্তর্পয়ত্যু-
ন্মীলত্য সারলব্ধ রমণীগোত্রস্থ শক্রঃ শশী॥

নবীন কেশর কুঞ্জ ঝঙ্কার ভ্রমরপুঞ্জ
পরিমলে ভুবন ভরিল।
সেফালিকে পুষ্প যত খসিয়া পড়িল কত
তবু কৃষ্ণ এথা না আইল॥
সখি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি।
কোন সখি হিতগণ ভুরুপাশে সুবন্ধন
করিয়া রাখিল কৃষ্ণ করি॥
কেনে আইলুঁ এত দূর লঙ্ঘিয়া আপন কুল
ধিক জীউ কুলের কামিনী।
কেনে বানাইলুঁ বেশ কুসুমে রচিয়া কেশ
কেনে কৈলুঁ ভূষণ সাজানি॥
সন্দেশ পাইয়া সার না গণিলাঙ সারাৎসার
ভাল মন্দ বিচার হৃদয়।
এ ঘোর রজনী কালে বিষধরগণ খেলে
তাহারে ঠেলিয়া আইল পায়॥

মনোরথ কত শত করিয়া আইল যত
সকলি হইল মোর আন।
বিধি বৈরী হৈল মোরে মিলিতে না দিল তারে
ধিক্ রহু বিধির বিধান॥
কৃষ্ণের অসঙ্গ দেখি ত্যাগ কৈলা নিদ্রা সখী
এত দোষ গুণগণ মিতে।
রজনী চলিয়া গেল আশা মোর না ত্যজিল
ঘুরে মন তাহাতে মিলিতে॥
ক্ষীণ হৈল সব দেহ ভাবিতে নবীন লেহ
অনুরাগ তবু না ছাড়য়।
এতেক জানিল কাজ কি আর করিলে লাজ
শুন সখি মনে যেই লয়॥
সাজাহ কুসুম শেয কাহাতে অনল ভেজ
হরণ করহ মলয়জে।
কৃষ্ণ নাম মন্ত্ররাজ পড়হ পবন কাজ
দেহ দিব সে অনল মাঝে॥
যাতে কৃষ্ণ গুণ গান কি জানি করিছে প্রাণ
করিব যমুনা পরবেশ।
দাস এ যদুনন্দন কহে ধৈর্য্য কর মন
মিলাইব শ্যাম নাগরেশ॥১১৮২॥

—০—

[শ্রীগীতগোবিন্দে যথা]

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্মপাত-
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ-
র্দিক্সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ॥১॥
প্রসরতি শশধরবিম্বে
বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং
সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ॥২॥

[গীতম্]

[মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে]

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্।
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা॥৩॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্॥৪॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥৫॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী॥৬॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥৭॥
কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া॥৮॥
অহমিহ-নিবসামি নগণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা॥৯॥
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী॥১০॥
তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ
কিংবা কলাকেলিভির্বদ্ধো
বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ,
সঙ্কেতীকৃতপুঞ্জমঞ্জুললতাকুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ॥১১॥
রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং
খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং
বদ সখি বিটপোদরে॥১২॥
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দূরিতং
কবিনৃপজয়দেবকে॥১১৮৩॥

[অস্যার্থঃ]

অনন্তর দিগঙ্গনাগণের ললাট-তিলকরূপী চন্দ্রদেব উদিত হইয়া স্বীয় কিরণজালে বৃন্দাবনধাম আলোকিত করিলেন। কুলটাগণকে কুলচ্যুত করায় তাঁহার যে পাপ ঘটিয়াছিল, তাহার চিহ্ন-স্বরূপ কলঙ্ক রেখাগুলি পরিস্ফুট হইল।১।

চন্দ্ররশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইলে এবং শ্রীকৃষ্ণ আসিতে বিলম্ব করিলে, বিরহ বিধুরা শ্রীরাধা ব্যাকুলা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥২॥

নির্দ্দিষ্ট সময়েও শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিলেন না। আমার বিমল রূপযৌবন বিফল হইল। সখীরা আমায় বঞ্চনা করিল, আমি কোথায় যাইব, কাহার আশ্রয় লইব? ৩॥

এই রজনীতে এই দুর্গম বনমধ্যে যাঁহার আশায় অপেক্ষা করিতেছি, তিনিই আমায় কামশরে বিদ্ধ করিতেছেন॥ ৪॥

আমার মরণই মঙ্গল; বৃথা জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। আমি সংজ্ঞাহীনা, আমি বিরহ-অনলে দগ্ধ হইতেছি॥ ৫॥

এই মধুর বাসন্তী রজনী আমাকে আকুল করিতেছে, কিন্তু অন্য পুণ্যবতী রমণী প্রাণেশ-সম্মিলনে সুখী হইতেছে॥ ৬॥

আমার এই বলয়াদি মণিময় অলঙ্কারে, কৃষ্ণ-বিয়োগানল উদ্দীপিত করিয়া, আমাকে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। ৭।

আমার বক্ষোপরি এই যে সুকুমার কুসুম-হার বিষম শরের ন্যায় উগ্র বিদ্ধ হইতেছে ॥ ৮ ॥

এই কণ্টকাবৃত-বেতসলতা প্রভৃতির কষ্ট তুচ্ছ মনে করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি, কিন্তু হায়! শ্রীহরি আমাকে বিস্মৃত হইয়া আছেন। ৯।

হরিচরণপরায়ণ শ্রীজয়দেবকবি-বিরচিত এই মধুর গীতি কোমলাঙ্গী রতি-কলাশালিনী যুবতীর ন্যায় তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ দান করুক ॥ ১০ ॥

প্রাণনাথ এই নির্দ্দিষ্ট বেতসকুঞ্জে এখনও আসিলেন না; বোধ হয় অন্য কোন রমণী-অভিসারে গমন করিয়াছেন, অথবা সখাদিগের সহিত ক্রীড়াপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, অথবা এই ঘোর অন্ধকারে তিনি পথহারা হইয়াছেন, অথবা আমার দারুণ দশার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না ॥ ১১ ॥

হে সখি! বলরাম-সহোদর সেই শঠ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোন না কোন সুন্দরীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তবে আমি আর কেন বিষণ্ণ হৃদয়ে ঘোর বনে একাকিনী নিশি যাপন করি। ১২।

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবক জয়দেব কবিপ্রবর শৃঙ্গার-রসাত্মক এই হরিগুণ-গান কীর্ত্তিত করিলেন। ইহাতে কলিযুগের পাপ দূর হউক।১৩।

—:০:—

নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং
দূতি কিং দূয়সে।
স্বচ্ছন্দং [বহুবল্লভঃ] স রমতে কিং
তত্র তে দূষণম্ ॥১৪॥
পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যা-
কৃষ্যমাণং গুণৈ
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিদং স্ফুটতরং চেতঃ
স্বয়ং যাস্যতি ॥ ১৫ ॥

হে সখি! সেই নিষ্ঠুর শঠ শ্রীকৃষ্ণ আসিল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না তোমার দোষ কি? তিনি বহু-বল্লভ—ভজন্ত জনে তিনি বিমুখ নহেন। তাঁহার বহু প্রেয়সী, তিনি তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।১৪।

আমার হৃদয় সেই প্রাণকান্তের গুণে মোহিত আছে; বোধ হয়, তদুৎকণ্ঠায় এ প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া এখনই তাঁহার সহিত মিলিত হইবে ॥ ১৫ ॥

—০—

[গীতম্]

[দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে]

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন
সখি যা রমিতা বনমালিন
বিকশিতসরসিজললিতমুখেন
স্ফুটতে ন সা মনসিজবিশিখেন
অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন
জলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥
স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥
সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥
সকলভুবনজনবরতরুণেন
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥
শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥

মনোভবানন্দচন্দননানিল
প্রসীদ মে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবম্
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি।
রিপুরিব সখীসংবাসোঽয়ং
শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি
মনোগতে হৃদয়সদয়ে তস্মিন্নেবং
পুনর্বলতে বলাৎ কুবলয়দৃশাং
বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ॥
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে
কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ।
॥ ১১৪ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-
মধুরিপুনিধুবনশীলম্।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং
বিতনোতু সলীলম্ ॥

[অন্বার্থঃ]

ইন্দীবর-লোচন শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীর সহিত বিহার করেন, সে কদাচ সন্তপ্ত হয় না। বনমালীর বদন-

কমল প্রস্ফুট শতদলের ন্যায় প্রাণ-স্নিগ্ধকর; তিনি যাহার সহিত বিহার করেন, কামশরে সে জর্জ্জরিত হয় না; নব কিশলয়-শয্যা তাহার সন্তাপ নাশ করে।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অমৃত অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও মধুময়; তিনি যে রমণীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন, মলয় মারুত কখনও তাহাকে সন্তাপ প্রদানে সমর্থ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের করদ্বয় স্থলপদ্মের ন্যায় সুন্দর; তিনি যাহার বাসনা পূর্ণ করিতেছেন, সে কখনই চন্দ্র রশ্মিতে দগ্ধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের সেই নব নীরদকান্তি একবার যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে, সে কখনও বিরহে বিদীর্ণ হয় না।

নিকষ-প্রস্তর-সংলগ্ন সুবর্ণ-রেখার ন্যায় তাঁহার পবিত্র পীতবসন; তিনি যে রমণীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, সে রমণীকে কদাচ গুরুজনের উপহাসে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয় না॥

ত্রিভুবনের সকল যুবার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই অগ্রগণ্য; তিনি যাহার সহিত কেলি করিয়াছেন, তাহাকে কাম-জ্বালায় কখনও কাতর হইতে হয় না।

শ্রীজয়দেবকবি-বিরচিত এই গীতের সহিত শ্রীহরি সর্ব্বজনহৃদয়ে নিয়ত বিরাজ করুন।

—[*]—

হে মলয়ানিল! তুমি রতিপতির আনন্দ দায়ক, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বপ্রাণ! তুমি মুহূর্ত্তের জন্য মাধবকে আমায় দেখাইয়া পরে আমার প্রাণবধ করিও॥

শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি দয়া-রহিত, কিন্তু আমার মন তাহাতেই অনুরক্ত। যাঁহার কথা স্মরণ হইলে সুস্নিগ্ধ বায়ুকেও অনল তুল্য প্রতীয়মান হয়, চন্দ্রকিরণ বিষজ্বালা উৎপাদন করে, সখী-সংসর্গ শত্রুসহবাস মনে হয়, সেই নির্দ্দয় শ্রীহরির প্রতি আমার মন আবেগে ধাবিত হইতেছে। অতএব বুঝিলাম রমণীজাতি কখনও মনোভাব গোপন করিতে সমর্থ হয় না; তাহাদের দুর্দ্দমনীয় বাসনাই তাহাদের প্রতিকূল আচরণ করে॥

হে মলয় মারুত! তুমি যত পার, আমায় কষ্ট দেও। হে পঞ্চবাণ! তুমি আমার প্রাণ সংহার কর; হে যমুনে! তুমিই বা কেন ক্ষমা করিবে? তোমার তরঙ্গরঙ্গে আমার সন্তপ্ত দেহ সুশীতল কর। আর আমি গৃহে প্রত্যাগত হইব না॥

কৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধার উক্তি শ্রীজয়দেব কবি রচিত, শ্রীমধুসূদনের এই রতিলীলাবর্ণন, হরিভক্তগণের সুখবর্দ্ধন করুক॥

—০—০—

বিভাস

প্রভাত দেখিয়া চকিত হইয়া
কহিতে লাগিলা রাই।
ওরে পঞ্চ-বাণ লহ রে পরাণ
ফিরি ঘরে যায়ব নাই॥
মলয় পবন বহ রে সঘন
দেহ রে দারুণ বাধা।
খলের পিরীতি রহিব কি রীতি
পরাণে মরিলে রাধা॥
যমের বহিনী শুন মোর বাণী
আর কর কেনে ক্ষমা।
দেহ দাহ যাউ সুশীতল হউ
তরঙ্গে সেবহ আমা॥
কদম্ব তরুয়া মালতী মরুয়া
তোমরা রহিলে সাখী।
শশী বলে সবে উচিত কহিব
পুছিলে কমল-আঁখি॥১১৮৫॥

—০—

ধানশী

দু' কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বন্ধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনি।
বাহির হইয়া দেখ লো সজনি
বন্ধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই না আইল বন্ধু
মরমে বাঢ়ল বেথা।
কি বুধি করিব পাষাণে ধরিয়া
ভাঙিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেজ বিছাইলুঁ ফুলে।
সব হৈল বাসি আর কেনে সই
ভাসাগে যমুনা জলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চুবক চন্দন
লাগিছে গরল হেন।

তাম্বূল বিরস ফুল-হার ফণী
  দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার
  আর ত না যায় দেখা।
ললাটে সিন্দূর মুছি কর দূর
  নয়ানে কাজর রেখা॥
আর না রাখিব এ পাপ পরাণ
  না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই চলু চণ্ডিদাস
  আনিতে নিঠুর রাজে॥১১৮৬॥

———

বিহাগড়া

তেজ সখি কানু আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বূল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহিঁ ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি-মোতিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক ধিক রে বিহি তোহারি বিধান।
এ হেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥১১৮৭॥

—:০:—

তিতোরা-ধানশী

নাহ দরশ সুখে বিহি কৈল বাদ।
আঙ্কুরে ভাঙল বিহি বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতকী মরি গেল॥
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি॥১১৮৮॥

—০—

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ॥
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয় মাহ জাগ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহা।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহা॥১১৮৯॥

—:-:—

ধানশী

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখী কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ ইহ গেল জানা॥
দাব-দগধ ধিক ছটফটি এহ।
এ ছার নিলাজ প্রাণে না ছাড়য়ে দেহ॥
কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল॥
এ বড়ি শেল মোর হৃদয়ে রহল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাল্য॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাউ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সতি।
শ্যাম-সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি॥১১৯০॥

—[০]—

সুহই

মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঙ্গ মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না হেরলুঁ মুখ॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনি দিব তোমার প্রাণ হরি॥১১৯১॥

—(*)—

ধায়ল বিরহিনী কালিন্দী বোধ।
সহচরী বচনে না মানে পরবোধ॥
মাতল করীণী যৈছে গতি ধাব।
ঐছে চলল কোই লাগি না পাব॥
অতি দুরবল তনু পড়ি সোই ঠাম।
মূরছিত হই তঁহি হরল গেয়ান॥
শ্রবণে বদন দেই কহে শ্যাম নাম।
চেতন পাই কহে কাঁহা ঘনশ্যাম॥

সখীগণ লেই যব কুঞ্জে পরবেশ।
চম্পতিপতি হেরি তনু ভেল শেষ ॥১১৯২॥

—:০:—

ললিতা বিশাখা দোহেঁ কান্দে উচ্চস্বরে।
রাই কোলে করি অঙ্গের ধূলা ঝাড়ে॥
এক সখী জল আনি দেই রাধার বদনে।
শ্রীবিশাখা শ্যামনাম ফুকরে শ্রবণে॥
শ্যাম নামে প্রাণ পাই ইতি উতি চায়।
না দেখিয়া চান্দ-মুখ কান্দে উভরায়॥

—:—

তিরোতা ধানসী

শ্যাম নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চান্দ-মুখ কান্দে উভরায়॥
কাহাঁ মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু-শীতল কাহা নবঘনশ্যাম॥
অমৃতের সার কাহাঁ সুগন্ধি-চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়-কর্ষ কাহাঁ মুরলী-বদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখী করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তমদাসক দুখ নাহি ওর ॥১১৯৩॥

—০—

শ্রীরাগ

কালিন্দীতীর নিকুঞ্জক মাঝ।
রোয়ত সুবদনী ছোড়ল লাজ॥
অতি উতকণ্ঠিত বিরহ-বিষাদ।
সহচরীবৃন্দ গণয়ে পরমাদ॥
দারুণ কোকিল ভ্রমরা ঝঙ্কার।
মলয় পবনে ধনি করু সীতকার॥
হরি হরি শবদে লুঠিত সখী কোর।
অবিরত লোচনে গলতহিঁ লোর॥
হেরি চলত সখী কানুক পাশ।
কত যে নিবেদব বলরাম দাস ॥১১৯৪॥

—০::০—

ধানশী

রাইক ঐছন সকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আয়ল কানুক পাশ॥
কহইতে সকল সম্বাদ।
গদ গদ করই বিষাদ॥
চল চল নাগর রস-শিরোমণি।
তুঁয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥
চণ্ডিদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয় ॥১১৯৫॥

—:—

[শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দূতী]

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন সাঙন মালা।
পূর্ণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতিপর লেখই
পাণি কপোল অবলম্ব॥
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়লুঁ
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝলুঁ কুলিশক সার ॥১১৯৬॥

—:০:—

ধানশী

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নীরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
গুণি গুণি জীবন নৈরাশ॥
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহ যামিনী জাগি পোহায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥
হরি হরি বলি ধরণী ধরি উঠই
বোলত গদ গদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম-ভরে
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ॥
কি করব চন্দ্র চন্দন-ঘন লেপন
কিশলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পায়ে ওখদ
গোবিন্দদাস নাহি মান ॥১১৯৭॥

—(*)—

কানড়া-কামোদ

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।

ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই ॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপনা তনু জরজর
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী ॥
রাধা সঙে যব পুন তহি মাধব
মাধব সঙে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥
দুহু দিশ দারু দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥১১৯৮॥

—(::)—

তথা রাগ

কতয়ে বেরি বেরি রচব শেজ রি
সরস সরসিজ পাতি।
শীতল বীজনে সলিল সিঞ্চনে
কত না পোহাইব রাতি ॥
শুন শুন নিদয় নিঠুর চিত।
তো সঙে লেহ করি খোয়লু সুন্দরী
পরাণ দেই পরাচিত ॥
কতয়ে চন্দন করব লেপন
এতহুঁ না জুড়ায় অঙ্গ।
উঠয়ে পুন পুন তবহুঁ দারুণ
দহন মদন তরঙ্গ ॥
কবহুঁ অঙ্গন কবহুঁ সদন
কবহুঁ সহচরী-কোর।
ফুয়ল কবরী লুটয়ে সুন্দরী
কত নদী বহে লোর ॥
ধরণী উপর নিচল কলেবর
পড়ল আঁচর ফোরি।
কোই না কহ শ্বাস না বহ
নিমিখ তেজল গোরী।
কোই ছুটত কোই লুঠত
প্রাণ-প্রিয় সখী ভাখি।

কহই বলরাম ধবল কালিম
বদনে দেয়বি সাখী ॥ ১১৯৯ ॥

—(:—:)—

লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ।
তহি কমল-মুখী করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামর চরই ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দ না হোয়।
অবনত আননে ধনি কত রোয় ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝলুঁ তুয়া হিয় দারুণ পাষাণ ॥ ১২০০ ॥

তথা রাগ

মাধব কি কহব বিরহ-বিষাদ।
তিল এক তুহুঁ বিনে যো কহে যুগশত
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধায়ল
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ।
কত উনমাদ মোহ বহি যাওত
কত পরবোধব কেহ ॥
দশমী দশায়ে আছয়ে ঔখধ
শ্রবণে কহিয়ে তুয়া নাম।
শুনইতে তবহি পরাণ ফেরি আওত
সো দুখ কি কহম হাম ॥
কত কত বেরি তোহে সম্বাদলু
কৈছন তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত ভীত রহুঁ অন্তরে
কহতহি বলরামদাস ॥ ১২০১ ॥

—:—

ধানশী

শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
রাইক প্রেম-পরিণাম ॥
তোঁহার দরশ লাগি সোই।
সখী অগে পুন পুন রোই ॥
কহই দেখাও প্রাণনাথ।
অবহি মিলাও মঝু সাথ ॥
তোঁহারি অ-বশ নহ শ্যাম।
সাধহ হামারি মনকাম ॥
ঐছন শুনইতে বাত।

পরিজন-হৃদি শেলাঘাত ॥
কহইতে আওলুঁ হাম।
রাধামোহন-পহুঁ ঠাম ॥ ১২০২ ॥

—ঃ-ঃ—

সুহই

যব রহ অচেতন বিরহে বিভোর।
সো দুখ কো জন কহি করু ওর ॥
তুয়া নাম শুনি যব চেতন পাই।
যো কছু বিলপয়ে নিজ দুখে রাই ॥
যদুপতি সো অব করু অবধান।
যাহা শুনি বিদরয়ে দারু পাষাণ ॥
সো গুণনিধি মোহে এত করু প্রেম।
নিরুপম যৈছন লাখবাণ হেম ॥
সো যদি বিছুরল বিদগধ-রাজ।
খন রহুঁ জীবন বড় ইহ লাজ ॥
কি করব অব হাম কহত উপায়।
রাধামোহন কহ ভেল বড় দায় ॥ ১২০৩ ॥

—(০)—

[অন্য এক মুখরা দূতীর আগমন]

ললিত

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ।
ধিক রহুঁ ঐছন তোঁহারি সুনেহ ॥
কাঁহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত-বাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঙে করহ বিলাস ॥
কো কহে রসিক-শেখর বর-কান।
তুহুঁ সম মুরুখ জগতে নাহি আন ॥
মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধা-সিন্ধু তেজি থাড়ে পিয়াস ॥
ক্ষীর-সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোঁহারি রভসময় ভাষ ॥
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোঁহারি বয়ান ॥১২০৪॥

——ঃ০ঃ——

শ্রীগান্ধার

শুন বহু-বল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান ॥
পায়বি পিরীতি উপেখি।
আওলি কুলবতী দেখি ॥
তোহারি রসিক-পণ জানি।
কহইতে আওল বাণী ॥

দেখি তুয়া এ সব কাজ।
হাসত যুবতী সমাজ ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহুঁ অভিলাষে ॥
সো পদপঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি ॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক্ ধিক্ তোঁহারি পিরীতে ॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
থাক হৃদয়ে যত সাধে ॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে ভৈ গেল ধন্দ ॥ ১২০৫ ॥

—ঃ—

[শ্রীরাধার পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রতি দূতীর ভৎর্সন]

কালিয়া কুটিল স্বভাব তোমার
কপট পিরীতি যত।
ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলালে কত ॥
[পিরীতি রসের রসিক বোলাও
পিরীতি বুঝিতে নার]
নারী-বধে নাহি ভয়।
পিরীতি করিয়ে তোমারে ভজিলে
শেষে এই দশা হয় ॥
পিরীতি করিলে কেন দগধিলে
বিরহ-বেদনা দিয়ে।
কালিয়া কঠিন দয়া-হীন জন
তোর নিদারুণ হিয়ে ॥
সোই রসিকতা পিরীতি মমতা
সমতা হইলে রাধে।
পিরীতি রতন রসের গঠন
কুটিলাতে নাহি থাকে ॥
পিরীতির দায় প্রাণ ছাড়া যায়
পিরীতি ছাড়িতে নারে।
পিরীতি রসের পসরা তা নাকি
রাখালে বহিতে পারে ॥
যে জনা রসিক রসে ঢর ঢর
মরমি যে জন হয়।
হেরে রে রে ক'রে ধবলী চরায়
সে জনা রসিক নয় ॥

রসিকের রীতি সহজ সরল
রাখালে তাই কি জানে।
চণ্ডিদাস কহে রাধার গঞ্জনা
সুধা-সম কানু মানে ॥১২০৬॥

—(:০০:)—

[শ্রীভগবদুক্তি যথা]

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥

[যথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

পূর্ব্বে যৈছে পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ-পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতারকাল।
ভার-হরণকাল তাতে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥

[তথাহি গীতায়াং]

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধা রতি ॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥

[তথাহি শ্রীদশমে]

ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥

—০—

মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥
এই শুদ্ধা ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার ॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম ॥

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে]

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ সেই ইহা কহে।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায়ে ॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারিবিধ প্রেম চারি ভক্তই আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে সুখ আস্বাদনে ॥
তটস্থ হৈয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্ব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥

—:.:—

[পুনশ্চ দূতী]

ধানশী

ধিক্ ধিক্ মাধব তোঁহারি সোহাগ।
জানলুঁ তোঁহারি যতহুঁ অনুরাগ॥
ইহ মধু-যামিনী কামিনী গোরী॥
তোঁহারি অমিলনে বিরহে বিভোরি॥
আওল তোঁহে মিলব করি আশ।
কপট-প্রেম তুহুঁ ভেলি উদাস॥
অব যদি না মিলহ বিরহিণী পাশ।
নিচয়ে ছোড়হ অব তাকর আশ॥
সো মানিনী তুহুঁ জানসি কান।
পুন নাহি হেরব তোঁহারি বয়ান॥
সো ধনি সঙ্গী ছোড়ি রহ আন।
এতহুঁ কি তাকর সহয়ে পরাণ॥
শুনইতে কানুক দরবয়ে চিত।
অন্তরে মানব বহুতর ভীত॥
গদগদ কহই আধ আধ ভাষ।
শুনইতে আকুল বলরাম দাস॥ ১২০৭॥

—•:•—

[পুন র্দূত্যাগমনং]

রাইক জীবন শেষ শুনি সহচরি
বহু পরবোধল তায়।
ধৈরজ করি পুন কানু নিয়ড়ে চলু
না দেখিয়ে আনহি উপায়॥
মাধব নিলজহি কহি পুন বেরি।
সো কুল কামিনী নিচয়ে মরণ জানি
কহইতে আওলুঁ ফেরি॥
শুনইতে কানু নয়ান-যুগ ঝর ঝর
আকুল তনু মন প্রাণ।
গণি গণি কাতর ধৈরজ পরিহরি
বোলত নাগর কান॥
সজনি তোঁহে হাম কি কহব আর।
মঝু লাগি সো ধনি ভেলহি যৈছন
ঐছন ভেলহুঁ হামার॥
ভাবিনী ভাব মনহি গণইতে
ধনি ধনি আপনাকে মানি।
সহচরী সঙ্গে চলল বর নাগর
কহইতে গদগদ বাণী॥
কত কত ভাব বিভাবিত অন্তর
সোঙরিতে সো গুণগাম।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি আকুল
যাই মিলল সোই ঠাম॥
কুঞ্জকি দ্বারে রাখি বর-নাগর
সখী কহে মুগধিনী পাশ।
চেতন করহ তুরিতে উঠি বৈঠহ
কহ গৌরসুন্দর দাস॥১২০৮॥

—৹—

যথা রাগ

চলিলা নাগর-রাজ ধনি দেখিবারে।
অথির চরণ-যুগ আরতি বিথারে॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে উপজিল কতহুঁ তরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জ-বনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনি-মুখ-চান্দ হেরই পুন সাধে॥
অধর কপোল আঁখি ভুরু-যুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধ-রাজ॥
অচেতন ছিল রাই সচেতন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তমদাস-পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥১২০৯॥

—:০:—

ধানশী

রাধামাধব চিরদিনে মেলি।
দুহুঁ ভেল অচেতন কি করব কেলি॥
দরশনে পুলকিত দুহুঁ তনু কাঁপ।
পুন পুন লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ॥
কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণী।
ঘামে ভিগল তনু ঘনে অছু মানি॥
পহিল সমাগম ঐছন ভেলি।
রাধামোহন-পহুঁ দুহুঁ রস কেলি॥১২১০

—০—

ভূপালী

চিরদিনে সো বিহি ভেল অনুকূল।
পুন পুন হেরইতে ভেল আকুল॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার॥

———

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥

নয়ানে নয়ান দুহুঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগরী ভোর।
ত্রিভুবন-বিজয়ী নাগর চোর॥১২১১॥

—ঃ০ঃ—

শুন শুন সুন্দরি বিনোদিনী রাই।
তোঁহা বিনু কারু নই তোঁহারি দোহাই॥
তুয়া দরশন লাগি সদা প্রাণ কান্দে।
ধৈরজ ধরিতে নারি হেরি মুখ চান্দে॥
অখিল সম্পদ মোর তুয়া মুখ-শশী।
মুরুলীতে তুয়া নাম গাই অহর্নিশি॥
গোলক ছাড়িয়া আইলাম
(বহু) সুখের বিলাস।
তুয়া দরশন লাগি বৃন্দাবনে বাস॥
জগতে জানয়ে তুয়া অনুগত কান।
গোবিন্দদাস তাথে আছে পরমাণ॥১২১২॥

—০—

[অথ শ্রীরাধায়াঃ ভাবোল্লাসঃ]

ভাবোল্লাসে ধনি বন্ধুরে পাইয়া
ভাবে গদ গদ কয়।
ব্রজ-পিরীতের প্রদীপ জ্বালিয়া
দীপ কি নিভাতে হয়॥

[চণ্ডিদাস]

সুহই

শতেক বরষ পরে বন্ধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইলুঁ বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চান্দ পাতিয়া পিরীতি ফান্দ
কমলিনী পাওল মধুপ॥
[হরষ-সলিল ভরে হেরই না পারই
অনিমেষে রহল ধন্দে]
আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চান্দ প্রকাশ।
ভাবভরে গদ গদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি দ্বিজ চণ্ডিদাস॥১২১৩॥

—]ঃ০ঃ[—

সুহই

কেশ পাশ দিয়া চরণ মুছায়ে
বিচিত্র পালঙ্কে লই।
অতি সুবাসিত বারি ঢালি রাধা
ধোয়ল চরণ দুই॥
মৃগমদ ভরি চন্দন কটোরি
অগোর তিমির তায়।
মনের মানসে সুনাগরী রাধা
লেপিছে শ্যামের গায়॥
নানা ফুলদাম অতি সুশোভন
গলে পরাইল রাধা।
রূপ নিরীখন করে ঘনে ঘন
তিলেক নাহিক বাধা॥
কানুর শ্রীমুখ যেন শশধর
যেমত পূর্ণিম শশী।
রাই সে চকোর পাই নিরন্তর
পিবই অবশ রাশি॥
চণ্ডিদাস কহে হেন মনে করি
শুনহ কিশোরী রাধে।
মনের মানসে পাশ আশ দিয়া
দুটী করে যেন বান্ধে॥ ১২১৪॥

—ঃ—

ভূপালী

বহু দিন পরে বন্ধুয়া আইলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হৈলে॥
এহ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এহ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলুঁ কোরে॥
(এখন) কোকিলা আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডিদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে॥ ১২১৫॥

—০—

ধানশী

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
সুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধু তোঁহারে বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোঁহার
তেজিঞে জীতে চাই।

নিরবধি তুয়া লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াহ কাছে জুড়াক নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কান্দে দিনরাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥ ১২১৬॥

—॰—

গান্ধার-শ্রীরাগ

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোহ কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয়া করু চন্দা।
পাঁচ-বাণ অব লাখ-বাণ হুউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥ ১২১৭॥

—(ঃ-ঃ)—

[অথ রসোল্লাসঃ]

ধানশী

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥১২১৮॥

———

সুহই

শ্যাম সুন্দর শরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন
শ্যাম দাসী হৈল রাধা॥
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাওল বিধি॥
কোকিলা ভ্রমরা করু পঞ্চস্বর
বন্ধুয়া পেয়েছি কোরে।
হিয়ার মাঝারে রাখিহ শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডিদাসে বলে॥১২১৯॥

—[॰]—

সিন্ধুড়া

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে অসিয়া বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি॥
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কাল কেশের মাঝে তোমা বন্ধু রাখি
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহারে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহে তান হার নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কে বা নিতে পারে লেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্দ॥১২২০॥

—(॰)—

শ্রীরাগ

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে পাঞাছি লাগ
আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার মরমের দুখ
সকল করিলুঁ ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥

খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়ল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ান লোরে॥১২২১॥

—:০:—

ধানশী

দুহুঁ জন বেয়াকুল হেরি সখীগণ।
দোঁহারে কহই কত প্রবোধ-বচন॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ কোরে আগোর।
ঢরকত লোচনে আনন্দ লোর॥
যত প্রিয় সহচরী আনন্দ ভেল।
চিরদিনে হেরই দুহুঁ জন কেল॥
কো কহু দুহুঁ জন আরতি ওর।
হৃদি সঞে দুহুঁ জন তিলেক না ছোড়॥
দূরে গেল পূরবক বিরহ-হুতাশ।
আনন্দে হেরই যদুনাথ দাস॥১২২২॥

—০—

[প্রেম-বৈচিত্ত্য]

প্রেমের উৎকর্ষ বশতঃ প্রিয়-সন্নিধানে তদ্বিচ্ছেদ স্ফূর্ত্তি-জনিত ভাবের নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য—"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশেষ ধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমুচ্যতে"॥

প্রেম-বৈচিত্ত্যাবস্থায় প্রিয়ের প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি অষ্টবিধ আক্ষেপ উক্ত হইয়া থাকে।

মিলন সময়ে যে বিরহের স্ফুরণ তাহার নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য। ইহার সুখ অতি নিগূঢ়।

প্রেম-বৈচিত্ত্য ভাবকে 'মিলন-বিরহ,' 'বিরহ-প্রলাপ', 'দিব্যোন্মাদ' বা 'ভাবোন্মাদ-প্রলাপ' বলা চলে। এই অবস্থায় সাধকের "বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দে বিহ্বল" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

[পুনশ্চ শ্রীচরিতামৃতে যথা] :—

"প্রেমসিন্ধু মগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে"
অলৌকিক কৃষ্ণ-লীলা দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার॥
এই প্রেম সদা জাগে যাঁহার অন্তরে।
পণ্ডিতেও তাঁর চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥

[প্রেম-বৈচিত্ত্যের লক্ষণ
শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে যথা] :—

প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনি।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি॥
চৌদিকে নেহারি কান্দে বিরহ-হুতাসে।
প্রেম-বৈচিত্ত্য ইহ হেরি হরি হাসে॥

[শ্রীললিতমাধবে]

কঃ নন্দকুলচন্দ্রমাঃ কঃ শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
কঃ মন্দ্রমুরলী-রবঃ কঃ নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
কঃ রাসরসতাণ্ডবী কঃ সখি জীবরক্ষৌষধি
নিধির্ম্ম সুহৃত্তম কঃ বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং॥
॥ ১২২৩ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন :—হে সখি! নন্দকুলচন্দ্র কোথায়? ময়ূরপুচ্ছভূষণ কোথায়? যাঁহার মুরলী-রব অতি গম্ভীর তিনি কোথায়? যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ তিনি কোথায়? যিনি রাসরসে নৃত্য করিয়া থাকেন তিনি কোথায়? যিনি আমার জীবন রক্ষার ঔষধ-স্বরূপ তিনি কোথায়? যিনি আমার সুহৃত্তম স্বরূপ এখন তিনি কোথায়? হা বিধাতঃ তোমাকে ধিক্!

করুণাশ্রী

কাহাঁ নন্দকুল-চন্দ্র শিখি-পিচ্ছধারী।
মরকত-কান্তি কাহাঁ নয়নসুখ-কারী॥
কাহাঁ মন্দ-মুরলীরব যুবতী-চিতহারী।
কাহাঁ রাস-রস-নৃত্য কানন-বিহারী॥
কাহাঁ নিখিলরোগহর জীবনরক্ষৌষধি।
কাহাঁ মোর বন্ধু সখা সুহৃৎ মহানিধি॥
কাহাঁ মদন-গর্ব্বহর প্রেম-অভিলাষী।
কাহাঁ রসিক-নাগর গুরুগিরীন্দ্র-বিলাসী॥
কাহাঁ পীতবসন-পরিধান গুণরাশি।
শশিশেখর কহই নব রঙ্গ পরকাশি॥১২২৪॥

[যথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগত উজোর।
যার কান্ত্যমৃত পিয়ে নিরন্তর পিয়ে জীয়ে
ব্রজজনার নয়ন-চকোর॥
সখিহে কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
তিলেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥
এই ব্রজ-রমণী কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী
নিজ করামৃত দিঞা দান।

প্রফুল্লিত করে সেই　　কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥
কাহাঁ সে চূড়ার ঠাম　কাহাঁ শিখি-পিচ্ছ উড়ান
নব মেঘে যেন ইন্দ্র-ধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি　　মুক্তামালা বক-পাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥
একবার যে নয়নে লাগে　সদা তার হিয়ায় জাগে
কৃষ্ণ-তনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মনে পৈঠে যায়　　যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সিহাকুলের কাঁটা ॥
জিনিয়া তমাল দ্যুতি　　ইন্দ্র-নীল সম কান্তি
যে কান্তিতে জগত মাতায়।
শৃঙ্গার রস ছানি　　তাহে চন্দ্র-জ্যোৎস্না সানি
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥
কাহাঁ সে মুরলী ধ্বনি　　নবাভ্র-গর্জ্জিত জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উড়ি ধায় ব্রজজন　　　তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার ॥
মোর সেই কলা-নিধি　　প্রাণরক্ষা-মহৌষধি
সখি মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাহা বিনে　　ধিক ধিক এ জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥১২২৫॥

—:-:—

কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন।
কাহাঁ মোর গুণনিধি ও চাঁদ-বদন ॥
কাহাঁ মোর প্রাণবন্ধু নবঘনশ্যাম।
কাহাঁ মোর প্রাণেশ্বর যেন কোটী কাম ॥
কাহাঁ মোর মৃগমদ-কোটীন্দু-শীতল।
কাহাঁ মোর নবাম্বুদ-সুধা-নিরমল ॥
ঐছন প্রলপিতে ভেলি মুরুছিত।
রাধামোহন-পহুঁ বিরহ চরিত ॥ ১২২৬ ॥

[তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে]

কিমিহ: কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যমহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥
॥ ১২২৭ ॥

রাধিকা শ্রীকৃষ্ণবিরহে চরমদশায় সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—সখীগণ! এখন কি করিলে সাক্ষাৎ পাই? তোমরাও ত আমার ন্যায় কাতরা, সুতরাং, আর কাহাকেই বা এ যাতনার কথা বলি? কৃষ্ণের আশায় যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই ভাল, আর কিছু করিব না। এখন তাঁহার কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সৎকথা বল। হায়! তিনি যে মদীয় হৃদয়গুহা-শায়ী, তবে কিরূপেই বা তাঁহার কথা পরিত্যাগ করিব? অহো! তাঁহার কথা পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, সেই মধুরহাস্যপূর্ণ নয়নমনের আনন্দবর্দ্ধন শ্রীনন্দ-নন্দনে মদীয় তৃষ্ণা চিরদিনই আলম্বিত রহিয়াছে।

[যথা রাগ]

এই কৃষ্ণের বিরহে　উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যে বা তুমি সখীগণ　　বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ॥
হা হা সখি কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ　　কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥
ক্ষণে মন স্থির হয়　　তবে মনে বিচারয়
বলিতে হইল ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি　　করাইল ভাবমতি
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥
দেখি এই উপায়ে　　কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণকথাধন্য　　কহ অন্য কথা ধন্য
যাতে কৃষ্ণ হই বিস্মরণ ॥
হিতে হইল স্মৃতি　　চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি
সখীরে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে　　সে শুইয়া আছে চিতে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥
রাধা-ভাবের স্বভাব আন　কৃষ্ণ করায় কামজ্ঞান
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিতে।
কহে যে জগত মারে　　সে পশিল অন্তরে
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য　　জিনি অন্য ভাবসৈন্য
উদয় হৈল নিজরাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস　　না হয় আপন বশ
দুঃখ-মনে করেন ভর্ৎসনে ॥
মন মোর বাম দীন　　জল বিনু যেন মীন
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে　　মননেত্র রসায়নে
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায় ॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন　　হা হা পদ্মলোচন
হা হা দিব্যসদ্গুণসাগর।

হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বরধর
হা হা রাসবিলাস-নাগর ॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই তুমি কাঁহা তাঁহা যাই
॥১২২৮॥

[শ্রীগীতমালায়াং প্রেম-বৈচিত্ত্য বর্ণনং যথা]

এক দিন বৃন্দাবনে নিজ-প্রাণবন্ধু সনে
রাধা কর ধরাধরি করি।
বনশোভা দেখি দেখি ভ্রমণ করেন সুখী
পাছে পাছে সব সহচরী ॥
কি বা হয় স্বভাব প্রেমার।
রৈয়াছেন নেত্রপথে তভু রাধা নিজ-নাথে
দর্শন না পান বলে তার ॥
তাহে হৈয়া বড় দুখী ঝরিতে লাগিল আঁখি
পুঁছিতে লাগিলা সখীগণে।
সহচরি কেহ তোরা দেখিয়াছ মনচোরা
মোরে রাখি গেল কোন্ বনে ॥
করি নাই কিছু দোষ নাহি করিয়াছি রোষ
তবে কেন তেজিল আমায়।
দেখিতে না পাই তারে নারি স্থির হইবারে
কি হইবে কহ হায় হায় ॥
যদি কেহ কৃপা করি মোরে সেই বংশীধারী
দেখাইয়া দেয় এইক্ষণে।
তার কাছে এ কিশোরী এইত-জনম ভরি
দাসী হৈয়া রবে বিনা পণে ॥১২২৯॥

অশ্বত্থ! তুমিহ হও বিষ্ণুর মূরতি।
বন্ধুরে দেখাও কৃপা করি মোর প্রতি ॥
বট! তুমি জটাধারী শিবভক্ত বট।
বন্ধু কোথা গেল তাহা কৃপা করি রট ॥
অশোক! তোমার নাম বড় অভিরাম।
মোর শোক নাশিয়া সার্থক কর নাম ॥
করুণ! তুমিহ হও করুণা-নিধান।
কৃষ্ণে দেখাইয়া মোরে কর প্রাণদান ॥
মাধবি! তুমিহ হও মাধবের প্রিয়া।
বন্ধু দেখাইয়া দাও করুণা করিয়া ॥
তুলসি! তুমিহ সদা থাক তার গায়।
জান কোথা আছে বন্ধু দেখাহ আমায় ॥
আর আর যত আছে তরুদেহধারী।
সকলেই হও তোরা পরহিতকারী ॥
অতএব মোর হিত কর সবে তোরা।
দেখাইয়া কিশোরীমোহন মনচোরা ॥১২৩০॥

ওরে মধুকর তোরা নিরন্তর
থাকহ বন্ধুর কাছে।
মোরে কৃপা করি কহি দাও হরি
এখন কোথায় আছে ॥
যদি না কহিবে তারে।
তবে তোরা সব গুন্‌গুন্ রব
নাহি কর বারে বারে ॥
তোমাদের ধ্বনি যেমন অশনি
নিনাদ শ্রবণে পশে।
তাহাতে পরাণ করে আনচান
মন নাহি রহে বশে ॥
ওরে রে কোকিল তারি মত শীল
তোর আমি জানি ভাল।
তারি মত স্বর ধৈর্য্য-লাজ হর
তারি মত বট কাল ॥
তুমি দিবে ব্যথা ইহা কোন্ কথা
পবনের দেখ রীত।
জগত-জীবন হইয়া দহন
করিতেছে মোর চিত ॥
অরে দ্বিজরাজ তোর যত কাজ
তাহা জানে সব জনে।
অবলা সংহার করিতে তোমার
কি বা ভয় আছে মনে ॥
কালার বিরহে আজি মোর দেহে
হুতাশন প্রবেশিল।
শ্রীরঘুনন্দন- বিরহে যেমন
জানকীর হৈয়াছিল ॥ ১২৩১ ॥

এই রূপ কহি কহি করেন ভ্রমণ।
কালাচান্দ কাছে কাছে করেন গমন ॥
তথাপি রাধিকা তাঁরে না পান দেখিতে।
প্রেমের কুটিলগতি কে পারে বুঝিতে ॥
তবে পুন রাধা ক'ন কিছু আগে গিয়া।
বুঝি পদ্মা লৈয়া গেল তাহারে ডাকিয়া ॥
সেহ নিরন্তর করে আমার অহিত।
নাগরো তাহার সখী প্রতি লুব্ধচিত ॥
তার কাছে হৈতে কি আইলে মধুকর।
কহ কোথা এখন রৈয়াছে শঠবর ॥
পাঠাইল তোমারে কি লইতে আমারে।
নাহি যাব আমি—তুমি কহ গিয়া তারে ॥

আমরা সরল নারী—সেহ অন্যে রত।
তার সনে মোর প্রীতি না হয় সম্মত॥
এই রূপ বহু কথা কিশোরী কহিয়া।
কান্দিতে লাগিলা প্রেমে বিভোর হইয়া॥
তবে আসি তাঁহার সাক্ষাতে।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ধরি হাতে॥
একি একি পরাণ প্রেয়সি।
কি কারণে কাতর কান্দসি॥
সম্মুখে আমারে না দেখিয়া।
অন্বেষিছ গহনে ফিরিয়া॥
যেন কেহ কণ্ঠে মণি পরি।
অন্বেষয়ে গহন ভিতরি॥
ধনি ধনি তোমার প্রেমায়।
অন্ধ করিয়াছে যে তোমায়॥
এত কহি সুশীতল করে।
পোছেন তাঁহার অশ্রুনীরে॥
কিশোরী কৃষ্ণের কথা শুনি।
লাজে হৈলা বিনম্র-বদনী॥১২৩২॥

—০ঃঃ০—

[প্রকারান্তরং যথা]

কেদার

কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহুঁ মঝু মিটব
অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ-মাধুরী বঙ্ক নেহারণি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর॥
এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশসই
মুরছিত হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥১২৩৩॥

—ঃ০ঃ—

বিহাগড়া

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলুঁ রে সখি প্রেম আগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত-পুতলি সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস চিতে সচকিত॥১২৩৪॥

—০ঃ০—

তথা রাগ

রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ।
রাই কহই ধনি বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ-জলধি কব উতরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধব তাই॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥১২৩৫॥

—০ঃ০ঃ০—

ধানশী

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখ-শশী দুখ দূরে গেল॥
সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।
সজল নয়ানে আলিঙ্গন ধনি কেল॥
আঁচরে মোছায়ত নয়ানক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি দুহুঁ করু কোর॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দদাস দুহুঁ গুণ গায়॥১২৩৬॥

—০—

জয় জয় রাধা কৃষ্ণের প্রেম অদ্ভুত।
নিতুই নূতন প্রেম অনুরাগযুত॥

শ্রীরাগ

সজনি প্রেমক কো কহ বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতী কাতর
কহত কানু পরদেশ॥
চান্দক হেরি সূরয করি ভাখয়ে
দিনহি রজনী করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
প্রিয়ক বিরহ করি ভান॥
কবে আওব হরি হরি সঞে পুছই
হসই রোই ক্ষণে ভোরি।
সো গুণ গাওই শ্বাস ক্ষণে বাঢ়ই
ক্ষণহি ক্ষণহি তনু মোড়ি॥
বিধুমুখী বদন কানু যবে পোছল
নিজ পরিচয় কত ভাতি।

অনুভবি মদন কান্ত কিয়ে কামিনী
বল্লভদাস সুখে মাতি ॥১২৩৭॥

—::—

বিহাগড়া

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ-পাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে ॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
হেম আঁচরে রহু ভরমিত যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঞি ॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহী-তলে লুঠই
বিরহ-বেদনে রহু জাগি ॥
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নাহি ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥১২৩৮॥

—০:০—

বহুক্ষণে পরিচয় ভেল।
বিরহ-বেদন দূরে গেল ॥
দোঁহে দোঁহো কোরে আগোরি।
সহচরী হেরি বিভোরি ॥
অদভুত প্রেম চরিত।
হেরইতে চমকিত চিত ॥
কোরহি দেখিতে না পায়।
ঐছন না শুনি কোথায় ॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস।
দূরে গেও বিরহ হুতাশ ॥
গোবিন্দ-দাসক দাস।
ইহ গুণ আনন্দে ভাষ ॥১২৩৯॥

—০:০—

[অথ প্রেমবৈচিত্র্যং শ্রীকৃষ্ণস্য যথা]

আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দরী
দরশ পরশ মঝু হোয়।
উর পর পাণি হানি ক্ষিতি শুতল
আকুল-কণ্ঠে ঘন রোয় ॥
সজনি না বুঝিয়ে প্রেম-তরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥
আর কিয়ে শ্রবণে শুনিব হাম তাকর
সো প্রিয় মধুরিম ভাষ।
নয়নে বয়ান চান্দ কিয়ে হেরব
কৌমুদী হাস বিকাস ॥
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজ-বনিতাগণ হাস।
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস ॥১২৪০॥

—০::০—

ধনি-কোরে বিনোদ নাগরবর ভুলিলা।
রোয়ত নীর বয়ান বহি গেলা ॥
কোরে আকুল ভই মূরছিত ভেল।
সহচরীগণ কর বয়ানহি দেল ॥
শ্বাস-হীন হেরি সবহুঁ বিভোর।
রোয়ত ধনি তব শ্যাম করি কোর ॥
এক সখী যুগতি করল অনুপাম।
শ্রবণে কহতহি রাধা নাম ॥
বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু মোড় ॥
রোই রোই সুবদনী পরিচয় দেল।
কোরে কয়ল সব দুখ দূরে গেল ॥
বৈঠল নাহ রাই বাম পাশ।
হেরি চমকিত রাধাবল্লভ দাস ॥১২৪১॥

—০:০—

মঙ্গল

পরশিতে রাই তনু আপনে ভুলল কানু
মূরছি পড়ল ধনি কোর।
শ্যাম-মুখ হেরইতে ধনি ভেল গদগদ
ঢরকি ঢরকি বহে লোর ॥
শ্যাম মূরছিত হেরি চকিতে ললিতা ফেরি
রাধা-মন্ত্র শ্রুতি-মূলে দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু নিরখই রাই তনু
হেরি সখী চমকিত ভেল ॥
চিত্র-পুতলী যেন বেঢ়ল সখীগণ
নিরখই শ্যাম-মুখ-চন্দ্র।
কি ভেল কি ভেল বলি ধাওল বিশাখা আলি
সব জনে লাগল ধন্দ ॥
শ্যামর সুন্দর বদন-সুধাকর
সুমুখী নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস কহই মাধবী দাস
বিদগধ মাধব রাধে ॥১২৪২॥

—:০০:—

বিহাগড়া

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ দুহেঁ যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥১২৪৩॥

—:০:—

দেখ সখি রাধা-মাধব প্রেম।
তুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠক হেম॥
[গোবিন্দদাস]

—০:০—

[উভয়োন্তরানুরাগো যথা]

পঠমঞ্জরী

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনা মোর চিতে আন নাহি ভায়॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু তুয়া মুখ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজনার মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়ে।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়ে॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি তুয়া মুখ পাসরিতে নারি।
কহে চণ্ডিদাস রূপ রাখ হিয়ায় ভরি॥১২৪৪॥

—০:০:০—

ধানশী

বন্ধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব॥
ও চান্দ বদন সদা নিরখিব
সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি মিলাওল বিধি
পূরিল মনের সাধ॥
প্রেম-ডোর দিয়া রাখিব বান্ধিয়া
দুখানি চরণারবিন্দ।
কে বা নিতে পারে কাহার শকতি
পাঁজরে কাটিয়া সিন্দ॥
হিয়ার মাঝারে সাধ যে করি
রাখিতে নাহিক ঠাঞি।
অবলা পরাণে হারাও হারাও বাসি
খুঁজিয়া পাইতে নাই॥

অনেক যতনে পাইলুঁ রতন
রাখিতে নারিলুঁ কোলে।
তাহে পাপ চিত বিধি বিড়ম্বিল
জ্ঞানদাস ইহা বলে॥ ১২৪৫॥

—•✕•—

বন্ধু কি আর বলিব তোঁরে।
না দেখিয়া মুখ পাই যত দুখ
কে আছে কহিব কারে॥
ঘর নহে ঘোর যত দেখি পর
যখন না থাক কাছে।
দরশন বিনে চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে॥
দাঁড়াইয়া থাকি যদি বা না দেখি
মনের দুখেতে মরি।
না জানি কি ক্ষণে হৈল দরশনে
তিলে পাসরিতে নারি॥
নয়ন অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কহে তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥ ১২৪৬॥

—:—

সুহই

শুন শুন রসিকরায়।
তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিলুঁ
নিবেদিয়ে তুয়া পায়॥
কি জানি কি খেনে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেলুঁ।
তোমা হেন বন্ধু হেলায়ে হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মলুঁ॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণসম
পরাণ-বন্ধুয়া তুমি॥
সখীগণে কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব তুহুঁ বাঢ়ায়লি
অব টুটায়ব কে॥
তোঁহারি গরবে গরবিনী হাম
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডিদাস কহে এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের সুখ॥ ১২৪৭॥

[পাঠান্তর]

শুন হে রসিক রায়।
তুয়া উপেখিয়ে যে দুখে আছিলুঁ
নিবেদিয়ে তুয়া পায়॥
না জানি কি খেনে কুমতি হইল
গরবে ভরিয়া গেলাম।
তোমা হেন ধন হেলাতে হারায়ে
কান্দিয়ে কান্দিয়ে মৈলাম॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ সম
পরাণ-বন্ধুয়া তুমি॥
সখীগণ কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরল দে।
হামারি গরব তুহুঁ বাঢ়াওলি
অব টুটায়ব কে॥
তোঁহারি গরবে গরবিনী হাম
তুঁহি সে বাঢ়ালে বুক।
চণ্ডিদাসে কহে এমতি না হৈলে
পিরীতি কিসের সুখ॥ ১২৪৮॥

—॰—

[বন্ধু]

তোঁহার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোঁহার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটী চরণ
সদা লৈয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুঁহি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়ন অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুঁহি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোঁহারি পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥ ১২৪৯॥

—॰—

ধানশী

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক অপার॥
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হৈলাম তোমার লাগিয়া॥
নব রে নব রে নব নবঘন-শ্যাম।
তোমার পিরীতি খানি অতি অনুপাম॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি আমার প্রাণবন্ধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে শুন শ্যামধন।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ॥ ১২৫০॥

—॰—

কেদার

ওহে নাথ কি দিব তোমারে
কি দিব কি দিব ক'রি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার॥ ১২৫১॥

—◇—

[শ্রীকৃষ্ণস্য ষোড়শোপচারপূজাবর্ণনং]

শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন।
ষোড়শোপচারে পূজি তোমার চরণ॥
উরজ-কনক-কুম্ভ স্থাপন করিয়া।
মোতিম মালা তাহে আলিপন দিয়া॥
পঞ্চেন্দ্রিয় দান কৈল পঞ্চ দেবতায়।
নবভক্তি দিয়া কৈল নবগ্রহ কায়॥
অষ্টদিকপাল তুষ্ট অষ্ট-সখি জন।
শুদ্ধ ভক্তি যোগে তুষ্ট সর্ব্ব দেবগণ॥
সর্ব্ব দেব পূজি করে কৃষ্ণের পূজন।
হৃদয়ে [আসন] দিল হৃদি সিংহাসন॥
'ইহ তিষ্ঠ' 'ইহ তিষ্ঠ' [স্বাগত] বচনে।
নয়নাশ্রু জল দিল [পাদ] প্রক্ষালনে॥
[অর্ঘ্য] দান দিল ধনি অঙ্গের পুলকে।
স্বেদজল দিল ধনি [আচমনীয়কে]॥
প্রেম অশ্রুজলে পুনঃ করাইল [স্নান]।
অনুরাগ পীত [বস্ত্র] দিল পরিধান॥
সহাস্য বদন দিল [নৈবেদ্য] করিয়া।
সুশীতল বারি রাখি ঝাড়ুয়া পুরিয়া॥
বদন-কমলে মধু [মধুপর্ক] করি।
সুশীতল বাক্য যেন [আচমন] বারি॥
নিজঅঙ্গ-গন্ধ দিল [ধূপ] [গন্ধ] করি।
পিরীতি [প্রদীপ] জ্বালি দিল সারি সারি॥

হৃদি [শতদলে] কৈল কৃষ্ণের পূজন।
আলিঙ্গন দানে কৈল [আত্ম-সমর্পণ] ॥
ভাব [অলঙ্কারে] কৈল সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত।
হৃদয় [কস্তুরী] দিল শ্যামকে তুষিত ॥
অনুরাগ [জয়-বাদ] সখিগণ বায়।
বঞ্চিত রহল তাহে শেখর রায় ॥ ১২৫২ ॥

—০০০—

ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণ আরাধনা করে নিতি।
আশ্চর্য্য সামগ্রী তার শুনহ পিরীতি ॥
নিজঅঙ্গ-স্বেদ পাদ্য অর্ঘ্য সুপুলকে।
আচমন দিল অল্প উক্তি সুধাধিকে ॥
নিজাঙ্গ সৌরভ্য সেই সেই গন্ধ সার।
মন্দহাস্যগণ পুষ্প বরিষে অপার ॥
আলিঙ্গন লীলামৃত নৈবেদ্যাদি দিলা।
সুধাধর রসে সেই তাম্বুল অর্পিলা ॥১২৫৩॥

—০—

[তথাহি ভাবসম্মিলনের বিদ্যাপতির
দুইটী পদ যথা]

ধানশী

যব হরি আয়ব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তূর ॥
আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥
সহকার-পল্লব চূচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে ॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়াকর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে ॥ ১২৫৪ ॥

—০০—

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প ॥
নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ।
চৌদিকে পসারব চান্দ কি হাট ॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ॥১২৫৫ ॥

—:০:—

বন্ধু হে সদাই থাকিহ মোর ঘরে।
অনেক পুণ্যের ফলে তোমারে পাঞাছি হে
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ডরে ॥
কালিয়া বরণখানি মাথায় করিব বেণী
আঁচলে ঝাঁপিয়া নিব বুকে।
কালিয়া বরণ অঙ্গে করি আভরণ
কালা-রূপ নয়নের তারা।
তোমার যেমতি প্রেম জিনি দারিদের হেম
তুমি পাছে হয়ে থাক হারা ॥
নিতি নব অনুরাগে যখন পরাণ যাবে
তুমি মোরে দিহ পদছায়া।
কহয়ে উদ্ধব হীন জীয়ে থাকি যতদিন
কভু যেন না ছাড়িহ মায়া ॥ ১২৫৬ ॥

—০—

প্রাণনাথ আর কি বলিব আমি।
আনের অনেক আছে আমার কেবল তুমি ॥
ঐ দুটী রাঙ্গা পায় কি ধন দিব আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন মোর তুমি ॥
তুমি সে আমার বট আমি সে তোমার।
তোমাকে সকল দিতে কি যাবে আমার ॥
কি আর বলিব নাথ কি আর বলিব।
তোমার তোমাকে দিয়ে তোমার হয়ে রব ॥
গোবিন্দদাস কহে শুন বিনোদ রায়।
এ দাসীরে রেখ যেন ঐ রাঙ্গা পায় ॥ ১২৫৭ ॥

—]০[—

শোন হে পরাণ-বন্ধু শোন বরকান হে।
ভাবিয়ে দেখিতে নাই তোমারি সমান হে ॥
যদবধি আছে প্রাণ না ছাড়িহ দয়া হে।
দাসী ব'লে দেখো নাথ দিহ পদ-ছায়া হে ॥
শোন হে পরাণ-বন্ধু শোন বরকান হে।
চরণে লিখিয়ে রেখো এ দাসীর নাম হে ॥
চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায় হে।
ভূমেতে লিখিয়ে নাম পদ দিহ তায় হে ॥
যদুনাথদাসে বলে শোন বিনোদিনি।
তোমা প্রেমের অনুগত শ্যাম গুণমণি ॥
॥ ১২৫৮ ॥

ললিত

ভুজলতা বেড়ি শ্যাম রাই কৈল কোরে।
অনিমিখ হৈয়া চান্দ-বদন নেহারে ॥
সুবাসিত জলে চান্দ-বদন পাখালে।
মুছায়ল বদন-চান্দ আপন অঞ্চলে ॥

জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারি যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥
॥ ১২৫৯ ॥

ধানশী

তুঁহি মোর নিধি রাই তুঁহি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোঁহে নিরমিলা বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোঁহারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমল ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শরদ চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোঁহার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গড়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবুও না হয় তোঁর নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরাম-পহুঁ চিত নহে থির॥১২৬০॥

সুহই

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালী॥
এ সব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণী॥

[শ্রীকৃষ্ণোক্তি]

শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে॥
গদ গদ কহে নাগর কাতর বয়ানে।
পরাণ নিছুনি রাই তোঁহার চরণে॥
তুয়া গুণে বিকায়েছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনারে কেন কহ পুনর্ব্বারে॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয় ॥১২৬১॥

—(:-:)—

[শ্রীকৃষ্ণের নিবেদন]

সুহই

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রস-তত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব-তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী চারিদিকে হেরি
যেমত চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডিদাস কহে ঐছন পিরীতি
জগতে আর কি হয়।
এমন পিরীতি না দেখি কখন
কখন হবার নয়॥ ১২৬২॥

—[*]—

"তোমার কারণে রস-তত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি"

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ যথা]

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেহপি
শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণঃ
রূপমেষা রস-স্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের স্বরূপে সিদ্ধান্ততঃ অভিন্নতা থাকিলেও, রস-বাহুল্য নিবন্ধন কৃষ্ণ-রূপই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে—ইহাই রস-স্থিতি অর্থাৎ কৃষ্ণরূপেই রস-তত্ত্বের স্থিতি (পর্য্যাপ্ত) হয়।

[তথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
তিঁহো চতুর্ভুজ ইহো মনুষ্য আকার।

[পুনশ্চ]

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার।

অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার।
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব-নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

—o—

[তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ]

"হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা"
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥

গোকুলাখ্য পদেই কৃষ্ণের পূর্ণতমতা প্রকাশিত। তদীয় পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা মথুরাদ্বারকাদি ধামে প্রকটিত।

[শ্রীচরিতামৃতে যথা]

"স্বরূপ বিগ্রহে কৃষ্ণের কেবল দ্বিভূজ"

—o—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর লীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ-বেশ বেণু-কর নবকিশোর নটবর
নর-লীলার হয় অনুরূপ॥

—:o:—

"এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান"

—o—

[শ্রীভগবদুক্তি]

"কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান"
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত।
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল।

রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটি গুণ রাধা প্রেমাস্বাদ।
সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়।
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।

আমা হৈতে কোটি গুণ
আশ্রয়ের আস্বাদ।১২৬৩।

—o—

সুহই

জপিতে তোমার নাম বংশী ধরি অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইলুঁ গোকুলপুরী
বরজ-মণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাহিয়া করিতে নারি শেষ॥
গঞ্জন বচন তোঁর শুনি সুখের নাহি ওর
সুধা সম লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি তেরছ নয়ানে দেখি
বিকাইলুঁ জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিলুঁ কত
সো পিরীতে না পূরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হৈল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডিদাস॥ ১২৬৪॥

—o—

"তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইলুঁ গোকুলপুরী
বরজ-মণ্ডলে পরকাশ"

—o—

[শ্রীচরিতামৃতে যথা]

যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ।
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ-প্রাকট্য কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন।
"বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে"

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

"আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন"

[পুনশ্চ]

"আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ"
"স্ব-মাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন"
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোহন্যে বিলসয়ে রসাস্বাদন করি।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥

[তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে]

"কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ ? শ্রীমতী রাধিকৈকা"
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমি কে? একা শ্রীমতী রাধিকা।

[লীলা-তত্ত্ব]

তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়া মাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে॥

[যথাহি শ্রীগীতায়াং]

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"
॥ ১২৬৫ ॥

[বৃন্দাবন-লীলা নিত্য এবং চির নূতন]

নব বৃন্দাবন নব নাম হয়
সকল আনন্দময়।
নব বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে
মিলিত হইয়া রয়॥

[চণ্ডিদাস]

—:০:—

[শ্রীরাধা-তত্ত্ব]

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিঃ"

[যথাহি শ্রীচরিতামৃতে]

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার।
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে [হ্লাদিনী] সদংশে [সন্ধিনী]
চিদংশে [সংবিৎ] যারে জ্ঞান করি মানি॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা [শ্রীরাধা] ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥

[পুনশ্চ]

"সুখ-রূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন"

কৃষ্ণেরে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
"হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম"

—০—

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি॥
আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজ দেবীগণ।
কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥ ১২৬৬॥

[তথাহি বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে]

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।
"রাধিকা কৃষ্ণময়ী——পরদেবতা"

[পুনশ্চ শ্রীচরিতামৃতে যথা]

দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।
কিংবা কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব [রাধিকা] নাম পুরাণে বাখানে॥

কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

["শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ"]

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান।
দুই বস্তু অভেদ তাহে শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ ১২৬৭॥

—০—

শ্রীরাধা—অন্তরঙ্গা পরা প্রকৃতি, স্বরূপ-শক্তি। তটস্থা প্রকৃতি—অসংখ্য জীব-শক্তি। "জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।"

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥
"একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুটী কায়।"

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়া-শক্তি জীব-শক্তি নাম॥

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥

—০—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

চিচ্ছক্তি [স্বরূপশক্তি] অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥

[মায়াশক্তি] বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
[জীবশক্তি] তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এমত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সভার স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

[ব্রহ্মসংহিতায়াম্]

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি কেহ নাই; তিনি গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণকারণ, অর্থাৎ সর্ব্বকারণীভূতা মায়ারও কারণ।

—৪—

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস-সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥

[রস-পর্য্যায়]

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥

"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলা-রস"
ভক্তি-সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥

[যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে]

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈ-কত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

"কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ"

আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥ ১২৬৮॥

"ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন"

—(ঃ০ঃ)—

সুহই

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ানতারা॥
গৃহ মাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হৈল আঁখি।
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে॥
শ্যামের বচন মাধুরি শুনিয়া
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডিদাস কহে দোঁহার পিরীতি
পরাণে পরাণে বান্ধা॥ ১২৬৯॥

—০—

সুহই

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী-চরণ সার॥

শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করি বাঁশী ফিরি দিবানিশি
কিশোরীর অনুরাগে ॥
কিশোরী চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখহে কিশোরী অনুগত জনে
করো না চরণ ছাড়া ॥
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার ॥
কহিতে কহিতে রসিক নাগর
তিতল নয়ন জলে।
চণ্ডিদাস কহে নবীন কিশোরী
বন্ধুরে করিল কোরে ॥ ১২৭০ ॥

—:—

[শ্রীভগবদুক্তি]
"রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু"
[শ্রীচরিতামৃতে]

—০ះ০—

সুহই

কহি এক বাণী শুন বিনোদিনি
দয়া না ছাড়িহ মোরে।
সাধন ভজন না জানি মরম
সদাই ভাবিয়ে তোঁরে ॥
সাধন ভজন করে যে বা জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোঁহার চরণ
তুঁহি রসময়ী নিধি ॥
[সকল ছাড়িয়ে তোঁহারে ভজিয়ে
এই দশা হৈল মোর]
নব সন্নিপাতি দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরিহে আমি।
রসের সায়রে ডুবাহ আমারে
অমর করহ তুমি ॥
যত করি আমি সব জান তুমি
তোঁহার আদেশ সার।
তোঁহারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবিয়ে হৈলাম পার ॥
যে দেখি পাথার সকলি সাঁতার
শকতি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডিদাসে
যে হয় উচিত তোঁর ॥১২৭১॥

—(ះ)—

কল্যাণী

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ান-তারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইলুঁ আমি ॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি
সকলি করিবা ক্ষমা ॥
গলায় বসন আর নিবেদন
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডিদাসে ভণে ও রাঙ্গা চরণে
দয়া না ছাড়িহ রাই ॥ ১২৭২ ॥

—০—

[উভয়-নিবেদন]

ধানশী

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর-ধারী ॥
তুয়া অনুরাগে হাম হৈলুঁ কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈনু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হৈল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥ ১২৭৩ ॥

—◎—

[শ্রীরাধা] তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
[শ্রীকৃষ্ণ] তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম ॥
(রাধে কেবল তোমারই লাগি)
(আমার গোলক ছেড়ে গোকুলে আসা)
(রস মাধুর্য্য-নির্য্যাস আস্বাদন তরে)

[শ্রীরাধা] তুয়া অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই।
[শ্রীকৃষ্ণ] তুয়া অনুরাগে হাম গোধন চরাই॥
(একি আমার কাজ হে)
(গোঠে মাঠে ধেনু চরা)
(এ সব কেবল তোমারই লেগে)
[শ্রীরাধা] তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
(তোমার বরণ উদ্দীপনের লাগি)
[শ্রীকৃষ্ণ] তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর-ধারী॥
[শ্রীরাধা] তুয়া অনুরাগে হাম হৈলুঁ কলঙ্কিনী।
(আমায় কলঙ্কিনী সকলে বলে)
(কেবল তোমারই লাগি)
[শ্রীকৃষ্ণ] তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈহু আমি॥
(কেবল তোমারই লেগে)
(নন্দের বাধা বওয়া)
[শ্রীরাধা] তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
(নয়ন আন্ হেরে না)
(কৃষ্ণময় জগৎ দেখি)
[শ্রীকৃষ্ণ] তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হৈল আঁখি॥
(আমার নয়ন তুমি বাঁকাইলে)
[রসশাস্ত্রমতে অপাঙ্গ-ভঙ্গী ও বংশী শ্রীকৃষ্ণের 'স্বয়ং-দূতী' মধ্যে পরিগণিত]
[শ্রীরাধা] তুয়া অনুরাগে মোর সরম গেও দূর।
[শ্রীকৃষ্ণ] তুয়া অনুরাগে মোর জনম ব্রজপুর।
[শ্রীরাধা] তুয়া অনুরাগে নাম অঙ্গহি লেখা।
[শ্রীকৃষ্ণ] তুয়া অনুরাগে মোর শিরে শিখি পাখা॥
তুয়া অনুরাগে হাম আন্ নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান॥১২৭৪॥

—(:*:)—

সুধার সমান শ্যামের বচন
শ্রবণ করিয়া রাই।
গদ গদ ভাষে কহিছেন কিছু
ছল ছল দিঠে চাই॥
বন্ধু হে তোমার যাহাতে সুখ।
তাহাই করিবে তাহাতে আমার
কদাচিত নাহি দুখ॥
তোমার সুখের লাগিয়া তেজিলুঁ
ধরম করম আমি।
তোমারি সুখের লাগি উপেখিলুঁ
কুলের গৌরব স্বামী॥
যাহাতে তোমার সুখের উদয়
তাহে যদি দুখ হয়।
সে দুখরে মহা সুখ বলি মানে
মোর মনে অসংশয়॥
তুমিহ রসিক চূড়ামণি হও
কত জান রস-কেলি।
কিশোরী-দাসীরে সুখিত করিতে
কর কত মত খেলি॥ ১২৭৫॥

—০—০—

ছাদে হে নাগর-বর শুন হে মুরলী-ধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর মণি যেন চান্দের গাঁথনি
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই - গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রৈল তুয়া পানে চেয়ে॥
চাই কাল মেঘ পানে তুয়া বন্ধু পড়ে মনে
এলাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধন শালেতে যাই তুয়া বন্ধুর গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি॥
মণি নও মাণিক নও আঁচলে বান্ধিলে রও
ফুল নহ কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
অগুরু চন্দন হৈতাম তুয়া অঙ্গে মাখা রৈতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙা পায়।
কি মোর মনের সাধ বামন হৈয়ে চান্দে হাত
বিধি কি সাধ পূরাবে আমায়॥
নরোত্তমদাসে কয় তোমার উচিত হয়
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে আমার এ দেহ যাবে
সেই দিনে দিহ পদ-ছায়া॥ ১২৭৬॥

—০—

[শ্রীরাধার ঘোষণা]

নন্দ-সুত সনে যোষিত দোষিত
কো নহে ব্রজবর-নারী।
হাম অভাগিনী চির কলঙ্কিনী
কহইতে লোচনে বারি॥
অন্যের কলঙ্ক যত সে দেখে আন মত
সে নহে বিধির বিধান।
আমার কলঙ্ক যত গান করে ভাগবত
ফুকরয়ে বেদপুরাণ॥

কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ॥
দোঁহার যে সম রস ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥
॥ ১২৮০ ॥

অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥
তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্যঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা-আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতরি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈল কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোহন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥

[তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াং]

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তি
রস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি
পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং
নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্
॥ ১২৮১ ॥

[শ্রীরাধার নিবেদন]

সুহই

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণ-বন্ধু হৈও তুমি॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভ ক্ষণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেত তারা বলে কত
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে গোকুল নগরে
দু কুল হইল হাসি॥
চণ্ডিদাস বলে শুনহ নাগর
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হৈয়ে
সদাই অন্তরে থাক॥ ১২৮২ ॥

—:০:—

শ্রী

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণপতি হৈও তুমি॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভ ক্ষণে তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
আনের আছয়ে আন জনা কত
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লৈয়াছি আমি॥
গুরু গরবিত তারা বলে কত
সে সব গৌরব বাসি।

তোমার কারণে এত না সহিয়ে
দু কুলে হইল হাসি॥
কহে চণ্ডিদাস শুন সুনাগর
রাধার আরতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হৈয়ে
রসেতে রসিয়া রাখ॥ ১২৮৩॥

—:০:—

সুহই

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দু কুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলুঁ
ও দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
ক্রুটীর নাহিক ওর।
[যে হয় উচিত তোঁর]
ভাবিয়া দেখিলুঁ প্রাণনাথ বিনু
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ১২৮৪॥

—:⊙:—

কামোদ

শ্যাম আর কি বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি॥
তুমি বিদগধ গুণের সাগর
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী বেন্ধেছ পিরীতি
অথল ব্রজের রামা॥

জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া
শরণ যে লইয়াছি।
যে কর সে কর তোমার বড়াই
এ দেহ তোমারে সঁপিয়াছি॥
অনেক আছয়ে আন জনার কত
রাধার কেবল তুমি।
ও দুটী চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লৈয়াছি আমি॥
চণ্ডিদাস বলে শুনহ বিনোদ
রাধারে না হও বাম।
লোক মুখে শুনি তোমার মহিমা
শরণ-পঞ্জর নাম॥ ১২৮৫॥

—(:—:)—

কামোদ

বন্ধু ছাড়িয়া না দিব তোঁরে।
পরাণ যেখানে রাখিব সেখানে
এমতি সে মন করে॥
লোক হাসি হউ কুল জাতি যাউ
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তোমা হেন নিধি ঘটাইছে বিধি
আর তোমা কোথা পাব॥
কাহারে কহিব কে বা পাতিয়াব
আমার জ্বালা যে যত।
তোমার কারণে এতেক সহিয়া
নহে পরমাদ হত॥
রাধার বচন শুনি সুনাগর
গদ গদ ভেল দেহা।
আমি সে তোমার প্রেমে আছি বশ
মরমে বান্ধিলে লেহা॥
চণ্ডিদাস কয় দুহুঁ এক হয়ে
ইহার না হয় ভিনু।
বিহি সে বসিয়া দুহুঁ মিশাইয়া
গড়ল একই তনু॥ ১২৮৬॥

—:-:—

সিন্ধুড়া

তোমার পিরীতি কি জানি কি রীতি
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া পিরীতি করিলুঁ
পরিণামে পাছে জ্বালা॥
অবলা জনার দোষ না ধরিবা
তিলে কত হয় দোষ।

তুমি দয়া করি কৃপা না ছাড়িবে
মোরে না করিহ রোষ ॥
তুমি সে পুরুষ ভূষণ শকতি
সকলি সহিতে হয় ।
কুল কামিনীর লেহা বাড়াইয়া
ছাড়িতে উচিত নয় ॥
তিলেক না দেখি ও চান্দ-বদন
মরমে মরিয়া থাকি ।
হয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া
চণ্ডিদাস আছে সাখী ॥ ১২৮৭ ॥

সুহই

বন্ধু কি আর বলিব আমি ।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জান হে তুমি ॥
যে তোঁর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসিয়ে নিতি ।
তোঁহার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন বাপার তেমন
তেমতি বরজপুরে ।
সখীর আদরে পরাণ বিদরে
সে সব গোচর তোঁরে ॥
সতী বা অসতী তোঁহে মোর মতি
তোঁহারি আনন্দে ভাসি ।
তোঁহারি বচন সালঙ্কার মোর
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডিদাসে বলে শুনহ সকলে
বিনয় বচন সার ।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার ॥ ১২৮৮ ॥
—(:০০:)—

সুহই

শুনহে চিকণ কালা ।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা ॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ ॥
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম ।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলেম নবীন শ্যাম ॥
অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে ।
চণ্ডিদাসে কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে ॥১২৮৯॥
—০—

সুহই

বন্ধু তুঁহি সে পরশ-মণি হে
বন্ধু তুঁহি সে পরশ-মণি ।
ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার
সোনার বরণ খানি ॥
তুঁহি রস-শিরোমণি হে
বন্ধু তুঁহি রস-শিরোমণি ।
[মোরা] অবলা অখলা আহিরিণী বালা
তোঁ সেবা নাহিক জানি ॥
তোঁহার লাগিয়া বনে বনে ধাই
[আমি] সুবল বেশ ধরি হে ।
[এক] তিলে শত যুগ দরশনে মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥
অঙ্গের বরণ কস্তুরী চন্দন
[আমি] হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি ।
ও দুটী চরণ পরাণে ধরিয়া
নয়ান মুদিয়া থাকি ॥
চণ্ডিদাস কহে শুন রসবতি
তুহুঁ সে পিরীতি জান হে ।
বন্ধু সে তোঁহার এক কলেবর
দুহুঁ সে এক প্রাণ হে ॥১২৯০॥
—০০:০০—

সুহই

বন্ধু তুঁহি সে আমার প্রাণ ।
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুঁহি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন ।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোঁহার পায় ।
তুঁহি মোর পতি তুঁহি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায় ॥

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোঁহার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোঁহাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডিদাস পাপ পুণ্য সম
তোঁহারি চরণখানি॥১২৯১॥

—০:০—

সুহই

অনেক সাধের পরাণ-বন্ধুয়া
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির শোভাতে গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব॥
তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিনা ধনে আর অধিকার কার
এ বড় গৌরব মনে॥
বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোঁরে॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যাম পায়।
চণ্ডিদাস কয় জীবনে মরণে
না ঠেলিহ রাঙা পায়॥১২৯২॥

—০—

সুহই

বন্ধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশু কাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শত কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিহ বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোঁর।
ভাবিয়া দেখিলুঁ তোমা বন্ধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরিয়ে আমি।
চণ্ডিদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িহ তুমি॥১২৯৩॥

—০:০—

[বিদ্যাপতির আত্ম-নিবেদন]

(১)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥

মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন-দয়াময়
অতয়ে তোঁহারি বিশোয়াসা॥

আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রস-রঙ্গে মাতলুঁ
তোঁহে ভজব কোন বেলা॥

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
অব তারণ ভার তোঁহারা॥১২৯৪॥

—০:০—

(২)

ধানশী

যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়লুঁ
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥

এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥

যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবিলুঁ
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥

ভণহু বিদ্যাপতি লেহ মনে গুণি
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥১২৯৫॥

—০—

(৩)

মাধব বহুত মিনতি করি তোঁয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়॥

গণইতে দোষ গুণ গুণ-লেশ ন পাওবি
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগমে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥

কিয়ে মানুখ পশু পাখী যে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু॥ ১২৯৬॥

—০—

[গোবিন্দদাসের প্রথম রচিত বলিয়া কথিত পদ]

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল জল জীবন টলমল
ভজহ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখিজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষ্য রে॥ ১২৯৭॥

—:•:—

[বৈষ্ণবের বিজ্ঞপ্তি]

রস-শাস্ত্র মতে, বৈধী ভক্তি সাধন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে রাগানুগা ভক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার জন্মে।

বৈধী ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ। তন্মধ্যে বিজ্ঞপ্তি অন্যতম। বিজ্ঞপ্তি অর্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিশেষরূপে নিবেদন। বিজ্ঞপ্তি বহু-প্রকার—তন্মধ্যে তিন প্রকার প্রধান। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উদাহরণ যথাঃ—

[(১)]
সংপ্রার্থনাত্মিকা

যুবতীনাং যথা যূনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥

হে ভগবন্, যুবতীগণের মন যেমন যুব পুরুষে এবং যুবগণের মন যেমন যুবতীগণে আসক্ত হয়—আমার মন তোমাতে সেই রূপ আসক্ত হউক।১২৯৮।

[(২)]
দৈন্যবোধিকা

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

হে পুরুষোত্তম, আমার ন্যায় পাপাত্মা ও অপরাধী জগতে আর কে আছে? এমন কি পাপ পরিহারের নিমিত্ত তোমার নিকট দৈন্য জানাইতেও লজ্জাবোধ হইতেছে॥ ১২৯৯॥

[(৩)]
লালসাময়ী

কদাহং যমুনা-তীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবান্॥

হে কমল-নয়ন, কবে আমার এমন দিন হইবে যে যমুনা-তীরে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে তাণ্ডবনৃত্য করিতে আরম্ভ করিব।১৩০০।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা এই ত্রিবিধ বিজ্ঞপ্তিতে পরিপূর্ণ।



[নিত্যকালীয় নিবেদন]

রত্নাকরো নিজগৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
কিং দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়।
রাধাপহৃতমনসো মনসস্তু দৈন্যং
তদ্দীয়তে যদুপতে ত্বরিতং গৃহাণ॥

হে ভগবন্, রত্নাকর সমুদ্র তোমার গৃহ, এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী তোমার পত্নী; সুতরাং, তোমার ধনের বা অন্য কোনও বিষয়ের কোনওরূপ অভাব নাই; সুতরাং, কি দিয়া তোমার ভজনা করিব? শ্রীমতী রাধা তোমার মন চুরি করিয়া লইয়াছেন, তোমার মনেরই অভাব আছে—এজন্য, হে ভগবন্, তোমাকে আমার মন সমর্পণ করিলাম ইহাই গ্রহণ কর।

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
পরমানন্দমাধবম্॥



[বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলির প্রথম স্তবক সমাপ্ত]



পরবর্ত্তী স্তবকে—মান, মাথুর, গোষ্ঠ, দান-লীলা, নৌকা-বিলাস, রাস ইত্যাদি লীলা সন্নিবেশিত করিবার কল্পনা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু



[ভ্রম-সংশোধন]

[পদ]	পংক্তি	অশুদ্ধ	[শুদ্ধ]
১৪	৮	ধল	ধবল
২২	১৩	ভাঁতি	ভাতি
২৪	৬	অদভূত	অদভুত
৩৬	১	কে বিহি	কো বিহি
৩৯	১০	খেলি	কেলি
৪৪	৫	রাধাময়ী	রাধানয়
৬৫	৭	অঞ্জন নয়নী	খঞ্জন নয়নী
৭৩	৬	কবহুঁ	করহুঁ
„	১১	ভরম	ভরমে
৮০	৫	পুছিরে	পুছিয়ে
৮১	১	নিষষি	নিশসি
„	„	নহারসি	নেহারসি
„	১১	অঙ্ক নয়ান	অঙ্গন আন
৮২	২	আসল	আলস
৮৩	৩	বিটপ	বিকট
„	৪	বিনিন্দিত	বিনিন্দক
৮৪	৩	চন্দ্র-গোপ	ইন্দ্র-গোপ
৯২	৯	পিয়ল	পিঙল
১০০	১১	হেরই	ছোড়ই
১০১	৮	মুখ-চান্দ	মুখ-ছান্দ
„	৯	আগুলি	আগুণি
„	১৩	পরিছে	ঝরিছে
১০২		[এই পদটী সম্পূর্ণ বাদ যাইবে]	
১০৩	৭	পায়হ	পায়ই
১০৪	৩	চারিসঙ্গ	চারি সখী সঙ্গ
„	১৭	নখিলে	লখিল
১১১	১০	জলে	জাল
১১৮	৩	ঝুরয়ে	ঝরয়ে
১২৮	১	দেই	দেখা
১৪৫	৩	জীবনে	জীবন
১৫৫	৮	কাহে	কানু
„	১৪	জানত	জান
১৬২	৫	বহিয়া	বরিহা
১৮৬	৬	পরমে	মরমে
১৮৭	৬	[অপরশ দেই পরশ সুখসম্পদ]	
১৯২	১১	অংশে	অংসে
১৯৬	১৩	সেন	হেন
২০৮	৬	জগমহ	জগ মাহ
২২৪	৬	নিকশে	নিকসে
২৪৫	৯	নিরূপম	নিরুপম
২৪৬	৫	সরম	সরস
২৬১	২২	অবনীনাথ	অবনীমাথ
২৮২	১	অদভূত	অদভুত
৩৩০	১	ভরম	ভমর
৩৩৪	১	পিরীতির	পিরীতিক
৩৪৭	১২	কানে	কাল
৩৮৬	১	স	সজনি
৩৮৮	২	শ্যামেরু	শ্যামরু
৪০১	৩	বাড়ায়	বাড়য়
৪১২	২১	[নহিল শোধিত চার বটে]	
৪৪৬	৮	বলরিত	বলয়িত
৫৩২	৪	নয়ন	তরল
৫৯৮	১৪	পান্থনম্	পন্থানম্
৬২৯	১	সুর্ভিসারে	অভিসারে
৬৮৮	১১	নব	লব
৭৪৭	২	এত	এ তো
৭৮০	৪	মথপানে	পথপানে
৭৯৩	৯	মধুরস	মধুরিম
৮৬৭	১	দিল	দিলা
৮৯৮	৯	বসিয়া	বলিয়া
৯৯৭	২	ভাঙ্গই	ভায়ই
১০০৭	২	পাসরিলে	পাসরিল

[পৃং]	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	[শুদ্ধ]
৩০	...	৪	[বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্]	
৩০	...	৩০,৩১	সত্বা	সত্তা
১০৮	...	৩,৮	সুদ্দীপ্ত	সুদ্দীপ্ত
১৫২	দক্ষিণ	১৫,১৭ }	মন্মথে	মন মথে
২০৮	„	৫,৭ }	যিনি	জিনি
১৭৫	„	১৬	মাংস	মানস
১৭৭	„	১৮	রূঢ়	রূঢ়
„	„	২১	তদ্দর্শনাদি	তদর্শনাদি
„	„	২৩	অধিরুঢ়	অধিরূঢ়
১৮৪	„	৪	বিষম	বিষ
১৮৭	„	৯	যায়	কায়
২০৬	„	২৪	ভবদ্রুপমানম্	ভবদ্রুপযানম্
৪	বাম	২৩	সুনাগর	নাগর
১৭৭	„	১০	নীবন	নবীন
১৭৯	„	৩০,৩২	মোহন	মোদন
১৮৪	„	১৮	মধুর-স্মিত	মধু-স্মিত
১৮৫	„	২	কহন	কথন
১৮৭	„	১২	শ্রীগান	বংশীগান
„	„	১৪	মাথে	মুণ্ডে
„	„	২৩	মিলনে যে	মলয়জ
২৬৯	„	২৩	পরমশ্রেষ্ঠা	পরমপ্রেষ্ঠা

[অপেক্ষাকৃত গুরুতর ভ্রম কয়েকটীমাত্র প্রদর্শিত হইল ;
সাধারণ ভুল অনেক রহিল]